ব্রজ রায়ের পাঁচালী।

(চৌত্রিশটী পালায় সম্পূর্ণ

ভূতপূর্ব্ব অনুসন্ধান-সম্পাদক

শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী

সম্পাদিত।

কলিকাতা,

৩৮।২ ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীট, 'বঙ্গবাসী-ইলেক্‌ট্রো-মেসিন-যন্ত্রে'

শ্রীনটবর চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৩১৩

প্রকাশকের নিবেদন।

প্রায় ৭০ বৎসর পূর্ব্বের কীটদষ্ট জীর্ণ পুঁথিপত্র অবলম্বনে এই লুপ্তপ্রায় গ্রন্থের উদ্ধার-সাধন হইল। এ বৎসর 'বঙ্গবাসী'র বার্ষিক উপহারে ব্রজমোহন রায়ের যাত্রার পালাগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল; বাসন্তী উপহারে তাঁহার পাঁচালীর পালাগুলি প্রকাশিত হইল।

এ কথা বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন যে, যাত্রার পালা অপেক্ষা পাঁচালীর পালাতেই ব্রজমোহনের প্রতিভা সম্যক্ পরিস্ফুট। এক সময় পাঁচালীর পালায় ব্রজমোহন রায় বঙ্গদেশ মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার পাঁচালীর আসরে সহস্র সহস্র নরনারী দূর-দূরান্তর হইতে ছুটিয়া আসিত। তাঁহার পাঁচালী শুনিয়া তন্ময় হইয়া ধন্য ধন্য করিয়া লোকে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিত।

বটতলার কল্যাণে অনেক দিন পূর্ব্ব হইতেই দাশরথি রায়ের পাঁচালী—যে ভাবেই হউক—এদেশে প্রচলিত ছিল। পরিশেষে ১৩০৯ সালে 'বঙ্গবাসী'-কার্য্যালয় হইতে তাহার সম্পূর্ণ ও সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ায়, দাশরথি রায়ের পাঁচালীর অভাব একেবারেই দূরীভূত হইয়াছে। এখন 'বঙ্গবাসী'-কার্য্যালয়ের দাশরথি রায়ের পাঁচালীই গৃহে গৃহে বিরাজমান। রসিকমোহন রায়ের পাঁচালীও 'বঙ্গবাসী'-কার্য্যালয় হইতেই প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। এইবার—বহু পরিশ্রম, বহু অনুসন্ধান ও বহু ব্যয়-স্বীকারে—ব্রজমোহন রায়ের পাঁচালীও প্রকাশ করিলাম।

এই 'পাঁচালী' প্রকাশে বাঙ্গালীর এক লুপ্ত-রত্নের উদ্ধার-সাধন হইল। ব্রজমোহন রায়ের স্বর্গলাভের পর, একাল পর্য্যন্ত কেহই এই "পাঁচালী" গ্রন্থ প্রকাশের কোনও ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। পাঁচালীর পাণ্ডুলিপিগুলি ক্রমশঃই জীর্ণ ও কীটদষ্ট হইয়া আসিতে-

ছিল। বোধ হয়, আর দুই এক বৎসর পরে উহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইত। আমরা গলিত জীর্ণ অবস্থায় ঐ পাণ্ডুলিপিগুলি প্রাপ্ত হই। সে গুলি না দেখিলে, তাহার অবস্থা কেহই অনুমান করিতে পারিবেন না। সেই পাণ্ডুলিপিগুলি সংগ্রহ করিতেও আমাদিগকে যে যথেষ্ট আয়াস ও অর্থব্যয় করিতে হইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য। স্বর্গীয় ব্রজমোহন রায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীযুক্ত গোপীমোহন রায় মহাশয় এক্ষণে বর্দ্ধমান-জেলার চক-ব্রাহ্মণপড়িয়া গ্রামে বসবাস করিতেছেন। কলিকাতা হইতে তাঁহার নিকট লোক পাঠাইয়া, যথোপযুক্ত মূল্য প্রদানে, পুস্তকগুলির গ্রন্থস্বত্ব ক্রয় করিয়া আনিয়া, ঐ সমস্ত মুদ্রণের ও প্রকাশের ব্যবস্থা করা,—কীদৃশ পরিশ্রম ও ব্যয়বাহুল্য ব্যাপার, তাহা সহজেই অনুমেয়। এক্ষণে এই "পাঁচালী" গ্রন্থ ঘরে ঘরে প্রচারিত হউক,—ইহাই আমাদের বাসনা।

স্বর্গীয় ব্রজমোহন রায়ের জীবন-বৃত্তান্ত "ব্রজমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী" প্রথম খণ্ডে প্রকাশ করা গিয়াছে। সুতরাং এ স্থলে আর তাহা প্রকাশিত হইল না।

'বঙ্গবাসী'-কার্য্যালয়,
কলিকাতা।
১লা ফাল্গুন, ১৩১৩

প্রকাশক।

ভূমিকা।

(সংক্ষিপ্ত সমালোচন-সম্বলিত।)

ভাষার অলঙ্কার।

শৈশবে এক আভরণ ছিল; কৈশোরে নূতন আভরণ সংযোজিত হইল; আবার যৌবনে নূতনের উপর নূতন ভূষণ শোভা পাইল;—কাব্যসুন্দরী কতই আভরণে বিভূষিত হইলেন। "পাঁচালী,"—সুন্দরীর অস্ফুট আধ-আধ স্বরের সহচরী; "পাঁচালী,"—তাঁহার অতি শিশুকালের প্রাণপ্রিয় অলঙ্কার।

অথচ, কোনও কালেই সে অলঙ্কার পরিত্যক্ত নহে। শৈশব, কৈশোর, যৌবন,—তিন কালেই সে অলঙ্কার দেদীপ্যমান। সে অলঙ্কারের ঔজ্জ্বল্যে এখনও দিক্ উদ্ভাসিত রহিয়াছে; সে আভরণের সুস্মিত-মোহন রশ্মিরাশি, এখনও প্রাণে প্রাণে অভিনব পুলক-সঞ্চার করিতেছে। আরও মনে হয়, সে আভরণ, অক্ষয়-অটুটরূপে সাহিত্যে চির-শোভমান রহিবে।

পাঁচালীর গৌরব

স্মরণাতীত কোন্ যুগে বাঙ্গালীর আদি-কবি কৃত্তিবাস "রামায়ণ" গ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু সেই 'রামায়ণ,' কাব্য-সুন্দরীর কোন্ অলঙ্কার-মধ্যে পরিগণিত ছিল, কেহ তাহা জানেন কি? সেই "রামায়ণ" মহাকাব্যও "পাঁচালী" নামে অভিহিত হইত। কৃত্তিবাসের 'রামায়ণে' পুনঃপুনঃ উল্লিখিত আছে,—

"কৃত্তিবাস পণ্ডিতের সরস পাঁচালী।
রামায়ণ গাইল অদ্ভুত শিকলী॥"

কাশীরাম দাসের মহাভারতেরও স্থানে স্থানে এবম্বিধ পদ দৃষ্ট হয়। তিনিও তাঁহার মহাভারতকে 'পাঁচালী' বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। কেবল 'রামায়ণ' 'মহাভারত' বলিয়া নহে; প্রাচীন বহু কাব্য-গ্রন্থই পাঁচালী-রূপে পরিচিত হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। অধুনা, 'পাঁচালী' নাম শুনিয়াই সভ্যতালোকপ্রাপ্ত পাশ্চাত্য-শিক্ষায় শিক্ষিত অনেকে হয় তো ভ্রূ কুঞ্চিত করিতে পারেন। কিন্তু 'পাঁচালী' বাঙ্গালা সাহিত্যের কি অমূল্য সম্পদ, একটু অভিনিবেশ-সহকারে আলোচনা করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। বঙ্গসাহিত্যের কীর্ত্তিস্তম্ভ যে 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ', বঙ্গসাহিত্যের বিজয়নিশান যে 'কাশীদাসী' মহাভারত, তাহাই যখন পাঁচালী পদ-বাচ্য;—তখন 'পাঁচালীর" গৌরবের কি আর অবধি আছে!

"পাঁচালী"-রাজত্বে—তিন দিক্পাল।

রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি রচনার যুগ, এক্ষণে অতীতের অন্ধকারে বিলীনপ্রায়। সে অতীত-ইতিহাস বিস্মৃতির গর্ভে প্রোথিত রাখিয়া, যদি একবার বর্ত্তমান যুগের

আলোক-রেখার পশ্চাতের দিকে চাহিয়া দেখি, তাহা হইলে কি দেখিতে পাই ? দেখিতে পাই,—অর্দ্ধ-শতাব্দী পূর্ব্বে "পাঁচালীর" প্রোজ্জ্বল-প্রভায় বঙ্গসাহিত্য কিরূপ প্রভাবিত হইয়াছিল। দেখিতে পাই,—বহুকালব্যাপী ঘনান্ধকারের মধ্যে সে যেন একবার বিদ্যুদ্বিকাশ প্রকাশ পাইয়াছিল। দেখিতে পাই,—একদিকে দাশরথি রায়, একদিকে রসিকমোহন রায়, একদিকে ব্রজমোহন রায় ;—পাঁচালীর রাজত্বে তিন জন তিন দিক্-পালরূপে বিরাজমান ছিলেন।

তুলনায়—দাশরথি ও ব্রজমোহন।

এই সমসাময়িক তিন "পাঁচালী" কর্ত্তার সকলেই সমধিক প্রতিষ্ঠাপন্ন ছিলেন। ইঁহাদের পাঁচালীতে লোকে এতই মুগ্ধ হইত যে, ইঁহাদের মধ্যে "কে বড়—কে ছোট", কেহই নির্ণয় করিতে পারিত না। সে বিচার, আমরাও অবশ্য করিতে চাহি না। স্বর্গীয় কবিগণের রচনার তুলনা করিতে গিয়া, ভ্রমবশে কাচিৎ তাঁহাদের যশঃচন্দ্রে কলঙ্ক-কালিমা লেপন করিয়া ফেলিলে, পরিতাপের অবধি থাকিবে না। বিদ্যমান প্রসঙ্গে আমরা শুধু একমাত্র ব্রজমোহন রায়ের 'পাঁচালীর' গৌরব-গরিমার কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিয়াই নিরস্ত হইব। তবে একই বিষয়ে দাশরথি রায় ও ব্রজমোহন রায় প্রভৃতি কি ভাবে কি রসের অবতারণা করিয়া গিয়াছেন, আবশ্যক-মত তাহারই দুই একটী দৃষ্টান্ত মাত্র প্রদর্শন করিব।

দাশরথি রায় ও ব্রজমোহন রায় দুই জনে দুই পদ্ধতিতে পাঁচালী রচনা করেন। তাঁহাদের রচিত বহু পাঁচালীর আখ্যায়িকা এক হইতে পারে ; কিন্তু, কবিজনোচিত ভাব-সমাবেশের অভিনবত্বে, কিম্বা ঘটনা-পারম্পর্য্যের অলৌকিকত্বে, অথবা কল্পনাকুশল রচনার মোহন ভঙ্গীতে,—পরস্পরের স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণরূপ রক্ষিত। একই বিষয়, দাশরথি একভাবে লিখিয়া গিয়াছেন, ব্রজমোহন তাহাতে আর এক নূতন ভাব সমাবেশ করিয়া গিয়াছেন। মনে করুন,—পালার নাম—"কলঙ্ক-ভঞ্জন।" পালা 'কলঙ্ক-ভঞ্জন' বটে, কিন্তু রচনায় উভয়ত্রই অভিনবত্ব। দাশরথির শ্রীমতী ছিদ্রকুম্ভে জল আনিবার পূর্ব্বে শ্রীহরিকে স্তব করিতেছেন,—

"ওহে কৃষ্ণ কংসারি ! কৃতান্ত-ভয়ান্তকারি।
করপুটে কাঁদে কিশোরী, করুণার প্রয়াসী।
কঠিন কিসের তরে, কৃপা নাই কি কলেবরে ?
কক্ষে দেও কেমন ক'রে, কলঙ্ক-কলসী।
খর খর বচন ব'লে, খল খল হাসিবে খলে,
ক্ষুদ্রগণের খেদ পুরাবেন, ওহে ক্ষীরোদবাসি।
কি খেলা নাথ ! খেলাইলে, ক্ষিতি হতে খেদাইলে,
খুন প্রায় ক্ষেতি করিলে, এই বড় খেদ বাসি॥

গোবিন্দ গোলোকের পতি, পতিহীনগণের পতি,
জ্ঞানহীনে পায় কি সঙ্গতি, গুণের গরিমে।
গোপগণ কাঁদে গোপনে, গোধন কাঁদে গোবর্দ্ধনে,
গোপাল কি মনে প'ড়ে, গা ঢেলেছে ভূমে ॥ (ইত্যাদি।)

("বঙ্গবাসী"-কার্য্যালয়ের প্রকাশিত "দাশরথি রায়ের গ্রন্থাবলী" ৩৮০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।)

কিন্তু ব্রজমোহন রায় জল-আনয়নকালে শ্রীমতীর স্তব এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"তখন,—ছিদ্রকুম্ভ কক্ষে ল'য়ে ব্যাকুল শ্রীমতী মতি।
যশোদার বিনয়-বাক্যে কয়েন শ্রীব্রজপতি পতি ॥
অন্তরে অনন্ত ভয় পদ না চঞ্চলে চলে।
আনিতে বারি নিরন্ত বারি নয়নযুগলে গলে ॥
বলে মান আজ রক্ষা কর এ বিপদে শ্রীহরি হরি।
নিবেদন পদপল্লবে আমি তব কিঙ্করী করি ॥
করুণা ক'রে কত জনে রেখেছ বিপদে পদে।
অনাথের বন্ধু ব'লে তাই তোমায় আরাধে রাধে।
মীনরূপেতে বেদোদ্ধার তুমি হে গুণাকর কর।
কূর্ম্ম অবতারে তুমি আপনি ধরাধর ধর ॥
হিরণ্যাক্ষ দৈত্য বধ বরাহ অবতারে তারে।
হিরণ্যকশিপু রিপু নৃসিংহ-সমরে মরে ॥
বামনরূপে বলিরে স্থান দিলে ধরাতলে তলে।
পরশুরাম সে তব শক্তি যত ক্ষেত্রীদলে দলে ॥
রামরূপে রাবণ-মুক্তি অনন্ত কৃপায় পায়।
ধন্য বলরাম-দেহ গোকুলে কাল যায় যায় ॥
ভবিষ্যৎ বৃত্তান্ত তুমি বর্ত্তমান দ্বাপরে পরে।
নীলাচলে করিবে লীলে যাতে জীব সত্বরে তরে ॥
তুমি হে পরাৎপর বস্তু কে জানে পরিচয়-চয়।
কল্কিরূপে করিবে শেষে এ বিশ্ব প্রলয় লয় ॥
গুণাতীত তোমার গুণ সদা গঙ্গাধরে ধরে।
অনন্ত মায়াতে মুগ্ধ অমর কিন্নরে নরে ॥
নিজদাসীর লজ্জা রক্ষা আসিয়ে কৃপাকর ক'র।
শ্রীচরণে দিলাম ভার একবার শ্রীধর ধ'র ॥

যে ভয় পেয়েছি মনে বলিব নীলকায় কায়।
তবে জানি মহিমা অদ্য দাসী যায় স্থান পায় পায়।
কি তব অসাধ্য সাধ্য বলিতে আমি নারী নারি।
এ ঘোর বিপদ-সাগরে দিলে চরণ-তরী তরি ॥
ব'লে সতী কাতরা অতি নামিলেন যমুনার কূলে।
পুনরায় প্রার্থনা করেন দাঁড়ায়ে যমুনার জলে ॥"

উদ্ধৃত অংশে ব্রজমোহনের রচনায় ও কবিত্বের অপরূপ সুষমা বিকাশ পায় নাই কি? এমন মোহন মধুর পদ-বিন্যাস, এমন ললিত ছন্দঃ-চাতুর্য্য,—তাঁহার রচনার অনেক স্থলেই দেখিতে পাইবেন।

উপমার অভিনবত্ব।

পাঁচালীর ছড়ায় মাঝে মাঝে ব্রজমোহন উপমার অভিনবত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রতি পালাতেই সে অভিনবত্ব বিরাজমান। ছড়াগুলি বড়ই মধুর,—বড়ই চিত্তরঞ্জক। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ একটী ছড়া নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

"নদীর রত্ন গঙ্গা যেমন জীবের মোক্ষধাম।
রূপের রত্ন কুমার যেমন ভূপের রত্ন রাম ॥
তরুর রত্ন তুলসী বিল্ব গগন-রত্ন ভানু।
পক্ষি-রত্ন সারী শুক গোরত্ন কামধেনু ॥
দাতার রত্ন কর্ণ আর বলি রাজাকে বলি।
কথার রত্ন কথার মধ্যে হরি-কথা কেবলি ॥
বর্ণের রত্ন কাল যেমন বর্ণের রত্ন দ্বিজ ॥
দেহের রত্ন চক্ষু যেমন পুষ্পে সরসিজ ॥
কর্ম্মের রত্ন পরোপকার ধর্ম্মের রত্ন দয়া।
দৈত্যের রত্ন প্রহ্লাদ যেমন তীর্থের রত্ন গয়া।
কপির রত্ন মারুতি যেমন পশুর রত্ন হরি।
স্ত্রীকুলেতে রত্ন তেমনি সাবিত্রী সুন্দরী ॥
স্মরিলে সাবিত্রী-গুণ সর্ব্বপাপ হরে;
সাবিত্রী দেবীর কৃপা অনাসে পায় নরে ॥"

এরূপ উপমা, এরূপ বর্ণনা,—প্রায় প্রতি পৃষ্ঠায় দৃষ্ট হইবে। ভক্তির প্রসঙ্গ উঠিয়াছে; 'ভক্তি ভিন্ন সকলই বিফল' প্রতিপন্ন করিতে হইবে; অমনি কবি লিখিলেন,—

"ভক্তি ভিন্ন ভজন পুজন সকলি বিফল।
কি হবে শাখা-পল্লবে যে বৃক্ষে নাই ফল ॥

অলঙ্কারে কি প্রয়োজন বস্ত্র না থাকিলে।
হৃষ্টপুষ্ট গাভীতে কি কাজ দুগ্ধ নাহি দিলে ॥" (ইত্যাদি।)

এইরূপ কোনও স্থলে কোনও 'কৌতুককর ব্যাপারের প্রসঙ্গ' উত্থিত হইবে; কবি অমনি বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলেন,—

"কৌতুক বটে ভেকে যদি সর্প-দর্প হরে।
কৌতুক বটে ছাগে যদি বাঘকে শিকার করে ॥
কৌতুক বটে কপিতে যদি সুস্বরে গীত গায়।
কৌতুক বটে নাগ যদি নকুলে জিনতে চায় ॥ (ইত্যাদি।)

কত উদ্ধৃত করিব? পুস্তকের যে পৃষ্ঠা খুলিবেন, সেইখানেই উপমার এইরূপ তরঙ্গ তরঙ্গ। পাঁচালীর ছড়ায়, উপমার এইরূপ অভিনব সন্নিবেশ, দাশরথি রায়ের পাচালী-গ্রন্থেও বিরল নহে।

"যেমন বৃত্তির শেরা ব্রহ্মোত্তর মূর্ত্তির শেরা শশী।
কীর্ত্তির শেরা নিত্যদান তীর্থের শেরা কাশী ॥
জাতির শেরা ব্রহ্মকুল ধাতুর শেরা স্বর্ণ।
বুদ্ধির শেরা বৃহস্পতি যোদ্ধার শেরা কর্ণ ॥
পক্ষীর শেরা খঞ্জন, বক্ষের কত ব্যাখ্যা।
বৃক্ষের শেরা অশ্বত্থ, দুঃখের শেরা ভিক্ষা ॥
ধান্যধন ধনের শেরা মান্য ভূমণ্ডলে।
পদ্মফুল ফুলের শেরা, কুলের শেরা ফু'লে ॥"

দেখিলেন ত? তাই বলিতেছিলাম, এই পাঁচালীর রাজ্যে "কে বড়—কে ছোট," তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

সমাজ-চিত্র-অঙ্কনে।

ব্রজমোহন রায়ের এই পাঁচালী গ্রন্থে তাৎকালিক বঙ্গসমাজের যেন একখানি 'ফটো' প্রতিকৃতি অঙ্কিত রহিয়াছে। 'ইয়ং বেঙ্গল' বা 'বাবুদের কীর্ত্তি' পড়িয়া দেখুন; 'নিখুঁত ফটো' কিনা, বুঝিতে পারিবেন। '৭১ সালের ঝড়'—৪২ বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা; কিন্তু পাঠ করিয়া দেখুন,—চক্ষের উপর স্পষ্ট প্রতিভাত দেখিতে পাইবেন। কোনটি রাখিয়া কোনটির কথা কহিব? এক দিকে ধর্ম্ম, অন্যদিকে অধর্ম্ম;—এক দিকে সমাজ, অন্যদিকে বিপ্লব;—একদিকে পৌরাণিক, অন্যদিকে আধুনিক;—একদিকে সামাজিক, অন্যদিকে রাজনৈতিক;—নানা বর্ণের নানা চিত্রের সমাবেশে এই গ্রন্থরত্ন উজ্জ্বলী-কৃত। সে পরিচয় ক্ষুদ্র প্রসঙ্গে আর কত দিব? গ্রন্থ মধ্যে যিনিই প্রবেশ করিবেন, তিনিই তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। আড়ম্বরের আর অধিক প্রয়োজন দেখি না।

মত-বিরোধ।

এই পাঁচালী-গ্রন্থে হিন্দু-সমাজের, হিন্দু-ধর্ম্মের, হিন্দু-আচার-ব্যবহারের প্রাধান্ত সর্ব্ব প্রকারেই রক্ষার চেষ্টা হইয়াছে। তথাপি এই গ্রন্থের দুই এক স্থলের বর্ণনা-বিষয়ে আমাদের মতদ্বৈধ ঘটিয়াছে। পাঁচালী-কার কোনও কোনও স্থলে কোনও কোনও দেব-দেবীকে বা কোনও কোনও মুনি-ঋষিকে, সামান্ত মানুষের প্রকৃতি প্রদান করিয়া অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। এমন কি, কোনও কোনও স্থলে কোনও কোনও পুরুষ-প্রধান মহাত্মাকে সামান্ত ভাঁড়ের স্তায় চিত্রিত করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। এরূপ চিত্র হিন্দুর চক্ষে বড়ই বিসদৃশ বলিয়া বোধ হয়। কেহ হয়ত প্রশ্ন করিতে পারেন, যদি তাহাই হয়, তবে ঐ সকল স্থল, এই গ্রন্থে প্রকাশ করার কি আবশ্যক ছিল? তাহার উত্তর-এই যে,—প্রাচীন কবির রচনা যথাযথ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হওয়াই কর্ত্তব্য; সেই কর্ত্তব্য জ্ঞানের বশবর্ত্তী হইয়াই, অনেক স্থলে মতানৈক্য সত্ত্বেও, তাহা বাদ দিতে পারি নাই। সম্প্রদায়-বিশেষকে কবি যে অতি অধিক মাত্রায় বিদ্রূপ ও গালি-বর্ষণ করিয়াছেন, প্রাচীন কবির রচনা অক্ষুণ্ণ রাখার উদ্দেশ্যে, তাহার উপর লেখনী পরিচালনা করিতে আমরা কুণ্ঠা বোধ করিয়াছি। অনেক গ্রাম্যদোষ-দুষ্ট শব্দ ও ভাব যে পরিহার করিতে পারি নাই, তাহারও কারণ, ইহা ব্যতীত অন্ত কিছুই নহে। তবে সেকালে যাহা অশ্লীলতা বলিয়া গণ্য হইত না, কিন্তু এখন হয়, অথচ যাহা নিতান্ত রুচি-বিগর্হিত, এ গ্রন্থে সেই সেই অংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে; যেহেতু, পরিত্যাগ ব্যতীত তাহার আর উপায়ান্তরও ছিল না।

উপসংহার।

বলিতে গেলে, আরও অনেক কথা বলিতে হয়। কিন্তু সে স্থানও অবসর এখন নাই। বিভিন্ন ভাবের, বিভিন্ন রসের, বিভিন্ন ঢঙের চৌত্রিশ খানি গ্রন্থরত্ন,—ব্রজমোহন রায়ের পাঁচালীর মধ্যে সন্নিবিষ্ট। ইহার এক একখানি গ্রন্থের পরিচয় দিতে হইলে, এক একটী স্বতন্ত্র প্রবন্ধ রচনার প্রয়োজন হয়। এই ব্রজমোহন রায়ের পাঁচালী—একাধারে নব রসের প্রস্রবণ। 'সাবিত্রী সত্যবান্', 'রাম-বনবাস,' 'নন্দবিদায়', পাঠ কর;—করুণায় হৃদয় দ্রবীভূত হইবে। 'চণ্ডী', 'শিব-বিবাহ', 'রাবণ-বধ',—কোন্ খানি রাখিয়া কোন্ খানির কথা কহিব? বীর, রৌদ্র, বীভৎস, করুণ,—নানা রসের নানা লহর-লীলা। 'ইয়ং বেঙ্গল', 'বাবুদের কীর্ত্তি' প্রভৃতি পড়িবার সময়, হাসিতে হাসিতে পেটের নাড়ী ছিঁড়িয়া যাইবে; আবার সময়ে সময়ে হাসির সেই বিদ্যুৎ-চমকের সঙ্গে সঙ্গে, চক্ষু ফাটিয়া অশ্রুবারি বর্ষণ হইবে।

সম্পাদক।

সূচীপত্র।

সূচী পত্র সমাপ্ত।

ব্রজরায়ের পাঁচালী।

চণ্ডী।

মহিষাসুর-বধ

লিখিলেন মার্কণ্ড মুনি, চণ্ডীর চরিত্র শুনি,
খণ্ডে জীবের পাপতাপ সর্ব্ব।
মহিষীগর্ভ-সম্ভূত, জম্ভাসুর দৈত্যসুত,
মহিষাসুরের ভূতলে ভারি গর্ব্ব॥
বাহুবলে দিগ্বিজয়, করিয়ে বীর দুর্জ্জয়,
ত্রিভুবন কৈল করতলে।
প্রতাপে যম জিনিল, দেবের দেবত্ব নিল,
একচ্ছত্রে মান্য মহীতলে॥
দেখে দৈত্য ভয়ঙ্কর, ইন্দ্র দেন স্বয়ং কর,
কিঙ্করস্বরূপ সবে গণ্য।
সুধাকর কর যায়, ভাস্কর তস্কর প্রায়,
রত্নাকরে কেবা করে মান্য॥
দেবতার দেখে দুর্গতি, করেন গতি শীঘ্রগতি,
ব্রহ্মার পুত্র নারদ ভূতলে।
দ্বন্দ্বপ্রিয় দ্বন্দ্ব চান, যেখানে কিছু সূত্র পান,
ঘোর দ্বন্দ্ব বাধান সেস্থলে॥
ভক্তির সূত্র পেলে যেমন দেবতা তুষ্ট জানি।
পাপের সূত্র পেলে যেমন প্রবেশ করেন শনি॥
অগ্নির সূত্র পেলে যেমন পবন এসে দেন যোগ।
কুপথ্যের সূত্র পেলে নাচেন নানারোগ॥
আহারের সূত্র পেলে যেমন পেটুকের আহ্লাদ।
অন্ধকারের সূত্র পেলে চোরের পূর্ণ সাধ॥
মেঘের সূত্র পেলে যেমন তুষ্টা চাতকিনী।
ধুনার গন্ধের সূত্র পেলে মনসার নাচনী॥
সন্নিপাতের সূত্র পেলে বৈদ্যের আনন্দ ঘটে।
উচিত কথার সূত্র পেলে আহাম্মুক সব চটে॥
বিবাহের সূত্র পেলে যেমন বুড়াটী বসেন কেঁচে।
দ্বন্দ্বের সূত্র পেলে তেমি নারদ উঠেন নেচে॥
তত্ত্বজ্ঞানে মত্ত হয়ে মর্ত্ত্যলোকে যান।
বাজিয়ে বীণা বিনায়ক-জননীর গুণ গান॥

রাগিণী মল্লার—তাল ঝাঁপতাল।

চিত্ত কি নিতান্ত চিত মম বচন ধর ধর।
শঙ্কর-হৃদ-সরোজ-বাসিনী সার কর কর॥
অন্তর করো না তাঁরে অন্তরে নিরন্তর।
অন্তকাল নিকটে জীবন কাঁপিছে থর থর॥
কি হবে ব্রজমোহন নিকটে দিন ভয়ঙ্কর।
কালকামিনীরে চিন্তা করিয়ে কাল হর হর॥

এইরূপে বাজান বীণে, মুখে তারা নামটী বি
অন্য আলাপ প্রলাপ যেমন।
প্রেমে মত্ত মর্ত্ত্যলোকে, দেব ঋষি অতি পুলকে
দৈত্যপুরে দিলেন দরশন॥
নারদে দেখিবামাত্র, সম্ভ্রমে তুলিয়া গা
পদে প্রণাম করি শীঘ্রগতি।
গললগ্নীকৃতবাসে, আজি কেন দাসের বা
আগমন জিজ্ঞাসে দৈত্যপতি॥
মুনি কন শুন কুমার, তোর পিতে সনে আম
চিরদিন বন্ধুত্ব বড় ছিল।

তুমি বাছা অদ্ভুত নয়, আমার মিত্রতনয়,
আশীর্ব্বাদ কর্ত্তে আশা হলো ॥
আর একটা কথা সেটা, বাছারে না জানে কেটা
সর্ব্বত্রে রয়েছে বিশেষ রাষ্ট্র।
তুমি হয়েছ মহাবলী, তাই এখন তোমারে বলি,
বাছারে ঘুচাও মনের কষ্ট ॥
ইন্দ্র বেটা তোর পিতারে, অন্যায় সমরে মারে,
এ বেদনা জন্মে ত না যায়।
বাপুরে আমার বুদ্ধে, সুরপুরে গিয়ে যুদ্ধে,
পিতৃশত্রু বধ কর ত্বরায় ॥
শুনে মহিষাসুর বলে, ধিক্ আমার এমন বলে,
পিতৃশত্রু এখন বর্ত্তমান।
স্বগণে কন্ মহীপাল, তোরা কেন রে এতকাল
বলিসনি আমারে এ সন্ধান ॥
কেন রয়েছিস চুপে চুপে, তবেত আমি কোনরূপে
আর তোদের বিশ্বাস কর্ত্তে নারি।
জানি তোরা চিরকাল, জার খাস তার মজাসপাল,
কাজে কুড়ে মুখে টন্‌কো ভারি ॥
থাকিস্ আমার কাছে কাছে,
কথা কস্ যে কাচে কাচে,
নাচে নেচে আমারই মন্দ গ্রাস।
যত বেটা আমার দাস, গোবর গণেশ অন্নদাস,
কিনারা ছেড়ে মাঝখানে মজাস ॥
ইন্দ্র বধে মোর জনকে, একথা পূর্ব্বে জানে কে,
জান্‌লে কি সে এত দিন রে বাঁচে।
যত বেটা দেখিস্ অমরে, কে মোরে পারে সমরে
তৃণতুল্য সবাই আমার কাছে ॥
কর্ম্মটা কি দুষ্কর, এখনি রণ সজ্জা কর,
ত্রিলোকে আমায় কর ঈশ্বরে সবে।
আজি গিয়ে সুরমণ্ডলে, পিতৃশত্রু আখণ্ডলে,
এখনই বিনাশ কর্ত্তে হবে ॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল জেলেনা।

সাজো সাজো রে সেনা সাজো সমরে।
শীঘ্রগতি রথ রথী সেনাপতি
মাতঙ্গ তুরঙ্গ সঙ্গে চতুরঙ্গে বধিতে অমরে ॥
জনক-শত্রু নাশিব, বীরত্ব প্রকাশিব,
দেবত্ব লবো রে।
দেরে দেরে শরাসন খরশান বাণ
অসি চর্ম্ম শীঘ্র আমারে।
কে পারে সংগ্রামে নাম ধরি মহিষাসুর
বীর এই মহীপরে ॥

সাজে রণে মহিষাসুর, করিতে দেব দর্পচুর,
সুরপুরে দিল যে দরশন।
উভয় দলে একত্তর, লাগে যুদ্ধ ঘোরতর,
উভয় দলের অস্ত্র বরিষণ ॥
দৈত্যেশ্বর হানে শর, কম্পবান শচীশ্বর,
দিগম্বর-বরে বীরত্ব তার।
পরাজয় স্বীকার পরে, সুরগণ পলায়ন করে,
অসুরে করে স্বর্গ অধিকার ॥
গোপনে সব গগনবাসী, ভূতলে ভ্রমেণ আসি,
দুখানলে দগ্ধ সর্ব্বক্ষণ।
কিছু দিন এ যন্ত্রণা, যান পরে ক'রে মন্ত্রণা,
যথা চক্রধর পঞ্চানন ॥
প্রণাম করে যুগল পদে, বলে রক্ষ এ বিপদে,
হয়ে সর্ব্ব সম্পদে বঞ্চিত।
মহিষাসুর দৌরাত্ম্যে, আমরা ভ্রমণ করি মর্ত্ত্যে,
তার হয়েছে স্বর্গ অধিকৃত ॥
যায় যায় তোমাদের সৃষ্টি, ক'রে কিঞ্চিৎ কৃপাদৃষ্টি,
কর দৈত্য-বধের উপায়।
করিতে নারি দুঃখভোগ, তার করহে যোগাযোগ,
স্বর্গের উপসর্গ যায় যায় ॥
সুরগণের শুনে উক্তি, করিলেন করিয়ে যুক্তি,
দেহ হৈতে নিজ তেজ প্রদান।
দেখে অন্য দেব তবে, নিজ তেজ দিলেন সবে,
তেজস্বী হয় পর্ব্বত প্রমাণ ॥
শুন পুরাণের প্রসঙ্গ, এক এক তেজে এক অঙ্গ,
হায় তখনি জন্মেন এক রমণী।
অমরে তাঁয় করে ভক্তি, ভগবতী সেই আদ্যাশক্তি
তেজোময়ী সাকাররূপিণী ॥
ভয়ঙ্করা সহস্রকরা, দশদিক দীপ্ত করা,
যেন তপ্ত কাঞ্চন বরণী।
অহঙ্কারে হুহুঙ্কার, ত্রাসযুক্ত ত্রিসংসার,
কালান্তক কালস্বরূপিণী ॥

তাঁর চরণে প্রণামিয়ে, নিজ নিজ অস্ত্র দিয়ে,
পুজেন পদ্মযোনি পদ্মনাভ।
বলে গো মা রক্ষ সুরে, বধ করি মহিষাসুরে,
রাখ সর্ব্ব সুরের প্রভাব॥
জয় শিবে শুভঙ্করি, শিব দেগো শঙ্করি,
দেবী দিগম্বরী ভয়ঙ্করা।
জয় কালী কপালিনী, ত্রিলোক-পালিনী,
ত্রিগুণশালিনী তাপহরা॥
জয় ত্রিলোককারিণী, ত্রিতাপবারিণী,
ত্রিলোকতারিণী ত্র্যম্বকদারা।
জয় বৈরিবিঘাতিনী, দৈত্য-নিপাতিনী,
ব্রহ্মসনাতনী সারাৎসারা॥
জয় রণতরঙ্গিণী, সুরঙ্গ রঙ্গিণী,
প্রমথসঙ্গিনী পরাৎপরা।
জয় বিশ্ববিকাশিনী, বিশ্ব বিলাসিনী,
বিশ্ববিনাশিনী বিশোদরা॥
জয় যোগীন্দ্রকামিনী, গজেন্দ্রগামিনী,
রবীন্দুদামিনী-দর্পহরা।
জয় বিশ্বভাণ্ডোদরী, হে পরমেশ্বরী,
অতুলিত সুন্দরী সুরূপধরা॥
জয় শ্মশানশায়িনী, আনন্দদায়িনী,
মোক্ষবিধায়িনী নারী বরা।
জয় শ্রী অঙ্ঘ্রি প্রদানে, কৃতান্ত শাসনে,
দ্বিজ ব্রজমোহনে মুক্ত করা॥

রাগিনী খাম্বাজ—তাল কাওয়ালি।

সঙ্কটে শিব দে মা শিবদারা।
বিনাশো আশু মহিষাসুরে মা॥
করুণা কটাক্ষে, প্রসন্না এ পক্ষে,
দনুজ বিপক্ষে বধিলে এ দুঃখে
মোক্ষ পাইলে রক্ষে পায় দেবতারা॥
শরণাগত সুরগণে মা তোমার
দে মা বিপদার্ণবে পদতরী ত্বরা।
ভবে অতি ভ্রান্ত, পাতকী একান্ত,
নিকট নিতান্ত বিকট কৃতান্ত,
আর কবে ব্রজমোহনে তারিবে গো তারা॥

স্তব কৈল দেবতারা, প্রসন্না হইয়ে তারা,
কৃপাতারা করিলেন বিতরণ।
সুরগণে অভয়বাণী, সত্বরে ক'ন শিবাণী,
কর তোমরা স্বস্থানে গমন॥
সুরবৈরী মহিষাসুরে, করে প্রভুত্ব সুরপুরে,
আশু দৈত্যদৌরাত্ম্য নাশিব।
নিজরাজ্য পাবে সবে, স্বর্গে পুন সুখোৎসবে,
বক্ষ আমি বাঞ্ছা পুরাইব॥
বল্‌তে জন্মে অহঙ্কার, অম্নি তেজে হুহুঙ্কার,
ক্রোধে করেন রণঘণ্টাধ্বনি।
ত্রিলোক তাহাতে স্তব্ধ, মহিষাসুর শুনে শব্দ,
দূত একটা পাঠায় অমনি॥
রাজ-আজ্ঞে পেয়ে দূত, চলে যেন বিদ্যুৎ,
বিদ্যুদ্‌বরণী-সন্নিকটে।
বলে আজি ঘণ্টা ধ্বনি, কি জন্যে করিলে ধনী,
কি জন্যে বা পড়িলে সঙ্কটে॥
শক্তি ক'ন কর শ্রবণ, জয় করে এ ত্রিভুবন,
মহিষাসুর জিন্‌তে এলেম হেথা।
শীঘ্রগতি দেয়ে চর, সংবাদ রাজগোচর,
দূত বলে এ অসম্ভব কথা॥
ত্রিলোকজয়ী মহিষাসুর, মহিমা জেনো প্রচুর,
যার শরণাগত সুরমণি।
রমণী হয়ে কেমনে, রণ-বাসনা তাঁর সনে,
রণঘণ্টা ধ্বনি কেন গো ধনী॥
নারী হয়ে যুদ্ধ পণ, প্রাণের আশা সমাপন,
কর্‌বে কি তাই ভেবেছো অন্তরে।
ভেক জিনিবে বিষধরে, বামন ধর্‌বে শশধরে,
ছাগে কখনো বাঘে জিন্‌তে পারে॥
হরিতে হরির মান, দর্প ক'রে হরিণ যান,
হরি-গুণ কি মূক-মুখে হয় ব্যক্ত।
বানরে দেয় নরে লজ্জা, শূকরের সমরসজ্জা,
জয় করিতে করী ক্রোধাসক্ত॥
বায়স দিচ্ছেন রব, বনপ্রিয় গৌরব,
হরিতে যে হর্ষ উপজিলো।
ক্ষুদ্র কীট খদ্যোত, শশী ঢাকিতে উদ্যত,
প্রকাশ কোরে নিজ পুচ্ছের আলো॥
গর্দ্দভের গর্দ্ব হয়, গৌরবে জিনিবেন হয়,
এ বাসনা হয় কখন পূর্ণ।

অম্বুধির অগাধ অম্বু কি, পার হতে পারে অম্বুকী
জীবনের বিনাশ ঘটে তূর্ণ॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল একতালা।

কি শুনি কি শুনি হইয়ে রমণী,
কেন কর হেন চিত্তে।
কি সাহসে ধনী হইয়ে নির্দ্ধনী,
ফণিমণি এলে কিন্‌তে॥
যার আশ্রিত সহস্রাক্ষ সুধাকর,
যার ভয়ে দিনকর হীনকর,
যারে সদা কর দেন রত্নাকর,
কর সাধ তারে জিন্‌তে।
অসম্ভব অতি এ তব ভারতী,
শ্রবণেতে নাই শুন্‌তে।
যে দনুজ বরে ত্রিভুবন জয়,
যারে সদা জয় দেন মৃত্যুঞ্জয়,
পতঙ্গ কখন মাতঙ্গ বিজয়
পারে কি করিতে প্রাণান্তে॥

দৈত্য-দূতের এ বচন, শ্রবণ করে ত্রিলোচন-
রমণী অমনি ক্রোধে ক'ন।
কেন বাগ্ বিতণ্ডা কর, তুমি যার কিঙ্কর,
তার নিকটে কর নিবেদন॥
তুমি সামান্য অনুচর, পরিচয় তব গোচর,
ব্যক্ত কি করিব ত্যক্ত হই।
বল গিয়ে সেই অসুরে,জয় করে মোরে আশু রে
তার আশার প্রতীক্ষা করে রই॥
শুনে শীঘ্র দূত ধায়, বিবরণ বলে রাজায়,
মহিষাসুর অগ্নি অবতার।
বলে কি আশ্চর্য্য বাণী, নয় ভবানী নয় সে বাণী,
তবে কেন তার এত অহঙ্কার॥
মম সনে বাসনা যুদ্ধে, কি বলে সে নারী যুদ্ধে,
নারি বুদ্ধে করিতে অনুমান।
মারিতে সিংহ হাতী আর, শৃগাল ধরে হাতিয়ার,
বামনের বিধু করে ধরা সন্ধান॥
কৌতুক বটে ভেকে যদি সর্প-দর্প হরে।
কৌতুক বটে ছাগে যদি বাঘকে শীকার করে॥
কৌতুক বটে কপিতে যদি সুস্বরে গীত গায়।
কৌতুক বটে নাগ যদি নকুলে জিন্‌তে চায়॥
কৌতুক বটে শূকর যদি করে করীকে ব্যঙ্গ।
কৌতুক বটে হরির মান হরে যদি কুরঙ্গ॥
কৌতুক বটে পঙ্গু যদি চায় গিরি লঙ্ঘিতে
কৌতুক বটে যদি বধিরের প্রেম ঘটে সঙ্গীতে॥
কৌতুক বটে কাকে যদি ময়নার বোল বলে।
কৌতুক বটে যদি তস্কর ধর্ম্মপথে চলে॥
কৌতুক বটে ছাতার যদি নাচে খঞ্জন তুল্য।
কৌতুক বটে মুদী যদি জানে মাণিকের মূল্য॥
কৌতুক বটে চণ্ডালে যদ্যপি চণ্ডী পড়ে।
কৌতুক বটে যদ্যপি রে খোঁড়ায় ঘোড়ায় চড়ে॥
কৌতুক বটে যদ্যপি সদ্ব্যভার করে শঠে।
কৌতুক বটে সত্য কথা কয় যদি লম্পটে॥
কৌতুক বটে সুবোধ যদি হিতকথাতে চটে।
কৌতুক বটে গণিকার যদ্যপি লজ্জা ঘটে॥
কৌতুক বটে ভূতযোনি পায় ম'রে গঙ্গার তটে।
নারী হয়ে যুদ্ধ চায় এও কৌতুক বটে॥

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল কাওয়ালি।

করে সাধ কেমনে।
রমণী হয়ে মম সনে রণে॥
নাই কি অন্তরে ত্রাস, দেব যে দানবের দাস,
অসম্ভব এ অভিলাষ, মানবের কেনে।
ইচ্ছাতে পতঙ্গ প্রাণ, অনলে করে যে দান,
ভুজঙ্গ বিবরে সাধ ভুজ প্রদানে॥ ৫

করি দম্ভ এইরূপ, কালান্ত কাল-স্বরূপ,
মহিষাসুর সাজে শীঘ্রগতি।
ধরা কম্পে পদভরে, প্রথমে বরণ করে,
চিকুরাক্ষ নামে সেনাপতি॥
অসংখ্য সেনা সাজান, চিকুরাক্ষ রণে যান,
উভয় দলে যুদ্ধ ঘোরতর।
বোলে নানা কটুবাক্য, করিছেন চিকুরাক্ষ,
বাণবৃষ্টি দেবীর উপর॥
দেখে ক্রোধে মহাশক্তি,প্রকাশ করেন মহাশক্তি,
হুহুঙ্কার তেজি অতি গর্ব্বে।

নাশেন শূলপাণি দারা, চিকুরাক্ষে শূল দ্বারা,
ভঙ্গ দিল অন্য সৈন্য সর্ব্বে ॥
দেখে সাজে সংগ্রামে, পামর একটা চামর নামে,
করি-পৃষ্ঠে করি আরোহণ।
সহ দৈত্য মাতঙ্গ, নাশিল যেন পতঙ্গ,
করি কেশরী তর্জ্জন গর্জ্জন ॥
উদগ্রাক্ষ তরু আঘাতে, দন্তমুষ্টি মুষ্ট্যাঘাতে,
উদ্ধত পদ প্রহারে মরে।
ভিন্দীপাল আর শরে, শমনমন্দিরে সরে,
তাম্র অন্ধ বাস্কল অন্তরে ॥
উদগ্রাস্ত উগ্রবীর্য্য, ছুটে দৈত্যের বড় বীর্য্য,
মহাহনু তার তনু ভয়ঙ্কর।
শঙ্করী শূল প্রহার, করে করিলেন সংহার,
হয় তারা যমপুরে অগ্রসর ॥
অসি প্রহারে বিশ্বমাতা,বিড়ালাক্ষের কাটেন মাথা
দুর্দ্ধর দুর্ম্মুখ শরে মরে।
দেখে বিঘ্ন ভগ্নদূত, চলে যেন বিদ্যুত,
রণসংবাদ দিল মহিষাসুরে ॥
ভূপ সর্ব্বনাশ হয়, রথরথী মাতঙ্গ হয়,
দৈত্যক্ষয় সেনাপতি সব হত।
যে যায় নারী সমরে, নাই বিলম্ব তখনি মরে,
তার কাণ্ড অদ্ভুত অশ্রুত ॥
ভক্তি থাকলে গঙ্গাস্নানে যেমন পাপের ক্ষয়।
তৃণরাশি অনলে দিলে যেমন ভস্ম হয় ॥
দক্ষিণে বাতাসে যেমন মেঘ ধ্বংস পায়।
আশীবিষ-বিষপানে যেমন পলকে জীবন যায় ॥
মাদক দ্রব্য সেবন করলে যেমন জ্ঞান হরে।
পাথুরে জলে পেটে যেমন আহার জীর্ণ করে ॥
বংশ ধ্বংস হয় যেমন ব্রহ্মশাপ হলে।
পর্ব্বত সমান অগ্নি নেভে যেমন জল দিলে ॥
অন্ধকার নষ্ট যেমন করেন দিনমণি।
তব সেনা তদ্রূপ নষ্ট করে সে রমণী ॥

রাগিণী ভুপালি—তাল একতালা।

সে নয় কভু সামান্যে রমণী।
কি জানি কালরূপিণী এলোকেশে এলো কে সে
ধনী, পদভরে তার অধীরা ধরণী ॥
হাসিছে নাশিছে দানবসৈন্যে,
জ্ঞান হয় নয় মানব কন্যা ধন্যা গণ্যামান্যা,
মৃদু হাসিনী ভীম ভাষিনী
অরি-নাশিনী হরি-বাসিনী।
নাচে সমরে কত রঙ্গে ভঙ্গে,
ভূত পিশাচ যোগিনী সঙ্গে,
দর দর দর রুধির অঙ্গে,
ভয়ঙ্করা ভাব অচিন্তে,
কঠিন চিন্তে কে পারে চিনতে,
জিনতে কে পারে প্রাণান্তে,
সুরপালিনী শির-মালিনী,
করবালিনী শশি-ভালিনী ॥ ৬

তখন রণসংবাদ রাজগোচরে,দিল আসি ভগ্নচরে
মহিষাসুর কোপে গর্জ্জন করে।
বলে শীঘ্র সাজ সেনা, যে যায় ফিরে এসে না,
স্বয়ং যাবো জিনবে কে আমারে ॥
শুনে সব সৈন্য সাজে, নানাবিধ বাদ্য বাজে,
চতুরঙ্গদলে চলে অসুর।
মুখে বলে মার মার, কে আছ রে সে বামার,
শীঘ্র গিয়ে কর দর্প চুর ॥
এইরূপ রণসজ্জায়, মহিষাসুর রণে যায়,
মহিষাসুর-নারী অন্তঃপুরে।
পেয়ে এই অশুভবার্ত্তা, অমনি হয়ে ব্যাকুলাত্মা,
কান্দে সতী পতির চরণ ধরে ॥
ওহে নাথ কার যুদ্ধে, কার সনে চলেছ যুদ্ধে,
কেন তুমি হয়েছ এত ভ্রান্ত।
দুটী চরণ করি ধারণ, করি বারণ শুনে কারণ,
সম্প্রতি হও হে যেতে ক্ষান্ত ॥

ছিলেম আমি নিদ্রাগত গৃহে গত নিশিতে।
যে স্বপ্ন দেখেছি দুঃখে নারি প্রকাশিতে ॥
তুমি যেন আনন্দনীরে ভাসিতে ভাসিতে।
স্বসৈন্যে সমরে যাচ্ছ হাঁসিতে হাঁসিতে ॥
এক রমণী তব সেনা নাশিতে নাশিতে।
মধু পানে মত্ত হয়ে আসিতে আসিতে ॥
দৈত্য-রণ-সিন্ধু-মাঝে পশিতে পশিতে।
তোমার প্রাণান্ত করেন অসিতে অসিতে ॥

ওহে কান্ত হও ক্ষান্ত যেওনা যেওনা।
মম সতীত্বের মাথা খেওনা খেওনা॥
খর্ব্ব দেহে 'খ' ধরিতে চেওনা চেওনা।
ত্রিভুবন মাঝে লজ্জা পেওনা পেওনা॥
নিজ বুদ্ধে গেলে যুদ্ধে ঘটিবে বিপদ পায় পায়।
তাই কর প্রাণকান্ত তোমার এ বিপদ যায় যায়॥
কে তব সুহৃদ আছে জীবন বাঁচায় চায়।
সাধিলে তাঁরে জীবন সবে তাঁর
অনুকম্পায় পায়॥
যদি ভাগ্য ফলে তোমার সে পদে বিকায় কায়।
পাবে চতুর্ব্বর্গ নাথ যাবে সমুদায় দায়॥
সে কন্যা সামান্যা জ্ঞান হয়েছে
ত্রিলোকতারা তারা।
ত্যজ গর্ব্ব হবে সর্ব্ব শিব শিবদা দারা॥

রাগিণী বাহার—তাল কাওয়ালী।

যেওনা করি হে বারণ প্রাণকান্ত আজি সমরে।
জিনবে চিনতে হেন, ক'রনা ক'রনা,
মনে চিন্তে কি পার সেই বামারে॥
সামান্য নারী হলে কিরূপে হে মহারাজ,
এ সব সেনাপতি নাশ করে;—
সামান্যা হলে কেন একত্র হয়ে সুরে,
ত্রিপত্র দেয় তাঁর পদে॥
জ্ঞান হয় শিবরাণী সাধিতে গীর্ব্বাণ-শিব,
নাশিতে দানব এলো ছল ক'রে।
চাও হে জীবন যদি শরণ লওগে ত্বরা রণে
গিয়ে সে রমণীর চরণ ধ'রে॥

ক'ন দৈত্য-শিরোমণি, কি জান তুমি রমণী,
করেছি সমরসজ্জা ক'র না বারণ হে।
থাকে জীবন যায় যায়, মনোবেদনা যায় যায়,
যুদ্ধে প্রাণ দিব তবু লব না শরণ হে॥
জন্মেছি অসুরবংশে, পরাজয় কোন অংশে,
করিব না স্বীকার করি মরণ স্বীকার হে।
স্বয়ং শম্ভুসীমান্তিনী, মা যদি হন রণে ভামিনি,
এর বাড়া কি ভাগ্য আর আছে বল আমার হে॥

হলে মৃত্যু তাঁর অসিতে,
হবেনা ভবে আর আসিতে,
জঠর কঠোর দায় যায় সমুদয় হে।
কৃপা হলে মোক্ষদার, অন্তে পাপ মোক্ষ যার,
চতুর্ব্বর্গ স্বর্গ ঘটে তাঁর অনুকম্পায় হে॥
ক'র না নিষেধ উক্তি, যাওয়াটাই যে হলো যুক্তি,
অসাধ্য সাধনের নিধি নিকটে উদয় হে।
আছি মুক্তির অপ্রতুলে, মুক্তালাভ শুক্তি তুলে,
সেগারের দৌলতে গঙ্গায় অবগাহন হয়েছে॥
চাসব না ত নারী যুদ্ধে, ভঙ্গ দিলে বিনা যুদ্ধে,
কাপুরুষ বলবে লোকে, লজ্জা বড় সেটা হে।
কি তুচ্ছ এ রাজ্যপদ, ত্রিলোকে হবে হাস্যাস্পদ,
সূত্র পেলে উঠবে নেচে যত শত্রু বেটা হে॥
মিত্র চেয়ে শত্রু ভাল যদি বিধান ঘটে।
অমৃত চেয়ে গরল ভাল পাক যদি পায় পেটে॥
দাতা চেয়ে কৃপণ ভাল যদি মিষ্ট কয়।
প্রসূতি চেয়ে বন্ধ্যা ভাল মরুক্ষে না হয়॥
বংশ চেয়ে আঁটকুড়া ভাল যদি সুত না বাঁচে।
নৃত্য চেয়ে লম্ফ ভাল যদি বেতাল নাচে॥
সধবা চেয়ে বিধবা ভাল বশ না হলে পতি।
সুরূপা চেয়ে কুরূপা ভাল যদি স্ত্রী হয় সতী॥
জ্ঞানী চেয়ে মূর্খ ভাল যদি সুপথে চলে।
সুরস চেয়ে নীরস ভাল যদি শুদ্ধ বলে॥
সত্য চেয়ে মিথ্যা ভাল যদি বাঁচে কেউ তায়।
গীত চেয়ে কান্না ভাল যদি বেতাল গায়॥
ধনী চেয়ে দরিদ্র ভাল দয়া যদি রাখে।
বাঁচন চেয়ে মরণ ভাল মান যদি না থাকে॥
কুলে তুলে কলঙ্ক ধ্বজা যেতে হব কি ক্ষান্ত।
হয় হবে প্রাণান্ত রণে যাব আজি নিতান্ত॥
এত বলি মহিষাসুর যায় রণ সজ্জায়।
যাত্রা কালে শিবকে স্মরে শিববাসনায়॥

রাগিণী সুরট—তাল ঝাঁপতাল।

জয়তি শিব শঙ্কর গঙ্গাধর হর।
জিনি রজত-গিরি বরণ দীনতারণ দুখ হর॥
মহেশ ঈশ দিনেশ বৃষবাহন শশি-শেখর,
বিভূতি-ফণি-ভূষণ পাপনাশন হে দিগম্বর॥

ভব নিস্তার পতিত পাবন,
শমনদমন হে শুভঙ্কর।
কুরু করুণা কাতরোহং ব্রজমোহন কিঙ্কর,
দেহি পদসরোজ শম্ভু কলুষভার সংহার॥

হর হর ব'লে বদনে, হরকামিনীর সদনে
চল্‌লো যত দানব ধানুকী।
সমুদ্রবারি উথলে, রসা যাচ্ছেন রসাতলে,
পদভরে বাসুকি অসুখী॥
এখানে হর-অঙ্গনা রুধিরে হয়ে মগনা,
রুধিরে নাচিচ্ছেন রণক্ষেত্রে।
কারও মৃত্যু হুঙ্কারে, কারও শূল অসি প্রহারে,
সিংহ কারে বধে দৃষ্টি মাত্রে॥
ডাকিনী যোগিনী ভূত, যক্ষ রক্ষ অদ্ভুত,
ব্রহ্মদৈত্য নাচে প্রায় সমরে।
ভৈরবের ভীষণ রব, হয় শব দৈত্য সব,
রক্তপ সব রক্ত পান করে॥
রণে এল মহিষাসুর, সঙ্গেতে সেনা প্রচুর,
দেখে একটা ব্রহ্মদৈত্য ক্রোধে।
নিকটে বলে শ্যামার, হলে আজ্ঞা মা তোমার,
দাস গিয়ে ঐ দৈত্য গুলো বধে॥
ওরা এল তোমারে জিন্‌তে,
ভিখারীর সাধ করী কিন্‌তে,
তুমি ব'স মা আমি কর্ম্ম সারি।
যোগ্য তোমার কেউ ত নয়,
আমারই কোন্ গ্রাহ্য হয়,
করাঘাতেই কাজ গোছাতে পারি॥
করে বেটারা গোলযোগ,ক'রে আসি মা জলযোগ,
যোগাযোগটা দেখে খুসী প্রাণ।
সৈন্যগুলোর দফা সেরে,
মহিষাসুরকে যোগাড় ক'রে,
এনে দেই মা তুমি কর জল পান॥
ক্ষুদ্র সেনা যে ক'জন, তুমি যদি কর ভোজন,
ক্ষুধা নিবৃত্তি হবে না তোমার।
ওগুলো আমাদের রাখো,বড়র দফায় তুমি থাকো,
মিছে কেন কষ্ট পাওগো আর॥

বলে যায় ব্রহ্মদৈত্য, সম্মুখেতে একটা দৈত্য,
দৈত্য তারে অসি প্রহার করে।
বলে তোয় পাঠালে কেটা,কি সাহসে যাস্‌রে বেটা,
ভুজ দিতে আজ ভুজঙ্গ-গহ্বরে॥
আমি রয়েছি অগ্রসরে, বাঁচিস যদি আমার শরে,
তবে যাবি ত ঈশ্বরের কাছে।
তো বেটাদের দর্প হ'রে,
রাক্ষসীটের কেশে ধ'রে,
লয়ে যাব শঙ্কা কি তার আছে॥
গোটা দুই তিন মেরে বীর,
মনে বুঝি করেছ স্থির,
মহিষাসুর জয় করা হয়েছে।
আসল কথা শোন্‌রে বেটা,
তার মাঝে বীর ছিল কেটা,
আজকাল এখনো পড়ে আছে।
শুনে ব্রহ্মদৈত্য ব'লে, তোর কথায় যে অঙ্গ জ্বলে
তুই আমাদের দর্প কি হরিবি।
আগে বেটা আমাকে মার,পরে দর্শন পাবি মা'র,
সেথা যাবি কি, এইখানেই যে যাবি॥

রাগিণী ভৈরবী তাল কাওয়ালি।
কি সাধ্য রে পামর দর্প হরিবে মোর।
শুনে এ ভারতী হাসি পায় রে।
করিলে কাহারে রোষ, আমরা সর্ব্বদা দাস,
দর্পহারিণী মার পায় রে।
ভ্রান্ত পাবে এখনো, কৃতান্ত দরশন,
নিতান্ত হেরি আমি তোর অন্তপায় রে।
আতঙ্ক নাহি মনে, [illegible] নাশনে,
মাতঙ্গ যাতনা কি [illegible] রে॥ ৯

লাগে যুদ্ধ উভয় দলে, যত দানা দানবে দলে,
দানবে দানা দলে হেন কি সাধ্য।
অম্বুজাক্ষীর সৈন্য ক্ষয়, দৈত্যসেনা ক্রমে ক্ষয়,
মহিষাসুর শপথ নিতে [illegible]॥
করি গর্জ্জন ক্রোধমনে, মহিষ হয়ে এলো রণে,
স্বয়ং ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করে।
স্তব্ধ ত্রিলোক হেস্বারবে, কার সাধ্য প্রাণে রবে,
পুচ্ছপদ বিষাণ প্রহারে॥

দেবীর সেনা ভঙ্গ দিল, দেবী চরণে নিবেদিল,
বলে রক্ষ এইবার গো শিবে।
দৈত্য যে দৌরাত্ম্য করে, তব সেনা সমরে মরে,
কে হেন বীর তারে বিনাশিবে॥
দেখ না মা রণের শেষ, একবার ভয়ঙ্করী-বেশ
ধরে বেটাকে অসিতে কর খণ্ড।
আর কেন বিলম্ব কালি, ঘুচাও অন্তরের কালি,
বেটা গেলেই যে জুড়ায় এ ব্রহ্মাণ্ড॥
অমরে কাতর গগনে, কাতর নিজ সৈন্যগণে,
দেখে হন কোপযুক্তা কালরাণী।
করি-অরিতে আসন করি, করিলেন শুভঙ্করী,
সিংহনাদ আর ঘণ্টাধ্বনি।
শব্দে স্তব্ধ ত্রিভুবন, অধীর বধির হয় শ্রবণ,
গণে সঙ্কট দিতিসুতগণে।
হরমহিষীর খড়্গাঘাত, মহিষরূপটা হয় নিপাত
কেশরী হয়ে দৈত্য এলো রণে॥
তাও নাশিলেন শঙ্করী, এলো পুনরায় হএ করী,
করী করিলেন তখনি সংহার।
পুন মহিষ হয় তাও বিনাশ, তন্মধ্য হতে প্রকাশ
দৈত্য দেহ অর্দ্ধেক আকার॥
উভয়ে ঘোর যুদ্ধ পরে, কিছুকাল ধরা উপরে,
ধরার অসাধ্য ভার ধরা।
সংগ্রামে নাই অবসর, শূন্যে সহস্র বৎসর,
উভয়ের অসাধ্য জয় করা॥
শিব অংশে জন্ম তার, সাক্ষাৎ শিবাবতার,
পার্ব্বতী প্রায় পরাস্ত তার বলে।
অন্তরে তদন্ত জানি, ভক্তিভাবে ভবরাণী,
মহাকালকে ভাবেন সেই কালে॥
শিব কৈলাস পরিহরি,এসে নিজ তেজ ল'ন হরি
নিস্তেজ হইল দৈত্য রণে।
দশভুজা মূর্ত্তি ধরি, নাগপাশে বন্ধন করি,
বিশ্বস্তরী চাপিলেন চরণে॥
বক্ষে নিক্ষেপিলা শূল, মৃগপতি প্রতিকূল,
হয়ে তার গ্রাসিল দক্ষ ভুজ।
পদস্পর্শে অম্বিকার, দূরে যায় মনোবিকার,
দিব্য জ্ঞান লাভ করে দনুজ॥
বলে জানিনে ভজন পূজন,
আমার দেহে স্বজন কুজন,
হ'তে সুজন বিবাদী হয় তারা।
তব যে পদ না পান ভেবে,
আমি পেলেম আজি শত্রুভাবে,
এভাব যেন চিরদিন রয় তারা॥

রাগিণী আলিয়া—তাল একতালা।

যদি স্বগুণে চরণ করলে বিতরণ,
দীনের এই সুদিনে।
যেন কর না পাপাঙ্গে আবার বঞ্চিত চরণে॥
ভবে এসে কুপথগামী,
সুপথ চিনিনে আমি,
এ দুর্ম্মতি তম হর তুমি, জ্ঞানাঞ্জি প্রদানে॥
কর ক্ষমা ক্ষেমঙ্করী অপরাধ আমার,
করেছি মা কত শ্রীঅঙ্গে প্রহার,
কিন্তু এমন অপরাধী,
না হই তোমার শত্রু যদি,
তবে সাধে কি স্থান দিবে পদে এ ব্রজমোহনে॥

স্তব করে মহিষাসুর, হে দুর্গে দুর্গতি দূর,
কর দীনে আর দুখ দাও কেন।
সদয়া হয়ে শিবানী, কহেন করুণা-বাণী,
ত্যজ চিন্তা শুনরে বাছা শুন॥
ভক্ত ব'লে নিজ পায়, স্থান দেই তোরে কৃপায়,
পায় কে ইহার সার বিবরণ।
যে পূজিবে দশভুজা, মম সঙ্গে তব পূজা,
মম বাক্যে করিবে সেইজন॥
শুনে মহিষাসুর তৃপ্ত, মার্কণ্ড করেন সমাপ্ত,
মহিষাসুর বধের অধ্যায়।
পড়িল অসুর সমরে, স্বর্গেতে যত অমরে,
আনন্দে উন্মত্ত নাচে গায়॥
পার্ব্বতীর পদপরে, পুষ্পবৃষ্টি দেবে করে,
বলে রক্ষে করিলে এ দায়॥
পুন যদি পড়ি বিপদে, স্থান দিও মা অভয়পদে,
এ সম্পদ তোমারই কৃপায়॥
তুমি গো শিরমালিনী, শঙ্করী সুরপালিনী,
ত্রিতাপহারিণী ত্রিলোক-তারা।
অপ্সরে করিছে নৃত্য, নিত্যময়ীর মাহাত্ম্য,
চিত্তসুখে গান দেবতারা॥

রাগিণী বেহাগ—তাল ঝাঁপতাল।

দুর্গে দুঃখভঞ্জিনী, মহেশমনোরঞ্জিনী,
দেবি দেহি যে দীনে করুণালেশম্।
এ দীন অতি দুশ্চরিত, দুরিতে তনু পুরিত,
গতি কি হবে হইল দিনশেষম্॥

হয়ে সুজন করি পুজন
করে ভজনে রিপু ছ'জনে, দ্বেষম্।
এ ব্রজমোহনের শত্রু, নিকটে দিনেশ পুত্র,
নিবার তারে ধ'রে মা রণবেশম্॥

সমাপ্ত।

শিব-বিবাহ।

শিব-নিন্দা কর্ণে শুনি, দক্ষযজ্ঞে দাক্ষায়ণী,
অনুতাপে জীবন তেজিয়ে।
ভবে পুণ্য হেন কার, গিরি-ভার্য্যা মেনকার,
গর্ভে জন্ম লইলেন আসিয়ে॥
রাণী-গর্ভে কাল যায়, দশমাস কাল যায়,
প্রসবে কালাগত হৈল।
শুভ লগ্ন মনে জানি, ভূমিষ্ঠা হন ভবরাণী,
দেবগণে জয়ধ্বনি কৈল॥
সৌদামিনী কিংশুবর্ণ, চম্পকাদি কি সুবর্ণ,
বর্ণে রূপ বর্ণিতে কে পারে।
ত্রিলোকে নাহি স্বরূপ, কালিকার বালিকা রূপ,
সুদীপ্ত সূতিকা আলো করে॥
চরণ নখর করে, লজ্জা পান সুধাকরে,
পদতলে লজ্জিত নব ভানু।
ত্রিলোচনী ত্রিলোকেশী, বালিকায় খর্ব্বকেশী,
ননীর পুতলী জিনি তনু॥
পর্ব্বতের পুণ্যফলে, সুবৃক্ষে সুফল ফলে,
কিবা পুণ্যবতী গিরিজায়া।
ব্রহ্মাণ্ড যার উদরে, তাঁহারে উদরে ধরে,
যোগমায়ার কিমাশ্চর্য্য মায়া॥
কৃপাদৃষ্টি কখন কারে, ক'রে তারেন কি প্রকারে,
তত্ত্বময়ীর কে পাইবে তত্ত্ব।
যাঁর মহিমা পঞ্চানন, বর্ণিবারে শক্ত নন
ভেবে চিত্তে আপনি উন্মত্ত॥

রাগিণী সুরট—তাল কাওয়ালী।

হর-দুঃখ হরণ করিবারে।
নিলেন যোগমায়া শুভ জন্ম
মেনকার পুণ্য উদরে॥

অনন্ত মহিমা ভবে কে জননীর প্রিয় পাত্র,
কে জানে কি ভাব তাঁর অন্তরে,
কে আর পাবে সে মর্ম্ম,
যাঁরে ব্রহ্মা আদি ধ্যানে ধরে॥
যাঁর জানিতে তত্ত্ব, হয়ে যোগেতে মত্ত,
সদা যোগিগণে যোগসাধনা করে।
কৃপা অসামান্য যদি স্বগুণে ধন্য
এবার করিলে মা জঘন্য ব্রজবরে
তবে এ দ্বিজ ব্রজমোহনে
তারিণী তারো দুস্তারে॥

হেথায় মেনকা কন্যা প্রসবে,
পুরবাসী শুনিয়ে সবে,
অমনি তাদের উৎসব সব হরে।
বলে দিদি কি শুনি লো,
রাজার নাকি মেয়ে হলো,
এ পোড়া ভাগ্যেতে সব করে॥

সুসন্তান হলে গিরি, করত কত বাবুগিরি,
কৌতুকে যৌতুক দিত কত।
শত শত বাদ্য বাজত,
পুড়াত লো কত বাজি ত,
দানে ধরা অদৈন্য হইত॥
শুনতে কথা কি রসাল,
পাপতে পাইত শাল,
দাস দাসীতে পেতো বহু ধন।
স্বর্ণকুম্ভে তেল পুরে, বিতরণ হইত পুরে,
সকল আশায় ছাই প'লো এখন॥

দেবীর সেনা ভঙ্গ দিল, দেবী চরণে নিবেদিল,
বলে রক্ষ এইবার গো শিবে।
দৈত্য যে দৌরাত্ম্য করে, তব সেনা সমরে মরে,
কে হেন বীর তারে বিনাশিবে॥
দেখ না মা রণের শেষ, একবার ভয়ঙ্করী-বেশ
ধরে বেটাকে অসিতে কর খণ্ড।
আর কেন বিলম্ব কালি, ঘুচাও অন্তরের কালি,
বেটা গেলেই যে জুড়ায় এ ব্রহ্মাণ্ড॥
অমরে কাতর গগনে, কাতর নিজ সৈন্যগণে,
দেখে হল কোপযুক্তা কালরাণী।
করি-অরিতে আসন করি, করিলেন শুভঙ্করী,
সিংহনাদ আর ঘণ্টাধ্বনি।
শব্দে স্তব্ধ ত্রিভুবন, অধীর বধির হয় শ্রবণ,
গণে সঙ্কট দিতিসুতগণে।
হয়মহিষীর খড়্গাঘাত, মহিষরূপটো হয় নিপাত,
কেশরী হয়ে দৈত্য এলো রণে॥
তাও নাশিলেন শঙ্করী, এলো পুনরায় হএ করী,
করী করিলেন তখনি সংহার।
পুন মহিষ হয় তাও বিনাশ, তন্মধ্য হতে প্রকাশ
দৈত্য দেহ অর্দ্ধেক আকার॥
উভয়ে ঘোর যুদ্ধ পরে, কিছুকাল ধরা উপরে,
ধরার অসাধ্য ভার ধরা।
সংগ্রামে নাই অবসর, শূন্যে সহস্র বৎসর,
উভয়ের অসাধ্য জয় করা॥
শিব অংশে জন্ম তার, সাক্ষাৎ শিবাবতার,
পার্ব্বতী প্রায় পরাস্ত তার বলে।
অন্তরে তদন্ত জানি, ভক্তিভাবে ভবরাণী,
মহাকালকে ভাবেন সেই কালে॥
শিব কৈলাস পরিহরি, এসে নিজ তেজ ল'ন হরি
নিস্তেজ হইল দৈত্য রণে।
দশভুজা মূর্ত্তি ধরি, নাগপাশে বন্ধন করি,
বিশ্বম্ভরী চাপিলেন চরণে॥
বক্ষে নিক্ষেপিলা শূল, মৃগপতি প্রতিকূল,
হয়ে তার গ্রাসিল দক্ষ ভুজ।
পদস্পর্শে অম্বিকার, দূরে যায় মনোবিকার,
দিব্য জ্ঞান লাভ করে দনুজ॥
বলে জানিনে ভজন পূজন,
আমার দেহে দুজন কুজন,
হ'তে সুজন বিবাদী হয় তারা।
তব যে পদ না পান ভেবে,
আমি পেলেম আজি শত্রুভাবে,
এভাব যেন চিরদিন রয় তারা॥

রাগিণী আলিয়া—তাল একতালা।

যদি স্বগুণে চরণ কর্‌লে বিতরণ,
দীনের এই সুদিনে।
যেন কর না পাপাঙ্গে আবার বঞ্চিত চরণে॥
ভবে এসে কুপথগামী,
সুপথ চিনিনে আমি,
এ দুর্ম্মতি-তম হর তুমি, জ্ঞানাক্ষি প্রদানে॥
কর ক্ষমা ক্ষেমঙ্করী অপরাধ আমার,
করেছি মা কত শ্রীঅঙ্গে প্রহার,
কিন্তু এমন অপরাধী,
না হই তোমার শত্রু যদি,
তবে সাধে কি স্থান দিবে পদে এ ব্রজমোহনে॥

স্তব করে মহিষাসুর, হে দুর্গে দুর্গতি দূর,
কর দীনে আর দুখ দাও কেন।
সদয়া হয়ে শিবানী, কহেন করুণা-বাণী,
ত্যজ চিন্তা শুনরে বাছা শুন॥
ভক্ত ব'লে নিজ পায়, স্থান দেই তোরে কৃপায়,
পায় কে ইহার সার বিবরণ।
যে পূজিবে দশভুজা, মম সঙ্গে তব পূজা,
মম বাক্যে করিবে সেইজন॥
শুনে মহিষাসুর তৃপ্ত, মার্কণ্ড করেন সমাপ্ত,
মহিষাসুর বধের অধ্যায়।
পড়িল অসুর সমরে, স্বর্গেতে যত অমরে,
আনন্দে উন্মত্ত নাচে গায়॥
পার্ব্বতীর পদপরে, পুষ্পবৃষ্টি দেবে করে,
বলে রক্ষে করিলে এ দায়॥
পুন যদি পড়ি বিপদে, স্থান দিও মা অভয়পদে,
এ সম্পদ তোমারই কৃপায়॥
তুমি গো শিরমালিনী, শঙ্করী শূরপালিনী,
ত্রিতাপহারিণী ত্রিলোক-তারা।
অপ্সরে করিছে নৃত্য, নিত্যময়ীর মাহাত্ম্য,
চিত্তসুখে গান দেবতারা॥

রাগিণী বেহাগ—তাল ঝাঁপতাল।

দুর্গে দুঃখভঞ্জিনী, মহেশমনোরঞ্জিনী,
দেবি দেহি মে দীনে করুণালেশম্।
এ দীন অতি দুশ্চরিত, দুরিতে তনু পূরিত,
গতি কি হবে হইল দিনশেষম্॥
হয়ে সুজন করি পূজন
করে ভজনে রিপু ছ'জনে, দ্বেষম্।
এ ব্রজমোহনের শত্রু, নিকটে দিনেশ পুত্র,
নিবার তারে ধ'রে মা রণবেশম্॥

সমাপ্ত।

শিব-বিবাহ।

শিব-নিন্দা কর্ণে শুনি, দক্ষযজ্ঞে দাক্ষায়ণী,
অনুতাপে জীবন তেজিয়ে।
ভবে পুণ্য হেন কার, গিরি-ভার্য্যা মেনকার,
গর্ভে জন্ম লইলেন আসিয়ে॥
রাণী-গর্ভে কাল যায়, দশমাস কাল যায়,
প্রসবে কালাগত হৈল।
শুভ লগ্ন মনে জানি, ভূমিষ্ঠা হন ভবরাণী,
দেবগণে জয়ধ্বনি কৈল॥
সৌদামিনী কিংশুবর্ণ, চম্পকাদি কি সুবর্ণ,
বর্ণে রূপ বর্ণিতে কে পারে।
ত্রিলোকে নাহি স্বরূপ, কালিকার বালিকা রূপ,
সুদীপ্ত সূতিকা আলো করে॥
চরণ নখর করে, লজ্জা পান সুধাকরে,
পদতলে লজ্জিত নব ভানু।
ত্রিলোচনা ত্রিলোকেশী, বালিকায় খর্ব্বকেশী,
ননীর পুতলী জিনি তনু॥
পর্ব্বতের পুণ্যফলে, সুবৃক্ষে সুফল ফলে,
কিবা পুণ্যবতী গিরিজায়া।
ব্রহ্মাণ্ড যার উদরে, তাঁহারে উদরে ধরে,
যোগমায়ার কিমাশ্চর্য্য মায়া॥
কৃপাদৃষ্টি কখন কারে, ক'রে তারেন কি প্রকারে,
তত্ত্বময়ীর কে পাইবে তত্ত্ব।
যাঁর মহিমা পঞ্চানন, বর্ণিবারে শক্ত নন,
ভেবে চিত্তে আপনি উন্মত্ত॥

রাগিণী সুরট—তাল কাওয়ালী।

হর-দুঃখ হরণ করিবারে।
নিলেন যোগমায়া শুভ জন্ম
মেনকার পুণ্য উদরে॥

অনন্ত মহিমা ভবে কে জননীর প্রিয় পাত্র,
কে জানে কি ভাব তাঁর অন্তরে,
কে আর পাবে সে মর্ম্ম,
যাঁরে ব্রহ্মা আদি ধ্যানে ধরে॥
যাঁর জানিতে তত্ত্ব, হয়ে যোগেতে মত্ত,
সদা যোগিগণে যোগসাধনা করে।
কৃপা অসামান্য যাদ স্বগুণে ধন্য
এবার করিলে মা জবন্য ব্রজবরে
তবে এ দ্বিজ ব্রজমোহনে
তারিণী তারো দুস্তারে॥

হেথায় মেনকা কন্যা প্রসবে,
পুরবাসী শুনিয়ে সবে,
অমনি তাদের উৎসব সব হরে।
বলে দিদি কি শুনি লো,
রাজার নাকি মেয়ে হলো,
এ পোড়া ভাগ্যেতে সব করে॥

সুসন্তান হলে গিরি, করিত কত বাবুগিরি,
কৌতুকে যৌতুক দিত কত।
শত শত বাদ্য বাজিত,
পুড়াতো কত বাজি ত,
দানে ধরা অদৈন্য হইত॥
শুনতে কথা কি রসাল,
ন্যাপতে পাইত শাল,
দাস দাসীতে পেতো বহু ধন।
স্বর্ণকুম্ভে তেল পুরে, বিতরণ হইত পুরে,
সকল আশায় ছাই প'লো এখন॥

পুত্রের কামনা করি, কত ব্রত কর্‌লে শিখরী,
সন্তান কি সকলের ভাগ্যে ফলে।
ধনজন আদি ভূলোকে, যার থাকে তাকেই লোকে
ধনে পুত্রে লক্ষ্মী লাভ বলে॥
হেন পুণ্য কার ভবে, রাজার ঘরে জন্ম লবে,
এত সুখ ঘটিবে কার কপালে।
এক পুত্র পাবার তরে, কত লোকে কামনা করে,
কিন্তু নীচবংশে চোদ্দ বুড়ি ছেলে॥
এত বলি যত রমণী, সূতিকায় গিয়ে অমনি,
কন্যারূপ নিরীক্ষণ করে।
তারায় দৃষ্ট ক'রে তারা, ফিরাতে না পারে তারা,
হরকামিনীরূপে মন হরে॥
কিন্তু ত্রিনয়ন দেখে মা'র, জ্ঞান হত যত রামার,
বলে দিদি কিমাশ্চর্য্য দেখো।
ষড় মেনে বাধলো গোল, বংশে হবে অমঙ্গল,
এ মেয়েটা হলো তিন চোকো॥
কি কপাল করেছে শৈল,
কন্যাটাও তারে না সৈল,
আইমা ছিছি বিধাতার কি বিধি।
প্রায় বয়স হয়েছে আশী, এতকাল কাটায়ে আসি,
এমন কভু দেখি নাইলো দিদি॥
লক্ষণেতে দেখ সবে, মেয়েটা রাক্ষসী হবে,
কিম্বা এটা হইবে ডাকিনী।
ফল নাই ঘরে রাখায়, পাছে বা স্বপুরী খায়,
সর্ব্বনাশী বংশ-বিনাশিনী॥
যদি গিরি মঙ্গল চায়, ধনপ্রাণ রাজ্য বাঁচায়,
এখনি ইহারে করুক ত্যজ্য।
তখন,এক রামা গিয়ে চকলে, সংবাদ দিল অচলে,
শুনে পাষাণ শোকেতে অধৈর্য্য॥
প'ড়ে অতি মনো ভ্রান্তে, তনয়া না পেয়ে চিনতে
ভুলে অবোধ নারীর বাক্যেতে।
অমঙ্গলের সূত্র বলে, মঙ্গলারে লয়ে কোলে,
চলিলেন সলিলে ভাসাতে॥

রাগিণী আলেয়া—তাল একতালা।
গিরি যায় গিরিজায় ভাসাতে সলিলে।
হেরে মঙ্গলার ত্রিনয়ন, অমঙ্গলের কারণ,
বহে অনিবার বারি নয়ন যুগলে॥
শুনে অবোধ নারীর বাক্য,
পাষাণে পাষাণে বক্ষ,
বদন করি অবোধ গিরি বন্ধন করি
কুলকুণ্ডলনী মাকে লইয়ে স্ব-কোলে॥
পড়ে অকূল অন্ধকারে, চিনিতে না পারে,
পেলে কন্যা কত পুণ্যফলে,
যোগিগণের ধন জগত-জননী যোগানন্দময়ী,
জীব নিস্তারিতে জন্ম লইলেন ভূতলে॥

তখন, কোলে লয়ে কালবারিণীরে,
যায় গিরি ভাসাতে নীরে,
নারি বাক্যে হয়ে ভ্রান্ত মন
হেথায় পাষাণী হয়ে অধীরা,
কন্যা-শোকে পড়ে ধরা,
উচ্চৈঃস্বরে করেন রোদন॥
বলে, না হইয়ে অন্যমনা, করি ব্রত করে কামনা,
একটী পুত্র পাইবার তরে।
দুখিনীর কি দুরদৃষ্ট, না পুরে সেই মনোভীষ্ট,
কন্যা এক ধরিলাম উদরে॥
ভেবে তনু অবসান্ত,তাতেই মন করিতাম শান্ত,
কন্যাটীকে লালন পালন করি।
বিধাতা বাদ সাধে একি,
সেটার হলো তিনটে আঁখি,
দিয়ে ফাঁকি লইল পুন হরি॥
এইরূপে রাণী কাতরা, এখানে ভূধর ত্বরা,
ত্রিলোকতারা ভাসাতে যায় জলে।
হেথা যোগে ছিলেন যোগেশ্বর,
মনে জানি অগ্রসর,
হরিষে চলেন হিমাচলে॥
মায়া করে মনে বিচারি, হয়ে বৃদ্ধ ব্রহ্মচারী,
ভূধরে দিলেন দরশন।
হেরে সম্মুখেতে সন্ন্যাসারে, ভক্তিভাবে নতশিরে,
বন্দে গিরি যুগল চরণ।
গিরি কোলে হেমবরণী, ভব-জলধির তরণী,
তারাপদ হেরিয়ে নেত্রে ভব।
যার জন্ম জন্মে জরা, জন্মিলেন জন্মহরা,
হেরে অপার আনন্দ উদ্ভব॥

ছদ্মবেশে ত্রিপুরারি, গিরিকোলে ত্রিপুরেশ্বরী,
উভয় নেত্রে শুভ সম্মিলন।
উভয়েরি পূর্ব্বভাব, মনে হৈল আবির্ভাব,
উভয় নেত্রে বারি বরিষণ॥
অন্তরে ভাবেন শিব, আর কি দুঃখ প্রকাশিব,
কবে করুণা প্রকাশিবে শিবে।
আশুতোষে কবে তুষিবে,বামভাগে আসি বসিবে,
কবে দাসের দুর্গতি নাশিবে॥
সেই যে গিয়ে দক্ষালয়, ঘটালে তুমি প্রলয়,
সেই অবধি বাসে করিনে বাস।
কেন্দে কেন্দে ক্ষেমঙ্করী, পথে পথে ভ্রমণ করি,
তোমা ভিন্ন শূন্য সে কৈলাস॥
বলে, আঁখি ছল ছল, গিরিকে কন করে ছল,
কে তুমি কি নাম ধাম কুত্র।
কোলে লয়ে বালিকা কন্যা,
কোথা গতি কর কি জন্য,
নেত্রজলে কেন ভাসে গাত্র॥
শুনে কন গিরিবর, শুন শুন দিগম্বর,
হিমালয় নাম ধরি আমি শৈল।
করিয়ে পুত্র বাসনা, করি ইষ্ট উপাসনা,
ভাগ্য ফলে এ কন্যাটী হৈল॥
কহিবে কি দুঃখ শ্রবণ, তাতেও বিধির বিড়ম্বন,
হেরি যে সম্পূর্ণ অলক্ষণ।
কেমনে আর গৃহে রাখি,
এটার হলো তিনটে আঁখি,
যাই জলে করিতে বিসর্জ্জন॥
শুনে কন গঙ্গাধর, শুনহে ভ্রান্ত ভূধর
নিতান্ত হয়েছ জ্ঞানশূন্য
ভাসাতে যাঁরে সলিলে, অঙ্ক তাঁয় লয়ে চলিলে,
তাঁর মহিমা শুন পাইবে চৈতন্য॥
ইনিই জেনো আদ্যাশক্তি,ত্রিলোকের গতিমুক্তি,
মহাকালের রাণী কালবারিণী।
হৃদয়ে ধরি যার পদ, শিব পেলেন উচ্চপদ,
তব কোলে এই বিপদনাশিনী॥
তুমি কি জানিবে তত্ত্ব, যার তত্ত্বে শিবোন্মত্ত,
নিত্য [illegible] জ্ঞানশূন্য [illegible]।
[illegible]
[illegible]

রাগিণী ললিত—তাল একতালা।
গিরি পার নাই হে চিনতে ত্রিনয়নী তব কন্যা।
ত্রিতাপহরা ত্রিলোকতারা ইনি ত্রি ভুবনে ধন্যা॥
ত্রিলোচনের মহিষী ত্রিলোকেশী ত্রিদেব-মান্যা।
মহাযোগী সর্ব্বত্যাগী ঐ চরণ-রেণুর জন্যা।
ত্রিগুণধারিণী তারা, সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়করা,
তদন্তবিহীন যোগ-তন্ত্রে কি জানিবে অন্যে।
কখন রাজরাজেশ্বরী কখন বা অতি দৈন্যা,
জন্ম নিলেন নিস্তারিতে ব্রজমোহন জন্যে॥

এই মত ব'লে বচন, অন্তর্দ্ধান ত্রিলোচন,
অমনি গিরির ভ্রান্তি হরে।
ভাবে কিবে পূণ্যোদয়, কোন দেব হবে নিশ্চয়,
ছদ্মবেশে গেলেন ছল করে॥
আমি অধম হিমালয়, কোলে লয়ে মোক্ষালয়,
না চিনিনু হইয়ে জ্ঞানশূন্য।
না হইলেম মনোযোগী, চৈতন্য দিল যে যোগী,
ভাবে বুঝি না হবেন সামান্য॥
বলিয়ে অঙ্গি চলিলে, অচল স্বগৃহে চলে,
আনন্দে প্রফুল্ল হয় চিত্ত।
ভাসে নেত্র অশ্রুনীরে, ডেকে রাণী পাষাণীরে,
বিশেষ কহেন কন্যা তত্ত্ব॥
রাণী সুখে মগ্ন হয়ে, মঙ্গলারে কোলে লয়ে,
চুম্ব দেন শ্রীমুখমণ্ডলে।
পুরবাসিনী যত ধনী, সুখে দেয় হুলুধ্বনি,
করে মঙ্গলাচার সকলে॥
শুভজন্মে শুভদার, খুলিয়ে ভাণ্ডার-দ্বার,
কত ধন দান করিলেন গিরি।
জাতকর্ম্ম সারি পরে, ক্রমে ষষ্ঠী পূজা করে,
কন্যার কল্যাণ-বাঞ্ছা করি॥
এইরূপেতে গিরিপুরে, ত্রিলোক-তারিণী ত্রিপুরে,
বৃদ্ধি পান পাষাণীর কোলে।
সেথায়, বিরিঞ্চি বাসব হরি, সর্ব্বকর্ম্ম পরিহরি,
[illegible] চলিলেন হিমাচলে॥
[illegible] হৈমবতী-পদ,
[illegible]
[illegible] মগ্ন [illegible] গায়ে ক্ষোভে
[illegible] কীর্ত্তন॥

রাগিণী সুরট—তাল কাওয়ালি ।

জয় কালী কাল-কান্তে কালবারিণী।
কাল গেল গো করুণাময়ী কৃতান্ত এলো
কর কাতরে করুণা কঙ্কাল কপালিনী ॥
কালিন্দী কুমারী কুলকন্যা কুলকামিনী,
কাদম্বিনী জিনি কান্তি কলুষনাশিনী,
কুরঙ্গনয়নী, কুঞ্জরগামিনী।
ত্বং কমলা, করালবদনী, কল্যাণদায়িনী,
তুমি কামিক্ষে কামদা কালী,
কৃশাঙ্গী কাবেরী কুলকুণ্ডলিনী
কৃষ্ণরূপে কংস-নিপাতিনী।
কৃতার্থ কর কিঙ্করে কিঞ্চিৎ কটাক্ষ করি,
কম্পে কলেবর কাল-শাসনে কালেশ্বরী,
কামাদি কুজন অতি, কুতন্ত্র কুপথে গতি,
হর এ কুমতি ব্রজমোহন-মুক্তকারিণী ॥

হেথায়, জননী কোলে বিরাজিতা,
জননী জগতপূজিতা,
ক্রমে সপ্তমাস গত হৈল।
আপনারে মানি ধন্য, অন্নদার বদনে অন্ন,
দিতে শৈল আয়োজন কৈল ॥
নিমন্ত্রণ তিন লোকে, গিরিপুরে অতি পুলকে,
আগমন করিলেন ত্রিলোকবাসী।
জয়াময়ীর দরশনে, স্বগণ লইয়া সনে,
কমলা উদয় হন্ আসি ॥
হেরিতে হর-মহিষীরে, উপনীত মুনি-ঋষিরে,
গিরি যথাযোগ্য দেন পাদ্য।
বিমলার কৃপা প্রভাবে, পর্ব্বত সর্ব্বতোভাবে,
বিনয়ে সকলে করেন বাধ্য ॥
তখন, শুভলগ্ন অনুসারে, গিরি শুভকর্ম্ম সারে,
দিল অন্ন অন্নদার শ্রীমুখে।
করিয়া রাশি বিচার, গৌরী নাম তনয়ার,
সুরগণে রাখিলেন সুখে ॥
হিমালয় অকাতরে, অন্ন বিতরণ করে,
ধন্য ধন্য বলে সর্ব্বজনে।
অন্নপূর্ণা গৃহে যার, কি দ্রব্য অভাব তার,
তাহে লক্ষ্মী উদয় ভবনে ॥

হেথায়, গিরিপুরে করি ভোজন,
যাচ্ছে পথে কত জন,
সুজনে গৌরব করি কয়।
বলে, কর্ম্মটা করেছে হদ্দ, অনেক টাকার বরাদ্দ,
লোকটা গিরি ব্যয়কুণ্ঠিত নয় ॥
ভেবে দেখ ইস্তক শাক, যতগুলি করেছে পাক,
সুধা হতেও উৎকৃষ্ট বড়।
লোকমুখে শুনি মেনকা, নিজে বড় রাঁধুনী পাকা,
গিন্নীবান্নি সকল কাজে দড় ॥
গিন্নীপাকা হলে বাসে, চারিদিকে বেড় বাঁধে এসে,
থাকে লক্ষ্মীর সুদৃষ্টি সেখানে ॥
গিন্নী হলে এলথেলো, সংসারেতে বউ ঝিগুলো,
আপন আপন কোলেতে ঝোল টানে ॥

স্বামি-সোহাগী হ'লে নারী,
এককালে হয় পায়া ভারি,
গুমরের সুমর নাহি থাকে।
যদি পতি চাকরে হলো,
সোনার উপর সোহাগা পলো,
পৃথিবীকে সরাখানা দেখে ॥
কোন কোন নারী একালে,
পা দিলে রন্ধনশালে,
অমনি তাতে একটা বিঘ্ন ঘটে।
বাধিয়ে বসেন গণ্ডগোল,
ঘন্ট রাঁধতে রাধেন ঝোল,
শিব গড়াতে বানর হয়ে ওঠে ॥

পায়সান্ন রাঁধতে দিলে, তাতে দেন হরিদ্রা গুলে,
ভেবে চিন্তে খিচুড়ী পাকিয়ে বসে।
হ'তে চান স্বয়ং সিদ্ধি, ভাবেন আমি সতীসাধ্বী,
তাঁদের রান্না খেলে কান্না আসে ॥
এখানে গিরি-রমণী, কোলে লয়ে কালদমনী,
ব্রাহ্মণমণ্ডলী বিদ্যমানে।
বলে, মন পুরাও সাধ, সকলে বল্লে আশীর্ব্বাদ,
থাকে যেন কন্যাটী কল্যাণে ॥
কর, পদরজ প্রদান শিরে, শুনে যত মুনিঋষিরে,
বলে কিমাশ্চর্য্য বল রাণী।
শুনে কথা কম্পে কায়, কল্যাণ করিব কায়,
ভব কোলে ঐ কল্যাণদায়িনী ॥

কারে দিব পদরজ, ঐ দুটী পদ-সরোজ,
বক্ষে ধরে শিব হলেন সন্ন্যাসী।
তুমি কার বিঘ্ন নাশিবে, বিঘ্নেশ জননী শিবে,
তব গৃহে অবতীর্ণ আসি॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল একতালা।
বেদে অসীমা মহিমা চেননা রাণী,
তব কোলে হেমবরণী।
ভবসিন্ধু-বারি তরিতে জীবের
কেবল ঐ চরণ তরণী,
কেবল ভরসা তারিণী-চরণ-তরণী॥
যে তারিণী-পদ আপদের আপদ,
ব্রহ্মা আদি সুরগণের সম্পদ,
ও যার গুণের অন্ত নাহি পেয়ে,
আপনি পশুপতি পড়ে চরণতলে,
ধারণ করে পদ হৃদি-কমলে,
মোক্ষপদ হয় যে পদে উদ্ভব
তার কি বিপদ আছে পাষাণী,
ঐ যে কোলে তোমার বিপদ-নাশিনী ঈশানী॥
আজি তব ভবনে, যে পদ দর্শনে,
আমরা সবে ধন্য হলেম এসে,
যে ধন পাবার তরে কত সাধন করি,
তাঁরে কল্যাণ করিব কেমনে,
ত্রিলোকবন্দিনী, ব্রহ্মসনাতনী,
জন্ম নিলেন ব্রহ্মরূপিণী,
আসি জন্ম নিলেন ব্রহ্মরূপিণী আপনি।

এইরূপে গিরিশ-ভার্য্যা গিরিবর-ধামে।
সপ্তবর্ষ বয়ঃপ্রাপ্তা হইলেন ক্রমে॥
সঙ্গে লয়ে রঙ্গে যত বালিকা সঙ্গিনী।
নিত্য নিত্য কত খেলা করেন জননী॥
শিবদুর্গা মূর্ত্তি করে মৃত্তিকায় গঠন।
বিবাহ নির্ব্বাহ করি আনন্দিত মন॥
নিত্য নব বিল্বদল তুলে প্রেমানন্দে।
সদানন্দে প্রদান করেন সদানন্দে।
পাইতে পতি পঞ্চাননে পঞ্চানন-রাণী।
কখন বা পঞ্চতপা করেন আপনি॥
হেথায়, হৈমবতীর কন্যাকাল হেরে হয়ে হর্ষ।
বিবাহ দিতে দেবগণে করেন পরামর্শ।
মহাযোগী আছেন যোগে করে মনঃসংযোগ।
ধ্যান ভাঙ্গিতে সুরগণে করেন উদ্যোগ॥
মদন গিয়ে পঞ্চাননে হানে পঞ্চবাণ।
উগ্রায় হইয়ে ভস্ম হারাইল প্রাণ॥
পতিশোকে রতি কত করিলেন রোদন।
প্রিয় বাক্যে করেন সবে তারে সম্বোধন॥
করিতে শিব সম্বন্ধ আনন্দ বিধানে॥
চলিলেন নারদ মুনি গিরি সন্নিধানে॥
করে লয়ে বীণাযন্ত্র মহামন্ত্র জপিয়ে।
মনকে দেন সুমন্ত্রণা সৎকথা আলাপিয়ে॥
ওরে, ভ্রান্তমতি কি কুমতি এ তোমার বল বল।
তেজিয়ে অনিত্য তত্ত্ব তত্ত্বপথে চল চল॥

চিন্তা কর শেষের সে দিন ওরে দীন
দিন গেল গেল।
পরম শত্রু ভানুর পুত্র নিকটে তোর এল এল॥
দীন গেল বৃথা তত্ত্বকথা দুরাচার আর কবে কবে।
জেনো সকলি অসার কতদিন আর
এ দেহের গৌরব রবে॥
যখন, শিয়রে বসে ধর্‌বে কেশে,
মহানিদ্রা কালে কালে।
আছে, কি তোর সাধ্য রয়েছ বদ্ধ,
কলুষ-জঞ্জাল-জালে॥
তুমি, জেনো নিতান্ত সেই কৃতান্ত,
কব্‌বে বন্ধন করে করে।
হৃদি, কথা না রাখবে তখন ডাক্‌বে
সে দুঃখ প্রতিকারে কারে॥
যদি, মোক্ষধন চাসরে মন,
মোক্ষদার বাজারে যারে।
সে ধন, পারিস্ কিন্‌তে, তবে কি চিন্‌তে,
কে তোরে ব্যাপারে পারে॥
আছে, শিবের বচন, অন্তে যে জন,
তারানাম অধরে ধরে।
তার, হয় রে তূর্ণ কলুষ চূর্ণ,
সে জীব সত্বরে তরে॥
এই বেলা, ডাক বাক্য রাখ,
বলিয়ে জয় কালী কালী।

পারিবি জিন্‌তে শমন ওরে শমন,
সুমন্ত্রণা বলি বলি ॥

রাগিণী আলিয়া—তাল একতালা।

হল দিন তো অন্ত শমন এল মন চরম কালে।
একবার ডাক দেখি মন কালি ব'লে ॥
বিষয়-মদে মত্ত হয়ে তত্ত্বকথা গেলি ভুলে।
ও সেই মরণ হরণ চরণ স্মরণ
এই বেলা কর হৃদ্‌কমলে ॥
মহাকাল কাল জয় করেছেন
শুনেছ যে নামের বলে।
ব্রজমোহন বলে কালি বলে,
প্রাণ যেন যায় গঙ্গাজলে ॥

এখন কালী নামের তান বীণায় তুলে,
মত্ত আনন্দ অতুলে,চলেন মুনি হিমাচলের পথে।
দৈবাৎ শুন বিবন্ধ, পথে একটা বাধ্‌লো দ্বন্দ্ব,
কতকগুলো ভণ্ড নেতার সাথে ॥
নারদের শক্তি সঙ্গীতে, যত গোঁড়া বৈরাগীতে,
উঠলো ক্ষেপে রেগে পরিপক্ক।
বলে, কেরে তুই তপস্বী ভণ্ড,ঘোরপাতকী পাষণ্ড
পেটে নাস্তি জ্ঞানের সম্পর্ক ॥
হয়ে আছিস্ অচৈতন্য, রসের গৌর শ্রীচৈতন্য,
করলিনে সেই নামামৃত পান।
সদাই জ'পে কালী কালী,কাল কাটালি চিরকালি
মুলুকে কি আর পাসনি গান ॥
যে রমণী উলাঙ্গিনী, ডাকিনী যার সঙ্গিনী,
পতির বক্ষে যে দিয়েছে পদ।
নারী হয়ে রক্ত খায়, তার প্রতি ভক্তি রাখায়,
জ্ঞানীর পক্ষে বিষম বিপদ ॥
সৎপথে যেতে নারো কি,এককালে হয়ে নারকী,
অন্ধকূপে পড়ে খাবি খাবি।
যে প্রভু অধম তারে, তারে তারে ডাক্‌রে তাঁরে,
দুস্তারে নিস্তার তবে পাবি ॥
নারদ বলে প্রিয়বাক্যে,এইকি তোদের জ্ঞা শিক্ষে
পরকাল কি ভেবেছো পাপিষ্ঠ।
উপাসনা কি ভিন্ন আছে,সবাই মান্য জ্ঞানীর কাছে
ভেদজ্ঞানী সে পাষণ্ডের শ্রেষ্ঠ ॥

বিশেষ ভেবে দেখরে মনে,
শাক্ত আর বৈষ্ণবের সনে,
অনেক বিষয় ঐক্য বাক্য আছে।
যথার্থ কর্‌লে বিচার, উভয় দলেই একাচার,
সামান্যে এক দ্বন্দ্ব বেধে গেছে ॥
তোদের, বলির কথা শোন্‌রে বলি,
হীরাবলি নামাবলী,
কৃষ্ণবলি পদাবলী এই চারি।
আমাদেরও চারি বলির কাণ্ড,
মহিষ পাঁঠা ইক্ষু কুষ্মাণ্ড,
ইতমধ্যে মীমাংসা শোন্ তারি ॥
ইক্ষু আর কুষ্মাণ্ড বলি,এই দুটা তোদের কেবলি,
শ্রদ্ধারূপে ভোজনে গেল চলে।
ধর্ম্মপথে দিলি কাঁটা,
কেবল, পাকামো করে খাস্‌নে পাঁটা,
ওটা তোদের জ্ঞাতিমাংস ব'লে ॥
মহিষ বলি অবশিষ্ট, তার কথা শোন্ পাপিষ্ঠ,
মহিষের যে দুটো শৃঙ্গ ছিল।
একটা নিলেন তোদের হলধরে,
একটা আমাদের শিব করে ধরে,
সে বিষয়ের দ্বন্দ্ব মিটে গেল॥
মহিষের দেহের চর্ম্ম, উভয় দলের সাধে কর্ম্ম,
কুপো হয়ে হয় গুড়ের আমদানী।
ব্রত কিম্বা যজ্ঞযাগে,সকল দেবতার ভোগে লাগে,
উভয় দলের উপকার সে জানি ॥
তদপরে শুনরে বলি, সাজায় আছে মাংসগুলি,
তার উপরে উভয়ের সম্বন্ধ।
ছিল পূর্ব্বে পিরীত গলাগলি,
সেই মাংস লয়েই দলাদলি,
অংশ হলেই মিটে যায় দ্বন্দ্ব ॥
কি বল্‌লি ওরে আপদ, পতির বক্ষে দিয়ে পদ,
মা আমার হয়েছেন নিন্দার ভাগী।
সে কথা কি বলিব তোকে,
তিনি তো পা দেন না বুকে,
শিব যে ব্যস্ত ঐ চরণের লাগি ॥
সে পদ অমূল্য ধন,
তাতে ত্রিলোকবাসীর আকিঞ্চন,
কি জানি কোন্ ছলে কে লয় হরি।

বিশ্বাস হয়না কোথাও রেখে,সেইজন্য ধরে বুকে,
স্বয়ং রক্ষা করেন ত্রিপুরারি ॥

রাগিণী আলিয়া—তাল একতালা।

শ্যামা মায়ের চরণ,
সে ধন আর কি পায় সামান্য লোকে।
ওরে ভ্রান্ত জীব,
জ্ঞানের কর্ম্ম, সে পদের মর্ম্ম,
জানে কে, হলেন ধন্য, ভবের মান্য,
ভব আপনি বুকে রেখে ॥
নাই শিবের অন্য সম্পদ, সবে ধন অভয়ার পদ,
যাহাতে পান শিবত্ব-পদ,
দিয়ে স্থান হৃদয়ে, ধরায় শুয়ে, অচৈতন্য থাকে ॥
ঐ ধনে অনেক বৈরি, কি জানি কে লবে হরি,
তাহাতে সদা আছেন প্রহরী।
কি আছে আর অন্য গতি, সে পদে একান্ত মতি,
ব্রজমোহন রাখো সম্প্রতি,
কালের ভয় কি তোরে, নামের জোরে,
কাল কাটো কৌতুকে ॥

তখন, জপিয়ে জয় জগদম্বে,নারদ অতি অবিলম্বে,
উপনীত হলেন গিরিপুরে।
দেখেন সঙ্গিনীগণে, আপনি বসে ধরাসনে,
ধূলাখেলা করেন ত্রিপুরে ॥
অমনি প'ড়ে ভূতলে, পার্ব্বতী-পদযুগলে,
প্রণাম করেন মহামুনি।
নারদে হেরি শঙ্করী, মনে মনে কল্যাণ করি,
ছল করে কহেন ক্রোধবাণী ॥
কেরে তুই বুড় বাতুলে, দিলি ভারি দ্বন্দ্ব তুলে,
কারে প্রণাম কর্‌লি ওরে ভণ্ড।
আমরা বালিকা রমণী,ওই আমাদের মাথার মণি,
হৈল অতি অবিহিত কাণ্ড ॥
তোর,বয়েস হবে একশত,পেটে নাই জ্ঞানের সত্ব
আজিকালি কাল-দরশনে চল্‌লি।
পায়ে পড়েছে দাড়ি পক্ক, প্রণামের কি সম্পর্ক,
কেন এমন অকল্যাণ কর্‌লি ॥
বয়েসে অনেক জ্যেষ্ঠ, আবার দেখি বর্ণশ্রেষ্ঠ,
যজ্ঞসূত্র রয়েছে তোর গলে।
মর মর বুড় অতুরে, বয়ে গিয়েছ বাহাত্তুরে,
ভঙ্গি দেখে রাগে অঙ্গ জ্বলে ॥
নারদ বলে কি দুষ্কর, কেন মা বঞ্চনা কর,
মূলের কথা সকলি আমি জানি।
পদে করেছি নমস্কার, ইথে কি ক্ষতি তোমার,
আমি সুত তুমি হও জননী ॥
শুন ওগো আদ্যাশক্তি, আমি ত সামান্য ব্যক্তি,
অগণ্য অধন্য এ সংসারে।
তুমি যে ধন মহাবিদ্যে, মা তোমার ঐ পাদপদ্মে,
আমার চৌদ্দ পুরুষ এসে প্রণাম করে ॥
তুমি আমাকে বল বৃদ্ধ, সে কথা আছে প্রসিদ্ধ,
তোমার জন্ম কে জানে কোন্ কালে।
বিশ্ব যখন নিরাকার, জন্মেছ পূর্ব্বেতে তার,
বিশ্বকর্ত্রী তুমিই গো বিমলে ॥
চির দিন রও এক ভাবে,কে তোমার অন্ত পাবে,
পরমায়ুর সংখ্যা নাহি জানি।
কত কাল বাঁচিবে শিবে, তুমি ত বিশ্ব নাশিবে,
তোমার ধ্বংস কখনই না শুনি ॥
শুন গো শিবসুন্দরী, তুমিই তারা বিশ্বোদরী,
তোমার গর্ভে জন্ম সবাকার।
তোমার খেলা বুঝ'তে নারি,কখন হও বৃদ্ধা নারী
কখন বালিকা চমৎকার ॥
এখন হয়ে গিরিবালা, সামান্য কি কর খেলা,
তুমিই জানো তোমার খেলার মর্ম্ম।
কে জানে এ খেলার রঙ্গ,
হয় না তোমার খেলা সাঙ্গ,
খেলা করে কাটালে কত জন্ম ॥
তোমার খেলা অসম্ভব,একবার খেলায় ক্ষান্ত ভব
ওগো ভবভার্য্যা ভগবতী।
খেলতে খেলতে গেল বেলা,
এল বিকট শমনের খেলা,
সেই খেলাতেই আমার বড় ক্ষতি ॥

রাগিণী কালাংড়া—তাল একতালা।

এ সব কি খেলা জননী তব।
খেলিতেছ অসম্ভব, কত খেলা জান গো শিবে,
এই ভবে অপরূপ খেলা খেল আপনি ॥

খেলা মা আশ্চর্য্য বড়,
একবার ভাঙ্গ একবার গড়,
যে খেলায় মোহিত মহাকাল কাল-বারিণী ;
কারে বা রাজত্ব দিবে,
কারে দীনের অধীন করবে ভবে,
সকলি মা তোমার খেলা ওগো ভূধরনন্দিনী।
দেহ-যন্ত্রে কত লীলা, অনন্ত করেছ খেলা,
ষড় পদ্মে অধিষ্ঠাত্রী কুলকুণ্ডলিনী,
পরমাত্মা রূপ ধর, জীবের অন্তরে বিরাজ কর,
জ্ঞান বুদ্ধি বিদ্যা আদি, তুমি চৈতন্যরূপিণী॥

তখন, ভক্তিবাক্যে তপোধন, মাকে করি সম্বোধন,
উপনীত গিরি-সন্নিধানে।
ব্রহ্মার নন্দনে হেরি, ভক্তিভাবে হেমগিরি,
পাদ্য অর্ঘ্য দিলেন যতনে॥
কহেন পর্ব্বত-পতি, কি নিমিত্তে হৈল গতি,
মুনি বলেন আছে কিছু কার্য্য।
তব তনয়ার বিবাহ, শীঘ্র করিতে নির্ব্বাহ,
সম্বন্ধ করেছি একটা ধার্য্য॥
কন্যাটী যেমন সুশীলে, ধনে মানে কুলে শীলে,
সুপণ্ডিত পেয়েছি তেমনি পাত্র।
তুমি করলে মনোযোগ, ত্বরায় করি যোগাযোগ,
দিয়ে আসি সংবাদ সর্ব্বত্র॥
একটী কথা আর জানাই, বিবেচনা করবে ভাই,
ঘটকালিটে বুঝে সুঝে নেবো।
শাল রুমাল হস্তী ঘোড়া,
মাণিক মুক্তা সাতশো ঘড়া,
পাই তবে এ কর্ম্মে দাঁড়াইব॥
গিরি বলেন মহাশয়, তায় কি তখন আটক রয়,
কাজে আগে কর সুপ্রতুল।
মনে কিছু রেখ না সন্দ, ঘটাও শুভ সম্বন্ধ,
আসল কথা ভবিতব্য মূল॥
শুন ওহে তপোধন, থাকুক বা না থাকুক ধন,
ছেলে কিন্তু বিদ্যাবান হবে।
পূর্ব্ব ধর্ম্ম আছে ভাই, কুলকর্ম্ম করা চাই,
ভেবে চিন্তে ধার্য্য কর তবে॥
নারদ বলে নাই হে ভয়, ছেলে তাতে দিগ্বিজয়,
গুণের কথা কি করিব ব্যক্ত।

সকল গুণে গুণী ভব, তাঁর কাছে গুণ পরাভব,
ভুবনে নাই এমন গুণযুক্ত॥
কি বিদ্যা অভাব তার, মহাবিদ্যা অধিকার,
তিনিই কেবল জানেন বিদ্যার মর্ম্ম।
সদাই করেন বিদ্যা চিন্তে,
তিনিই পারেন বিদ্যা চিন্‌তে,
বিদ্যা সাধন বিদ্বানেরি কর্ম্ম॥
বিদ্যা তাঁহার বক্ষীভূষা, বদনে বিদ্যার কথা,
আলাপ ভিন্ন অন্য আলাপ শূন্য।
দিবানিশি বিদ্যার ভার, মনোমধ্যে আবির্ভাব,
তিনি একজন বিদ্যাবান্ গণ্য॥
কুলের তত্ত্ব বলিব কত, ত্রিভুবনের কুলীন যত,
তাঁর চরণে করে নমস্কার।
যেজন ভবে কুল হারায়, তাঁর নিকটেই কুল পায়,
তাঁহার কুলের অন্ত পাওয়া ভার॥
আছে তাঁর কুলের ধর্ম্ম, কুল দেওয়া প্রধান কর্ম্ম,
কুল প্রদানে কুলীন বড় তিনি।
হয় না কুলের নিশ্চয়, আর কি দিব পরিচয়,
তাঁরি কর্ত্রী কুলকুণ্ডলিনী॥

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল মধ্যমান।

এমন কুলীন আর কে ভূপতি।
যার কুলে ভেজেছেন কুল কুলকুণ্ডলিনী সতী॥
কে জানে তাঁর কুলের অন্ত
কুল হারায় যে জন হয় ভবে কুলভ্রান্ত
হয়ে অনুকূল কুলান কুল সেই কুলীনের পতি॥
তাঁর কুলে কু-রব শূন্য
কুলাচার চমৎকার ভব ভবের মান্য
অকুলের কাণ্ডারী ব্রজমোহন কুলবিহীনের গতি॥

মুনিবাক্য অবসান, সম্মত হয়ে পাষাণ,
তখনি করেন লগ্নপত্র।
শুভকর্ম্ম শেষ করি, জপিয়ে শিব শঙ্করী,
কৈলাসে চলেন ব্রহ্মার পুত্র॥
মগ্ন মন সদানন্দে, দেন সংবাদ সদানন্দে,
নিবেদন ওহে ত্রিলোকপতি।
হরিল যন্ত্রণা তব, আর কেন ভাব হে ভব,
হিমালয়ে জন্মেছেন ভগবতী॥

আমি গিয়ে ছিলাম তত্র, বিবাহের লগ্নপত্র,
করে এলেম কালবিলম্ব নাই।
যে যে দ্রব্য প্রয়োজন, শীঘ্র কর আয়োজন,
দেহ প্রিয়জনে সংবাদ সর্ব্বঠাঞি॥
নারদের শুনি বচন, অমনি ব্যস্ত ত্রিলোচন,
অধরে না ধরে সুখের হাসি।
বলেন শীঘ্র চল বাপুরে, এখনি যাই গিরিপুরে,
বর-বামুনে কর্ম্ম সেরে আসি॥
কাজ কি অন্যে বলা-কওয়া,তবে দুজন সঙ্গে লওয়া
নন্দী আর ভৃঙ্গীরে যেতে বল।
আমি অগ্রগামী হই, মূল কথাটা তোমায় কই,
কেউ না যান তুমি গেলেই হল॥
নারদ বলে ধৈর্য্য ধর, ব্যস্ত কেন গঙ্গাধর,
হয় কি বিয়ে গেলে এমন সাজে।
জানুবে ত্রিজগতের লোকে,যেতে হবে জাকজমকে,
আয়োজন তার কর বুঝেসুঝে॥
আমি তথা এসেছি বলে, বরটী বড়লোকের ছেলে,
কর, চাই বিবাহের যেমন অঙ্গ।
না করিলে ঘটা পটা,
তোমার তো না বাধবে সেটা,
শেষকালে ঘটকের দফাই সাঙ্গ॥
যাবে ইথে বাদ্য বাজি, রং তামাসা চাই বাবাজী,
কতশত বারুদের বাজী পুড়বে।
চাই রংমশালের আলো,তা হ'লে রং হবে ভাল,
ঈশানের বিবাহে নিশান উড়বে॥
খালি ক'র না বম বম, গোটাকত চাই হে বোম,
করতে হবে বাঁধা রোসনাই।
আগে যাবে কৃত্তিবাস, আসা শোটা খাস গেলাস,
তক্তা রাখায় বর বেরোন চাই॥
আর এক কথা কর রঙ্গে,তুমি যেন দ্বিতীয়পক্ষে,
গিরি রাজার সেই মেয়েটী মন্ত্র।
লোক-নিন্দে না হয় যাতে,হবে কিছু গহনা দিতে
ঋণ করে লও না হয় যদি যোত্র॥
শুনিয়ে মুনির বাক্য, হেসে কন বিরূপাক্ষ,
যোগ্য নয় অযোগ্য কথা কওয়া।
হকু না হকু প্রসংশায়, বুড় বয়েসে সংসার,
যোগে যাগে দুই হাতে এক হওয়া॥

ব'লে করি বৃষাসন, মাখিয়ে ভস্ম ভূষণ,
ব্যাঘ্র চর্ম্ম বসন শ্রী অঙ্গে।
অতুল আনন্দ চিত্তে, চলিলেন বিবাহ করতে,
ভূতগণ বরযাত্র সঙ্গে॥
বিধি বিষ্ণু আদি সুরে, চলেন কিছু দূরে দূরে,
নহেন নিকটস্থ ভূতের ভয়ে।
ক'রে কীর্ত্তি অদ্ভুত, কৃত্তিবাসের চেলা ভূত,
হরষে যায় হরগুণ গেয়ে॥

রাগিণী সুরট—তাল ঝাঁপতাল।

জয়তি শিব শঙ্কর গঙ্গাধর হর।
জিনি রজত গিরি-বরণ দিন তারণ দুখ হর॥
মহেশ ঈশ দীনেশ বৃষবাহন শশিশেখর,
বিভূতি ফণিভূষণ পাপনাশন হে দিগম্বর॥
ত্বং পুরুষ প্রকৃতি গতিকারণ ভবনিস্তার,
পতিতপাবন শমনদমন হে শুভঙ্কর।
কুরু করুণা কাতরহং ব্রজমোহন কিঙ্কর,
দেহি পদসরোজ শম্ভু কলুষভয়-সংহার॥

এই রূপেতে মন রঙ্গে, ভূতগণে লইয়ে সঙ্গে,
ভূতনাথের গমন হিমালয়।
ব্যোম ব্যোম বাজান গাল,তাল বেতাল ধরে তাল,
ভারেতে ভূতল কম্প হয়॥
আনন্দে উন্মত্ত চিত্ত, ভূতগণে করিছে নৃত্য,
নিভায়ে আলো অন্ধকার করে।
মাতিয়ে ঘোর আড়ম্বে, গিরিশের দল অবিলম্বে,
উপনীত হইল গিরি॥
এখানে মেনকা রাণী, লয়ে যত কুলকামিনী,
মন সাধে জল সাধেন ঘরে ঘরে।
আহ্লাদে হয়ে মগনা, সজ্জা করে কুলাঙ্গনা,
মনের মত বস্ত্র অলঙ্কারে॥
এক রমণী কুলবতী, দরিদ্র তাহার পতি,
বস্ত্র অলঙ্কারের নাহি যোত্র।
অন্নাভাবে অস্থি সার, প্রতুলের নহে সংসার,
ভিক্ষাতে ভরসা ভবে মাত্র॥
কেঁদে কন পতির প্রতি, হে কান্ত শুন সম্প্রতি,
রাজ বাটীতে যাব কিরূপে

লজ্জা করে এ উৎসবে, প্রতিবাসিনী চল্লো সবে
নাহি আমার বস্ত্র আভরণ॥
হাবাতের কপালে প'ড়ে, জন্মাবধি মরছি পুড়ে
নাহি নিবৃত্তি উদরের ক্ষুধা।
কোন সুখ না হয় শান্তি, এক বস্ত্র শত গ্রন্থি
অন্ন চিন্তে চমৎকার সদা॥
যন্ত্রণা সহিব কটা, তৈলাভাবে কেশ কটা
শরীরে উঠেছে সব খড়ী।
কত দুখ সহিবে বালা, ঘুচল না পিতলের বালা
দেখতে পাইনে একটা কড়াকড়ী॥
এ জন্মে সব হলো বাদ, নাই কিছু আহ্লাদ সাধ
ব্রত নেমৃটির নামটি নাহি করি।
তিন কাল কাটায়ে গেছ,
পা, বাড়ায়ে বসে আছো,
আজকালি গা তুলবে নাহি দেরি॥
তোমার দফা সাঙ্গ হলে,
ঘটবে কি এই ছার কপালে,
পিণ্ডদানের সংস্থান না রাখলে।
টাটকি ঘটকি দুখান থাক্‌ত,
শেষকালেতে কর্ম্ম দেক্‌ত,
চরকাটী পর্য্যন্ত বেচে ফুকুলে॥

পুঁজিপাটা কিছু থাকিলে, বাঁধা ছাঁদায় কর্জ্জ দিলে
রাঁড় হলে তা খাটিয়ে খুটিয়ে চল্‌তো।
চিরদিন ভিক্ষার বশে, কাল কাটালি ঘরে বসে,
আগে চেষ্টা করিলেই ফল ফল্‌তো॥
ব্রাহ্মণীর কটুবাক্যে, বারিধারা বহে চক্ষে,
অমনি দ্বিজ গিয়ে গিরিপুরে।
বলে আপ্ত বিবরণ, কিছু বস্ত্র আভরণ,
ভিক্ষা ক'রে এনে দিলেন তাঁরে॥

হেথায়, বর এলো উঠিল ধ্বনি,
দ্রুতগতি কোন ধনি,
নগরের প্রান্তভাগে চলে।
দেখিয়ে বরের বেশ, অমনি পুরে প্রেবেশ,
পরস্পর নারীগণে বলে॥

ওগো সই মরি লজ্জাতে,
পড়েছিলাম আজ ভুতের হাতে,
ঘোর বিপদে বর দেখতে গিয়ে।
কুল মান বাঁচালেন বিধি, ভাগ্য ভুতে পায়নি দিদি
যোগে যাগে এলেম প্রাণটা লয়ে॥
বর এলো সে কি অদ্ভুত, সঙ্গে কতকগুলো ভুত,
বয়েসে নব্বুইয়ের কম নয়।
পক্ক চুল আছে জটা, সবগুলি পাকান জটা,
আইমা ছি ছি দেখে ঘেন্না হয়॥

রাগিণী কালাংড়া—তাল কাওয়ালি।

লাজে মরি বর দেখে ওলো দিদি।
বুঝি শেষ দশাতে জ্ঞান হারালেন গিরিবর,
এই বরে কেমনে বরে উমারত্ননিধি॥
বর এলো বলদে বসে, অস্থিমালা গলদেশে,
রূপ দেখে আমার হাসি পায়লো সই।
বুঝি, করেছে এ কাণ্ড, সে নারদে ভণ্ড বাদী॥
উমা যে রাজনন্দিনী, স্বর্ণ সরোজিনী জিনি,
সে রূপের তুলনা ভবে নাই লো আর,
ছি তার ভাগ্যে কি এই—
পোড়ার মুখো ঘটায় পোড়া বিধি॥

হেথায় সভা বিদ্যমানে দরশন দিলেন বর।
লজ্জা দেখে হতবুদ্ধি অবাক্ হৈল শৈলবর॥
ভাবে একি গণ্ডগোল হলো কাণ্ড কি অদ্ভুত।
বলদে চড়ে এলেন পাত্র বরযাত্র সঙ্গে ভুত॥
ঘটালে নারদ বিষম বিরোধ
এই ছিল কি মনে তার।
এ যে বুড় চন্দ্রচূড় বর এনেছে বরদার॥
ঘুচালে সাধ সাধলে বাদ সেটা ভণ্ড অতিশয়।
চড়েন ঢেঁক নিজেও ঢেঁকী আর কি দিব পরিচয়॥
গিরি এই ভাবে অন্তরে এখানেতে ত্রিলোচন।
নাবিলেন ধরণীতলে ত্যজ্য করি বৃষাসন॥
আসিয়ে নরসুন্দর বর-ক'নে লয়ে ত্বরায়।
হয়ে অতি তৎপর ছান্‌লা তলায় লয়ে যায়॥
নেশায় ঢুলে আসন ভুলে
বসেন হর গিরি আসনে।
দেখে কীর্ত্তি চমৎকার হাসিলেন সভাস্থ গণে॥
ইসারা করিলেন হার পূর্ব্বাস্য হ'লেন পরে।
ভুতের ভয়ে গিরিরাজা আপনি সঙ্কল্প করে॥

জিজ্ঞাসেন পুরোহিত তিন পুরুষের নাম ধরে।
অমি হেসে নারদ মুনি গোলমালে দিলেন সেরে॥
পিতামাতার নাই ঠিকানা কি বলিবেন দিগম্বর।
ও কথাটা অন্য কথায় ঢাকা দিলেন মুনিবর॥
সম্ভাস্থের সমাপ্তি লয়ে গিরি করে কন্যা দান।
পরে শুন স্ত্রী-আচার কুলাচার আছে বিধান॥
বরকে বরণ করতে রাণী নারীগণে ডাকে ত্বরায়।
ভূতের ভয়ে কুলবালা কুলো ফেলে পলায়ে যায়॥
বলে গো পাষাণী তুমি বরণ কর জামাতায়।
ভুতুড়ের নিকটে যেতে কি জানি বা ভূতে পায়॥
কুলমান বাঁচায়ে আমরা কুলনারী গৃহে যাই।
তুমি বাছা সুখে থাক মনোমত লয়ে জামাই॥
কে যাবে ঐ ভূতের হাটে সঙ্কটে কাঁপিছে প্রাণ।
গিরিবর বর্ব্বর হয়ে এই বরে দেয় উমা দান॥

রাগিণী সুরট—তাল কাওয়ালি।

কুলবালা তোরা যাস্‌নে লো সজনী।
বরণ করতে বরে বারণ করি সবারে,
ছি ছি লো কুলমান যাবে এখনি॥
সাধের উমার কি বর এনেছে গিরিবর লো,
আই মা লাজে মরি দেখে গায়ে আসে জর লো,
গেলে ঐ ভূতের হাটে, জীবন যাবে সঙ্কটে,
তাতে অন্ধকার রজনী লো মরি আতঙ্কে,
অঙ্গে বা পাছে দংশে মহেশের ফণী॥

শুনে রাণী প্রিয় বচনে, প্রবোধ ক'রে নারীগণে,
চলেন সবে বরণ কর্ত্তে বরে।
মস্তকে লইয়ে কুলো, চারি পাশে কামিনীকুল,
দাঁড়ালেন বরকে ঘিরেঘুরে॥
মধ্যস্থলে ত্রিপুরারি, ব্যঙ্গ করে যত নারী,
বাক্য নাহি ক'ন সদানন্দ।
বরণ দ্রব্য লয়ে করে, মেনকা বরণ করে,
সঙ্গে লয়ে যত নারীবৃন্দ॥
শ্রবণ কর তত্পরে, চক্রপাণি চক্র করে,
লাগালেন ঘোর দ্বন্দ্ব সেইস্থলে।
গরুড়ে করি আসন, দিলেন গিয়ে দরশন,
স্ত্রী-আচারে রমণীমণ্ডলে॥

হেরিয়ে বিহঙ্গরাজে, সর্প গলায় মাথা গুঁজে,
পরনের ব্যাঘ্রচর্ম্ম খসে।
নারীগণ কয় সর সর, এককালে উলঙ্গ হর,
মাঝখানে দাঁড়ান দিব্য বেশে॥
লজ্জা পেয়ে কুলবালা, অমনি ফেলে বরণডালা,
পলাতে পথ পায় না বদন ঢেকে।
বলে একি বাধলো গোল,
এযে মিন্‌সে ঘোর পাগল,
মরি লো ঘেন্নায় কাণ্ড দেখে॥
এতগুলো নারীর কাছে,মর মর না লজ্জা আছে,
ওগো দিদি কি কীর্ত্তি না করলে।
যা হবার হয়েছে হদ্দ, বিয়ে নয় এ ভূতের শ্রাদ্ধ,
ভাঙ্গড় মিন্‌সে নিজমূর্ত্তি ধরলে॥

রাগিণী সুরট—তাল কাওয়ালি।

ছিছি লো লজ্জায় মরি কি বালাই হলো সই।
পোড়া জামাই জানে লো কত রঙ্গভঙ্গ,
একি ব্যঙ্গ অঙ্গ জ্বলে যায় লো,
দেখ রমণীমণ্ডলে বুড় উলঙ্গ হয়েছে ঐ॥
চল গো সজনী চল বিলম্বেতে ফল নাই,
এ গ্রহ সংগ্রহ কেন আমরা সবে গৃহে যাই,
সরমে বাঁচিনে ছিছি মরমে বেদনা পাই,
দেখে এ পাগলের কীর্ত্তি অবাক হয়ে চেয়ে রই॥
আগে জানিলে এ প্রতিবাসী তো,
কেহ না আসিত,
বল তবে কি এমন অপমান হই।
লাজের মাথা খেয়ে আজি করেছে কি কাণ্ড,
এযে বুড় অলপেয়ে হাসালে ব্রহ্মাণ্ড,
কপালে আগুন জ্ব'লে লাগালে আগুন জলে,
মরি এমন অঘটন ঘটালে কে নারদে বই॥

তখন, নারীগণ অতি লজ্জায়,
অধোমুখে পলায়ে যায়,
রাণীবাক্য না শোনে শ্রবণে।
বলে দিদি চলগো চল, কি কাণ্ড করলে অচল,
পাগল একটা বর এনে ভবনে॥

এইমত লাগিল দ্বন্দ্ব, দাঁড়িয়ে হাসেন সদানন্দ,
এখানে নারদ তপোধন।
দ্বন্দ্ব পেয়ে কৌতুকে, ঢোকাটী বাজান সুখে,
ঢেঁকীতে করিয়ে আরোহণ॥
কোন্দলের মন্ত্র পড়ে, নখে নখে বাদ্য করে,
রাগিয়ে দিলেন লাগিয়ে দ্বন্দ্বতুল।
কাণ্ড দেখে পাষাণীর, দুটী চক্ষে বহে নীর,
নারদে কন হইয়ে ব্যাকুল॥
ওরে বুড় অলপ্পেয়ে, তুই তো আমার মাথা খেয়ে
অঘটন ঘটালি যথাসাধ্য।
বিদ্যাসাধ্য যেমন ঘটে, ফেলেছিস তেম্নি দুর্ঘটে,
ঘটকালি পাইবে মেনে হদ্দ॥
তোর সনে কি ছিল বাদ, কেন এত সাধলি বাদ,
অপবাদ ঘটালি চূড়ান্ত।
মনাগিতে মরি পুড়ে, বর আন্‌লি একটা সাপুড়ে
ভুতুড়ে বয়েসের নাই অন্ত॥
হেন কার কপাল ভাঙ্গে, যে জন সদা মত্ত ভাঙ্গে,
তারে কন্যা দিবে চক্ষু থাকৃতে।
ভূপতিনন্দিনী হয়ে, এই হেন কুপতি লয়ে,
সদাকাল কাটাবে পোড়া-বক্রে॥
না দিয়ে মেয়ে পাগলে, করে বন্ধন হাতে গলে,
ডুবান জলে সেহ বরং ভালো।
উমার বিবাহ তরে, কত সাধ ছিল অন্তরে,
এককালে বিধাতা বাদ সাধিল॥
শুনে, নারদ কয় মেনকা রাণা,
কেন অসম্ভব বাণী,
জামাইটীর তোর মন্দ কিবা আছে।
ভোক্তা বড় লোকের বেটা,
কফিবাত তাই উদর মোটা,
ঊর্দ্ধ শ্লেষ্মায় দন্তগুলি গেছে॥
বুড় দেখে ভয় কি অন্যা, বিধবা হবে না কন্যা,
পাত্রটীর কখন মৃত্যু নাই।
মৃত্যুকে করেছেন জয়, বিষ খেলেও জীর্ণ হয়,
মহেশের বয়েসের অন্ত নাই॥
আমি অনেক করে চেষ্টা, সুপাত্র ঘটালাম শেষট
পোড়া কপালে অপযশের ভাগী।
বুড় দেখে নয় মনের মত, ঐ বুড়র ক্ষমতা কত,
পরক্ কর়ে দেখ না কেন মাগী॥

নারদ কত করে রঙ্গ, মেনকার তায় অঙ্গে অঙ্গ,
দুঃখে অতি অধৈর্য্য অন্তরে।
বিগলিত কেশ কুন্তলে, অমনি পড়ে ধরাতলে,
রোদন করেন উচ্চৈঃস্বরে॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল একতালা।

আহা মরি মরি আমার উমারত্ন-নিধি
পেয়েছি গো কত সাধনে।
থাকিতে জীবন এ অমূল্য ধন,
পাগলেরে দিব কেমনে
দিব পাগলেরে সঁপে কেমনে সে ধনে॥
কাঞ্চন পুত্তলি মম যে নন্দিনী,
কোমলাঙ্গ বাছার পঙ্কজিনী জিনি,
ও যার রূপের নাই তুলনা ভবে,
অকলঙ্ক কত পূর্ণশশীর উদয়,
আমার উমা শশীর বদন-কমলে,
কত সুধাকরে, বিরাজে নখরে,
হরণ কিরণ চরণে;
হয়ে হরণ কিরণ চরণ কিরণে॥
দুখে প্রাণ বিদরে, সাধের বরদারে,
এই বরে কেমনে বরে গিরি,
পাষাণ পাষাণ হয়ে কন্যা ভাসায় জলে,
আমি মা হয়ে হব কি পাষাণী,
বিনে উমাধন, মা বলে এমন,
আর ত নাহি আমার ভবনে;
ডাকে মা বলিয়ে মধুর বচনে ভবনে॥

তখন, শঙ্করের সজ্জা দেখে,
লজ্জা তাজে মনদুখে,
পর্ব্বতরমণী নিন্দে করে।
এখানেতে অন্তঃপুরে, অন্তর্যামিনী ত্রিপুরে,
সে তদন্ত জানিলেন অন্তরে॥
শিবনিন্দে অসহ্য, কিন্তু তখন ধরেন ধৈর্য্য,
ভাবেন পাছে দক্ষযজ্ঞ ঘটে।
দুটী নেত্রে বহে ধারা, ত্রিলোকতারিণী তারা,
কান্দিয়ে ক'ন জননীর নিকটে॥

কেন মা আজ মনভ্রান্তে, কুবচন বলহ কান্তে,
তাও কি তুমি শুন নাই শ্রবণে।
যার নিন্দে শ্রবণ করি, দুঃখেতে প্রাণ পরিহরি,
একবার দক্ষরাজার ভবনে॥
আমি পতিপ্রাণা সতী, পতির পদে মতিগতি,
পতি পতিতপাবন পশুপতি।
পতির অর্দ্ধ অঙ্গ নারী, পতি নিন্দে সইতে নারি,
ক্ষান্ত ভব জননী সম্প্রতি॥
এইরূপেতে মেনকার, ঘুচান ভ্রম-অন্ধকার,
এখানে অন্তরে তত্ত্ব জানি।
চিন্তিয়া অতি ত্বরায়, ঈশানে ক'ন ইসারায়,
বিশেষ বৃত্তান্ত চক্রপাণি॥
শুন শুন গঙ্গাধর, মনোহর মূর্ত্তি ধর,
নৈলে বিপদ ঘটিবে এই দণ্ডে।
আশুতোষ করহে তূর্ণ, পুরবাসীর প্রার্থনা পূর্ণ,
যেরূপে যার মনোবেদনা খণ্ডে॥
ত্যজ চর্ম্ম কৃত্তিবাস, পরনে পর দিব্য বাস,
ত্যজ ভস্ম ভুজঙ্গভূষণ।
কিঞ্চিত করুণা করি, রাজেশ্বর মূর্ত্তি ধরি,
গিরিপুরে আজি দেহ দরশন॥

রাগিণী বাহার—তাল কাওয়ালি।

ধর হে শঙ্কর রূপ মনোমোহন।
বিশ্ব যায় মোহ যায় হর হর হে যন্ত্রণা
কর কর হে মনোরঞ্জন॥
যেরূপেতে মুনির মন হরিলে,
ও সেই অনঙ্গ পরাজিত সুরঙ্গ বেশে,
একবার দাঁড়ায়ে অঙ্গনের মাঝে
দেও হে তুমি দরশন।
অপরূপ রূপ হেরি, নয়ন সফল করি,
আহা মরি পুরবাসীর যা'ক বেদন।
যদি পতিতে নিস্তার দয়াময় হে,
তবে অপাঙ্গে একবার পাপাঙ্গে হের হের,
ভব-তরঙ্গনীরে তবে তরে হে ব্রজমোহন॥

তখন, ইসারা করিলেন হরি,ব্যগ্র হয়ে ত্রিপুরারি
অমনি মোহনমূর্ত্তি ধরি, দিলেন দরশন।
পঞ্চবক্ত্র ত্রিলোচন, ত্রিলোকের দুঃখ-মোচন,
হেরে ত্রিলোকবাসীর মন, আনন্দে মগন॥
গিরিজার মনোলোভা, রজত গিরির আভা,
গিরিপুর করিল শোভা, গিরিশের সৌন্দর্য্য।
মহেশের মূর্ত্তি দেখি, কার সাধ্য ফিরায় আঁখি,
অমনি অনিমেষে রাখি, সকলে অধৈর্য্য॥
নারীগণ অবাক হৈল, জ্ঞানশূন্য চেয়ে রৈল,
বলে দেখ দেখ সই লো, বর নহে সামান্য।
এই যারে পাগল বল্লে, কতমত কাণ্ড করলে,
এখন সে যে রূপ ধরলে, ত্রিভুবনের ধন্য॥
ধরে রূপ পলকের মধ্যে,হয়না ত মানুষের সাধ্যে
জানে এটা ভোজবিদ্যা, ভেলকী দেখায় লোকে।
ভাবলেম ক্ষেপা চন্দ্রচূড়, কিন্তু এ রসিকের চূড়,
আহ্লাদের কথাটা বড় বলগে মেনকাকে॥
হেথায়, শুনিয়া আশ্চর্য্য বাণী,
ধেয়ে যায় মেনকা রাণী,
সম্মুখে নারদ মুনি, ব্যঙ্গ করে বলে।
ছিছি এখন চল্লে কেন, ভাল করে ঘোমটা টান,
জামায়ের রূপ দেখে যেন, যেওনা তুমি ভুলে॥
আগে কত ব'লে মন্দ, ঠাকুরুণ গো করেছ দ্বন্দ্ব,
বুড় দেখে যারে পছন্দ, না হইল জানি।
এখন নব্য দেখে তায়, আনন্দে প্রফুল্ল কায়,
যেন আহ্লাদে জামায়ের গায়,ঢলে পড় না রাণী॥
এইরূপে রস অতুল্য, তৎপরেতে ব ম
বরদা লয়ে করে শুভক্ষণে।
প্রণামি পদযুগলে, দিলেন প্রাণকান্ত গলে,
হুলুধ্বনি করে নারীগণে॥
তৎপরে বিবাহ অঙ্গ, সকলি হইল সাঙ্গ,
বাসরে যান সদানন্দ সুখে।
চারি পাশেতে সারি সারি, বেষ্টিত রসিকা নারী,
করে কত রহস্য কৌতুকে॥
বাসরে নাই বাচ-বিচার, সম্বন্ধ একাকার,
শাশুড়ীকে হ'তে চান শালী।
সম্বন্ধে হল জামাই, কিন্তু তামাসাটাও করা চাই,
এ প্রথাটা চলছে চিরকালি॥
শালী সুবাদে নারী যত, রসালাপ করছে কত,
শ্বশুর-বাটীতে শালী লয়েই রঙ্গ।

যার নাই সম্বন্ধী শালী, হবে কি সে আমোদশালী
সমস্ত বিষয়ে রস ভঙ্গ ॥
হেথায়, বাসরেতে সদানন্দ, লয়ে যত নারীবৃন্দ,
যামিনী যাপন করেন জাগরণে।
শেষ নিশীতে অনুরাগে, সুললিত ললিত রাগে,
মগ্ন মন রাম-গুণ-কীর্ত্তনে ॥

রাগিণী ললিত—তাল কাওয়ালি।

দিন যায় যায় কি কর রে মন।
জপ না যতনে মনে জানকী-জীবন-ধন ॥
দিনমণি-কুলোদ্ভব অনাথবন্ধু রাম,
নীরদনিন্দিত তনু নব দূর্ব্বাদল,
শ্যাম অখিল ভুবনকান্ত অনন্ত গুণধাম,
ভানুজ-ভয়-নিবারী দনুজ-দর্প-দমন ॥
যোগীন্দ্র-হৃদিনিধি মুনীন্দ্র যারে ধ্যায়,
সৃজন পালন ঘটে সংহার যার কৃপায়,
দশরথাত্মজ দশ জন্মার্জ্জিত পাপক্ষয়,
দশানন-ধ্বংসকারী দাশরথি দয়াময়,
এ দীন ব্রজমোহনে করুণ করুণালয়,
তার তারকব্রহ্ম করে কৃপাবিন্দু বিতরণ ॥

হেথায়, শুভদার শুভ বিবাহ,
নির্ব্বিঘ্নে হল নির্ব্বাহ,
সুখের রজনী সুপ্রভাত।
গৌরী লয়ে ব্যগ্র মন- জন্য কৈলাস গমন,
ভূধরে কহেন বিশ্বনাথ ॥
শুনে বাণী হর অধরে, আর কি পাষাণ ধৈর্য্য ধরে,
অমনি ধরাতলে অচৈতন্য।
বজ্রাঘাত-সম বাণী, অন্তঃপুরে শুনি রাণী,
আর যত পুরবাসীরে, শোকেতে কর হানে শিরে,
উমাশশীরে করিতে বিদায়।
কেহ না শোক পাসরে, করে রোদন উচ্চৈঃস্বরে,
কোলেতে লইয়ে অম্বিকায় ॥
হেথায়, ব্যস্ত দেখে দিগম্বরে,
গিরিরাজা শোক সম্বরে,
বিদায় করিলেন কন্যাপাত্র।
বিশ্বনাথ বৃষাসনে, সুখেতে সুখদার সনে,
কৈলাসে উদয় ক্ষণমাত্র ॥
বহুদিন ছিল বিচ্ছেদ, উভয়েরি মর্ম্মচ্ছেদ,
সেইদিন যুগলে সম্মিলন।
রত্নময় সিংহাসনে, বসিলেন শিব শিবা সনে,
রূপে দীপ্ত কৈলাস ভুবন ॥

রাগিণী বেহাগ—তাল ঝাঁপতাল।

মরি কি রূপ বিহরে, কৈলাসশিখরে।
হরগৌরী যুগলাঙ্গ ভুবন আলো করে ॥
দক্ষিণে রজতগিরি, গৌরব লয়েছে হরি,—
কিবা শোভা রে,
বামে যেন রাকা সুধাংশু ঢাকা নীলাম্বরে।
কাঞ্চনে হীরকমণি যেন হ'ল জড়িত
কি শোভা মণিমন্দিরে,
হর বাম-উরুতে গৌরী, দেহ ধন্য কর হেরি,
নয়ন আমার,—
তবে তরে ব্রজমোহন ভব-সাগরনীরে ॥

সমাপ্ত।

আগমনী।

একদিন নিশি শেষে, গিরিরাণী নিদ্রাবেশে,
স্বপনে করেন সন্দর্শন।
স্বীয় কন্যা উমাশশী, আসিয়ে শিওরে বসি,
মৃদুস্বরে কহিছে বচন॥
শুন গো পাষাণজায়া, কি তব পাষাণ কায়া,
শ্মশানবাসিনী ক'রে মোরে।
সম্বৎসর তনয়ার, তত্ত্ব না করিলে আর,
দয়ামায়া নাই কি তোর শরীরে॥
পিতা আমার গিরিবর, দিয়ে বর দিগম্বর,
নিশ্চিন্তে আছেন নিজবাসে।
সিদ্ধি ঘুটি চিরকালি, অঙ্গ আমার হয়েছে কালি,
জননি গো কি সুখ কৈলাসে॥
হোয়ে পাগলের নারী, আর দুঃখ সহিতে নারি,
অতিশয় কষ্টে প্রাণ শেষ।
শয়নে চর্ম্ম বিছাই, সদা অঙ্গে মাখি ছাই,
তৈল অভাবে জটা বান্ধে কেশ॥
পতি সেই মহাকাল, ভিক্ষাতে কাটান কাল,
কণ্ঠ কাল কালকূট খেয়ে।
গাঁজা ভাঙ্গে অভিভূত, সঙ্গে সদা ফেরে ভূত,
দর্প করে সর্পগুলো গায়ে॥
নাহি অন্ন অতি দীন, কোন দিন যায় দিন,
গঙ্গাজল আর বিল্বদল আহারে।
ভেবে তনু হইল কৃশ, বিষয়ের মধ্যে বৃষ,
দেখতে পাই বুড়াটীর ঘরে॥
মা তোর কঠিন প্রাণ, দরিদ্রে করিয়ে দান,
কন্যা অন্যে না ভাবিলে আর।
এই দুঃখ বলে তখন, অমনি উমা অদর্শন,
নিদ্রাভঙ্গ হইল মেনকার॥
কেঁদে রাণী পড়ে ধরা, নয়নেতে অশ্রুধারা,
কোথা গো নয়নতারা বলে।
ধূলাতে ধূসর অঙ্গ, উথলিল মায়া তরঙ্গ,
মহামায়ার মায়ার কৌশলে॥
তখন রাণীকে দেখে কাতরা, পুরবাসিনীগণে ত্বরা,
জিজ্ঞাসেন ক'রে যোড়পাণি
কেন মহিষী দুঃখিতা, ধরাতলে লুণ্ঠিতা,
কেঁদে তখন কহিছে পাষাণী॥

রাগিণী খাম্বাজ—একতালা।

সে ত নয় সখি অন্যে।
গত নিশিতে স্বপনে, দেখেছি যে ধনে,
কাঁদে আমার প্রাণ উমার জন্যে॥
স্বপ্ন যোগে মাকে দিয়ে দর্শন,
চৈতন্যরূপিণী হলেন অদর্শন,
দেখলেম অনাথিনী যেন পাগলিনী,
অতি দিন দুখিনী রাজার কন্যে।
জামাই আমার সে উন্মত্ত কৃত্তিবাস,
সদানন্দ সদা শ্মশানে নিবাস,
উমার অঙ্গ কালি অঙ্গে নাহি বাস,
উহু মরি মরি দেখেছি দৈন্যে॥

মেনকা মগ্না রোদনে, অভিমানে স্বামী সদনে,
স্বপ্ন কথা করেন নিবেদন।
শুন ওহে ধরণীধর, দুখিনীর বাক্য ধর,
দূর কর সব মনের বেদন॥
সহজে পাষাণ কায়, দয়া মায়া নাহি তায়,
নিদয় হৃদয় হিমালয়।
সঁপিয়ে সুতা পাগলে, এখানে রয়েছ ভুলে,
সম্বৎসরকাল গত হয়॥
স্বপনে করিলাম দৃষ্টি, বলিব কি আর সে সব কষ্ট,
উমার অদৃষ্টে এই ছিল।
জিনিয়া সুবর্ণ, সুখদার ছিল সু-বর্ণ,
এখন বর্ণ কালি অঙ্গ হ'ল॥
জামাই আমার শঙ্কর, পরিধান বাঘাম্বর,
কখন বা দিগম্বর হ'ল।
সদা আঁখি ঢুলুঢুলু, কাণেতে ধুতুরার ফুল,
এ দুঃখ আর কত সহি বল॥
বাসেতে বাসনা নাই, সদা অঙ্গে মাখে ছাই,
বৃষাসন ভূষণ বিষধর।
নেশাতে অতি নিপুণ, নাহি দেখি একটী গুণ,
কপালেতে আগুন জ্বলে তাঁর॥
অদ্ভুত শিবের ভঙ্গী, ভূতগুলা সবে অনুষঙ্গী,
হা মরি কি চরিত্র চমৎকার।

হ'য়ে সেই হর ঘরণী, জগতের বর-বরণী,
গৌরীর গৌরব হ'ল নষ্ট।
যে জন রাজার কন্যা, সে হ'ল সামান্য দৈন্যা,
এ হতে কি আছে আর কষ্ট॥
বলি তোমায় বার বার, নাম কর না আনিবার,
কি সুখে বাস কর এই বাসে।
ঘুচাইতে দুর্গতি, কর নাথ শীঘ্র গতি,
আনিতে উমা শীঘ্র কৈলাসে॥

মণিহারা ফণী যেমন, চঞ্চল অতিশয়।
বনদগ্ধা হরিণী যেমন চঞ্চল হয়॥
রাহুগ্রস্তকালে চন্দ্র চঞ্চল যেমন।
মৃত্যুর প্রাক্‌কালে যেমন চঞ্চল জীবন॥
যুদ্ধ কালেতে যেমন চঞ্চল হয় রথী।
দস্যু ভয়েতে যেমন চঞ্চল হয় পথি॥
গাভী যেমন চঞ্চল হয় হইলে বৎসহারা।
ধরা যেমন চঞ্চল হয় পাতকীর ভারধরা।
চোর যেমন চঞ্চল হয় পরধন হরণে।
তৃষ্ণাযুক্ত চঞ্চল যেমন হয় জল পানে॥
পাপী যেমন চঞ্চল হয় পরধন হরণে।
ততোধিক চঞ্চল রাণী কহে গিরিরাজনে॥

রাগিণী ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

যাও গিরি আনিতে নন্দিনী।
জলে প্রাণ না হয় হে ক্ষান্ত,
জলে প্রাণ দিব এখনি॥
নাই কি ধর্ম্ম পাষাণ হ'য়ে, আছ তুমি পাশরিয়ে
শুনেছি কৈলাসে গিয়ে কন্যা আমার সন্ন্যাসিনী।
স্বপনে গত শর্ব্বরী, দেখা দিলেন সর্ব্বেশ্বরী,
উমা যে সর্ব্বমঙ্গলে সর্ব্ব-দুঃখ-বিনাশিনী॥

পাষাণীর বাক্য-শর, ভেদিল পাষাণ কলেবর,
অমনি গিরি আয়োজন সব করে।
বস্ত্র আভরণ কত, লয়ে দ্রব্য নানামত,
দুর্গা ব'লে যাত্রা দুর্গাপুরে॥
ততক্ষণে হিমালয়, কৈলাসধামে
দ্বারে প্রবেশিতে যান শীঘ্র।

দ্বারে ছিল নন্দী দ্বারি, অমনি একটা ফন্দি করি,
গিরিবরে কহে হয়ে ব্যগ্র॥
কোথা হতে গমন বল, বাটীর তো সব সুমঙ্গল,
ভাল তো আছেন ঠাকুরুণ দিদি।
তামাসায়তো নাইকো বাধা,কি বলহে ঠাকুরদাদা
উভয়ের প্রেমে এখন কেমন বাঁধাবাঁধি॥
গিরিবর কহে উল্লাসে, সকলি কুশল বাসে,
কৈলাসে ল'তে এসেছি কন্যে।
ওরে নন্দী ত্যজ দ্বার, হেরি বদন বরদার,
জীবন চঞ্চল ঐ জন্যে॥
নন্দী ক'ন তৎপরে, কেন হে বহুদিনের পরে,
নন্দিনী বলে পড়েছে মনে।
দরিদ্র বলে জামাই, কি ধন এনেছ ভাই,
বল দেখি শুনি তাই শ্রবণে॥
গিরি ক'ন সাধ্য যেমন, এনেছি কিছু রত্নধন,
রত্নাধিক তনয়ারে দিব।
শুনে নন্দী অমনি হাসে,পর্ব্বতে বহে পরিহাসে,
ঠাকুর দাদা একি ভ্রান্তি তব॥
এখনো আছ অন্ধকারে, ধন দিতে এসেছ কারে,
ঘুচাইতে কার অপ্রতুল।
কর ধনের অহঙ্কার, কায় দিবে বাস অলঙ্কার,
ঠাকুর দাদা তুমি তো বাতুল॥
তোমারি তো জ্ঞানাভাব, ঐ কন্যে দৈন্যে ভাব,
যার এই বিভবে ভবরাজ্য।
শঙ্কর রাজা শঙ্করী, আপনি রাজরাজেশ্বরী,
ঐ রমণী সুর-মণির পূজ্য॥
তুমি দিবে কি রূপা সোণা, ঐ রমণীর উপাসনা,
ব্রহ্মময়ী তব তনয়ায়।
দিতে চাও মরকত, পদে যার অমর কত,
অসাধ্য সাধনে নাহি পায়॥
তুমি দিবে কি পরশমণি, যার পদ স্পর্শে অমনি,
ব্রহ্মাণ্ডে পায় মোক্ষ পদ।
মহাযোগীর যতনের ধন, তায় দিবে কি রত্ন ধন,
ভ্রান্ত গিরি তুমি পূরাবে সাধ॥

রাগিণী বিভাস—কাওয়ালী।

গিরি হে তোমার, কি ধন আছে আর,
বল কি অর্থে করিতে তুষ্ট এসেছ হে তনয়ার।

তুমি কন্যে ভবদারা, তিনি ভবময়ী তারা,
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ-পদ পদতলে যার।
তুমি ভাব তোমার কুমারী অতি দুঃখে,
রাজরাজেশ্বরী উমা ত্রিভুবন মাঝে,
পতি যার পশুপতি, পতিত জনার পতি,
সুরেন্দ্র বিভব ভব ভবার্ণবে কর্ণধার॥

এইরূপ বিবাদের পর, যেখানে জীব পরাৎপর,
নন্দী গিরি, উভয়ে যান তথা।
শ্বশুরে দেখিবামাত্র, শঙ্কর তোলেন গাত্র,
সমাদর করেন যোগ্য যথা॥
কি পুণ্য গিরি রাজার, চরণ সরোজে যার,
পায় জীবে ধর্ম্ম-অর্থ-কাম।
সেই জনক-জননী বলি, কাতরে করি কৃতাঞ্জলি,
পর্ব্বতের পদে করেন প্রণাম॥
কেঁদে বলে ওগো পিতে, সম্প্রতি কেন কুপিতে,
এত দিন ছিলে পাষাণ হয়ে।
পাঠায়ে মনে রাখনি, পশ্চাৎ ফিরে দেখনি,
বলে আমার দীন দুখিণী মেয়ে॥
গিরি ক'ন ও শঙ্করি, ক্ষমা কর ক্ষেমঙ্করী,
কি হবে জনকে লজ্জা দিলে।
সে সব দুঃখ আর না মনে ভাব,
এসেছি তোমায় লয়ে যাব,
হেমবরণী অদ্য হিমাচলে॥
হেথায় শিবের সঙ্গী সব, ভূতগণে করে উৎসব,
মনে ভাবে শুভ দিন অদ্য।
শুনি নাই তো কার কাছে,
মা'র আমাদের বাবা আছে,
গিরি নামে এসেছে একটা বৃদ্ধ॥
বলে যায় গিরির পাশে,বিকট মূর্ত্তি বিকট হাসে,
বলে আমরা তোমার নাতি হই।
তামাসায় তো নাইকো বাধা,
বল হে দেখি ঠাকুর দাদা,
খাদ্য দ্রব্য কি এনেছ তা কই॥
তখন ভূতগণে খায় মিষ্টান্ন, পানিতোয়া পকান্ন
সন্দেশ মিঠাই বরফি ভাজা।
আশ্চর্য্য তার তার, খায় গিরিকে বলে আর,
বেঃ আমাদের সে কড়াই মটর ভাজা॥

খাসা গোল্লা খেয়ে বলে, এ ফল কি গাছে ফলে,
ফল যদি তবে কোন খানে এর বোঁটা।
করি চর্ব্বন কিম্বা চোসা,
ফেলিতে কি এর হবে খোসা,
ভিতরে বল বিচি আছে কটা॥
আমরি কি খেতে খাসা,এর গাছেতে করলে বাসা,
টাট্‌কা পেড়ে উদর পূরে খাই।
দাদা তোমায় বলি স্পষ্ট, এ কেবল দিলে কষ্ট,
মুখ নষ্ট করা হলো ভাই॥
তখন ভূতের রঙ্গ গিরি সাথে, এখানেতে ভূতনাথে
গিরি ক'ন শুন হে গঙ্গাধর।
এসেছি আমি কৈলাসে, কন্যে লয়ে যাব বাসে,
প্রসন্ন হইয়ে আজ্ঞা কর॥
শুনে বাক্য বজ্রাঘাত, ভূধরে কন বিশ্বনাথ,
ও কথা বলিতে হও ক্ষান্ত।
থাকিতে প্রাণ শরীরে, পার্ব্বতী প্রাণেশ্বরীরে,
পাঠাইতে পারিব না নিতান্ত॥
কি জানি কি ঘটে ভাগ্যে,একবার গিয়ে দক্ষযজ্ঞে
বড় দুঃখ পাই আমি অন্তরে।
তদবধি সতর্কে থাকি,তারায় তারায় তারায় রাখি,
তিলার্দ্ধ না পাঠাই অন্তরে॥

রাগিণী বিভাস—ঝাঁপতাল।

প্রাণ থাকিতে আর তারারে
পাঠাব না হে হেমগিরি।
যে দুঃখ দিয়েছে দক্ষ মনে হ'লে শুমরে মরি॥
নয়নতারা হ'য়ে হারা ক'রে কত আরাধন।
সে দুঃখের হইয়ে শান্তি পুন পেলেম তারাধন॥
সেইদিন হতে রাখি যে দিয়ে নয়ন প্রহরী।
তুমি লয়ে যাবে কেমনে বল,
তারা আমার অন্ধের বল,
শঙ্করের সম্বল কি বল শঙ্করি॥
আমি বটে দরিদ্র, নহে অন্য ধনের অভিলাষ,
ঐ ধনে হইয়ে শান্তি সন্ন্যাসী শ্মশানে বাস,
যত্নে তারা রত্ন হৃদিভাণ্ডারে ধরি।

পাঠাবো না এই বচন, বলিলেন ত্রিলোচন,
শুনিয়ে বিদরে পাষাণ বক্ষ।
মনদুঃখে পর্ব্বত, যেন হইলেন মৃত্যুবত,
জামাতায় কহে নানাবিধ বাক্য॥
বাপু হে করি বিনয়, বহুদিনের জন্যে নয়,
তিন দিন রাখিব কন্যা বাসে।
সপ্তমী অষ্টমী আর, নবমীতে তনয়ার,
পূজা করে পাঠাব কৈলাসে।
সঙ্কট-হর শঙ্কর, মনবাঞ্ছা পূর্ণ কর,
দিগম্বর দীনদয়াময়।
নাম ধরেছ আশুতোষ,
আজ আমাকে আশু তোষো,
তব নামে কলঙ্ক না রয়॥
গিরি বিনয় করে অতি, গিরিশ দিলেন অনুমতি,
গিরিজায় গিরি যায় বার্ত্তা দিতে।
আপনি সাজি ত্রিপুরে, হিমালয়ে গিরিপুরে,
জননী যান জনকের সাথে॥
লিখিলেন বাল্মীকি মুনি, লঙ্কাতে রাম রঘুমণি,
ব্যাকুল হন রাবণ-বধের জন্যে।
অতিশয় অসাধ্য সাধন, শরৎকালে আরাধন,
অকালে করিলেন দেবীকে চৈতন্যে॥
এই সে রামের পূজা, হয়ে মূর্ত্তি দশভুজা,
অবনীতে অধিষ্ঠাত্রী তারা।
আনন্দিত পুরবাসী, পুরে আসি যত পুরবাসী,
পুলকে হয় পরিপূর্ণ ধরা॥
মহিষাসুর-বিনাশন, মৃগেন্দ্রোপরি আসন,
দশভুজা রূপ দৃষ্ট হয়।
লয়ে অতি মনোরঙ্গে, মহিষমর্দ্দিনীর সঙ্গে,
হিমালয়ে চলেন হিমালয়॥
পথে এক নারী প্রাচীনে, গিরি সহ উমাকে চিনে,
গিরিপুরে ত্বরায় গমন তার।
পাষাণী পড়ে ধরাতলে, সেই রমণী অমনি বলে,
শুন শিখরি শুন সমাচার॥

রাগিণী—আলিয়া একতালা।

আর কেঁদ না মা ধর ধৈর্য্য ধর রাণী
তোমার কন্যে এল।
গা তোল গো গিরিভার্য্যে, কেন ধরাশয্যে,
গেল গেল মনের বেদনা গেল॥
একবার হের গো নয়নে, প্রাণাধিক ধনে,
কেন দুখানল আর প্রবল।
তাপিত প্রাণ জুড়াইতে
উমা চাঁদে কোলে কর গো রাণী,
হরঅঙ্গনা যে এসে অঙ্গনে দাঁড়াল॥
আমরা দেখে এলাম রূপ, নাহি তার স্বরূপ,
হেরে মনের অন্ধকার হরিল।
তোমার উমা চাঁদে, কি ছার পূর্ণ চাঁদে,
লোকে দেয় তুলনা,
পদ-নখরেতে কত চাঁদের তুলনা আছে লো॥ ৫

উমার শোকে মহিষী অধৈর্য্য ধরাতলে।
হেনকালে এক নারী এই কথা বলে॥
অমনি রাণী পায় যেন মৃত্যুদেহে প্রাণ।
কে উমা কে উমা বলে সন্নিধান ধা'ন॥
যাইতে সম্মুখে দেখে মহিষমর্দ্দিনী।
চঞ্চল হইয়ে বলে অচল তখনি॥
কৈ হে ভূধর আমার প্রাণের নন্দিনী।
উমা না দেখিলে পরে মরিব এখনি॥
উমার মূর্ত্তি শান্ত অতি সুধীর সুধীরা।
অঙ্গনে অঙ্গনা কার এলো ভয়ঙ্করা॥
যার কন্যে অতি দৈন্যে সেই কন্যে কৈ।
ঘোর রঙ্গী ভীমাঙ্গিনী রণরঙ্গিনী ওই॥
করি-অরি জিনি হয় অসুর আসন।
দশভুজা এ দুর্জ্জয় দশন দর্শন॥
দম্ভে দৈত্য নাশে এ কম্পে এ জীবন।
এ নয় ত্রিনয়নী দেখি অসি যে ধারণ॥
এ নয় আমার কন্যে শুন হেমগিরি।
প্রাণ যায় প্রাণ রাখ দেখাও প্রাণের কুমারী॥

রাগিণী সুরট—কাওয়ালি।

কে নারী অঙ্গনে এলো রণরঙ্গিণী।
অসুরনাশিনী অসি-আশুগ-ধারিণী,
অতি ভয়ঙ্করী হেরি কার রমণী॥

ত্রিদশের দর্পহরা দশদিক দীপ্ত করা
দশকরা কাঞ্চনবরণী,
হেরি দুরাত্মা দুর্জ্জনজন-দনুজদলবাসিনী।
গিরি নহে মম কন্যে এ যে এ সমর সাজে,
মানসে অমর পূজে চরণ দুখানি॥
কি সুরী অসুরী হবে দানবী মানবী কিবে,
হবে কি কিন্নরী অনুমানি,
নহে সামান্যে কভু এ যে ধরণীধন্যা ধনী॥ ৬

মগ্ন মন ভক্তিনীরে, পাষাণ কন পাষাণীরে,
তুমি কি চিনিবে উমা কন্যে।
চিনতে পারেন না ভব, ভেবে চিন্তে পরাভব,
হেরে কাল হরেন ঐ জন্যে॥
কখন বা দশভুজা, ত্রিদশের মন বোঝা,
দ্বিভুজা দিগম্বরা কভু।
কভু চারি কভু অষ্ট, ষষ্ঠ কখন বা ভুজ অষ্ট,
সুরূপাক্ষে বিশ্বমূলাধারা কভু॥
ওই কন্যা আদ্যাশক্তি, ভবে জীবে দেন মুক্তি,
কভু নর কখন বা নারী।
করি মঙ্গলাচরণ, মঙ্গলায় করেন বরণ,
বলে আমার প্রাণের কুমারী॥
শুনি রাণীর ঘুচিল ভ্রম, করিয়া অতি সম্ভ্রম,
উমাশশী করেন কোলে।
হেরে তনয়ার বদন, নিবারিল রাণীর রোদন,
মুখ চুম্বন করেন শ্রীমুখমণ্ডলে॥
উভয়েতে তার পর, মনোবেদনা পরস্পর,
নির্জ্জনেতে করেন ব্যক্ত।
উভয়ের বেদন যত, বর্ণনাতে বর্ণ কত,
শ্রোতাগণে হইবেন ত্যক্ত॥
কন্যে পেয়ে মন উল্লাস, করেন উমার অধিবাস,
ষষ্ঠ্যাদির কল্প অষ্ট দিনে।
মঙ্গলের চিহ্ন পরে, রামরম্ভা প্রতিদ্বারে,
পূর্ণকুম্ভ আম্রশাখা সনে॥
মিষ্টান্ন ক্ষীর সর নবনী, উমার অধরে রাণী,
সুখেতে করেন সম্প্রদান।
নারীগণ মনের সাধে, অধিবাসের জল সাধে,
আনন্দে হয় দিবা অবসান॥

রাগিণী ললিত—তাল একতালা।

উদয় গিরিবাসে উমার অধিবাসে,
নগরবাসী যত কুলকামিনী।
আনন্দ উৎসবে, নিশীকে কয় সবে,
বিদয় হওনা আজ শুভ যামিনী॥
কোন ধনী করে মঙ্গলাচরণ,
করে কেউ হেমবরণী-বরণ,
জয়জয় ধ্বনি দিয়ে করে সুখোৎসব সব সে,
লয়ে বিমলারে যত বিমলবদনী।
কেউ বলে উমা তোর এ কোন বিচার,
উমে গো তুই সঙ্গিনী খেলিবার,
কেমন করে ভুলেছিলে মরি এতদিন গো,
বুঝি ঐশ্বর্য্যে তুমি রাখলে ঈশানী॥ ৭

আগমনী গীত।
রাগিণী ইমন—তাল কাওয়ালী।

আছে হে অচল বল কি ধন তোমার।
ব্যর্থ অর্থ লয়ে এসেছ কৈলাসে
তুমি করিতে তত্ত্ব তনয়ার॥
সামান্যে কন্যে উমারে তুমি মনে ভাব,
বলি হে শৈল তব হইল যে জ্ঞানাভাব,
যোগীন্দ্র-হৃদি-নিধি যে জন ভব-বিভব
চতুর্ব্বর্গ পদে যাঁর।
কোরে চিনতে চিন্তে কেবা পারেহে তব কুমারী,
দৈন্যে কন্যে নয় উনি রাজরাজেশ্বরী
হবে না পূর্ণ মানস আছ মায়া অন্ধকারে,
পাবে না দেখিতে পাপ নয়নে দৃষ্ট কোরে,
একবার জ্ঞানচক্ষে চেয়ে দেখ ও মেয়েরে
উমা মোক্ষ-ধনের ভাণ্ডার॥

রাগিণী কেদারা—তাল আড়া।

পাঠাব না আর ও ধনে শুনহে গিরি।
বিদরে বক্ষ, যে দুখ দক্ষ দিয়েছে
তা মনে হোলে মরি॥
কাল সর্ব্বস্ব ও কালকান্তে
জীবন মন সঁপে একান্তে,
ভূধর কৈলাসে ভূধর হে আছি বাসে,
এ ধন গর্ব্ব হইলে খর্ব্ব এ সুখ সর্ব্ব পরিহরি

সন্ন্যাসী আমি শুনেছ দৈন্ত হয়েছি মান্ত ওখন ধন্ত
সম্বল বল আর কি আছে বলহে আমার;
ভবানী ভিন্ন ভবনারণ্য ভুবন শূন্য আমি হেরি॥

রাগিণী ভূপালী—তাল একতালা।

ঐ মা এলো তোমার নন্দিনী।
ঈশানী চল পাষাণী ধর ধৈর্য্য কেঁদোনা গো রাণী
কোলে কর গিয়ে ত্রিলোকবন্দিনী॥
যুগল বালক যুগল কক্ষে;
সুধালেন সুধা জিনিয়ে বাক্যে,
মা কৈ বোলে জীবন চক্ষে হরকামিনী,
গজগামিনী, অভিমানিনী, অতি দুখিনী।
আর নাই মা রূপ সেরূপ বিশ্বে,
মনের অন্ধকার হরিল দৃশ্যে,
কৈ লাবণ্যে তুলনা অন্যে মা তোর কন্যে
ভুবন ধন্যে নয় সামান্যে ত্রিলোকমান্যে,
রূপধারিণী, তাপবারিণী, পাপহারিণী দিনতারিণী॥

রাগিণী বাগেশ্রী—তাল কাওয়ালী।

কে রণরঙ্গিণী কে নারী অঙ্গনে,
এলো চিনিতে না পারি।
অঙ্গনে দাঁড়াইয়ে এ নয় আমার প্রাণকুমারী॥
দশদিক্ দীপ্ত করা, এ রমণী দশকরা,
বিবিধ আয়ুধধরা, দনুজদলনী হেরি।
নহে মম কন্যে এ যে, এ সমর সাজে সাজে
মানসে অমরে পুজে এ নারীচরণ গিরি।
কি সুরী অসুরী হবে, দানবী মানবী কিবে,
যদি আমার উমা হবে, তবে কেন ভয়ঙ্করী॥

রাগিণী হাম্বীর—তাল একতালা।

উমার অধিবাসে।
মহোৎসব সুখোৎসব এলো সব
পুরবাসিনী কুলকামিনী, গিরিবরবাসে॥
শুভদিনে হোলো পূর্ণ সাধ,
হররাণী হেরে হরে বিষাদ, জয়জয় ধ্বনি শঙ্খনাদ
করিতে বরণ হেমবরণীরে উল্লাসে।
কেউ বলে উমা একি বিচার,
আমরা যে প্রিয় সখি তোমার,
বালিকা কালে খেলিবার,
ভুলে ছিলে এত দিন কি সুখে সে কৈলাসে॥

সমাপ্ত।

বিজয়া।

ভবনে এনে দশভুজা, গিরিরাজা করেন পূজা,
নবমী পূজা সাঙ্গ হয়।
হোমাদি হইল অন্ত, করিবারে দক্ষিণান্ত,
গিরিবরে পুরোহিত কয়॥
এখানেতে কৈলাসধামে, শিবে নাই শিবের বামে,
অন্ধকার ভবন বনময়।
সব শূন্য দেখেন শিব, কিরূপে দুঃখ বিনাশিব,
ভেবে দিবা জ্ঞান রজনী হয়॥

নয়নের শোভা যেমন তারা,
শশী থাকলে শোভে তারা,
বারি থাকিলে শোভে সরোবর।
কালীর শোভা করে অসি, কৃষ্ণের শোভা করে বাঁশী
গোকুলের শোভা আপনি পীতাম্বর॥
পিঞ্জরের শোভা পক্ষী, কেশবের শোভা লক্ষ্মী,
বাসবের শোভা শচী বামভাগে।
দ্বিজের শোভা যজ্ঞসূত্র, বংশের শোভা করে পুত্র
সৌদামিনীর শোভা হইলে মেঘে॥
নদীর শোভা তরি, তরীর শোভা কাণ্ডারি,
আখড়ার শোভা বৈষ্ণব গোসাঞি।
তরু কি শোভে বিনে ফল, বাস বিনে বেশ বিফল
শিবে বিহনে শিবের শোভা নাই॥
মন থাকে না মন্দিরে, কেঁদে বলেন নন্দীরে,
নন্দি রে আর বল কত সয়।
সুখ নাই দিবাশর্ব্বরী, বিনা সেই সর্ব্বেশ্বরী,
মমালয় যেন যমালয়॥
গত হোল তিন দিন, প্রাণ ব্যাকুল যে ভিন দিন,
আর আমি একা থাকতে না পারি।

সাজিয়ে বৃষ আন ত্বরা,
সাজিয়ে আমায় দেরে তোরা,
হিমাচলে শুভযাত্রা করি ॥

রাগিণী মূলতান—তাল কাওয়ালি।
মম সঙ্গে চল রে নন্দী চল রে।
অচলনন্দিনী আনিতে হিমাচল রে ॥
হয় প্রবল দুঃখানল রে,
হোল আমার চিত যে চঞ্চল রে।
ওরে কি সুখ কৈলাসে আর,
দিনে দেখি অন্ধকার,অনিবার যে যাতনা ঘটে শিবে
বিনা শিবে বিনাশিবে কে বা আর রে।
ওরে একাকী বাসেতে বাস বিফল রে ॥ ১

সবে ভাসে নেত্রনীরে, আনিতে দীন-তারিণীরে,
সাজে শিব তেজিয়ে লোকলজ্জা।
দেখে নন্দী পাগল বেশ,বলে নন্দী সাজিলো বেশ
শ্বশুর বাটী যাবার কি এই সজ্জা ॥
নানামতে অঙ্গ সাজায়, আনন্দেতে চলে যায়,
যায় চটক হয় তাই সে করে।
পরিধান পরিপাটী বাস,নৈলে লোকের পরিহাস,
না থাকে যায় চেয়ে চিত্তে সারে ॥
যে স্থানে যার ভাল দরদ,পরে মটকা চেলি গরদ,
ঢাকাই ধুতি চাদর চকুবন্দী।
জামা গায় ঢাকাই ধুতি,সাজে জামাই ফুলবাবুটী,
দেখে খুসি শালী আর সম্বন্ধী ॥
আঁচড়ে করে চুল সুপোচ, বাঁকাই করে মোচ,
আতর গোলাপ কেউ তৈল দেন গায়।
হাঁটিতে একতর ধাচা,মাটীতে লোটায় লম্বাকোঁচা,
জোলদী খুব জরির জুতা পায় ॥
তোমার এটা বলদ ষাঁড়,জলখাবার নাইকো ভাঁড়,
হাড়মালা দেখে হাড় জ্বলে।
গায়ে ভস্ম সঙ্গে ভূত, দেখলে জামাই অদ্ভুত,
শাশুড়ীর মন কেমনে ভোলে ॥
রিক্তহস্তে যাচ্ছ সি কি,টাকাআধুলি কিম্বা সিকি,
দুটো চারিটা হাতে রেখ রেখ।
তারা যখন সন্দেশ চাবে, কি বলে বুঝাইবে,
বলদকে যেন বেচতে না হয় দেখ ॥

যাও যদি বলি তোমায়, নামধাম যদি শুধায়,
বল্লেম সেটা অভ্যাস করা ভাল।
ব্যক্ত আছ কুলে শীলে, বাপের নাম জিজ্ঞাসিলে,
না হয় আমার নামটাই বলো ॥
শিব বলেন ওরে নন্দী, মিছে কেন কর ফন্দি,
সন্ন্যাসী আমি কোন্ স্থানে না রাষ্ট্র।
কাজ কি আমার ভালবেশ,এই বেশে করব প্রবেশ
পাগলে পাগল বলা কি কষ্ট ॥
শুনে নন্দী চলে সঙ্গে, নানা কথার প্রসঙ্গে,
উপনীত হইল হিমাচলে।
সদানন্দ দেহে বাসে, সদা আনন্দে গিরি ভাসে,
আগুন আগুন অগুন দে বলে ॥
অন্য আলাপ উত্থাপন, সব করিলেন সমাপন,
নিবেদন শুন হে মহাশয়।
আজ নবমী নিশি শেষ হলে,কল্য আগত দিনে,
তবে কন্যা পাঠালে ভাল হয় ॥

রাগিণী ললিত—তাল একতালা।
গিরি হবে হে নিতান্ত পাঠাইতে শুব কন্যে।
নাই সুখ বাসে, সে কৈলাসে, নয়নতারা ভিন্নে ॥
তিন দিন বলে এলে চলে,
ত্রিনয়নী ত্রিলোকমান্যে,
হয় যে মম তিন যুগ সম,
দুঃখ কি বলিব অন্যে ॥
পেলেম বরে আরাধন, তারা মোর সর্ব্বস্ব ধন,
তারা বিনে মম সম বাসে বাস অরণ্যে,
ত্রিভুবন, জ্ঞানশূন্য, সে কৈলাস ধাম অরণ্য,
আমি যোগী, সর্ব্বত্যাগী।
হলেম তারা ধনের জন্যে ॥

শিববাক্যে বজ্রাঘাত, চঞ্চল অচলনাথ,
অতি কাতরে বিনয় করে কত।
কৃপা কর বলে দীন, বাসনা আর তিন দিন,
এ বাসে গৌরী করেন গত ॥
সকলেতেই ভালো বাস, তুই একদিন শ্বশুরবাস,
থাকিতে তোমার মতি নাই।
হয়েছে যদি আগমন, তোষ তবে ভক্তের মন,
যে বাসনা ব্যক্ত কল্লেম তাই ॥

শুনে শিব ঈষৎ রুষ্ট, গিরি তা বুঝিলেন স্পষ্ট,
দুঃখ করে কি করিবেন আর।
জানেন এটা শক্ত সিদ্ধি,
নেশাখোরের এক রোকা বুদ্ধি,
ভোলানাথ নহে পাত্র ভুলিবার॥
কে জানিবে মহাকালে, জলধি বন্ধন কালে,
রাগে পড়ে খেয়ে বসিলেন বিষ।
বাবাজীর নেশার ধাতু, প্রাণ রক্ষে সেই হেতু,
ত্রিলোকে নাই কারু সঙ্গে মিশ॥
এখানে ত্রিলোকতারা, জননীর নিকটে ত্বরা,
বিদায় দে মা বলেন এই বাক্য।
বিদায় শুনে এই বাণী, কি দায় ঘটিল রাণী,
মৃত্যুশর বিন্ধে যেন বক্ষ॥
তুমি কি উমা আমায় এই ভালো বাসিতে।
এসেছিলে বুঝি তবে আমার প্রাণ নাশিতে॥
রাণী বলে তোমায় কে বলেছিল আসিতে।
সত্য কি দিলে আমায় দুখ-সাগরে ভাসিতে॥
জামাই এসে দিলে ধন্না নবমীর নিশিতে।
তিনি বলেন লয়ে যাব হাসিতে হাসিতে॥
জামাতার প্রতিজ্ঞা দেখে হয়েছি ত্রাসিতে।
বলে তখন পড়ে ধরায় ধ'রে তোলে দাসীতে॥

রাগিণী ললিত—তাল একতালা।

দুখিনীর সম্বল, বলগো উমা বল,
মা তোমারে বিদায় দিব কেমনে।
বলিস বিদায় দিতে, দেহে প্রাণ থাকিতে,
পারব না পাঠাতে ভবের ভবনে॥
চাইলে দিতে পারি প্রাণকে আজ বিদায়,
জীবনে জীবন দিতে নাই মা দায়,
নয়নতারা হারা হয়ে প্রাণের উমা বলগো,
আছে সংসারে কি সুখ অসার জীবনে।
নানাধনে পরিপূর্ণ এ ভবন,
এ সব ধন আমার নাই মা প্রয়োজন,
তোমা ধনের তুল্য অমূল্য ধন,
আর নাইগো,আমি পেয়েছি যে ধন কত সাধনে॥

সমাপ্ত।

ভগবতী গঙ্গার বিবাদ।

শুম্ভ নিশুম্ভের যুদ্ধে কালীরূপ ধরি।
দৈত্যবংশ প্রাণ ধ্বংস করেন শঙ্করী॥
ক্রোধ করি শুভঙ্করি স্বয়ং ধরি অসি।
দৈত্যমুণ্ড খণ্ড খণ্ড করেন মুক্তকেশী॥
রণ মধ্যে মহাবিদ্যা লইয়ে সঙ্গিনী।
পদ্মবন ভাঙ্গে যেন মত্ত মাতঙ্গিনী॥
দেখে রূপ অপরূপ সমর ভিতরে।
সৈন্য সব অনুভব করে পরস্পরে॥
বলে ভাই দেখি নাই হেন রূপ চক্ষে।
কে রমণী ত্রিনয়নী ত্রিনয়ন-বক্ষে॥
তখন, বরদার দেখিতে রণ, নারদের আগমন,
দেবীরে নিন্দিয়ে কন ঋষি।
নেঙটা বেশে কর রণ, মা শুন কারো বারণ,
সর্ব্বনাশ একি সর্ব্বনাশী॥
মা তোর কর্ম্ম যে প্রকার, সাধ্য আছে হেন কার,
দেখ্ মা কি ঘটালি বিপদ্।
সতী নাম শুনি জন্ম, এইকি তোমার সতীর ধর্ম্ম
পতির বক্ষে তুলে দিয়েছ পদ॥
নাহি মা তোর দয়াধর্ম্ম, সকলি অদ্ভুত কর্ম্ম,
জানি গো তোর জানি বিবেচনা।
নৈলে দেখ কৈলাসেতে, ঘরে তারা মা থাকিতে,
আমি করি হরি আরাধনা॥
নির্ম্মায়া তোরে দেখিয়ে, ডাকিনে সদা মা বলিয়ে,
কেন কালা কুলে দিলি কালি।
মেয়ের এত বুকের পাটা,দিয়ে পতির বুকে পা টা,
ধর্ম্মপথে কেন কাঁটা দিলি॥

রাগিণী মূলতান—তাল আড়া।

কেন গো পার্ব্বতী তোমার শ্রীপদে পতিত পতি।
সতী হয়ে পতির বক্ষে কেমনে দাঁড়ালে সতি॥
এ কেমন রণসজ্জা, ত্রিভুবনে পাবে লজ্জা,
ক্ষমা করি ক্ষেমঙ্করি, রূপ সম্বর সম্প্রতি।
কি জানি কি তব সাধ, কার সনে কর বিবাদ,
আমি কি জানিব অন্ত, ভ্রান্ত যাতে পশুপতি॥

অর্পণ করিয়ে পদ পতিহৃদিপদ্মে।
ভগবতী লজ্জাবতী দেবাদির মধ্যে॥
করি রূপ সম্বরণ রক্ষে করি ধরা।
অধোমুখী কৌশিকী কৈলাসে যান ত্বরা॥
কৈলাসে বসিয়া গঙ্গা পতিতপাবনী।
অপবাদ সংবাদ শুনিয়ে সুরধুনী॥
কুপিলেন জাহ্নবী দেবী সপত্নী উপরে।
বলে হেন কুকর্ম্ম কি কামিনীতে করে॥
যে কর্ম্ম করেছ দুর্গা ধিক্ তব চিত।
পুনরায় কৈলাসে আসা যে অনুচিত॥
দেবাদিদেব মহাদেব তাঁর হৃদিপদ্মে।
পদ দিয়ে এসেছ কেন কৈলাসের মধ্যে॥
গঙ্গার শুনিয়ে বাণী ভবানী রুষিলা।
কেন লো দুঃশীলা গঙ্গা আমারে দূষিলা॥
পতিবক্ষে দিয়ে পদ বরং আছি পদে।
পদার্থ নাহিক তোর দেখি পদে পদে॥
ত্রিলোক-আরাধ্য পতি দেব ত্রিলোচন।
তারে ছেড়ে লয়েছিলি শান্তনুশরণ॥
এক পথে কখন থাক না তুমি জানি।
সহজে তোমার নাম ত্রিপথগামিনী॥
গঙ্গা কন পতিতা হইলে সুরধুনী।
তবে কে বলিত গঙ্গা পতিতপাবনী॥
পতিত হইয়ে কেবা পতিতে উদ্ধারে।
অন্ধ কি অন্ধেরে পথ দেখাইতে পারে॥
আমা হতে কি গুণ ত্রিগুণা ধর তুমি।
নরকান্তকারিণী জাহ্নবী গঙ্গা আমি॥
দীন দৈন্য জ্ঞানশূন্য পতিত পামর।
পশু পক্ষ যক্ষ রক্ষ নরাদি কিন্নর॥
জগন্ময় যত রয় শ্রীমন্ত শ্রীহীন।
পঞ্চম পাতকী অতি জরা গতিহীন॥
ছোট বড় সকলে সমান মোর কৃপা।
পাতকী চাতকী আমি নবঘনস্বরূপা॥
ধনধান্য প্রচুর অদৈন্য যার ঘরে।
স্থিররূপে কমলার কৃপা আছে যেই নরে॥
ধনীরে সদয়া তুমি থাক চিরদিন।
কোন্‌কালে দিয়েছ দুর্গা দীনের প্রতি দিন॥

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল কাওয়ালি।

দীনের প্রতি দিন কোন্‌কালে দিয়েছ তারা।
পায় তোমায় পূজিতে ভবে ভাগ্যধর যারা॥
জীবনান্ত হলে জীব, আমি তায় আশ্রয় দিব,
অতুল্য কৈবল্য পুরে পাঠাই হে ত্বরা॥
আমি পতিত উদ্ধারিণী, নাম হল পতিতপাবনী,
পতিতের দ্বারা।
যে মম সলিলে ভাসে, সলিলের গুণ অনায়াসে,
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ প্রাপ্ত হয় তারা॥

গঙ্গার শুনিয়ে বাণী ভগবতী কন।
পতিতোদ্ধারিণী নাম শিবের লিখন॥
তোমার সে নামটী গঙ্গা আমি যদি খণ্ডি।
তবে ত যথার্থ নাম ধরি আমি চণ্ডী॥
খণ্ডিলে খণ্ডিয়ে কিন্তু যায় শিবের বাণী।
সেইজন্যে হয়ে মান্যে রোল সুরধুনী॥
অহং মান্যে বলে কি করিস অহঙ্কার।
স্বামি-সোহাগিনী সুখ হবে না তোমার॥
সুশীলা দুঃশীলা হই আমি পুত্রবতী।
বশীভূত আমার সতত পশুপতি॥
গর্ব্ব কর গর্ভেতে সন্তান আগে ধর।
বন্ধ্যা নারী হয়ে কেন বন্ধ্যা কোঁদল কর॥
শুনে বাণী অভিমানী গঙ্গা যান ত্বরা।
শিবের নিকটে কন হয়ে সকাতরা॥
ভগবতী ভাগ্যবতী পুত্রবতী দেখি।
ভোগবতীর ভোগমাত্র তব ঘরে থাকি॥
গৌরী সনে বৈরিভাব আমার নিয়ত।
তুমি তার সতত থাকহে বশীভূত॥
সুখের সাগরে ভাসে গণেশজননী।
দুঃখের তরঙ্গে পোড়ে কাঁদে তরঙ্গিণী॥

তব ঘরে যে সুখ সংসারের লোক জানে॥
দুঃখে সুখ ছিল মাত্র পতির সম্মানে॥
সে সুখে এক্ষণে তুমি করিলে বঞ্চিত।
এস্থান হইতে মম প্রস্থান উচিত॥

রাগিণী মূলতান—তাল আড়া।

ভবহে তব ভবনে আমি রব না।
সপত্নীর বাক্যবাণ কখনো প্রাণে সব না॥
মরিহে নাথ মনোদুঃখে, পদ যে প্রহারে বক্ষে,
তুমি তার পক্ষ বল সয় কি বল এ যন্ত্রণা॥
বক্ষে পদ যে হানিল, কলঙ্কিনী তায় না বলো,
মন্দাকিনী মন্দ হলো, এই কি ভাল বিবেচনা॥

মনোদুঃখে ম্রিয়মাণ, হইয়ে জাহ্নবী যান,
সঙ্কট ভাবেন শূলপাণি।
করে ধোরে আশুতোষ, করিছেন পরিতোষ,
বোলে নানামত প্রিয়বাণী॥
যাহে মান থাকে তব, প্রিয়াহে আমি করিব,
গঙ্গা কন শুনহে শঙ্কর।
যদি মান রাখ কান্ত, গৌরী হতে অধিকান্ত,
গৌরব আমার বৃদ্ধি কর॥
সপত্নীর হর মান, আমার বৃদ্ধি কর মান,
তবে তব অনুরোধ রাখি।
ও যেমন মনের সুখে, চড়িল তোমার বুকে,
মস্তকে চড়িয়া আমি থাকি॥
কহিছেন শূলপাণি, স্বীকার করিলেম বাণী,
জটামধ্যে থাকহ গোপনে।
সে কথা স্বীকার করি, শিরে চড়েন সুরেশ্বরি,
কি করি ভাবেন গঙ্গা মনে॥
আমি শিব-শিরোপরে, গণেষের মাতা আমারে,
না দেখিলে মিছে মোর মান।
এত বলি সুরধুনী, জটায় করেন ধ্বনি,
জগদম্বা শিব পানে চান॥
কহেন হেরম্বমাতা, বলহে যথার্থ কথা,
বিশ্বনাথ বিস্ময় জন্মিল।
সন্দেহ হতেছে চিত্তে, তুমি বিঘ্নহরের পিতে,
শিরে তব কি বিঘ্ন ঘটিল॥

রাগিণী বাহার-বাগেশ্রী—তাল একতালা।

আজি ইকি অসম্ভব, ভব,
বল কিসের কলরব।
কি ব্যাধি ঘটিল অকস্মাৎ,
বৈদ্যনাথ আমি বৈদ্য কোথা পাইহে তব॥
তবাঙ্গে ভুজঙ্গ যত, গর্জ্জন করে সতত,
কৈ কিছু দেখিনে কোথায় লুকাইল সব,
বলহে নাথ সত্য কারণ,
তুমি কারে শিরে কর্‌লে ধারণ,
কুলু কুলু ধ্বনি শুনি ফণী সকল রয় নীরব॥
যার সনে সদা বঞ্চিতে, হবেহে তারে বঞ্চিতে,
পারবে না ভুলব না তুমি করিলে কৈতব,
ব্রজমোহন কয় মা বৃথা,
তুমি শুন না শূলপাণির কথা,
আমি জানি তোর সতিনী সুরধুনীর এ উৎসব॥

ছল করি ত্রিপুরারি কন ধীরে ধীরে।
দুর্গে, অকস্মাৎ কি উৎপাত হৈল শিরঃপীড়ে॥
শুনে ভাব পরিহাস করি কন শিবে।
মৃত্যুঞ্জয় লাগে ভয় কি জানি কি হবে॥
তোমার রোগ কর্ম্মভোগ জন্মে শুনি নাই।
শিরঃপীড়ে শুনে আজ মনঃপীড়ে পাই॥
বহুদিনের পীড়ে হলে হয় বড় ভাবনা।
ঐ ভয় পাছে হয় বৈবস্যযন্ত্রণা॥
তোমার, ভাং খেয়ে ভেঙ্গেছে কপাল
ভাংলো জুয়াচুরি।
খেয়ে সিদ্ধি রোগ বৃদ্ধি কল্লে ত্রিপুরারি॥
যত খেলে ধুতুরার ফল ফলিল তার ফল।
বসেছে জঠর হয়ে মস্তকেতে জল॥
পাবে দুঃখ যত রুক্ষ ভোজন আজন্ম।
ঊর্দ্ধগত জল ওটা ঊর্দ্ধকের কর্ম্ম॥
তখন মর্ম্ম জানি হররাণী হরষিত মনে।
নন্দীরে ডাকিয়ে কন কপট বচনে॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল কাওয়ালি।

কি সুখ মন্দিরে নন্দীরে
একি বাদ সাধিলে বিধি।

বিস্ময় হয়েছে মনে বিশ্বনাথের কেমন ব্যাধি॥
একেতো দরিদ্র পতি, অন্নাদির অসঙ্গতি,
বল কোথা পাই রে নন্দী, আরোগ্য যোগ্য ঔষধি॥
কালকূট আহার যার, তার রোগের কি প্রতিকার,
বলিতে নন্দী আমার, উথলে দুখ-জলধি॥

গৌরী ক'ন শূলপাণি, আমি কি প্রবোধ মানি,
ছল ক'রে বল যত বাণী।
তব পীড়া হৈল ভব, এ যে কথা অসম্ভব,
মনে ভাব ভুলেছে ভবানী॥
নাম ধর মৃত্যুঞ্জয়, ত্রিভুবনে তব জয়,
প্রলয় কারণ ত্রিপুরারি।
যে তোমায় সাধে শঙ্কর, সঙ্কটে উদ্ধার কর,
বিশ্বনাথ বিপদ সংহারী॥
পীড়াগ্রস্ত হলে জীব, আরাধনা করে শিব,
আশুতোষ আশু দুখ হর।
অসাধ্যে সুসাধ্য হও, কৃপায় কৃপণ নও,
কত পাপী জনে মুক্ত কর॥
শরণ নিলে তব পায়, গতিহীনে গতি পায়,
গলিত শরীর আদি যার।
তব অনুগ্রহ গুণে, মুক্ত হয় গ্রহবিগুণে,
পাপার্ণবে তুমি কর্ণধার॥
আদ্যাশক্তি পত্নী আমি, বিধির বিধাতা স্বামী,
নামে হরে বিবিধ যন্ত্রণা।
তব পীড়া বিস্ময়, শুনিয়ে লাগে বিস্ময়,
নাহি সয় মিথ্যা প্রবঞ্চনা॥
কৌতুকে ক'ন কৌশিকী, শিরে কর দিয়ে দেখি,
শিরোরোগ তোমার কেমন।
কহিছেন গঙ্গাধর, পতির শিরে দিতে কর,
শাস্ত্রমতে বিরুদ্ধ লিখন॥
কহেন গণেশ-মাতা, মাথা আর দেখিব মাথা,
ঘুচাইলে কৈলাসের বাস।
আমারে ভাসায়ে নীরে, শিরে রেখে সপত্নীরে,
কি কীর্ত্তি করেছ কৃত্তিবাস॥
পুত্র হেতু বরে ভার্য্যে, সেইমত সর্ব্বরাজ্যে,
সর্ব্বলোকে সর্ব্ব শাস্ত্রে বলে।
আমি পুত্রবতী নারী, কি জন্যে হে ত্রিপুরারি,
অসম্মান আমার কপালে॥

যে দুঃখেতে দিগবাস, তব ঘরে করি বাস,
বারমাস উপবাস করি।
যে দুঃখেতে করি সেবা, হেন শক্তি ধরে কে বা,
স্বয়ং শক্তি সেই শক্তি ধরি॥
অন্নচিন্তে বারমাস, অন্য সুখের অভিলাষ,
কখনত নাই হে আমার।
জানি হে জানি শঙ্কর, শঙ্খ দিতে শঙ্কা কর,
দূরে থাকুক অন্য অলঙ্কার॥
রাজার মেয়ে আমি দুর্গে থেকে তোমার সংসর্গে
পোড়া ভাগ্যে আরো বা কি ঘটে।
সিদ্ধেশ্বরী নাম ধরি, লোকের বাঞ্ছা সিদ্ধি করি,
তোমার ঘরে মরি সিদ্ধি বেটে॥
আপনি মাখহ ছাই, আমায় মাখতে বল তাই,
চিরস্থায়ী একাদশী জানি।
সয় কি কষ্ট চিরকালি, অন্নাভাবে অঙ্গ কালি,
বস্ত্রাভাবে হলেম উলঙ্গিনী॥
দেখিয়ে দরিদ্রের ঘর, ঘুচাইয়ে দশ কর,
চারিহস্ত এক্ষণেতে ধরি।
হয়ে কুলের কুলবালা, ঘুচাতে জঠর জ্বালা,
দৈত্য কেটে রক্তপান করি॥
দুঃখেতে ভাবিনে দুখ, পতির সুখ অতি সুখ,
সপত্নীর ছিল না সন্ধান।
সে সুখে বঞ্চিত কর, এক্ষণে থাকা দুষ্কর,
প্রাণের অধিক জেনো মান॥

রাগিণী সুরট—তাল কওয়ালি।

কি সুখে এ বাসে করি বাস হে কৃত্তিবাস।
ভব আর অমাসে তুমি কে ভালবাস॥
আগে ত জানিনে নাথ, বন্ধ্যা প্রেমে বন্দী এত,
কোন্ কালে আর হবে সুখ কাল সহবাস॥
পূর্ব্বেতে আমার লাগি, হয়েছিলে সর্ব্বত্যাগী,
এ কোন ভাবের উদয় সে স্বভাব বিনাশ,
প্রিয়তমা সীমন্তিনী, শিরোধার্য্যা হলেন তিনি,
পুত্রবতী প্রাচীনার কি রবে হে বশ॥

করি জোড়পাণি, সাধেন শূলপাণি,
গৌরী না শুনেন কথা

হর-গৌরী-দ্বন্দ্ব, দেখিতে আনন্দ,
নারদ এলেন তথা ॥
ক'ন কেন ভুল, বিসের অপ্রতুল,
কিসের অমঙ্গল শুনি।
কি জন্য কলহ, আমারে বলহ,
কোথা যান মা ভবানী ॥
ক'ন দিগম্বর, ওহে মুনিবর,
কি কব তব নিকটে।
দরিদ্র হইলে, সংসারে রহিলে,
নানা অমঙ্গল ঘটে ॥
আমি ত ভিখারী, রাখি দুই নারী,
নাহি কিছু সম্ভাবনা।
আমি শূলপাণি, দু'জনারে মানি,
আমারে কেহ মানে না ॥
দুঃখে দহে হিয়ে, অক্ষম দেখিয়ে,
ক্ষেমঙ্করী তুচ্ছ করে।
দু'টী কথা হলে, লয়ে দুটী ছেলে,
সদা যান পিতৃ-ঘরে ॥
বিনে উপার্জ্জন, অন্নে পরিজন,
কোন্ জন আছে সুখী।
নহে কারু পূজ্য, জগতের ত্যজ্য,
নির্দ্ধনে পুরুষে দেখি ॥
বলে ত্রিজগতে, হরের বনিতে
অতি সাধ্বী দুই জনা।
দু'জনার গুণে, জ্বলে মনাগুন,
সহি অসহ্য যন্ত্রণা।
গণেশ-জননী, হয়ে উলঙ্গিনী,
হৃদে পদ দেন তিনি।
তাতে করি কোপ, করি ধর্ম্মলোপ,
শিরে চড়েন সুরধুনী ॥
কন ত্রিলোচন, শুনে সে বচন,
হয়ে ব্যস্ত অতি।
বলেন নারদ, এমন বিরোধ,
কেন মা হৈমবতী ॥
আমি জানি, তুমি ভবানী,
ভবের সার ধন।
তোমা ভিন্ন, ভবের অন্য,
নাই ভজন সাধন ॥
তুমিই ধ্যান, তুমিই জ্ঞান,
তুমি ঈশানের ইষ্ট।
সতিনী জ্ঞে'ন, বৃথা সে মান,
তায় কেন কোপ বিষ্ট ॥
মূলের বাণী, জানি ভবানী,
তুমিও মূলের সূত্র।
ভোগবতী যেই, ভগবতী সেই,
অঙ্গ প্রভেদ মাত্র ॥
ক্ষমা করি, হে শঙ্করি,
করুণা কর হরে।
মুনির বিনয়, শুনে কৃপা হয়,
দেবীর দুঃখ হরে ॥
শিশু দুটীর কর, ধ'রে অতঃপর,
ফিরে কৈলাসে যান।
তাঁহার আগমন, হেরে ত্রিলোচন,
মৃত দেহে প্রাণ পান ॥
বলেন মুনি, পুরাণে শুনি,
ধন্য হই হেরিয়ে।
একাসনে, ব'সো দু'জনে,
মিলিতাঙ্গ হয়ে ॥
অর্দ্ধ নারীর, রূপটী হেরি,
কৃতার্থ হয় দাস।
ভক্তের আকিঞ্চন, জানিয়ে তখন,
সেরূপ হ'ল প্রকাশ ॥

রাগিণী মুলতান—তাল কাওয়ালি।

মরি কি রূপ বিহরে।
যেন কাঞ্চনে জড়িত হীরকমণি,
তেমনি গৌরী মিলিতাঙ্গ হরে ॥
বামপদ-কমলে ঘুঙ্গুর বাজে কি রসাল,
দক্ষিণ চরণে নৃত্য করে কিবা ধরে তাল,
অজিন, পট্টাম্বর কটীতে সুন্দর,
শোভে কণ্ঠমুক্তা অস্থিহারে ॥
রত্নকঙ্কণ বলয় কিবা, বাম ভুজে শোভা,
দক্ষকর সাজে সে বিশাল ডম্বুরে,
মণিকুণ্ডল সে বাম শ্রবণ ধরে,
দক্ষিণ শ্রবণ পরে
কি শোভা ধুতুরার ফুল,

লোহিত বরণে করে দক্ষিণাখি ঢুলু ঢুলু,
রহে বামাখি, হরে নিরখি,
তাতে হরের মন প্রাণ হরে ॥
আধো ভালেতে সিন্দূর বিন্দু,
আধভালে আধ ইন্দু,
কিবা প্রভা ভুবন আলো করে,
হেরে সে শোভা পতিত ইন্দু নখরে,—
আধশিরে জটা ফণী সুরধুনী বিরাজে,
আধশিরে চাঁচর কুন্তলে বেণী কি সাজে,
কৃতার্থ জীবন, হে ব্রজমোহন,
কর একবার জ্ঞানচক্ষে হেরে ॥
সমাপ্ত।

কাশীখণ্ড।

শ্রবণেতে পাপক্ষয়, শ্রবণ পবিত্র হয়,
জীবন জন্মের সার্থকতা।
কিঞ্চিত করিব ব্যক্ত, পুরাণ পুরাণ-উক্ত,
সুধাখণ্ড কাশীখণ্ড কথা ॥
একদিন কৈলাসধামে, শিব রবিরাজ শিবের বামে
উভয়ে নানা কথোপকথন।
গৌরী কন গুণাকর, কথাটা বড় ঘৃণাকর,
বলি আমি কর যদি শ্রবণ ॥
ভেবে হলো কালি কায়, ভেবে দেখ হে কালিকায়,
বালিকায় এনেছ নিজ বাসে।
তদবধি যেরূপ কষ্ট, পাই তাতো বলিনে স্পষ্ট,
প্রায় কাল বিগত উপবাসে ॥
অন্ন অন্ন চিরদিন, ঠিক্ যেন সামান্য দীন,
একদিন না প্রতুল দেখ্‌তে পাই।
সব হীন কর্ম্মোপরি, বস্ত্র বিনে চর্ম্ম পরি,
শ্মশানে থাকি অঙ্গে মাখি ছাই ॥
শুন ওহে ব্যোমকেশ, মস্তকেতে জট কেশ,
তৈলাভাবে জটা বেঁধে গেল।
শিশু দুটী ক্ষুধায় জ্বলে, অন্ন দে মা আমায় বলে,
মার প্রাণে সয় কেমনে বল ॥
তুমি থাক মত্ত নেশায়, বল্লে কথা দেওনা গায়,
অস্তি নাস্তি কিছুই তো না জান।
সঙ্গী তোমার ভূতগুলি, গুলে খেয়ে সিদ্ধির গুলি
সবশুদ্ধ হতবুদ্ধি যেন ॥
চিরকাল বা কেন দুঃখী, বাণিজ্যে হন বশ লক্ষ্মী,
তা করিলেও কিছু সুসার হ'ত।
কিম্বা যদি জান্‌তে মর্ম্ম, তার অর্দ্ধ কৃষিকর্ম্ম,
রাজসেবাতেও প্রতুল কিঞ্চিত ॥
সকলের সামান্য ভিক্ষে, সেই মন্ত্রে তুমি দীক্ষে,
অন্য বিদ্যা শিক্ষে নাহি হল।
ভেবে দেখ অন্নদায়, কি ফেলেছ অন্ন দায়,
অন্য দায় এ হ'তে যে ভাল ॥
আছে তোমার পুত্রদারা, চলে কি ভিক্ষের দ্বারা,
সংসারেতে সন্ন্যাসীর ভাব চল।
অন্য দেবে কর দৃশ্য, কারু হস্তী কারু অশ্ব,
তোমার কেন বলদ বাহন হল ॥
তুমি কেন চর্ম্ম পর, অঙ্গে বিষধর ধর,
তুমি খাও বিষ, বিষ কি একটা খাদ্য।
তোমার কেন শ্মশানে ভ্রমণ, কুচনীপাড়াতে গমন
তুমি কেন অদ্ভুত ভূতের বাধ্য ॥
দেবাদি দেব তোমায় বলে,
কপালে কেন আগুন জ্বলে,
পোড়া কপালে আমিও পুড়ে আছি।
হয়ে নারী রাজদুহিতে, আর নারি দুঃখ সহিতে,
মরণ মঙ্গল হলেই বাঁচি ॥

রাগিণী ললিত—তাল কাওয়ালি।
ওহে ত্রিলোচন না দেখি মোচন।
চিরদিন করি কেমনে দুখসাগর সিঞ্চন ॥
কি সুখ সংসারে ভব, ওহে কান্ত ক্লান্ত ভব,
যাতনা বৈ ভব, আছে বৈভব আর কি এমন ॥
ভেবে দেখ সুরাদি সবার সম্পদ অতুল,—
তব সম্পত্তি ত্রিভুবনে কার নাহি অপ্রতুল,
জলধি মন্থন করে, নানা নিধি পায় অমরে,
কি জন্যে বা হর তুমি কর গরল গ্রহণ ॥

ঘুড়িয়ে যুগল পাণি, কহিছেন পিনাকপাণি,
ভবানী মোর বাণী একটা ধর।
উপায় আমার যায় ব্যর্থ, কিরূপে জানাব অর্থ,
ঘরের কাণ্ড বিবেচনা কর॥
পুত্রী আমার ভিক্ষে করা, তুমি গৃহিণী দশকরা,
ভোজনকালে দশ হাততেই চলে।
সদা শব্দ খাই খাই, দুটী শিশুর কসুর নাই,
একটীকে তো লম্বোদরই বলে॥
কিসে ব্যক্ত করি মুখে, ভোজনটা তাঁর বহ্নি-মুখে,
বল দেখি কিসে বলিব কটী।
আর একটী যে কুমার, বাপ চেয়ে বিদ্যালঙ্কার,
বাপের পঞ্চ তাঁর আবার মুখ ছ'টী॥
ভরসা ভিক্ষার ওদন, বাপ পোয়ে বাটী বদন,
তোমায় ধর্‌লে তিন পুঞ্জীর উপরে।
যাহা থাকে অবশিষ্ট, বাহনগুলি গুণবিশিষ্ট,
ময়ূর আর মূষিকে সাঙ্গ করে॥
পায় না খাদ্য মনোমত, তাইতে বৃষ কৃশ এত,
তৃণাহারে চিরকাল কাল কাটে।

কিসে করিব সুখের আশা,
যার ঘরেতে ভূতের বাসা,
তারে কি লক্ষ্মীর কৃপা ঘটে॥
শাস্ত্রে শুনি আর এক সূত্র,
পুরুষের ভাগ্যেতে পুত্র,
স্ত্রীর ভাগ্যে সম্পত্তি সঞ্চয়।
নারী বিশেষে এলে ঘরে, সংসারটী উথলে পড়ে,
ধন ধান্যে গৃহপূর্ণ হয়॥
সকলকে তো চিন্‌তে নারি,
এক একজন আছে নারী,
আসিবামাত্র স্বামীর মাথা খেয়ে।

তারপরেতে তার পুরী, আপনার উদরে পুরি,
বসেন তিনি অক্ষয়বট হয়ে॥
সকল আপদ গেল মিটে,
আলো ক'রে শ্বশুরের ভিটে,
আলোচেলের ষাড় ভাঙ্গেন আলক্ষ্মী।
আর যত হকু যার কপালে,
পাড়ায় কিন্তু তাঁর হাঁপালে,
পলাতে পথ পান না স্বয়ং লক্ষ্মী॥

আর পক্ষটা এম্‌নি তার, আর যদি থাকে কর্ত্তার,
গিন্নীর আসার সে আশা সব ভঙ্গ।
শেষ পতিকে ভিক্ষে করান,
সদ্য ভিটের ঘুঘু চরান,
শেষকালে সন্ধ্যার দফাও সাঙ্গ॥
আমার মরণ নাইকো যাই,
খেতে মাথা পার না তাই,
থাক্‌লে মৃত্যু এতদিন না রাখতে।
ভয়ে রয়েছি জড়সড়, ক'রে দ্বন্দ্ব বুকে চড়,
আরো বা কি আছে পোড়া বক্ত্রে॥
আর ক'র না দ্বন্দ্বতুল, ঘুচাতে ঘরের অপ্রতুল,
এই আমি ভিক্ষায় যাত্রা করি।
এনে তণ্ডুল বার মণ, তুষিব এবারো মন,
শুভমস্তু শীঘ্রং শুভঙ্করি॥
সয় না তোমার বাক্যবাণ, দেখি এবার ভগবান,
কৃপাবান্ হন কি না আমারে।
ভ্রমণ ক'রে ত্রিসংসার, এম্‌নি সুখের এ সংসার,
করিব যা আর নাহি ত্রিসংসারে॥
তুমি যেগুলি ভালবাস, পরিতে দিব ভাল বাস,
স্ত্রীধন সঞ্চয় করে দিব
দিয়ে দশখান গহনাগাঁটি,
সাজিয়ে দিব তোমার পাটী,
দুদিন বাদে দুঃখ নিবারিব॥
রব'না আর মন্দিরে, ব'লে ডাকেন নন্দীরে,
নন্দী রে সব কর আয়োজন।
সজ্জাগুলি সকল দেহ, ভস্মে দেহ সাজিয়ে দেহ,
করিব আজি ভিক্ষায় গমন॥

রাগিণী ললিত—তাল ঝাঁপতাল।

নন্দী চল চঞ্চল জীবন আর রব না বাসে।
সইতে নারি ভবানীবাণী রৈতে নারি কৈলাসে॥
সম্প্রতি সে শঙ্করীর যে দেখি বেবান্তরে,
রই কি সুখে ওরে নন্দী যাব আমি দেশান্তরে,
আসিব বাসে যদি কখন এ দুখ বিনাশে॥
ওরে ভার্য্যা যার বিবাদিনী, সদা অপ্রিয়বাদিনী,
তার যে দুঃখ তুল্য বাসে আর বনবাসে॥
আমি যানি সর্ব্বেশ্বরী মম সর্ব্বমূলাধারা,

ঐ যে ত্রিনয়নী এই ত্রিনয়নের নয়নতারা,
কৈ নন্দী তারা আমারে ভাল ভালবাসে॥

তখন, সজ্জা শিবের সত্বরে, গমন ভিক্ষার তরে,
নন্দী ভৃঙ্গী সঙ্গী হ'ল সবে।
এখানে কৈলাসপুরে, অভিমানী হয়ে ত্রিপুরে,
জয়াকে লয়ে যুক্তি করেন তবে॥
কহিছেন শুভঙ্করী, জয়া গো বল কি করি,
আমাকে ব'লে কত কটু বচন।
ক'রে একটা দ্বন্দ্বতুল, ঘুচাতে ঘরের অপ্রতুল,
ভিক্ষাতে গেলেন ত্রিলোচন॥
যে নারীর সুখ নাইক বাসে,
স্বামী যদি তার ভালবাসে,
স্বর্গবাসে প্রয়োজন কি আছে।
যে রমণীর প্রাণেশ্বর, সদা হানে বাক্যশর,
তার কি সুখ মরিলেই সে বাঁচে॥
সংসারে সুখ মাত্র নাই, পেটে অন্ন নাহি পাই,
বিষ-মাখা বচন তার পরে।
সকলি বিপদের গোড়া,আবার দেখ বিষম পোড়া,
গঙ্গা নামে সতীন একটা ঘরে॥
একে বধির তাতে অন্ধ, মনসা তাতে ধূনার গন্ধ,
একে সাগর তরঙ্গ আবার তাতে।
একে ত বাতিকের নাড়া,তাতে খাওয়ালে বিষবড়ী
উল্টা বাতাস উজান নৌকাতে॥
একে কুরূপা সীমন্তিনী,তায় আবার অসতী তিনি,
গলগণ্ডোপরে গণ্ডমালা।
একে ম'লো আঁতুড়ে ছেলে,
তায় আবার পুষ্করা পেলে,
একে গোদ তায় বিস্ফোটকের জ্বালা॥
একে অমাবস্যা যোগ, তায় ভরণী সংযোগ,
একে বলী তায় রাগটী প্রবল আছে।
একে কৃপণ তায় কটুভাষী,
একে জ্বর তায় জুটলো কাসী,
উচ্চে তাতে উঠেছেন নিমগাছে॥
যার যাতনা সেইত জানে,
আর সব দুঃখ সয়গো প্রাণে,
সতীন থাকলে নারীর বড় কষ্ট।

তুই সতীনে এত বিষ, সুধা দিলে হয়গো বিষ,
তিক্ত হয় সতীনে দিলে মিষ্ট॥
সতীনের বশ হলে পতি, এসংসারে কোন্ সতী,
সইতে নারে সদ্য জীবন তেজে।
কিম্বা নাশে সকল কষ্ট, পতির প্রাণটী ক'রে নষ্ট
সেও ভাল বিধবা হ'ল নিজে॥
আমি চড়েছি স্বামার বক্ষে,
আমার সতীন সেই দুঃখে,
উঠলেন পতির মস্তক উপরে।
স্বামী ত দেখি তারি বশ,কৈ দেখি নাই একদিবস
মস্তকের অন্তর করলেন তারে॥
শুনে জয়া বলেন শিবে,
এ দুঃখ তোমার কে নাশিবে,
মিছে কান্না কার কাছে বা কাঁদ।
অন্যে কি বলা সম্ভবে, দুঃখনাশিনী তুমিই ভবে,
তোমার ত নাই বিপদ সম্পদ॥
তমোগুণে উন্মত্ত হর, তুমি যদি তাঁর দর্প হর,
তার কি চিন্তে ওগো হর-অঙ্গনা।
ত্রিভুবনের অন্ন হরি, অন্নপূর্ণা মূর্ত্তি ধরি,
আজ কেন মা কৈলাসে ব'স না॥
শিব বেড়াবেন সারা দিবে,তাঁরে অন্ন কারা দিবে,
শেষ লবেন শরণ তোমার পায়।
দয়া ক'রে অন্ন দিলে, অপত্যা প্রাণ বাঁচালে,
তোমারি মহিমা বৃদ্ধি পায়॥
শ্রবণ ক'রে জয়ার যুক্তি, ভবে,জীবে দিতে মুক্তি,
অন্নপূর্ণা মূর্ত্তি ধরেন শিবে।
কৈলাসে ত্রিলোকবাসী,অন্ন ভিক্ষে করেন আসি,
অন্নপূর্ণা অন্ন দেন সবে॥
নিজালয় পরিহরি, আগত বিরিঞ্চি হরি,
দেখে রূপ হরিল চৈতন্য।
ব্রহ্মা বলেন নয়ন শুন, একবার মাকে দরশন,
ক'রে তুমি আপনি হও ধন্য॥

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল মধ্যমান।
দেখ রে নয়ন রূপমাধুরী।
বসিলেন মা অন্নপূর্ণা, অন্নপূর্ণা রূপ ধরি॥
অন্নাধার বাম ভুজে, দক্ষিণে দর্ব্বিকা সাজে,
অন্ন ভিক্ষে করেন আসি বিরিঞ্চি বাসব হরি॥

ষন্মুখে দুটী নন্দন, গজেন্দ্রাস্ত ষড়ানন,
কেঁদে বলে অন্ন দে মা অন্ন দে মা ক্ষুধায় মরি॥

ভবে মুক্তি দিতে জীবে, নির্ব্বাণদায়িনী শিবে,
ব্রহ্মাদি নির্ব্বাণগন লয়ে।
সকলে করেন ধন্য, স্বকরে পর্শেন অন্ন,
আপনি অন্নপূর্ণা হয়ে॥

হেথায়,—
পতিত ভ্রম অন্ধকারে ভ্রমণ শিবের ত্রিসংসারে,
ক্ষুধায় কাতর বেলাটা অতিরিক্ত।
যে দ্বারে গিয়ে দাঁড়ান, মুষ্টি ভিক্ষে নাহি পান,
ক্রমে হ'লেন অতিশয় বিরক্ত॥
বৃষটা কৃশ ক্ষুধায়, টলে পড়ছে বসুধায়,
চলে যেতে নারে একটী পদ।
সঙ্গীগুলো সবাই জ্বলে দগ্ধ হয় জঠরানলে,
বলে একি ঘটিল বিপদ॥
যেখানে যান ত্রিলোচন, সকলেরই এই বচন,
আজি বাড়াস্ত ফিরে আসতে হবে।
কি কব দুর্দ্দৈব শিব,তোমায় কি আজ ভিক্ষে দিব,
অন্ন জন্যে আমরা কাঁদি সবে॥
অন্নে গৃহ পূর্ণ ছিল, কে যেন আজ হ'রে নিল,
সপরিবার পড়েছি ঘোর পাকে।
মনে মনে দুঃখ পেয়ে, চলেন শিব রুক্ষ হয়ে,
অমরনগর ইন্দ্রলোকে॥
কে দিবে তায় ভিক্ষে আনি, দেখলেন শূলপাণি,
স্বর্গপুরে প্রাণী একটা নাই।
ক্ষুধানলে মর্ম্ম জ্বলে, ভাবেন নিজ কর্ম্মফলে,
দেখি একবার ব্রহ্মলোকে যাই॥
একে প্রাচীন অতিশয়, ক্ষুধাটা না অতিশয়,
তায় হয়েছে সারা দিনটে গত।
উদরটী তো যেন সিন্ধু, তায় পড়ে নাই জলবিন্দু,
ক্ষুধায় নয়নে দৃষ্টি হত॥
ব্রহ্মলোকে গিয়ে হর, বলেন ব্রহ্মা দুঃখ হর,
উপবাসী অতিথি কৃত্তিবাস।
ব্রহ্মাণী নাই নিজ বাসে, সপরিবারে কৈলাসে,
শিব বলেন আজ একি সর্ব্বনাশ॥
সবাই যে নেত্রমুদিলে,একটি মুঠো কেউ না দিলে
যেখানে যাই অমনি বলে ফিরো।

কার সনে বা করি দ্বন্দ্ব, স্বর্গপুরে দ্বার বন্ধ,
অন্নশূন্য দেখি ত্রিসংসার॥
বিধি যদি প্রতিকূল, কে দেয় যায় প্রতি কূল,
শেষকালে সুযুক্তি একটা ঘটে।
হদ্দ মুদ্দ দেখে যাব, একবার গিয়ে দুঃখ জানাব,
ত্রিলোকমাতা লক্ষ্মীর নিকটে॥
নন্দী বলেন সদানন্দ, যে দেখি ব্যাপারটা মন্দ,
চল কিন্তু আজ কিছু হবে না।
ভাগ্যে যদ জোর না ধরে, ডুব দিলে পর রত্নাকরে
রত্ন মাত্র পাবে না পাবে না॥
সুমেরুতে যদি যায়, দরিদ্র হরিদ্রা পায়,
সোণা লাভ প্রায় ঘটে না কপালে।
ফণীর শিরে মণির বাসা,
ল'তে কার না আছে আশা,
পাবে কি সে ভাগ্যে না থাকিলে॥
মূলকথা অদৃষ্ট ধর, কষ্টে ভূমি কর্ষণ কর,
হয় না শস্য সকলের সমান।
এটাও ত অদৃষ্টে করে, গাভী দেখ সকল ঘরে,
করে না সমান দুগ্ধ দান॥
করলে ভ্রমণ ভুবন চৌদ্দ,লক্ষ্মী ভিক্ষে দিবেন অদ্য,
মনে মনে স্থির করেছ শেষে।
এ কষ্ট আর কত দিবে, আজিকার মত দিবে,
না আঁচালে বিশ্বাস আর কিসে॥
শিব বলেন নন্দীরে শুন, সদাশিবশেষের গুণ,
না জেনে কর রে দ্বন্দ্ব বৃথা।
বিষ্ণুবক্ষে-বিলাসিনী, তিনিই ভবে দুঃখনাশিনী
ধনের অধিষ্ঠাত্রী ত্রিলোকমাতা॥
দয়া যদি করেন লক্ষ্মী, আমার মত কত অলক্ষ্মী,
দুঃখী এলেও দুঃখ যায় দূরে।
তার কাছে দুঃখ প্রকাশিব, বৈকুণ্ঠ করিতে শিব,
চলিলেন বৈকুণ্ঠ বিষ্ণুপুরে॥

রাগিণী ললিত—তাল একতালা।

ক্ষুধায় প্রাণ যায়, কমলা কোথায়,
ভিক্ষে দিয়ে রক্ষে কর গো জীবন।
ত্বদয়া বাঞ্ছিত, ক'র মা বঞ্চিত,
কর মা কিঞ্চিত কৃপা বিতরণ॥

ভ্রমে আমি ভ্রমণ কল্লেম ত্রিসংসার,
কেউ ত কৈ দুঃখ দেখলে না আমার,
তুমি যদি হর-দুঃখ হর সিন্ধুনন্দিনী গো,
কৃপাবিন্দু দানে তবে হও না কৃপণ॥
তুমি একবার কৃপাদৃষ্টি কর যায়,
ধন্য সেই ও তার দৈন্যদশা যায়,
তুমি দীনদয়ী দীন-দুর্গ তহারিণী,
দীন ব্রজমোহন তোমার লয়েছে শরণ॥

এইরূপ শিবের উক্তি, কমলা করিলেন যুক্তি,
আর কষ্ট দেওয়া অনুচিত।
হর-দুখ হরিবারে, আপনি বৈকুণ্ঠদ্বারে,
শিবের সম্মুখে উপনীত।
বিনয়ে কন আশুতোষ, মা আমারে আশু তোষ,
এলেম আমি চৌদ্দ ভুবন ঘুরে
পিপাসায় কণ্ঠশোষ, কিন্তু বড় আপশোষ,
মুষ্টিভিক্ষে কেউ দিলে না মোরে॥
এ যাতনা তুমি হরিবে, তুমি দুখ দূর করিবে,
দিবে কিঞ্চিৎ আশা ক'রে তাই আসা।
লক্ষ্মী বলেন ঈষদ হাসি, আমি র য়ছি উপবাসী
বলিব কি আজ আমার ঐ দশা॥
ভিক্ষা তোমায় দিতে চাই, গৃহ খুঁজে কিছু না পাই
কে হরিল একি সর্ব্বনাশ।
গৃহীর ত সব ধর্ম্ম গেল, আজ বাড়াতে ফিরতে হ'ল
শুনে শম্ভু তেজিলেন নিশ্বাস॥
বলেন ওগো হরিপ্রিয়ে, তুমি দুর্গতি হরিয়ে,
দিন দিনে স্থির ছিল দীনের মনে।
দিলে এমন ত্বরিত জবাব,
এত নয় মা তোমার স্বভাব,
এ ঘটনা আমারি কপালগুণে॥
ভাগ্যটা জোর চিরকালি, ঘরে গিন্নির গালাগালি,
তারাই পাগল করলে ত আমাকে।
মেয়ে লাথি সর্ব্বদা খাই, পায়ে প'ড়ে মন যোগাই,
দুটী ভার্য্যা কেউ মাথায় কেউ বুকে॥
ভাল ভেবে যে মহিষীরে,
আমি তুলে রেখেছি শিরে,
গর্জ্জনে তার এখন ব্যাকুল প্রাণ।
বক্ষে থাকেন রক্তকালী, খড়্গহস্ত চিরকালি,
তিনিত হা ক'রে বিশ্ব খান॥
বাহিরে যান এই দেখিলে,
মুষ্টি ভিক্ষে কেউ না দিলে,
ভাগ্যদোষে এগুলো সব ঘটে।
আটকপালে যদি চায়, সাগরটা শুকায়ে যায়,
অশনে পাষাণ অঙ্গ ফাটে॥
আমি ত শ্মশানে থাকি, ভস্মগুলো গায়ে মাখি,
আমার বাহন বলদ একটা বুড়া।
সব ঘটে এ ভাগ্য হতে, প'ড়ে আমার নয়নপথে
তুমি লক্ষ্মী হ'লে লক্ষ্মীছাড়া॥
বুঝা গিয়েছে ঠাকুরুণ, ফিরে ঘরে যাত্রা করুণ,
জানলেম তুমি দয়াময়ী যেমন।
কথা শুনে ঘুরেছে মাথা,
তুমিই আবার ত্রিলোকমাতা,
তুমিই আবার জীবকে দিবে ধন॥
এ যুক্তি দিয়েছে কেটা, দিত যদি মা আধপেটা,
সেও ভাল নয় বঞ্চিত নিতান্ত।
লক্ষ্মী বলেন ত্রিলোচন, কেন বল কটু বচন,
আমার কি দোষ তুমিত নিজে ভ্রান্ত॥
সিন্ধুকূলে বাস করো, কিন্তু হে পিপাসায় মরো,
হও দরিদ্র সুমেরুতে থাকি।
পাবলে না পদার্থ চিনতে, গব্যরসের কর চিন্তে,
কাম ধেনুকে নিজালয়ে রাখি॥
বলিব কি আর বারবার, ঘরে মতির কারবার,
মতি কিনতে ঘুরছো ভবের হাটে।
গৃহে যার পূর্ণমাসী, বল দেখি হে বারোমাসী,
সে কেন আঁধারে কাল কাটে॥
বরুণ বাসে বর্ত্তমান, পিপাসায় তেজ হে প্রাণ,
খুঁজে বেড়াও বিন্দুমাত্র বারি।
অরুণ তোমার হস্তগত তবে কেন আজি অসঙ্গত
শীতে কাতর হও হে ত্রিপুরারি॥

রাগিণী বেহাগ—তাল ঝাঁপতাল।

ত্তু তারাকান্ত কেন হলে সম্প্রতি।
কি ধন আশে কর ভিক্ষে কি তোমার অসঙ্গতি॥

কি মানসে হে ত্রিলোচন, ত্রিলোকে কর ভ্রমণ,
বল হে আমায়,
কার সাধ্য দুর্গা বিনে ঘুচাবে ভব দুর্গতি ॥
কেন বিফল চিন্তে, তাঁরে চিন্তে কর
চিন্তে রূপিণী সেই সতী।
বলে ব্রজমোহন দ্বিজ হৃদয় কৈলাসে নিজ,
মনমন্দিরে, দেখিবে যদি
জ্ঞানচক্ষে দেখ হে তবে পশুপতি ॥

লক্ষ্মী বলেন শঙ্কর, দুর্গতি ভয়ঙ্কর,
পাও কেন গমন কর, এখনি নিজবাসে।
ত্রিভুবনের অন্ন হরি, অন্নপূর্ণা রূপ ধরি,
অদ্য যে শুভঙ্করি, বলেছেন কৈলাসে ॥
চর ভিক্ষে কার কাছে কার ঘরে আর অন্ন আছে,
কেন তুমি কর হে মিছে, ত্রিলোকে ভ্রমণ।
আজি বড় উপসর্গ, শূন্যময় দেখ স্বর্গ,
করেছেন সুরবর্গ, কৈলাসে গমন ॥
ত্রিলোকবাসী উদয় যথা, আমারো নিমন্ত্রণ তথা,
বলতে তোমায় এ সব কথা, বাসে রয়েছি আমি।
বলেম বার্ত্তা শুভঙ্কর, সুযুক্তি যা হয় তা কর,
আমি কিন্তু শঙ্কর, হলেম অগ্রগামী ॥
কিন্তু যদি বাক্য ধর, কৈলাসেতে গঙ্গাধর,
তুমি গিয়ে তাঁর চরণ ধর, শরণ লও গে ত্বরা।
দয়া হলে অন্নদার, যেতে হবে না অন্য দ্বার,
অন্ন চিন্তে এ তোমার, যাবে হে তাঁর দ্বারা ॥
ক'রে এই মন্ত্রণা দান, কমলা কৈলাসে যান,
পশুপতি চৈতন্য পান, সত্বরে গমন।
ভবনে গিয়ে দেখেন ভব, বাসব কেশব সব,
কৈলাসে করি উৎসব, করিছেন ভোজন ॥
কত ব্রহ্মা হরিহর, কত শত দিবাকর,
সুধাকর রত্নাকর, কৈলাসেতে কত।
পতিত অন্নদার পায়, দেন তিনি অন্ন কৃপায়,
উদর পূরে অন্ন পায়, ত্রিলোকের জীব যত ॥
ভাসে বক্ষ নেত্র-নীরে, ভব কন ভবানীরে,
হে শঙ্করী সন্ন্যাসীরে, কেন এত কুপিতে।
সকলে বিলায়ে অন্ন, সকলে করিলে ধন্য,
আমি কি এত অধন্য, আমাকেই বঞ্চিতে ॥

অন্ন দেহে অন্ন দেহ রাখ মোরে কৃপায় পায়।
তাই কর হে দুর্গে আমার এ দুর্গতি যায় যায় ॥
ক্ষম অপরাধ পদে বিনয় শঙ্করী করি।
এ দুখসাগরে তুমি দিলে চরণতরী তরি ॥
শুনি বেদাগমে তোমার
নাই হে কৃপায় পার।
যে ডাকে দুস্তারে ভবে
ঘটেত নিস্তার তার ॥
জানিলে ভজন অনায়াসে
ভবে ত্রাণ পায় তারা তারা।
মজিলে ও পায় ভবের উপায়
পায় যে ভবদারা দারা ॥
ভবে আজ করিতে কৃপা
কেন এত কৈতব তব।
দিনে দিন না দিলে কৈ হে
নামের গৌরব-রব ॥
কার সাধ্য তোমার মহিমা
প্রকাশিবে শিবে।
কি জানি কোন্ রূপে কখন
কারে সুখের দিবে দিবে ॥
কি জন্য পতিত রাখ অকৃপা জঞ্জালে জালে।
কাল গত করিবে কৃপা
আর কত কালে কালে ॥

রাগিণী সিন্ধু—তাল একতালা।
তুমি কত রূপ ধর বিশ্বরূপে
মহিমা কিরূপ কে জানে।
আদ্যাশক্তি হে তোমার, শক্তি চমৎকার,
বর্ণ পরাজিত কিঞ্চিত বর্ণনে ॥
একবার হয়ে দক্ষবালা করলে কত খেলা
বিদিত আছে সে সব বেদ পুরাণে।
মহাবিদ্যারূপে বিশ্ব মোহ কর ওহে বিশ্বোদরি,
আবার কারণবারি ভব নিস্তার কারণে ॥
কারে দীন দরিদ্র কর, কারে রাজ্যেশ্বর
কর তুমি কৃপাবিন্দু দানে।
দীনের দিন যে গত, সুদিন দিবে কবে
ও দীনদয়াময়ী,
ব্রজমোহন ভীত দিনেশাত্মজ শমনে ॥

কাতর দেখে পঞ্চাননে, পঞ্চত্বহারিণীর মনে,
হ'ল কিঞ্চিৎ দয়ার সঞ্চার।
করুণা কটাক্ষে চান, মহাকালে অন্ন দান,
করিতে বাসনা অন্নদার॥
সঙ্গিনীরে বলেন জয়া, এক্ষণে কিঞ্চিৎ দয়া,
ভোলানাথে করিলে ভাল হয়।
তমোগুণ হয়েছে নষ্ট, যথেষ্ট পেয়েছেন কষ্ট,
আর যাতনা দেওয়া যুক্তি নয়॥
যেটা আমাদের মনোগত, শেষ হবেন শরণাগত,
তাই হয়েছেন তবে দুখ আর কেনে।
ব'লে কৃপাদৃষ্টি শিবে, ডেকে অন্ন দেন শিবে,
শিবের ভোজন সঙ্গিগণ সনে॥
সঘৃত পলান্নে হাতা, পূর্ণ করি ত্রিলোকমাতা,
করেন প্রদান ত্রিলোচনের করে।
গ্রহণ অঞ্জলি পাতি, আশুতোষ সন্তোষ অতি,
পরিতোষ পবিত্র অন্নাহারে॥
অমৃতে ঘটে বিকার, ব্যঞ্জন নানা প্রকার,
পায়সান্ন পিষ্টক আস্বাদে।
শিব বলেন এই ধন্য দেহ, দেহ দুর্গে আর দেহ,
হয় না নিত্য নিবারণ আমোদে॥
স্বকরে দেন ত্রিপুরে, ভূতগণে খায় উদর পূরে,
বলে এ যে অপূর্ব্ব রন্ধন।
ত্রিলোকের লোক ভোজন করে,
অন্নশূন্য হয় না ঘরে,
মা আমাদের বেঁধেছেন কখন॥
ঘটে কি অন্যের সাধ্যে, মা দেখ পলকের মধ্যে,
পাক করেছেন পঞ্চ শতী ব্যঞ্জন॥
রন্ধনের তুলনা নাই, সুধা পেলে শুধাহনে ভাই,
ইথে পাই আশ্চর্য্য আস্বাদন॥
গৃহকার্য্যে যেমন দড়, মা দেখি র'ধুনীও বড়,
বাবার তবু নাইকো মিষ্টবাণী।
মাকে বলেন সদানন্দ, সুখ দেননা সদানন্দ,
সৌভাগ্যে কিরূপ হয় না জানি॥
বিবেচনা খুব সূক্ষ্ম আছে,
গুণবতী নাই মায়ের কাছে,
দোষের মধ্যে দয়াটা নাই তত।
দয়াময়ী হইলে মাতা, নিজ পুত্রের গজমাথা,
ওঁার দয়ায় এত দিন তো যেত॥

এখানে পরম যোগী, আপনি হয়ে উদ্যোগী,
অন্নদার চরিত্রে লেখেন তন্ত্র।
যাতে জীব মোক্ষ পায়, সাধনার সদুপায়,
রচিলেন কবচ বীজ মন্ত্র॥
ভাবেন মনে নানারূপ, অন্নপূর্ণার এ যে রূপ,
গোপনে হৃদয় মাঝে রাখি।
এ তত্ত্ব কারে না দিব, তত্ত্বময়ী আরাধিব,
আপনি যোগে মন যোগায়ে থাকি॥
আবার একটী ভাবোদয়, ভাবেন এ সুযুক্তি নয়,
তাতে জীব মুক্তি কিসে পায়।
আপনি না করে গোপন,স্থানবিশেষে করলেস্থাপন,
হবে জীবের চরমের উপায়॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল একতালা।

আমি গোপনে, রাখলে এ ধনে,
একপ পারিবে না ত কেউ আর চিন্‌তে।
তবে থাকবে, গোপন ভাবে,
অন্নপূর্ণার গুণ যে অসীমা অপার মহিমা,-
কিসে যাবে তবে জীবের ভবের চিন্তে॥
মহতের স্বগুণে হীন ধন্য হয়,
পরশে পরশী লোহা স্বর্ণময়,
অন্নপূর্ণা কৃপাদৃষ্টি করেন যায়,
চরমে সে পারে শমন জিন্‌তে॥
ভ্রম ভবের হাটে যাদের হয় ভ্রমণ,
মিছে করে তারা কি ধন আকিঞ্চন,
চল চল ব্রজমোহন মোক্ষধন,
হাটক-বরণীর হাটেতে কিনতে॥

করিতে জীবের উপকার,শিবের চিত্তে এ প্রকার,
শেষ করেন মন্ত্রণা মনে মনে।
সাধারণের কষ্ট হরি, অন্নপূর্ণা স্থাপন করি,
এমন স্থান তো না দেখি ভুবনে॥
ভাবছেন রজতগিরি বরণ,হঠাৎ মনে হৈল স্মরণ,
কাশী ত পৃথিবীর মধ্যে নয়।
পুণ্যভূমি বারাণসী, বেষ্টিত বরুণা অসী,
যার সঙ্গে জাহ্নবীর যোগ রয়॥

দয়া তুল্য নাহি ধর্ম্ম, দান তুল্য নাহি কর্ম্ম,
বটতুল্য ছায়া ত আর নাই।
তুলসী তুল্য ক্ষুদ্র তরু, মাতা তুল্য নাহি গুরু,
শুকতুল্য পক্ষী ত না পাই।
পারিজাত তুল্য নাহি ফুল, দ্বিজতুল্য নাহি কুল,
সন্তান তুল্য নাহি আর মায়া।
গঙ্গা তুল্য নাহি জল, মোক্ষ তুল্য নাহি ফল,
সাবিত্রী তুল্য নাহি যে আর জায় ॥
অণু তুল্য নাহি সূক্ষ্ম, ভিক্ষে তুল্য নাহি দুঃখ,
চক্ষু তুল্য দেহে নাই আর সার।
অগ্রাণ তুল্য নাহি মাস, স্বর্গ তুল্য নাহি বাস,
বিদ্যা তুল্য ধন নাই কে আর ॥
কার্ত্তিক তুল্য রূপবান্‌, অন্ন তুল্য নাহি দান,
রাম তুল্য না দেখি আর নাম।
হীরা তুল্য নাহি ধার, শৈল তুল্য নাহি ভার,
তেমনি নাহি কাশী তুল্য ধাম ॥
ব'লে বিশ্বকর্ম্মা শরণ, সে আসি ধরিল চরণ,
গঙ্গাধর বলেন ধর পান।
স্থাপন করিব অন্নদায়, কাশীতে তুমি ত্বরায়,
কর পুরে প্রতিমা নির্ম্মাণ ॥
শুনে ব্রহ্মার সুত চলে, আপনার যোগবলে,
যোগাযোগ করিল ত্বরা করি।
শিব আজ্ঞে অনুসারে, বিশ্বকর্ম্মা কর্ম্ম সারে,
নির্ম্মাণ হিরণ্ময় পুরী ॥
সব কার্য্য সমাপন, এখন হয়ে ব্যাকুল মন,
মাকে করি কিরূপে নির্ম্মাণ।
এ নহে সামান্য দায়, কি পদার্থে অন্নদায়,
গড়িব তার না পাই সন্ধান ॥
হিরণ্য কিম্বা রজত, মহারত্ন আর যত,
সব দেখি সামান্য বস্তু মাত্র
ভেবে উপায় নাহি পায়, অমনি গঙ্গাধর পায়,
ধ'রে বলে কি হবে ত্রিনেত্র ॥
অনুমতি দিলে বামনে, শশধরে ধরে কেমনে,
পঙ্গু কি লাঙ্ঘতে পারে গিরি
ভেক হয়ে কোন বুদ্ধে, নাগের সহ লাগে যুদ্ধে,
করী কি জয় করিবে কেশরী ॥
কথাটা বড় দুষ্কর, হাতুড়ে বৈদ্যকে কয়,
কুষ্ঠ রোগের চিকিৎসায় নিযুক্ত।
তার সাধ্যে হয় কি কভু, বোবাকে কেমনে প্রভু,
বেদের কথা কহিতে বল ব্যক্ত ॥
এ কথন তার কর্ম্ম, চণ্ডী পাঠের সার মর্ম্ম,
জিজ্ঞাসিলে চণ্ডাল অজ্ঞানে।
পতঙ্গ কি ধরে বল, মাতঙ্গ মারিতে বল,
শুনে যে আতঙ্ক হয় প্রাণে ॥
কথা কি বলিব অন্যে, শালগ্রাম সেবার জন্যে,
আজ্ঞা প্রদান করিলে রাখালে।
ক্ষুদ্র তরী সিন্ধু পারে, কভু কি যাইতে পারে,
খুঁএ তাঁতিকে তসর বুনতে দিলে ॥
ছাগে পারে কি বাঘে জিন্‌তে,
মুদী পারে কি মাণিক চিন্‌তে,
কালা কি সঙ্গীতের স্বাদ পায়।
এ ঘাট নাই কুত্রাপি, পঞ্চম পাপের পাপী,
শশধরে সর্পবাসে যায় ॥
তুমি দিলে যে অনুমতি, আমি গড়িতে মায়মুরতি
অগ্রেই দেখি বড় বিপদ ঘটে।
গড়িতে চরণ শঙ্কা মানি, পদার্থ না পাই ভুবনে,
রক্ষি স্বামি উদ্ধার এ সঙ্কটে ॥

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল একতালা।

চরণ ধরি গঙ্গাধর, আর দেহ যন্ত্রণা ॥
করি কি দিয়ে নির্ম্মাণ মায়ের চরণ,
এ সংসারে কৈ তার পদার্থ পেলেম না ॥
ভাবলেম পদতলে দিব হেরূপ ভানু,
ভানু কেন্তু রাহুর উচ্ছিষ্ট ঘৃণিত নাহি কার্য্য নাই,
রক্তোৎপল ছিল নীরে তুললেম তারে
কিন্তু দেখলেম পদতলের নহে তুলনা ॥
নখর নির্ম্মাণে চাঁদে লক্ষ্য করি,
কিন্তু দেখি পূর্ণমাসী পরে শশীর হয় কলাক্ষয়,
আবার কলঙ্ক যে চাঁদে সে চাঁদ দিয়ে
কিরূপে নিষ্কলঙ্ক চাঁদে গড়ি বল না ॥

শুনে কন দিগম্বর, আমি তোমারে দিলেম বর,
যেরূপ পার কর রূপ নির্ম্মাণ।
নিজ গুণে অন্নপূর্ণা, তাতে হয়ে অবতীর্ণা,
হবেন আসি কাশীতে অধিষ্ঠান ॥

ভক্তি করলে মুক্তি ঘটে,
তিনি আছেন তো সর্ব্বঘটে,
ভক্তিতে তাঁর বিল্ববৃক্ষে বাস।
পাবে দেখা ভক্তিফলে, আমি জেনো ভক্তিবশে
করিব মূর্ত্তি কাশীতে প্রকাশ ॥
হর আজ্ঞা লয়ে শিরে, হরিষে হর মহিষীরে
গড়িল বিশাই যথাসাধ্য।
কনকে নির্ম্মিত কায়, পান পাত্র দর্ব্বীকায়,
সাজায় যুগল করপদ্ম ॥
শিবকে করি সমর্পণ, স্বস্থানে করে গমন,
শিব বলেন সব হয়েছে সম্পূর্ণ।
অমনি যোগে বসেন ত্বরায়, চৈতন্যরূপিণী তারায়,
সচৈতন্য করিবার জন্য ॥
কিছুদিন করিলেন কষ্ট, পরে তার শুভাদৃষ্ট
দৈববাণী কহিলেন ভবানী।
কেন যাতনা দুষ্কর, প্রতিমা স্থাপন কর,
আমার দয়া হইবে আপনি ॥
যোগমায়ার এ বচনে, জন্মিল সাহস মনে,
কাশীতে গমন করেন কৃত্তিবাস।
শুভদিন করেন লক্ষ, অষ্টমী যোগ শুক্লপক্ষ,
বসন্তের দ্বিতীয় চৈত্র মাস ॥
অন্নদার এই পূজার দিন,
পূজা করিবে যে সব দীন,
দীন রবে না হবে রাজ্যেশ্বর।
ধনধান্যে পূর্ণ গৃহ, রবে না বশুন্য গ্রহ,
করিবেন দয়া শঙ্করী-শঙ্কর ॥
এখানেতে ত্রিলোচন, ত্রিলোকের দুঃখমোচন,
কাশীশ্বরীর প্রতিমা প্রকাশিতে।
করিয়ে উদ্যোগ সব, দেবগণে করি উৎসব
দিলেন বার্ত্তা কাশীতে আসিতে ॥
পাইয়ে শিবের পত্র, না করি বিলম্ব মাত্র,
ব্রহ্মা এলেন ব্রহ্মলোক ত্যজে।
অরুণ বরুণ জলধর, বিধুধর কি শশধর,
ভূধর-নন্দিনীর বাসে সাজে ॥
বলেন সবে চঞ্চল চল রে জীব কাশীতে।
ভব রাজ্যে ভবভার্য্যে, ভবচিন্তা নাশিতে ॥
বসেছেন মোহিনীরূপে মহিমা প্রকাশিতে।
মহাকাল মহিষী মা সদা কাল শাসিতে ॥
শুনেছ করিলে ভক্তি মুক্তি তায় কাশীতে।
ভাব রে ভবানী ভবে আর হবে না আসিতে।
কেন প্রাণ হারাবে সে কালের কাল ফাঁসীতে
করি রে বারণ আর দিওনা শত্রু হাঁসিতে ॥
না চিনে পদার্থ চাও কি অর্থ ভালবাসিতে।
কেন অন্ধকারে আর চল রে পূর্ণমাসিতে ॥
কাশীবাসীর কাছেরে কি ছার স্বর্গবাসীতে।
ভবে মুক্তি পাবে মন রাখো মুক্তকেশীতে
দিয়াশ না জ্ঞাননেত্র ভ্রমে পাপরাশিতে।
চল বারাণসী ধামে অন্নদা উপাসিতে ॥

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল মধ্যমান।

চল রে জীব চল কাশীতে।
মা হলেন অন্নদা কাশীধামে
দীনের দুখ নাশিতে ॥
বিষয় কণ্টকারণ্যে,
জ্ঞানহীন চিরদিন ভ্রমণ কি জন্যে,
আনন্দকানন চল আনন্দনীরে ভাসিতে।
হও রে ব্রজমোহন জ্ঞাত,
পার যদি কাশীতে কর্ত্তে জীবন গত,
ভবের আজ্ঞা আছে
ভবে হবে না রে আর আসিতে ॥

কাশীতে আসি দেবতারা, তারা চরণে সঁপে তারা,
আপনারে ধন্য জ্ঞান করে।
বলে কি করুণা মার, দেখ মূর্ত্তি প্রতিমার,
অপরূপ নয়নে না ধরে ॥
সুরপতি কহিছেন বচন, আমার তো সহস্রলো চন,
হেরে তবু না হয় সাধ পূর্ণ।
ব্রহ্মা বলেন করে খেদ, আমার মুখে জন্মে বেদ,
কিন্তু রূপ বর্ণিতে না পাই বর্ণ ॥
হেথা ব্যস্ত শূলপাণি, পূজার দ্রব্যাদি আনি,
আপনি করেন আয়োজন সব।
শিবের শাস্ত্রবিহিত, ব্রহ্মা হয়ে পুরোহিত,
পূজেন পদ করিয়ে উৎসব ॥
সাঙ্গ হোম বলিদান, করেন ...
বাসব কেশব আদি সুরে।

নারদাদি ঋষি সর্ব্বে, অন্নদা প্রতিষ্ঠাপর্ব্বে,
মার গুণ গান আসি কাশীপুরে ॥
সন্তুষ্টা দেবতার স্তবে, দেবীর বরদান তবে,
বলেন শুন শুন ত্রিলোচন।
মূল কথা বলি তোমায়, এইস্থানে এই প্রতিমায়,
আবির্ভাব আমার সর্ব্বক্ষণ ॥
কলি করিলে আগমন, পুরীটী হবে অদর্শন,
কিন্তু এরূপ কৃপা রবে আমার।
যার মৃত্যু এই ধামে, তুমি তারকব্রহ্ম নামে,
তারে যে তারিতে লহ ভার ॥
মম আগমন জন্য, এস্থান হইল ধন্য,
ধরা ধন্য এ স্থান পরশে।
লয়ে জীব কলুষরাশি, আসিলে নাশিবেন কাশী,
কাশীতে ম'লে সে যাবে কৈলাসে ॥
অন্নদা দিলেন বর, সহদেব দিগম্বর,
অতি কাতরে ধরিলেন চরণ।
বলেন ওহে শবাসনা, আমাদের যে স্ববাসনা,
পূর্ণ কর করি নিবেদন ॥
কৃপায় যদি রাখলে পদে,তবে আমাদের এ বিপদে
হে শিব সম্পদে কর ত্রাণ।
সেটা আমাদের মুখ্য দায়, ব'লে সবে মোক্ষদায়,
মনোগত বৃত্তান্ত জানান ॥

রাগিণী ললিত—তাল ঝাঁপতাল।
করিলে যদি করুণা তবে কর তবে দীনের উপায়।
কাশীবাসীতে সদা অন্ন পায় যেন তব কৃপায় ॥
ছিল না মনে এমন দীনে এমন কৃপা করিবে,
তব পরশে কাশী কাশীনাথ ধন্য হ'ল শিবে,
কাশীবাসী জীবের যেন না থাকে অন্ন দায় ॥
যেমন শিরোপরে থাকিলে মণি,
গৌরবে থাকে সে ফণী,
এ কাশীর মহিমা তেমনি তোমারি মহিমায়।
দ্বিজ ব্রজমোহন বলে ভাব চন্দ্রচূড়ে চিতে,
কাশীধামে অন্নদা যদি সদা রহিলেন বিরাজিতে,
তুমি তবে সতত থাক শ্রীচরণসেবায় ॥
সমাপ্ত।

রামায়ণ।

শ্রবণে নিষ্পাপ নর, রামলীলা সুধা সোদর,
জীবের নিস্তার ভবভয়ে।
হরিতে অবনীর ভার, হরি হন অবতার,
রঘুবংশে চারি অংশ লয়ে ॥
রাক্ষসবংশ নাশিতে, সুর-কষ্ট বিনাশিতে,
ভক্তে তুষিতে ভগবান।
সঙ্গে লয়ে কমলায়, মর্ত্ত্যে মানবলীলায়,
আপনি হলেন অধিষ্ঠান ॥
ধনে যিনি ধনেশ্বর, অযোধ্যার অধীশ্বর,
সূর্য্যবংশে দশরথ রাজা।
বংশেতে সন্তান নাই, সদাই সন্তাপ তাই,
পুত্রার্থে করেন দেবপূজা।
ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিবরে, যজ্ঞেতে বরণ ক'রে
করিলেন অশ্বমেধ যজ্ঞ।
সুমন্ত্রের মন্ত্রণায়, পুত্রলাভ বাসনায়,
আনিলেন অনেক সুবিজ্ঞ ॥
ন চ দৈব পরং বল, ফলিল যজ্ঞের ফল,
ও হে চরু উদ্ভব হইল।
ভূপতির সীমন্তিনী, সুখে তারা তিন সতিনী,
ভক্তিভাবে ভোজন করিল ॥
তাহাতে গর্ভ সঞ্চার, ক্রমেতে হৈল প্রচার,
করেন মঙ্গলাচার যত।
স্বর্গে থাকি সুরগণে, পরস্পর শুভ গণে,
আনন্দ উৎসব-করে কত ॥
ইন্দ্রাদি কন বচন, হেতু দুর্গতি মোচন,
জন্মিলেন কমললোচন।
হৈল শুভ সূত্রপাত, হইতে শত্রু নিপাত,
রাম হতে নির্ব্বংশ দশানন ॥
কেন চিন্তা অধিক আর, পাবে স্বর্গ অধিকার,
এ বিকার হবে নির্ব্বিকার।
সমূলে নাশিতে শত্রু, হলেন দশরথ পুত্র,
ব্রহ্মাণ্ডের জীব পুত্র যার ॥

রাগিণী বাহার—তাল একতালা।

কর হে বারণ, কর কি কারণ,
বিফল ভাবনা আর।
বিনাশিতে অরি, গোলোক পরিহরি,
হরি হ'লেন অবতার॥
দুঃখানলে সদা কলেবর দগ্ধ,
গেল গেল সেদিন সু'দিন উদয়,
হয়ে কৃপাবান্ নি লেন ভগবান,
এতদিনে দীনের ভার।
যদি হরি এবার হ'লেন অনুকূল,
পাব আমরা অকূল সাগরেতে কূল,
সমূলে নির্ম্মূল হবে রিপুকুল,
তিনি কুলের মূলাধার॥

হেথায় কৌশল্যা কৈকয়ী আর,
সুমিত্রা আদি রাজার,
তিন রাণী আছেন গর্ভবতী।
হরি হয়ে চারি অংশ, তিন গর্ভে অবতাংশ,
সুখে মগ্ন অযোধ্যা বসতি॥
ক্রমে হল পঞ্চমাস, পঞ্চামৃত অভিলাষ,
সমাপ্ত হইল সুখান্তরে।
নয় মাসে দিলেন সাধ, পূর্ণ হয় মন সাধ,
প্রসবের কালাগত পরে॥
দশমাস দশ দিনে, শুভলগ্ন শুভক্ষণে,
ভূপতির ফলিল অদৃষ্ট।
বসন্তের চৈত্র মাস, শুক্লপক্ষ সুপ্রকাশ,
নবমীতে ভগবান ভূমিষ্ঠ॥
প্রেমানন্দে যত ধনী, সুখে দেয় হুলধ্বনি,
ধরা কম্পে শঙ্খের ধ্বনিতে।
বার্ত্তা পেয়ে দশরথ, পূর্ণ করেন মনোরথ,
দীন জনে তুষিলা দানেতে॥
তদপরে দুই তনয়, সুমিত্রা রাণীর হয়,
কৈকয়ীর হইল একটী সুত।
ভূপতির পুত্র চারি, সবে সুলক্ষণধারী,
রূপে রতিপতি বিনিন্দিত॥
তখন প্রতিবাসী যত কামিনী, হইয়ে গজগামিনী,
উদয় হইল রাজপুরে।
বালকে করিতে দৃষ্ট, সকলে পুলকাবিষ্ট,
মহা হৃষ্ট সূতিকামন্দিরে॥
নয়নে করেন নিরীক্ষণ, ছেলে সর্ব্ব সুলক্ষণ,
রাজার লক্ষণ সব অঙ্গে।
কোন ধনী কয় ওগো রাণী, কর কি সন্তানের খানী,
অপরূপ রূপের প্রসঙ্গে॥
রাণীগো তবে জানাই, ছেলের কোন খুত নাই,
টানা টানা চক্ষু দু'টী ভাল।
নাকটী খুব টীকল যেন, কান দুটী অতি সুবেশ,
মস্তকে ক রছে কেশ আলো॥
সুদৃশ্য অঙ্গুলিগুলি, যেন ননীর পুতলী,
হস্ত পদ অতি শোভা পায়।
কত ইষ্ট আরাধনে, পেয়েছ অভীষ্ট ধনে,
বলি তাই কৌশল্যা তোমায়॥
করি মৃদু মৃদু ধ্বনি, কহিছেন কোন ধনী,
হবে না কেন রাজার ঘরের ছেলে।
যার আছে লক্ষ্মীর দৃষ্টি, সকলি লক্ষ্মীর সৃষ্টি,
ঘটে বিঘ্ন লক্ষ্মীছাড়া হলে॥
বীজে যেমন থাকে ফল, বৃক্ষে ফলে তেমনি ফল,
এ কথা বিফল নাহি হয়।
এ বিষয়ে এই ঠিকানা, বীজ যদি থাকে লো কাণা
হবে কেন সুফল উদয়॥
হাসি হাসি কোন রমণী, রাণীরে কহেন অমনি,
পুণ্যবলে পেলে এ সন্তান।
উদরে ধরেছ যাঁরে, সামান্য না ভাবি তাঁরে,
পুণ্যবতী কে তব সমান॥

রাগিণী সুরট—তাল কাওয়ালি।

কি পুণ্যফলে কোলে পেলে গো সন্তানে।
রাণী এ তনয়, সামান্য ত নয়,
রূপের মাধুরী আহা মরি কি সুন্দর কায়,
নব দুর্ব্বা দল রূপে জিনিল নবঘনে॥
অরূপ এ নিধি কেমনে বিধি গড়িল,
মরি কি নির্ম্মল হেরে নয়ন জুড়াইল,
ধরেছে শিশু অধরে, কত শত শশধরে,
উদরে ধরেছ তুমি ধন্যা এ ভুবনে।
মরিল মরিল আজি রূপে মন হরিল,
বাসনা মনেতে শিশু পুনঃপুন হেরিল,

নয়নে না ধরেলো কেমনে পাশরি লো,
স্বরূপ রূপ না হেরি জগজনে ॥

এইরূপে রমণীগণ, আনন্দে হয়ে মগ্ন
সঙ্গেতে লয়ে স্বগণ সবে গৃহে যায়।
জননীর কোলে বাস, করিছেন শ্রীনিবাস
ক্রমে ক্রমে সুপ্রকাশ হন সুতকায় ॥
ছয়দিনে করেন রাজা, কুলাচার শেষে পূজা
ক্রমে ক্রমে ষষ্ঠীপূজা হইল সমাপন
সুতের কল্যাণ জন্য, ভাণ্ডার করিয়ে শূন্য
দানে ধন্য দৈন্য করেন রাজন ॥
সপ্ত মাস শুভদিনে, দিলেন অন্ন দশে
রাখিলেন শুভক্ষণে নামটী শ্রীরাম
শত্রুঘ্ন লক্ষ্মণ, সুমিত্রার দুই নন্দ
কৈকেয়ীর সুতে রাজন দিলেন ভরত নাম।
ক্রমে গত পঞ্চবর্ষ, শ্রীহরি হইয়ে হর্ষ
শিশুগণে সঙ্গে প্রকাশ করেন বাল্যলীলা
রাম সঙ্গে লক্ষ্মণ, সুপ্রেমে বিলাস
ভরত আর শত্রুঘ্ন একত্র মিলিলা ॥
রামকে হেরে নরপতি, সদাই উল্লাস মতি
ভাবেন বৈকুণ্ঠপতি উদয় আমার ঘরে।
যে জন বিশ্বের জনক, হয়েছি আমি জনক।
এর বাড়া আর সুখজনক,
কি আছে আর সংসারে ॥
পুত্র পেয়ে ভূপতির, চক্ষে ঝরে প্রেমনীর
বলেন বাছা রঘুবীর যেওনা দূর নাহিরে
অন্ধমুনির আছে শাপ, পুত্রশোকে পেয়ে তাপ
যাবে আমার এ পাপজীবন সংসারে ॥
সদা রাখেন নেত্রে নেত্রে, প্রাণাধিক প্রিয় পুত্রে
কি জানি বা কোন্ সূত্রে কি বিপদ ঘটে
জীবনের অধিক যত্ন, [illegible]
সতত মহারত্ন রক্ষিত নিকটে ॥
কৌশল্যা বলেন রাম, বলি তোরে গুণধাম
খেলা কর নিজধাম যেও না অন্যস্থান।
আমার কপাল মন্দ, মনে হয় [illegible]
ঘটে বা কোন বিবন্ধ থাক সাবধানে
ওরে নয়নের পুতুলী, লয়ে সুবর্ণ পুতুলি,
খেলা তোমরা সবে মিলি অঙ্গনে [illegible]।
তুই আমার অমূল্য হীরে, তাই বাছা তোরে কহি রে
এসেছে আজি বাহিরে ছেলেধরা একজন ॥
তোমরা যদ্যপি যাবে, অমনি ধরে লয়ে যাবে,
আপনার প্রাণ সঁপাবে কে করবে রক্ষে।
বাহিরে আছে জুজু বুড়ি, হরেছে ছেলে কত বুড়ি
যেও না আর কারো বাড়ী, থাকরে সমক্ষে ॥
কত শত্রু পায় পায়, গহনা নানা আছে গায়,
ঘটিবে বিষম দায় ডাইনে দৃষ্টি দিলে।
তোমরা ভাই চারিজনে, খেলা কর নির্জ্জনে,
যেওনা রে অন্যস্থানে বিপথে পথ ভুলে ॥

রাগিণী [illegible]—তাল একতালা।
খেল রে অঙ্গনে ও রাম নয়নতারা।
বাছা দুখিনীর ধন, এদেহের জীবন,
না হেরিলে তোরে হই যে সারা ॥
যেওনা প্রাণ হরে আমি রে প্রাণ তোরে,
রেখে স্বপন স্বরে হই অধীরা।
না হেরিলে তোর আকার, ভুবন অন্ধকার,
যায় না প্রাণে আর ধৈর্য্য ধরা ॥
[illegible]
মনের বেদন আমি হই পাগলা।
আয় রে অঞ্চলের নিধি, অঞ্চলেতে বাঁধি,
[illegible] ॥

এইরূপে অযোধ্যায়, যোগিগণ যাঁরে ধ্যায়,
দশরথ ভবনে ভগবান।
করি মাতৃস্তন পান, ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পান,
শুক্লপক্ষ শশী সম সমান ॥
যে জন জগৎভয়, সুরেন্দ্র যার করে ভয়,
যার ভয়ে সভয় মৃত্যুপতি।
তাহারে কৌশল্যা রাণী, কহেন ভয়যুক্ত বাণী,
বাৎসল্য ভাবেতে স্নেহ অতি ॥
হয়ে বাল্য লীলাধীন, গত হইল কত দীন,
হরি বস প্রাপ্ত দশবর্ষ।
শ্রবণ করহ তত্র, মহামুনি বিশ্বামিত্র,
অযোধ্যায় যান হয়ে হর্ষ ॥
ব্রহ্মাদি দেবের ধন, হেতু রাক্ষস নিধন,
অবতীর্ণ দশরথগৃহে।

হেরিতে শ্রীরাম পদ, ভাবে হয়ে গদগদ,
আপনায় ম কে মুনি কহে ॥
শুন ওরে মন ভ্রান্ত, রিপু রসে হও ক্ষান্ত,
চল করি পথ প্রান্ত, হেরিতে কমলাকান্ত;
রহ কেন অশান্ত, অদ্য কিবা শতান্ত,
হবে তব জীবন স্বত্ত, যদি হও গুণবন্ত,
অথবা অতি শ্রীমন্ত, তবু সঙ্গে নরকান্ত,
অতএব বলি শোন্ত, নিকটে এলো দুরন্ত,
কাল পেয়ে সে কৃতান্ত, মজিলে তুমি নিতান্ত,
কালে কে করিবে শান্ত, যদি হবে সে ভ্রান্ত,
স্থির চিত্তে অতি প্রান্ত, অতীত বেদ বেদান্ত,
হর যাঁর না পান অন্ত, যাঁহারে ভজে অনন্ত,
সে হরির চরণ চিন্ত ॥

রাগিণী বেহাগ—তাল কাওয়ালি ॥

মজ রে মজ রে মন আমার:
রামপদ-কমলে বিষম চরমকালে
কর সে অভয়পদ সার,
জান না পামর মন অসার সংসার।
দারাসুত ধনজন, কে তব আপন মন,
সকলি স্বপন পরিবার।
এ দেহ ক'দিন রবে আছ কি গৌরবে,
ভাব হরিপদাম্বুজ ভবার্ণবে হবে পার ॥
মহামায়া পরিহরি, হৃদিমাঝে নরহরি,
ভাবনা ভাবনা কেন আর,
কৃপা করি নিজগুণে, এ দ্বিজ ব্রজমোহনে,
পার কর ভব বারি দানবারি এইবার ॥

বদনে লয়ে শ্রীরামচন্দ্রের গুণগান।
উপনীত মহর্ষি ভূপতি সন্নিধান ॥
হেরিয়ে মুনিরে দশরথ দেন পাদ্য।
প্রণামান্তে কহেন সাধন পূর্ণ অদ্য ॥
আজি মুনি হইল মম জন্মের সফল।
ভাগ্যফলে হেরিলাম ঐ পদযুগল ॥
যদি কৃপাবারি হে বর্ষিলে মহাশয়।
আগমন কারণ বলিতে আজ্ঞা হয় ॥
মুনি কন শুন হে ভূপতি অতি বিজ্ঞ।
তপোবনে মুনিগণে করি যাগ যজ্ঞ ॥
নিশাচরে আসি করে মুনি যজ্ঞ নষ্ট।
করিয়া রুধিরবৃষ্টি দেয় নানা কষ্ট ॥
ব্রহ্মবধ ভয় তেজি করে ব্রহ্মবধ।
হয় পণ্ড ক্রিয়াকাণ্ড বিষম বিপদ ॥
ধ্যানে জানি নৃপমণি শুন সে বচন।
দুরন্ত রাক্ষসবংশ ধ্বংসের কারণ ॥
তব পুত্রভাবে পূর্ণব্রহ্ম জন্ম নিলা।
ভূলোকে গোলোকপতি করিবেন লীলা ॥
দিতে হবে রাজন রামচন্দ্র মম সাতে।
মুনিযজ্ঞ রক্ষা আর রাক্ষস নিপাতে ॥
শুনিয়া মুনির বাক্য কাঁপে বক্ষস্থল।
শুনে যেন বজ্রাঘাত জীবন চঞ্চল ॥
দশরথ কহেন নিবেদন তপোধন।
এ প্রাণ থাকিতে দিতে নারিব রামধন ॥
রামচন্দ্র আমার এ নয়নের তারা।
কেমনে ধরিব প্রাণ হয়ে তারাহারা ॥
শুনি বাক্য মহাতাক্ত ক্রোধযুক্ত ঋষি।
নন্দনে না দিলে আজি হবে ভস্মরাশি ॥
দৃষ্ট করি মুনির কোপ হয়ে শশব্যস্ত।
বলেন দিব রামচন্দ্রে হউন নিরস্ত ॥
যুক্তি করে করেন পরে মুনিরে বঞ্চন।
রাম লক্ষ্মণের তুল্য ভরত শত্রুঘন ॥
এক অঙ্গ অবয়ব কিছু ভিন্ন নয়।
লহ বলে মুনিরে দিলেন দুই ভাই ॥
হৃষ্ট হয়ে তপোধন স্মরিয়ে শ্রীহরি।
অযোধ্যা হইতে শীঘ্র করেন শ্রীহরি ॥
তাড়কায় বধিতে পথে পান পরিচয়।
ভরত শত্রুঘ্ন রাম লক্ষ্মণ এ নয় ॥
ভরতের ভয় দেখে ধ্যানে জানিলেন মুনি।
বঞ্চনা করেছে দশরথ নৃপমণি ॥
অযোধ্যা করিব ভস্ম আজি ব্রহ্মশাপে।
ফিরে যান বিশ্বামিত্র অতিশয় কোপে ॥
বলেন রে পাপিষ্ঠ দশরথ দুরাচার।
করেছ বঞ্চনা প্রতিফল পাবে তার ॥
যদ্যপি হতেন রাম তব এ সন্তান।
তবে কি রাক্ষসভয়ে এত ভয় পান ॥
যে রিপু বধিতে তিনি ধরায় অবতার।
তার নাম শ্রবণে শঙ্কা হবে কেন তার ॥

চিনিতে নারিলে তুমি কি বস্তু সে রাম।
বৈকুণ্ঠ তেজিয়া পুত্রভাবে তব ধাম॥

রাগিণী সুরট—তাল একতালা।

যাঁরে পুত্রভাবে, ভেবে এ বৈভবে,
আছ হে রাজন হয়ে অচেতন॥
কেবল মনভ্রান্তে, না পারিলে চিনতে,
শুত নয় পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন।
কোলে লয়ে জীবের মোক্ষদাতা ধন,
সামান্য ভাবে কর সম্বোধন,
ঐ অমূল্য ধন যোগিগণের ধন,
যারে সাধন করেন সনক সনাতন॥
যে রামচন্দ্র দিতে মনে কর ভয়,
জান না তুমি তিনি বিশ্বময়,
তাঁর নামে ওহে শমন দমন হয়,
তিনি জীবের ভব-ভয়-নিবারণ॥

এত বলি বিশ্বামিত্র, সক্রোধে কম্পিত-গাত্র,
বলেন ওরে পাপিষ্ঠ রাজন।
রাজ্য ধন অশ্ব করী, এই দণ্ডে ভস্ম করি,
করি ধ্বংস তোমার জীবন॥
লুকায়ে লক্ষ্মণ রাম, না পুরালি মনস্কাম,
ভেবেছিস আমারে সামান্য।
কাকনে করিয়ে গুপ্ত, মিছে কর মন তৃপ্ত,
হবে ফল প্রাপ্ত সেই জন্য॥
দেখাইব বাম্মনাই, ব্রহ্মা' ও অব চেঃ নাই,
মম কে পানলে করে রক্ষে
আলোচাল কলা সিদ্ধ, খেয়ে করি তপ সিদ্ধ,
তার শক্তি দেখাব কটাক্ষে॥
পরি বৃক্ষের বাকল, খাইয়ে বৃক্ষের ফল,
করিয়াছি অস্থিচর্ম্ম সার।
যদি মম মনে লয়, যমকে দিই যমালয়,
ইন্দ্র লয় স্মরণ আমার॥
শুন নাই কি সে সংবাদ, ব্রহ্মার সঙ্গে ক'রে বাদ,
করেছি দ্বিতীয় একটা সৃষ্টি।
এই ত্রিজগত জনে, কে আমাকে নাহি জানে,
সৃষ্টিলোপ করিলে কোপদৃষ্টি॥

শুনিয়া মুনির ভারতী, ভূপতির হ'ল আরতী,
ক্ষমা করুন ওহে মহাশয়।
আমি যাব তব সনে, রাক্ষস-বংশ নাশনে,
সে বিষয়ে আর কি সংশয়॥
দশ বৎসরের শিশু, রামকে পাঠান আশু,
হবে না সাধন সেই কার্য্য।
ক্রীড়া রসে মগ্ন র'ন, না জানে রাম ক'র্তে রণ,
কেমনে তব হইবে সাহায্য॥
বিশ্বামিত্র কন তবে, রাম হ'তে সকলি হবে,
তুমি কি জানিবে রামের গুণ।
পঞ্চমুখে পঞ্চানন, বর্ণিবারে শক্ত নন,
সর্ব্বগুণে রাম হে নিপুণ॥
ঘুচায়ে মন সন্দেহ, পুত্র ও নন্দনে দেহ,
অবিলম্বে এনে দিব ফিরে।
নতুবা হবে যেজায়, শুনে দশরথ রায়,
কৌশল্যা নিকটে অন্তঃপুরে॥
বজ্রাঘাত-সম বাণী, বলেন শুন শুন রাণী,
কোথাকার এক বিটলে বামুন এসে।
রামকে লয়ে যেতে চায়, না দিলে না প্রাণ বাঁচায়,
ভস্ম করে ব্রহ্মশাপ-বিষে॥
অগ্নি তার জ্বলে মুখে, সম্প্রতি গিয়ে সম্মুখে,
ক্ষান্ত করে কার বা এর সাধ্য।
না দিলে অনিষ্ট ঘটে, দেয়াটাও সঙ্কট বটে,
কি দুর্ঘট পড়িলাম অদ্য॥
শুনে বাক্য ভূপতির, বক্ষে যেন লাগে তীর
তখনি সতীর কম্পে প্রাণ।
ক'ন হে অযোধ্যাস্বামী, জীবন থাকতে আমি,
রামকে না পাঠাব অন্য স্থান॥
যে রামের মুখপদ্ম, হেরি আমার হৃদি পদ্ম,
দিবানিশি হয় হে প্রসন্ন।
ঐশ্বর্য্য কি প্রয়োজন, ধৈর্য্য নাহি হয় মন,
কোন ধন ঐ রামধনের তুল্য॥

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল মধ্যমান।

দেহে আমার জীবন থাকিতে।
নয়নের বাহিরে নাথ রামধনে দিব না যেতে॥
রাম আমার অতি শৈশব, কেমনে দুখ সৈ সব,
এ দেহ হইবে শব, প্রাণ গেলে প্রাণ রামের সাথে

শুনিয়া কঠিন বাক্য, বিদরে আমার বক্ষ,
মনেতে না হয় ঐক্য, পাঠাতে বিপক্ষ হাতে ॥৬

শুনি বাক্য প্রেয়সীর, হত বাক্য নত শির,
ভূপতির উত্তর না সরে।
ভাবেন সবংশে মজি, উভয় শঙ্কট আজি,
পড়িলাম বিপদ-সাগরে ॥
স্থলে বাঘ কুম্ভীর জলে, উভয় সঙ্কট ব'লে,
কোন রূপে নাহি প্রাণ রক্ষে।
পিতৃবাক্যে মাতৃবধ, উভয় ত ঘোর বিপদ,
নিস্তার নাহিক কোন পক্ষে ॥
রাজদরবার স্থলে, সত্য বাক্য সাক্ষী দিলে,
একটী জীবের প্রাণ দণ্ড ঘটে।
অসত্যে হয় প্রাণ রক্ষে, কিন্তু পাপ সেই পক্ষে,
সেই এক উভয়ে সঙ্কট বটে ॥
শ্লেষ্মা বাতিকের নাড়ী, কারে ছেড়ে কারে নাড়ি,
শ্লেষ্মা দমন কর্ত্তে বাতিক বৃদ্ধি।
বাতিকে দিতে প্রবোধ, কফে করে কণ্ঠ রোধ,
কোন দিগে হয় না কার্য্য সিদ্ধি ॥
জীবে করে জীব আহার,প্রাণ রাখিতেগেলে তার
এক জীবের আহার নষ্ট হয়।
অন্য জীবের প্রাণ যায়, দেখিলে মহাপাপ যায়,
উভয় সঙ্কট তারে কয় ॥
ঘটিল আমার তেমন, রাখতে গেলে মুনির মন,
রামশোকে কৌশল্যা হয় হত।
রাণীর বাণী ধর্ত্তে হলে, পড়ি ব্রহ্মকোপানলে,
হব আমি কোন্ মতে সম্মত ॥
তখন মহিষীরে নানা রূপ, প্রবোধ দিলেন ভূপ,
পতিবাক্যে সতী হন বাধ্য।
সজল লোচনে ধনী, সাজান রাম রঘুমণি,
ক্ষীর সর প্রভৃতি দেন খাদ্য ॥
কিবা বিধির নির্ব্বন্ধন, করে রাণী রক্ষা বন্ধন,
জগবন্ধন নন্দনের শিরে।
আহা মরি কি কৌতুক, করে দেন কত তুক্,
রক্ষিত করিতে রঘুবীরে ॥
কাঁদিতে কাঁদিতে পরে, সঙ্গে দিয়া লক্ষ্মণেরে,
মুনিরে করেন সমর্পণ।

মুনি হয়ে হৃষ্টমন, অযোধ্যা তেজে গমন,
রাম লয়ে চলেন তপোবন ॥
ধ্যানে যারে না পান হর, জগতের বিঘ্ন হর,
সঙ্গে লয়ে বিশ্বামিত্র ঋষি।
যে পথে রয় নিশাচরী, সেই তাড়কা ভয়ঙ্করী,
সেই পথে উদয় সবে আসি ॥
রামচন্দ্রে মুনি কন, বাক্য অতি সুচিকণ,
একটী কথা কর অবধান।
শুন পথ পরিচয়, সকলি সুপথ নয়,
দুই পথ যে দেখ বিদ্যমান ॥
এক পথে করিলে গতি, ঘটে না কোন দুর্গতি,
না হয় গমন অতি শীঘ্র।
যে পথ সুলভ হয়, তাহে তাড়কায় ভয়,
কোন পথে যাইতে হইব ব্যগ্র ॥

রাগিণী ললিত—তাল একতালা।

করি কোন পথে আজি গতি,
রঘুপতি দয়াময় হে বল।
আমি ভ্রান্ত হরি, পন্থা হেরি,
যে পথে সুপথ সেই পথে চল ॥
তুমি পথের বন্ধু পথের সম্বল,
পথে আর আমার নাহি অন্য বল,
ভরসা কেবল হরি তোমার বল,
দুর্ব্বলের বল সম্বল।
যে পথে করিব পদ সঞ্চালন,
সে পথে কণ্টক করি দরশন,
তুমি দিলে পথ, পাই তবে সুপথ,
কেন যাতায়াত আর বিফল ॥

রাম বলেন তপোধন, যাইতে তব তপোবন,
যে পথ অতি সুলভ হয়।
সেই পথে কর গমন, করিব শত্রু দমন,
অনর্থ ভ্রমণ যুক্তি নয় ॥
মুনি কন ঈষদ হাসি, সেই পথে আছে রাক্ষসী,
যে পথে গমন হয় শীঘ্র।
যার দম্ভে কম্পে সুরে, অসুখে রয় অসুরে,
ভয়ে ভীত ভুবন সমগ্র ॥

কহেন রঘুনন্দন, তাড়কায় করি নিধন,
ঘুচাইব তাপ এই দণ্ডে।
মুনি কন ত্যেজি নিশ্বাস, না হয় মম বিশ্বাস
না দেখিলে সন্দেহ না খণ্ডে॥
যা হকু রাম তবে বলি, অগ্রে তুমি যাও চলি,
এই পথে নাশিতে রাক্ষসীরে।
লক্ষ্মণে লইয়া সঙ্গে, নানা কথার প্রসঙ্গে,
পশ্চাৎ যাইবে শীঘ্র ক'রে॥
শুনি বাক্য ভগবান, করে লয়ে ধনুর্ব্বাণ,
চলিলেন বধিতে বিপক্ষ।
হেথা মুনি ভয়যুক্ত, লক্ষ্মণে করিলা উক্ত,
তুমি হে আমার প্রাণ রক্ষ॥
নাম শুনে রাক্ষসীর, অধ হইল মম শির,
শক্তি নাই যাই এক পদ।
মরুক্ আগে সর্ব্বনাশী রাম এলে তাহারে নাশি,
তবে জানি ঘুচিল বিপদ॥
সম্প্রতি দেখিলে ভদ্র, ভূতলে আছয়ে ছিদ্র,
আমি হে লুকাই উহার মধ্যে।
উপরে আচ্ছাদন করি, করে ধনুঃশর ধরি,
প্রাণ রক্ষা কর যথাসাধ্যে॥
এত বলি সভয় চিত্তে, গিয়ে শৃগালের গর্ত্তে,
প্রবেশ করেন বিশ্বামিত্র।
লতা-পাতায় বিলক্ষণ, চাপা দিলেন লক্ষ্মণ,
সেই দণ্ডে মুনিবরের গাত্র॥
গর্ত্ত হৈতে ক্ষণে ক্ষণে, মুনি কন লক্ষ্মণে,
ওহে ভাই থাক সাবধান।
ধনুতে ধর শর লক্ষ্য, এলে সে বিপক্ষ
ব'ল না হে আমার সন্ধান॥
হেথায় ত্র্যম্বক বাণে, তাড়কায় রাম বধেন প্রাণে
ভয়ঙ্কর শব্দ হয় তথা।
রাক্ষসী পড়িল ধরা, ডরে হন ধরা অধীরা,
বাসুকির অসুখী হয় মাথা॥
সুরে করে মঙ্গলাচার, মুনিরে দিতে সমাচার
শ্রীরাম চলেন হয়ে ব্যগ্র।
কোথা ওহে মুনিশ্রেষ্ঠ, রাক্ষসী হইল নষ্ট
চলুন গমন করি শীঘ্র॥
মুনি ভাবেন সর্ব্বনাশ, বুঝি রামকে ক'রে গ্রাস
রাক্ষসী হয় এখানে আগত।
থর থর কম্পে কায়, কণ্ঠতালুকা শুখায়,
পিপাসায় প্রাণ ওষ্ঠাগত॥
ভয়ে হয়ে অবশাঙ্গ, বলে হৈল দফা সাঙ্গ,
এইবার লক্ষ্মণ রাখ প্রাণ।
ঐ এল সে নিশাচরী, অপমৃত্যু ম'র মরি,
কোথা হরি করুণানিদান॥
আছ তুমি কি বত্তে, রক্ষা কর বিপত্তে,
ফেলে দেখ ব্রহ্মহত্যা হয়।
করি বাক্য অবধান, শীঘ্র কর সু বধান,
বিলম্বের কর্ম্ম এ ত নয়॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল খেমটা।

উপায় করিব কি কাঁদ
এই বিপাকে আমার প্রাণ গেল।
ঘটে শেষ দশায় এই দশা
ছি ছি ছার কপালে এই ছিল॥
ভেবে এলাম মারিব বাজী,
এখন খেয়ে পড়লেম উলটা বাজী,
মরেছে মাতঙ্গ বাজী, তাইতে বাজী ভোর হল॥
ভাবলাম যাবে শক্ত মাঝি,
সে যে হাল ছেড়েছে মাঝামাঝি,
পড়ে বিষম রঙ্গে, ঘোর তরঙ্গে,
আশার তরী ডুবিল॥

তাড়কা করি নিধন, তারক ব্রহ্ম সনাতন,
কহেন ওরে লক্ষ্মণ কোথা মুনিবর।
রামপদ করি বন্দন, ক'ন সুমিত্রানন্দন,
গুপ্তভাবে তপোধন, ছিদ্রের ভিতর॥
ডাকলে সাড়া নাহি পাই, গর্ত্তের মধ্যে গোসাঞী,
আছেন কি মরেছেন তাই, কিছুই না জানি।
এদিকে ভ্রূকুটী বড়, ভয় পেয়ে আজি জড়সড়,
কাজে কুড়ে ভোজনে দড়, ঠিক তাই ইনি॥
কথায় কথায় আছে রাগ, নরমের পক্ষে বাঘ,
যজ্ঞের ল'ন অগ্রভাগ, অগ্রে ল'ন পাঁতি।
নিমন্ত্রণের পত্র পেলে, অমনি নাচেন বাহু তুলে,
যজমানে বলেন খুলে, যত পাঁজী পুথি॥

রাম লয়েছেন অধ্যাপক, বিচারে বড় ব্যাপক,
হইয়ে ব্যবস্থাপক, অব্যবস্থা কত।
এলিয়ে পড়ে কোচা কাচা,
বোচকা বাঁধেন লয়ে কাচা,
মুখে কত কাচ কাচা, নিটলেখো সে যত ॥
বিদায়ের আঁটাআঁটি সে বিষয়ে হয় না খাটি,
আছে আমার চতুষ্পাঠী, পড়াই কত ছাত্র।
সে সময় আঁটে কেবা, সকয়ে মন রাত্রদিবা,
এদিকে হন নেকাহাবা, উনি একটী পাত্র ॥
তখন,—
আপনি গেলে কেশ্বর ডাকেন করে উচ্চস্বর,
এস হে মুনিবর, চিন্তা কেন আর।
গেল শত্রু নিঃসংশয়, যেমন আপনি মহাশয়,
ভয় নাই সে বিষয়, শুন সারোদ্ধার ॥
রাম যত দেন বিশ্বাস, মুনি হচ্ছেন বিশ্বাস,
ত্যেজে দীর্ঘ নিশ্বাস, কনে ধীরে ধীরে।
তুমি এলে কোন জন, এখানে কি প্রয়োজন,
পরিচয় দিলে এখন, যাই আমি বাহিরে ॥
শুনিয়া মুনিবচন, হেতু সন্দেহ মোচন,
আপনি রাজীবলোচন, দিলেন পরিচয়।
মুনি বলেন রাম রাম, হইল আমি কি আরাম,
ফাড়া গেল একটা রাম, আমার নিশ্চয় ॥
তখন, তিনজনে হয়ে একত্র, মুনি যজ্ঞ হয় যত্র,
সেই পথে যাইতে তত্র, শুন সমাচার।
অহল্যা গৌতমরমণী, স্বামীর শাপে সে ব্রাহ্মণী,
সেই বনে আছেন তিনি, পাষাণ আকার ॥
বিশ্বামিত্র তপোধন, অহল্যার বিবরণ,
রামকে করেন নিবেদন, এলেন গুহে তার।
অহল্যার শাপবিমোচন, গৌতমের আছে বচন,
তুমি কমললোচন, মুক্ত কর তাবে ॥
পাষাণে দিলে পদরেণু, প্রাপ্ত হবে নিজ তনু,
দূর্ব্বাদল শ্যামতনু, সে ভার তোমার।
কর কৃপা সম্প্রদান, ব্রহ্মশাপে পায় ত্রাণ,
করো'না হে ভগবান, কাল বিলম্ব আর ॥
রাম বলেন মহামুনি, অদ্ভুত বাণী শুনি,
তিনি হন ব্রাহ্মণী কেমনে পদ দিব তাঁর অঙ্গে।
মুনি ক'ন প্রফুল্লচিত্ত, চতুষ্পার্শ্বে কর নৃত্য,
পদরেণু পবনদত্ত, পড়িবে ধূলার সঙ্গে ॥

শ্রবণ করি মুনিভারতী, অমনি হয়ে হৃষ্টমতি,
নৃত্য করেন রঘুপতি, পাষাণের পার্শ্বে।
বিশ্বামিত্র তপোধন, করেন পবন স্মরণ,
রাম পদরজ তখন, অহল্যাকে স্পর্শে ॥
হইল সব পাপান্ত, গৌতমের শাপান্ত,
ব্রাহ্মণী অমনি পুনঃ, পূর্ব্বমত দেহ।
ভক্তিভাবে যোড় করে, তখন ভুবনেশ্বরে,
স্তব করে উচ্চৈঃস্বরে, ববণা সংগ্রহ ॥

রাগিণী ললিত—তাল ঝাঁপতাল ॥

অভয়পদ-পঙ্কজে দিয় হরি ত্বদীয় রজ।
দুখিনীরে করিলে দয়া দশরথ অঙ্গজ ॥
যে চরণরেণু বাঞ্ছা করেন পঞ্চানন,
নিরবধি করেন বিধি যে ধন আকিঞ্চন।
পেয়ে আজি হইলেম ধন্যা সে পদ-সরোজ ॥
আছে হে পদের গুণ বিদিত বেদপুরাণে,
ঐ পদ ভব সম্পদ শুনেছি আমি শ্রবণে,
ভাবিলে পদ হয়ে বি-পদ পদমহিমা কে জানে।
যে পদে উদ্ভব হন সেই ত্রিপথগামিনী,
সুর নর করিতে ধন্য সুরধন সুরধুনী,
পাইবে কবে সে পদ ব্রজমোহন দ্বিজ ॥

তখন, ব্রহ্মশাপ হইতে অহল্যায় মুক্ত করি।
রামচন্দ্র উপনীত বিশ্বামিত্রপুরী ॥
ভ্রাতসহ রজনী করেন শ্রীনিবাস।
আনন্দে করিল বিশ্বামিত্রবাসে বাস।
পরদিন করেন হরি মুনিযজ্ঞ রক্ষে।
বাহুবলে ধ্বংস করি রাক্ষস বিপক্ষে ॥
সেই যজ্ঞে এসেছেন ভূপতি জনক।
হেরিয়া শ্রীরামচন্দ্র আনন্দজনক ॥
ভাবেন ভূপ অপরূপ রামের মূরতি।
বাঞ্ছাপূর্ণ হয় যদি রাম সীতার হন পতি ॥
কহেন জনক শুন ওহে বিশ্বামিত্র।
জানকীর বিবাহে হবে নিমন্ত্রণ পত্র ॥
দশরথসুত লয়ে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
কৃপা করি করিবেন শুভ আগমন ॥
করি ধার্য্য নিজরাজ্য গিয়ে নৃপবর।
সীতার বিবাহ করিলেন স্বয়ম্বর ॥

নিমন্ত্রণ আছে হরধনু ভঙ্গ পণ।
যার শক্তি সীতা সতী করিবে গ্রহণ ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল হইল নিমন্ত্রণ।
বিশ্বামিত্রে লইতে আসে দূত একজন ॥
নিমন্ত্রণ পত্র পেয়ে আনন্দিত ঋষি।
কহেন শ্রীরামচন্দ্রে মৃদুমন্দ হাসি ॥
মিথিলার অধিপতি চন্দ্রবংশধর।
অহো ঋষি তপস্বী জনক নৃপবর ॥
লাঙ্গলে করিতে বসুমতীর কর্ষণ।
প্রাপ্ত হৈল এক কন্যা অতি সুদর্শন ॥
রূপের তুলনা তার হ'ল না জগতে।
যে পদার্থ করি তুল্য অপদার্থ তাতে ॥
অযোনিসম্ভবা অসম্ভবা রূপযুতা।
মন-উল্লাসিতা নাম রাখিলেন সীতা ॥
একদা ত্রিপুরাসুরে বধি ত্রিপুরারি।
রাখিলেন ধনু তাঁর জনকের পুরী ॥
দেখিলে সে ধনু তনু হয় কম্পমান।
সেই গুণ ভুবনে নাই এমন গুণবান ॥
তনয়ার অতুল্য রূপ করি দরশন।
বিবাহে করিল সেই ধনুর্ভঙ্গ পণ ॥
শুনি এলেন পৃথিবীর বীরগণের প্রসঙ্গ।
ধনুর্ভঙ্গ কালে সবে দিয়ে যান ভঙ্গ ॥
স্বয়ম্বরে আছে রাম তোমার নিমন্ত্রণ।
চল যাই পারিলে সীতা করিবে গ্রহণ ॥
শুনে হরি পরিহরি বিশ্বামিত্রগৃহ।
যাত্রা করেন মিথিলায় লক্ষ্মণের সহ ॥
যাইতে পথে ভাগীরথী হইতে হবে পার।
পরস্পর উচ্চৈঃস্বরে ডাকেন কর্ণধার ॥
ভবনদীর পারকর্ত্তা হয়ে পারহীন।
এক পারে দাঁড়ায় রাম যেন অতি দীন ॥
তরী লয়ে সেই পথে যায় নাবিক একজন।
মুনি বলে পাবে অর্থ পার কর তিন জন ॥
শুনে কহে কাণ্ডারী যে আজ্ঞা মহাশয়।
কিন্তু একটী কথা বলি ঘুচান সংশয় ॥
অপরূপ ঐ দুটি শিশু কে তোমার সঙ্গে।
পরিচয় দিলে পার করিব তরঙ্গে ॥
রূপ দেখে ভুলিল মন হয়েছি জ্ঞানহারা।
ভুবনবন্দন কার নন্দন উঁহারা ॥
মুনি ক'ন দশরথ অযোধ্যার ঈশ্বর।
তার পুত্র জ্যেষ্ঠ রাম চারি সহোদর ॥
রামের অদ্ভুত কীর্ত্তি কি করিব ব্যাখ্যে।
তাড়কাদি ধ্বংস রাম করেন কটাক্ষে ॥
ব্রহ্মশাপে অহল্যার পাষাণগ্রস্ত তনু।
মানবী হয়েছে লেগে রাম-পদরেণু ॥
রামের পরিচয় আর কি দিব বাহুল্য।
নাই কোন পদার্থ ঐ পদার্থের তুল্য ॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল যৎ।

নাবিক হে আমি কি দিব হরির পরিচয়।
সামান্য মানব নয়,
অনন্তপূজিত রামের গুণের অন্ত না হয় ॥
নিস্তারিতে ভববারি, ভবে এসেছেন ত্রিতাপবারি,
লয়েছেন মানবজন্ম তারকব্রহ্ম দয়াময় ॥
ঐ ধনে শিব অভিলাষী,
হলেন বাস ত্যজি শ্মশানবাসী,
নাম লয়ে সন্ন্যাসী নাশী স্বমনে শমনের ভয় ॥

শুনে বাক্য সবিস্ময়, নাবিক বলে মহাশয়,
এ বিষয় করি নিবেদন।
প্রাপ্ত হয়ে পরিচয়, মনে করছি নিশ্চয়,
শিশু দুটী নয় সামান্য ধন ॥
আপনি আসুন তরীতে,পার করি আমি ত্বরিতে,
উঁহাদের পারিব না পার কর্ত্তে।
শ্রবণ করে তব উক্তি, উড়ে গেছে হরিভক্তি,
বিষম উদ্বেগ হ'ল চিতে ॥
লেগে রামের পদরেণু, পাষাণ পায় মনুষ্য তনু
কাঁপে বক্ষ এই বাক্য শুনে।
আমি অতি দীন মাঝী, নৌকাখানি মাত্র পুঁজি,
কষ্টে পালন করি পোষ্যগণে ॥
যদি রামের লেগে পদ,আজি আমার ঘটে বিপদ,
নৌকাখানি মানুষ হয়ে যায়।
উপায় আর নাহি অন্য, হবে কিসে উদরান্ন,
সে যে দেখি নয় সামান্য দায় ॥
নাই মম অন্য সম্বল, মুনি হে কি বল বল,
সবে ধন এই নৌকাখানি।

ঘাটে করি পারাবার, পালন করি পরিবার,
সংসারেতে অনেকগুলি প্রাণী ॥
উপরোধ কর না ইথে, হবে না হে আমা হতে,
ওকথা এন না আর মুখে।
তুমি চল শশুবার, করে দিচ্ছি পারাবার,
পারিব না পার কর্ত্তে ঐ দুটীকে ॥
মুনি কন ওরে পাপিষ্ঠ, রাম করিলে কৃপাদৃষ্ট,
এখনি হইবে ইষ্টসিদ্ধ।
আপনি সদগতি পাবি, অনাসে বৈকুণ্ঠে যাবি,
কেন রবি মহামায়ার বাধ্য ॥
নাবিক বলে উৎকণ্ঠে, আমি গেলে বৈকুণ্ঠে,
কাচ্চা বাচ্চা পুষবে আমার কেটা।
নাই তাহাতে সুখের পাঠ,
লাভে হৈতে খেয়াঘাট,
ফাঁকি দিয়ে লইবে কোন্ বেটা ॥
ক্ষমা করুন মুনিরাজ, আমায় তাতে নাইক কাজ,
ঘরে বসে খেটে খুটে খাই।
শুনে কথা কম্পে প্রাণ, বৈকুণ্ঠ বা কেমন স্থান,
কোনখানে আসা যাওয়া নাই ॥
ভাল কিনা রাস্তা ঘাট, আছে কিনা বাজার হাট,
জ্ঞাতি কুটুম্ব পাব কি দশ জন।
মুনি বলেন দুরাচার, সে সব কথা সুবিচার,
তোর সঙ্গে হবে কি এখন ॥
পার কর সহে না দেরি, যাব আমরা জনকপুরী,
নতুবা পড়িবি কোপানলে।
শুনে নাবিক পেয়ে ভয়, কি ক'রে সম্মত হয়,
রামচন্দ্রে তোলে করি কোলে ॥
কোলে করে উত্তোলন, করে পদ প্রক্ষালন,
না লাগিতে রেণু তরী কাষ্ঠে।
নাবিকের কি পুণ্য বল, যে পদ সুর-সম্বল,
ব্রহ্মাদি না পান যাহা কষ্টে ॥
অনায়াসে সে পায়, কাণ্ডারী দেখিতে পায়,
ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ আছে চিহ্ন।
স্পর্শে হয় জ্ঞানযোগ, ভাবে আজি কি সংযোগ,
হরি আমায় করিবেন ধন্য ॥
পার করে কর্ণধার, হেথা শুন চমৎকার,
নৌকা তার হৈল স্বর্ণময়।
দেখে নাবিক স্বর্ণতরী, অমনি কৃতাঞ্জলি করি,
বলে শুন রাম দয়াময় ॥
দিয়ে আমায় তুচ্ছ ধন, করে যাও সম্বোধন,
সামান্য ধনেতে কিবা কার্য্য।
তোমা হেন অমূল্য ধনে,
পেয়ে আজি বিনা সাধনে,
হেলায় কেমনে করি ত্যজ্য ॥
তরণী কাঞ্চন করি, বঞ্চনা করিয়া হরি,
অকিঞ্চনে ভুলাইয়ে যাবে।
কাজ কি ও সামান্য সোণা,
ও সোণায় নাই বাসনা,
ও সোণা কি বাসনা পূরাবে ॥

রাগিণী সুরট—তাল কাওয়ালি।

কেন হে কর বঞ্চন, পূরাইবে অকিঞ্চনের অকিঞ্চন
হরি দিয়ে আজি সামান্য ধন।
আমি ভজনবিহীন, জঘন্য দীন।
কর সগুণে নির্গুণে কৃপা, কর কৃপা বিতরণ।
ও ধনে কি আছে সার্থ, নাহি দেখি পরমার্থ,
কর পামরে কৃতার্থ সম্পাদন ॥
আমি নই অভিলাষী, ধন প্রয়াসী,
যদি দিবে ধন দেও হে তবে অমূল্য ধন শ্রীচরণ
ওধনে হ'লে বাঞ্ছিত, নিতান্ত হব বঞ্চিত,
ধন লোভে এ ভবে আজি তোমা ধন।
একবার হের অপাঙ্গে, এই পাপাঙ্গে,
মরে আতঙ্কে পড়িয়ে ভব তরঙ্গে ব্রজমোহন ॥

তখন কাণ্ডারীরে রঘুবর, বাঞ্ছা মত দিয়া বর,
মিথিলায় গমন দ্রুতগতি।
শ্রীরামের আগমন, শুনে আনন্দিত মন,
অগ্রসর জনক ভূপতি ॥
মুনিসহ রাম সন্দর্শনে, যথাযোগ্য সম্ভাষণে,
রাজপুরে লইয়ে যান শীঘ্র।
রাম এলেন রাজভবনে, এই কথা শুনি শ্রবণে,
দর্শনে নগরবাসী ব্যগ্র ॥
অন্তঃপুর মাঝে সীতা, অন্তরেতে উল্লাসিতা,
ভাবেন সতী শুভদিন উদয়।

এসেছেন ত্রৈলোক্য-স্বামী, হইতে আমার স্বামী,
এ আমার সামান্য ভাগ্য নয়॥
চক্ষে বহে প্রেমবারি, মনে চিন্তা অনিবারি,
হেরিতে ঐ দানবারির পদ।
বহুদিনের বিচ্ছেদ, কবে হবে উচ্ছেদ,
প্রাপ্ত হইলে শ্রীহরিসম্পদ॥
অনুকূল হয়ে বিধি, নিকটে এনেছেন নিধি,
প্রাণকান্ত রাম গুণনিধি।
ভয়ে আমার কাঁপে অঙ্গ, কি জানি সে ধনুর্ভঙ্গ
করিতে তিনি না পারেন যদি॥
বৃথা হবে সকল আশা, মিথ্যা শ্রীরামের আসা,
হব আমি ঐ ধনে বঞ্চিত।
পিতা কি করিলেন পণ, রাম গেলে জীবন অর্পণ
জীবনেতে জানকীর নিশ্চিত॥
এইরূপে আছেন দুঃখী, মনে মনে মহালক্ষ্মী,
তৎপরে শুনহ সমাচার।
রাম এলেন মিথিলায়, শুনে যত কুলবালায়,
দর্শনে হইল অগ্রসর॥
গৃহকার্য্য তেজে নারী, রাজপুরে যায় সারি সারি,
বিশ্বরূপে দৃশ্য করিবারে।
হেরিয়া গোলোকপতি, পুলকে পূর্ণিত অতি,
পলকে যুবতী জ্ঞান হরে॥
মনে মনে অনুমান, কেমনে রূপ নির্ম্মাণ,
করেছে বিধাতা ভাবি মনে।
ধন্যবাদ সে বিধির, মান্য হৈল পৃথিবীর,
কেবল এই রামরূপ গঠনে॥
দেবতার মধ্যে ভক্তবৎসল তাঁকেই ধন্য বলি।
বীরের মধ্যে ধন্য সেই যে জন বাহুবলী॥
দাতার মধ্যে ধন্য যেমন কর্ণ আর বলি।
শক্তি পূজায় বলির মধ্যে ধন্য মহিষবলি॥
নরের মধ্যে ধন্য যে জন দান করিতে রত।
পুত্রের মধ্যে ধন্য যে জন পিতৃ অনুগত॥
জলের মধ্যে ধন্য যেমন হন গঙ্গাজল।
ফলের মধ্যে ধন্য ভবে কেবল মোক্ষ ফল॥
বৃক্ষের মধ্যে ধন্য যেমন তুলসী বিল্বদল।
ফুলের মধ্যে ধন্য যেমন প্রফুল্ল কমল॥
গানের মধ্যে হরিগুণগান তাকে বলি ধন্য।
কথার মধ্যে সত্য কথা ধন্য বলি গণ্য॥
জ্ঞানীর মধ্যে ধন্য যে জন পরমার্থ জ্ঞানী।
ধনের মধ্যে বিদ্যা ধন ধন্য বলে মানি॥
মৃত্যুর মধ্যে ধন্য সেই ঘটে গঙ্গাজলে।
সতীর মধ্যে ধন্য সতী পতির চরণতলে॥
সেই অর্থ ধন্য যদি সদ্ব্যয়ে হয় ক্ষয়।
সেই ক্রিয়া ধন্য যাতে দশজনে দেয় জয়॥
সেই গাভী ধন্য যদি হন দুগ্ধবতী।
সেই নারী ধন্য রাম হবেন যার পতি॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল একতালা।

সে কি লো সামান্য ধনী।
ধন্যা সে যুবতী, ভবে পুণ্যবতী,
যার পতি রাম রঘুমণি॥
জন্মে জন্মে যে জন, করেছে সাধন,
প্রাপ্ত হবে সেই এ অমূল্য ধন।
বিনা আরাধনে, ধনী লো রামধনে,
কোন ধনী হইবে ধনী॥
পান করিবে যেজন রামের প্রেমসুধা,
আর কি রবে সে রমণীর প্রেমক্ষুধা,
কাজ কি আর ভূষণ, শিরে যার ভূষণ,
মণিগণের শিরোমণি॥

এইরূপে কুলরমণী, হেরিয়ে রাম রঘুমণি,
অধৈর্য্য হয়ে অমনি, সবে গৃহে যায়।
পরে শুন চমৎকার, ধনুর্ভঙ্গ যে প্রকার,
হইল বিবরণ তার, বলি সমুদায়॥
পরদিন নিশি প্রভাতে, রাজগণ বসি সভাতে,
জনকের প্রতিজ্ঞাতে, কেউ সাহসী নন।
দৃষ্টি করি শরাসন, ধরেন সবে ধরাসন,
কার সাধ্য শরাসন, করিতে গ্রহণ॥
দূরে থাকুক ধনুর্ভঙ্গ, ধনু দেখে কাঁপে অঙ্গ,
গগনে দেখেন রঙ্গ, যত সুরগণে।
প্রকাশ করে নিজ শক্তি, লইতে সীতা সে শক্তি,
না পারেন কোন ব্যক্তি, সভা বিদ্যমানে॥
দেখে রাম কমলনেত্র, আপনি তোলেন গাত্র,
আজ্ঞা লয়ে বিশ্বামিত্র, মুনি সন্নিধানে।
সবে বলে জয় জয়, রামচন্দ্র হউন জয়,
রাম গিয়ে হন উদয়, হরধনু যেখানে॥

করে লয়ে কোদণ্ড, গুণ দিতে উদ্দণ্ড,
করিলেন খণ্ড খণ্ড, সভার সমক্ষে।
ঘোর শব্দে পৃথিবীর, কম্পবান যত বীর,
ধরা হন অস্থির, সেই উপলক্ষে॥
ভঙ্গ হইল শরাসন, করি শুভ দরশন,
করেন পুষ্প বরিষণ, স্বর্গ হইতে সুরে।
জনকের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ তূর্ণ,
কি আনন্দ সীমাশূন্য, মিথিলা নগরে॥
তৎপরে করেন রাজন, বিবাহের আয়োজন,
যে যে দ্রব্য প্রয়োজন, প্রিয়জনে দেন পত্র।
দশরথে আনিতে ধায়, দূতগণ অযোধ্যায়,
শুভকার্য্যে সম ধায়, নাই বিলম্ব মাত্র॥
শ্রীরামের শুভ বিবাহ, বহে আনন্দ প্রবাহ,
মনেতে পেয়ে উৎসাহ, চলেন ত্রিলোকবাসী।
মিথিলায় মহা উৎসব, চলেন ব্রহ্মাদি বাসব,
রবে রবাহুত সব, উপনীত আসি॥
ঋষিগণে হৃষ্টমন, সঙ্গে শিষ্য অগণন,
রাম সীতার দরশন, অভিলাষে জান।
অন্তরে পরমাহ্লাদ, বিষয়েতে বিসম্বাদ,
মুখে রাম গুণানুবাদ, সকলেতে গান॥

রাগিণী ইমন্—তাল কাওয়ালি।

জয়তি জয় জয় রঘুপতি রাম।
যোগীন্দ্র বন্দিত অনন্ত গুণধাম,
নব দূর্ব্বাদল শ্যাম,
কমলাকান্ত হরি কৃতান্তবারণ,
দুঃখান্তকারী ভবভয় তকারণ,
এ বিশ্ব তারণ কলুষসংহারণ,
ভবরোগ ঔষধি তব নাম॥
ত্রিলোকতিলক, ত্রিলোকপালক,
নিরানন্দহারী আনন্দদায়ক,
ত্রিতাপহারক, ত্রিগুণধারক,
কেন হে ব্রজমোহনে বাম॥

তখন,—
বিবাহ দিতে জানকীর, শুভলগ্ন করেন স্থির,
সুখে মগ্ন জনক মহাঋষি।

সাজান বিচিত্র সভা, প্রভাকর নিন্দি প্রভা,
স্থানে স্থানে ঢাকা রাকা শশী॥
প্রবাল মাণিক্য হীরে, চৌদিকে জড়ান ঘিরে,
মুক্তায় খচিত তায় কত।
গজমতির গজগিরি, স্বর্ণে হারে স্বর্ণগিরি,
দৃশ্যে বিশ্বকর্ম্মা জ্ঞান হত॥
ঝাড় লণ্ঠন সারি সারি, ডবল ব্রাকেট দেয়ালগিরি,
পাশে সেগুণে রং বেলের থাক।
নীল কালা সফেদ গ্রিন, বিলাতী ফরাসী চিন,
বেলওয়ারি ঝাড়ের কত জাঁক॥
কারু জ্বলে লক্ষ বাতি, লক্ষ্য হয় না দিবারাতি,
ফানোসে চৌদিক ঘেরা তার।
দাইল বরণ জলে জলে কি বাহার ফুক টম্বোলে,
চৌকা হাঁড়ি অতি চমৎকার॥
পাশে গোলকের থাকা, দেখতে হঠাৎ বড় বাঁকা,
ঝালর ঝুলান চতুর্দ্দিকে।
ময়না কোকিল সুশ্যামা, পাপিয়াদি অনুপামা
হরতর চিড়িয়া ডাক ডাকে॥
জাতী যুতী বেল বকুল, গুল মখমল আদি ফুল,
গেঁথে মালা লটকান তার তলে।
দেয়ালগিরির মাঝে মাঝে,
নানা রঙ্গের কামনা সাজে,
দেখতে যেন চন্দ্রসূর্য্য জ্বলে॥
ফরাসের তরাশ কত, সুলতানি বনাত যত,
মখমলের বিছানা তার উপরে।
শাল রুমাল জামীয়ার, যে যে দ্রব্য দামিয়ার,
মজলিসে সাজান থরে থরে॥
চারি পাশে সাজে তাকিয়ে,
কত লোকে রয় তাকিয়ে,
দুলচে কত দুলছে চমৎকার।
টানা পাখায় টান পড়ে,
আলবোলায় অম্বুরি গুড়ে,
বন্ধ মনে গন্ধ পেলে তার॥
উত্তম সে, নহে রাশী, আতর গোলাপ রাশি রাশি,
ঘন ঘন অঙ্গে দেয় ঢালি।
কত বাতি জ্বলছে সেথে,
দেখতে কি বাহার সে যে,
রোশনাই তার শেষ নাই যে বলি॥

চারিদিকে সুসঙ্গীত, নিত্য হয় নৃত্য গীত,
তাহে করে চিত্তের রঞ্জন।
গুণী হস্তে তানপুরা, আলাপেতে তানপুরা,
সুরে মগ্ন সুরগণের মন ॥
যে বাতে অতি প্রবীণ, কেহ বা বাজায় বীন্,
সপ্তস্বরে সুরের তরঙ্গ।
বাজান কেহ সেতার, যে জন পায় সে তার,
রয় না সুস্থির তার অঙ্গ ॥
মৃদঙ্গ কি সুমধুর, শুনে জ্ঞান হত সাধুর,
আর আর বলিব কত নাম।
শ্রীরামের বিবাহ লগ্ন, সুখের সাগরে মগ্ন,
কিবা শোভা জনকের ধাম ॥
হেথায় জানকীর বিবাহ রব,
শুনে প্রতিবাসিনী সব,
নারীগণে করিছে মন্ত্রণা।
চল গো দিদি তুরিতে, সকলে রাজপুরীতে,
বেজে উঠলো বিবাহের বাজনা ॥
কালী এসে রাজসীমন্তিনী,
এ পাড়ায় বলেছেন তিনি,
আজি হবে জানকীর বিবাহ।
বিলম্বে কি কার্য্য সই, চল না গিয়ে জলসই,
দশ জনকে ডেকে সঙ্গে লহ ॥

রাগিণী সুরট—তাল কাওয়ালী।

আয় লো সজনি আমরা সবে যাই।
আজি রঘুবর, হবেন সীতার বর,
করি নয়নের সফল হেরি মনসাধে সে জামাই ॥
কর আর কালবিলম্ব কেন, ঘটিল সই শুভ দিন,
এ শুভ হইতে শুভ আছে কই।
জীবন হল চঞ্চল, ওগো দিদি চল,
গিয়ে কুলবালা, বরণডালা মাথায় লই ॥
চল চল সই, গিয়ে জলসই,
গৃহকাজ ত্যজ সাজ
পাছে না গেলে বা লাজ পাই ॥

তখন, জানকীর বিবাহে নারী করিতে গমন।
রঙ্গেতে অঙ্গেতে পরে নিজ আভরণ ॥

ঢাকাই তর খোপা বাঁধা তাতে সোণার ফুল।
কারু বা বিনান বেণী ঝাপটা কাটা চুল ॥
সোণার সিঁতি মুক্তাঘেরা মাঝে সিন্দূরের বিন্দু।
কপালে তিলক ভুবন আলোক ঠিক যেন সে ইন্দু ॥
বিবিয়ানা নথ নাকে তাতে খাসা নলোক ঝুঁলে।
কারু বা ময়ূরে বেসর মাকড়ি তার কোলে ॥
কাণেতে কাণবালা পাশা দুলছে কিবা দুল।
ঢেঁড়ি ঝুমকা পিপুলপাতা চাপা কর্ণফুল ॥
গলায় পাঁচনলী হার কণ্ঠমালা চিক।
কামরাঙ্গা হার তার কি বাহার শোভা ততোধিক
বাহুমূলে বাজু স্বর্ণতাবিজ তার পরে।
হাতে মাদুলী পলা কাটী বাউটী শোভা করে ॥
যবদানা নারিকেল ফুল মর্দ্দানা দমদমা।
জনারে লোহা বাউড়ি চুড়ি পঁইছে নিরুপমা ॥
সোণার বালা সোণার তাড় তাতে জড়াও কাজ।
অঙ্গুলে অঙ্গুরী শোভে ঘেরা হীরের সাজ ॥
কটীতে চৌনলী গোট চারশিকলি বিছে।
চন্দ্রহারে চন্দ্র হারে শোভা করে পিছে ॥
পায় বকুলে পুঁটের মল তায় ডায়মল কাটা।
ছাল্‌না চুটকি পাঁয়জোর পঞ্চম গুজরি আঁটা ॥
নতন নূতন গহনা কত উঠেছে এ কালে।
এয়ারিং আড়া-ফেণী ইত্যাদি নাম বলে ॥
মাঝে মাঝে ঘুঙ্গুর বাজে গজেন্দ্রগমন
অলক্তে কি শোভা পায় হেরিলে হরে মন ॥
যার যে ছিল তোলা বস্ত্র করেন পরিধান।
যেতে বিয়ে বাড়ী তাড়াতাড়ি স্থির হয় না প্রাণ ॥
কেউ বলে আয় ঠাকরুন দিদি তোর বিলম্ব কেন।
ও বাড়ীর মেজ বৌকে গিয়ে ডেকে আন ॥
ডাক দেখি পদ্মমুখী রায়মণি যায় যদি।
আয়লো শশী মুক্তামাসী আয় লো পাল দিদি ॥
বলেছিল যাবে গো বসুদের বড় বউ।
আমার মাথার কিরে ডেকে আন সেই বউ।
কোথা গেলে নিস্তারিণী দ'খুড় কি যাবে।
চুপে চুপে গেলে খুড় শুনতে নাহি পাবে ॥
ছোট বৌয়ের হবে না যাওয়া কোলে কাঁচাছেলে।
ডেকে আন দেখনহাসির সই গঙ্গাজলে ॥
কোথা গেলে বকুলফুল আর না ত্বরা করে।
আমাদের গিন্নি আজ ডেকেছেন তোরে ॥

এইরূপে রমণীগণ লয়ে পরস্পরে।
প্রেমানন্দে উপনীত রাজ-অন্তঃপুরে॥
হেথায়, দূতমুখে বার্ত্তা পেয়ে রাজা দশর
সুমন্ত্রেরে অজ্ঞা দেন সাজাইতে রথ॥
অন্তঃপুরে কৌশল্যা পাইয়া সমাচার।
পুত্রের কল্যাণে করেন মঙ্গল আচার॥
তখন শত্রুঘ্ন ভরত বশিষ্ঠে সঙ্গে লয়ে।
দশরথ উদয় আসি জনকের আলয়ে॥
জামাতার জনকে জনক করি সন্তুষ্ট মণ
প্রদান করেন যথাযোগ্য রত্নাসন॥
হৃষ্টমনে দুজনেতে ইষ্ট আলাপন;
পরে লগ্ন অনুসারে কার্য্য উত্থাপন॥
যোড়করে জনক ক'ন অযোধ্যা অধীশ্বরে।
আজ্ঞা হয় পাত্রস্থ করিতে জানকীরে॥

রাগিণী সুরট—তাল যৎ।

কর হে রাজন অনুমতি দান।
তব তনয়ে করিতে মম তনয়েরে সম্প্রদান॥
শুভ লগ্ন উপস্থিত, এ শুভ শীঘ্র উচিত,
বিলম্ব আর অনুচিত, শুভ অনুষ্ঠান।
একান্ত বাসনা মনে, জামাতা রূপে রামধনে,
হেরিলে নয়নে, আমার যুড়ায় এ তাপিত প্রাণ

দশরথ কন জনক, নাই কিছু প্রতিবন্ধক
পুত্রের বিবাহ দিতে আর।
তবে একটী অভিলাষ, পূর্ণ হলে মন আশ
নয়নের সফল আমার॥
অন্ধমুনির শাপ আমাকে, যাবে প্রাণ পুত্রশোকে
ব্রহ্মবাক্যে কোন্ দিন কি ঘটে।
চারি সুতের উদ্বাহ, এক লগ্নে নির্ব্বাহ
হইলে অভীষ্ট পূর্ণ বটে।
শুনে রাজার হৃষ্টমতি, অনুজে ডাকেন শীঘ্রগতি,
কুশধ্বজের আছে দুই কন্যে।
পূর্ণ মন অভিলাষ, করিলেন অধিবাস,
ভরত আর শত্রুঘ্নর জন্যে॥
জনকের দ্বিতীয় সুতা, ঊর্ম্মিলা সে গুণযুতা,
লক্ষ্মণের সহিত সম্বন্ধ।
দিয়ে মহা হুলুধ্বনি, প্রতিবাসী যত ধনী,
করিছে বিবাহ অনুবন্ধ॥
তখন,— দুই রাজার বংশাবলি,
দুই পুরোহিতে বলি,
বক্তৃতা করেন সভামাঝে।
বর পাত্র চারিজনে, আসিলেন সভাস্থলে,
রূপ দেখে লজ্জিত দ্বিজরাজে॥
পুরোহিত মুনি বশিষ্ঠ, দেখে হন কোপাবিষ্ট,
মনে কত করেন বিচার।
ঘটিল আজি এ কি কাণ্ড, চারিদিকে লণ্ডভণ্ড,
পণ্ডশ্রম হয় যে আমার॥
দশরথ যজমান, আমার পাবা থোবার স্থান,
ক্রিয়াকর্ম্মে কত আশা করি।
আজি মম লাভের অঙ্ক, হয়ে যায় নবডঙ্ক,
জ্বলে প্রাণ উহু মরি মরি॥
চারি পুত্রের পরিণয়, চারি বারে যদ্যপি হয়,
দক্ষিণার বিষয় কিছু ফলে।
এককালে হইলে সাঙ্গ, বুঝি দক্ষিণার অঙ্গ,
ভূপতি সারিবেন এককালে॥
আসিয়াছি বহু দূর, না পেলে অর্থ প্রচুর,
লজ্জা কি অধিক এর বাড়া।
সঙ্গে সঙ্গে আছে শনি, অনেককাল সেটা জানি,
ব্রাহ্মণের কপালে ছাই পড়া॥
কি বলিব বিধাতায়, ব্রাহ্মণী যদি সুধায়,
কি বলে তু যব আমি তায়।"
সকলি ভাগ্যেতে করে, কাঞ্চন করিলে করে,
ভাগ্যগুণে ভস্ম হয়ে যায়॥

মনে ক'রে এই তর্ক, রাগে হয়ে পরিপক্ক,
দশরথে কহেন মহামুনি।
চারি তনয়ের বিবাহ, এক লগ্নে নির্ব্বাহ,
কোন শাস্ত্র মতে কর শুনি॥

ভূপতি বুঝিয়ে মর্ম্ম, বলেন এই চারি কর্ম্ম,
কোনরূপে অসঙ্গত নয়।
তবে আপনি পুরোহিত, হবে তার সুবিহিত,
চিন্তা না করেন সে বিষয়॥

আপনার প্রাপ্য যাহা, সমাপ্ত হইলে কার্য্য,
বুঝে পাবেন ওহে ভট্টাচার্য্য।

চারি বিবাহ দক্ষিণে, দিব হে আমি এক্ষণে,
প্রত্যেকে যেমন আছে ধার্য্য॥
শুনে বাক্য মহাহৃষ্ট, বশিষ্ঠ অতি বিশিষ্ট,
অবশিষ্ট করিলেন উক্তি।
তবে হউক হে রাজন, তুমি অতি সজ্জন,
নও কভু অবিবেচনার ব্যক্তি॥
তখন কাজে আঁটিল মন, অমনি করেন আচমন,
বলেন ছি ছি লগ্ন ভ্রষ্ট হয়।
অনুজ্ঞা দিলেন সকলে, কন্যা আন সভাস্থলে,
কোথা কন্যাকর্ত্তা মহাশয়॥
পরে হয় স্ত্রী আচার, যেমন আছে কুলাচার,
কুলবতী বরকে বরণ করে।
চারিদিকে কামিনীকুল, রাণীর মস্তকে কুলো,
সাত পাক দিলেন রামকে ঘিরে॥
কোন ধনী কন হাসি, এই বেলা রাজমহিষী
জামাইটী পছন্দ করে লও।
হল কি না মনের মত, আপনি ত আছ সংযত,
কেবল কন্যাদানে ক্ষুণ্ণ নও॥
এইরূপে রঙ্গ আলাপন, স্ত্রী আচার সমাপন,
পাত্র এলেন সভা বিদ্যমানে।
চারি ভাই অতি সুদৃশ্য, বসেন হয়ে পূর্ব্বাস্য,
জনক উদ্যত কন্যাদানে।
চারি কন্যা তথা আসি, পড়ি বেদমন্ত্রবাণী,
চারি পাত্রে করেন সম্প্রদান।
পরস্পর সুখাবিষ্ট, বরকন্যা শুভদৃষ্টি,
তৎপরে বাসর-গৃহে যান॥
বাসরেতে সারি সারি, নগরের রসিকা নারী,
কোটি চন্দ্রোদয় ধরা মাঝে॥
সীতাসহ রঘুবর, হইলেন দীপ্তকর,
বর-বেশে মরি কিবা সাজে॥
রামসহ মন উল্লাস, নারীগণ করে বিলাস,
কহে কত পরিহাস-বাক্য।
বাসরে নাহি বিচার, কে করে কার প্রচার,
শাশুড়ী তন শালীর সম্পর্ক॥
পিশাস কিম্বা মাসাস, বংকে দেন বিশ্বাস,
আমি তোমার ঠাকুরুণ দিদি হই।
কেবল নারীর জোর, বরটী হন যেন চোর,
নাই বাক্য পরিহাস বই॥

এইরূপে শ্রীনিবাস, বাসরে করেন বাস,
ক্রমে শশী অস্তাচলে চলে।
শ্রীরামের গুণগান, মুনিগণে করি গান,
প্রাতঃস্নানে যান গঙ্গাজলে॥

রাগিণী বিভাস—তাল একতালা।

ভবে আর কি আশা যে ফল আশা
সে আশায় সুসার কর মন।
কেন মায়াতে উন্মত্ত তেজে পরমার্থ
কর তত্ত্ব গুরুদত্ত ধন॥
না হ'লে সজ্জন, ভজন বিসর্জ্জন
দিয়ে কর বিষয়-বিষ অর্জ্জন,
হ'লে কণ্ঠরোধ, এসে সে কাল-কণ্টক
করিবে তব কণ্ঠ ধারণ॥
কেন এত স্নেহ, এ অনিত্য দেহ,ইহাতে সন্দেহ,
প্রতিক্ষণ, দেহে থাকিতে জীবন,
জানকী-জীবন ভজ রে দ্বিজ ব্রজমোহন॥

সুখনিশি সুপ্রভাতে, দশরথ বসি সভাতে,
বৈবাহিকে কহেন বচন।
পূর্ণ হৈল মন আশা, এইক্ষণেতে করি আশা,
অযোধ্যায় স্বরাজ্যে গমন॥
পুত্রবধূ সহ পুত্র, বিদায় কর ক্ষণমাত্র,
বিফল বিলম্ব নাহি কাজ।
সম্প্রতি চলিলাম গৃহ, মনে রেখ অনুগ্রহ,
দোহাই বেহাই মহারাজ॥
শুনে নেত্রে অনিবারি, জনকের ঝরে বারি,
জানকীরে করিতে বিদায়।
পুরবাসীর মনোবেদন, উঠিল মহাক্রন্দন,
অগত্যা সম্মত সবে তায়॥
মিথিলায় মহাশোক, প্রায় হল প্রাণনাশক,
মহাদুঃখী মহালক্ষ্মী বিনে।
রাণীর হল কি দায়, করিয়া কন্যা-বিদায়,
নিতান্ত অধীরা ধরাসনে॥
হেথায় চারি পুত্রবধূসনে, দশরথ রথাসনে,
গমন করেন অযোধ্যায়।
পথে রাম দর্পহারী, পরশুরামের দর্প হরি,
বীরত্ব করেন বড় তায়॥

ব্রাহ্মণে না করি নষ্ট,		কৌশলে দিলেন কষ্ট,
স্বর্গপথ রোধ করেন শরে।
করি শক্র পরাস্ত,		তখনি গমন ত্রস্ত,
পিতা সহ আনন্দ অন্তরে।
হেথা পুরী অযোধ্যায়,		ত্রিলোকনিবাসী ধায়,
সীতায় করিতে সন্দর্শন
রাজপুরে মহা উৎসব,		মঙ্গলের চিহ্ন সব,
দ্বারে দ্বারে হইল স্থাপন ॥
কৌশল্যা কৈকেয়ী সুমিত্রা,অন্তঃপুরে পেয়ে বার্ত্তা
মগ্ন মন আহ্লাদ-সাগরে।
পুত্র পুত্রবধূ সনে,		শুভলগ্ন শুভক্ষণে,
বরণ করিয়ে লন ঘরে ॥
দেখি শুভ সমাবেশ,		প্রেয়সীর সহ প্রবেশ,
নিজালয়ে করেন রঘুপতি।
প্রণাম করি জননীরে,		রত্নসিংহাসন পরে,
বসিলেন বামে সীতা সতী ॥

রাগিণী সুরট—তাল ঝাঁপতাল।

শক্তিসনে রত্নাসনে বসিলা রাম রঘুমণি।
রামরূপে বিশ্বমোহিত জানকী জগমোহিনী ॥
বামভাগেতে স্বর্ণগিরি,		মরি মরি শোভা হেরি,
দক্ষিণে জড়িত যেন সজল জলদ-শ্রেণী ॥
প্রেমবারি উভয় নেত্রে,		বহে মন বিরহ ক্ষেত্রে,
তাহে উঠিল নব নব প্রেমাঙ্কুর সব।
আছে ব্রজের মনে সাধ,		কর যদি কৃপা প্রসাদ,
অন্তে ও যুগল রূপ চক্ষে হেরি চিন্তামণি ॥

সমাপ্ত।

রামলীলা ।

লিখিলেন বাল্মীকি মুনি,		শ্রীরাম চরিত্র শুনি,
পবিত্র হয় জীবের জীবন।
কপট দণ্ডীর বেশে,		দণ্ডক কাননে এসে,
জানকী হ'রে লয়ে যায় রাবণ ॥
রাবণ-বংশ বিনাশিতে,		উদ্ধার করিতে সীতে,
পণ করিলেন রাম দয়াময়।
ভুজবলে বালি বধিয়ে সুগ্রীবে সেই রাজ্য দিয়ে,
বানর-সৈন্য করিলেন সঞ্চয় ॥
কৃপাসিন্ধু ত্বরান্বিত,		সিন্ধুকূলে উপনীত,
সৈন্যসহ বাস করেন তথায়।
ভবসিন্ধুর কর্ণধার,		কিরূপে হবেন সিন্ধু পার,
চিন্তামণির কাল গত চিন্তায় ॥
সুগ্রীবে কন শুন মিতে,		করি যুক্তি পরিমিতে,
তোমা বিনে সুহৃদ্ কেউ ত নাই।
বাঞ্ছা লঙ্কা গমন হেতু,		সাগরে বাঁধিবে সেতু,
কিন্তু তাতে একটা শঙ্কা পাই ॥
সীতা হরে লয়েছে রাবণ,		শ্রবণে করেছি শ্রবণ,
চক্ষেতে দেখে নাই সেটা কেহ।
হবে কত কষ্ট সইতে,		লঙ্কায় জনকদুহিতে,
আছেন কিনা সেই একটা সন্দেহ ॥
শেষ শ্রম না হয় ব্যর্থ,		অগ্রে জানকরী তত্ত্ব,
লওয়াটাই সুযুক্তি হয় মিতে।
সৈন্যমধ্যে কেউ কি পারে,গিয়ে এই জলধিপারে
শীঘ্র সীতার সংবাদ আনিতে ॥
সুগ্রীব কন যুক্তকরে,		যে আজ্ঞা হল কিঙ্করে,
এখন সাধন হবে সেই কার্য্য।
কিন্তু তুমি ভ্রান্ত যেন,		এত চিন্তা কর কেন,
আবির্ভাব এ ভাব আশ্চর্য্য ॥
বরুণ কি পিপাসায় ভাবে অরুণ কি ভাবে শীতে।
সতী নারীর কি চিন্তা অগ্নিমধ্যে প্রবেশিতে ॥
মাতঙ্গ কি চিন্তা করে পতঙ্গ নাশিতে।
চরমের কি চিন্তা রাখে যার বাস কাশীতে ॥
ব্রহ্মার কি চিন্তা বেদবাক্য প্রকাশিতে।
ধন্বন্তরির চিন্তা কিহে বালসা জল-কাশিতে ॥
তীর্থবাসের ক্ষোভ করে কি গঙ্গাতীরবাসীতে।
সাগর সাঁতার দেয় তার কি ভয় কূপজলে ভাসিতে
মরালের কি চিন্তে বল বকসভায় বসিতে।
মুনি-মন ভুলাতে চিন্তা করে কি উর্ব্বশীতে ॥
অন্ধকারের ভয় কি করে পূর্ণিমার শশীতে।
অন্নত্যাগী লোকের কি ভয় হয় একাদশীতে ॥

অসুর নাশিতে চিন্তে করেন যেন অসিতে।
তেমি তোমার চিন্তে হে নাথ উদ্ধারিতে সীতে॥

রাগিণী মূলতান—তাল কাওয়ালী।

কেমন চিন্তে তোমারে হে চিন্তামণি।
আমায় জিজ্ঞাস কি বিধি আমি কি জানি,
বিধির বিধি তুমি আপনি,
চিন্তে বিধি তোমার চরণ দু'খানি॥
যেতে এ জলধিপারে কি বিপদ হে,
গোষ্পদ তুল্য তব কিঙ্করের জলধি জানি
কি ছার ইন্দ্রত্ব পদ আপদের আপদ
বেদ পুরাণে শুনি,
তব পদ ভব-জলধির তরণী॥
সদা ঐ পদ বাঞ্ছিত ব্রজমোহনে
কিঞ্চিৎ কৃপা ক'রে পদে স্থান দাও গুণমণি
আমি ত পতিত কিন্তু পতিতের সম্পা
নাথ ঐ পদ শুনি
তাইতে পদে জন্মে পতিতপাবনী॥

রামকে তুষি এ বচনে, সুগ্রীব স্বসৈন্যগণে
ডেকে বলেন শুন রে বানর সবে।
বল দেখি আজ সাহসপুরে,কে যাবিরে লঙ্কাপুরে
সীতার সংবাদ আনতে হবে॥
বলিলেন রাম গুণাকর, আজ্ঞে প্রতিপালন ক
এমন ত দুষ্কর নহে কার্য্য।
হও রে ধন্য পৃথিবীর, যার প্রতি রঘুবী
হবেন তুষ্ট সেই পৃথিবীর পূজ্য॥
সুগ্রীব কহেন গর্ব্বে, অধোমুখ বানর সবে
ভাবছেন বসে হাটুতে দিয়ে মাথা।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র বীর, কেউ আর তোলে না শি
ভয়েতে বলে না একটী কথা॥
গবাক্ষ গিয়ে এক পাশে,
মিটমিটি করে তাকান ব'সে,
গয়ের যেন গয়াপ্রাপ্ত হ'ল।
জ্বলে উঠলো দুখানল, অধোমুখে ভাবছেন না
নীলের মুখতো নীলমোড় হ'ল।
বুড়ো ভালুক জাম্বুবান, তিনি বড় বুদ্ধিমা
জানেন কিবা ঘটে প্রভুকালে।

ভয়ে হতেছে হৃৎকম্প,আমি জানিনে দিতে লম্ফ
পাছে সুগ্রীব আমাকে যেতে বলে॥
বানর কেউ কিছু না বলে,
সুগ্রীব সক্রোধে জ্বলে বলে,
বেটারা ভাবছ কি আজ বসে।
আছে বুদ্ধি পাকে পাকে,
এড়িয়ে য বে ফাকে ফাকে,
যাবে কিন্তু যেতে হবে না দেশে॥
কখন বা কোন কাজে লাগিস,
খাবার বেলা বিদ্যাবাগীশ,
পাতা লতার স্বাদ বুঝিস রে ভাল॥
কারে কখন পারিস জিনতে,
পারা ভার বেটাদের চিনতে,
কেবল চিন্তে কুমড়া কলা মুলো॥
লম্বা ধুধুল ঝিঙ্গে মোচা,
কচু আর কাঁচকলা কাঁচা,
পা'স যদি জ্ঞান হারা'স রে সকলে।
কল র কর্ত্তা মর্ত্তমান,
দেখিস যদি বর্ত্তমান,
ছড়া শুদ্ধ ছিঁড়ে দিস গালে॥
এতকাল খওয়ালেম ফল,
তো বেটাদের দেহ বিকল,
ফল খেলি তার ফল ধরালি কই।
যখন যা চাও তাইতো পেতে,
কলা দিব আর কলা খেতে
কলাপোড়া খাওয়াব দু'দিন বই॥
মরি বেটাদের কি দুর্মতি,
আমাকে দেখে বানরপতি,
গ্রাহ্য বুঝি হয় না বানর দলে।
এই বানর তোমাদের বাবা,
এ হতেই যে কলা খাবা,
কলা খাওয়াটা ঘুচাব এককালে॥
আজি বুঝি এ কাজের কথায়,
আকাশ ভেঙ্গে পড়লো মাথায়,
উড়ায়ে দিলি করে উপহাস।
বোকা বেটারা বোকা হয়ে,
গুটিয়ে লেজুড় ভয়ে সয়ে,
বসে আছেন সব যেন তোফল দাস।

হেথায়, দূরে বনে হনুমান
মনে কচ্ছেন অনুমান,
অভিমান উদ্ভব সেই কালে।
আমি ত অতি প্রভুর আজ্ঞাকারী,
বলিলেই তো যেতে পারি,
এই দুঃখ, আমায় কেউ না বলে॥
জনককন্যা জানকীকে,
সেই গোলোকে এলেম দেখে,
দেখি নাই ত এ দেহ ধারণে।
কত দিনে এ ভবে এলেম,
অনর্থ দিন কাটাইলেম,
বলেন ত রাম যাই আমি এক্ষণে॥
এ চিন্তায় কাল যায়, হেথা সুগ্রীব ত্বরায়,
হনুমানে কহেন ইসারায়।
হনু অমনি যোড়করে, রামচরণে প্রণাম করে,
বলে প্রভু আমি যাব লঙ্কায়॥
রাম করিলেন আশীর্ব্বাদ, হবে তোমার পূর্ণ সাধ,
নির্ব্বিঘ্নে এস রে বাছা ফিরে।
অঙ্গুরি লয়ে আপন, হনুকে করেন সমর্পণ,
এই চিহ্ন দেখাবে জানকীরে॥
রাম পদে করি প্রণাম, পুরাতে নিজ মনস্কাম
উদ্যোগী হন লঙ্কাপুরে গমনে।
মনকে বলেন ওরে মন, অনর্থ কেন ভ্রমণ,
যাই চল জননী-দরশনে॥

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল মধ্যমান।

চল রে মন জলধিপারে।
জনকের হয়েছে আজ্ঞে, যাই জননী দেখিবারে।
কত দিন গত এ ভবে, আছ তুমি কি গৌরবে,
এ জীবন আজি ধন্য হবে,
পাও যদি দেখিতে তাঁরে॥
হবেরে পূর্ণ বাসনা, বলিব ক'রে উপাসনা
বারম্বার জঠরযাতনা, দিও না মা আর আমারে॥

মনকে বলে এরূপ বচন, হৃৎকমলে কমললোচন,
ভেবে হনু হইল দীর্ঘকায়।
সুগ্রীব অঙ্গদের পদে, প্রণাম করে অতি আমোদে
স্মরণ কৈল পবন-পিতায়॥
পবন এসে হন সাপেক্ষ, আর কি সাগর করে লক্ষ্য
লক্ষযোজন ঊর্দ্ধ পথে চলে।
পথে বিপদ পায় পায়, পেয়ে মুক্তি রাম-কৃপায়,
লঙ্কায় প্রবেশ নিশাকালে॥
কত্তে প্রবেশ পুরমধ্যে, লঙ্কাদ্বারে মহাবিদ্যে
উগ্রচণ্ডা আসতে অসি ধরা।
হনুকে দেখে কুপিত মন, বলে কোথা কর গমন,
সাধ্য কি আমারে লঙ্ঘন করা॥
কে তুমি দেও পরিচয়, হনুমান বিনয়ে কয়,
দশরথ রাজার পুত্র রাম।
পিতৃবাক্যে এলেন বনে, অনুজ আর ভার্য্যা সনে,
পঞ্চবটীর বনে করেন বিশ্রাম।
রাবণভগ্নী তথায় যায়, রামকে স্বামী কর্ত্তে চায়,
তার নাসিকা কাটিলেন লক্ষ্মণ॥
রাবণে বলে সবিশেষ, রাবণ ধরে যোগীর বেশ,
রামের সীতা আনে ক'রে হরণ।
আমি ত রামের চর, ব্যক্ত আছে চরাচর,
পবনপুত্র হনুমান নাম ধরি।
সেই রামের লয়ে আদেশ, করিতে সীতার উদ্দেশ
এই দেশে এসেছি গো শঙ্করী॥
কিন্তু বড় হ'ল শঙ্কা, তোমার রক্ষিত লঙ্কা,
তুমি যদি রাবণে রাখ মাতা।
তবে বুঝেছি সারোদ্ধার, করিবে সীতার উদ্ধার,
কার আছে মা মাথার উপর মাথা॥
চণ্ডী কন চিন্তা নাই, ওরে বাছা তোরে জানাই,
যখন রাবণ ধরে লক্ষ্মীর কেশ।
তখনি আমার স্নেহ গেছে,
আছি কিন্তু মন ভেঙ্গেছে,
হয়েছে রাবণের আয়ুঃশেষ॥
সীতে এসেছেন্ আসিবেন রাম,
পবিত্র এ লঙ্কাধাম,
আমি আছি রে তুমি আসিবে বলে।
বাজাও শ্রীরামের ডঙ্কা,
আমি তোমারে সঁপে লঙ্কা,
এই দেখ কৈলাসে যাই চলে॥
ব'লে তখন বগলা যান, হনুমান বগল বাজান,
পুরে প্রবেশ করিতে লঙ্কায়।

ভ্রমণ করেন নানারূপে, নানাস্থানে নানারূপে,
কিন্তু সীতার তত্ত্ব নাহি পান॥
দেখে রাবণের ঐশ্বর্য্য, হনু বলেন কি আশ্চর্য্য,
বেটার ত রাজ্যটা চমৎকার।
ত্রিলোকের ধন হরণ করে,এত সম্পদ আছে ঘরে
তাইতে বেটার এত অহঙ্কার॥
না দেখে কারু ভবনে, অবশেষ উদ্যানে বনে,
শোক মনে অশোক বনে যান পরে।
রাবণের চেড়ী রক্ষিতা, সেই বনে আছেন সীতা,
অনিবার নয়নে বারি ঝরে॥
কাঁদেন সীতা অবিরাম, বদনে বলে রাম রাম,
শুনে হনু রাম জয় শব্দ করে।
রাম শুনে নাম শ্রবণে, সীতা বলেন লঙ্কা ভুবনে
প্রভুর নাম আজ কে শুনালে মোরে॥
শত্রু হওত নিপাত হবে,
সুহৃদ হও সুখেতে রবে,
চিরজীবী হও করি আশীর্ব্বাদ।
হও যদি রামের চর, এসে তবে মম গোচর,
শীঘ্র দেও রে রামের সংবাদ॥

রাগিণী ললিত—তাল একতালা।

এমন অমূল্য শ্রীরাম নাম
কে শুনালে আমার কর্ণে।
আজ কে এমন, শোক নিবারণ,
করলে অশোক অরণ্যে॥
এ দুর্দ্দিনে যে ধন বিনে,আমি হয়ে আছি দৈন্যে,
বিনে সে ধন, মনের বেদন
আমার কি জানিবে অন্যে॥
ব'লে কি জানাবো আমি,
জানেন তো সেই অন্তর্য্যামী,
শ্রীরামচন্দ্রে স্বামী পেয়েছিলেম কত পুণ্যে।
আমি দাসী বলে আসি দুটী চরণ সেবার জন্যে।
তাতে বিধি হয় যে বাদী,
হারাই নিধি সে নীলবর্ণে॥

তখন, কাঁদিছেন রামকামিনী,
ক্রমে হয় দুই যাম যামিনী,
তরু হতে অবতরি ভূতলে।
প্রহরি সব নিদ্রা যায়, গিয়ে হনুমান পায় পায়,
প্রণাম করে সীতা পদযুগলে॥
যোড়করে করে বিনয়, মা আমি পবনতনয়,
নামটী হনু রামের অনুচর।
আজ্ঞা দিলেন জগন্মান্য, তোমার উদ্দেশ জন্য,
এই দেশে হয়েছি অগ্রসর॥
তোমাকে হারা হয়ে রাম,
কেবল কাঁদেন অবিরাম,
কত তত্ত্ব করিলেন বনে বনে।
সুগ্রীব হয় মৈত্র পরে, বালিকে বধি একটী শরে,
সংগ্রহ বানরসৈন্যগণে॥
অঙ্গদ বালিতনয় রামের সে বৈরজ্ঞ নয়,
লয়েছে শরণ চরণ প্রান্তে।
রাম সহ সেনাপতিরে, এসেছেন সাগরতীরে,
আমাকে পাঠান তব তত্ত্ব জানতে।
ক'ন জানকী ওরে কপী, নিশাচর হয় বহুরূপী,
কিরূপে আমি জানিব কেবা হও।
কেমনে বিশ্বাস করি, হনু অমনি রামাঙ্গুরি,
দিয়ে বলে মা এই চিহ্ন লও॥
আর কর কি জন্যে রোদন,
দূরে যাবে ত মনের বেদন,
দূরে নাই নিকটে এলেন রাম।
আমি গেলে পৃষ্ঠে আমার,সকলে হয় সাগর পার,
লঙ্কায় আসি করিবেন সংগ্রাম॥
কিম্বা যদি হয়গো মন, আমার পৃষ্ঠে আরোহণ,
ক'রো জননী আমি করি গমন।
কহেন সীতে হরষিতে, পরপুরুষ আর পরশিতে,
পারিব না রে থাকৃতে এ জীবন॥
কিম্বা যাব তোমার পৃষ্ঠে,
পাছে আমার পোড়া অদৃষ্টে,
শত্রু হয়ে তুমি হর আবার।
তা হতে রাম লঙ্কায় আসি, পাপাত্মা রাবণ নাশি,
মুক্তি দেন সেই মঙ্গল আমার॥
হনু বলে মা আমি তা পারি,

রাবণকে সবংশে মারি,
লঙ্কাখানা টেনে ফেলি সাগরে।
তা করিতে সম্প্রতি, আজ্ঞা নাই দাসের প্রতি.
করিলে বা রাগ করেন মযোপরে॥
চেড়ীগুলো তোমার প্রহরী,
বল যদি জলপান করি,
লক্ষ্য হয় না অমন লক্ষ জন।
ওরা আমার কোথায় লাগে,
বাঘের কাছে যেমন ছাগে,
নাগের কাছে ভেক দল যেমন॥
ওর বা কোন্ খাটের মেনো,
তৃণতুল্য করি নাশো,
প্রদীপে পতঙ্গ যেমন পোড়ে।
শৃগাল যেমন সিংহের কাছে,
নকুলের মুখে অহি কি বাঁচে,
মাবৃন্তে মশা মত্ত করা কি ভরে॥
বল যদি না পোহাতে রাত, করাব দেশ কর্ম্মসাৎ,
কি আছাড়ে কাজ গুছিয়ে যাই।
কাজ কি দেখে মরুক রিপু,
সীতে বলেন হও ক্ষান্ত বাপু,
সেবক ওরা ওদের গো দোষ নাই॥
কেন কষ্ট পাও বিফল, খাও দুটো অমৃত ফল,
ক্ষুধা শান্তি কর ক'রে জলপান
বলে মা দেন হনুর করে, গ্রহণ করি যতনরে,
ফল দেখে কহিছে হনুমান॥
ফল দিয়ে কাড়িলে পণ, তবে কেন হও কৃপণ,
ভাবলেম আজ কৃতার্থ হলেম আমি।
এ সব অদৃষ্ট ফল, দিয়ে এ সামান্য ফল,
জননী গো ছেলে ভুলাও কি তুমি॥

রাগিণী ললিত—তাল একতালা।

একি কর্ম্ম ফল, দেখি আজ বিফল,
কি ফল দিয়ে আমায় ভুলাও মা তুমি।
তৎপদ যুগলে, কল্পতরু তলে,
মোক্ষ ফলের বাঞ্ছা করি যে আমি॥
ওগো লক্ষ্মী মনের দুঃখ এই জানাই,
এ ফলের প্রতি আমার স্পৃহা নাই,
তোমাদের নিকটে নাই ত অভাব
যে ফল আমি চাই গো;
ও সেই ফলের বৃক্ষ তুমি আর তোমার স্বামী॥
ব্রজমোহন বলে ফলের কথা কই,
আমি আর ফলের তত্ত্ব ক'রলেম কই,
ফলবিহীন পদার্থ হয়ে যেমন ভবে রইগো—
অন্তে এর প্রতিফল দিবেন সেই অন্তর্যামী॥

হনুমানের দেখে ভক্তি, দেন বর রঘুবরশক্তি,
জীবন্মুক্ত পাবে রে পরকালে।
সম্প্রতি ত্যজ বিষাদ, গ্রহণ কর ফলের স্বাদ,
শ্রান্তি দূর হবেরে ঐ ফলে॥
হবে নিকটে [illegible] [illegible] [illegible] দেন তিনটী ফল
সুগ্রীব লক্ষ্মণ রামের তরে।
শিরোমণি দিয়ে বিদায়, বলেন বাছা সমুদায়,
আমার দুঃখ বলিবে রঘুবরে॥
হায় আমি হরিলাব, হরণ করেছে অজের দ্বারা,
কালহরণ রোদনে করিতেছি।
আশু যদি না আসেন হরি,
তবে যে তনু পরিহরি,
শুধু এভাবে বেঁচে আছি॥
শুনে পবনসুত পবনভরে,
রাবণের বন হতে সরে,
সিন্ধুকূলে বসে স্বীয় ফল খায়।
এমনি ফলের মধুর তার,
বলিতে নাই সাধ্য তার,
মনপ্রাণ সব তাতে বিকায়॥
বলে মরি কি আস্বাদন, কি মধু মধুসূদন,
অর্পণ করেছেন এই ফলে।
বিধি বুঝি রাবণের তরে, ভয়ে লঙ্কায় সৃষ্টি করে,
কারুর নাই তো আমাদের অঞ্চলে॥
খেয়েছি ফল নানারস, কি দাড়িম্ব আনারস,
পনস কদলী কত প্রকার।
আতা বেল কুল, খাওয়া হয়েছে বেলফুল,
কিছু নাইত হেন চমৎকার॥
কেন মিছে আর নিয়ে যাই,
সুগ্রীবের ফল আমিই খাই,
ব'লে অমনি অধরে অর্পণ।

লক্ষণের ফল লয়ে করে, মনে মনে বিতর্ক করে,
খেলে পাছে শুনেন বা লক্ষ্মণ ॥
আমি তো আছি অন্তরে, জানেন পাছে অন্তরে,
অনন্তদেব তিনি অন্তর্যামী।
খাব বটে আজ চুপে চুপে, কিন্তু তাঁর লোমকূপে,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড জানি আমি ॥
ফল একটা তুচ্ছ বিষয়, কিন্তু যদি ছোট মহাশয়,
শোনেন ত খুব লজ্জা পাব তবে।
আবার লোভে বুদ্ধি হত,
বলে পেটে খাব তার ভয় কি এত,
খেয়ে ফেলি ত শেষটা যা হয় হবে ॥
বলিয়ে অর্পণ অধরে, রামের ফলটী লয়ে পরে,
নাড়ে চাড়ে আর ভাবছে বসে হনু।
খেতে বড় লাগে ত মিষ্টি, কিন্তু ইথে দিলে দৃষ্টি,
হবেন রুষ্ট দুর্ব্বাদল তনু ॥
বলে ক্ষান্ত হল তায়, বানুরে বুদ্ধি কোথা যায়,
বলে খাব না ঘ্রাণটা ইহার ল'ব।
ঘ্রাণ নিতে ফল হয় নষ্ট, নাসায় ঠেকে উচ্ছিষ্ট,
ভাবে আর কেমনে রামকে দিব ॥
ঘ্রাণে অর্দ্ধেক ভোজন ধরি,
উচ্ছিষ্ট কি দিতে পারি,
আমারি হ'ল বলে মুখে দেয় ফেলে।
রাম দিলেন তার প্রতিফল, গলাধঃ করিতে ফল,
আড় হয়ে আঁটী বেধে যায় গলে ॥
কত চেষ্টা হয়ে ব্যস্ত, হয় না আঁটি উদরস্থ,
কাতর হয়ে হনু ধড়ফড় করে।
জানকীর নিকটে যায়, বলে রক্ষে পাই যায়,
তাই কর মা সেবক প্রাণে মরে ॥
লোভেতেই মা ক্ষোভটা ঘটে,
লোভে জীব পড়ে সঙ্কটে,
লোভে দেখ মীন বড়শী ধরে।
লোভে পক্ষী পড়ে ফাঁদে, লোভে হয় কলঙ্ক চাঁদে,
লোভে ইন্দ্র গুরুপত্নী হরে ॥
শুম্ভ আর নিশুম্ভ দৈত্য,
একটা নারীর লোভে মত্ত,
হয়ে দেখ সবংশে ধ্বংস পায়।
লোভে খেয়ে আতুর ফল, এই হল মা ফলাফল,
সন্তানে আজ তুমি রাখ কৃপায় ॥

করেছি বড় দুষ্কর্ম্ম, না জেনে বিশেষ মর্ম্ম,
মরি মরি যেদনায় মর্ম্ম জ্বলে।
এ সাজা কেন জনক সুতে, রক্ষ গো মা জনকদুহিতে
বিপদে পতিত পদতলে ॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল কাওয়ালী।

রাখ বিপদে শ্রীপদে জননী।
প্রাণ যায় গো জনকনন্দিনী,
খেয়ে ফল পড়ি সঙ্কটে, আজ এরূপ ঘটে,
স্বরূপ বল আমারে কিরূপে মা তরি,
বুঝি বিরূপ চিন্তামণি।
আমি বনপশু একে ত জ্ঞানবিহীন,
মা আমার মতি যে মলিন,
তবাজ্ঞে বিফল করি, ফল খেয়ে যাতনায় মরি,
ফল হতে দেও মোক্ষ, মোক্ষফলদায়িনী ॥
যদি সন্তানে নিতান্ত বিরূপ হন পিতে,
মা ন'ন কখন কুপিতে,
জনকে সুত তেজিলে, জননী লন যত্নে কোলে,
কুপুত্রে কুমাতা কভু না শুনি ॥

হনুর কাতর উক্তি, জানকী দিলেন যুক্তি,
ওরে বাছা পাবে মুক্তি, করে ভক্তি আতি।
মন রাখ রামের পদে, রামকে ডাক এ বিপদে,
ক্ষমা তোমার এ অপরাধে, করিবেন রঘুপতি ॥
শুনে মাতার এই বচন, কোথা রাম রাজীবলোচন
কর আমার দুঃখ মোচন, কাতরে ডাকেন হনু।
অমনি হরে অনুপায়, গলার আঁটি উদরে যায়,
হনু যেন জীবন পায়, সুস্থ হ'ল তনু ॥
জিজ্ঞাসিছে ওমা সীতে, হবে কথাটি প্রকাশিতে
এ ফল খায় লঙ্কাবাসীতে, এর বাগানটী কোথা।
সীতে বলেন ঐ দেখা যায়,
লোভে হনু অমনি যায়,
ধীর মূর্ত্তি পায় পায়, উদয় গিয়ে তথা ॥
বৃদ্ধ দ্বিজবেশ ধরি, স্বীয় প্রস্রাব পাত্রে করি,
বাম করে স্কন্দে উত্তরী, যষ্টিভরে যান।
দেখে প্রাচীন দ্বিজবরে, বনরক্ষক যত চরে,
চরণে প্রণাম করে, হনু করেন কল্যাণ ॥

শীঘ্র যমালয়ে যাও, কেন আমারে আর জ্বালাও,
হও তো আজি গয়া পাও, গয়ার পাপ যত।
চরে করে নিবেদন, কি জন্য শুভাগমন,
কোন্ তীর্থ করি ভ্রমণ, লঙ্কায় আগত॥
দ্বিজ কন আহ্লাদচিত্তে, ভ্রমণ করি নানা তীর্থে
রাবণে আশীর্ব্বাদ কর্ত্তে, আশা অতঃপরে।
শুনে কয় যত প্রহরী, কর-পাত্রে তব কি হেরি,
দ্বিজ কন তীর্থের বারি, খেলে পাপ তাপ হরে
শুনে বাণী তারা সমস্ত, দেহ ব'লে পাতিল হস্ত
হনু অমনি হয়ে ব্যস্ত, মূত্র দিলেন ঢেলে।
খেয়ে গণ্ডুষ মনে সন্ধ, বলে এ বিদ্‌কুটে গন্ধ,
তবু তাদের আনন্দ, তীর্থবারি বলে॥
কিন্তু বলে বারি কি এমন,
পান করে গা ক'রে কেমন,
এখনি পাছে হয় বা বমন, পেটে রাখা প্রমাদ।
দ্বিজ বলেন কি জঞ্জাল, পায় কার হেন কপাল
আমি এনেছি অনেক কাল, তাই হলো বিস্বাদ
পবনপুত্র তার পরে, দ্বিজরূপটী গোপন করে,
উঠিলেন গিয়ে বৃক্ষোপরে, নকুল একটী হয়ে।
ভ্রমণ করেন শাখায় শাখায়,
তরুপানে প্রহরী তাকায়
এ আবার উহারে দেখায়, অঙ্গুলি হেলায়ে॥
তৎপরে পবন-তনয়, নিজমূর্ত্তি বানর হয়,
ফলগুলি সব হস্তে লয়, দেয় নিজ বদনে।
বীরদাপে মারে লম্ফ, ভাঙ্গে তরু করে দন্ত,
সঘনে হয় ভূমিকম্প, ত্রাস প্রহরিগণে॥
যুক্তি ক'রে পরস্পরে, অস্ত্র বরিষণ করে,
হনু ধ'রে নিজ করে, ব্যর্থ করেন বাণ।
দেখে বনরক্ষকগণে, মনেতে প্রমাদ গণে,
বলে শত্রু কে বাগানে, শীঘ্র বধ প্রাণ॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল খেম্‌টা।

মরি কি কল্লে এমন সুখের বাগান
ভাঙ্গলে বেটা।
চিনেছি রূপটা দেখে চেয়ে দেখরে
রূপী বানর এটা॥
কপির চিহ্ন গায়েতে সব লোমগুলি কটা।
দেখ ওই পিছন দিকে আছে লম্বা
রকম লেজুড় ওটা॥
অপার সিন্ধুপারে এয়ে আনলে বা কেটা।
এখানে রাবণ রাজা বেটার মনে
কি ভয় হয় না সেটা॥

হনু ভাবে,—
তবে একটা ঘৃণা হয়, তুল্য শত্রু আমার নয়,
কি হবে পতঙ্গ প্রাণ মেরে।
বল প্রকাশ কি করিব ছি ছি,
চেপে ধল্লেই করবে চিচি,
ছেড়ে দিলেই পাঁচটা লাফ মারে॥
ঐ যে বেটা বিড়াল চকো,
হতুম-থুমো মালসা মুখো,
ভুষমন চেহারা ভুম্বরাম।
আর সব বেটা ঝোঁকড়া-চুলো,
শীঘ্র ওদের দেখিয়ে চুলো,
বল যদি মা পুরাই মনস্কাম॥
রাক্ষসের কি রূপের ছটা, ঝুড়ীপেটা বর্ণ কটা,
রূপ দেখেতে তো জ্ঞানহত হয়েছি।
মুখ দেখে পেচক পলায়,
স্বরে গর্দ্দভ জ্ঞান হারায়,
লয় না ওদের যমের অরুচি॥
তুমি মা কাল-শাসন-কর্ত্রী, অন্তকালে অভয়দাত্রী,
নিশাচরে আজ ভয় দেখায় তোমায়।
লাজে মরি গো বিশ্বমাতা,
শৃগালে খায় বাঘের মাথা,
সিংহ মারতে করী কর বাড়ায়॥
এ যে কথা ফক্কীকার, বাসনা মনে মক্ষিকার
ষট্‌পদের পদেতে উঠবেন তিনি।
কথকগুলো গেড়ের ব্যাং, লম্ফ দিয়ে বাড়ায় ঠ্যাং,
চুরি কত্তে ফণীর মাথার মণি॥
তখন,—হনু বেড়ান বৃক্ষে বিহারি,
মারে বাণ যত প্রহরী,
রাম জয় রব করিয়ে বদনে।
তরু তুলে করে আঘাত,
সেই আঘাতেই ঘোর ব্যাঘাত,
শমন তাদের সমন সদনে॥

দেখে কাণ্ড এ অদ্ভুত, তীক্ষবেগে ভগ্নদূত,
বিঘ্ন যত রাবণে জানায়।
মহারাজ কি করো ব'সে,
কোথাকার এক মর্কট এসে,
মধুবনে ঘোর সঙ্কট ঘটায়॥
বৃক্ষ ভাঙ্গে খায় যে ফল, বারণ করে বাড়ায় বল,
বধিল সব বনরক্ষক চার।
শুনে রাবণ পলক মধ্যে, স্বসৈন্যে পাঠান যুদ্ধে,
জাম্বুমালী নামটা নিশাচর॥
অসংখ্য সেনা যে সঙ্গে, জাম্বুমালী যান রঙ্গে,
ঐ যাত্রাতেই জন্মের মত যান।
যাবামাত্রেই বৃক্ষাঘাতে, রথ রথী সেনার সাথে,
জাম্বুমালীর যমপুরে প্রস্থান॥
অমনি দশানন-গোচরে, রণসংবাদ দিল চরে,
শুনে রাবণ অগ্নি অবতার।
অন্তরে সমর কর্ত্তে, মধু বনে বানর ধর্ত্তে,
পাঠান বীর অক্ষয়কুমার॥
মনে মনে হনুমান হাসে, তরু ত্যজে প্রাচীরে বসে,
তারা মারে বাণ হনু লুফে তা ধরে।
পরে চাপড়ে বধে প্রাণ, অক্ষয়কুমার যান,
শমন রাজার অক্ষয় মন্দিরে॥
রাবণ সংবাদ পায়, বলে তো বড় অনুপায়,
ধিক আমায় বানরে দিলে লজ্জা।
ডেকে বলেন ইন্দ্রজিতে, এনেছ রে ইন্দ্র জিতে,
শীঘ্র যাও করিয়ে রণসজ্জা॥
বন ভাঙ্গে একটা কপিতে,
রণে যেতে বলেন পিতে,
ইন্দ্রজিতের শুনে হাসি পায়।
বলে, পিতে রাগ সম্বরো, ইথেই এত আড়ম্বরো,
কলা দেখালেই বানর ধরা যায়॥
যাকি আমি রণসজ্জে, তার সনে কি রণ সাজে,
বনপশু খাদ্যের মধ্যে সেটা।
আমার কিসে যোগ্য বাদী,
মনে করিলে ইন্দ্র বাঁধি,
আমার বাসে দাস আছে যম বেটা॥
হায় আমার কপালের দশা,
তারে ত জ্ঞান করি মশা,
মশা মারতে ব্রহ্ম অস্ত্র কেন।

আমার হাতে মৃত্যু লেখা,
উঠেছে তার মরণ পাখা,
মরতে বানর লঙ্কায় এল জান॥
কর দেখি ফলের আমদানি,
এখনি বানর ধরে আনি,
লোভে পড়ে ফাঁদে পড়বে এসে।
ধরলে আর কেমনে পলায়,
শিকলী দিয়ে হাতে গলায়,
পশুশালায় রাখতে হবে পুষে॥
সে কি আমার যোগ্য হয়,
অজার সঙ্গে যেমন হয়,
যেমন দরিদ্র আর ধনীতে.
পুষ্করিণী সুরধুনীতে, ভেক আর ফণীতে,
লক্ষ্মী আর শনিতে, উপপত্নী আর বনিতে,
কাচ আর মণিতে, টক ঘোল আর ননীতে,
ঘাঁট পদ্মযোনিতে, অর্গিণ আর ঘানীতে,
সিঁদ রাহাজানিতে, ছাঁটা মুগী আর ধানীতে।
বোবা আর বাগ্বাণীতে, ভিক্ষুক আর মানীতে,
কুড়ুনী রাজরাণীতে, সদ্যোজাত আর কুনীতে,
গো-চোর আর খুনীতে, মুর্খ আর গুণীতে,
বেড়াজাল আর ঘুনীতে, তবলকী আর চুনীতে।
শ্যামা আর টুনটুনিতে, কদাচার আর সুনীতে,
ভণ্ড আর মুনিতে;—
অতএব তুল্য ত নয়,
কিন্তু আমায় আজ্ঞা দিলেন পিতে।
সাজ সৈন্য যাব শীঘ্র বানরটা ধরিতে॥

রাগিণী সুরট—তাল কাওয়ালী।

সাজ সাজ সৈন্য সাজ সমরে।
দে রে দে আমারে অসি বর্ম্ম শর শরাসন রে
সারথি রথ সজ্জা করে।
জানে ত বীরত্ব পারে কে জয় করতে
করি একাধিপত্য ত্রিসংসারে,
দেখ মম বাসে করে দাসত্ব অমরে।
আমি ত্রিলোকে পুজিত
নাম ধরি যে ইন্দ্রজিত, সমরে ইন্দ্র জয় করে

না করে শঙ্কা মনে কে এল লঙ্কাপুরে
ভুজঙ্গিতে ভুজঙ্গ-গহ্বরে,
মরি দুঃখে বন ভাঙ্গে বনপশু বানরে ॥

তখন স্বীয় সৈন্য সাজায়ে, রণবাদ্য বাজা ॥,
ইন্দ্রজিত সমরে উত্তরে।
করে বাণ বরিষণ, বলে রে বানর শে !,
কার সাধ্য রক্ষে করে তোরে ॥
গোটা দুই পতঙ্গ মেরে, বসে আছ কম্ম সে !,
মনে করেছ লঙ্কা জয় হ'ল।
যে কটা করেছিস নাশ, সব রাবণের অন্নদা ,
তার মধ্যে বীর আবার কে ছিল ॥
বুড়া রাক্ষস জাম্বুমালী,সে বেটা বাগানের মালী,
কোন্ কালে সে ধরলে শর ধনু।
অক্ষয়ে মেরেছ যুদ্ধে, সেটা তো বালকের মধ্যে,
শৈশব তার অতি কোমল তনু ॥
ত্রিলোকজয়ী যে রাবণ, তুই তার ভেঙ্গেছিস ব"
আর তোর জীবন রাখবে কেটা।
খেলে আমার একটা বাণ, নির্ব্বাণ হয় কম্মবা
তোর সনে রণ লজ্জার কথা সেটা ॥
তখন হনু বলে,—
অহঙ্কারেই হবে লয়, শীঘ্র যাবে যমালয়,
অহঙ্কারটাই অমঙ্গলের চিহ্ন।
অহঙ্কারটা জন্মে যার, ছারখার হয় বংশ তার,
দর্পহারী করেন দর্পচূর্ণ ॥
শুনেছি সেই দুরাচারী, দশাননের দর্প ভারী,
দেবতাদিগের দেয় যে বিশেষ কষ্ট।
সেই পাপেতেই কুপোকাত, শীঘ্র হবে কর্ম্মসাৎ,
রামের যখন হয়েছে কোপদৃষ্ট ॥
পড়লো বেটা কুঁদের মুখে,
হয় ত এইবার শিঙ্গা ফোঁকে,
নয় ত এবার সোজা হবে নিশ্চয়।
এত ক্ষমতা কোথা পায়,গরম দেখলে ধ'রে পায়,
নরম দেখলে অম্নি গরম হয় ॥
কর্ম্ম ওর যেমন ঘৃণিত, জন্মটাও তেম্নি জানিত,
মাতা পিতা দুই জাত দুজনে।
দানব কন্যা বিবাহ করে,ভগ্নী দিলেআর এক ঘরে,
পাঁচ মিশালি কুল বড় টনটনে।

সুতরাং ওটা বার জেতে, গড়নটা ওর অষ্টধেতে,
রাক্ষস কুলের বড় কুলাঙ্গার।
জন্মটা গোলমেলে যার, অহঙ্কার হয় বেশী তার,
বড় তাজী হয় গাধা ঘোড়ায়
জন্ম যে বাচ্ছার ॥
পড়লো সবার বিষনয়নে, ঐ যে বেটা বিশনয়নে,
অমর ভেবে অমরে আছেন কাবু।
দিন ঘুনালো সবাই ভাবে,
যোগাড় দেখলেই যোগাড় দেবে,
কচলে কচলে তিতো হয়েছে নেবু ॥
শোন রে ওরে নক্তচর, ব্যক্ত বটে চরাচর,
তুই বড় বীর আমি ত বনপশু।
করে রেখ তা মনে রফা,
পশুই সারবে তোদের দফা,
পশুর বিক্রম দেখতে পাবে আশু ॥
পশুর সনে যুদ্ধ ঘটে, সেটা তোমার লজ্জা বটে,
বলতে কথা লজ্জা নাহি করে।
পশু বলে আমাকে ধরিস,
পশু ব্যবহার তোরাই করিস,
তোর জনক পশু পুত্রবধূ হরে ॥
গো ব্রাহ্মণ করিস হত্যা,তোদেরই হয় পশুধর্ম্মে
পর-রমণী চুরি করে তোর পিতে।
পশু দেখে তোর ঘৃণা হয়, এ পশু সামান্য নয়,
হারাবে অসু ক্ষুদ্র পশু হ'তে ॥
ক্ষুদ্র হলেই ঘৃণিত কি হবে তোর কুথায়।
ক্ষুদ্র তরু তুলসী উঠে শালগ্রাম মাথায় ॥
ক্ষুদ্রাবতার বামন হতে বলী যান পাতালে।
ক্ষুদ্র পক্ষী পড়াইলে রাধাকৃষ্ণ বলে ॥
পরশুরাম পাতকী হন মাতৃহত্যা করে।
ক্ষুদ্র ডোবা ব্রহ্মপুত্রে ডুব দিয়ে পাপ হরে ॥
ক্ষুদ্র অগ্নি এক প্রদীপে হরে অন্ধকার।
সর্পশিশু ক্ষুদ্র তার দংশনে বাঁচা ভার ॥
ক্ষুদ্র কীট বল্মীকেতে বৃহৎ কাষ্ঠ কাটে।
ক্ষুদ্র একটা বড়া খাওয়ালে মহা রোগটা কাটে।
ক্ষুদ্র বীজ মূলমন্ত্র তাই জপে জীব তরে।
আমি কেমন ক্ষুদ্র পশু জানবি বেটা পরে ॥
তুই বেটা কি ভয় দেখায়ে দেখাস আমায় বাণ।
বাণ কি লক্ষ করি আমার রাম যে কৃপাবান্ ॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল একতালা।

অবোধ রাবণের সুত,
তুই শুনালি আজ আমায় বাণের কি কথা।
ও বাণ মিথ্যে ধরা, এই বানরে তোরা,
বাণ দেখায়ে ভয় দেখাস যে বৃথা॥
বাণের বিষয় আমি বড় ভাগ্যবান্,
যে বাণ হতে জীবের ঘটে রে নির্ব্বাণ,
গীর্ব্বাণের আরাধ্যে জানিস আমার হৃদে
আছেন ও সেই ভগবান্ যে গাথা॥
ব্রজমোহন তুমি বিপক্ষ সংহার,
জ্ঞানরথে চড়ি ভক্তিধনু ধর,
ব্রহ্ম-অস্ত্র রাম নাম যোজনা কর
রাম তোমার শত্রু পলাবে কোথা॥

রাবণ-পুত্র হানে শর, পবন-পুত্র অবসর
না পেয়ে করিছে বাণ ব্যর্থ।
ঘন ঘন মুষ্টি প্রহারে, সকল সৈন্য সংহারে,
প্রকাশ করে বিষম বীরত্ব॥
ইন্দ্রজিত হয়ে ত্যক্ত, বলে বেটা করে বিরক্ত
এ দেখি যে বাহুরে কীর্ত্তন।
মিছে কেন কষ্ট পাই, এইবার মজা দেখাই
নাগপাশেতে করি ওরে বন্ধন॥
বলে, অস্ত্র ত্যজেন রাগে, সহস্র সহস্র নাগে
হনূমানে এসে বন্ধন করে।
অস্ত্রে হয়ে বন্ধন, ভাবেন পবননন্দন
বিপদে বেটা ফেল্‌লে আজ মোরে॥
আবার ভাবেন ভয় কি তারি,
নাগপাশ তো ছিঁড়তে পারি,
ছিঁড়লে কিন্তু কাজ কিছু না থাকে।
থাকি এই বন্ধনে প'ড়ে, ঐ বেটাদের কাঁধে চ'ড়ে,
দেখে আসি দশানন বেটাকে॥
মনে, তাতেই হনূ বদ্ধ, ইন্দ্রজিতের আনন্দ,
বলে বেটাকে আরো বাঁধ কসে।
স্কন্ধে তুলে লও রে সবে,
পুরমাঝে দেখাইতে হবে,
এরূপ রূপী নাই আমাদের দেশে॥
শুনে যত রাক্ষস যায়, হনুমানে তুলিতে চায়,
হনু হনু ভূধরতুল্য ভারি।
তুলিবে এমন সাধ্য কার,
নাড়া চাড়াই যে হলো ভার,
বড় বড় বীরের ভাঙ্গে জারি॥
কেউ বলে দেখেছো কোথায়,
বেড়ায় কপি ডালে পাতায়,
দেখলে তো খুব হাল্‌কা বোধ হয়।
তুলতে আমরা হ'লাম কাতর
বেটা যেন বিশ মণ পাথর,
বানর তো সামান্য ভারী নয়॥
কেউ বলে ভাই কর দৃষ্ট, বেটার যে পেট সর্ব্বস্ব,
কি ভয়ঙ্কর পেটের আয়তন।
করেছে বিধি কি কারখানা,
পেটের ভাগটাই বার আনা,
কি জ্বালা ঠিক জালাটা যেমন॥
তখন বল্‌ছে রাবণ-রাজ তনয়,
তো বেটাদের কাজ তো নয়,
তোরা ঠিক বৈরাগীর থামা ধরা।
ঢাকের বাঁয়ার নাহি মূল্য, শানাএর ভেঁপুর তুল্য,
কাজে কুড়ে মুখে টন্‌কো তোরা॥
একা বানর ক'রতে বাঁধে,
এতগুলো রাক্ষসে কাঁদে,
এ কর্ম্মটা হলো যদি দুষ্কর।
তবে যে তোরা আসিস্ যুদ্ধে,
বল দেখি রে কার বুদ্ধে,
কিসে এত সাহসে ক'রিস ভর॥
এখানেতে ভাবছেন হনু, এত ভারী করলে তনু,
রাবণের সনে দেখা হওয়া যে দায়।
ব'লে, হইলেন পূর্ব্বমত, পরে গিয়ে রাক্ষস যত,
কাঁধে তুলে অনায়াসে ল'য়ে যায়॥
বানরটা আজ ধরা প'ড়ে,
শুনে, ওঠে আর ধরায় পড়ে,
দেখতে ধেয়ে যায় লঙ্কাবাসী।
পশু ব'লে করিছে ব্যঙ্গ, হনুমান দেখে সে রঙ্গ,
কিঞ্চিৎ কহেন ঈষৎ হাসি॥

রাগিণী আলিয়া—তাল একতালা।

বলি শোনত, ভ্রান্ত যত, আমি ত নই সে পশু।
পশুর মর্ম্ম তোরা জানিবি আশু।

গেলিনে ভবের সুপথে কখন ত হলিনে সু,
তোরা শিখলিনে সদ্ব্যবহার
গুরুর শিখালনে শ্রীচরণেষু।
পণ্ডকুল পবিত্র গ্রন্থ যে জন সর্ব্বকার্য্যেতে
ও সেই পশুপতির আরাধ্য যে,
তাঁর চরণে সপলেম্ অসু॥

স্কন্ধে লয়ে হনুমানে, রাবণের বিশ্রামাগারে,
হয় উপনীত নিশাচর সর্ব্বে।
এই বানরটা ভাঙ্গলে বন, এই কথা হয়ে শ্রবণ,
রাবণ কহিছে অতি গর্ব্বে॥
মর বেটা মর্কট, জিনে যেন বসেছিস কোট,
মরতে কার মন্ত্রণায় এলি।
আসতে পায় শঙ্কা সুরে, তুই এসে এ লঙ্কাপুরে,
আপনার বুদ্ধে আপনার মাথা খেলি॥
জানিস দশাননের দর্প, যে বিবরে কালসর্প,
কি ব'লে তুই তায় দিলি রে কর।
বল্‌বো কি রে অধিক আর
ত্রিলোকটা মোর অধিকার,
ত্রিদশে সব আমারি কিঙ্কর॥
ইন্দ্র বেটা গাঁথে মালা, যমের জিম্মা অশ্বশালা
বরুণ ছত্র ধরে মোর মাথায়।
আমার দ্বারে দিনকর, হয়ে রয়েছে হীনকর
পূর্ণমাসী বার মাস হেথায়॥
কার চর তুই বল্‌রে বেটা,
বাস কোথা তোর জনক কেটা,
পুণ্যবতী কেবা তোর জননী।
রত্নগর্ভা সেই রামা, পুণ্যের নাই পরিসীমা,
ধন্য ধনী বানর-প্রসবিনী॥
রাবণের শুনে ভারতী, হাস্য ক'রে ক'ন্ মারুতি,
কি দিব আর নিজ পরিচয়।
তবে একটা নিদর্শন, করি তোমারে প্রদর্শন,
স্মরণ যদ্যপি তোর হয়॥
দিগ্বিজয়ে যখন যাও, কিষ্কিন্ধ্যায় যুদ্ধ চাও
হাঙ্গামা কর বালী বানরের কাছে।
জড়িয়ে লাঙ্গুল তোমার গলে,
ডুবায় সাত সাগরের জলে,
এখন তার দাগটা বুঝি আছে॥

ছিলেন পুণ্য সরোবর, অযোধ্যার নর
নাম দশরথ রাম তাঁর তনয়।
পিতৃ-আজ্ঞা পালিবারে, ভ্রাতা [illegible]
বনবাসে আসেন দয়াময়॥
তোর ভগ্নী তথায় যায়, রামকে পতি কর্‌তে চায়,
রামানুজ তার নাকটি কেটে দিলে।
জাকজারি আর করিস বৃথা,
ভগ্নী তোর খেয়েছে মাথা,
এককালে চুনকালী দিলে গালে॥
ত্রিলোকের উপর যদি আসন,
ভগ্নী একটা করে শাসন,
পারলিনে আপনার ঘরে রাখতে
দেশে দেশে তার এ দুর্গতি,
মিল্‌ল না কি একটা পতি,
লঙ্কাপুরে এতো পুরুষ থাকতে॥
তার কথায় হ'য়ে উদ্‌যোগী,
সেজে একটা ভণ্ডযোগী,
চুরি ক'রে এনেছিস রামের ভার্য্যে।
সেই রাগে রাম একটী বাণে,
বালী বীরকে বধি প্রাণে,
রাজা করেন সুগ্রীব সেই রাজ্যে॥
অঙ্গদ বালি-অঙ্গজ, ল'য়ে বানর-সৈন্য নিজ,
শরণ লয় রামের চরণ-প্রান্তে।
সবংশে তোরে নাশিতে, নিকটে এলেন জগৎপিতে
আমি দাস এসেছি তত্ত্ব জান্‌তে॥
যত বীর সুগ্রীবের আছে,
আমি জঘন্য সবার কাছে,
তাদের বীর্য্যবল বলিব কত।
যেদিন জানকী লয়ে এলে,
প্রভু তোমায় দেখতে পেলে,
সেইদিন ত দফা সাঙ্গ হ'ত॥
মিছে বড়াই ক'রে মরিস,
ধিক্ তোরে পর-নারী হরিস,
চুরি করিস বীর বলি কি তোরে।
রাম কি বস্তু নাহি জেনে রাম-বনিতে হরে এনে,
কালসর্প পুষে রেখেছিস্ ঘরে॥
চোর কখনো ধর্ম্ম রাখে, বেশ্যার কি লজ্জা থাকে,
[illegible]

লম্পটে কি সত্য বলে, পাপী কি সৎপথে চলে,
তোর্ কার্য্য দেখিলে ঘৃণা হয়॥

রাগিণী ললিত—তাল ঝাপতাল।

হয় না কিরে লজ্জা ছি ছি বীরত্ব প্রকাশিতে।
এই ত পুরুষত্ব আন চুরি ক'রে রামের সীতে॥
বিষয়মদে মত্ত হ'য়ে আছ তুমি কি হরষিতে,
আমি পশু আমার ঘৃণা হয় যে তোরে পরশিতে,
নিজে হ'লে উদ্যোগী নিজ বংশ নাশিতে।
ওরে চিনলিনে সে রাম কি নিধি,
মানলিনে বেদের বিধি,
কাট্‌লি স্বীয় সুখতরু কুকর্ম্ম অসিতে॥
হবে রে সত্বরে তোরে শোকসাগরে ভাসিতে,
সীতে বিরূপা তাইতে তোরে বিরূপা সদা অসিতে
ভাবলিনে রে ভবে আবার হবে রে আসিতে॥

হনুমান্ এরূপ বলে, আহুতি যেন অনলে,
দশানন কহিছে দর্প করি।
মরি রে মর্কট দুঃখে, দিতে এলি কি জ্ঞানশিক্ষে,
বিদ্যাবাগীশ বিদ্যার ভুড়ভুড়ি॥
বনপশু হনুমন্ত, নিজে বড় গুণবন্ত,
কোন পাঠশালে পড়েছিস কার কাছে।
শুনে হচ্ছে আমোদ মোর,
বল দেখিরে বানর তোর,
কিষ্কিন্ধ্যায় কখান টোল আছে॥
আঙ্ক আস্ক সিদ্ধি ফলা, শিখে রেখেছিস গলা গল
পেটে পোরা ব্যাকরণ কলাপখানি।
দিয়েছেন মা জগদম্বা, তোমার পেটে অষ্টরম্ভা,
যাতে তুষ্ট তাই দিলেন তো তিনি॥
কারে বিধি কিরূপে বানান,
তোমার পেটে ফলা বানান,
পুরে দিলেন তাই পেটটা বড় বুঝি।
পেটের পশুন ডাগর, পেটের বিষয় বিদ্যাসাগর,
বাছা যেন পেটদাস বাবাজী॥
শিখতে যা হয় সব শিখেছিস্,
শাস্ত্রের মাথা খেয়ে রেখেছিস্,
বিচারে কে পারে তোরে জিন্‌তে।
আর এক বিদ্যা বড় আছে,
লম্ফ দিয়ে উঠিস্ গাছে,
মতির মালা কাট্‌তে পারিস্ দন্তে॥
আমার সঙ্গে বিবাদ করিস্,
হেলে পারিস্‌নে কেউটে ধরিস্,
কামারের কাছে সূচ বেচিস কি বলে।
আমাকে বল্‌লিনে বীর, ওটা আমি জেনেছি স্থির
বোনাইকে অনেকে শালা বলে॥
তোদের কর্ত্তা সুগ্রীব বেটা, বানরের জঘন্য সেটা,
দেশ থেকে তাড়ালে বালী তারে।
সেনাপতি তায় ক'রে রাম, জয় করিবেন লঙ্কাধাম
মাছি এসেছেন মশাকে সহায় ক'রে॥
ইন্দুর এলেন ছুচাকে লয়ে মারিতে মার্জ্জার।
কেউ মনে কর্‌লে না মেউ ধরবে কেটা তার॥
ঢেঁড়া বেড়ান দেশটা যুড়ে তক্ষকে মারিতে।
কাকের বাঞ্ছা কাতুয়ার গৌরব হরিতে॥
মেষ মিশেছেন ছাগের দলে, বাঘ স্বীকার করতে।
ফণী কোরেছেন কেঁচোকে সহায়
গরুড় পক্ষিণী ধর্‌তে॥
শূকর করেন রণসজ্জা, মার্‌তে মত্ত হাতী।
জোনাকী পোকা চাঁদ ঢাক্‌বেন
মার্গে জ্বেলে বাতি॥
অন্ধের চিন্তা সদ্য কাশী যেতে পারি যাতে।
সেওড়া করেন সজ্জা লজ্জা দিতে পারিজাতে॥
গাধা বেড়ান পা দুলিয়ে অশ্বে ব্যঙ্গ করি।
ব্যাঙ বলেন ঠ্যাং তুলে আজ
হাতীকে লাথি মারি॥
পুঁঠী বলেন টুটী ধ'রে মারিব আজ মিরগেলে।
ভাট পরেছেন পৈতে লজ্জা দিতে দ্বিজদলে॥
ধনে বেচা বেনের যেমন মতি মতি কিন্‌তে।
তেমনি সুগ্রীব বানর বানর লয়ে
এসেছেন আমায় জিন্‌তে॥
রামের সীতা চুরি ক'রে করেছি দুষ্কর্ম্ম॥
তুই বানর কি জানবি আমার সে চুরিটের মর্ম্ম॥
ভাবিস্ বাদ আমার তুল্য নাই রে ভাগ্যবান।
সীতা এনেছি দুদিন বাদে আনিব ভগবান॥

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল একতালা।

অবোধ আমি কৈ রামের চুরি করিলেম সীতে।
এলেন নিজগুণে দয়া প্রকাশ করে,
দীননাথের দারা দীনের দুখ নাশিতে॥
লক্ষ্মীর আগমনে ধন্য হলেম আমি,
পবিত্র করিতে আবার এ পাতকীর ধাম,
আসবেন রাম, একি সামান্য সাধনা,
বাসে বসি দিবানিশি পাব যুগল রূপ হেরিতে।
যদি বলিস আমি স্পর্শ করলেম তাঁরে,
তুই কি জানবি পশু তার যে বিশেষ বিবরণ
বলি শোন, যেমন পরশ স্পর্শে লোহা সোণ
তেমি আমি হই কৃতার্থ আমার বাসনা চিতে।

রাবণ-বাক্যে অঙ্গ জ্বলে, পবন-অঙ্গজ বলে
গুণের কথা কি করিব ব্যক্ত।
করিস তুই কি বিদ্যাবান, গরু মেরে বিনামা দান
চূড়ান্ত ধার্ম্মিক বিড়াল ভক্ত॥
রামের প্রতি ভক্তি আছে,
কার্য্য দেখে বোঝা গেছে,
এই কি ভক্তি ভার্য্যে আনলি হরে।
কুপথে সর্ব্বদা চলিস, মুখে যে দুটো মিষ্টি বলিস
সোজা হয়েছিস কুঁদের মুখে পড়ে॥
ভক্তি দেখে হাসি পায়, হরিভক্তি উড়ে যায়
থাই নাই তোর ভক্তির অগাধ নীরে।
চরিতার্থ হবে বলে, সীতাকে স্পর্শ করিলে
স্পর্শ কি তার চুলের মুঠা ধরে॥
মুখে বড় ভক্তির জাঁক,
মনে মনে জিলাপির পাক,
পাকে আছে তাই পড়লি তুই বিপাকে
রাম এলেই কাজ হয় পাকে,
পড়বি রে তুই চৌদ্দ পাকে,
পাকচক্রে জড়ালি পাকে পাকে॥
ভাবিস্ কি রে লঙ্কেশ্বর, খেলে রামের একটী শর,
অবসর সংসার হতে পাবি।
যম বেটা রয়েছে রেগে,
সময় পেলে উঠবে চেগে,
দু'দিন বাদে ওর কাছেই তো যাবি॥

খেপালি ওদের বাপ বেটাকে,
কেউ দ্বারী কেউ অশ্ব রাখে,
দিন পেলে তোমার দফা সারবে।
রবিপোড়াবে নিজ করে, কি জানি রবিসুত কি করে
নরকে তোর মাথা ডুবিয়ে ধরবে॥
সবাই তখন মারবে লাথি, এত পুত্র এত নাতি,
এত দারা কি হবে এদের দ্বারা।
এত দর্প অহঙ্কার, চোক বুজলেই অন্ধকার,
সুহৃদ যত শত্রু হবে তারা॥
আছে রে তোর এত নারী,
অন্যের কথা বলতে নারি,
যেটের কোলে সংখ্যা হওয়া দায়।
প্রধানা বড় সুন্দরী, নামটী যার মন্দোদরী,
তুমি মলে দিয়ে যাবে তায় কায়॥
তাই বলি আছে উপায়, শীঘ্র গিয়ে রামের পায়,
ধর যদি ধর বাক্য মোর।
ফিরে না দিলে জানকীরে,
দু'দিন বাদে জান কি রে,
দুর্গতির শেষ রবে না তোর॥
দশা দেখে হইবে দুখ,
এই যে তোমার দশটা মুখ,
ধরায় ধরায় গড়াগড়ি যে যাবে।
দেখতে মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর, বিশকর কি শোভাকর,
ও কর আকর নাহি রবে॥
থাকলে আজ্ঞা মমপরে, যা হইবে দু'দিন পরে,
আজি সাঙ্গ হত রে আমা হতে।
সবংশে বধিয়ে তোরে, লঙ্কা টেনে ফেলে সাগরে,
সীতা লয়ে দিতেম সীতানাথে॥
উদর ডাগর দেখলি মোর, তাই বলি ওরে পামর,
আমি ত শুধু ফল খেয়ে বেড়াই।
জন্ম রাক্ষসীর গর্ভে, উদরবাগীশ তোরা সর্ব্বে,
গোব্রাহ্মণ বাছা-গোছা নাই॥
ভবের অন্ধকারে ঘুরে, পুরীষ খেয়ে উদর পুরিস
ছাগল দেখলে পাগল হস তোরা।
শূকরগুলো সমাদরে, আস্ত ফেলে দিস্ উদরে,
মদ্য খেতে পারিস চৌদ্দ ঘড়া।
তোমা হেন পাতকীর ভার, ধরার হল ধরা ভার,
তাইতে গোলোকধাম করি শূন্য।

কি মহিমা কব তাঁর, অযোধ্যায় অবতার,
রাঘব এ ভারটা লাঘব জন্ত ॥
ভগ্নীর কথায় অগ্নি জ্বেলে,
সীতা হ'রে পালিয়ে এলে,
শীতে রবে না এবার শরতে যাবে।
যে রেগে যম আছে রাবণ,
কেটে কেটে তোয় দিবে লবণ,
যত দেবতা তার সঙ্গে যোগ দিবে ॥
সকলকে দিয়েছিস কষ্ট, ভয়ে কেউ না হয় স্পষ্ট,
তলে তলে সকলের যোগাড় আছে।
তাই বলি নিগে যা শরণ, ধরগে রামের রাঙ্গা চরণ
যে চরণ যোগীন্দ্র বিধি যাচে ॥

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল মধ্যমান।
কেন মত্ত অনিত্য ধনে।
একবার গিয়ে জ্ঞান-চক্ষে দেখ মোক্ষদাতা ধনে ॥
যাবে মনের অন্ধকার,
নিলে শরণ রামপদে, সম্পদ তোমার
বিপদ-জ্ঞান হবে, এ সব বিপদ রবে না মনে ॥
অজ্ঞান ব্রজমোহন,
কেন তুমি সে ধন কর অকিঞ্চন,
বিধির কদি নিধি যে ধন ধূর্জ্জটী না পান ধ্যানে ॥

শুনে মনে রাবণের ভক্তি, কপটে করে কট উক্তি,
বানর পণ্ডিত হল আমার ভাগ্যে।
লজ্জা হয় না প্রকাশিতে, রামকে ফিরে দিয়ে সীতে,
লব না শরণ মরণ প্রতিজ্ঞে ॥
আমার কাছে রবে না জারি,
কোথাকার সে জটাধারী,
ষ'টা বানর এনেছে সঙ্গে করি।
বোধ করি মোর একটী শরে, শমন-মন্দিরে সরে,
লক্ষণটাকে শিশুর মধ্যে ধরি ॥
বলে কি হবে তোর গোচরে, বলে ডাকেন অনুচরে
অনুচরে সম্মান কর না কেন।
মজা যেন ওর অপার, হয়েছে এমন সাগর পার
পারে এসে পার পায় না যেন ॥
॥ জেনেছে মনে কষ্ট, কিন্তু তবু জীবন নষ্ট,
কয় জা কেউ চর বধিতে নাই।
মুখের ছাঁচটা তুলে নিয়ে, কিঞ্চিৎ দক্ষিণে দিয়ে,
বিদায় কর এক্ষণে এই চাই ॥
দূতে বধে কি আজ্ঞে হয়, দশানন দম্ভে কয়,
লেজে আগুন লাগিয়ে দিতে হবে।
আগুন যেন ওদের যম, এখন পুড়ে সকল লোম,
ঢং আর রঙ্গ বদনে যাবে ॥
হবে কিম্ভূত কিম কার, বানর কি নর চেনা ভার,
চিনতে হবে পিছে পুচ্ছ দেখে।
পুচ্ছ যদি পুড়ে যায়, বেঁড়ে হলে যে বড় দায়,
কুপো বললেও বলা যায় ওকে ॥
স্বজাতি যত বানর, আর এক মূর্ত্তি দেখে ওর,
তাড়িয়ে দেবে কেউ নেবে না দলে।
হলো যদি ও দল ছাড়া, আর সাজা কি এর বাড়া
এ যুক্তি সদ্যুক্তি সবাই বলে ॥
বলে করিছে আয়োজন, ব্যস্ত দূত সর্ব্বজন,
আনে বস্ত্র বোঝা বোঝা ত্বরায়।
ভিজিয়ে তেলে লেজে জড়ায়,
হনু তত লেজটা বাড়ায়,
লেজ কমে না বাস ফুরায়ে যায় ॥
কত উত্তম কত রাশি,
এনে ফেলছে রাশি রাশি,
রাজাবাস বাসশূন্য হয়ে গেল।
যত জড়াচ্ছে পাকে পাকে,
খানিক লেজুড় বাহিরে থাকে,
সবে বলে ভাই বড় বিপদ ত হলো ॥
ক্ষুদ্র বানর দেখতে একে,
লেজ কিন্তু আকাশে ঠেকে,
কঞ্চি বড় দেখি যে বাঁশ চেয়ে।
অবাক্ হয়েছে বসে আছি,
বারো হাত কাঁকুড়ের তের হাত বীচি,
কিরূপে এ বেড়ায় লেজটা বয়ে ॥
সুতা যার টাকায় তোলা, কত বস্ত্র ছিল তোলা,
মখমল কি বানমল আমরি।
আমোদে দেন যত নারী, কত বুটাদার চুনারি,
বস্তা বস্তা কস্তা পেড়ে সাড়ী ॥
কেউ কিছু করলে না দরদ,
তসর মটকা চেলি গরদ,
শাল আমিরা আর ওড়না আর রুমাল।

কত বস্ত্র জড়ায় শেষ, তবু হয় না লেজের শেষ,
শেষ বলে এ হ'ল কি জঞ্জাল॥
রাগে রাবণ হত শন, বলে বেটারা শোন শোন,
নাই বাসে বসন আর একখানি।
যাও তবে বলি রে যুক্তি,অশোকবনে কোন ব্যক্তি,
শীঘ্র দেও রে সীতার বস্ত্র আনি॥
হনু বলে কি সর্ব্বনাশ,আছে মার একখানি বাস,
তা আনলে লজ্জা থাকে কিসে।
ভেবে লেজটী ছোট ক'রে,
আহ্লাদে সব নিশাচরে,
অগ্নি প্রদান করছে হেসে হেসে॥
জলে উঠলো ভয়ঙ্কর, হনু বলে হল দুষ্কর,
করযোড়ে কয় কোথা কমলার স্বামী।
আজি এসে নিজ-সেবকে, রক্ষে কর এ পাবকে,
পাবকে জল-সেচন তুমি॥

রাগিণী ভৈরবী – তাল একতালা।

কোথায় গুণধাম, কৃপাসিন্ধু রাম,
জান কৃপাসিন্ধু দীনের পক্ষে।
এ অনলে কৃপাবারি, দেও হে দানবারি,নীলবরণ
লয়েছি শরণ, বধে জীবন যত নিশাচর বিপক্ষে॥
ত্বৎপদ শরণে হয় হে বিপদ ক্ষয়,
শিবের সম্পদ তোমার পদদ্বয়,
শত্রুভয়ে প্রহ্লাদ নিলে পদাশ্রয়,
করলে তারে কত বিপদে রক্ষে।
যাত্রাকালে করে চরণে প্রণাম,
ভক্তিভাবে যখন করলেম তোমার নাম,
নির্ব্বিঘ্নে আসবে বলেছিলে রাম,
বিঘ্ন হলে কি আর নামের ব্যাখ্যে॥

কৃপা করলেন জগত তাত, তনুতে না লাগে তাত
হনুকে দয়া করেন হুতাশন।
লাঙ্গুলে প্রবল হর্ষে, সেই শিখা গগন স্পর্শে,
দেখে হৃষ্ট পবননন্দন॥
স্মরণ করেন মনে মনে, কাজ বুঝে পিতা পবনে,
পবন এসে হইলেন বলবান।
বিকট মূর্ত্তি ধরি পরে, উঠিলেন প্রাচীরের পরে,
পরে লম্ফে গৃহোপরে যান॥
লাঙ্গুলো আগুন ঘরের চালে,
করাঘাত করি কপালে,
নিশাচরে কয় হল একি কাণ্ড।
লম্ফে লম্ফে হনু যান, সব গৃহে অগ্নি লাগান,
জলে উঠলো অনল প্রচণ্ড॥
হল শব্দ হাহাকার,প্রাণ থাকে আর আহা কার,
বেড়া আগুনে পোড়ে লঙ্কাবাসী।
কেউ যাতনায় ধূলায় পড়ে,
অসংখ্য জীব জন্তু পোড়ে,
কত অশ্ব করী ভস্মরাশি॥
নিশাচরেরা তনিবারি,আগুনে এসে ঢাল্‌ছে বারি
কপাল গুণে আগুন দ্বিগুণ হয়।
উত্তাপেতে অঙ্গ জ্বলে, কেউ গিয়ে জলধি-জলে,
যাতনায় দেহ ডুবায়ে রয়॥
বিধি হলেন এককালে বাম,
এমন সোনার লঙ্কাধাম,
পলকে হনু কল্লে ছারখার।
দশা দেখে দশানন, অবাক যেন তিনিই হন,
আগুন ঝলকি লেগে গিয়েছে তাঁর
পুড়ে লঙ্কা হল ছাই, তবু হনুর ক্ষান্ত নাই,
রাক্ষসের চূড়ান্ত বিপদ ঘটে।
মটকায় বসে মজা দেখে,
লেজ নাড়ছে থেকে থেকে,
তাতে অগ্নি আরও জেকে ওঠে॥
কেউ বলে কষ্ট বিফল, কতকগুলা আন ফল,
আমড়া জাম কুমড়ো কলা মূলো।
অমনি ও পড়ে কি ধরা,
লোভ দেখালেই ধরবে ধরা,
ধরায় নামলেই দেন যে ধরা গেল॥
কোন নিশাচর করে ব্যক্ত, মধুবনে ও বড় ভক্ত,
যার তরে করেছে এত কাণ্ড।
তাই ছুটে এনে ত্বরায়, দেখাও যদি নাবে ধরায়,
করো না বিলম্ব এক দণ্ড॥
কেউ বলে ও পাগল কলায়,
খাওয়ালে পরে গলায় গলায়,
কলা দেখলে জ্ঞান হারায় যে কপি।

শীঘ্র আন যার যা আছে,
নাড় চাড় ওর মুখের কাছে,
লাফিয়ে পোড়ে নীচে আস্‌বে কপী॥
এসে ফল কাঁদি কাঁদি হনুকে করে সাধাসাধি,
হয় না হনুর সে ফলেতে দৃষ্টি।
বলে আর কি কলা খাব, এখনি কলা দেখাব,
আমার কম্ম সারা হল পাপিষ্ঠ॥
মিছে কেন আনিস ফল,
আগুনে কেন দিস্‌ রে জল,
অগ্নি কি আর নেবে রে জল দিলে।
চারি পোয়া পূরেছে পাপ,
সেই তাপেতে এত তাপ,
আমার তোরা দোষ দিস কি বলে॥
বিশ্বপতি আছেন বিগুণ,
অনেক দিন জ্বলেছে আগুন,
আরো পোড়ে সীতার মনাগুনে।
আগে লঙ্কায় আগুন দিয়ে,
রাবণ এনেছে রামের প্রিয়ে,
উপলক্ষ আমি কেবল এক্ষণে॥
নইলে, তোরাই তো পোড়ালি দেশটা,
ভাঙ্গলো অদৃষ্ট শেষটা,
কচ্ছেন তোদের নিপাত-চেষ্টা,
স্বয়ং গোলোকস্বামী।
হাতে পাজি মঙ্গলবার,
সুরু কোরে আজ যার তার,
কোনরূপে নাহি নিস্তার, যোগ চে যখন আমি
পালা বেটারা পালা পালা,
কেন করিস আর ঝালাপালা,
প্রথমেই আমার পালা, পড়লো লঙ্কাপুরে।
আসবেন যখন প্রভু রাম, পুরবে তোদের মনস্কাম,
[illegible]

রাগিণী সিন্ধুভৈরবী—তাল পোস্ত।

এত সামান্য আগুন দিলেম রে
যায় লঙ্কা পোড়ে।
ভাগ্য তোমাদের অনেক দিন ত
গেছে কপাল পুড়ে॥

আজ তোদের তাই নিবারি,
কি হবে আর দিলে বারি,
দশানন দগ্ধ দানবারির কোপানলে পড়ে॥
ভেবে দেখ অশোকবনে, যে বারি লক্ষ্মীর নয়নে,
সে বারি বারি নয় সেই অগ্নিতে আহুতি পড়ে॥

এত বলি সে স্থান, ত্যেজে হনুর প্রস্থান,
সীতা নিকটে চল্লে অশোক-বনে।
পড়ে জননীর রাঙ্গা পায়, হনু বলে মা অনুপায়,
অনুকূল আজ তুমি হও সন্তানে॥
ভেঙ্গে রাবণের মধুবন, গেলাম যেখানে রাবণ,
পুড়িয়ে লঙ্কা করলেম ছারখার।
পুচ্ছে অগ্নি জ্বলে মোর, নিবাতে হ'ল বিপদ ঘোর
উপায় একটী তুমি কর ইহার॥
ব্যাকুল আছেন ভগবান, গেলে তব সংবাদ পান,
বড় বিলম্ব হ'ল হেথা আমার।
সীতে কন নিবাও কৃশানু, মুখের অমৃত দিয়ে হনু,
নাকিয়ে যাও হয়ে সাগর পার॥
জননীর কাছে যুড়ে পায়, মুখের অমৃত দিল তায়,
কিন্তু মুখের লোমগুলি যায় পুড়ে।
শ্বেত ছিল হ'ল কালো, পরে সিন্ধুকূলে গেল,
মুখ দেখে মুখ মাথায় বজ্র পড়ে॥
চমকে উঠে পেয়ে ত্রাস, বলে হ'ল কি সর্ব্বনাশ,
সুখের দশা এমন কি জন্যে।
মনোদুঃখে আসে ফিরে, কেঁদে বল্‌ছে জানকীরে,
দেশে যাব কি বোলে জনককন্যা॥
যখন আসি সাগর-পারে, সুহৃদ্‌ সব সুখী অন্তরে,
শত্রুগুলা বেড়ায় মন্দছলে।
আমি যদি যাই কালো মুখে,
কালামুখো সব আমায় দেখে,
বলবে রাবণ মুখ পোড়ায়ে দিলে॥
ভিক্ষের দুঃখ সওয়া যায়, বর্ষা সহ্য হয় মাথায়,
উপবাসটা সহ্য হয় এক পক্ষ।
সেও ভাল নরকে মরণ, কিন্তু মা বান্ধবের স্মরণ,
সহ্য হয় না জ্ঞাতি-কুটুম্বের বাক্য॥
সীতে বলেন তায় ভয় কি এত,
জ্ঞাতিকুটুম্ব তোমার যত,
তাদেরো বদন অমনি কালো হবে।

তুমি যাও রে নিশ্চিন্তে,
কেউ তোমায় পারবে না চিন্তে,
তুল্য হ'লে তোমায় কে আর কবে ॥
বর পেয়ে অতি আমোদে, রঘুবর-রমণীর পদে,
প্রণাম ক'রে হনু লম্ফ দিল।
নির্ব্বিঘ্নে পার হয়ে সিন্ধু, যথা রাম করুণাসিন্ধু,
পবন অঙ্গজ উত্তরিল ॥
বন্দিল রাম-চরণ, সীতার শুভ বিবরণ,
লঙ্কা দগ্ধ বনভাঙ্গার বৃত্তান্ত।
সব শুনিলেন রঘুমণি, সীতার মস্তকের মণি,
পেয়ে অতি সন্তোষ সীতাকান্ত ॥
হনুকে করেন আশীর্ব্বাদ, বাঞ্ছা পূর্ণ কর সাধ,
ফিরে বল সীতার বিবরণ।
আছেন বা কি আচরণে,আমাকে কি আছে মনে,
শুনে ভারতী মারুতির নিবেদন ॥

— —

রাগিণী বিভাস—তাল আড়া।
বলিতে কি পারি আছেন যে দুঃখে জননী তথা।
পাষাণ হয় বিদীর্ণ হে নাথ,
বর্ণিতে সে দুখের কথা ॥
ধরাতলে ধূলায় শয়ন, কেঁদে কেঁদে অন্ধ নয়ন,
শ্রীঅঙ্গে নাই বসন ভূষণ, কাঙ্গালবর্ণ স্বর্ণলতা ॥
মনে ভাবেন ত্বচ্চরণ, কেবল মুখে উচ্চারণ,
এ সময় রাম দীনবন্ধু রহিলে কোথা।
এ দাসী আছে যে দুঃখে,একবার এসে হের চক্ষে
বধিয়ে বিপক্ষ রক্ষে, মোক্ষ দাও হে মোক্ষদাতা ॥

বলেন পবন-নন্দন, রঘুনাথের ক্রন্দন,
কোনরূপে না হন আর শান্ত।
সুগ্রীব-চরণ ধরে, বারণ করে জলধরে,
ক্ষণেক পরে কথঞ্চিত ক্ষান্ত ॥
তুমি হইলে শোকে মগ্ন, সব সেই সাহস ভগ্ন,
হবে কিরূপে সীতার উদ্ধার।
বান্ধিতে এই রত্নাকর, উঠ প্রভু যত্ন কর,
শীঘ্র হবে রাবণ সংহার ॥
মিত্র-বাক্যে হৃষ্টমতি, বান্ধেন সিন্ধু কষ্টে অতি,
সলিলে পাষাণ ভাসাইলা।
লঙ্কায় করি প্রবেশ, সবংশে রাবণ শেষ,
করি বিভীষণে রাজ্য দিলা ॥
সীতা গ্রহণ পরীক্ষায়, দেশে যাত্রা পুনরায়,
মুক্ত করি সিন্ধুর বন্ধন।
মুনিগণে সম্ভাষিয়ে গুহকে দর্শন দিয়ে,
বাসে ভরত বিশেষ জীবন ॥
সুখ-সাগরে সবে মগ্ন, জানি শুভদিন লগ্ন,
বসাইলেন রাম রাজসিংহাসনে।
বামে জানকী শোভা করে,অনুজে শিরে ছত্র ধরে
কর প্রদান করে প্রজাগণে ॥

সম্পূর্ণ।

সাবিত্রী সত্যবান।

প্রণমামি দ্বৈপায়ন, নররূপে নারায়ণ,
যাঁর ভারতী ভারতে বর্ণন।
শ্রবণে তা জন্মে জয়, শ্রবণ করেন জন্মেজয়,
বক্তা মুনি বৈশম্পায়ন॥
ভূপতি চান শুনিতে, ভূ-মধ্যে সতী সু-নীতে,
যত রমণী ছিলেন পতিব্রতা।
তাঁদের জীবন বিবরণ, মুনি কন কর শ্রবণ,
সাবিত্রী আর সত্যবান কথা॥
অশ্বপতি রাজকন্যা, সাবিত্রী সংসারে ধন্যা,
স্বয়ং সাবিত্রী দেবী তিনি।
শিক্ষা দিতে নারী সবে, দেখাইলেন এই ভবে,
সতীত্বের পরাকাষ্ঠা যিনি॥
যেরূপ সতীর ধর্ম্ম, যেরূপ সতীর কর্ম্ম,
যেরূপে সতী পতির সেবা করে।
সব জানিতেন সে রমণী, সব রমণীর শিরোমণি,
সেই রমণী নিখিল সংসারে॥
নদীর রত্ন গঙ্গা যেমন জীবের মোক্ষধাম।
রূপের রত্ন কুমার যেমন ভূপের রত্ন রাম॥
তরুর রত্ন তুলসী বিল্ব গগন রত্ন ভানু।
পক্ষি-রত্ন শারী শুক গোরত্ন কামধেনু॥
দাতার রত্ন কর্ণ আর বলি রাজাকে বলি।
কথার রত্ন কথার মধ্যে হরি-কথা কেবলি॥
বর্ণের রত্ন কাল যেমন বর্ণের রত্ন দ্বিজ।
দেহের রত্ন চক্ষু যেমন পুষ্পে সরসিজ॥
কর্ম্মের রত্ন পরোপকার ধর্ম্মের রত্ন দয়া।
দৈত্যের রত্ন প্রহ্লাদ যেমন তীর্থের রত্ন গয়া॥
কপির রত্ন মারুতি যেমন পশুর রত্ন হরি।
স্ত্রীকুলেতে রত্ন তেমনি সাবিত্রী সুন্দরী॥
স্মরিলে সাবিত্রী-গুণ সর্ব্বপাপ হরে।
সাবিত্রী দেবীর কৃপা অনাসে পায় নরে॥

রাগিণী সুরট—তাল কাওয়ালি।

সাবিত্রী-গুণ সদা অধরে যে ধরে।
পায় সে অনাসে সাবিত্রীর করুণা
হয়ে নিষ্পাপ নারকী নরকার্ণবে তরে॥

লক্ষণে জেনেছেন সবে, লক্ষ্মীরূপা তিনি ভবে,
জন্ম নিলেন ধনী এ ধরা পরে,
শিক্ষা দিতে সতীধর্ম্ম নারী সর্ব্বে এ সংসারে॥
দেখ সত্যযুগে সত্যবান, রমণী-গুণ কীর্ত্তন,
সত্যবতী-সুত ভারতে করে,
শ্রবণে সে ব্যাস উক্তি,
পায় জীবে জীবন মুক্তি,
আছে ভক্তি অচলা যার অন্তরে,
জীবনান্তে কৈবল্যপুরে যায় সে সাবিত্রী বরে॥

মদ্রদেশে নরবর, সকল গুণের সরোবর,
নিঃসন্তান নাম অশ্বপতি।
হয়ে যজ্ঞ-পরতন্ত্র, জপ করি সাবিত্রীমন্ত্র,
নিত্য যজ্ঞে দেয় লক্ষাহুতি॥
সাবিত্রীর বরে ধন্যা, কালে হলো একটী কন্যা,
সাবিত্রী নাম রাখিলেন রাজন্।
অলৌকিক রূপবতী, অসামান্য বুদ্ধিমতী,
মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীর লক্ষণ॥
অতীত বালিকা কাল, অতি ব্যস্ত হ'ন ভূপাল,
যৌবনসম্পন্না দেখি তাঁরে।
কেবা হেন ভাগ্যধর, হবে তাঁর যোগ্য বর,
পাত্র কেউ প্রার্থনা না করে॥
সতীর সর্ব্বস্ব পতি, পতিই সতীর পরম গতি,
পাপপুণ্যের ভাগী হ'য়ে সমান।
যার সঙ্গে জীবন গত, সে না হলে মনোগত,
সে দুঃখ রাখিবার নাই স্থান॥
দুর্বাসনা মত আমি, দেই যদি সাবিত্রীর স্বামী,
শেষ পাছে হয় দুঃখের আকর।
কন্যাকে কন ভূপতি, আমি দিলেম মা অনুমতি,
তোমার পতি তুমি মনোনীত কর॥
ব'লে রথ সজ্জা করি, সঙ্গে সহস্র কিঙ্করী,
আর যত প্রাচীন পুরজন।
পুণ্যভূমি তপোবনে, রাজর্ষিগণ দর্শনে,
রাজা করেন নন্দিনী প্রেরণ॥
সেই স্থানে রূপবান্, দৈবযোগে সত্যবান,
শুভক্ষণে পড়ে নয়নে তাঁর।

প্রাপ্ত হয়ে পরিচয়, মনঃপ্রাণ সঁপে নিশ্চয়,
ধর্ম্মসাক্ষী করেন বারম্বার॥
গুরুজনে সংবাদ দিতে, ত্বরা যান সখী সহিতে,
হেথা রাজা সহিত সভাজন।
আছেন আসনে উপবিষ্ট, হেনকালে হইল দৃষ্ট,
দেবঋষি নারদের আগমন॥
ব্রহ্মার সুত ব্রহ্মজ্ঞানে বীণাটী বাজান যা'ন।
নারায়ণ-পরায়ণ নাহি অন্য গান গা'ন॥
সৎসঙ্গে যেতে সদা মনকে নাচান চা'ন।
বিবেক-মন্ত্রীকে সদাসৎপথ শুধান ধা'ন॥
মনেতে বিকারশূন্য তুল্য অপমান মান।
যাইতে যাইতে যদি মুক্তির সোপান পা'ন॥
মনকে বলেন তাই কর মন, ভবের দুঃখ যায় যায়
হরিবে যন্ত্রণা হরি রাখিলে ও পায় পায়॥
এ জনম ধন্য যদি সেপদে বিকায় কায়।
হবে অন্ত তবে অন্তকালের সমুদায় দায়॥
কেন রে কুমতি মোর কুপথ্য ক্ষুধায় খায়।
সুপথ্য ভজিলে হরি এ ব্যাধি অপায় পায়॥
পরিজন সহ তুমি ভেবেছ সংসার সার।
পরিণাম চিন্ত দাস হওনা মায়ার আর॥
মায়াময় দেখ সব এ ভব বাজার যার।
হও তাঁর কৃপার পাত্র নাই তাঁর কৃপার পার॥

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল মধ্যমান।

চিত্ত রে চিদাত্মা ভ্রান্ত মন।
বৈরাগ্য-নগরে আমার চল রে চলরে চরণ॥
এ নহে দুষ্কর কর, করমালা ধারণ কর,
গুণাতীত গুণাকর হেরে ধন্য হওরে নয়ন।
রসনা রস না পেয়ে, রয়েছ বস না হয়ে,
কর বাসনা তেজিয়ে যা বলে দীন ব্রজমোহন॥

হরি হরি বলে বদনে, অশ্বপতি রাজসদনে,
উপনীত হলেন তপোধন।
রাজা অমি উঠে ত্বরায়,প্রণাম করেন পড়ে ধরায়,
আসুন আসুন বলে দেন আসন॥
শাস্ত্রালাপ সৎপ্রসঙ্গে, রাজা আছেন মুনির সঙ্গে,
সখী সহিতে সাবিত্রী দৈবাৎ।
বন হৈতে আসি বাসে, গললগ্নীকৃত বাসে,
উভয়ের পদে করেন প্রণিপাত॥
লক্ষ্মীরূপা মহীতলে, মুনি মহীপতিকে বলে,
সুলক্ষণা এ কার নন্দিনী।
কি ইষ্ট সাধন জন্যে, কোথা গিয়েছিলেন ধন্যে,
দত্তা কি অদত্তা আছেন ইনি॥
রাজা কন মম দুহিতে, আছেন অবিবাহিতে,
অতি সুশীলা রূপে গুণে গণ্যা।
না পেয়ে এর তুল্য স্বামী, মনস্থ করিতে আমি,
দিলেম আজ্ঞা গিয়েছিলেন সে জন্য॥
শুধান আপনি বালিকায়,মনোনীত করেছেন কায়
এত বলি ভূপতি হন ক্ষান্ত।
মুনি ক'ন কারে বরণ, করেছ তার বিবরণ,
বল দেখি মা শুনি আদ্যোপান্ত॥
সতী ক'ন্ বিনয়ে অতি, শাম্বদেশের অধিপতি,
দ্যুমৎসেনের অন্ধ দু নয়ন।
বনে আছেন রাজ্যচ্যুত, সত্যবান তাঁহার সুত,
তাঁরে করেছি পতিত্বে বরণ।
শুনে রাজা ক'ন মুনিবরে, মম কন্যা যাঁরে বরে,
কেমন বংশ কেমন গুণধর।
জানেন যদি পরিচয়, বলিতে কিছু আজ্ঞে হয়,
মৌনভাবে মুনি করেন উত্তর॥
অতি গৌরবের বংশ, দ্যুমৎসেন দেব-অংশ,
সর্ব্বগুণান্বিত সত্যবান।
সাবিত্রীর যা মনোগত, হয়েছিল সুসঙ্গত,
এই ধীমতীর তুল্য সে ধীমান॥
কিন্তু পাই দুঃখ অন্তরে, তব তনয়ার জন্মান্তরে,
ছিল কোন পাপ বলতে প্রাণ বিদরে।
যে পাত্রে বিবাহ বল, আয়ু তার অতি অল্প,
প্রাণ ত্যজিবে এক বর্ষ পরে॥
ভক্তি ভিন্ন ভজন পূজন সকলি বিফল।
কি হবে শাখা পল্লবে যে বৃক্ষে নাই ফল॥
অলঙ্কারে কি প্রয়োজন বস্ত্র না থাকিলে।
হৃষ্ট পুষ্ট গাভীতে কি কাজ দুগ্ধ নাহি দিলে॥
চাকচিক্যে কি কাজ অস্ত্রে না থাকিলে ধার।
বাহকে কি কাজ তরীর বিনে কর্ণধার॥
মিষ্ট স্বরে কি কাজ গীত তালে যদি না ভজে।
যজ্ঞসূত্রে কি কাজ বিপ্র যদি গায়ত্রী তেজে॥

সুন্দরাঙ্গে কি কাজ হলে অন্ধ দু'নয়ন।
ব্যঞ্জনে কি কাজ হলে অন্নের অনাটন॥
শাস্ত্রালাপে কি কাজ যার ব্যাকরণ বোধ নাই।
পক্ষী বিনে পিঞ্জরাদি মিথ্যা সমুদাই॥
বেশ-ভূষণে কি কাজ বিদ্যা না থাকিলে ঘটে।
দৃশ্য শোভা মিছে আদর বারিশূন্য ঘটে॥
সকলি বিস্বাদ যেমন লবণ-শূন্য পাকে।
রূপগুণে কি ফল যদি পরমায়ু না থাকে॥
মুনি করেন সাবিত্রীকে বার বার বারণ।
ক্ষান্তা ভব কর না কভু সে বরে বরণ॥

রাগিণী বাহার—তাল কাওয়ালি।

ত্যজ রাজনন্দিনী, এমন বাসনা।
বারণ করি গো তারে বরণ কর না॥
ঘটাতে হেন প্রমাদ, কেন মা করেছ সাধ,
সহিতে কি সাধ আছে, বৈধব্য-যন্ত্রণা॥
যার সঙ্গে সুখোৎসবে, জীবন যাপন হবে,
এ চির সুখে বঞ্চিত, হইতে কেন বাঞ্ছিত,
সম্প্রতি আর অন্য পতি, কর মা প্রার্থনা॥

এই উপদেশ দিলেন মুনি, বিশেষ বৃত্তান্ত শুনি,
ভয়ে ভূপতি হন কম্পমান।
দুখে ভাসেন নয়ন-নীরে,
বাক্যে তোষেন নন্দিনীরে,
হিতাহিত নানা কত বুঝান॥
তুমি মম সর্ব্বস্ব ধন, কত ইষ্ট আরাধন,
করে ইষ্টসিদ্ধ তোমায় পেয়ে।
বংশে তুমিই সন্ততি,
ভেবে দেখ তোমার পতি,
আমি দিলেম না ভবিষ্যৎ ভাবিয়ে॥
ভার দিলেম তাই মা তোমারে,
তুমি মনস্থ করলে যারে,
সে পরিণয় হওয়া যে ভার হয়।
তার পরিচয় মুনি-মুখে,
শুনে মরি মা মনোদুখে,
সে বিষয়টি নিতান্ত বিষময়॥

রাজার সুত সত্যবান, সত্য বটে গুণবান,
রূপবান তাও সত্য বটে।
কিন্তু পরমায়ু নাই, মিছে হয় সে ঘটনাই,
দুগ্ধ পাত্রে গোমূত্র এক ছিটে॥
তার সনে তব বিবাহ, হয় যদি মা নির্ব্বাহ,
ভেবে দেখ কি সর্ব্বনাশ হলো।
এক বর্ষ পরে স্বামী, হারা হবে দেখিব আমি,
তা হতে মোর অগ্রে মরণ ভাল॥
তাই বলি এ দুঃখ মোচন,
কর রাখ মা মুনির বচন,
অন্য জনে কর মনোনীত।
কিম্বা আজ্ঞে মুনিবর, দিলে বাসে স্বয়ম্বর,
করি আমি রাজাদের যে নীত॥
সাবিত্রী কন শুন জনক,
কথাটি বড় কষ্টজনক,
এ কভু সতীর ধর্ম্ম নয়।
যা'য় বরণ করেছি মনে,
সে বিনে আর কেমনে,
অন্য জনে করি পরিণয়॥
মনে বরণ সেই বিবাহ বলি,
মন্ত্রগুলো পড়া কেবলি,
দান কালে শপথ সপ্রমাণ।
এক মতি সতীর ধর্ম্ম, মতান্তরে কুলটার কর্ম্ম,
সত্য আমার পতি সত্যবান॥
বলিলে যে যার আয়ু নাই,
পিতে গো তবে জানাই
সংসারে কে চিরদিন বাঁচে।
ভেবে দেখ পরস্পরে, কেহ অগ্রে কেহ পরে,
কাল প্রাপ্তে যাবে কালের কাছে॥
যখন জীবের জন্ম হয়,
তখনি মৃত্যু জন্ম লয়,
মৃত্যু জীবের সঙ্গে সঙ্গেই থাকে।
থাকে কিন্তু গোপন ভাবে,
মৃত্যু যদি দেখতে পাবে,
দেখলে কি কেউ সংসারে মন রাখে॥
ভেবে দেখ ভবের উৎসব,
হলে সব অনর্থ সব,
দারাসুত রহিল কে কোথায়।

পাথেয় জীব কিছুই পায়না,
ভূমিষ্ঠ কালে যে কান্না
যাবার কালে তাই সঙ্গে যায়॥

রাগিণী ললিত—তাল একতালা।

দেখ বিশ্বজন, কার চির জীবন,
কালের বশে কালের অধীন সমুদাই।
ভেজে মৃত্যু কারে, এসে বারে বারে,
মৃত্যু লয় সবারে মৃত্যুর মৃত্যু নাই॥
অতুল ঐশ্বর্য্য পূর্ণ ইন্দ্রালয়,
থাকে না পিতে কালে হয়গো লয়,
কিন্তু ভবের সবে, কে দেখেছে কবে,
কি মূর্ত্তি তার, দেখ মৃত্যুর নাম
শুনিলে কম্পিত সবাই।
ব্রজমোহন বলে শক্তি চমৎকার,
কালে ঐ মৃত্যু করেন উপকার,
শুন্‌তে ভয়ঙ্কর, কিন্তু সমাদর করিগো তার,
যদি সুরধুনীর তীরে মৃত্যুর দেখা পাই॥

সাবিত্রীর এই সদুত্তরে, মুনিবর কন নরবরে,
যে প্রবৃত্তি তব তনয়ার।
মনে যা উহার ঐকান্ত, বরণ করুন একান্ত,
বারণ যুক্তি নহে বারম্বার॥
সতীধর্ম্মে মতি যেরূপ, বিধি এরে হবে না বিরূপ,
জেনেছি স্বরূপ সামান্য নন ভবে।
নির্ম্মল ধর্ম্মের ফলে, সাবিত্রীর সতীত্ব বলে,
সত্যবানের আয়ু বৃদ্ধি হবে॥
বলে মুনি অন্তর্দ্ধান, ভূপতির অন্তরে ধ্যান,
ঘটান বিধি একি সর্ব্বনাশ।
নানা মত শাস্ত্র বিহিত, সাবিত্রীকে বুঝান হিত,
শেষে কিন্তু হইলেন হতাশ॥
বিষাদে হইয়ে মগ্ন, অগত্যা সুদিন লগ্ন,
স্থির করিলেন বিবাহের জন্যে।
সঙ্গেতে বহু স্বজন, আয়োজন করি রাজন,
কন্যা লয়ে যান ধর্ম্মারণ্যে॥
অশ্বপতির আগমনে, অন্ধরাজ আনন্দ মনে,
যথাযোগ্য করেন সম্ভাষণ।
সমাপ্ত আলাপ অন্ত, আপনারে মানি ধন্য,
জিজ্ঞাসেন আগমন কারণ॥
কহিছেন সাবিত্রী পিতে, মম কন্যে সমর্পিতে,
এলেম তব সুত সত্যবানে।
হ'লে আজ্ঞা উদ্বাহ, নিরুদ্বেগে নির্ব্বাহ,
করি এই সম্মুখ শুভক্ষণে॥
কন সত্যবান জনক, কথাটী বড় সুখজনক,
পরম ভাগ্য * য় সে আমার।
কিন্তু আমি যোত্রহীন, বনবাসী নেত্রবিহীন,
নয় ব্যবস্থা একরূপ অবস্থার॥
হে রাজন তব নন্দিনী, হয়ে বহুজনবন্দিনী,
সর্ব্বদা কাল হরেন সুখৈশ্বর্য্যে।
হবেন রাজসিমন্তিনী, বনে কেন রবেন তিনি,
হ'য়ে মম নন্দনের ভার্য্যে॥
বনবাসিগণ সহিতে, বনবাসের কষ্ট সহিতে,
সাধ্য কি হয় অমন বালিকার।
রাজা কন হে নৃপরত্ন, কুস্থানে থাকিলে রত্ন,
কভু কি অযত্ন হয় তার॥
বনে রন চন্দন তুলসী, ঘনাচ্ছন্ন রবি শশী,
ভস্মে অগ্নি দৃশ্য নাহি হয়।
কিন্তু তার অপ্রমাণ, ঈশ্বরপ্রদত্ত মান,
তা কখন লয় হবার যে নয়॥
এই বলিলেন অশ্বপতি, দ্যুমৎসেন দেন অনুমতি,
শুভ বিবাহ নির্ব্বাহ তারপরে।
সাবিত্রীকে রেখে বনে, কেমনে যান ভবনে,
রাজার রোদন কন্যাবদন হেরে॥

রাগিণী ললিত—তাল ঝাঁপতাল।

বাসে যেতে বাসনা নাই মা
তোরে কোরে বনবাসিনী।
যে দেখ মম দেহ এরো তুমি ত প্রাণনন্দিনী॥
কত সাধনে তোমা ধনে প্রাপ্ত হয়েছি কুমারি,
অন্তর অন্তর যদি নয়নের অন্তর করি,
তুমি মম সংসারে সর্ব্বদুঃখবিনাশিনী।
তব পরিণয়ে মরি যে দুঃখে, শক্তিশেল মম বক্ষে,
সেই নারদবাক্য বেঁধে দিবসরজনী॥

নিরানন্দ নীরে ভাসি হেরি ভুবনান্ধকার,
মনে হ'লে সে কথা আমার চৈতন্য থাকেনা আর,
করিবে তুমি এ পণ আমি স্বপনে না জানি

রাজা ভাসেন নেত্রবারিতে,
উদ্বেগের বেগ নিবারিতে,
সান্ত্বনা করেন সুহৃদ্‌গণে।
ধরাপতি ধর ধৈর্য্য, জগতের এই কার্য্য,
চিরস্থায়ী কোনজনে কোনখানে॥
প্রাণাধিক তনয় জায়া, অপেক্ষা তনয়ার মায়া,
মাতাপিতার সেবায় সুতা তৎপর।
বালিকায় পিতামাতার, কন্যা যেন কণ্ঠহার,
বিবাহের পর অমনি হ'ল পর॥
চিন্‌লে স্বামী আপনারি,
মাতাপিতাকে ভোলেন নারী,
স্বামীতেই সম্পূর্ণ মায়া রয়।
অপত্য হইলে বটে, সে মায়ায় আপও বটে,
দুই ভাগে বিভক্ত সেটা হয়॥
অতএব জে'ন হে চির, কোন বস্তু বিরিঞ্চির,
সৃষ্টি নয় অনিত্য সব ভবে।
কাল গত এই কথায়, হেন কালে আসি তথায়,
সাবিত্রী উদয় হন তবে॥
সঁপিয়ে অঞ্চল গলে, জনকের পদযুগলে,
প্রণাম ক'রে কল্যাণ চান সতী।
বচন সুধা স্বরূপ, কল্যাণ কোর্‌লেন ভূপ,
দীর্ঘজিবী হউন তব পতি॥
বলে গেলেন নিজ রাজ্যে,
হয়ে সত্যবান ভার্য্যে,
সাবিত্রী বাস করেন সেইস্থলে।
সেবা করি যথাসাধ্য, গুরুজনে করিলেন বাধ্য,
পতিভক্তি উপযুক্ত কালে॥
সেই বনে হ'ন সাবিত্রী, মুনিগণ-কৃপার পাত্রী,
সকলে সন্তোষ সদাচারে।
ত্যাজ্য করি আভরণ, বনবাসীর বেশ ধারণ,
ক'রে কাল হরণ সুখান্তরে॥
সব সুখ ক'রে বর্জ্জন, সহনে আছেন গুরুজন,
তাই সেই আচরণ করেন ধনী।

সে সব যুগে সেসব সতী,
এখনকার সব ভাগ্যবতী,
সতী নন ত যেন রায়বাঘিনী॥
বিবাহের পর দু'দিন বাদ,
ঘরে বাধান ঘোরবিবাদ,
শ্বশুরকে পশুর তুল্য ধরে।
শাশুড়ীকে একটী তাড়ায়,
বাটী হ'তে শীঘ্র তাড়ায়
ভাসুরকে ত গ্রাহ্য নাহি করে॥
ননদ কিম্বা মাসাস পিসেস,
সুব দটা এমন কি বিশেষ,
একেলে সতী তাদের মানে কোথা।
স্বামী ত দেখি যেন চোর,
কখন হবে নেকনজর,
ভয়ে-সয়ে সর্ব্বদা কন কথা॥
পতির পাছায় ছেঁড়া নেকড়া,
সতী কিন্তু করেন ঝগড়া,
ঢাকাই ভিন্ন ঢাকাই হয় না দেহ।
কারো পছন্দ বালুচ'রে,
তাই পোরে পথ আলো ক'রে,
নিমন্ত্রণের কাজ করেন নির্ব্বাহ॥
পতি কচ্ছেন উপাসনা,
সতী চাচ্ছেন রূপা সোণা
বাতিক বৃদ্ধি সোণা সোণা করে।
করেন দ্বন্দ্ব রাত্রি দিবে, পতি কেন তার বা বা দিবে,
গহনা যেন লহনা আদায় করে॥
বাদ ক'রে বাপের শ্রাদ্ধ, সোণা কিনে ভরি চৌদ্দ,
কতক করেন স্বর্ণকারের পূজা।
কতক দিয়ে গৃহিণীর গায়,
দাসের মত মন যোগায়,
বাঁকা বদন তবু হয় না সোজা॥
কিছু দেখিনে পূর্ব্বমত, গহনার বা রকম কত,
নূতন নূতন সব দেখি এখন।
অঙ্গে রাখতে হন না কাতর,
সোণায় মোড়া পাঁচ মণ পাথর,
ভারী ওজনে ভারী খুসী হয় মন॥
পরেন যত কুলবালা, এদানী বাঘমুখো বালা,
তারের বাজু বম্বের আমদানী।

যার যাতে যায় মন, মলে কাটা ডায়মন,
ইয়ারিং আড়ানি কান ফেনি ॥
ঘটেছে বিষম জ্বালা,
নথ পরেন এক ঢাকাই জালা,
নাক কেটে তার হদ্দ নাকাল করে।
বেদনায় মরেন কেঁদে,
তবু রাখবেন টানা বেঁধে,
একটি দিন খুলতে না মন সরে ॥
সাজিয়ে নারী কি আনন্দ, যদি না হল পছন্দ,
সেকরা ডেকে ভাঙ্গেন তৎক্ষণাৎ।
পতি দিলে তা প্রাণে ম'রে,
যদি পুন না মনে ধরে,
বকসিসের মধ্যে পদাঘাত ॥
আবার ভেঙ্গে গড়িয়ে দিয়ে,
পড়েন গিয়ে পায়ে গড়িয়ে,
গুমরে প্রায় কথা কন্ না ধনী।
এত করে জ্বালাতন, তথাপি করে যতন,
পতি ভাবেন পতিতপাবনী ইনি ॥
হেথা সতীর দিন যায়, নিকটে সেই দিন যায়,
সর্ব্বনাশ হবে বলেছেন মুনি।
আছে বক্রী দিবস চারি, তদগ্রে ব্রত আচরি,
তিনটি দিন অনাহারে রন্ ধনী ॥
পোহালে যে কালরজনী, অনাথিনী হবেন ধনী,
ভিক্ষা চান সেই রজনীর কাছে।
শর্ব্বরী সদয়া রও, তুমি যদি না প্রভাত হও,
তবে মম প্রাণকান্ত-প্রাণ বাঁচে ॥
হে যামিনী,আমি কামিনী,হয়েছি বড় ত্রাসিতে।
না দেখি পার, তুমিই পার এদুখভার নাশিতে।
তুমি পোহাবে,আমার হবে শোকার্ণবে ভাসিতে।
করুণা করি, করুণাবারি দেও দুখানলরাশিতে ॥
হয়ে দন্তে, যার জন্যে হ'ল অরণ্যে আসিতে।
সে মোর জীবন, হারাবে জীবন
কল্য যে কাল ফাঁসিতে ॥
কে আমারে এ সংসারে আছে গো ভালবাসিতে
ত্যজে ব্যাকুল সে জনককুল হয়েছি নির্ব্বাসিতে ॥
এ বিবরণ বিশেষ কারণ জানে না বনবাসীতে।
মনের কথা বল কোথা যাই বৃথা প্রকাশিতে ॥

রাগিণী বেহাগ—তাল কাওয়ালি।
হোও না প্রভাত তুমি আজ রজনী।
কি ঘটে আমি কি জানি,
পাছে নিদয় হন্ বিধি আমারে
উদয় হ'লে দিনমণি।
ভরসা তব করুণা, বঞ্চিত করো না,
কর কিঞ্চিৎ কটাক্ষ বিভাবরী গো আমায়,
তব কৃপা ভিন্ন বনে না দেখি অন্য উপায়,
যেন ক'র না শর্ব্বরী স্বামিধনে
আমারে নির্দ্ধনী।
না শুনে কারু বারণ, করেছি যারে বরণ,
যার জন্যে রাজকন্যে বনবাসিনী।
সে মম সর্ব্বস্ব ধন, সতীর পতিজীবন,
না চেনে না জানে, অন্য জনে অবলায়,
হারালে সে ধন, প্রাণ নিধন, যে সদুপায়,
বল, রবে কি গৌরবে, হারা হ'লে
শিরোমণি ফণী ॥

এই বিলাপ অতি কাতরে, অনন্ত দুঃখ অন্তরে,
জাগরণে যামিনী যাপন করি।
সভয়ে কম্পিত গাত্র, পরদিন পলক মাত্র,
স্বামীকে ত্যজে না র'ন সুন্দরী ॥
যা বলেছেন নারদ ঋষি,
আজি পোহালো সে কাল নিশি,
ভাবেন আমার এ বড় দুর্দ্দিন।
সে কথাটী মনে উদয়, হলে হয় বিদীর্ণ হৃদয়,
জ্ঞানশূন্য চৈতন্যবিহীন ॥
পাছে সংবাদ পায় অপরে,
ধরেন ধৈর্য্য ক্ষণেক পরে,
হরেন কাল মনে দুঃখ অপার।
এখানেতে অন্ধ রাজন, কিঞ্চিৎ কর মা ভোজন,
বধূকে বলেন বারম্বার ॥
যা ছিল তোমার পণ, হয়েছে ব্রত সমাপন,
ত্রিরাত্রি তিন দিন বিগত দেখ।
আজ হল চতুর্থ দিবে, প্রাণকে কেন কষ্ট দিবে,
কিঞ্চিৎ আহার কর বাক্য রাখ ॥
সাবিত্রী কন হে আচার্য্য, ব্রতের নিয়ম ধার্য্য,
জল গ্রহণ সূর্য্য অস্ত হলে।

আছে আমার সুস্থ তনু, নিরুদ্বেগে যাবৎ ভানু,
যাবে আপনার করুণার বলে ॥
প্রবোধ করি গুরুজনে, হোমাগ্নি জেলে নির্জ্জনে,
দেন আহুতি শুভকামনা ক'রি।
সূর্য্য অর্ঘ্য প্রাদন পরে, মুনি ঋষির পদোপরে,
দিয়ে অর্ঘ্য বন্দিলেন সুন্দরী ॥
বর দিলেন ঋষি মুনিতে 'জন্মায়ত্ত' ব্রও সুনীতে,
দীর্ঘজীবী হউন তোমার স্বামী।
হও গো বীর-প্রসবিনী, মনে মনে ভাবেন ধনি,
এই বরই বাসনা ক'রি আমি ॥
এরূপ করেন অনুমান, হেনকালে সত্যবান,
স্কন্ধে লয়ে পরশু পদব্রজে।
বন্দি গুরুজন-চরণ, করিতে কাষ্ঠ আহরণ,
চলিলেন নিবিড় বনমাঝে ॥
বনে যাবেন প্রাণেশ্বর, এ শব্দটী প্রাণে শর,
বেঁধে যেন রাজনন্দিনীর।
বলেন, পদ ধরি কান্ত,আজ্ঞে হলে আজ একান্ত
বাঞ্ছাপূর্ণ হয় এ দুখিনীর ॥
বনোপবন দরশনে, আমি যাব তব সনে,
মন না মানে একাকী যেতে দিতে।
অদ্য ব্রত উদ্‌যাপন, আজি আছে এই নিরূপণ,
সতী রহিবে পতি সান্নিহিতে ॥
বিশেষ যে দিন পরিণয় সেই দিন অবধি নয়
গমন আমার আশ্রম বাহিরে।
ওহে কান্ত গুণাকর, প্রার্থনা আজ পূর্ণ কর
মাম্প্রতি সম্প্রতি কৃপা ক'রে ॥
যাও যদি অরণ্যে আমায় সঙ্গে লয়ে চল হে
সতত দেখিব বনে চরণযুগল হে ॥
অন্য দিন গেলে মন না হয় বিকল হে।
আজ কেন হতেছে এমন জীবন চঞ্চল হে ॥
শুভযাত্রা কালে হেরি নানা অমঙ্গল হে।
নয়নযুগলে নাই বারির বিরল হে ॥
কেন মনে প্রজ্বলিত হয় চিন্তানল হে।
কেমনে জানিব আমি নিজভাগ্যফল হে ॥
জন্মাবধি না জানি কৌশল কিম্বা ছল হে।
তুমিই সর্ব্বস্ব, সাক্ষী ভানু শশী ভূতল হে ॥
তুমিই সম্বল, তুমি এ দেহের বল হে।
তোমা বই আর জানি কারে বল, বল হে ॥

রাগিণী সিন্ধু—তাল একতালা।

যাব আজ কাননে।
বসে রব না আমার বাসনা মনে।
কেন নৃত্য করে,
তোমার গমনকালে আমার দক্ষিণ আঁখি,
তাইতে বিদায় দিতে কি দায় মন না মানে ॥
পতিসঙ্গ ত্যজে,
ব্রতসাঙ্গ দিনে আমি রই কিরূপে,
সঙ্গে যাবে দাসী পদ-সেবনে বনে ॥
দিব দন্তে তুলে,
জীবনকান্ত হে, সেই অরণ্য মাঝে,
যদি কুশাঙ্কুর-কণ্টক বাজে চরণে ॥

বনে যাইতে সতী চান, অতি ব্যস্ত সত্যবান,
বিনয়ে করেন বারবার বারণ।
শুন হে রাজনন্দিনী, তুমি গুরুজন-বন্দিনী,
কেন তোমার এমন আকিঞ্চন ॥
অতুল্য প্রাসাদোপরি, মণিময় আভরণ পরি,
পরিজনে পরিবেষ্টিত হয়ে।
স্বর্ণময় পর্য্যঙ্কে, অথবা দাসীর অঙ্কে,
সুখে শয়ন করবে সুখালয়ে ॥
তা নয় বিধির বিড়ম্বনে, মম ভার্য্যা হয়ে বনে,
ক্লিষ্ট কায় কষ্টে কাল যায়।
বল্কল পরিধান করি, নিদ্রাহার পরিহরি,
অনাথিনী সন্ন্যাসিনী প্রায় ॥
হেরিলে তব সু-বর্ণ, লজ্জিত হ'ত সুবর্ণ,
বদন হেরে বেদনা পেত শশী।
অকলঙ্ক ইন্দু হেন, ঘনাচ্ছন্ন হয়ে যেন,
দিন দিন হতেছে তমোরাশি ॥
আবার দেখি ভ্রম মনে, বাঞ্ছিত বন-ভ্রমণে,
দুর্গম কানন-পথ অতি।
আশ্রমে বিশ্রাম কর, ধর বাক্য ধরি কর,
ক্ষান্তা ভব কান্তা হে সম্প্রতি ॥
সাবিত্রী কন শুন কান্ত, তব সনে আজ একান্ত,
যাব মম ব্রতের নিয়ম।
সদা স্বামীকে দরশন, স্বামীর অঙ্গ পরশন,
হ'লে সতীর নাশয় অঙ্গ শ্রম ॥

যাবে সঙ্গে কিঙ্করী, করিতে বারণ বারণ করি,
অগত্যা বলেন রাজতনয়।
নিতান্ত যাবে নবীনে, গুরুজন আজ্ঞা বিনে,
এ কার্য্য নিষ্পন্ন কিরূপ হয়॥
স্বামী আজ্ঞা লয়ে শিরে, রাজা রাজমহিষীরে,
প্রণাম ক'রে সতী চা'ন বিদায়।
রাজা কন শুন মা সাধ্বে,বনগমন তোমার সাধ্যে
হবে না এ বাসনা বৃথায়॥
সতী কন শুনহে আর্য্য,সতীর নাই অসাধ্য কার্য্য
সর্ব্বদা সদয় থাক্‌লে পতি।
দেখুন প্রভু পৃথিবীতে, পারে যদি পতি সেবিতে,
সতীর পক্ষে সেই যে পরম গতি॥
বিশেষ এই ব্রতের অঙ্গ, সাঙ্গ দিনে পতি সঙ্গ,
নাই ত্যজিতে করুন কৃপাদৃষ্ট।
রাজা কন যদি দুষ্কর, না হয় তবে গমন কর,
সিদ্ধ হউক তোমার অভীষ্ট॥
গুরুজনের আজ্ঞা শ্রবণে, পতির পশ্চাৎ বনে,
ধনী গমন করেন ধীরে ধীরে।
যাইতে পথে মনে মনে, পঞ্চমাবতার বামনে,
উদ্দেশে স্তব করেন কাতরে॥

রাগিণী ললিত—তাল কাওয়ালি।

নম নারায়ণ, নরকবারণ।
হ'র বিঘ্ন হরারাধ্য, হ'য়ে গমনকালে বামন॥
কাননে তব কিঙ্কর, যায় হে মম প্রাণেশ্বর,
রক্ষা কর করি নর-মৃগেন্দ্র-রূপ ধারণ।
তুমি সর্ব্বমূলাধার, সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বেশ্বর,
সর্ব্বকার্য্যেযুমাধব লোকচক্ষু প্রভাকর।
হে অনন্ত অন্তর্য্যামী, অরণ্য-দেবতা তুমি,
শরণ্যে বিপদে রেখ শ্রীপদে মধুসূদন॥

মত্ত চিত্ত ভক্তিভাবে, সাবিত্রী সর্ব্বতোভাবে,
স্বামীর সর্ব্বাঙ্গ লক্ষ্য করি।
পতির নাহি সঙ্গতি, তথাপি ঘোর বনে গতি,
পতির পশ্চাৎ পন্থা ধরি॥
আগে করি ফল আহরণ, কাষ্ঠছেদন কারণ,
সত্যবান উঠিলেন একটী দ্রুমে।
ছেদন করি বহু কাষ্ঠ, ঘর্ম্ম ধারা দেহে কষ্ট,
শিরঃপীড়া জন্মে তাঁর ক্রমে॥
যন্ত্রণা ক্রমে প্রবল, অঙ্গে আর নাহি বল,
অতি কাতরে অবতরণ ধরায়।
বলেন—কান্তা শুন কই, সহ্য হয় না শয্যা কই,
আমি নিদ্রা যাব হে ত্বরায়॥
বেদনা বড় মম শিরে, এত বলি মহিষীরে,
মহীতে শয়ন করেন অমনি।
প্রাণেশ্বরের এ কথায়, হৈল যেন মাথায়,
শৈলভঙ্গ পতন তখনি॥
কি করেন অধৈর্য্য হয়ে,প্রাণকান্তে কোলে লয়ে,
করেন পরিচর্য্যা নানামত।
চিহ্ন নাহি সম তার, ক্রমে বেদনা বৃদ্ধি তাঁর,
স্পন্দহীন চৈতন্যরহিত॥
শ্রীমুখ হ'ল শ্রীহীন, সুবর্ণ বর্ণ মলিন,
দেখে মহানিদ্রার লক্ষণ।
স্মরণ করি মুনির বাণী, বাণী হত,শিরে কর হানি,
উচ্চৈঃস্বরে ধনীর রোদন॥
শোকে সাবিত্রী সকাতরা,
কন বিধিরে ধীরে ধীরে।
কেন রে চতুর্ম্মুখ তুমি,
ভাসালে নীরে দুঃখিনীরে॥
একি সর্ব্বনাশ কি কাল নিশী পোহায়
কি হ'ল হায়।
নিবিড় অরণ্যে ঘটে হেন অনুপায়
কার অকুপায়॥
যা বলেছেন পূর্ব্বে নারদ, ছিল তা মনে
ভুলি কেমনে।
জেনে কেন এনেছিলাম দেহ-জীবনে
এ ঘোর বনে॥
আসিতে যদি দিতেম বাধা প্রাণেশ্বরে
আজ বাসরে।
হয় ত প্রাণ থাকিত, উদয় হয় অন্তরে
হৃদিবিদরে॥
সাধ ক'রে স্বামীর সঙ্গে কেন এলেম
কি বুঝিলেম।
প্রায় পতিহত্যাকারিণী আমিই হলেম
কি করিলেম॥

আমার তুল্য পাপীয়সী আছে কি অন্যে
এ ভুবনে।
গেল যদি স্বামীর জীবন আমি জীবনে
সঁপি জীবনে॥
কি অপরাধ তোমার কাছে করেছি বিধি
এ কোন বিধি।
দিয়ে কেন হরিলে আমার কান্তনিধি
কোরে অ-বিধি॥
নরনারী তোমার সৃষ্টি সুখের তরে গড়েছ নরে।
গড়েছ কি দুঃখভোগের জন্যে অবলারে
এ সংসারে॥
এ বরে বরণ করিতে বারণ কত মমতায়
মাতাপিতায়।
করেছিলেন না ক'রে ভক্তি সে সব কথায়
অশনি মাথায়॥

রাগিণী ললিত—তাল একতালা।

বিধি আমারে নিতান্ত এত নিদয় রে কি জন্যে।
তোর লিখনে, বিড়ম্বনে,
এলেম বনে রাজার কন্যে॥
কি বাদ সাধ, সুখ-সাধ সব ঘুচায়ে এ অরণ্যে,
উদাসিনী, সন্ন্যাসিনী,
ক'রলে আমায় এই সামান্যে।
নাই তাহাতে তৃপ্তি তোমার,
পুনঃ সর্ব্বনাশ আমার,
করলে চতুর্ম্মুখ, দুঃখ কি বলিব অন্যে।
ছিলেম ধনী আমি ধনী, স্বামীধনে ধরাধন্যে,
সে ধন হরে, জন্মের তরে,
করলে মোরে, কেন দৈন্যে॥

বিধিমতে বিধির দোষ বর্ণনা করিয়ে।
মৃত্যুকে কহেন ধনী মৃত্যুবৎ হয়ে॥
ওরে মৃত্যু তোরে আমি কি দুঃখ জানাই।
তুই সকলের মৃত্যু দেখিস্ তোর কি মৃত্যু নাই॥
যতকাল জীবের সৃষ্টি তুই রে ততকাল।
তোর কাছে ত কৈ দেখিনে সকাল বৈকাল॥
বাল্য কি বার্দ্ধক্য জীবের অথবা যৌবন।
নাই কালাকাল তুই করিস তা সকলি ভোজন।
নাই পক্ক নাই কাঁচা উত্তম অধম।
রোগী কি নীরোগী তোমার সব উদরায় সম॥
কীটাণু হইতে ক্ষুদ্র বৃহৎ অশ্ব করী।
উদর অগ্নিতে তুমি ফেল ভস্ম করি॥
কত গিরি বৃহৎ তরু কত গ্রাম নগর।
খেলি তবু ক্ষুধা শান্তি হয় না কি রে তোর॥
খাই খাই করে ক্ষুধায় ক্ষিপ্ত হয়েছিলি।
আজ কি আমার প্রাণকান্তে খেয়ে তৃপ্ত হলি॥
মণিহারা ফণীর মত, সাবিত্রী রোদনে রত,
অস্তাচলে চলেন দিনপতি।
দিবা অবসান প্রায়, দেখে সতীর কম্পে কায়,
তায় কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী তিথি॥
একে সেই দুঃসময়, ক্রমে বন তমোময়,
সম্মুখে রাক্ষসী রজনী।
হেরিয়ে মুক্ত কুন্তলে, ধূলায় পড়ি ধরাতলে,
কেঁদে তখন অধীরা হন ধনী॥
প্রাণেশ্বরের মলিন বদন, ক'রে দৃষ্টি করেন রোদন
উঠ নাথ, কেন অচৈতন্য।
জীবন আমার চঞ্চল, চল চল, কুটীরে চল,
অন্ধকার হইল অরণ্য॥
বিপিনে বিপক্ষ নানা, যক্ষ রক্ষ দক্ষ দানা,
হিংস্র জন্তু নানা মত।
হয়েছি সাহস-ভঙ্গ, পাই আতঙ্ক অন্তরঙ্গ,
কেউ নাই তুমিও নিদ্রাগত॥
একাকিনী আমি নারী, আর হেথা রহিতে নারি,
কিরূপে বা করি প্রাণ রক্ষে।
আর কেন পতিত ধরায়, একবার পতি উঠে ত্বরায়
দুখিনীর দুর্দ্দশা দেখ চক্ষে॥

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল একতালা।

কেঁদে আকুল কাননে, সাবিত্রী একাকিনী।
দু'নয়নে বারি, স্বামীর শোকানলে,
হলেন দগ্ধ, যেন বনদগ্ধা হরিণী॥
বলেন সতী পতির প্রতি লক্ষ করি,
আর কেন নিদ্রিত, দিবা অবসান হ'ল গা তোল,
তোমায় হেরে অচৈতন্য, হৃদি হয় বিদীর্ণ,
ভুবন শূন্য দেখি আমি দুখিনী॥

কার আশ্রয়ে মান প্রাণ রক্ষা করি
কে আছে আর আমার এ ঘোর বনে,
তোমা বই, কারে কই, তোমার প্রাণ
এই প্রিয়ে, আজ কারে সঁপিয়ে,
কি দোষ পেয়ে কোথা যাও গুণম

ধনী কাঁদেন ধরা-শয়নে,বারির বিরল নাই ন ,
শোকদুঃখ মনে কত উদয়।
ভাবেন আমি ভ্রমে পতিত, নিদ্রিত মম প ,
তবে কেন মন্দ সন্দ হয়॥
আবার তা হয় না বিশ্বাস,নিদ্রাতে পড়ে নি ,
তা নাই, লক্ষণ ভাল নয়।
আমারই দুর্দ্দশা ঘটে, মহানিদ্রা এটা ,
নারদ যা বলেছেন তা নিশ্চয়॥
এইরূপে কান্দে রমণী, হেথা অস্ত দিন ,
ব্যস্ত ধনী হেরিয়ে রজনী।
তমাচ্ছন্ন হলো বন, চারি দিকে করেন শ্র ,
শার্দ্দূল ভল্লুকের ভীষণ ধ্বনি॥
ভয়ে ডাকেন প্রাণেশ্বরে, বদনে না বাক্য স ,
শুষ্ককণ্ঠ উৎকণ্ঠিত প্রাণ।
চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি ত্রাসে,দৈবে দেখেন পতির পা ,
দাঁড়ায়ে একটী পুরুষ বীর্য্যবান॥
করে শোভা করে পাশ, পরিধান রক্তাক্ত বা
শ্যামবর্ণ স্বভাব গম্ভীর।
বালার্ক জিনি নয়ন, মুকুটে শিরো ভূষ
দেখে সতীর ভয়ে কাঁপে শরীর॥
যে অবস্থা রবি শশীর রাহুগ্রস্ত কালে।
ফণীর যে অবস্থা ঘটে শিরোমণি হারালে॥
যে অবস্থা হয় গৃহস্থের গৃহদাহ যখন।
বন-জন্তুর যে অবস্থা দগ্ধ হলে বন॥
মৃগের যে অবস্থা মরীচিকায় মগ্ন হলে।
তরীর যে অবস্থা হঠাৎ তরঙ্গে পড়িলে॥
[illegible]
একা পথিকের যে অবস্থা দস্যুদল দেখে।
বৎসের যে অবস্থা হারা হলে জননীকে।
জলাভাবে যে অবস্থা প্রাপ্ত হয় চাতকে॥
খাদ্যাভাবে যে অবস্থা প্রাপ্ত ক্ষুধিত জনে।
সেই অবস্থা প্রাপ্ত তখন সাবিত্রী হন বনে॥

আগন্তুক সেই পুরুষে করি দরশন
[illegible]

রাগিণী বাহার—তাল কাওয়ালি।

কে পুরুষ একাকী এ অরণ্যে।
কি নর, কিন্নর, তুমি দেব কি গন্ধর্ব্ব
দেখা দিলে হে কি জন্যে॥
সামান্য জন তুমি কভু নও,
হেরি যে ভাব এ ভাব অভাব অবনীতে,
বিপিনে বিপন্না আমি অবলা সামান্যে॥
ভক্তি উদয় করি দরশন,
তুমি দানব মানব নও, সুর হয় জ্ঞান,
দয়া করে পরিচয় আজ দেও হে আমি দৈন্যে।

গললগ্নীকৃতবাসে, সাবিত্রী এই মত ভাষে,
বক্ষ ভাসে নয়নের জলে।
দুর্দ্দশা দেখে সতীর, হয় দয়া মৃত্যুপতির,
সদয় হ'য়ে অভয়-বাক্য ব'লে॥
প্রদান করেন পরিচয়, কল্যাণী শুন নিশ্চয়,
আমি সূর্য্যসুত পিতৃপতি।
গতায়ু স্বামী তোমার, আমারই এখন অধিকার,
ল'তে ওরে এসেছি সম্প্রতি॥
সাবিত্রী কন্ কিমদ্ভুত, লয়ে যায় তোমার দূত,
যখন হয় জীবের জীবনান্ত।
স্বয়ং তুমি আগমন, করলে এ বিধি কেমন,
ভ্রান্তি হরে শুনিলে বৃত্তান্ত॥
[illegible] লেন সত্যবান, ছিলেন বড় পুণ্যবান্,
পুণ্যবতী তুমি তার রমণী।
[illegible] জনে কিঙ্করে, উচিত নয় যে গ্রহণ করে
উচিত বোধে এসেছি আপনি॥
সতী কন্ ক'রে প্রণাম, ওহে ধর্ম্ম গুণধাম,
দর্শনে সার্থক এ জীবন।
দেবতা কৃপা নিধান, করুন আপনি যে বিধান,
বিলম্বে আর নাহি প্রয়োজন॥
[illegible] কাল, শব হ'তে শেষে,অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ পুরুষে

লয়ে জীবাত্মা করেন শমন, দক্ষিণাভিমুখে গমন,
সাবিত্রী পশ্চাদগামিনী হ'ন্ ॥
যম বলেন রাজদুহিতে, যাও কোথা মম সহিতে,
স্বস্থানে প্রস্থান কর তুমি।
সতী কন শুন হে কই,
ভবে আমার আর স্থান কই,
স্থানভ্রষ্টা অন্য হ'লেম আমি ॥
যাও ল'য়ে পতিকে যথা, আমিও প্রভু যাব তথা,
পতি ত্যজে রহিতে নারে সতি।
যারা হারায় নয়নতারা, ভবে কি সুখ পায় হে তারা,
বারি বিনে মীনের আর কি গতি ॥
কাশী মান্য তীর্থের ধন্য শিব রয়েছেন বলে।
ফণীর মান্য থাকে যদি মণি শিরোমণ্ডলে ॥
ছোটার মান্য যদি তাতে পুষ্প গাঁথা রয়।
নারদ মুনি চড়লে পরে ঢেঁকির মান্য হয় ॥
ময়ুর-পাখার মান্য দেবতার চড়ায় থা'ক বলে।
শিবের শিরে বসলে মান পান বিল্বদলে ॥
মুক্তাযুক্ত হলে দেখ সুক্তির মান ঘটে।
শালগ্রামের শিরে উঠে তুলসীর মান বটে ॥
গর্ভে রত্ন জন্মে বলে মান্য রত্ন করে।
পক্ষী থাকলে সবাই যে পিঞ্জরে যত্ন করে ॥
ফল থাকিলে মান্য দেখ থাকে তরুবরে।
গয়াসুরের মান্য কেবল বিষ্ণুপদের জোরে ॥
শশী থাকলে থাকে দেখ নিশীর সম্মান।
তেমনি সতীর মান থাকলে পতি বর্ত্তমান ॥
ভবে ছিল সম্পদ ঐ পতি-পদ নিতান্ত।
সে ধন হ'রে কাঙ্গালিনী করলে হে কৃতান্ত ॥

রাগিণী সিন্ধু—তাল একতালা।
হে ধর্ম্মরাজন, স্বামিধন অভাবে,
আমি ভবে রই কি সুখে।
যে সম্পদ ছিল ঘরে, আজ তুমি তা হরে,
কাঙ্গালিনী করে চললে আমাকে ॥
ছিল কি পাপ জন্মান্তরে, পাই তাপ অন্তরে,
কে আছে আর আমি বলিব কাকে।
এবার জন্ম লয়ে,
পাপ ত জানিনে, ধর্ম্ম তুমিই জান,
ভবে ছিলেম ভক্তি স্বামীর চরণে রেখে ॥
আমি আর কি যাব যাসে, আর কে ভালবাসে,
কুলমান প্রাণ সঁপিলেম যাকে।
কোথা যায় সে আমার,
রেখে কাননে একাকিনী আমায়,
আমি দগ্ধ প্রজ্বলিত শোক-পাবকে ॥

সৎকথা শুনে কৃতান্ত, সন্তোষ হয়ে নিতান্ত,
বলেন তব বাক্যে তৃপ্ত হই।
বিনে সত্যবানের প্রাণ, করিব একটী বর দান,
সতী কন যে আজ্ঞা তবে কই ॥
কৃপায় যদি বর দেন, শ্বশুর আমার দ্যুমৎসেন,
বনবাসী তার নেত্রে দৃষ্টি নাই।
হয়ে অতি বীর্য্যবান্, তিনি যেন নয়ন পান,
যম ব'লে তথাস্তু হবে তাই ॥
ব'লে চলিলেন শীঘ্রগতি, পুনঃ যান পশ্চাতে সতী,
কৃতান্ত কন কেন আস আবার।
যতদূর আসা সম্ভব, দেখ আসা হয়েছে তব,
আসার আশা আর কেন তোমার ॥
সতী কন সৎপ্রসঙ্গে, আশাতেই এসেছি সঙ্গে,
আশা কি তেজিতে পারি প্রভু।
আশাতেই তো জীব বাঁচে,
আশা ছ'ড়া ভবে কে আছে,
আশা-সিন্ধুর পার নাই যে কভু ॥
মুক্তির আশায় করে ধর্ম্ম, ধর্ম্মের আশায় সৎকর্ম্ম,
সুখের আশায় অর্থ উপার্জ্জন।
পুত্র আশায় ভার্য্যা চায়, পুত্র যে পিণ্ড আশায়,
ফল আশাতে করে বীজ রোপণ ॥
হিত-আশা হয় মিত্রতার, যশ আশায় সদ্ব্যবহার,
তৃপ্তির আশায় সৎকথার প্রসঙ্গ।
লাভের আশায় বাণিজ্যাদি,
আরোগ্য আশায় ঔষধি,
সুপথ পাবার আশায় সাধুসঙ্গ ॥
হয় যদি আসার ভ্রান্তি, কর তবে আশার শান্তি,
ফিরে যাই ফিরে না আসিব।
এ বচনের বুঝে মর্ম্ম, সন্তোষ হইয়ে ধর্ম্ম,
বলেন তোমায় দ্বিতীয় বর দিব ॥
বিনা সত্যবানের অসু, যে বর বাঞ্ছা কর আশু,
তাই দিব শুনে কহিছেন ধনী।

মম শ্বশুরের রাজ্যধন, বিপক্ষে কবুলে রণ,
ধর্ম্ম রয় আর রাজ্য পান তিনি ॥
তথাস্তু বলিয়ে শমন, স্বধামে করিছেন মন,
সাবিত্রী অনুগমন করে।
দেখে বলেন বৈবস্বত, এ নয় সুগম পথ,
আর এস না ফিরে যাও সত্বরে ॥
সতী কন প্রভু জানাই, সৎসঙ্গ ত্যজিতে নাই,
সৎসঙ্গ পাওয়া দুর্লভ ভবে।
সৎসঙ্গ যেজন লয়, কুপথ তার সুপথ হয়,
সৎসঙ্গ বাসনা করে তাবে ॥
তব সৎপথ পরিহরি, কোন্ পথে বিপাকে মরি,
অন্য পথে কণ্টকাদির কষ্ট।
পথে সহায় ধর্ম্ম যার, পথে বিপদ রয় কি তার,
পথের মধ্যে ধর্ম্মপথই শ্রেষ্ঠ ॥
ধর্ম্মপথে চলে যে জন, সদা করে ধর্ম্ম যাপন,
ধর্ম্ম ভয়ে বলে সত্যবাণী।
ভবে জেন সুপথ তাই, পাথেয় প্রয়োজন নাই,
যতোধর্ম্মস্ততোজয় জানি ॥

রাগিণী আলিয়া—তাল একতালা।

জীবের কুপথ সে নয়,
যে পথে হয় সন্তের সদা গতি।
যে জন তার মর্ম্ম জেনে কর্ম্ম করে
তার হরে দুর্গতি,
সাধুর পন্থাবলে, পরকালে, হয় গতির সঙ্গতি।
মহৎ পথে এ গুণ ধরে, পরশ-সত্তে পরশ ক'রে
অসৎ লোহার হীনত্ব হরে,
দেখ সৎ অনলে অঙ্গ দিলে,
অঙ্গারে পায় জ্যোতিঃ ॥
পুষ্পেতে কীট থাকে, উঠে সে সুর-মস্তকে
সন্তের সঙ্গে দেখ সদ্গতি।
তুমি হে সৎ সঙ্গে তোমার,
যে পথে যান পতি আমার,
ঐ পথ এখন আমার হয় যে সার,
ব্রজমোহন বলে, পথের বলে,
প্রাণ পাবে তোর পতি ॥

এইরূপ নীতিগর্ভ, সাবিত্রী ভারতী সর্ব্ব,
শুনে শমন সন্তোষ স্বমনে।
বলেন গো বনবাসিনী, পতিব্রতা মিতভাষিণী,
তুষ্ট হলেম তোমার বচনে ॥
মরনের বারি সম্বর, দিব তোমায় তৃতীয় বর,
কর বাসনা হয়েছি প্রসন্ন।
অসাধ্য তা যদি হয়, সুসাধ্য হবে নিশ্চয়,
কেবল তোমার পতির প্রাণ ভিন্ন ॥
সদয় দেখে বলেন সতী, পিতে আমার অশ্বপতি,
সন্তানবিহীন আছেন ভবে।
বলবীর্য্যশালী তাঁর, হয় যেন শত কুমার,
যম বলেন অবশ্য তা হবে ॥
বলে, চলিলেন নিজস্থান,ধনী পুনঃ পশ্চাতে যান,
পদধ্বনি পেয়ে কন কৃতান্ত।
এসেছ তুমি বহুদূর, পেয়েছ কষ্ট প্রচুর,
আর কেন সম্প্রতি হও ক্ষান্ত ॥
বশীভূতা হয়ে মায়ার, দূরে কেন যাও বা আর,
গেলে আর ত পাবে না পতিকে।
সতী কন শুন হে কাল, সদালাপে যাচ্ছে কাল,
স্বামীর সঙ্গে দূর বলিনে একে ॥
মন আমার হয়ে ভাবিত, হতেছে দূরে ধাবিত,
নয়ন বরং নিকটে আছে ধৈর্য্য।
আপনি ক'রে দয়া-দান, সঙ্গে সঙ্গে লয়ে যান,
দয়া-দানই সৎপুরুষের কার্য্য ॥
দয়া ভবের প্রধান কর্ম্ম, দয়াতে স্থাপিত ধর্ম্ম,
দয়া হতে ধর্ম্মের সঞ্চয়।
কাল বলেন কোরে কটাক্ষ,
শুনে তোমার সঙ্গত বাক্য,
চতুর্থ বর দিতে বাঞ্ছা হয় ॥
সত্যবানের জীবন বিনে,
আর কিছু দিতে ভাবিনে
যা চাহিবে দিতে বাধ্য হই।
সাবিত্রী ক'ন যুগল করে,দাসী একটী বাঞ্ছা করে,
করুণা করেন তবে কই ॥
সত্যবানের ঔরসেতে, প্রভু হে মম গর্ভেতে,
উদয় হ'তে হবে পুত্র শত।
কাল বলেন কঠিন ত নয়, হইবে একশ তনয়,
বীর্য্যবান্ সর্ব্বগুণান্বিত ॥

হ'ল ত পূর্ণ বাসনা, ফিরে যাও, আর এস না,
অবলা দুর্ব্বলা উপবাসে।
পতির দেহ পতিত ধরায়, দাহাদি করগে ত্বরায়,
ফল নাই আমার সঙ্গে এসে॥
সতী কন ত্যজে নিশ্বাস,সৎ লোকেতে যে বিশ্বাস,
সে বিশ্বাস আত্মাকে না হয়।
প্রাণপণে আশ্রিত জনে, রক্ষা করেন সজ্জনে,
সাধুসঙ্গ লাভেই ফলোদয়॥
দেখ প্রভু এই ত্রিলোকে,চিরদিন পণ্ডিত লোকে,
সাধুজনে বন্ধুত্ব বাঞ্ছা করে।
সৎ বন্ধু যে জন পায়, থাকে না তার অনুপায়,
পায় পায় সর্ব্ববিপদ হরে॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল কাওয়ালি।

সে সব বন্ধু কি সামান্যে পাওয়া যায়।
অসামান্য সুখোদয় হয় যায়,
সেরূপ বন্ধুত্ব হলে, নিরাশ্রয়ে তরুতলে,
হয় না বাসে দুখ, দেখ সে বন্ধু আশ্রয়ে,
ভবসিন্ধু পার সামান্য দায়॥
ধ্রুব শিশু দেখ, সেরূপ বন্ধুর জন্যে,
কি দুখ পেলে অরণ্যে, পরম বন্ধু সে হরি,
পরিণামে দুখ হরি,
অনন্ত সুখ দিলেন অনন্ত কৃপায়॥
শিশু প্রহ্লাদের দুর্গতি হয় না কার মনে,
বাল্যেতে বন্ধুর কারণে,
গরলে কিম্বা অনলে, গিরিতলে হস্তিতলে,
বন্ধু হয়ে হরি রক্ষে করেন তায়॥

—

সাবিত্রীর এই বাণীতে, যম পারিলেন জানিতে,
সাধ্বী সতী যথার্থ এই ভবে।
ত্যজিবে না মম সঙ্গ, ত্যজিয়ে অন্য প্রসঙ্গ,
সন্তুষ্ট হইয়ে ক'ন্ তবে॥
যা বলিলে তুমি সতী, মনঃতৃপ্তকর অতি,
শুনি নাই তো অন্য কারু ঠাঁই।
দিতে মম নহে দুষ্কর, লও তুমি পঞ্চম বর,
যে বরের তুল্য আর নাই॥

সতী ক'ন হে বীর্য্যবান্, হ'লেন যদি কৃপাবান্,
সত্যবান জীবিত হউন তবে।
সকল কষ্ট দূরে যায়, এবার এ বর দিলে আমায়,
আপনারই বাক্য সত্য হ'বে॥
করিনে অন্য কামনা, স্বর্গবাসে নাই বাসনা,
পতি বিনে মৃতার ন্যায় আমি।
সৎপুরুষের অঙ্গীকার, ভঙ্গ ক'রে সাধ্য কার,
অবশ্য বাঁচিবেন আমার স্বামী॥
দেখুন অঙ্গীকারের কর্ম্ম, পৃষ্ঠে ধরা ধরেন কূর্ম্ম,
শিবের কণ্ঠে গরল অঙ্গীকারে।
বাড়বানল জলধিজলে, চিরদিন সমান জ্বলে,
অঙ্গীকার ত্যাগ কেউ না করে॥
ইতিপূর্ব্বে আপনার করা হয়েছে অঙ্গীকার,
পতির ঔরসে মমোদরে।
জন্ম লবে সুত শত, না ভেবে সেই ভবিষ্যত,
পতি ল'য়ে যান কি প্রকারে॥
এ বচনে পেয়ে লাজ, হেসে ক'ন ধর্ম্মরাজ,
যা বলেছি সত্য তাই হবে।
তোমার মাতা মানবীর, গর্ভজাত শতবীর,
মানব নামে খ্যাত হবে সবে॥
তুমি তব পতি সহিতে, চারি শত বর্ষ মহীতে,
আয়ুলাভ করিয়ে রাজ্য করি।
প্রসবিয়ে বীরগণে, পরকালে পতির সনে,
স্বর্গে বাস করিবে সুন্দরী॥
সিদ্ধার্থ রোগমুক্ত স্বামী,
হ'লেন মুক্তি দিলেম আমি,
ব'লে—মুক্ত দিয়ে পাশ বন্ধনে।
লও বলে যম করেন গতি,
অমনি প্রণাম করে সতী,
পতি নিকটে যান পূর্ব্বস্থানে॥
কমলনিন্দিত করে, অঙ্গ পরিচর্য্যা ক'রে,
রাজসুতের অমনি নিদ্রাভঙ্গ।
ত্রাসিত হেরে রজনী, উঠে বলেন বল ধনী,
কোথা গেল সে পুরুষ শ্যামাঙ্গ॥
করিতেছিল আকর্ষণ, কেন বা তুমি এতক্ষণ,
মম নিদ্রা ভঙ্গ কর নাই।
সাবিত্রী ক'ন পেয়ে কাল,এসেপুন গিয়েছেন কাল
প্রাতে সে সব শুনহে নাথ ভাই॥

তৃতীয় নিশি অন্ধকার, শঙ্কা হয় নানা প্রকার,
দুর্গম কানন-পথ তাতে।
হবে না সুপথ দৃষ্ট, গেলে কেবল পাবে কষ্ট,
এই স্থানে বাস কর এই নিশিতে॥
সত্যবান করেন উক্তি, সত্য বটে তব যুক্তি,
কিন্তু মম ব্যাকুল পরাণ।
মম বৃদ্ধ মাতা পিতে, হয় তো এই রজনীতে,
মম শোকে পরাণ হারান॥
ধনী কন ধর্ম্মে আর, মতি মোর পদে তোমার,
থাকুলে যাবে নির্ব্বিঘ্নে রজনী।
ব'লে, অমনি ত্রস্ত হয়ে, স্কন্ধে পতির হস্ত লয়ে,
যষ্টিস্বরূপ ধীরে ধীরে যান ধনী॥
এখানে যমের বর, ফলপ্রাপ্ত নরবর,
অকস্মাৎ নেত্রে দৃষ্টি পান।
তপোবনে তাবত আশ্রমে,
আকুল হয়ে ক্রমে ক্রমে,
সত্যবানের করেন সন্ধান॥
ভ্রমে কভু মগ্ন মন, পথে পথে করি ভ্রমণ,
সুধান বৃক্ষলতাদি সকলে।
হা পুত্র রহিলে কোথা, কোথায় বধূ পতিব্রতা,
ব'লে বিলুণ্ঠিত ধরাতলে॥
রাজার অবস্থা হেরি, সান্ত্বনা ব্যবস্থা করি,
বুঝান মুনিগণ হয়ে ব্যগ্র।
করেন কল্যাণ-দান, নারী সহিতে সত্যবান,
স্থির হও আসিবেন অতি শীঘ্র॥
আশ্রমে এইরূপ হয়, হেনকালে হ'ল উদয়,
ভার্য্যার সহিতে রাজার নন্দন।
উভয়ে করিয়ে দৃষ্ট, তাপসেরা ...
জিজ্ঞাসেন বিলম্বের বিবরণ॥
কাননে যেরূপ ঘটে, সাবিত্রী সবার নিকট
বলিলেন বিশেষ বৃত্তান্ত।
রাজসুত পঞ্চত্ব পান, যমের পঞ্চত্ব দান,
শুনে সবে শঙ্কিত নিতান্ত॥
যম দিয়েছেন যে সব বর, পূর্ণ কিছু দিনের পর,
সুখে রাজ্য করেন বংশাবলি।
তখন যত মুনিগণে, করেন রাণী-রাজ-সদনে,
সাবিত্রী-গুণ বর্ণনা কেবলি॥
সতীত্বের অপার শক্তি, পতিতে অপার ভক্তি,
ব্যক্ত সে সব মুনি-ঋষি-বদনে।
রাজা-রাণী নেত্রযুগলে, স্নেহবারি নিয়ত গলে,
আনন্দ না ধরে তপোবনে॥

রাগিণী বেহাগ—তাল ঝাঁপতাল।

তপোবনেতে কি আনন্দ হলো সে নিশীতে।
আশ্রমে উদয় আসি সাবিত্রী সতী পতি-সাথে॥
হারানিধি মিলালে বিধি, উথলে সুখ-জলধি
জনক জননীর, রাজা রাণী নয়নে নারে
স্নেহ-সলিল সম্বরিতে।
বসিলেন কুটীরে সত্যবান, বামে সাবিত্রী যেন
ইন্দ্র-বামে শচী কমলা কেশব সহিতে।
দ্বিজ ব্রজমোহন-বাণী, ধন্য গো সাবিত্রী ধনী,
সতীত্বে তোমার, কে আছে আর,
কার বলিতে তোমা তুল্য অবনীতে॥

সমাপ্ত।

হ'ল ও পুর্ণ
ও
পতিত

রাম-বনবাস।

(শ্র)বণে পাপ ধ্বংস হয়, রাম-চরিত্র রসোদয়,
ত্রিভুবনে আনন্দ অপার।
আয়োজন করি সমস্ত, দশরথ রাজন ব্যস্ত,
রামচন্দ্রে দিতে রাজ্যভার॥
রাম রাজা হবেন ভূতলে, ভূতল স্বর্গ রসাতলে,
শুভসংবাদ প্রচার সব্বত্রে।
সন্দর্শনে অভিলাষী, আনন্দে ত্রিলোকবাসী,
উপনীত অযোধ্যা পুণ্যক্ষেত্র॥
অন্তরে অনন্ত সুখী, চলেন অনন্ত বাসুকী,
অনন্তদেব করিতে দর্শন।
বদনে রাম-গুণ বলি, পরম ভক্ত চলেন বলি,
প্রেমভক্তিরসে মগ্ন মন॥
অতি উল্লাসিত মন, মুনিগণের আগমন,
ধ্যানের ধন দৃষ্ট করিবারে।
নারদ যান বাজায়ে বীণে, রামগুণ কীর্ত্তন বিনে,
অন্য কথা না ধরে অধরে॥
কখন নেত্র মুদিয়ে, ভক্তিরূপ তুলসী দিয়ে,
ধ্যানে পূজেন দুর্ব্বাদল শ্যামে।
কখন হৃদপদ্মে রাখি, প্রধানপুরুষ পদ্ম-আঁখি,
মানসে দর্শন নয়ন-ধামে॥
ভাবেন একি অপরূপ, বিশ্বরূপের রামরূপ,
স্বরূপ দেখিনে ভবে আর।
ভাবেন মুনি স্থিরচিত্তে, নিম্মাইল কি পদার্থে,
ধন্য ধন্য সেই বিধাতার॥

রাগিণী সুরট—তাল কাওয়ালি।

একি অপরূপ বিশ্বরূপমাধুরী।
মুনিজন মন হরে, ত্রিভুবন আলো করে,
বিরাজিত ভূলোকে আপনি গোলকবিহারী॥
করি কি পদার্থে এ রূপের তুলনা,
ত্রিভুবনে কৈ স্বরূপ মেলে না,
নিতান্ত রামরূপ কৃতান্ত-নিবারী॥
নবঘন পায় গগনে ত্রাস, নীলগিরি-গর্ব্ব-নাশ,
নীল নীলোৎপলের মনোহারী,
সে যায় বারিতে নয়নে বারি,
নবদূর্ব্বাদলশ্যাম রূপ ধরেন রাম,
ভবে গুণধাম জীবের মোক্ষধাম,
পাপানুরক্ত, ব্রজমোহনে মুক্তকারী॥

এখানে অযোধ্যাবাসে, শ্রীরামের অধিবাসে,
অধিকন্তু হৈল আয়োজন।
রাজা করিলেন ধার্য্য, রজনী প্রভাতে রাজ্য,
রামচন্দ্রে করিবেন অর্পণ॥
নগরে এই মহোৎসবে, সুখসাগরে মগ্ন সবে,
কিন্তু দেখ বিধাতার নির্ব্বন্ধ॥
বাল্মীকির অগ্রে লিখন,
রাজা হ'বেন কি যাবেন বন,
ঘটিল এসে বিষম বিবন্ধ॥
রাজা রাজ্য দিবেন রামে,
কেকৈয়ী-দাসী কুব্জা নামে,
শ্রবণ করি অমঙ্গলের কথা।
বজ্রাঘাত যেন শিরে, শীঘ্রগতি মহিষীরে,
বলিছে গিয়ে বিশেষ বারতা॥
হয়ে রয়েছ নিশ্চিন্ত, এই বেলা মঙ্গল চিন্ত,
বলিতে কথা বিদীর্ণ হয় বক্ষ।
স্বপ্নে মনে যা না জানি,এই কথাটাই জানাজানি,
ভরত হবে রাজ্যের অধ্যক্ষ॥
তোমার রাজার সঙ্গে যে প্রণয়,
এ ধন অন্যে পাবার নয়,
হয় নয় আজ পেলেম গো শুনিতে।
ভূপতির কি কুব্যাভার, ভরতে রেখে রাজ্যভার
রামকে পাঠাবেন কি দিবেন কল্য প্রাতে॥
সদা রয়েছ ভাল বাসে,আমাকে রাজা ভালবাসে,
মত্ত চিত্ত এই অহঙ্কারে।

* "রামায়ণে" এবং "রামলীলা" পালার মধ্যস্থলে এই "রাম-বনবাস" পালা পঠিত হইলে, পাঠের সামঞ্জস্য রক্ষিত হইতে পারে।

মনে ভাব্‌তে বড় সুহৃৎ,
রাজার সেটা শশার পিরীত,
বাহিরে চটক অন্তর অন্তরে ॥
আমার তুল্য আর কে মানী,
তাই ভেবে হও অভিমানী,
আমরা তো না মানি ও সব কথা ॥
রাজা যত রাখিলেন মান,
এই দেখ লো তার প্রমাণ,
অভিমান এখন রাখিবে কোথা ॥
আমরা যে তাই মনে ভাবি,
তোমার কি যে ঘট্‌বে ভাবি,
সতীনীর মান বাড়ে অসম্ভব।
আমি রাজার আদরিণী,
রাজা আমার প্রেমের ঋণী,
কোথা রইল সে সব গৌরব ॥
ভেবে মনে হই উদাসী, হবে সেই সতীনীর দাসী
চিরকাল কেমনে কাল কাটাবে।
এলো পাকে পাকালে সূত,
রাজা হ'ল কৌশল্যা-সুত,
সুতরাং ভরত সেবক হ'য়ে রবে ॥
হদ্দ হ'ল অপমান, প্রাণ ত্যজ ক'রে বিষপান
কিম্বা রজ্জু প্রদান কর গলে।
মানীর মান হলে সংহার,
প্রাণ রেখে কি ফল তাহার,
এখন মান থাকে জীবনে জীবন দিলে ॥

রাগিণী সুরট—তাল একতালা।
একি শুনি অসম্ভব বাণী।
মান আর থাকে কই কৈকেয়ী রাণী,
তুমি রবে কি গৌরবে, রাম যে রাজা হবে,
পোহালে রজনী ॥
সম্প্রতি বিপদ, এ সম্পদ যায়,
ভূপতির ছিছি সম্প্রীতি কোথায়,
এ ধনে ভরত হইবে বঞ্চিত স্বপনে না জানি ॥
তাল ভালবাসি আমরা দাসী হই,
তোমা অমঙ্গল প্রাণে কিরূপে সই,
সুদিন ঘটে তার, জেনেছি রাজার,
প্রধানা প্রেয়সী যিনি ॥

ভাবতেম রাজা ভালবাসেন বিলক্ষণ,
সে আলাপ হ'ল প্রলাপ এখন,
তুমি গো মহিষী, হইলে তাঁর দাসী,
যে মান পায় সতিনী ॥

দিল সংবাদ কিঙ্করী, মহিষী শ্রবণ করি,
দুঃখে চক্ষে বারি বরিষণ।
সতীনীর বাড়িল মান, শুনে হ'ল মৃতসমান,
আর কি আছে অপমান এমন ॥
দাসীবাক্যে না দেন সায়, বুক ফেটে যায় হিংসায়,
সতীনীর নাম শুনে অঙ্গ জ্বলে।
নারীর কি স্বভাব হায়, সতীনে সতীনে প্রায়,
পিরীত যেমন সাপে আর নকুলে ॥
সতীনীর শুভ সংবাদে, বক্ষে যেন শেল বাধে,
প্রাণ কাঁদে আপশোসের নাই সীমে।
মধ্যে মধ্যে বিষম ধন্ধ, সতীনে সতীনে দ্বন্দ্ব,
লাগে যুদ্ধ যেন কীচক ভীমে ॥
যদি সতীনের বিপদ ঘটে,
আহ্লাদে গা উস্‌কে উঠে,
ভাবেন কিসে হবে সর্ব্বনাশ।
কারো মন ত সরল নয়, অমৃত দিলে গরল হয়,
পরস্পর বিষপড়া বিশ্বাস ॥
সতীনী যাতে হয় বন্ধ্যা, ঐ ভাবনা তিন সন্ধ্যা,
করেন টোট্‌কা তন্ত্রমন্ত্র যত।
বিষনয়নে পড়ুক অন্যে, আপনি সুয়ো হবার জন্যে
কর্ত্তাকে বশ কর্‌তে চেষ্টা কত ॥
সতীনীর যে ঘরকন্না, পুরুষ তাতে সুখী হন না,
উভয়ের মন সমান রাখা ভার।
দিবসটী গোলমালে কাটে,
রাত্রে আরো বিপদ ঘটে,
অবক্তব্য সে সব ব্যবহার ॥
সতীন-পুত্র রাজ্য পায়, হেরে ঘোর অনুপায়,
বলেন দাসী উপায় বল কি করি।
দুঃখজলধি ক'রে পার, ভরতে রাজ্য দিতে পার,
তোমার আশা পূর্ণ কর্‌তে পারি ॥
এ নহে তব দুষ্কর, তুমি যদি মন্ত্রণা কর,
সুধাকর ধরিতে পার করে।

সকলি তোমার বুদ্ধিবশে,ঘোর নিশিকাল দিবসে,
অন্ধের পথ দেখাও অন্ধকারে ॥
মুনি জনের মন-মজান, কত রকম ভেল্কী জান,
ত্রিভুবন ভুলাতে পার ছলে।
দাসী লো তোর কুহকজালে,
ডাকিনী পড়েন জঞ্জালে,
মনে করিলে জলে আগুন জ্বলে ॥
শুনে কুঁজী বলে যে বলে,ঘটে অঘটন বুদ্ধিবলে,
কিন্তু অগ্রে শুনিতে পারি যদি।
এক কালে ছেড়েছে নাড়ী,
আর তারে কেমনে নাড়ি,
শ্বাস হলে তো খাটে না ঔষধি ॥
তবে কথাটা মনে লয়,
যখন রাজা ছিলেন ভবালয়,
সেবায় সন্তুষ্ট কর তাঁরে।
পণ করেছেন নৃপবর, দিবেন তোমায় দুটী বর,
যদি সেই ফিকিরটে পার করিবারে ॥
মূল কথা কর শ্রবণ, এক বরে দাও রামকে বন,
এক বরে ভরতে ছত্রদণ্ড।
নিতান্ত পড়েছ পাকে, কর যাতে কাজটা পাকে,
নতুবা সকলি হয় পণ্ড ॥
দাসী-বাক্য শুনে রাণী, বদনে হন হতবাণী,
বলেন দাসী প্রাণ যে কেঁদে উঠে।
বিদীর্ণ হতেছে বক্ষ, কেমনে এ কঠিন বাক্য,
বলিব গিয়ে ভূপতির নিকটে ॥
সুমন্ত্রণা এত নয়, জননী হ'য়ে তনয়,
কেমন ক'রে পাঠাব অরণ্যে।
কেমনে লব দাসীরে, কলঙ্কের পশরা শিরে,
সামান্য এই সম্পদের জন্যে ॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল আড়া।

শুনে প্রাণ বিদরে সুমন্ত্রণা এ তোর নহে দাসী।
মা হয়ে কোন্ প্রাণে করি সন্তানে আজ বনবাসী
হয় যদি রাম রাজ্যেশ্বর, তায় দুঃখ নাহি আমার,
কেমন ক'রে জন্মের মত কলঙ্ক সলিলে ভাসি।
কাজ কি এ সুখ সম্পদে, ঘটে বিপদ পদে পদে,
অমূল্য ধন হারা হয়ে সামান্য ধন অভিলাষী ॥

শুনে দাসীর বাণী,অমনি রাণী হইলেন অধৈর্য্য।
তখন বল্‌ছে দাসী রাজমহিষী এ অতি আশ্চর্য্য ॥
যদি বর না লবে, কেমনে পাবে
তোমার ভরত রাজ্য।
কর পূর্ণ সাধ, এখনি সাধ মহিষী আপন কার্য্য ॥
রাম রাজ্য পায়, আর কি উপায়
করিবে এখন ধার্য্য।
দিলেম সুমন্ত্রণা, বুঝি হলো না
দাসীর কথাটা গ্রাহ্য ॥
রাখ বাক্য সতি, এই কুমতি শীঘ্র কর ত্যাজ্য।
আছে রাজার সত্য, শুনেছি তথ্য
ভরতের এ ধন ন্যায্য ॥
বিশেষ ধরায় মান্য, সেই ত ধন্য
যার থাকে ঐশ্বর্য্য।
যার আছে বিষয়, সেই মহাশয়
মহীতলের পূজ্য ॥
রামকে দিলে বনে, ত্রিভুবনে কলঙ্ক হয় তব।
দাসী হওয়াপেক্ষা, তোমার পক্ষে
সে বরং গৌরব ॥
যত বলছে দাসী, রাজমহিষী না দেন সম্মতি।
হেথা থাকি গগনে দেবগণে চিন্তাযুক্ত অতি ॥
রাণী না নিলে বর রঘুবর না যান যদি বনে।
তবে কে দুঃখান্ত কে করে অন্ত দুরন্ত রাবণে ॥
তখন পরস্পরে যুক্তি করে পাঠান শীঘ্রগতি।
রাণীর স্কন্ধে আসি হন মায়া প্রকাশি
দুষ্টা সরস্বতী ॥
অমনি হরে সুবুদ্ধি হিংসা বৃদ্ধি
হিতে বিপরীত ঘটে।
তখন দাসীর বাক্যে মহাদুঃখে
বক্ষে শেল ফোটে ॥
বিষয় ভেবে সমস্ত বিষম ব্যস্ত
কত অভিমান মনে।
মন কি ধৈর্য্য মানে মজিয়ে মানে
রন্ গিয়ে নির্জ্জনে ॥
হেথায় রামকে রাজা করিবেন রাজা
আনন্দ অন্তরে।
যান বার্ত্তা দিতে সেই নিশীতে
কৈকেয়ীর মন্দিরে।

হয়ে পুরে প্রবিষ্ট করি দৃষ্ট বদনে হত বাণী।
ত্যজে বেশভূষণ ধরাসন সার করেছেন রাণী॥
দেখে ক'ন ভূপতি কেনলো সতী
এমন দশা হেরি।
স্বর্ণলতা মলিনতা কেনলো সুন্দরী॥

রাগিণী ললিত—তাল কাওয়ালি।

ধরা-শয়নে ধারা নয়নে।
কেনলো প্রেয়সী হাসি না হেরি চন্দ্রাননে
ভানু বিনে তনু জ্বলে, নলিনী মলিনী জলে
কেন আর সুধাও না ধনি সুধামাখা বচনে॥
কে দিলে অন্তরে ব্যথা বল বল বিবরণ,
সু-বর্ণ সুবর্ণ জিনি কেন হ'ল বি-বরণ,
বাসনা কি রত্নমণি, প্রাণাধিক রত্ন রমণী,
আছে হে অভাব কি বৈভব তব ভবনে॥

রাজা করেন কত বিনয়, মহিষীর মান ভঙ্গ নয়,
অপ্রণয় জানান বিলক্ষণ।
ভাবেন হলো দুষ্কর, সাধিলেন ধরিয়ে কর,
মৃতে যেন অগ্নির উদ্দীপন॥
দেখ, পুরুষের মধ্যে ঘটে যার,
শেষদশাতে সংসার,
তার বাড়া সঙ্কট আর কি আছে।
রস-কস থাকে না শেষে, মন যোগান বড় ক্লেশে,
বুড় ব'লে সে ঘৃণা করে প ছে॥
যা মেলে না অবনীতে, যদি তাহা চান বনিতে,
হয় আনিতে থাকে প্রাণ কি যায়।
এদিকে যমের জোর তলপ,
তবু গোঁপে দেন কলপ,
নৈলে নারীর মন ভুলান দায়॥
ঠেকেছে বয়স সত্তরে, গা তুলিবেন সত্বরে,
নব্বুই গেছে নব্যই ভাবেন তবু॥
অঙ্গ অবশ নাস্তি বল, শেষ দশায় কর্ত্তা কেবল,
কচ্‌লে কচ্‌লে তিক্ত করেন লেবু॥
যখন যে হয় হুকুম জারি,
গোলাম যেন আজ্ঞাকারী,
ঘণ্টায় গরুড় হাজির আছেন দ্বারে।
ফলের দফা ফলে না ফলে, মিষ্টকথার কৌশলে,
তুষ্ট রাখেন স্বর্ণ অলঙ্কারে॥
এ কথা আছে প্রসিদ্ধ, স্ত্রীলোকের স্বভাব সিদ্ধ,
গহনা পেলেই বাধ্য সর্ব্বজন।
অঙ্গে রাখতে হনুনা কাতর,
সোণায় মোড়া পাঁচ মন পাথর,
ভারি ওজনে ভারি খুসী হয় মন্॥
কোন কোন কুলবালা,
নথ পরেন এক ঢাকাই জালা,
নাক কেটে তায় হদ্দ নাকাল করে।
বেদনায় মরেন কেঁদে কেঁদে,
তবু রাখবেন টানা বেঁধে,
একটী দিন খুলতে না মন সরে॥
পতি যদি অতি দরিদ্র,
তবু গিন্নীর কাণে শত ছিদ্র,
বিষয় হলে সোনা পরবেন বলে।
পুরুষের মধ্যে সেই ত কৃতী,
গা সাজালেন যার প্রকৃতি,
সে যেন কাশীতে মঠ দিলে॥
বিশেষ, নারী যুবতী বৃদ্ধ পতি,
কাল কাটান কঠিন অতি,
কর্ত্তাটী সদাই শশব্যস্ত।
বড আদরের সীমন্তিনী,
আপন বশে রাখতে তিনি,
কথাটি কন হয়ে যোড়হস্ত॥
দশরথ মৃত সমান, প্রিয়রমণীর দেখে মান,
দশদিক বিমান দেখেন নেত্রে।
বার বার ধরিতে করে, শেষ রাণী প্রকাশ করে,
রাজ্যভার দিতে আপন পুত্রে॥
বলে পূর্ব্বেতো করেছ পণ, পারিবেনা হতে কৃপণ
সেই দুটী বর দেও তুমি এক্ষণে।
ভরতে করে রাজ্যেশ্বর, চতুর্দ্দশ বৎসর,
আজ্ঞা দেহ রামকে যেতে বনে॥
শুনে বাণী রাণী অধরে, ভূপতি না ধৈর্য্য ধরে,
অকস্মাৎ বজ্রাঘাত শিরে।
পেয়ে অতি অন্তরে ব্যথা,
বলে মরি এ কেমন কথা,
দুখে আমার প্রাণ যে বিদরে॥

কেমনে হয়ে বর্ব্বর, দিব তোমারে এমন বর,
প্রাণের অধিক রঘুবর অরণ্যে।
সন্তানের প্রতি কৈকেয়ী,
জগতে এমন আর কে কৈ,
জননী হয়ে বাদ সেধেছে অন্যে॥
বনবাসী করিলে রামে, ভরত রাজ্য পায় আরামে
আশা পূর্ণ হয় তবে তোমার।
ধিক তোর জীবনে ধিক,
ভাবিতেম আগে প্রাণাধিক,
অন্তরে বিষ মুখে অমৃত সার॥

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল মধ্যমান।
কেন এমন হলে পাষাণী।
কে দিলে মন্ত্রণা আমায় কি কথা শুনালে রাণী॥
প্রাণাধিক যায় ভালবাসি,
কোন্ প্রাণে সে ধনে করিব বনবাসী,
রামধনে হারালে আমি কি ধনে ধনী লো ধনী॥
সামান্য সম্পদের জন্য,
কেনলো প্রিয়সী হলে অচৈতন্য,
অকালে হৃদিমন্দিরে দংশিলে হয়ে কালফণী॥

কৈকেয়ী চাহিলেন বর, বনে যাবেন রঘুবর,
ভূপতি যেন বর্ব্বর, বদনে হত বাণী।
বলেন এতে নয় প্রেয়সী, সূর্য্যবংশের পাপীয়সী,
এ কি গর্ব্ব সর্ব্বনাশী, কুলের কলঙ্কিনী॥
বলিব কারে এ বেদন, আর পাপিনীর ও বদন,
হেরিব না বলে রাজন, চলিলেন চঞ্চলে।
নাই পদে গতি বিধান, চঞ্চল চরণে ধা'ন,
কৌশল্যার সন্নিধান, কন্ অতি কৌশলে॥
উভয়ে কান্দেন পড়ে ধরা, তার হইল ধৈর্য্য ধরা,
নয়নে বরিষণ ধারা, বরিষা ধারার মত।
কৈকেয়ীর বাক্যশরে, বদনে না বাক্য সরে,
অযোধ্যার রাজ্যেশ্বরের অকালে কালাগত॥
মহিষী ভাবিছেন হেথা,
যাদুমা কেন যাবেন কোথা,
যখন না কহিলেন কথা, ভাবেই বোঝা গেছে।
আর দেখিলে অলক্ষণ, সাধ পুরিল বিলক্ষণ,
মৌন সম্মতি লক্ষণ, শাস্ত্রে লেখা আছে॥

ঠেলিতে কথা সাধ্য নাই,
বিশেষ আমি রাজার ঠাঁই,
গগনের চাঁদ যদি চাই, সে কথা না খণ্ডে।
গুণজ্ঞানের কৌশলে,
বেঁধে রেখেছি প্রেমের কলে,
বলি যদি ডোব জলে, ডুবতে যান এই দণ্ডে॥
মঙ্গল করেছেন কালী, হয়তো অদ্য না হয় কালি
ঘুচাইয়ে মনের কালি, পূজিব কালীর পদ।
হ'ক লো দাসী শীঘ্র আনা,
পীরের সিন্নি স'পাঁচ আনা,
সত্য সুবচনী দেবী পুরালেন সাধ॥
এখানে কথা হয় প্রচার, বনগমনের সমাচার,
ভরত পাবে রাজ্যভার, শুনিলেন রামচন্দ্র।
ভাবিছেন পিতা মাতার, ত্রুটী নাই ত মমতার,
নিদারুণ সেই বিধাতার, এ সকল নির্ব্বন্ধ॥
বৃথা জীব আশ্বাস করে, লক্ষ টাকা পেলে করে,
লক্ষ জন কিঙ্করে, খাটাই নিরবধি।
রজ্জু দেই শমনের গলে, বাঁধি ইন্দ্রের করযুগলে
সকলি বৃথা তাইতো ফলে, যা ফলান সেই বিধি॥
করিব চক মিলানো বাড়ী,সে আশা সববাড়াবাড়ি,
ধরাখানি জমিদারী হলে ত ভাল হয়।
কোন জন না মনে ভাবে, আমিই মান্য হব ভবে,
অদৃষ্টে যা তাই ত হবে, ভাবিলে হবার নয়॥
মনে কত বাসনা হয়, দ্বারে বাঁধি হস্তী হয়,
সে আশা কি পূর্ণ হয়, বিধি না পুরালে।
হায় হায় কপালের সাজা,
খেতে বাঞ্ছা জিলাপী খাজা,
লাজে মরি এক মুষ্টি লাজা, মিলে কৈ কপালে॥
বলে কাতরে কমলাখি, অনুগত অনুজে ডাকি,
বলেন আমার আর বাসে কি আছে প্রয়োজন।
অদৃষ্টে এই ঘটে ভাই, রাজা হব কি বনে যাই,
জন্মের মত তোমার ঠাঁই বিদায় লই লক্ষণ॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল একতালা।

কোথারে লক্ষণ বিপদ বিলক্ষণ,
বিধি ঘটাইলে মম ভাগ্যে।

কোথা হব রাজ্যেশ্বর বিধাতা সম্প্রতি সাধেন বাদ
সে সাধে বিষাদ হলেম বনবাসী
এখন পিতার আজ্ঞে।
আর ত আমার রাজ্য ধনে কার্য্য নাই,
দেহ ভস্ম দেহসজ্জা করি ভাই,
দেহ জটাভার মস্তকে আমার,
রক্ষে করি এখন পিতার প্রতিজ্ঞে॥
করি আয়োজন অন্নাদি ব্যঞ্জন,
ভোজনকালে হল বিধির বিড়ম্বন,
ত্বরায় বৃক্ষ ছাল পরা রে লক্ষ্মণ,
জন্মের মত বিদায় তোমার অগ্রে॥ ৬

অনুজের ধরিয়ে পাণি, বলিলেন রাম এই বাণী,
বিনয় করে কহিছেন লক্ষ্মণ।
ক্ষান্ত প্রভু ধরি পায়, যদি কথা রক্ষে পায়,
তবে চরণে করি নিবেদন॥
বনবাস করেছ ধার্য্য, ভরত পাবে তোমার রাজ্য,
এ কথাটা গাহ্য করাই নয়।
কে বলিবে সুক্তি যুক্ত, রাজার অনুচিত উক্ত,
বৃদ্ধ হলেই জ্ঞানের তফাৎ হয়॥
প্রাচীন দশায় বুদ্ধি ভুল, জ্ঞানযোগের অপ্রতুল,
করো না তুল ধর না ও সব কথা।
এ কথা কি ভয়ে শোনে, অযোধ্যার ভদ্রাসনে,
তুমি থাকিতে ভরতের মান কোথা॥
সম্মুখে থাকিতে শব, বল দেখি করে উৎসব,
কুশার পুতুল দগ্ধ কেবা করে।
ভগবানের দণ্ড মান, থাকিতে মধু বর্ত্তমান,
কেবা কোথায় গুড় দিয়া কাজ সারে॥
লক্ষ্মণের এই নিবেদন, অন্তরে পেয়ে বেদন,
অনুজে করেন অনুযোগ কত।
আশ্চর্য্য এ কথা ভাই, কি ছার রাজ্য কার্য্য নাই
কাঁপে বক্ষ হয়েছি জ্ঞান হত॥
পিতা করিলেন বনবাসী, শুনেছে ত্রিলোকবাসী
বিশেষ তাতে বিমাতার সম্মতি।
সে বাক্য করি হেলন, করিব রাজ্য পালন,
এ কথা নীতি বিরুদ্ধ অতি॥
আমি যদি এই ব্যবহার, করি তবে জগতে আর,
কে রাখিবে পিতা মাতার বাক্য।
কলঙ্কে পূরিবে ধরা, বৃথা কেন জীবন ধরা,
ছিছি ইথে হাসিবে ত্রৈলোক্য॥
লক্ষ্মণ লক্ষণ দেখি হইলেন নিরস্ত।
যোগী বেশ ধরেন রাম হয়ে শশব্যস্ত॥
রাজভূষণ শ্রীঅঙ্গে ছিল ত্যজিলেন সমস্ত।
ভস্মে ঢাকা যেন রাকাশশী রাহুগ্রস্ত॥
তখন বেশ দেখে লক্ষ্মণ
কাঁদেন বলে অবিরাম রাম।
বলে আর কি সুখে আমি রব হে গুণধাম ধাম॥
তুমি নিদয় হলে দাসে আর কে ভালবাসে বাসে
সকলি বিপক্ষ পক্ষ সদাই পরিহাসে হাসে॥
বনবাস বাসনা যদি না ত্যজ বিরহ রহ।
তবে দাসে চরণে স্থান তুমি হে নীলদেহ দেহ॥
অপার করুণা তব ভুলিব কেমনে মনে।
একান্ত বাসনা রব শ্রীকান্ত সেবনে বনে॥
বন কমলাপতি কেন তুমি প্রাণ মজাবে যাবে।
কাননের কষ্ট যে সব কিরূপে শৈশবে সবে॥
বাসে বাস কর ভাই কেন বাসনা দুষ্কর কর।
পারিবে না করিতে সহ্য দুরন্ত ভাস্কর কর।
না শুনেন লক্ষ্মণ যত বুঝান রঘুপতি।
মন্দ জানি অগত্যা ক'রলেন অনুমতি॥
লক্ষ্মণ উদ্যোগী যোগী সাজিলেন তখন।
বিদায় লইতে পুর মধ্যে উভয়ের গমন॥
এখানেতে অন্তঃপুরে বার্ত্তা পেয়ে সীতে।
শিরে যেন বজ্রাঘাত হইলেন ত্রাসিতে॥
বেষ্টিত ছিলেন ধনী যত পুরবাসীতে।
অমনি পড়েন ধরাতলে ধরে তোলে দাসীতে।
শিরে করাঘাত নয়ন জলে ভাসিতে ভাসিতে।
পড়েন গলায় পতি নিকটে আসিতে আসিতে।
দেখে রামের যোগিবেশ অচৈতন্য ধনি।
চৈতন্য পাইয়ে কন শুন হে গুণমণি।

রাগিণী ললিত—তাল ঝাঁপতাল।

করুণা কর করুণাকর দাসীকে কেন বঞ্চিত।
পাই তবে চরণে স্থান হইলে কৃপা কিঞ্চিত॥
মতি গতি সম্বল ভবে তুমি মম সর্ব্বস্ব ধন,
রাজ্য কি ঐশ্বর্য্য কিছু করিনে আকিঞ্চন
বাঞ্ছিত সে ধন যে ধন বিধিবাঞ্ছিত।

তুমি হইলে যদি বনবাসী,
সাজিলে আজি সন্ন্যাসী,
দাসীর উপায় কি করিলে বল নিশ্চিত।
আমি হব বনবাসিনী তুমি হইলে বনচারী,
সঙ্গে যদি না লবে তবে এখনি প্রাণ পরিহরি,
তুমি আমার সবে ধন সাগরসিঞ্চিত॥

এই নিবেদন করেন সীতে,
উদ্যোগী প্রাণ নাশিতে,
রঘুনাথ হইলেন অতি ব্যগ্র।
বারিধারা বহে চক্ষে, প্রেয়সীরে প্রবোধ বাক্যে,
সান্ত্বনা করেন অতি শীঘ্র।
ধর বাক্য কান্তা ভব, এ বাসনা অসম্ভব,
কর তুমি অযোধ্যাবাসে বাস।
কুলবধূ কুলকামিনী, হইবে বনগামিনী,
এ তোমার আশ্চর্য্য অভিলাষ॥
চন্দ্রাননে হে জানকি, সে যাতনা তুমি জান কি,
নারীর প্রাণে হয় কি তাহা সহ্য।
কমল জিনি কোমল কায়,
রবির কিরণ লাগিবে তায়,
অধিক প্রিয়ে হইবে অধৈর্য্য॥
সামান্য কি সে বিপদ, মাটিতে-হাটিতে পদ,
বিক্ষত কণ্টক কুশাঙ্কুরে।
হলে যখন পেয়ে বেদন, কাতরে করিবে রোদন,
কাঁদিবে প্রাণ বদন চন্দ্র হেরে॥
সুখেতে বাস কর বাসে, আমি যাই হে বনবাসে
চতুর্দ্দশ বর্ষ করি পণ।
বিধিলিপি আশ্চর্য্য নয়, যদি জীবন রক্ষে হয়,
উভয়ে পুন হবে সম্মিলন॥
শুনে বাণী রাম অধরে, চক্ষে নাহি জল ধরে,
জলধরে কন জনকনন্দিনী।
কি বলিলে প্রাণেশ্বর, বক্ষে যেন লাগে শর,
বল কোথায় দাঁড়ায় এ দুখিনী।
কি সুখে বাস করি বাসে,
আর কে আমায় ভালবাসে,
ভাল বাসে কি আছে অভিলাষ।
শুনেছি নাথ শাস্ত্রে বলে, স্বামী রহিলে বৃক্ষতলে
নারীর পক্ষে সেই ত স্বর্গবাস॥

রমণীর কি আর ভূষণ, আছে ভবে আর কি ধন,
সাধ্যে সতীর পতিই পরম ইষ্ট।
পতি লয় সন্ন্যাসধর্ম্ম, নারীর পক্ষে প্রধান কর্ম্ম,
সন্ন্যাসিনী হওয়াই যেন শ্রেষ্ঠ॥
তুমি হইবে বনগামী, বাসে বাস করিব আমি,
বনবাসেও প্রাণ সুখী স্বামীর সনে।
সে বাসে কি মন বাসে,
পতি না যে নারীর বাসে,
কি বিভিন্ন ভবনে আর বনে॥
যেমন চাঁদ থাকিলে শোভে তারা,
চক্ষে যদি না রয় তারা,
থাকে কোথা শরীরের সম্মান।
পুষ্প মাল্য সৌরভে, বিষ্ণুপদের গৌরবে,
গয়ায় জীবে করে পিণ্ডদান॥
কাশীতে শিবের বাসস্থান,
সেই মানে সম্মান পান,
ফণী মান্য মাণ থাকিলে শিরে।
হরি হরের প্রিয় জন্য,
তাইতে লোকে করে মান্য,
বিল্বদল আর তুলসীরে॥
না থাকিলে বাস পরনে, হয় কি বেশ আভরণে,
আভরণে কি সাজে হে রমণী।
পতিই নারীর আভরণ, ভূষণের হয় ভূষণ,
নারীর শিরোমণির শিরোমণি।

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল মধ্যমান।

ভূষণে কি সাজে রমণী।
অমূল্য ধন পতির চরণ সে ধনে হলে নির্দ্ধনী॥
সংসারে সকলি ব্যর্থ, ধনে কে হয় চরিতার্থ,
নয়নে নিত্য পরমার্থ কি পদার্থ রত্নমণি॥
পতি হীনে যে সংসারে, সাজে না সে অলঙ্কারে
পতি ভক্তি থাকিলে মনে
ত্রিলোকে ধন্যা সে ধনী॥

বারণ করেন রঘুনাথ, শিরে যেন বজ্রাঘাত,
সে কথা না শুনিলেন সতী।

ভার্য্যা নাহি ধৈর্য্য মানে, কি করেন অপার্য্যমানে,
অগত্যা করিলেন অনুমতি।
অগ্রসর গোলোক-স্বামী, লক্ষ্মণ পশ্চাৎগামী,
তৎপশ্চাতে গমন করেন সীতে।
পায়-গতি না কান্ত পায়, জনক জননীর পায়,
চলিলেন প্রণাম করিতে॥
রাজা আছেন কৌশল্যাবাসে, গললগ্নীকৃতবাসে
প্রণাম করি চাহিলেন বিদায়।
রামের যোগিবেশ দৃষ্টে, পতিত পৃথিবী-পৃষ্ঠে,
ভূপতি জ্ঞানহত মৃতপ্রায়॥
বেশ দেখে রাম-জননীর, নয়নে না ধরে নীর,
বলেন বিধি এই ছিল তোর মনে।
এ কেমন দণ্ড কর, যে হ'বে আজি দণ্ডধর,
দণ্ডী হ'য়ে সে যায় কাননে॥
হায় হায় কি বলি তোকে,
সাজে না মণি যে মস্তকে,
জটাভার কেমনে দিলি তায়।
হেরে বাছার যে অধর, কলঙ্কী হয় শশধর,
সে বদন আজ ভস্মে ঢাকা যায়॥
রামরূপে সব ভূষণ হারে যে কণ্ঠ সাজে না হারে,
রুদ্রাক্ষের মালা তাহে হেরি।
যার কটি সাজেনা বাসে, সে ধন চলিলো বনবাসে,
অনায়াসে বৃক্ষ-বাকল পরি॥
মাটীতে যার পড়ে না পদ, তার ঘটালি কি বিপদ,
পদব্রজে পাঠাইলি বনে।
বলিতে বলিতে এই বাণী,
কেঁদে ব্যাকুল হয়ে রাণী,
ধুলায় অধীরা ধরাসনে॥
বলে, ওরে দারুণ বিধি, বনে যায় রাম গুণনিধি,
অগ্রে আমার কর জীবনান্ত।
পিতামাতার প্রাণনাশক,
কে স'বে সন্তানের শোক,
জীবন গেলেই হয় মম দুঃখান্ত॥

রাগিণী আলিয়া—তাল একতালা।

দেহে কেন আছে এ জীবন।
আহা মরি মরি দুঃখে জীবন বিদরে,
জীবন-রাম তোরে জটাধারী হেরে,
কে সাজালে যোগী কেন বাছা তোমায়
ভস্মে ঢাকা চাঁদবদন।
পোহাইলে নিশী ল'বে রাজ্যভার,
সে ভার হ'ল তার শিরে জটাভার,
কালসাপিনী হয়ে বিমাতা তোমার,
করেছে শিরে দংশন॥
পিতৃসত্য প্রতিপালনে রাম তুমি,
সন্ন্যাসী হইয়ে হওরে বনগামী,
তার কি চিহ্ন কর, এই তব সম্মুখে,
মাতৃহত্যা হয় এখন॥

তার হইল ধৈর্য্য ধরায়, জননী কান্দেন
পড়ে ধরায়,
দেখে রামচন্দ্র ত্বরায়, চরণ ধরেন করে।
বলেন মাগো নিবেদন, সম্বর এ ত্যজ রোদন,
প্রতিজ্ঞা করি পালন [illegible] সত্বরে॥
বাক্যে প্রবোধ করি মায়
বনবাসে লইতে বিদায়,
কৈকেয়ী আর সুমিত্রায়, প্রণাম করেন গিয়ে।
জননী আশীর্বাদ কর, হয়ে যায় তব কিঙ্কর,
পিতৃবাক্য রাখ্তে [illegible] গয়ে॥
সে বাক্য শুনে শ্রবণে কৈকেয়ীর আহ্লাদ মনে,
বলেন [illegible] শীঘ্র এস।
তব জননী [illegible] কর রক্ষ, করিতে মায় প্রবোধে,
[illegible] ধন॥
আহ্লাদে [illegible] রাণী, [illegible] বলেন রাণী,
দেখলো [illegible] রাম কি সুবোধ ছেলে।
মনে মনে আপনি বিচারে,
পড়লে কথা বুঝতে পারে,
কোন কথা কাটে না উজর ঠেলে॥
রাজা বললেন যেতে বন, যখন করেছে শ্রবণ,
উদ্যোগী হয়েছে সেই ক্ষণে।
সর্ব্বগুণে গুণযুক্ত, এমন ছেলে পিতৃভক্ত,
বল গো দাসী কার আছে ব্রহ্মাণ্ডে॥
কলিকালে কি কর্ম্মসূত্র, জন্ম লয় যে সব পুত্র,
জলপিণ্ড দিতে পিতৃলোকে।

সে পথে কে কেহ যায় না,
মরা গরুতে ঘাস খায় না,
এই কথাটাই সদা আছে মুখে ॥
হলে শ্রাদ্ধের দিনাগত, সেদিন বাবুর অসুখ কত,
পুরোহিতকে দিলেন প্রতিনিধি।
অপর পক্ষের তর্পণ, কোশায় কর অর্পণ,
করিতে নাই লজ্জাণ অবধি ॥
পিতামাতার মৃত্যু তিথি, এল যদি একটী অতিথি,
মুষ্টিভিক্ষে দিতে হ'ন কাবু।
বিষয়-কর্ম্মের আছে ওজন,
নটার সময় করে ভোজন,
দশটা বেলায় কুঠী চলেন বাবু
নব্য নব্য সভ্য দলে, হাত দেন না বিল্বদলে,
শিকেয় তুলে রাখেন তুলসীকে
গায়ত্রীর পদ হারিয়ে গেছে,
জন্মাবধি তাঁদের কাছে,
সন্ধ্যাটী প্রায় বন্ধ্যা হ'য়েই থাকে ॥
মনে ভাবেন হয় অনটন, [illegible]
পূর্ব্বায় [illegible] না পান
কোন কোন বংশধরে, [illegible] ক'রে
অন্ধকার [illegible] যায় ॥
রাজবিদ্যা ইংরাজী, [illegible] হয়ে রাজা,
পিতামাতা [illegible]
হ'ক না-হ'ক লেখাপড় [illegible]
বাই ক্ষেপে তার [illegible] মন দিলে ॥
হেথা রাম যা'বেন বন, সঙ্গে সাথী লক্ষ্মণ,
কেঁদে ক'ন লক্ষ্মণের জননী।
রামের সনে যাওরে বনে, তায় দুখ নাহি জীবনে,
কিন্তু আমার রেখো একটী বাণী।

রাগিণী বেহাগ—তাল ঝাঁপতাল।
হও যদি অরণ্যবাসী রাঘবের সনে।
দুখিনী জননীর বাক্য রেখ বাছা স্মরণ মনে ॥
মনে হইলে জননীরে, ডেকরে বাছা জানকীরে
জননী ব'লে, দাস হয়ে নিযুক্ত
সদা রবে পদ-সেবনে বনে ॥
জনকে মনে হবে, রামকে দেখ জনক-ভাবে,
দুখ না রবে আর মনে।
বিপদে পদ চিন্তা করো, রামনাম অধরে ধরো,
শুনরে লক্ষ্মণ,
ত্রাণ পাবে সঙ্কটে, জীবনে বনে শত্রুসনে রণে ॥

হে রাম, জনকে করি প্রণাম, বিশ্বের জনক রাম,
পুরজনে পশ্চাৎ করি কানন-পথে যান।
মধ্যস্থলে যান সাথে, শত্রুভয় বিনাশিতে,
লক্ষ্মণ পশ্চাদ্গামী লয়ে ধনুর্ব্বাণ ॥
অযোধ্যাবাসীরে সব, শোকে যেন হইল শব,
কিবা বৃদ্ধ কি শৈশব কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।
সেদিন গিয়ে করেন রাম, গোমতী তীরে বিরাম,
পরদিন উদয় আসি শৃঙ্গবের পুরে ॥
রাম-বনবাসের কথা, গুহক চণ্ডাল তথা,
শ্রবণ করি শীঘ্র যায় দর্শন অভিলাষে।
বসে রাম জাহ্নবীতটে, গিয়ে কহে সন্নিকটে,
[illegible] প্রণাম কৈল পদ [illegible] ॥
বলে শুন হে গুণধাম, নিকটে আমার ধাম,
[illegible] সে পুরী তব গমন হ'লে।
সংসার মাঝে অধন্য, আমি অতি জাতি জঘন্য,
পদ পাই যদি হব ধন্য এ দীন চণ্ডালে ॥
সম্মুখেতে যোড়করে, গুহক বিনয় ক'রে,
সদয় হলেন রামচন্দ্র ভক্তি দেখে তার।
আপনি জগন্নাথ হ'য়ে, গুহকে বসিলেন নিতে,
কে পারে মর্ম্ম জানিতে, অপার কৃপার ॥
হইলে মিত্রতা ভাব, চণ্ডাল জাতিস্বভাব,
ওরে তোরে সামান্য বাক্যে করে সম্বোধন।
মনে অপার ভক্তি রাখে, রামা মিতে ব'লে ডাকে,
শুনে সে কথা মহাক্রোধে কম্পিত লক্ষ্মণ ॥
বলে বেটা কি সুখের বলে,
প্রভুকে আমার কটু বলে,
হীনজাতি আস্পর্দ্ধা এত ধরে।
এখনি আমি দিব দণ্ড, ব'লে লয়ে কোদণ্ড,
উদ্যত গুহকে বাঁধিতে তীক্ষ্ণশরে ॥
লক্ষ্মণ লয়েছেন বাণ, দৃষ্ট করি ভগবান,
বলেন ভাই ধৈর্য্য ধর, কি কর হও ক্ষান্ত।
একি কথ সর্ব্বনাশ, কার প্রাণ করিবে নাশ,
ও যে আমার পরম ভক্ত আশ্রিত নিতান্ত ॥

অপবিত্র রসনাই, বাক্যে উহার রস নাই,
কিন্তু মিতার আত শুদ্ধ মন।
বনে ক'রে কালযাপন, জানে না ভদ্র আলাপন,
এই দোষে কি বধিবে জীবন ॥
ভক্তের কারণে মরি, ভক্তের বোঝা শিরে ধরি,
বিনে গুণে রই বাঁধা ভক্তের ঠাঁই।
ফুটিলে কাঁটা ভক্ত-পায়,
যাতনা আমার প্রাণে পায়,
ভক্ত আমার জীবন জেনো ভাই ॥

রাগিণী ললিত — তাল একতালা।

কি দোষে রে লক্ষ্মণ কর মিতার জীবন দণ্ড।
ধৈর্য্য ধর অগ্রজের কেন ধর রে কোদণ্ড ॥
জ্ঞানহীন জনে কেন লক্ষ্মণ প্রচণ্ড।
বিনা দোষে ভক্তের জীবন বধে হারাবে ব্রহ্মাণ্ড ॥
স্বজাতি-স্বভাবে আমাকে
রামা মিতে ব'লে ডাকে,
ওরে তারে বধে সে কেবলি জ্ঞানের খণ্ড।
মনোগত ভক্তি কত এতো নহে রে পাষণ্ড।
ভোজন কার ভক্তিভাবে ভক্তে দিলে বিষভাণ্ড ॥

দুর্ব্বাদল শ্যামবরণ মধ্যে রাম সম্বরণ,
করিলেন লক্ষ্মণ সেই দণ্ডে।
বলেন গুহে জগন্নাথ তোমার করুণা বড়
গুণের অন্ত কে জানে ব্রহ্মাণ্ডে ॥
পাষাণ ঠেকে তোমার পায়, মানব-শরীর পায়,
কাষ্ঠ-তরী কনক হইল
কি সাধ্য মহিমা বলি, সর্ব্বস্ব দান দিলে বলী,
তবে কেন ভূতলের তলে গেল ॥
সকলি তোমার অসম্ভব, কার প্রতি কৃপা উদ্ভব,
আপনি ভব পরাভব তাই ভেবে।
শিবের সম্পদ চির, তুমিই ধন বিরিঞ্চির,
পায় সে মুক্তি যে ভাবে যে ভাবে ॥
নদীর মধ্যে ভাগীরথী, ঘোর সমরে প্রধান রথী,
পশুর মধ্যে তুমি হে কেশরী।
তরুর মধ্যে অশ্বত্থ বট, বর্ণে বিপ্র তুমিই বট,
শৈলেতে সুমেরু স্বর্ণগিরি ॥
তীর্থের মধ্যে তুমি হে কাশী,
শিবরূপে মায়া প্রকাশি,
শিবদাতা হয়েছ সর্ব্ব জীবে।
পক্ষীর মধ্যে তুমি হে শুক,
মুনিতে ব্যাস নারদ শুক,
বেদপুরাণ প্রকাশ ক'র ভবে ॥
ভবার্ণবে তুমি হে তরী, বদ্যের মধ্যে ধন্বন্তরী,
বাদ্যের মধ্যে তুমি হে বীণা-বাদ্য।
মাসের মধ্যে অগ্রহায়ণ, বটপত্রে করি শয়ন,
ক্ষীরোদ-জলে ভাস হে বিশ্বাদ্য ॥
আশ্চর্য্য তব ব্যাভার, কারে দেহ রাজ্যভার,
কেউ বা দীন কষ্টে দিন কাটে।
কারো দান অসংখ্য রত্ন কেহ ক'রে মহা যত্ন,
মুষ্টিভিক্ষা দিতে পারে না মোটে ॥
তোমার খেলা এই ভূতলে, কারো বাস বৃক্ষতলে,
কেহ অট্টালিকার উপরে।
কারো,—
পট্টবাসে সাজে কটি, দিয়ে গ্রন্থি কোটী কোটী,
জীর্ণ বস্ত্রখানি কেহ পরে ॥
কারো শয়ন ছাপর খাট, খাসা গদি মশারি আঁটে,
থাকে কারো কাষ্ঠ মৃত্তিকায়।
কোন কোন ব্যক্তি যান, আরোহণ করিয়ে যান,
কেহ তারে স্কন্ধে লয়ে যায় ॥
অমৃত খেতে হয় বিকার, ক্ষীর সরে অরুচি কার,
চালভাজায় কেউ ভরে পিণ্ড রক্ষে।
মুক্তি যায় না পায় ধ্যানে,
কত ঋষি দিব্যজ্ঞানে,
চণ্ডাল হেরিল চর্ম্মচক্ষে ॥

রাগিণী সুরট— তাল কাওয়ালি।

হে রাম করুণা তব এ কেমন।
কত জন্ম জন্ম ধরে করিয়ে সাধন,
তব কিঞ্চিৎ করুণা কে পায়,
এখন চণ্ডালে কৃতার্থ কর স্বগুণে দিয়ে চরণ ॥
দিলে কোন রাজ্যেশ্বর, অপূর্ব্ব নবনী সর,
কটাক্ষে তো কর না অবলোকন;
এক দিন অনায়াসে, বিদুরের বাসে,
করি করুণা তণ্ডুল-কণা সুখেতে কর ভোজন।

কত যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র, যোগে শরীর পতন ক'রে
পলকে পায় না তোমার দরশন।
কত [illegible] যান, ধ্যানে [illegible] জ্ঞান,
এবার ভবে হলে যেন,
করি আমি চণ্ডাল-দেহ ধারণ,
দীনের ভরসা, নইলে ভাব না,
হ'লে অনায়াসে তব কৃপা,
হ'বে কৃতার্থ ব্রজমোহন ॥

হেথায়,—
পূর্ণব্রহ্ম পূর্ণ করি ভক্তের অভিলাষ।
পরদিন করিলেন ভরদ্বাজ-বাসে বাস ॥
তথা হইতে চিত্রকূটে করিলেন গমন।
সেই স্থানে নিজ ভ্রাতা ভরতের আগমন ॥
এখানে অযোধ্যাপতি সন্তানের শোকে।
শীঘ্র প্রাণ পরিহরি গেলেন স্বর্গলোকে ॥
জনকের মৃত্যুবার্ত্তা শ্রবণ করি [illegible]।
অশৌচান্তে [illegible] ॥
অগস্ত্যের আশ্রমে বঞ্চে এক নিশি।
তৎপরে দণ্ডকারণ্যে উপনীত আসি ॥
পঞ্চবটী নামে [illegible]।
বাস করেন তথা [illegible] ॥
সেই স্থানে ঘোর বিপদ ঘটে [illegible]র লেখা।
রাবণ রাজার ভগ্নী সেই নাম সূর্পণখা ॥
ছদ্মবেশে ছল করিয়ে পুষ্প অন্বেষণ।
সেই বনে রামচন্দ্রে আসি করিল দরশন ॥
রূপ দেখে চঞ্চল চিত্ত গেল অন্য ভাব।
শরীরে কন্দর্প দর্প হইল আবির্ভাব ॥
প্রকাশ করে কত মায়া ভুলাতে রামের মন।
সুন্দরী রমণী হয়ে দিল দরশন ॥
আ-মরি সে বেশ দেখে বেস্ মুনির মন টলে।
দেখলে বদন হরে বেদন মদন আগুন জ্বলে ॥
বলে, কাননে কে সন্ন্যাসী রূপটী মনোহর।
জন্মের মত জুড়াই তুমি হও যদি হে বর ॥
বামনের বাঞ্ছা ধ'রে সুধাকরে করে।
পঙ্গু করে প্রার্থনা পর্ব্বত লঙ্ঘিবারে ॥
পাতকীর প্রার্থনা স্বশরীরে স্বর্গে যাই।
পেটুক ভাবে পেটে ধরে না পেলে দশ কপ খাই ॥
ভেকের সহিত যুদ্ধে হেলে পড়ছেন ফেলে।
ফোঁপাতে বিক্রম চান চুনা চাঁদা বেলে ॥
অন্ধ ভাবেন পদব্রজে কাশী যাব সদ্য।
চণ্ডী পাঠের মর্ম্ম বোঝা চণ্ডালের কি সাধ্য ॥
ক্ষুদ্র ভেকের বাসনা সমুদ্র যান তরি ॥
শৃগালের বাঞ্ছা যেমন হরির প্রাণ হরি ॥
হাতুড়ে বৈদ্য কুষ্ঠরোগে হস্ত দিতে চায়।
চাঁদের আলো তার নিকটে চন্দ্রিকা কোথায় ॥
ধর্ম্মশাস্ত্রের বিচার কি মর্ম্ম জানে চোরে।
মজুরের সাধ্য কি হুজুরের হস্ত ধরে ॥
দনে বেশ্যা বেনের যেমন ম'ত কিনতে মতি।
শূর্পণখার তেমনি সাধ রামকে করে পতি ॥
গজেন্দ্র গমনে গিয়ে রামের নিকটে।
হয়ে কাতরা অতি ত্বরা কহিছে করপুটে ॥

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী—তাল পোস্তা।

কামিনীর মন-চোরা ধন কাননে
কে নবীন যোগী
নবীন বয়েসে নাগর কেন তোমার মন বিরাগী ॥
হেরে রূপ হ'রে মন, ভুবনে কে আর এমন,
চরণে স্থান যদি দেও, হই হে আমি সর্ব্বত্যাগী ॥
এসেছ যোগী সাজে, তোমারে কি যোগী সাজে,
রেখে হৃদয়ের মাঝে, হই তব প্রেম অনুরাগী ॥

শূর্পণখার বচনান্ত, কহিছেন কমলাকান্ত,
কে তুমি হে নবীনে রমণী।
কোন কুলে উদ্ভবা কন্যা, বনবাসী কি জন্য,
অরণ্যে ভ্রমণ একাকিনী ॥
ধনী কয় কর শ্রবণ লঙ্কাতে রাজা রাবণ,
ত্রিলোকজয়ী রাক্ষসের কুলে।
যার দ্বারে দ্বারী ভাস্কর, ইন্দ্র যার মাল্য কর,
শমন বেটা আপনি অশ্ব পালে ॥
নিত্য উদয় শশধরে, বরুণ শিরে ছত্র ধরে,
কিঙ্কর-স্বরূপ খাটে অগ্নি।
স্বর্ণময় পুরী যার, আমি জেনো সেই রাজার,
শূর্পণখা নাম ধরি হই ভগ্নী ॥
আ-মরি কি রসকূপ, দেখে তোমার মোহন রূপ,
মনঃপ্রাণ সব সঁপেছি পদে।

আমাকে বিবাহ কর, দাদাকে ব'লে রাজ্যেশ্বর,
ক'রে দিব অতুল সম্পদে ॥
হেন মহিমা কার মহীতে, দাদার সঙ্গে কুটস্থিতে
নিত্য ভৃত্য বাসে যার বাসবে।
সুখ ছিল তব কপালে, যম বেটা যার অশ্বপালে,
সেই রাবণের ভগ্নীপতি হবে ॥
সঙ্গে তোমার আছে নারী,
বল যদি এই দণ্ডে পারি,
ভোজন করিতে একটী গ্রাসে
সে বাক্য শুনিয়ে সীতে, সভয়ে হয়ে ত্রাসিতে,
লুকান গিয়ে শ্রীরামের পাশে ॥
হেসে ক'ন রঘুবর, আমি কেমনে হব বর,
দেখ আমার সঙ্গিনী গৃহিণী।
লক্ষ্মণ কনিষ্ঠ ভাই, ভার্য্যা তার সঙ্গে নাই,
শীঘ্র তথা গমন কর ধনী ॥
শুনে মনের উদ্বেগে, শূর্পণখা চলে বেগে,
যথা কুটীরে আছেন লক্ষ্মণ।
দাঁড়িয়ে ধনী সম্মুখে, লক্ষ্মণের রূপ দেখে,
বলে মরি এও যে বিলক্ষণ ॥
দিয়ে নিজ পরিচয়, লক্ষ্মণে বিনয়ে কয়,
দাদা তোমার দি'লন অনুমতি।
ওহে নাগর গুণাকর, আমাকে বিবাহ কর,
দাসী হ'লেম চরণে সম্প্রতি ॥
লক্ষ্মণ বুঝিয়ে ভাবে, ব'লে নিকটে এস তবে,
অধিবাসটা আগে কর্ত্তে হয়।
মন্ত্রগুলি পড়ে সব, এমনি বিয়ে করিব তব,
জন্মের মত মনে যেন রয় ॥
একটা কর্ম্ম করা চাই নাসায় তোমার ছিদ্র নাই,
বিয়ে হলে নথ পর্‌বে কিসে।
নিকটে এস লো ধনী, নাক বিঁধিয়ে দেই এখনি,
শূর্পণখা ঢলে পড়েন হেসে ॥
বিয়েটা হলো পাকাপাকি,
গাত্র-হরিদ্রা থা'কল বাকি,
যা হ'ক এস দিন ভাল আজ বটে।
হেসে কাছে যায় রূপসী, লক্ষ্মণ লইয়ে অসি,
অমনি তার নাসিকা দেন কেটে ॥
ঘন বহে রুধিরের ধার, করি উচ্চ হাহাকার,
বলে বেটা এত দর্প তোর।

এই গিয়ে দাদাকে বলি, অমনি দিবে নরবলি,
জাননা ভাই ত্রিলোকজয়ী মোর ॥
কেঁদে ব্যাকুল শীঘ্র বনে, দিল সংবাদ খর-দূষণে,
শুনে তাদের ক্রোধে কম্প কায়।
বহু সৈন্য সাজাইয়ে, রণবাদ্য বাজাইয়ে,
পঞ্চবটীর বনমধ্যে যায় ॥
দেখে কুপিত ভগবান, উভয়ে লয়ে ধনুর্ব্বাণ,
করেন বনে সংগ্রাম প্রচণ্ড।
উভয়ের নাই অবসর, বৈরীগণে হানে শর,
তৃণতুল্য করি করেন খণ্ড ॥
বলবান দূষণ খর, হানে শর অতি প্রখর,
জর জর হইল রামাঙ্গ।
লক্ষ্মণ অস্থির হন, সাধ্য কি আর রণে রন,
অঙ্গে বহে রুধির তরঙ্গ ॥

রাগিণী সুরট—তাল কাওয়ালি।

দর দর রুধির রামাঙ্গে।
নিশাচরে সব, করিবারে শব,
ভাসেন রঘুনাথ অনুজে ল'য়ে সমর-তরঙ্গে ॥
প্রচণ্ড দূষণ-খর ভীষণ মূর্ত্তি,
করে শরাসন, আসন মাতঙ্গে ;
বলে মার মার, আছ কে আমার,
বেটা ভেক হয়ে বিবাদ ক'রে কালসর্প সঙ্গে ॥
ছি ছি বাঁচিনে লজ্জায়,
আমার ভগ্নীর নাসিকা কাটে,
শিরশ্ছেদ করিব ভ্রূভঙ্গে ॥
কি সাহসে করে বাদ, কেন বা করিয়ে সাধ,
অনলে পড়িল ও পতঙ্গে।
এ যে যম বাণ, কে পাবে নির্ব্বাণ,
করী-অরি জয় করিতে করে মানস কুরঙ্গে ॥

জগতপিতা রাম গোচরে, দর্প করে নিশাচরে,
ক্রোধে হ'ন কম্পিত ভগবান।
তখনি একটি তীক্ষ্ণ শরে,সসৈন্যে দুই সহোদরে
শমন রাজার ভবনে পাঠান ॥
চৌদ্দ হাজার নিশাচরে, সেই দিন সমরে মরে,
অমরে করে পুষ্প বরিষণ।

শূর্পণখা অতি শঙ্কায়, সভয়ে গিয়ে লঙ্কায়,
রাবণে বলিল বিবরণ॥
ভগ্নীর নাসিকা নাই, রণে মৈল দু'টো ভাই,
শুনে রাবণ অগ্নি-অবতার।
বলে, আজি এই ত্রিলোকে, দর্পিত ভুজঙ্গ মুখে,
ভঙ্গ দিলে এমন সাধ্য কার॥
ব'লে আরোহণ করি রথে, সিন্ধু পারে শূন্যপথে,
মারীচে আসি বলেন বিবরণ।
মারীচ বলে হও হে ধৈর্য্য কথাটা অতি আশ্চর্য্য,
রাম যে নন বস্তু সাধারণ॥
আমি কি গুণ কব তাঁর, ভার নাশিতে অবতার,
একবার জ্ঞানচক্ষে চেয়ে দেখ।
জীবন যদি কর সাধ, তাঁর সনে ক'রনা বাদ,
অপমানটা গায়ে মেখে থাক॥
মারীচ-বাক্যে রাবণ জলে
সক্রোধে তায় কটু ব'লে
প্রাণ নাশিতে যায় অসি-করে
মারীচ প্রাণের আশা ছাড়ে,
ব'লে মৃত্যু এর চেপেছে ঘাড়ে,
বিপদ-কালে জ্ঞানের অপলাপ করে॥
এইবার তোর হ'ল থাকী,
গা তোলেন বুঝি বাবাজী,
হয় ত আজি কৃষ্ণ পাবেন বলে।
হরণ করিবেন রামের সীতে
শুনে কথা হয় হাসিতে,
রাম কি হরণ জানেন না তা মনে॥
হিতবাক্য নাহি শোনে
বাদ ক'রে ত্রিলোকের সনে,
বিপক্ষ ওর স্বদেশে বিদেশে।
সব বেটা রয়েছে রেগে, সময় পেলে উঠবে চেগে,
দিন বুঝি ঘুনাল আজি এসে॥
দয়া যদি করেন রাম, হায় হায় আজি কি আরাম,
আ-রামে আর কেন বাস করি।
গোলোকনাথের কৃপা পাই,
ম'রে আজি গোলকে যাই,
এ বেটার হস্তে কেন মরি॥
তখন রাবণের মন্ত্রণায়, গোপন করি নিজ কায়,
মায়ায় স্বর্ণমৃগরূপ ধরে।
যায় জানকীর সম্মুখে, অপরূপ হরিণ দেখে,
ধরা-তনয়া ব্যস্ত ধরিবারে॥
কুরঙ্গ লইবার তরে, রামকে ক'ন সকাতরে,
বার বার বারণ করেন রাম।
জানকী না বাক্য শোনে, পরে লয়ে শরাসনে,
মৃগ মারিতে চলেন গুণধাম॥
লক্ষ্মণ রামের বাক্যে, করিছেন কুটীর রক্ষে,
বিপক্ষে সমক্ষে যায় কি সাধ্যে।
মারীচ ফেলে ঘোর মায়ায়,
ক্রমে রামকে লয়ে যায়,
অতি দূর ঘোর কানন মধ্যে॥
তখন জ্ঞান পেয়ে গোলকেশ্বর,
কোপে লয়ে তীক্ষ্ণ শর,
মারীচে মারিছেন সেই বার।
মারীচ মনে মনে ভাবে, মত্যুকালে করি তবে,
রাবণের কিঞ্চিৎ উপকার॥
উচ্চৈঃস্বরে বিলক্ষণ, কোথা রে ভাই লক্ষ্মণ,
ব'লে জীবন ত্যজিল নিশাচর।
সেই রব শুনে সেথায়, কুটীরে কম্পিত কায়,
জানকীর অধৈর্য্য অন্তর॥
বলেন শুন হে দেবর, বনে গেছেন রঘুবর,
তোমাকে যেন ডাকেন কাতরে।
প্রাণ যে আমার কেঁদে উঠে,
বুঝি আজ কি বিপদ ঘটে,
একবার তুমি যাও রে ত্বরা ক'রে॥

রাগিণী ঝিঁঝিট— তাল একতালা।
কেন ব্যাকুল হ'ল প্রাণ রব শুনে শ্রবণে।
ধর বাক্য ধর লক্ষ্মণ ত্বরায় যা রে,
যেন রামের আজ বিপদ ঘটেছে বনে॥
কে করিবে রক্ষে বিপক্ষ কেবল,
এ ঘোর বনে তাঁর কে আছে পক্ষ বল,
তাই বল রে বল,
আমার জীবন-চিন্তামণি, একা গেছেন তিনি,
জীবন আমার ধৈর্য্য মানে কেমনে॥
এ দুখিনীর যে অদৃষ্ট ভাল নয়,
নিশাচরের সঙ্গে বনে বিবাদ হয়,
হয় তাই রে ভয়,

ও   য় বিপক্ষ বিমাতা, তার আর মিত্র কোথা,
শত্রু ভাবে জগজনে সে জনে॥

বাক্য অতি সুচিকন, লক্ষ্মণ বিনয়ে ক'ন,
কেন ব্যাকুল হইলে জননী
নিবার নয়নের নীর, বিপদ না চিন্তামণির,
তাঁর পদ বিপদ-সাগরের তরণী॥
বিশেষ আমি যাইতে নারি,
রেখে তোমারে একা নারী,
প্রভুর আজ্ঞা করিয়ে লঙ্ঘন।
থাক ক্ষণেক ধৈর্য্য ধ'রে,হ'রিয়ে হরি হরিণ লয়ে,
কুটীরে করিবেন আগমন॥
লক্ষ্মণ দিলে প্রবোধ জানকীর জন্মিল ক্রোধ,
কটু বাক্য বলেন অতি রোষে।
অমনি দিয়ে কর্ণে কর, বলে—দেব হে রঘুবর,
পারিবে না আর দোষ দিতে এ দাসে॥
গণ্ডী দিয়ে জানকীরে, যত্নে রেখে যান কুটীরে,
নিষেধ করেন বাহিরে তার যেতে।
উদ্দেশে রামের পায়, প্রণাম করি লক্ষ্মণ রায়
চলিলেন নিবিড় বনপথে॥
পেয়ে তখন সময় বেস,অমনি ধ'রে যোগীর বেশ,
রাবণ কুটীরের দ্বারে যায়।
বলে—দীনের দুঃখনাশিনী, কে বলে বনবাসিনী,
মুষ্টিভিক্ষা দাও আমায় এসে॥
জানকীর হইল ভয়, অতিথি বিমুখ হয়
তার বাড়া অধর্ম্ম নাহি আর।
কুটীরে থাকি ক'ন রূপসী,
ভিক্ষা লও এ স্থানে আসি,
শুনে যোগী করেন অস্বীকার॥
যদি কর ধর্ম্ম রক্ষা, অতিথিরে দেহ ভিক্ষা,
শীঘ্র এস কুটীরের বাহিরে।
বৃথা দ্বন্দ্বে নাহি ফল, না দাও যদি শীঘ্র বল,
ফিরে যাই দাঁড়াই অন্য দ্বারে॥
ভাবেন কি অদৃষ্টে ঘটে, পড়ে উভয় সঙ্কটে,
মনে যুক্তি করি অবশেষে।
এক পদ গণ্ডীতে রাখি,বাহিরে এক চরণ ডাকি,
যোগীরে ক'ন ভিক্ষা লহ এসে॥

দেবর বাক্য হেলন হয়, অমনি পেয়ে সুসময়,
নিজ মূর্ত্তি করিয়ে ধারণ।
মহাক্রোধে লঙ্কেশ, ধরিয়ে সীতার কেশ,
নিজ রথে করিল আরোহণ॥
পর পুরুষ স্পর্শ মাত্র, স্পন্দহীন হ'য়ে গাত্র,
অচেতন্য প্রথমে হ'ন ধনী।
চৈতন্য পাইয়ে পরে, রাক্ষসের রথোপরে,
কাঁদেন ক'রে রাম রাম ধ্বনি॥
কোথা হে রাম দয়াময়, এই যে দাসীর অসময়,
হ'রে লয় রাক্ষস আমারে।
দূর্ব্বাদল শ্যাম দেহ, এসে চরণে স্থান দেহ,
বধ' বধ' এই দুষ্ট নিশাচরে॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল একতালা

কোথা দয়াময়, একবার এ সময়,
যদি হের করুণা-কটাক্ষে।
তব দাসীর কেশে ধ'রে, দুষ্ট নিশাচরে,
নাই উপায় হ'রে লয়ে যায়,
এসে দীনতারে তুমি কর হে রক্ষে।
ত্রিভুবনবিজয়ী শুনি তোমার বাণ,
সে বাণ-পাতে কে পাবে কে নির্ব্বাণ,
একবার কৃপাবান হয়ে ভগবান,
ত্যজ শর লঙ্কেশ্বর-বিপক্ষে॥
শুনি অধরে ধরেন ত্রিলোচন,
বিপদের কাণ্ডারী বেদের এই বচন,
যদি না হয় আমার বিপদ বিমোচন,
রাম নামে কলঙ্ক রবে ত্রিলোকে॥

—

জানকী রোদন করেন রথে, বারিধারা নয়ন-পথে,ক
পবন-বেগে রথের গমন।
পথে জটায়ু সনে রণ,
অগ্নি-বাণে পোড়ায়ে পাখা,
সিন্ধু পার হইল দশানন॥
এখানে মারীচে মারি, দর্পে রাম দর্পহারী,
আসিছেন চঞ্চল চরণে॥
পথে মিলিল লক্ষ্মণ, উভয়ে দেখি অলক্ষণ,
বলেন ভাই আজ ঘটিল বিপদ বনে॥

একাকিনী রেখে সীতায়, এসেছ সন্দেহ তায়,
মৃগ নয় সব রাক্ষসের মায়া।
বলিতে বলিতে এই বাণী, কুটীরে এসে চক্রপাণি,
দেখিলেন নাই জানকী জায়া॥
প্রিয়া-শোকে প্রাণ দিয়ে, তখনই দুই সহোদরে,
বনে বনে করেন অন্বেষণ
জলরুচির অনিবারি ঘন ঘন নয়নে বারি,
উপায় কি করি লক্ষ্মণ॥
পশুপতির আরাধ্য হরি, পশুগণে বিনয় করি
জিজ্ঞাসেন সীতার সমাচার
কাতরে সুধা জিনি কথায়, সুধান যত বৃক্ষ-লতায়
বিশ্বরূপের বিশ্ব অন্ধকার॥
লক্ষ্মণে ক'ন ওরে ভাই, এ জ্বালা কিসে নিভাই,
কোথা গেলে পাই জনক দুহিতে।
জানকী আমার জীবন ধন, না হেরে সে চাঁদবদন,
নাই বাসনা ক্ষণেক বাঁচিতে॥
মনে হ'লে শিহরে তনু, কার জন্যে হরের ধনু,
ভঙ্গ আমি করিলাম লক্ষ্মণ।
যন্ত্রণা পেয়ে প্রচুর, পরশুরামের দর্প চুর,
সেই দিন করি রে কি কারণ॥
আর প্রাণে কি প্রয়োজন, প্রাণের অধিক প্রিয়জন
হারায়ে শোকানলে দগ্ধ কায়।
তুমি ফিরে যাও রে দেশে, আমি সীতার উদ্দেশে,
যাই এখন যেখানে নয়ন যায়॥
জানকীরে যদ্যপি পাই, পুনঃ দেশে আসিব ভাই,
নহিলে বিদায় এ জনমের মত।
ঘটিবে বিধির মনে যা থাকে,
ব'ল কৌশল্যা মাতারে,
রাম তোমার হয়েছে প্রাণে হত॥
বিধি আমায় প্রতিকূল, পাই কিসে সম্প্রতি কূল,
আকুল জীবন অকূলে কিসে তরি।
সুধালে কার সন্নিধান, সুধামুখীর পাই সন্ধান,
ব'ল বিপদে কি বিধান করি॥

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল একতালা।

বিধি কি বাদ সাধিলে রে, দুঃখ দিলে অন্তরে।
এ সংসারে আর কি সুখ আছে রে ভাই
এ পাপ জীবন আজ আমি দিব সাগরে॥
বিধির বিড়ম্বনা বনবাসী হই,
তবু যে তার আশা পূর্ণ হ'ল কৈ,
ভাই তোমায় কই, প্রাণের অধিক প্রিয়নিধি,
হয়ে লয় আজ বিধি বিধিমতে
বিধি বাদী আমারে
ফিরে যা রে লক্ষ্মণ অযোধ্যা-ভবন,
জননীরে আমার বলিস্ বিবরণ,
মা তোর্ রামধন, জন্মের মত বিদায় হ'ল,
অনলে প্রাণ দিল,
হারায় জীবন হারা হ'য়ে সীতারে॥

রঘুনাথের শুনে বচন, লক্ষ্মণের দুটী লোচন,
বারিযুক্ত উক্ত কারণ মুখে।
চঞ্চল হইলে কেন, নিজ দাসে দুর্বাক্য হেন,
বল কি প্রভু দুঃসময় দেখে॥
জানকী শোকে জগৎজীবন
অদ্য তুমি ত্যজিবে জীবন,
ভবনে যেতে আমার কেহ আছে।
উপস্থিত দেব বিপদে, বঞ্চিত হইব পদে,
এই ছিল কি এ দাসের ভাগ্যে॥
আমি তোমায় কি বুঝাব হিত,
আপনি কর যে বিহিত,
কিন্তু বিপদ্‌কালে ধৈর্য্য হওয়া চাই।
ধর অস্ত্র শরাসন, চল করি অন্বেষণ,
চেষ্টায় অসাধ্য কিছু নাই॥
অনুজের বাক্যে হরি, কথঞ্চিৎ ধৈর্য্য ধরি,
বনে করেন সীতার অন্বেষণ।
কিছুদিন অতীত দুঃখে, পরে গিরি ঋষ্যমুখে,
পঞ্চ কপি সহ সম্মিলন॥
অঙ্গ জ্বলে শোকানলে, প্রাপ্ত হ'লেন সেই স্থলে,
জানকীর অঙ্গের আভরণ।
সুগ্রীব মিত্রতা করে, কিষ্কিন্ধ্যায় আসি পরে,
বালী রাজায় করিলেন নিধন॥
কপিশ্রেষ্ঠ হনুমান্, রামাগ্রজে লইয়ে যান,
আনিলেন সীতার সমাচার।
করিয়ে সিন্ধু-বন্ধন, সসৈন্য রঘুনন্দন,
উপনীত হয়েতে লঙ্কায়॥

রাবণেরে রঘুনাথ, সবংশে করি নিপাত,
করেন, বিভীষণে সেই রাজ্যে অভিষিক্ত।
পরীক্ষা করিয়ে সীতে, লইয়া দেশে আসিতে,
সিন্ধুর বন্ধন করেন মুক্ত ॥
আসিছেন রথারোহণে, সম্ভাষিয়া মুনিগণে,
গুহকের সহিত সাক্ষাৎ হয়।
যোগিগণ যাঁরে ধ্যায় সেই রাম অযোধ্যায়,
পুন আসি হইলেন উদয় ॥
সুখ-সাগরে সবে মগ্ন, জানি শুভদিন লগ্ন,
বসিলেন রাম রাজসিংহাসনে।
বামে জানকী শোভা করে,অনুজ শিরে ছত্র ধরে,
কর প্রদান করে প্রজাগণে ॥

রাগিণী সুরট—তাল ঝাঁপতাল।

শক্তিসনে রত্নাসনে বসিলেন রাম রঘুমণি।
রাম রূপে বিশ্ব মোহিত জানকী জগমোহিনী ॥
বামভাগেতে স্বর্ণগিরি, অপরূপ কি শোভা হেরি,
দক্ষিণে জড়িত যেন সজল জলধর-শ্রেণী।
প্রেম-বারি ভক্ত নেত্রে, বহে মন বিরহ-ক্ষেত্রে,
তাহে উঠিল নব নব প্রেমাঙ্কুর সব,
ব্রজমোহনের মনে সাধ, কর যদি কৃপা-প্রসাদ,
যুগলরূপ অন্তে জ্ঞানচক্ষে হেরি চিন্তামণি ॥

সমাপ্ত ॥

গোষ্ঠলীলা।

শশী অস্তাচলে চলে, কুমুদিনী জলে জ্বলে,
প্রভাকরে করে করে আলো।
প্রভাতে গো-কুলপালক,আমোদে গোকুল-বালক,
গোষ্ঠে যেতে উদ্যোগী হইল ॥
মনোহর রাখাল সাজে, রাখালেরা রাখাল-সাজে,
রাখাল-রাজের সখা সর্ব্বজন।
আপন আপন গোধন লয়ে, ব্যগ্র হয়ে নন্দালয়ে,
শীঘ্র আসি দিল দরশন ॥
পরস্পর উচ্চৈঃস্বরে, ডাকে রাখালরাজেশ্বরে,
বলে শীঘ্র আয় রে নন্দলাল
আর কত ঘুমাও কানাই, এস এস রজনী নাই
গোপাল ল'য়ে গোঠে যাই গোপাল ॥
বলরাম ডাকে সঘনে, সিঙ্গাধ্বনি উঠে গগনে,
'আবা আবা' রবে উচ্চরবে।
ছিদাম ডাকে গোপাল আয়,
গোপাল না আজি গোঠে যায়,
তোর আসার আশায় রৈল সবে ॥
এখন আছ শয্যাতলে, এত আদর কার ভূতলে,
আমরা কি ভাই মায়ের তনয় নই।
এত অলস কেন তোর, এত বেলা ঘুমে কাতর,
দাঁড়ায়ে দ্বারে কতক্ষণ আর রই ॥

গা তোল ভাই সত্বরে ডেকে সঙ্গে সবার তরে,
ব্রজের শৈশব সব এলো।
ভানুতাপে চিত্ত চঞ্চল, শীঘ্র কানু চল চল,
সাজিয়ে দিতে জননীকে বল ॥

রাগিণী ললিত—তাল কাওয়ালি।

গা তোল রে ভাই আর রজনী নাই।
অচেতনে কত নিদ্রা যাও রে জীবন কানাই ॥
এসেছে করি উৎসব, ব্রজের শৈশব-সব,
দ্বারে তোরে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিছেন দাদা বলাই।
না হেরে বদন তব, গোধন না বনে যায়,
বেলা হ'ল মাকে বল, সাজায়ে দিতে ত্বরায়,
চল ধেনু সাজাইয়ে, মোহন বেণু বাজাইয়ে,
হেরি ভুবনান্ধকার তো বিনে আমরা সবাই ॥

তখন,—
ছিদামের শুনিয়ে রব, অমনি করি গৌরব,
জননীরে কহিছেন হরি।
বেলা হ'ল অতিশয়, বিলম্ব আর নাহি সয়
বিদায় দে মা গোষ্ঠে গমন করি ॥

দুরন্ত অশান্তমতি,
গোপাল আমার অবোধ অতি,
স্বগুণে মা ক্ষেমঙ্করী ক্ষমা কর অপরাধে ॥

তখন, তারায় বারি বরিষণ,তারায় করেন সমর্পণ,
নয়নতারা গোপালে নন্দরাণী।
বিদায় দিয়া প্রাণ ব্যাকুল, শূন্যময় হেরি গোকুল,
রাণী যেন মণিহারা ফণী ॥
এখানে ব্রজরাখাল রঙ্গে, রাখালরাজে লয়ে সঙ্গে
গোষ্ঠে যায় ধেনু-বৎস-সনে।
অনন্ত সুখ অন্তরে, ক্রমে গমন অন্তরে,
উপনীত দুর্গম গহন বনে ॥
তখন, মনে মনে ক'রে যুক্তি,
ছিদাম করিছেন উক্তি,
ভাই কানাই তোমার করে ধ'রে।
আজ আমাদের কেলে-সোনা,
মনে আছে এই বাসনা,
গোষ্ঠে একটী নূতন খেলা করি ॥
যদি বল সে খেলা কেমন, শুন কহি রমণী রমণ
কোন্ খেলা নাই বিদিত তোমার অগ্রে
ভাবিলে পাতাল স্বর্গ ভূমি,
সকল খেলার গুরু তুমি,
তোমার কর্ম্ম না জানে সুবিজ্ঞে।
জ্ঞানীর জ্ঞান হত দৃশ্যে,
যে খেলা খেলেছ বিশ্বে,
কি জান কর হে কার মায়া।
গোকুলে নন্দ শৈশব, গোচরে গোচরে তব,
এ খেলা কি সামান্য আশ্চর্য্য ॥
সে কথা বলা বিফল, তবে যদি বলিতে বল,
তোর কাছে বলিলে ক্ষতি নাই।
মনের কথা জান সকলি, শুন শুন সম্প্রতি বলি,
মনের আশা পুরাও আজ কানাই ॥

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল একতালা।

রাখাল রাজা ওই রে ভাই কানাই বৃন্দাবনে।
একবার ভূপাল হয়ে গোপাল
বস তুমি সেরূপ অপরূপ আমরা হেরি নয়নে ॥
বড় আশা অভিলাষ পূর্ণ করি,
রাখালগণে তোমার শিরে ছত্র ধরি,
ভাই আমি সবাই, তুমি হ'লে দণ্ডধারী,
আজ্ঞাকারী আমরা সেবক হ'য়ে
সেবা করি যতনে ॥
কাজ কি আর ভূষণে বনের কুসুম তুলে,
মনোসাধে পরাই তোমার গলে,
গেঁথে হার আনি তাহার, যদি গ্রহণ কর কর,
ভক্তি দিতে পারি,
ভক্তিপ্রিয় তুমি শুনি পুরাণে ॥

গোষ্ঠ সমাপ্ত।

কলঙ্ক-ভঞ্জন।

গোলোকের বাস পরিহরি,ভূলোকে বিরাজিত হরি
শ্রীরাধার সহিত বৃন্দাবনে।
করিতে অপূর্ব্ব লীলা, গোপগৃহে জন্ম নিলা,
উভয়ে সম্মিলন সঙ্গোপনে ॥
নিত্য নবরস বিহার, বর্ণে বর্ণনা তাহার,
করিতে পঞ্চাশ বর্ণ হারে।
একদিন নির্জ্জন বাসে পাইয়ে পীত পীতবাস,
ব্রজেশ্বরী কহেন কাতরে ॥
নাথ হে একটী নিবেদন, কর যদি নিবেদন,
তবে তোমার করুণা ধন্য জানি।
কেন হে জগৎ-মূলাধার,
তোমাকে ভজে এই রাধার,
জগতে নাম হ'ল কলঙ্কিনী ॥
এ কথা আশ্চর্য্য বটে, অমৃত খেয়ে মৃত্যু ঘটে,
কাশীতে বাস করি উপবাস।
শশধর বেঁধে অঞ্চলে, অন্ধকারে পথ না চলে,
সর্পাঘাতে শিবের প্রাণ বিনাশ ॥
বাস ক'রে সুমেরু-শৈলে, দীনহীন দরিদ্র হ'লে,
তার বাড়া কি আছে দুরদৃষ্ট।
ভজে, ভবনদীর কর্ণধারে,
পার না পেয়ে ধারে ধারে,
ভবের কূলে পাইতে হ'ল কষ্ট ॥
ম'রে সজ্ঞানে সুরধুনীতে,
জন্ম হ'ল ভূতযোনিতে,
অধোগামী জীব গয়ায় পিণ্ড দিয়ে
শিয়রে বসি ধন্বন্তরী, কুষ্ঠরোগে জ্বলে মরি,
কর্ম্মে বাধ গণেশকে ভজিয়ে ॥
এই ঘটিল ভাগ্যে শেষ,বাণীকে রেখে কণ্ঠদেশে,
বোবা হ'লেম বাক্য নাহি সরে।
অরুণকে বসনে ঢাকি, সদা শঙ্কিত হয়ে থাকি,
শীতল জলে শীতে কাতর ক'রে ॥
যে জন যেমন গুণ ধরে, পরশে যদি স্পর্শ করে,
লোহাই দেখ স্বর্ণ হয় হেথায়।
ইথে কি আছে সন্দেহ, কোন সুযোগে মৃতদেহ,
গঙ্গাতে ভাসিলেই মোক্ষ পায় ॥

আমি হে তব কিঙ্করী, অভয় চরণ সেবা করি,
লাভের মধ্যে কলঙ্কের ভাগিনী।
দাসীরে কেন অ[illegible]চিত্ত করুণা-দানে বঞ্চিত,
বাঞ্ছা পূর্ণ কর চিন্তামণি ॥

রাগিণী [illegible]

দাসীরে ব্রজবাসীর নাথ [illegible] হে
কলঙ্কিনী ব'লে।
রেখেছে যদি শ্রীমতী সদা মতি ঐ পদকমলে।
কোটী জন্মার্জ্জিত পাপ [illegible] নামে [illegible] মাধব,
তরিছে জীব [illegible] পদ [illegible]জলে ॥
হরিবারে অবনীভার [illegible] অবতার,
তবে কেন রাধার পদে কলঙ্কের পসরা দিলে ॥
অকূলের কাণ্ডারী বলে,
কুলকামিনীর কুল মজে,
সে কেবল নিজ মহিমা কলঙ্কনীরে ডুবাইলে ॥

তখন, শ্রীরাধার এই নিবেদন,
অন্তরে পেয়ে বেদন,
চিন্তামণি চিন্তেন উপায় ॥
বিশ্বরূপ ভাবেন মনে, কি যুক্তি করি কেমনে,
শ্রীমতীর কলঙ্ক কিসে যায় ॥
বলিয়ে গৃহে গমন ত্বরায়,
মোহন বংশী ফেলে ধরায়,
মা মা বলি কাঁদি উচ্চৈঃস্বরে।
ক্ষণেক পরে নীলরতন, অমনি হলেন অচেতন,
বদনে আর বাক্য নাহি সরে ॥
দুটী নয়ন মুদ্রিত অকালে মহানিদ্রিত,
ধূলায় হয় ধূসর কোমলাঙ্গ।
হস্তে লয়ে ক্ষীর ননী, ডাকেন যশোদা জননী,
নয়নে বহে জলের তরঙ্গ ॥
কেন বাছা পড়ে অবনী, ক্ষীর সর মাখন নবনী,
এই এনেছি কররে ভোজন।

ওঠ গোপাল, কয় না রোদন,
হেরে তোমার হাস্যবদন,
জুড়াই একবার তাপিত জীবন ॥
রাণী ডাকেন উচ্চৈঃস্বরে,
সে নিদ্রা কে ভঙ্গ করে,
ঘুমালে জাগান নয় দুষ্কর।
যার মায়ায় জীব নিদ্রা যায়,
সে নিদ্রার কে মর্ম্ম পায়,
জেগে জেগে ঘুমান জলধর ॥
যে নিদ্রা ভঙ্গ উদ্যোগে, মহাযোগী উন্মত্ত যোগে,
মন যোগায়ে ধরায় জ্ঞান শূন্য।
অন্তরে সদা অসুখ, অন্ত না পান নারদ শুক,
অনন্ত মায়াতে অচৈতন্য।
গোপাল না দিল উত্তর, অমনি রাণীর অন্তর
ব্যাকুল হ'ল ভাসে নয়ন-জলে।
মূর্চ্ছাগত হেরে গোপালে, করাঘাত ক'রে কপালে
হয়ে অধীরা পড়েন ধরাতলে।
অকালে যেন যুগ-প্রলয়, অন্ধকার নন্দালয়,
রোদনে হইল পরিপূর্ণ।
কিবা বৃদ্ধ কি শৈশব, প্রতিবাসী লোকেতে সব,
রাজপুরে প্রবেশে হ'য়ে ক্ষুণ্ণ ॥
বলে গো নন্দরাণি, কেন প'ড়ে অবনীতে
রোদন কর হইয়ে উন্মত্ত
কি দুখ অন্তরে প্রবল তা, শুধাই গো শীঘ্র বল,
হেরি যে মলিনা [illegible]।
রাণী বলেন না সরে বাক্য,
বলিব কি বিদরে বক্ষ,
চক্ষে দেখি দশ দিক শূন্য।
ভবনে আমার অকস্মাৎ, বিনা মেঘে বজ্রাঘাত,
প্রাণের গোপাল হইল অচৈতন্য ॥
এ বেদনা কারে জানাই,
ডাকিলে কথা কয় না কানাই,
মা বলে করে না সম্বোধন।
নয়নে না পড়ে পলক, স্পন্দনহীন আমার বালক,
কি জানি এ কেমন লক্ষণ ॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল একতালা।

যদি জীবন যায়, আমার জীবন কানাই
কেন ধরাতলে নিরানন্দে।
জীবন অধিক যায় যতন, আমার নীলরতন,
কেন আজি হের অচেতন,
আর মা মা বলে ডাকে না বদন-চন্দ্রে ॥
এই যে গোপাল এল করে গোচারণ,
দিলে ননী আর ত করে না ভোজন,
করিল শয়ন, মুদিল নয়ন
না হেরি চৈতন্য প্রাণ গো বৃন্দে ॥
না জানি কি পক্ষে সে পুরালে সাধ,
এত দিনে বুঝি সে দিলে বিধি বাদ,
একি বিষাদ, ঘটিল প্রমাদ,
কি বলিবে আমি গোপাল নন্দে।

তখন কাতরা নন্দ মহিষীরে,
হেরে যত প্রতিবাসী রে,
বলে রোদন সম্বর গো রাণী।
কাঁদিবার বিষয় এ ত নয়, রাণী তোমার এ তনয়,
সুস্থ হয়ে উঠিবে এখনি ॥
দেখি গোপালের কি বিকার, ঔষধ নানাপ্রকার,
দিলে চেতন জীবন পাবে হরি।
কাল সর্প দেখে চমকে লাগে,
টোটকা টাটকা দেয় আগে,
না হয় যদি অন্য উপায় করি ॥
আমরা জানি এ কানাই,
পেটের বাছা ও ত নাই,
চিরজীবী এর অমঙ্গল কি ঘটে।
শুনেছি, বলে এই শিশুর, সহিত কত অসুর,
যুদ্ধ ক'রে পড়েছে সঙ্কটে ॥
বাম করে ধরেছে শৈল সে ভার যখন এরে দৈল,
বিষ-বারিতে জীবন যখন পেলে।
কেহ কে বালক বলে, জুটো বৃক্ষ ভাঙ্গিলে ব'লে,
সামান্য জ্ঞান কর না এই ছেলে ॥
যেও তা কর না মনে, বোধ করি বন-ভ্রমণে,
কাতর হয়ে পড়েছে ভূতলে।

কিম্বা গো তব গোপালে,
হাঁই দিয়েছে উদয়-কালে,
নতুবা আজ ডাইনে দৃষ্টি দিলে ॥
তার মত কর উপায়, শীঘ্র যাতে চেতন পায়,
পায় পায় বিপদ বালক কালে।
কি আছে গো যুক্তিছাড়া,
এর প্রতিকার জলপড়া,
কিম্বা বাঁচে ঝাড়ান কাড়ান হ'লে ॥
আমরা জানি বিলক্ষণ, সকলি অঙ্গে সুলক্ষণ,
এমন পুত্র ভূতলে কার আছে।
শিশুকালে যে কর্ম্ম করে,
এ ছেলে গোয়ালার ঘরে,
একটা শঙ্কা বাঁচে কিম্বা বাঁচে ॥
কোন ধনী গিয়ে ত্বরায়,
হস্ত দিয়ে নাসিকায়,
শীঘ্র দেখেন নিশ্বাসের গতি।
গৃহ হইতে কোন নারী, আনিয়ে শীতল বারি,
অধরে দিলেন শীঘ্রগতি ॥
এইরূপেতে গণ্ডগোল, ভবনে ঘোর অমঙ্গল,
অবশেষে অনুপায় দেখিয়ে।
যথানে আছেন নন্দ বার্ত্তা দিতে উপানন্দ
চলিলেন মৃত্যু-সমান হ'য়ে ॥
বলে দাদা শুন শ্রবণে, শীঘ্র আজি চল ভবনে,
গোপালের বড় বিপদ সম্প্রতি।
এই কথা বলিবা মাত্র, থরথর কম্পিত গাত্র,
ভূতলে ধূলায় লুণ্ঠিত ভূপতি ॥
উপানন্দ চেতন ক'রে, উঠাইলেন ধ'রে করে,
নন্দ বলেন কি শুনালে ভাই।
আর কি বাসে যেতে বল, আছে কে অঙ্গেতে বল,
আমার বল সম্বল কানাই ॥
তার যদি হ'ল বিপদ, তবে আমার কি সম্পদ,
আছে ভবনে, ভবনে বনে তুল্য।
জীবনে করিলে আশ, জীবনে করিলে বাস,
ঘটে এখন জীবনে সাফল্য ॥

রাগিণী ঝিঝিট—তাল মধ্যমান।
কি ধন আমার আছে গোকুলে রে।
আজি যদি সাধনের নিধি কৃষ্ণধন ডুবিল জলে ॥
শুনাইলি যে বিপদ,
কেমনে ভবনে যাই, চলে না পদ,
আর কি পদ থাকে রে ভাই, সম্পদবিহীন হ'লে,
নাই সে বাসে প্রয়োজন, অভিলাষ বনবাস,
কিম্বা যায় জীবন, কায কি ছার জীবনে,
জীবন জুড়ায় রে জীবনে দিলে।

তখন, নন্দনের অশুভবার্ত্তা, পেয়ে নন্দ ব্যাকুলাত্মা,
গৃহে গমন করিল অতি-ত্বরা।
যাইতে পথে ভাবেন মনে, হারা হ'লে কৃষ্ণধনে,
কেন আমার আর ধরায় জীবন ধরা ॥
হারালে মস্তকের মণি, কি গৌরবে রবে ফণি,
বারি শুখালে সরোবরের মান কোথা।
রত্নবিহীন হ'লে পরে, কিসের মান্য রত্নাকরে,
নয়ন ভিন্ন দেহের যত্ন বৃথা ॥
থাকলে পুষ্পে সৌরভ, সেই জন্যে গৌরব,
ফল থাকিলে যত্ন থাকে বৃক্ষে।
শিব যদি সশ্মানে যান, কালীর আরকি থাকে মানী
মৃত্যু ভাল যন্ত্রণা অপেক্ষা ॥
এইরূপ উদয় অন্তরে, ভাবেন একটী দিনের তরে,
অযত্ন তো করি নাই গোপালে।
বিধি কি বিবাধ করিল, দিয়ে নিধি পুন হরিল,
কেন হেন বেদনা মনে দিলে ॥
কি বলিব যশোদায়, সেই বুঝি ঘটালে দায়,
কঠিন দণ্ড দিলে বা ননীর তরে।
বিপরীত হইল হিতে, কিম্বা আজ ননী সহিতে,
আর কি দিলে গোপালের অধরে ॥
ব'লে ক্রোধে কম্পমান, বলে করি দুখানির্ব্বাণ,
যশোদার প্রাণ দণ্ডিব এই দণ্ডে।
ব'লে দণ্ড লয়ে করে, নন্দগৃহে গমন করে,
বিপদকালে যোগীর বুদ্ধি খণ্ডে।
নন্দ যায় বধিতে জীবন, যশোদা করিয়ে শ্রবণ,
বলে— কান্ত ভ্রান্ত কেন এত।
ক্রোধেতে হ'য়ে অধৈর্য্য, ক'র না অজ্ঞানের কার্য্য
সঙ্কটে হয় সবাই বুদ্ধিহত।
বিপদে বুদ্ধি স্থির থাকে, জ্ঞানবান বলে তাকে,
তব কি দোষ জ্ঞানীর বুদ্ধি হরে

রাবণ হরিল সীতা সতী,
রামরূপে অখিলের পতি,
উদ্যত জটায়ু বধিবারে ॥
জ্ঞাতিবিরোধে দুর্য্যোধন, করেছিলেন যুদ্ধ-পণ,
বুঝাতে যান পাণ্ডবের সখা।
বিপদকালে বুদ্ধি যায় বন্ধন করিতে তাঁয়,
উদ্যোগী উদ্যোগ পর্ব্বে লেখা ॥
করিতে আমার প্রাণদণ্ড, এসেছ হয়ে উদ্দণ্ড,
দণ্ড ব'য়ে কেন হে [illegible]
কারে তুমি দণ্ড দেহ, এ যে আমার মৃতদেহ,
দেখেছ জীবন হ'তে অচৈতন্য ॥
তবে যদি আজ একান্ত, জীবন-দণ্ড কর কান্ত,
তায় কি ক্ষতি বরং উপকার।
মর্ম্ম জ্বলে শোকানলে, এখন প্রাণান্ত হ'লে,
পুত্রশোক-জলধি হই পার ॥

রাগিণী আলেয়া—তাল একতালা ॥
নাথ আর নাই আমার [illegible] বাসনা।
এখন হয় [illegible] জীবন দণ্ড কর,
তবে এ জনমের মত [illegible] যন্ত্রণা ॥
দগ্ধ জীবন শোকানলে, অচৈতন্য প্রাণগোপালে,
দেখলেম যখন,
বরং থাকুক জীবন আমার যন্ত্রণা যাবে না
মরি দুঃখে [illegible] পলকে
পিঞ্জরে কি [illegible]
আজ কে [illegible] সম্বরণ
[illegible]
কৃষ্ণধনের সাজ [illegible] জীবনে তুলনা ॥

নন্দালয়ে এইমত সকলে রোদন রত,
গোপাল চৈতন্য-হত, পতিত ভূতলে।
জ্ঞানবিহীন হেরে বালকে,
ব্যাকুল গোকুলের লোকে,
মগ্ন হ'য়ে মহাশোকে, ভাসে নয়নজলে।
সখী সহিত কিশোরীর, সভয়ে কম্পে শরীর,
নয়নযুগলে নীর, বহিছে নিরন্তর।
উথলে শোকলহরী, ভূতলে পতিত হরি,
প্রাণের আশা পরিহরি, বলেন হরি দুঃখ হর ॥

মগ্ন হয়ে শোকসাগরে, গোপীগণে ভ্রমে নগরে,
পরস্পর সকলে করে, বৈদ্য অন্বেষণ।
অসহ্য গোপালের শোক, ঔষধ রোগনাশক,
দিলেন কত চিকিৎসক, চৈতন্য কারণ ॥
সে রোগ কেমনে কাটে, কোন ঔষধ না খাটে,
রাজবৈদ্য সঙ্কটে, সবাই বুদ্ধিহত।
গোপাল আছে যে অবস্থায়,
পান না কিছু ব্যবস্থায়,
সকলি বিফলে যায়, যুক্তি করেন যত ॥
হেথায় রাধার কলঙ্ক হরিতে হৃষীকেশ।
যুক্তি ক'রে আপনি ধরেন বৈদ্যবেশ ॥
ঔষধের পাত্র করে করিয়ে ধারণ।
মৃদুমন্দ গতি করেন গোকুলে ভ্রমণ ॥
দৈবে আসি বৃন্দে দাসী সম্মুখে উদয়।
বৈদ্যবেশ দেখে জিজ্ঞাসিল পরিচয় ॥
ধর কি নাম কোথায় ধাম কর গমন কোথা।
কোন্ বংশোদ্ভব কি ব্যবসা কহ সত্য কথা ॥
কবে যেন দেখেছি তোমায় অনুমান হয় মনে।
প্রাচীন [illegible] প্রমাণ [illegible] কার এক্ষণে
চিন্তা করি চিনতে নারি [illegible] উদয়।
কিন্তু হেরে বদন যায় যে বেদন চিত প্রফুল্ল হয় ॥
এমন বেশে এসব দেশে ছিল কি গতিবিধি।
শুনে, [illegible] যেন অমৃত জলধি ॥
শুন গো রমণী আমি লো হরি বৈদ্য নাম ধরি।
হরিতে ব্যাধি নিরবধি ভুবনে ভ্রমণ করি ॥
বিশেষ বৃন্দাবনে আমি চির দিন পালিত।
চিনবে কি নিতান্ত ধনী তোমাদের চিহ্নিত ॥
বৃন্দে বলে ভাগ্যফলে দিয়েছ দরশন।
তবে রক্ষা কর আমার একটী নিবেদন ॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল একতালা।
বিধি মিলালেন নিধি।
গোকুলবাসী আছি অকূলসাগরে ভাসি।
বারি অন্বেষণে, নিরখি গগনে,
নবঘনের উদয় হইল আসি ॥
একবার যদি তুমি দেও হে কৃপাতরী,
তবে আমরা এ দুঃখসিন্ধুমাঝে তরি,

কর প্রতিকার হয়ে ধন্বন্তরী,
অন্মের মত হ'লেম চরণে দাসী।
যে দুখ-বহ্নিতে সদা জীবন দহে,
বলিব কি আর সে সব বর্ণিবার নহে,
অন্ধকার দিনে, নন্দের ভবনে,
অকালে রাহু গ্রাসিলে শশী॥

বৃন্দে এই নিবেদন করে, কিন্তু ভাবে অন্তরে,
এ ব্যক্তির না জানি কুলশীল।
জ্ঞান-বোধ আছে কি নাই,
পূর্ব্বে সেটা জানা চাই,
পরীক্ষা লওয়াটাই অগ্রে ভাল॥
এমন আছে অনেক ব্যক্তি,
বাণী জিনি বক্তৃতা-শক্তি,
বিদ্যার বিষয় লবডঙ্কা ফলে।
মুখ ভারতী চমৎকার কিন্তু সরস্বতীর সঙ্গে তাঁর,
বিবাদ যেন সাপে আর নকুলে॥
বিশেষ, বৈদ্যের মধ্যে মূর্খ হলে,
তার কাছে ঔষধ খেলে,
অনায়াসেই হিতে বিপরীত ঘটে।
চিকিৎসার এম্নি ধরণ, বায়ুরোগে সূচিকা-ভরণ,
বাতিক বৃদ্ধি আর ক্ষেপে উঠে॥
সন্নিপাতে ডাবের জল, বিপরীত ফলে যে ফল,
শিরোবেদনায় রসাসিন্দু চটী।
জোর করিলে যায় কি ব্যাধি,
বালসা-রোগে সালসা-বিধি,
স্বরভঙ্গে সুবর্ণপট্টপটী॥
হাতযশ ধরায় না ধ'রে,
যে রোগীর চিকিৎসা করে,
গুণের মধ্যে কষ্ট দেন না তায়।
শাস্ত্রের অঙ্ক ক'রে রফা, অল্প দিনেই সারেন দফা,
এককালেতে সকল জ্বালা যায়।
খুন করে নাই নিকাশ দেওয়া,
কেউ করে না দাবী দাওয়া,
বৈদ্য-ব্যবসা অতি চমৎকার।
রাজদ্বারে না দণ্ড পায়, পাঁচ জনেতে পুনরায়,
কালবিশেষে আদর করে তার॥

বৃন্দে বলে বৈদ্যবর, নারী জাতি অতি বর্ব্বর,
জ্ঞান থাকিলে করিতাম আপত্তি।
কোন শাস্ত্র অধ্যয়ন, করেছ কর বর্ণন,
চিকিৎসায় কেমন ব্যুৎপত্তি॥
বৈদ্য বলেন শুন বলি, আমাদের বংশাবলি,
চিরকাল নিদান-ব্যবসা করি।
কেন দিবে কণ্টকে হস্ত, কণ্ঠাগত সে সমস্ত,
কণ্ঠাভরণ আমিই ত নাম ধরি॥
পদ্দকু করে দেখ ধনী, বৈদ্যগ্রন্থ চরকখান,
পরীক্ষা দেই তোমার নিকটে।
হাতুড়ের কি এ সব কর্ম্ম,
আয়ুর্ব্বেদে যে সব মর্ম্ম,
প্রকাশ আছে সুশ্রুত আর বাগ্‌ভটে॥
মহারোগ যত প্রকার, আমি জানি তার প্রতিকার,
নাড়ী-চক্র ভাল বুঝিতে পারি।
সামান্য সামান্য ব্যাধি, তাতে কি দেই ঔষধি,
দৃষ্টিমাত্রে মুষ্টিযোগেই সারি॥
শুনেছ শূলপাণির ঠাঁই, শূল রোগের ঔষধ নাই,
আমি সে রোগে করি হে আরোগ্য।
শাস্ত্রে যে সব বিধি আছে,
সকলি ব্যক্ত আমার কাছে,
উদ্ভট রোগে যুক্তি যথাযোগ্য॥
শ্রবণ কর অতঃপর, চতুর্ম্মুখ চণ্ডেশ্বর,
পঞ্চানন বেতাল বাড়বানল।
মৃত্যুঞ্জয় আদি কত, জয়মঙ্গলাদি যত,
আমা হতে উদ্ভব সকল॥
সোমনাথ তারকেশ্বরে, বসন্তকুসুমাকরে,
মেহরোগ নষ্ট করে ধনী।
জ্বরকেশরী শঙ্খরসে, পূর্ণপাত্র অম্বুনাশে,
শেষ অঘোর-নৃসিংহ-চিন্তামণি॥
শ্রবণে আর কি অভিলাষ, মম ঠাঁই লক্ষ্মীবিলাস,
মকরধ্বজ আমারি যন্ত্রপাকে।
লোকনাথ নৃপবল্লভ, রামবাণ ইত্যাদি সব,
আমা হ'তেই সৃষ্টি এই ত্রিলোকে॥
গৃহিণী গজেন্দ্র-রস রসায়ন অতি সরস,
জ্বরান্তক সর্ব্বজ্বর হরে।
হরিতাল হিঙ্গুলেশ্বর, স্বর্ণসিন্দু গঙ্গাধর,
আমিই করি ব্যক্ত চরাচরে॥

বিশেষ একটা বিষম রোগে,
জগতের জীব সদা ভোগে,
কষ্টের কথা কি বলিব ধনী।
বৈদ্য আছেন অনেক ঠাঁই,
কিন্তু কারু সাধ্য নাই,
তার প্রতিকার আমিই কেবল জানি॥

রাগিণী আলিয়া—তাল একতালা।
সে রোগ নাশিতে পারে কে আর।
ভব রোগে ভোগে সদা দুরাচারী জীব,
একবার না চিন্তিয়ে নিজ শিব,
যখন শমন দমন করে
তখন আমায় ডাক্‌লে করি প্রতিকার॥
মুগ্ধ থাকে জীব মায়া অন্ধকারে,
দগ্ধ হয় জীবনে বাসনা-বিকারে,
অচৈতন্য কুপ্রবৃত্তি-কফে,
ক্রমে কণ্ঠরোধ করে তার।
হ'য়ে রোগ প্রবল ক্রমে ঘটে শ্বাস,
তথাপি অনিত্য বিষয়ে বিশ্বাস,
ভেবে ব্রজমোহন হ'ল বিশ্বাস,
কিসে বা হবে নিস্তার॥

বৈদ্য বেশ শ্রীগোবিন্দে কহে গোপ রমণীবৃন্দে
তুমি যদি পণ্ডিত নিদানে।
নানা রোগ পার নাশিতে, তবে আজ ব্রজবাসিতে
কর একটী নিবেদন চরণে॥
আমরা যে এক রোগে ভুগি,
প্রায় হয়েছি চিররোগী,
জানতে কারু হ'ল না সন্ধান।
যেখানে যা করি শ্রবণ, কত যতন করলেম সেবন,
হারি মেনেছেন যত শত বৈদ্য॥
পারে না রোগ নিরূপিতে, রাজবৈদ্য হন আনাড়ি
অন্তরস্থ রোগ-নিরূপণ করতে।
বাহ্যে দেখ পুষ্ট দেহ, অন্তরে অন্তরে দাহ,
চিতের আগুন জ্বলে যেন চিতে॥
কেহ বলেন—বাতকের ভাব,
তার ব্যবস্থা চিনি-ডাব,
সৎক্রিয়া করিলেন বিধিমতে।
হ'বে কি তাতে বিশেষ, দিন দিন হয় দফা শেষ,
তলায় তলায় শীতল সন্নিপাতে॥
কিরূপে হয় রোগ-নাশন, দৈবে যদি দরশন,
কৃপা ক'রে দিয়েছ বৃন্দাবনে।
লাভের আশা ত্যাগ করি,
আশু প্রতিকার কর হরি,
যাতে মুক্ত পায় নারীগণে॥
যদি বল ব্যবসার রীত,
এমন একাকী কি পিরীত,
অর্থ নহিলে শ্রম করা বৃথা।
কিন্তু চিকিৎসা না হয় ব্যর্থ, সর্ব্বত্রে ঘটে না অর্থ,
যশ আর পুণ্য যাবে কোথা।
অতএব কৃপা বিতরি অপনি হ'য়ে ধন্বন্তরী,
দেহ হে তরী তার রোগ-সাগরে।
করি দেখ অনুমান, কি ঔষধি কি অনুপান,
ব্যবস্থা করিলে ব্যাধি হরে॥
বৈদ্য কন কার আশয়, পেট কামড়ানি আমাশয়,
শির পীড়া কি ঘোটক ফিক্‌ব্যথা।
এর মধ্যে একটা হয়, নাড়ী ধ'রে রোগ নিশ্চয়,
ক'রে এমন বৈদ্য আছে কোথা॥
কাজ কি সে সব বাক্যবিরোধ,
তোমাদের এই অনুরোধ,
থেকো যাবৎ প্রত্যাগমনকালে।
সম্প্রতি যাই হ'য়ে ব্যগ্র, আরোগ্য করিতে শীঘ্র,
নন্দরাজার নন্দন গোপালে॥
বৃথা কর কার বিনয়, মহতের এ রীত নয়,
পুরাণে দেখ এমন তাহার।
সগর বংশ উদ্ধারিতে, গঙ্গা এলেন পৃথিবীতে,
পথে কত পাতকীর উদ্ধার॥
তাঁরা ত তখন বলেন নাই,
মহৎ কার্য্যে অগ্রে যাই,
তোমাদের আশা পূর্ণ করিব এসে।
দেখ, রামরূপে বনে যান হরি,
চণ্ডালে চরিতার্থ করি,
রাবণে মুক্তি করেন অবশেষে॥
বিশেষ তোমার হয় পরীক্ষে,
চিকিৎসা কেমন শিক্ষে,
বিদ্যা সাধ্য বুঝিব সকলি।

বায়ু পিত্ত কফের কর্ম্ম,
হইলে হঠাৎ পাও হে মর্ম্ম,
শুন এ রোগের বিবরণ সব বলি ॥

রাগিণী সুরট—তাল কাওয়ালি।

পার যদি রমণীর এ রোগ নাশিতে।
কর প্রতিকার, কেন কেন গোপিকার,
সদা মন হরে মনোহরের বাঁশীতে ॥
থাকে না মন আপন বশে, বনবাসই ভালবাসে,
সাধের কুল মজায় গোকুল-বাসীতে
গেলেম সাধ ক'রে কলঙ্ক-নাশে নাশিতে ॥
কাল হরিতে না পারি, কাল হরিতে মন রত
চাহে শ্যামাঙ্গ পরশিতে পরশিতে।
অন্তরে বিরাজে কাল, পণ্ডিত লাগে না ভাল,
পণ্ডিত কুটিল প্রেম-রাশিতে
আমরা নারী আরও নারি
মনের দুঃখ প্রকাশিতে ॥

শুনে ক'ন চিন্তামণি, শুন হে গোপরমণী,
এ দেখি সামান্য ব্যাধি নয়।
তবে ঔষধ সংযোগে, করতে পারলে বটে রোগ,
জন্মের মত আরোগ্য বিলয় ॥
শাস্ত্রমত শুন বলি, তোমাদের পক্ষে কেবলি,
চিন্তামণি-রস ব্যবস্থা ধন।
কাল তুলসী অনুপান, দিয়ে তাই করিলে পান,
এ রোগ তবে ধ্বংস পান এখন ॥
নারায়ণ- তল মেখো অঙ্গ, হরিকথা প্রসঙ্গরঙ্গে,
হরিবে কাল পরিবাসর দিনে।
হরিতকী কর ভক্ষণ, হরিবে রোগ বিলক্ষণ,
হারণ্যালিকার চন্দ্র দরশনে ॥
বৃন্দে বলে কেমন বিধি, শুনে যস কি এমন ব্যাধি,
এ ঔষধ বিপরীত গুণ ধরে
বৈদ্য কন জান না কারণ, কণ্টক ফুটিলে যেমন,
কণ্টকেতেই উপকার করে ॥
চোরের হস্তে দিলে ধন, সাধ্য কি করে নিধন,
প্রাণপণে বরং যত্ন করে।

বিশ্বাস ক'রে ডাইনের কোলে,
স্বীয় সন্তান সঁপে দিলে,
মন্দদৃষ্টি কখন দিতে নারে ॥
এই মত কথা-প্রসঙ্গে, অবশেষে বৃন্দের সঙ্গে,
নন্দালয়ে বৈদ্যের গমন।
দরিদ্রের যেমন যত্ন, হঠাৎ পেলে মহারত্ন,
অন্ধে যেন পাইল নয়ন ॥
কেহ বলেন হে মহাশয়, নন্দের বিপদ অতিশয়,
আপনি যদি এলেন কৃপা করি।
পূর্ব্বে কিছু নয় সূচনা, করুন দেখি বিবেচনা,
কেন অচৈতন্য হ'ল হরি ॥
করিলে এ দুঃখ বিমোচন নন্দ আছে ধনবান্,
প্রতিদান পক্ষে বিবেচনা কর হবে।
আশা যদি পূর্ণ হয়, দুটা চারিটা হস্তী হয়,
হয় তো নিশ্চয় এই দণ্ডেই পাবে ॥
এমন বিপদ করিলে মুক্ত
কোন্ ছার মাণিক মুক্ত,
ব্যক্ত করা অগ্রে উচিত নয়।
থাকে তোমার হাত যশ, দশ বার মণ তৈজস,
দিতে কি ভূপতি কাতর হয় ॥
হেথায় দেখি বৈদ্যবরে, যশোদা রোদন ক'রে,
বলে আমার এই ত সম্পদ।
ক'রে বাছা পাতবড়া, মস্তকে মোহন চূড়া,
কখন এলো ক'রে গোচারণ ॥
কেন যাতনা দেহ মায়, তায় রে কৃষ্ণ কোলে আয়,
কে গো তুই কি অচেতন।
বৈদ্য বলেন করপুটে, আমি তব সন্তান বটে,
সম্প্রতি মা সম্বর রোদন ॥
গোপাল অচৈতন্য ধরায়,
আরোগ্য করিতে ত্বরায়,
আমি বৈদ্য এলেম হে জননি।
কেন মা এত উদ্বিগ্ন এখনি হরিবেন বিঘ্ন,
বিঘ্নহরা বিঘ্নেশ-জননী ॥

রাগিণী সুরট—তাল কাওয়ালি।

হবে চেতন তব তনয় ;
কেন মা রোদনে রত, বদনে আজ্ঞা বাণী হত,
অসাধ্য ব্যাধি এ তো নয়

হরি বৈদ্য নাম ধরি, ভুবনে ভ্রমণ করি,
হরিতে যন্ত্রণা তব ভবনে হয়েছি উদয়।
আমি গণনা করিয়া দেখিলাম এখন,
কিছু নাই অশুভ লক্ষণ,
তরিতে কি চিন্তা, অপার দুখ-জলধি
দিলে চরণতরী ধন্বন্তরী, তারিণী হইয়ে সদয়॥

যশোদায় প্রবোধ করি, বৈদ্যবেশে আপনি হরি,
মনে মনে করেন যুক্তি সার।
বাক্য অতি সুচিকন, নন্দ রাজায় প্রতি ক'ন,
সম্প্রতি শুনহ সমাচার॥
বালকের উৎকট ব্যাধি, আরোগ্যমত ঔষধি,
ব্যবস্থা করেছি মহাশয়।
কিন্তু করি অনুমান, ঔষধের যে অনুপান,
মিলান দুষ্কর অতিশয়॥
শুনে নন্দ রাজা বলে, ভূতল স্বর্গ রসাতলে,
থাকে যদি মিলাব যথাসাধ্য।
বৈদ্য বলে কঠিন বটে, শীঘ্র একটী নতন ঘট,
কর দেখি কথকগুলিন ছিদ্র॥
একজন সধবা সতী নারী
সেই ঘটে যমুনার বারি,
এনে দিলে সেই হবে অনুপান।
বেটে ঔষধ সেই জলে, এই দণ্ডে খাওয়াইলে,
তবে গোপাল শীঘ্র চেতন পান॥
শুনে বৈদ্যের এই কথা, যত রমণী ছিলেন তথা,
অধোবদন আর বাক্য নাহি সরে।
সবে বলে কি বিপদ হ'লো,
সাধ করে কে পারিবে বলো,
ভুজ দিতে আজি ভুজঙ্গ-গহ্বরে॥
মনে মনে ভাবছি পরা,
এইবার বুঝি হ'ল পরা,
মুক্ত ভাবেন মুক্তি পাই কিসে।
কাতর হ'য়ে ডাকেন হর,
হররাণী আজ বিপদ হর,
কোথা'কার আপদ জুটুল এসে॥
ভৈরবী কয় ওলো হীরে, কখন ঘরের বাহিরে,
তোরে দেখিনে তুই ত সাধ্বী সতী।
ঘোঁটা নাইক তোর ভেঙে,
তবে কেন জল আনতে যেতে,
পর্‌বিনে তুই ওলো ভগবতী॥
শীঘ্রগতি যা লো শ্যামা, চিরকাল ত তোর স্বামী,
ভালবাসে তোয় অ মরা জানি ভাল।
সদা গুমরে মত্ত থাক,
কি বলিস তুই ওলো থাক',
সতী হ'স ত জল আনতে যা লো॥
সতী নাম লতে বাসনা থাকে যদি যা লো সোণা,
উপাসনা করে যে যশোমতী।
তোর আছে বদনাম পুরো,
এ কর্ম্মে যাসনে ত্রিপুরো
না পারিলে তিন পুরে অখ্যাতি॥
আপনি হয়ে আগ্রবুদী,
এ সব কাজে যাসনে ক্ষুদী,
কি জানি আজ ললাটে কি আছে।
দোষ নাইক এক বিন্দু, তুই একদিন পারিস বিন্দু,
কিন্তু অঘটন ঘটে পাছে॥
এইরূপে কয় পরস্পরে, কেহ না উত্তর করে,
শুনে কুটিলে ক্রোধে উঠিল জ্বলি।
ধিক্ ধিক্ রমণী-দলে, সবাই দিগে রজ্জু গলে,
এককালে কুলে যে কালি দিলি॥
গোকুলে ক'রে বসতি, গোপকুলেতে এত সতী,
থাকতে হ'ল অপমান আজ হদ্দ।
এই দেখ সতী কারে বলে,
যাই আমি যমুনার জলে,
জল আনিব যেমন বলে বৈদ্য॥

রাগিনী সিন্ধু ভৈরবী—তাল পোস্তা।

তোরা সব থাক্ লো বসে,
দেখ লো এই জল আনি গিয়ে।
একি অসাধ্য আমি সাধ্বী পতিব্রতা মেয়ে॥
গোকুলে নাইক সতী, সামান্য কি এ অখ্যাতি,
ত্রিলোকে রাখিব খ্যাতি,
আজি আমি সুখ্যাতি লয়ে।
যত পোড়াকপালি, গোপনে দিস কুলে কালি,
সবাই শত্রু হাসালি, বসলি কুলের বাহির হ'য়ে॥

কুটিলা অহঙ্কার করি কলসী ল'য়ে কক্ষে।
যায় যমুনায় আনতে বারি সকলের সমক্ষে॥
বলে আজি সতীত্ব আমি দেখাব ত্রৈলোক্যে
ত্রিভুবনে ব্যক্তিগণে আমারে করুক ব্যাখ্যে॥
গোকুলে নাই সতী কথা শুনে হাসে বিপক্ষে।
আজ সবে কুটিলার শক্তি দেখুক স্বচক্ষে॥
যার পেটেতে যত গুণ হ'ল আজি পরীক্ষে।
পোড়ামুখীরে স[illegible]ই কি অসতী-মন্ত্রে দীক্ষে॥
কুলখা[illegible] [illegible]টা দিলে গেল ফেঁটে সে বক্ষে।
সিংহে শ্লেষ করে শৃগালে বাঁচে না প্রাণ[illegible]খে॥
বলিয়ে চঞ্চ[illegible] [illegible] যমুনায় উতরে।
কলসী পূর্ণ ক'রে তখন তুলিল সত্বরে॥
ঘটেতে সহস্র ছিদ্র রক্ষা হয় না বারি।
কূলে দাঁড়াইয়ে হাসে যত গোকুলের নারী॥
বার বার পূরিয়ে কুম্ভ কক্ষে তুলে লয়।
তুই এক পদ যাইবা'মাত্র পা[illegible] শূন্য হয়॥
হ'য়ে অপমান মৃত্যুসমান [illegible] কম্পে দেহ
বলে কুটিলে আমাকে পৃথিবী স্থান দেহ॥
মর্ম্মে বেদন পেয়ে বদন তুলিতে না পারে
ক্রমে কথাটি রাষ্ট্র হয় নগরে ঘরে ঘরে॥
বিপক্ষেতে ব্যঙ্গ করে দিয়ে করতালি।
ক্রোধে গিয়ে জটিলা তখন দিচ্ছে গালাগালি॥
মর্ মর্ ঢলালি বড় ছিছি পোড়ামুখী লো।
ইচ্ছা হয় না জন্মে যে আর তোর পোড়া মুখ
দেখি লো।
আমি জানি তুই আমার মেয়ে
সাধ্বী পতিব্রতা লো
ক্ষেলে জলে এতদিন বুঝি খেয়ে বসেছ মাথা লো
মনে যদি পাপ ছিল তবে
কেন গেলি এ কাজে লো।
বাজে লোকের কথা যে এখন
বাজের অধিক বাজে লো।
গর্ব্ব খর্ব্ব গোকুলে মুখ দেখাব
কোন লাজে লো।
ব্যঙ্গ করবে বেঙের দলে
সর্পের কি তা সাজে লো॥
ডুব দিয়ে জল খেয়ে ঘেড়'স
এই গোকুলের মাঝে লো।
আর কি সে সব ঢাকা থাকে
অদ্য যে ঢাক বাজে লো॥
সর্ব্বনাশী আর তোরে রাখব না
আমি বাসে লো॥
পাঠাব এই মাসের শেষে
[illegible]মাই যদি আসে লো॥
বাপের বাড়ী থাকলে নারীর
নানা দোষ ঘটে লো।
তিলটী পেলে তালটী করে
কত কথাই রটে লো॥
ছিদ্র ঘটে [illegible] নিতে
কি লজ্জে তুই গেলি লো।
দিলি জল সতীত্ব নাড়া ভাল লজ্জা পেলি লো॥

রাগিণী কালাংড়া—তাল একতালা॥

কেন তুই জল আনতে গেলি।
কেন লো এমন ঢলালি॥
অকলঙ্ক কুলে কেন সাধ করে কালী মাখালি॥
যে জন অতি দর্প করে,
ও তার দর্পহারী দর্প হরে,
ভবের মত এ অখ্যাতি,
ঢ[illegible] ঢাক বাজালি॥
এ সব [illegible] শুনলে আয়ান,
সে কি দেখবে লো আর তোমার বয়ান,
কেমনে [illegible] কুলে
কলঙ্কের [illegible] তুলে দিলি॥

করি কুটিলায় [illegible] জটিলা আপনি যান,
দর্প [illegible]
কৌতুক দেখিতে লোকে পশ্চাতে চলে পুলকে,
যমুনা-কূলে দাঁড়ায় সারি সারি॥
কুম্ভ পূর্ণ ক'রে জলে, তুলিলেই জল মিশায় জলে,
এক বিন্দু রক্ষা হয় না তায়।
মায়ে-ঝিয়েতেই পতিব্রতা, এক খুরে মুড়ান মাথা,
চিরকাল সংসারে নাম বিকায়॥
হয়ে হদ্দ হতমান, জটিলা ক্রোধে কম্পমান,
বৈদ্য প্রতি কটু বাক্য বলে।

কোথাকার এক সর্ব্বনেশে,
বৈদ্যবেশে ব্রজে এসে,
অনেকের কুলে যে কালী দিলে॥
ছিদ্র ক'রে একটা ঘটে,
ফেলেছে ভারি দুর্ঘটে,
ঘটে বুদ্ধি থাকিলে এ কি হয়।
কোন সতীর সতীত্ব রবে,
ভেলকী নয় যে সবে হবে,
ফুটো থাকিলে জল কি আর রয়॥
বয়সে আমরা হ'লেম বুড়ী,
অমন ধারা চৌদ্দ বুড়ি,
বৈদ্য দেখলেম এই বৃন্দাবনে।
এ যেমন ছুটে রোগ, তেমন ঔষধের যোগ
সৃষ্টিছাড়া দর্শন নাই শ্রবণে॥
কোথাকার একটা শাল্‌দুড়ে,
মানী লোকের মান ডুবে,
যাবে শেষটা সকলি হবে ফাঁকি।
এই মত কুটিলা বলে এখানে পড়ে ধরাতলে
যশোদা কাঁদেন, উপায় আর না দেখি॥
ছিদ্র ঘটে আনতে বারি
সাহস পায় না কোন নারী,
জটিলা কুটিলার দশা দেখে।
গোপাল না আরোগ্য পায়, রাণী ভেবে অনুপায়,
কহেন গিয়ে বৈদ্যের সম্মুখে॥

কর রে বাছা অনুমতি, আমি গিয়ে শীঘ্রগতি,
ছিদ্র ঘটে আনি যমুনা-বারি
ব্রজে কৈ আর সতী-সাধ্যে, একর্ম্ম কাহার সাধ্যে,
সিদ্ধ হয় যে এমন জ্ঞান না করি॥

শুনে বাক্য জননীর, অমনি চিন্তামণির,
বিষম একটা শঙ্কা হয় মনে।
মা যদি যান আনতে বারি,
কি বলে আমি নিবারি,
বাঞ্ছাপূর্ণ হয় তবে কেমনে॥

কিসে রাধার কলঙ্ক যায়, জননীর মান বজায়
থাকে এমন করে যুক্তি সার।
করেন প্রবোধ করি ছল, মা তুমি আনিলে জল,
শিশুর পক্ষে হবে না উপকার॥

সন্তানের ব্যাধি না হরে, মা হয়ে আপন করে,
দিলে ঔষধ বিফল সে হয়।
ধৈর্য্য ধর রাখ বাণী, গণনা করি দেখি রাণী,
গোকুলে সতী আছে গো নিশ্চয়॥

রাগিণী বেহাগ—তাল ঝাঁপতাল।

চিন্তা কি জননী ধৈর্য্য ধর সংপ্রতি।
গণনা ক'রে দেখি এক বার,
আছে কি না গোকুলে সতী।
সাধ্বী যে রমণী হবে, সাধ্য কি গোপনে রবে,
ব্রজমণ্ডলে বস্ত্রে কি ঢাকিলে
গোপনে থাকে গো মাণিকের জ্যোতি।
তুমি আনিলে বারি, সে ত হবে না উপকারী,
তায় বিপদ উৎপত্তি।
সন্তানের কি ব্যাধি হরে, জননী হ'য়ে নিজ করে,
দিলে ঔষধ, ক্ষান্ত ভব,
হেন গো যশোমতী ব্যাকুল মতি॥

কৌশলে জননীর মন, ভুলায়ে রাধারমণ,
গণনা করেন ভূতলে খড়ি পাতি।
জ্যোতিষের মত গণনায়, ধরাতলে খড়ি ঘোরায়,
র-কার একটা উঠিল সম্প্রতি॥
বৈদ্য বলেন চিন্তা নাই, গণনার মর্ম্ম জানাই,
তোমরা শ্রবণ কর সর্ব্বজনে।
র-বর্ণ নামের আদ্যে যার আছে সেই সতীসাধ্যে,
গোপনে বাস করে বৃন্দাবনে॥
শুনে রমণীগণে কয়, শুন দেখি হে মহাশয়,
এর মধ্যে একটা যদি ঘটে।
ছিল সেই গোকুল নগরে,
যত নারীর নামের অক্ষরে,
ব্যক্ত করে বৈদ্যের নিকটে॥
রামমণি রাজকুমারী, রঙ্গিণী আর রাজেশ্বরী,
রম্ভা রেবতী আর রমা।
রাসবিলাসী রূপবতী, রসিকা রমণী রতি,
রোহিণী রুদ্রাণী আদি রামা॥
রত্না রাজপত্নী রাণী, রবি রত্না রত্নমণি,
রসমণি রঙ্গিনী রসবিলাসী।

রসময়ী রাণী রাধালী, রাসেশ্বরী রঙ্কাকালী,
রাজলক্ষ্মী ইত্যাদি রূপসী ॥
বৈদ্য বলেন এ সব নয়, গণনা করে নিশ্চয়,
হয় না স্বয় পুনরায় দেখ লো ।
ব'লে, করিলেন অঙ্কপাত, রথের গায়ে তৎক্ষণাৎ,
আকার একটী উদ্ভব হইল ॥
পরে অঙ্ক পড়ে মহতে, ধ-কার আ-কার সহিতে,
দ্বিঅক্ষরে রধ নাম হয় স্পষ্ট ।
বৈদ্য বলেন মৃদু হাসি, ব্রজাঙ্গনা তোমরা আসি,
স্বচক্ষে সকলে কর দৃষ্ট ॥
পাতাল ভূতল আর বিমানে,
ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানে,
ঘটিল অনায়াসে নিশ্চয় করি ।
নিদ্রা যোগে দেখলে স্বপন
আমার কাছে রয় না গোপন,
মনের কথা শুনে বলিতে পারি ॥
একাস্তে কর্ম্ম করে লোকে
আমি দেখি তা দশলোকে,
গণনায় প্রকাশ পায় লো ধনী ।
গুরুর আমার এমনি কৃপা
একটী বিষয় রয় না ছাপা,
জানে না জানে আমি আগে ত জানি ॥
অতএব, গোকুলের মধ্যে বসতি,
করে একজন সাধ্বী সতী
গোপনে কেউ না জানে তার গুণ ।
গণনায় হইল জাগা, তাহাতে নন্দের কথা
সিদ্ধ হবে সুধাংশু যথার্থ ॥

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল মধ্যমান ।
কে বলে গোকুলে নাই সতী ।
বিরাজেন ব্রজমণ্ডলে গোপনে এক গুণবতী ॥
চিনিতে কে পারে সে ধনী, চন্দ্রাবলীর শিরোমণি,
ভবাচন্দ্র-নিন্দিনী, অচিন্ত্য সেই রূপবতী ।
ছলে আয়ান সামাজিনী,
শ্রীমতী নাম ধরেন তিনি
ডেকে যারে রাধা বলে,
সেই ব্রজমোহনের পতি ॥

শ্রীমতী সতী বৃন্দাবনে, এই কথা বৈদ্য-বদনে,
শুনে জটিলে কুটিলে রেগে বলে ।
এত রমণী থাকতে ব্রজে,
সতী হল সে ব্রজের মাঝে,
যার কলঙ্ক ধরে না ধরাতলে ॥
গণন সকলি বৃথা, প্যারী যত পতিব্রতা,
এ জগতে আছে সে সব খ্যাতি ।
রচল যোগ গারবদ কৌশল তা করি বাদ,
তুমি বল নষ্ট সে কি হবে সতী ॥
উচিত বলিলে তাই কৃষ্ণ মরি কি গণনা সূক্ষ্ম,
ব্রজের মাঝে সতী চিনেছ ভাল ।
জগৎ ছেড়ে বললে জাঁক,
ইতু পূজাতে বাজল ঢাক,
আদা নেড়ে দুর্গোৎসব হ'ল ॥
শ্যামকে সাথে নিলে মনসা-মন্ত্রে দীক্ষে হলে,
যেমন, সাপকে রেখে চন্দ্ৰ মাক মারে ।
মালা জপ মা মনের মত কাকে বলিব কষ্ট যত,
কাক পুরেছ সুবর্ণ পিঞ্জরে ।
এ বিচার চুড়ান্ত বটে, আদর নাস্তি অশ্বত্থ-বটে,
জল দিতে চাও শিমূলের মূলে ।
মানিক মুক্তা স্বর্ণ হার তার প্রতি না ক'রে যত্ন,
পিতল পেয়ে শীতল হয়ে গেলে ॥
[illegible] কলো তে না,
[illegible] বিকায় টাকা তোলা
চিনি না চিনে মন মজেছে গুড়ে ।
বিধবা দ... ছেড়ে দিলে দূরে রেখে অট্টালিকে,
সার করেছ তালপত্রের কুঁড়ে ॥
সুরধনী শিয়রে রেখে তর্পণ কূপ-উদকে,
ছারে বাহিরে আঁচলে পিরে কার ।
গজ বাজী তো পথ না চলে,
আদর পেলে গামছা গলে
বৈদ্য তোমার বিদ্যা চমৎকার ॥
এ কর্ম্মে তুমি অযোগ্য গোপালকে কর আরোগ্য,
দেখলে চক্ষে না কারো প্রত্যয় ।
চলকুনি কি গাছড়া হলে,
গাছ গাছড়া তুলে দিলে,
এ রোগে হাত দেওয়া উচিত নয় ॥

তখন কুটিলে বলে দর্প করি, উত্তর না করেন হরি,
এখানে যশোদা কাতর হয়ে।
বলে, রাখ মা এই দায়, জন্মের মত যশোদায়,
শীঘ্র রাধা বারি আন্ গো গিয়ে॥
ব্রজের মাঝে তুমিই সতী, তুমিই লক্ষ্মী সরস্বতী,
ধরা পূর্ণ তোমার গৌরবে
তুমি জল না আনিলে রাই, জলধরে আমি হারাই,
সে কলঙ্ক তোমারই মা হবে॥
যশোদার এই স্তুতিবাণী, শুনে চিন্তামণি-রাণী
আপনি চিন্তেন মনে মনে।
কি বিপদ ঘটালেন হরি, কাঁপে অঙ্গ থরহরি,
উপায় অন্য না হেরি এক্ষণে॥
না গেলে যশোদার বেদন,
তাতে মনে পাই যে বেদন,
বিশেষ হরি অ ছেন অচৈতন্য।
গেলে পাছে লজ্জা পাই, ভরসা কৃষ্ণের কৃপাই,
ভেবে যুগল নেত্র বারিপূর্ণ॥
এক পদ করেন গমন, আবার মন করে কেমন,
আতঙ্কে শ্রীঅঙ্গ অবসান।
বলে, হে জগৎ মূলাধার, বুঝি মান গেল রাধার,
লজ্জা রক্ষা কর ভগবান।

রাগিণী সিন্ধু— তাল একতালা।

কোথা দয়াময়, দিনবন্ধু হরি,
দাসীর মান আজ রক্ষা কর।
কর লজ্জা নিবারণ, বিপদভঞ্জন,
একবার এসে তুমি করুণা বিতর॥
কাঁপে অঙ্গ থরহরি, ব্যঙ্গ করে হরি
বৈরিগণে, প্রাণে সহে না আর।
আমি শুনেছি মাধব, অনাথবান্ধব,
শমনদমন আসি সঙ্কটে উদ্ধার।
বারি আন্‌তে ছিদ্রঘটে, পাছে বিপদ ঘটে,
বিপদবারি এ বিপদ সংহার।
ওহে চিন্তামণি, তোমার চরণ বিনে,
আছে আর কি গতি,
লজ্জা দিলে জলে জীবন দিব জলধর॥

তখন,—
ছিদ্রকুম্ভ কক্ষে ল'য়ে ব্যাকুল শ্রীমতী মতি।
যশোদার বিনয়-বাক্যে করেন শীঘ্রগতি গতি॥
অন্তরে অনন্ত ভয় পদ না চঞ্চলে চলে।
আনিতে বারি নিয়ত বারি নয়নযুগলে গলে॥
বলে মান আজ রক্ষা কর এ বিপদ শ্রীহরি হরি
নিবেদন পদপল্লবে আমি তব কিঙ্করী কারি॥
করুণা ক'রে কত জনে রেখেছ বিপদে পদে।
অনাথের বন্ধু ব'লে তাই তোমায় আরাধে রাধে
মীনরূপেতে বেদোদ্ধার তুমি হে গুণাকর কর।
কূর্ম্ম অবতার তুমি আপনি ধরাধর ধর॥
হিরণ্যাক্ষ দৈত্য বধ বরাহ অবতারে তারে।
হিরণ্যকশিপু রিপু নৃসিংহ সমরে মরে॥
বামনরূপে বলীরে স্থান দিলে ধরাতলে তলে।
পরশুরাম সে তব শক্তি হত ক্ষেত্রদলে দলে॥
রামরূপে রাবণ-মুক্ত অনন্ত কৃপায় পায়।
বন্ধু বলরাম-দেহ গোকুলে কাল যায় যায়॥
ভাবযাৎ বৃত্তান্ত তুমি বর্ত্তমান দ্বাপরে পরে।
নীলাচলে করিবে লীলে যাতে জীব সংসারে তরে॥
তুমি হে পরাৎপর বস্তু কে জানে পরিচয় চয়।
কল্কিরূপে ক'রবে শেষে এ বিশ্ব প্রলয় লয়॥
গুণাতীত তোমার গুণ সদা পঞ্চাধরে ধরে।
অনন্ত মায়াতে মুগ্ধ অমর কিন্নরে নরে॥
নন্দদাসীর লজ্জা রক্ষা আসিয়ে কৃপাকর ক'র।
শ্রীচরণে দিলাম ভার একবার শ্রীধর ধ'র॥
য ভয় পেয়েছি মনে বান্ধব নীলকায় কায়।
যে জানি মহিমা অদ্য দাসী যদি স্থান পায় পায়
কি তব অসাধ্য সাধ্য ব'লতে আমি নারী নারি।
। ঘোর বিপদ-সাগরে দিলে চরণ-তরী তরি॥
লে সতী কাতরা অতি নামিলেন ব্যাকুলে কূলে
নরায় প্রার্থনা করেন দাঁড়ায়ে যমুনার জলে॥

রাগিণী ললিত—তাল কাওয়ালি।

রাখ, বিপদে শ্রীপদে হে মধুসূদন।
আমার কি আছে সম্বল, বল তব চরণ বিনে,
একবার জলমধ্যে এসে,
দেখা দাও হে জলদবরণ॥

জলে স্থলে অন্তরীক্ষে অন্তরে ক'র নিবাস,
জগতের প্রতি পদার্থে তব মহিমা প্রকাশ,
নহে অসম্ভব দাসীর পূরাইতে অভিলাষ,
সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বজীবের জীবন।
যদি বাঞ্ছা কর আজ রাখিতে দুঃখিনীর মান,
কৃপা করি কুম্ভে আসি হও হে ভবে অধিষ্ঠান,
অঘটন ঘটনা যত তোমাতে উদ্ভব হয়
এ সব তোমার খেলা এখন বুঝেছি হে বিশ্বময়,
একান্ত মানসে আমার আর কিছু বাসনা নয়,
লজ্জা রক্ষা ভিক্ষা আজি দাও তুমি ব্রজমোহন ॥

তখন, অভয় দিতে রাধিকায়, পূর্ণব্রহ্ম শ্যামরায়
ধারণ ক'রে মনোমোহন বেশ।
রাই যথা দাঁড়ায়ে জলে ভাসিছেন নয়ন-জলে,
জলমধ্যে করি জল প্রবেশ ॥
দেখা দিলেন ছায়ারূপে, বারিমধ্যে বিশ্বরূপে
হেরে শ্রীমতী উল্লাসিত মতি।
অনন্ত সুখ অন্তরে, অমনি মনের বেদন হরে,
মন সঁপিলেন মনোহরের প্রতি
সেই ত নূপুর শ্রীচরণে, সেই পীতধড়া পরণে,
চূড়া শোভে চূড়ান্ত মস্তকে
সেই বংশী করে ধরা, যাতে মুগ্ধ করে ধরা,
স্বরেতে অধৈর্য্য সুরলোকে।
জলমধ্যে ত্রিলোক-তিলক,
কপালে তাঁর শোভে তিলক,
সেই অপাঙ্গ ভঙ্গি চমৎকার।
দৃষ্টি ক'রে কিশোরীর, প্রেমে পুলকিত শরীর,
বাসে যেতে বাসনা নাই আর
হরিপদে প্রণাম করি, ঘটে পূর্ণ করি বারি,
হরি বোলে তুলিয়ে লন কক্ষে।
হরি হলেন অনুকূল, ছিদ্রে না পড়িল জল,
জয়ধ্বনি হইল ত্রৈলোক্যে।
বারি লয়ে আনন্দ-মনে, চলেন রাই গজগমনে,
রমণীগণে কহে পরস্পরে।
এতকাল ত না জানি লো, ভস্মে ঢাকা অগ্নি ছিল,
শ্রীমতী সতী গোকুলনগরে ॥
অসুখী বিপক্ষদলে, পরস্পর সকলে বলে,
রাই কি কিছু তন্ত্রমন্ত্র জানে।
কিম্বা মনে হয় সন্ধ, জ্যোৎস্নাতে নজরবন্ধ,
ক'রে বুঝি ছল ক'রে জল আনে ॥
কিম্বা এমন তন্ত্র গুণ, আছে জলে জলে আগুন,
ছিদ্র বন্ধ করা কি ছার কথা।
অমন ধরা শতবার, ক্ষমতা জল আনিবার,
থাকিলেও বলিনে পতিব্রতা ॥
এইরূপে কহিছে গর্ব্বে, এখানে সাধুলোক সর্ব্বে,
শ্রীমতীরে ধন্য ধন্য বলে
শুনে কহেন রাজকন্যে, কেন আজি কিসের জন্যে,
আমায় ধন্যা বল গো সকলে ॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল আড়া।

কেন আজ রাধারে ধন্যা বলগো তোমরা সকলে।
সেই ত ধন্য আমি ধন্য হলেম যাঁর করুণার বলে
ত্রিলোকে ধন্য যে হরি, ধন্য তাঁর চরণ-তরী,
যার কৃপায় পাতকী ধন্য, তরে ভবসিন্ধুজলে ॥
শুনেছ রাম অবতারে, চণ্ডালে যে ধন্য করে,
তার কি ধন্য ইথে,
যে জন সলিলে ভাসালে শীলে ॥

বারি আনিলেন রাধা সতী, হরি বদ্ধ শীঘ্রগতি,
যত্ন করে লইলেন করে।
সেই বারি সকল গাত্রে, সরোজ-নেত্রে নেত্রে,
করেন কিছু অর্পণ অধরে ॥
বারি স্পর্শ হ'তে অঙ্গে, অমনি যেন নিদ্রা ভঙ্গে,
চৈতন্য পাইলেন চিন্তামণি।
বৈদ্য হলেন অন্তর্দ্ধান কৃষ্ণ পেয়ে দিব্য জ্ঞান,
কেঁদে বলেন ননী দে জননী ॥
মা আমার পেয়েছে সুধা, রাণী শুনে বাক্যসুধা,
মগ্ন যেন আনন্দ-সাগরে।
বাছা পেয়ে মহানন্দ, শুভ দিন জানিয়ে নন্দ,
দানছলে ধন বিতরণ করে ॥
করিতে বিদায় বৈদ্যবরে, নন্দ বহু যত্ন করে,
কিন্তু দেখেন বৈদ্য নাই বাসে।
মনে মনে করেন তর্ক, সকলি দেবতার চক্র,
নৈলে অন্যে এ দুখ আর কে নাশে ॥
হেথায় যশোমতী হৃষ্টমতি,
ব'লে কোলে আয় শ্রীমতী,
তুমিই ধন্যা মান্যা ভূমণ্ডলে।

মা তুমি রাখিলে যশ, ত্রিলোকে হল পৌরুষ,
পতিব্রতা তুমিই গো গোকুলে ॥
তব গুণে পেলেম গোপালে,
ব'লে রাধায় ল'য়ে কোলে,
ক্ষীর ননী দেন আদরে অধরে।
জননী কোলে রাইকে হেরি,
কেঁদে ব্যাকুল হলেন হরি,
বালকে যেমন হিংসা প্রকাশ ক'রে ॥
তখন প্রবোধ করি প্রিয় বাক্য,
পরে রাণী দক্ষিণ কক্ষে
আদরে লইলেন কৃষ্ণধন।
বাম কোলে রাধা-রমণী, দক্ষিণেতে চিন্তামণি
কৌশলে যুগলে সাজালেন ॥

রাগিণী ললিত—তাল ঝাঁপতাল।

যশোদার যুগল কক্ষে যুগলরূপ শোভা করে।
বামে সৌদামিনী রাণী দক্ষে জলধরে ধরে ॥
রাণী বলে কিরূপ হেরি, কিরূপে বর্ণনা করি,
রাধাকৃষ্ণ রূপে তুলনা নাহি সংসারে।
কৌশলে জননীর কোলে হল শুভ সম্মিলন,
পৃষ্ঠভাগে দৃষ্ট ক'রে উভয়ে উভয়ের বদন,
ক্ষীরননী উভয়ে দিলেন উভয় অধরে।
কর এই প্রার্থনা পূর্ণ দ্বিজ ব্রজমোহন বলে,
মহানিদ্রে যবে যেন ভাগীরথী নির্মল জলে,
অন্তে রূপ হেরি মম বাসনা অন্তরে ॥

সমাপ্ত ॥

মানভঞ্জন।

শ্রবণে হয় কলুষান্ত, গেলে গোকুলবাস
একদিন গোষ্ঠে গমন করি
করেন সঙ্কেত বংশীনাদে, নিকুঞ্জে অদ্য নিশীথে
উভয়ে মিলন হবে প্যারী ॥
গিয়ে যমুনার জীবনে সেই কথা শুনি শ্রবণে
রাই ধনী হল সচকিতা মনে।
বৃন্দাদি সখী সংযোগে, সন্ধ্যাকালে নিশী-যোগে
উপনীতা হেলা কুঞ্জবনে ॥
আসিবেন পীতবাস, সেই আশায় বাসর-বাস,
বিধিমতে করেন সুসজ্জা।
এখানে গোধন লয়ে, সন্ধ্যাকালে নন্দালয়ে
পদব্রজে উদয় ব্রজরাজ ॥
পেয়ে কৃষ্ণ তুষ্টমতি, মহাহর্ষে যশোমতী,
দ্রুতগতি লইলেন কোলে।
আয়রে ও জীবন ধন, বলে করি সম্বোধন,
চাঁদবদন মুছান অঞ্চলে ॥
ক্ষীর সর ল'য়ে করে, আদরে যশোদা করে,
জলধরের অধরে অর্পণ।
স্নেহভাবে দেন জননী, নেচে নেচে খান ননী,
চিন্তামণি মুনিগণের ধন ॥
ননীর বাক্যসুধায় মা মা বলে যশোদায়,
ঘন ঘন কহেন ঘনরুচি,
আর সহে না অলক্ষ্য, ক্ষুধায় মরি গো মা, [illegible]
রাণী বলেন তাতে কি অরুচি ॥
যোগ যুগে আর ধন, যোগতত্ত্বে যোগায়ে মন,
যে ধনে না পান যোগিগণে।
যে বদনকমলে সদা, কমলা দান করেন সুধা,
বিরিঞ্চিবাঞ্ছিত যেই ধনে ॥
ধন্য রাণী যশোমতী, ভবে কিবে পুণ্যবতী,
পুত্রভাবে প্রাপ্ত হল তাঁয়।
যে ধন ভাগ্যে কেবা ধরে, ভক্তি বিনা সেই ঈশ্বরে,
সামান্য সাধনে ধরতে পায় ॥

রাগিণী সুরট—তাল একতালা।

ধরায় হেন ভাগ্য কেবা ধরে,
কে ধরতে পারে সেই জলধরে।
ভবে কিবে পুণ্যবতী, সে ধন যশোমতী,
বাঁধিলেন পুণ্যডোরে ॥

ভবাচন্তা হ'রে চিন্তা করে যায়,
অনন্ত যার অন্ত নাহি পায়,
পুত্রভাবে রাণী দিলেন ক্ষীর ননী,
অনন্ত অধরে ॥
যার অভয় পদ গুণের সম্পদ,
বিপদে যে পদে ঘটে নিরাপদ,
কি ছার ব্রহ্মপদ, জলধি গোষ্পদ
জ্ঞান হয় ভেবে ঐ পদ।
যে পদ স্মরণে হ'রে অনুপায়
চরমেতে দীন মোক্ষপদ পায়,
ভাবে যে চরণ এ ব্রজমোহন,
মানসে অন্তরে ॥

এরূপে নন্দরমণী, কোলে লয়ে চিন্তামণি,
করেন বাসনা পূর্ণ আশে।
হেথায়, তুষিতে রাধার মন, চঞ্চল রাধারমণ,
নিকুঞ্জ-গমন অভিলাষে ॥
গৃহজন নিদ্রিত হেরি, অমনি শয্যা পরিহরি,
গোপনে গোবিন্দ করেন গতি।
যাবেন বঁধু রাই-বাসরে, সখীর সঙ্কেত-স্বরে,
জ্ঞাত ছিল চন্দ্রাবলী সখী ॥
কৃষ্ণ যান রসময়, সম্মুখে হেন সময়,
চন্দ্রা আসি প্রণাম করে পদে
বলে আজি রজনীযোগে,
ওহে কান্ত কি উদ্যোগে,
আগমন কোথায় কি আমোদে ॥
গোপনভাবে গুণাকর, চলেছ যেন তস্কর,
ফাঁকি দিবে কি যাকে পেয়েছ আজি।
এই রজনী শ্রীনিবাস, বাস কর মম নিবাস,
হ'য়ে তরীর উপযুক্ত মাঝি ॥
আছে, বহুদিন আশা অন্তরে,
সেই আশা পুরাবার তরে,
এই পথে ঘটেছে আসা তব।
এস এস কমল-আঁখি, হৃদয়-কমলে রাখি,
করি প্রেম উৎসব কেশব ॥
শুন হে নন্দ-কানাই, আর কখন দেখি নাই,
করিতে এ পথে গতিবিধি।
যদি এসেছ ভুলে স্ব-পথ, তবে হে কর শপথ,
করিতে কৃপা কৃপার জলধি ॥
কেন অবসাদ সাধ, পুরাতে দাসীর সাধ,
সাধ করে এনেছে বিধি হরি।
পথ ভুলে দৈববিপাকে, এই পথে পড়েছ পাকে,
পাবে না যেতে পাকচক্র করি ॥
আর পাক দিবে হে কত আজকার নিশি থাকতে
চন্দ্রার নিকুঞ্জে হল থাকতে।
ওহে প্রিয় তুলসীর, অধঃ করো না তোল শির,
দাসীর অনুরোধ হ'ল রাখতে ॥
এস এস দানবারি, দিয়ে প্রেমভক্তিবারি,
করি তব পদ প্রক্ষালন।
হৃদিসিংহাসনে কৃষ্ণ, সুখে হও উপবিষ্ট,
ভক্তিভাবে পূজি শ্রীচরণ ॥
শুন হে নন্দনন্দন, করি শ্রদ্ধা সচন্দন,
মানস-কুসুমাঞ্জলি দিব।
বাসনা-তুলসী দলে, দিয়ে ঐ পদ অতুলে,
মনের বাসনা পুরাইব ॥
ওহে মুরলীমোহন করিতেছি আবাহন,
এই পুষ্প গ্রহণ কর অর্ঘ্য।
করো না নট নটবর, দেহ মনোভীষ্ট বর,
হর মনোবেদনা হরারাধ্য ॥

রাগিণী আলেয়া — তাল একতালা।

দয়াময় হও সদয়, এই বিনয় চরণে।
পুরাও এই বাসনা,
আরাধনের ধন বাঞ্ছা কল্পতরু,
নিশি বিহার কর আজি দাসীর কুঞ্জবনে।
রমণী হলো বাঞ্ছিতে, পারিবে না বঁধু বঞ্চিতে,
আজ নিশীতে, চাতকিনীর এই নিশিতে,
জীবন তৃপ্ত কর জীবনধর জীবন দানে।
যদি এসেছ পথ ভুলে, আপনি দেখা দিলে,
নিদয় হবে বঁধু আর কেমনে,
চরণ পূজি আজ তুলসী-চন্দনে,
জীবন ধন্য করি,—
একবার এস ব'স আমার হৃদয়-সিংহাসনে ॥

শুনে কন কমলাপতি শুন চন্দ্রাবলী বলি।
নিশীতে করিব আসি তব সহ কেলি কালি॥
ধর লো ধৈর্য্য হও অদ্য ক্ষমা কর কর।
চঞ্চল হয়েছে চিত্ত দেহ অবসর সর॥
এ রজনী আছি ঋণী ধারি হে রাধার ধার।
যাইতে দিও না বাধা করি বারণ বার বার॥
বাসনা রাধার কুঞ্জে এ নিশি বঞ্চিতে চিতে।
কেমনে পারি তব ভার অদ্য যামিনীতে নিতে॥
আছেন মম আশা করি সে রাই রমণী মণি।
সঙ্কেত যমুনা-কূলে শুনে বংশীধ্বনি ধনী॥
শুনে চন্দ্রাবলী বলে শুনহে শ্রীপতি পতি।
দয়াময় কর হে দাসীর ঘুচায়ে দুর্গতি গতি॥
বঞ্চনা করিয়া বঁধু রমণী মন্দিরে যাবে
তবে দাসী কেমনে স্থান শ্রীপদপল্লবে লবে॥
পারিবে না ভুলাতে ছলে হে রাধারমণ মন।
বুঝা যাবে আজি কেমন সুজন জন॥
কালি গিয়ে রাধার কুঞ্জে কর শ্রীনিবাস বাস।
কর আজি দাসীর বাসে ত্যজিয়ে নৈরাশ রাশ॥
কৃপাময় বলে তোমায় জগতে জীবগণে গণে।
করিব হে বিশ্বপতি বিশ্বাস কেমনে মনে॥
যদি আজি আমারে কৃপা ওহে কৃপা কর কর।
তবে জানি কৃপাসিন্ধু গুণের সরোবর বর॥
অসীমা মহিমা কভু হবে না বিস্মৃতি মতি।
যেথনা কলঙ্ক নামে করিবে মিনতি নতি॥
হও যদি পতিত প্রিয় সহিত বিহরি হরি।
ক'র না হয় চান্দ্রায়ণ তবে স্থান দিবেন প্যারী॥
হবে না বঁধু যেতে রহিত ছলে আজি।
বলে ছুটো রসের কথা রাইকে না হয় কর রাজি।
মহারত্ন পেলে করে দরিদ্র কি ত্যাগ করে।
ক্ষুধার কালে সুধা পেলে বল কে ত্যজিতে পারে।
তুমি হে জগৎপতি আমি জগৎ ছাড়া নই।
বাসে চল কেন চঞ্চল এ দাসীর বাসনা ঐ॥

রাগিণী সুরট—তাল কাওয়ালি।

রমণীর মন আর কি পার ভুলাতে।
কর না চাতুরী, কপটতা পরিহরি,
শ্যাম দেহ কান্ত পদকমলেতে॥
পাবে না যাইতে ওহে প্রাণাধিক পীতবাস,
কর বাস এ দাসীর বাসেতে।
ক'রে নিশিবাস অভিলাষ, ধরেছি বাস করেতে,
আমি শুনেছি শ্রীধর, দয়াময় নাম ধর,
তব অনন্ত মহিমা, পারে অন্ত কে জানিতে,
কেন হেন কর রঙ্ক, সাধে সাধে সকলঙ্ক,
নিদয় হয়ে অকলঙ্ক নামেতে।
কর উদয় আসি কালশশী হৃদয়-আকাশেতে॥

শুনে, চন্দ্রাবলীর ভক্তিবাণী বদ্ধ হন চক্রপাণি,
বাস করে বাসনা পূরাণ বাসে।
কোলে লয়ে কালবরণ, সেই নিশিকাল হরণ,
করেন ধনী মনের উল্লাসে॥
এখানে জগবন্দিনী, রাধিকা রাজনন্দিনী,
করেন কুঞ্জে নিশি জাগরণ।
যত শশী অস্ত যায়, বঁধুর আশা অস্ত যায়,
চঞ্চলা রাই চঞ্চলা যেমন॥
কখন হয়ে কুণ্ঠিতা, ধরণীতলে লুণ্ঠিতা,
শয্যাতে অধৈর্য্যা কভু ধনী।
কভু করেন দ্বার দৃষ্ট, ঐ এলেন সে প্রাণ কৃষ্ণ,
শত যুগ পলকে অনুমানি॥
হ'লে তরু পল্লব-পতিত, এসেছেন প্রাণপতি ত,
ব্যথিত অন্তরে কন ত্বরা।
পদশব্দ দিলে পশু, বলে—বঁধু এলেন আশু,
অগ্রগামী আন্‌গো সখী তোরা॥
এরূপে চৈতন্যশূন্য, ক্রমে শরীর অবসন্ন,
বিরহ বিরহ আর কি রয়।
দুরন্ত বসন্তকাল, কান্ত বিনে অন্ত কাল,
তাহে রতিকান্ত শান্ত নয়॥
কেঁদে বলেন ওগো বৃন্দে, শীঘ্র এনে দে গোবিন্দে
নৈলে ঘটে প্যারীর প্রাণান্ত।
কোথা গো সখী সুচিত্রে, সন্ধান কর সুচিত্তে,
কোন পথের পথিক মম কান্ত॥
সহচরী কে বিশখা, আন্ গো ত্বরা প্রাণসখা,
নৈলে জীবন রাখা হৈল দায়।
ব'সে নহে রঙ্গ করা, অঙ্গদেবী যা'লো ত্বরা,
অঙ্গনে অনঙ্গে অঙ্গ যায়॥

বলিতে কথা লাজ পায়, ভুলিতে নাহি উপায়,
বলিতে জ্বলিতে আর নারি।
করিতে সুখ সূচনা, আনিতে যা'লো সুলোচনা
সাজাও লোচনে ত্বরা করি॥
রাইকে কি প্রাণে মজাবি, শ্যামা কি সত্বরে যাবি
শ্যামের আমার অন্বেষণ করতে।
বাস-সজ্জা লজ্জা পায়, কর সুদেবী সদুপায়
প্যারী আর পারে না ধৈর্য্য ধরতে॥
আসিবে বলে প্রিয়জন, যে যে দ্রব্য প্রয়োজন
আয়োজন করেছি যথাসাধ্য।
সে বঁধু নহে সজ্জন, দিলেম আশা বিসর্জ্জন
আর কেন কুজনের এত বাধ্য॥

রাগিণী আলিয়া—তাল একতালা।

বৃথা জীবন ধরি সহচরী নিশি যায় বিফলে
এল কৈ সে কান্ত সই, একান্ত যুড়ায় প্রাণ,
প্রাণান্ত হ'লে॥
বল রই কি আশায়,
দহে আমায় বিচ্ছেদ-অনলে।
যার রাগেতে অনুরাগী, গোকুলে হই কুলত্যাগী
কুলে এলাম হয়ে কলঙ্কভাগী
পাব কূল কি বল, দুকূল গেল,
কাণ্ডারী কৈ কূলে।
যার লাগি কলঙ্কী হ'লেম,
যার করেতে কুল দিলেম,
সেই আমারে ভাসায় অকূলে;
হৃদয়পিঞ্জরে রাখি, সুখে কৃষ্ণ-শুক-পাখী,
সে পাখী আজ দিলে গো ফাঁকি,
যাবে আর কি ধরা, বন্ধন করা,
প্রেমরূপ শৃঙ্খলে॥

তখন,—

নিতান্ত অশান্ত মতি, শ্রীকান্ত বিনে শ্রীমতী,
ক্রমে করেন নিশাপতি, গতি অস্তাচলে।
নিরখি রাই নিশী অন্ত, অন্তরে দুঃখ অনন্ত,
অনন্ত-পূজিত কান্ত, কোথা রইল ব'লে॥

বঁধু কর্ত্তৃক অপমান, প্রাপ্তা হয়ে ম্রিয়মাণ,
প্রভাতে করেন মান, মানময়ী রাধিকে।
বিচ্ছেদে হৃদি বিদীর্ণ, করেন বেশ ছিন্নভিন্ন,
অভিমানে পরিপূর্ণ, কৃষ্ণপ্রাণাধিকে॥
প্রিয় বঁধুর প্রেমালাপ, সকলি হ'ল প্রলাপ,
অন্তরে করি বিলাপ, বৃন্দেরে কন বাণী।
ওগো দূতী শ্যামের আসা, নিতান্ত হ'ল নিরাশা,
প্রভাতকালে সে প্রত্যাশা, ত্যজিলেম আপনি॥
সে পেরে কার গোপন, যাহারে ভাবি আপন,
প্রাণপণেতে আলাপন, সদা বাঞ্ছা করি।
দেখ বঁধুর একি পণ, এককালে হ'ল কৃপণ,
বৃথা করি কালযাপন, জাগিয়ে সর্ব্বরী॥
শুনে যার মোহন বাঁশী মনেতে হ'য়ে উদাসী,
এই নিশীথে বনে আসি, গৃহ পরিহরি।
সাজাই বাস হয়ে বিব্রত, কৈ মলিনীর মধুব্রত,
তবে আজি প্রেমের ব্রত, উদ্‌যাপন করি॥
হ'ল এই অবধারণ, করিব দুঃখ সম্বরণ,
হেরিব না আর শ্যামবরণ, ওগো সই একান্তে।
কর কথা অনুধাবন, জীবনে দিব জীবন,
কৃষ্ণকথা আর শ্রবণ, করিব না প্রাণান্তে॥
এইরূপে রাই রমণী, ফণী যেন হারায়ে মণি,
এখানেতে চিন্তামণি, হয়ে ব্যস্ত আত।
চন্দ্রাবলীর মন তুষে, চলেন কুঞ্জে প্রত্যুষে,
পথমধ্যে রাখালবেশে, দেখে বৃন্দে দূতী॥

বলে,—

আ মরে যাই একি হেরি, কোথায় গমন কর হরি,
কাল নিশী কোথা বিহরি, পূরালে কার আশা।
পদ টলে পড়ছে ভূমে, উঠে এসেছ কাঁচা ঘুমে,
এ পথে আসি দৈবক্রমে, কি নিমিত্তে আসা॥
জানিনে আমরা এক বর্ণ, কৃষ্ণ তোমার কৃষ্ণবর্ণ,
কেন অধিক কৃষ্ণবর্ণ ছিন্নভিন্ন বেশ।
প্রণতি তব চরণে, যাচ্ছ কি হে গোচারণে,
জ্ঞান হ'তেছে আচরণে, দেশে ঘটেছে দ্বেষ॥
এলিয়ে গেছে পীতধড়া, ওহে শ্যাম ভুবনের চূড়া,
ভাঙ্গিলে কেবা মোহন চূড়া, পার কি তার চিনতে।
রাধার প্রণয় করি বাদ, কালি এল নাই কালাচাঁদ,
প্রাতঃকালে পরিবাদ, কেন এলে কিনতে॥

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল মধ্যমান।

কালি কোথা বঞ্চিলে রজনী।
এসেছ হে দীননাথ সঙ্গে লয়ে দিনমণি ॥
রাধারে দুঃখে ভাসালে, সাধ ক'রে শত্রু হাসালে
বল বঁধু হয়েছিলে, কোন্ রমণীর শিরোমণি।
প্রেম-সুধা কোথা বর্ষিলে,
কোন ধনীর ক্ষুধা নাশিলে,
কারে বা ভালবাসিলে, করিলে শ্যাম-সোহাগিনী ॥

শুনিয়ে দূতীর বাক্য ক'ন কমলাপতি।
হয়েছি বটে অপরাধী সখি গো সম্প্রতি ॥
ছিলাম সখী গতনিশী গৃহে নিদ্রাগত
না হইল নিদ্রাভঙ্গ ব্যঙ্গ অসঙ্গত ॥
যত্ন ক'রে যোগেযাগে নিত্য যোগাই মন।
দৈবযোগে এক দিন ঘটে নাই গমন ॥
তাইতে এত অনুযোগ করা উচিত নয়।
সবে মিলি যোগ করেছ বুঝেছি নিশ্চয় ॥
শুনিয়ে গোবিন্দে বৃন্দে নিন্দে করে ব'লে।
ভুঁটুবে কে তে মারে কৃষ্ণ কথা'র কৌশলে ॥
দরবারেতে দোষী হ'লে উচিত দণ্ড পায়।
দোষী হ'য়ে কব তুমি বন্দ পুনরায় ॥
চোর হয়ে হইবে সাধু সাধ করেছ মনে।
ধরেছি আজি হাতে হাতে বাঁধিবে কেমনে ॥
তুমি যত ভেদ তাত বুঝেছি ভাব দেখে।
সখা কি আর রাখতে পার শাক দিয়ে মাছ ঢেকে
রাই রমণীর শিরোমণি ত্যজে সেই মণি।
কোন্ কাচে কালি মজেছিলে ওহে গুণমণি ॥
ছি ছি হে জলদরুচি কোন রুচি তব।
সরোজে না গরজ ক'রে শিমুলে উৎসব ॥
তব আসার দাসী হয়ে জাগিয়ে সর্ব্বরী।
প্রভাতে নিরাশা হয়ে মান করেছেন প্যারী ॥
হ'ল অঙ্গ অবসন্ন ছিন্নভিন্ন বেশ।
তোমাকে বারণ কুঞ্জে করিতে প্রবেশ ॥
যে আগুন জ্বেলেছ কেন এসেছ প্রভাতে।
পারিবে না হে নীরদাঙ্গ হারিবে তা নিভাতে ॥
যেও না হে ধৈর্য্য হও যত্নে ধরি কর।
করেছ দুষ্ক্রিয়া দুঃখ পাইবে দুষ্কর ॥

মানে মানে থাকলে তবে মান বজায় র'বে।
মানিনীর নিকটে গেলে এককালে মান যাবে ॥
যে মান করেছেন রাই হ'য়ে অপমান।
অনুমানে আমরা মানে কি দিব প্রমাণ ॥

রাগিণী ললিত—তাল কাওয়ালি।

এ নয় হে যে সামান্য মান।
যেও না যেও না তব রবে না রবে না মান ॥
করি নিবারণ কালবরণ একান্ত,
হইবে প্রাণান্ত আজি করিতে মানান্ত,
এখন এস হে নাথ ব'স হয়ে ক্ষান্ত,
আমরা মনে অনুমানি বিমানে উঠেছে মান।
ছিল বল কমল-আঁখি কমলিনীর কত মান,
ভেবে দেখ গত নিশী করেছ কি হতমান,
হারাইয়ে সে ধন না অভিমানী হয়ে রাই,
রাখিতে কুল-মান ধনী মানেতে মজেছেন তাই,
সে মান সম্ভব পাবে অপমান হে কানাই,
মানো এ দাসীর বাক্য থাক থাক রাখ মান ॥

শুনিয়ে বাক্য দূতীর, কমলাক্ষ শ্রীপতির,
অমনি করিছে ছলছল।
সখী রে কর উপায়, না হয় ধ'রে রাধার পায়,
মানান্ত করিব চল চল ॥
বিধাতা আমারে বক্র, তোমরা ক'রে পাকচক্র,
বিপাকে ফেলেছ ওলো ধনী।
পাইতে পাকে পরিত্রাণ, পায়-ধরা করি বিধান,
যদি মান ত্যজেন কমলিনী ॥
শুনে, ললিতে কয় ছি কি বল,
কৃষ্ণ হে তুমি কেবল,
কথায় কথায় শিখেছ পায়-ধরা।
ধৈর্য্য হও হে কানাই, পায় ধরিতে লজ্জা নাই,
কি অপার্য্যে হীন কার্য্য করা ॥
তব মহিমা অপার, কখন কান্দিতে পার,
সেই কাঁদাতে জগৎ কাঁদে হরি।
কখন হাসাও বিশ্ব, হয়ে তোমার প্রিয় শিষ্য,
না পান অন্ত ক্ষান্ত ত্রিপুরারি ॥

পড়ে জীব ঘোর বিপদে, ধর্‌তে চায় তব পদে,
ক্রমে ঘটে পদবৃদ্ধি তার।
হয় বিপদে নিরাপদ, অতুল্য কৈবল্য পদ,
মোক্ষপদ পদেতে তোমার ॥
আর পদ থাকিবে কত, আপনি কর পদচ্যুত,
পদে পদে ধর্‌তে চাও পদে।
শুন শুন ব্রজরাজ, ব্রজের মাঝে পাবে লাজ,
এ কাজ ক'র না সাধে সাধে ॥
শুনে কথা হাসবে সবা, বলবে নারীর পায়ে-ধরা,
মেয়েগুলো আরো উঠবে নেচে।
আহ্লাদে হবে আটখানা,
মানিতে কেউ পারবে না,
গরব করিবে সদা স্বামীর কাছে ॥
নারী চরিত্র চমৎকার, অঙ্গে অঙ্গে অহঙ্কার,
[illegible] টী থাকুলে [illegible] পায়।
তাইতে সদা মন উথোলা,
[illegible]
ফেটে মর্‌বে ধর্‌লে আবার পায় ॥
দেখ বঁধু কোন ললনা, [illegible]
হস্তে দিয়ে কত ঠাট [illegible]।
মনে [illegible] আর
নাই বুঝি এই জগত সংসারে ॥
এ কর্ম কভু ক'র না, [illegible]
অপমানের সীমা নাই [illegible]।
শুনে কৃষ্ণ কন উক্তি, [illegible] যুক্তি,
কিন্তু, পদ-বিশেষে ধর্‌লে পদ থাকে ॥
সবে কি সমান শক্তি পায়, ধরে কোন [illegible] পায়
কত ব্যক্তি [illegible]পথ পেলে।
বিচার করে পদে ধর্‌লে, পদ বুঝে সাধন করলে,
তার বিপদ থাকে না ভূতলে ॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল একতালা।
তোমরা জান না সখি,
ধ'রে নারীর পায় আমার মান কি যাবে।
তায় কি পদ হান, থাকুলে পদের গুণ,
হব ধন্য মহামান্য ভবে ॥
নারীর পদ ব'লে তা কি পদ যায়,
শ্রেষ্ঠ পদে সদা শ্রেষ্ঠ পদ পায়,
ক'রে অধিকার হেন পুণ্য কার,
শ্রীরাধার শ্রীপদপল্লবে।
ক'রে নারীর পদ হৃদয়ে ধারণ,
কি অতুল্য পদ পেলেন পঞ্চানন,
সদা মত্ত চিত্ত, শিবের সে ধন নিত্য,
ব্রজমোহন তার কি তত্ত্ব পাবে ॥

শুনে, [illegible] ব'লে বলিতে যাই,
[illegible] আজ্ঞা পাই,
তবে কুঞ্জে যেতে পাবে হরি
নইলে ওহে লম্পট, করতে হবে চম্পট,
স্বস্থানে প্রস্থান পরিহরি ॥
রাই যেমন কেঁদেছেন কা'ল,
[illegible] কা'ল,
বনমালী তবে দূরে যায়
তব জন্য সদা অলি, দ'য়েছি কুলে জলাঞ্জলি,
কিন্তু তোমার অন্ত পাওয়া দায় ॥
তখন, [illegible] ব'লে,
কাজ নাই [illegible],
[illegible] কালি।
[illegible] তব প্রিয়জন,
[illegible] সকাল ॥
কার বাসে [illegible], এখানেতে কুল-হার,
[illegible] চন্দন কি হবে নষ্ট।
[illegible] পড়ে লজ্জা পায়,
[illegible] হয়েছে শ্রীভ্রষ্ট ॥
হেলায় খাসা মোণ্ডা ফেলে,
কি ভোজনে ঠ[illegible]লে,
মোণ্ডা সোনার 'মনড' নাহি চায়।
ছিছি বঁধু কি প্রবৃত্তি, করে এলে ক্ষুন্নিবৃত্তি,
কোন রমণীর বাসে বাড়'সায় ॥
নহে মিছে রস করা এখানে ছিল রসকরা,
শর্করা সর্বতে পূর্ণ বাটী।
বুঝতে নার মনের কথা,
নারী-কোন পেলে [illegible],
জানে নারী-কোন পরিপাটী ॥
হলো কার দত্ত মান, এখানে পড়ে বর্তমান,
বর্তমান রয়েছে দেখ সব।

নষ্ট হ'ল স্বতপক, উভয়ের সম্পর্ক,
পরিপন্ন না দেখে কেশব ॥
শুন হে বাক্য সখীর, এখানে খেলে না ক্ষীর,
দুগ্ধ দেখে দগ্ধ হয় কায়।
না পেয়ে গোকুলেশ্বর, যে ছিল নবনী-সর,
অবসর করেছি আমরা তায় ॥
মনোদুঃখ মনে নিবারি, কর্পূরাক্ত ছিল বারি,
এই দণ্ড ফেলেছি তায় কোপে।
প্রণয়ের অনুপান, বাটায় সাজা ছিল পান,
তার সাজা হয়েছে রবি-তাপে ॥
লাজের কথা কব কারে, তব বিচ্ছেদ-বিকারে,
জীবনান্ত হয় বুঝি শ্রীমতী
শুন শুন নারায়ণ, খাটিবে না তায় রসায়ন,
নাড়ীতে বাতিক বৃদ্ধি অতি ॥
কার' বাক্যে দেন না সায়, শুষ্ককণ্ঠ পিপাসায়,
অন্তরে ক্রুর শ্লেষ্মা আছে।
ঘন ঘন মূর্চ্ছামোহ, হে ত্রিভঙ্গ অঙ্গদাহ,
আকৃতির বিকৃতি ঘটিতেছে ॥
এ জ্বালায় বিমুক্তি পেতে ধরায় মানপদ পেতে
তদুপরে অধীরা আছেন রাই।
হে গোবিন্দ গুণনিধি, ক'রে যে ঔষধ বিধি,
যায় ব্যাধি এক্ষণে কর তাই ॥
শুন ওহে ব্রজরাজ, খাটিবে না মকরধ্বজ,
জ্বালায় মকরধ্বজ তারে
খাটিবে না হে রসসিন্ধু এ রে গেছে রসাসিন্ধু,
নৃসিংহ-রসেতে কিবা করে।
তাতে রোগ হবে না মুক্ত, যে ঔষধে বিষভুক্ত
এক বিষে জ্বলেন সদা প্যারী।
যদি হে লবে পৌরুষ, দেও তাকে বিরস রস,
চিন্তামণি-রস ত্বরা করি ॥

— —

রাগিণী ললিত—তাল ঝাঁপতাল।
ঘটেছে আজি যে বিকার,
তার কি প্রতিকার আছে।
পেলে চিন্তামণি-রস, রাই যদি জীবনে বাঁচে ॥
ক'র না কমলাকান্ত বিষদান-বিধান তাহে,—
তব বিরহ-বিষে সদা কিশোরীর শরীর দহে,
পূর্ণ বিষ সংযোগ হলে প্রাণ যায় পাছে ॥

হ'ল তোমা হ'তে ব্যাধি উৎপত্তি,
জীবনান্ত হলে সতী,
তুমি হে পাতকী তার, এতো নয় মিছে।
পার যদি এ রোগে মুক্ত করিতে বঁধু নিশ্চিত,
জানি হে কৃপানিদান নিদানে তুমি পণ্ডিত,
তবে জীবের নিদানের ভাবনা যায় ঘুচে ॥

——

তখন, সুচিত্রার ব্যঙ্গবচনে, পদ্মলোচনের লোচনে,
বারিধারা বহিছে অবিশ্রান্ত।
বলেন সখি নাহি সয়, বটে আমি এ বিষয়,
অপরাধী হয়েছি নিতান্ত ॥
করেছি দোষ স্বীকার, ঘুচাও এই অন্ধকার,
শুনে সব সঙ্গিনীরা চলে।
যথায় শ্রীরাধিকে, মানে আছেন শ্রীরাধিকে,
বৃন্দাদি মিনতি করি ব'লে ॥
শুন শ্যাম-সোহাগিনী, হও না আর বিবাদিনী,
চিন্তামণি দ্বারে উপনীত।
কেঁদে হ'লেন চঞ্চল, তুমি যদি আনতে বল,
তবে অ মরা আনি ত্বরান্বিত ॥
শুনে রাধার কম্পে কায়,
বলেন তোমরা গোপিকায়,
কুঞ্জের বাহির কর তাঁরে।
প্রজ্বলিত মনাগ্নিতে, কেন আর আহুতি দিতে,
প্রভাতে এসেছেন ছল ক'রে ॥
পেয়েছি মনে যে বেদন, হেরিব না আর সে বদন,
কালতে সই বিতৃষ্ণা জন্মিল।
লাগে যেন কালের স্বর, কাল' কোকিলের স্বর,
কাল ভৃঙ্গে ভক্তি চটে গেল ॥
পরিব না কাল কাজলে, যমুনার কাল জলে,
কোনকালে যাব না আর সখি।
মুড়াইব কাল কেশ, ত্যজ কাল বাসের বেশ,
কাল কমলে কার্য্য নাহি দেখি ॥
অন্তরে যে আছে কাল, ঘুচায়ে করিব আল,
কালার বচ্ছেদ-অগ্নি জ্বেলে।
নতুবা দিব সাজা লো, শ্যামা সখি শীঘ্র আলো,
শ্যাম গিয়েছেন যে পথেতে চলে ॥
হেরিব না সে কাল-বর্ণে, কেন নায় তমালি কর্ণে,
তাঁর সনে প্রেম নাহি প্রয়োজন।

মনের দুখ মনে জাগে, না জেনে চরিত্র আগে,
মন দিয়ে হয়েছি জ্বালাতন ॥
যে জন হ'য়ে গোরাখা'ল,গোষ্ঠেমাঠে কা'টে কাল,
বিশেষ একটী চোরের চূড়ামণি।
সৎকর্ম্ম কিবা জানে, কুলবতীর কুল-মজানে,
নিতান্ত নির্ল্লজ্জের মধ্যে গণি ॥
সে ত সই বিষম ভণ্ড, ননী খায় ভাঙ্গিয়া ভাণ্ড
গোকুলেতে করে গণ্ডগোল।
যমুনার কূলে বিহরে, কুলবতীর বসন হরে,
মন হরে শুনায়ে বাঁশীর বোল ॥
বালককালে দিল নন্দ, গোচারণে ও গোবিন্দ,
কোন কালে বা লেখা-পড়া শিখেছে
নাই, ভদ্রস্থানে বস-বাড়া,
আনা-গোনা গোয়ালা-পাড়া,
গরু চরাতে ভালরূপে পেকেছে ॥
পর্ব্ব উক্তর জ্ঞান নাস্তি, নহে কেন এত শাস্তি,
তাঁর প্রেমে মজিয়ে অ মার হ'বে।
হ'ল সখী যা হবার, কাজ নাই পিরীতে আর,
শ্যাম দিয়ে পর ছাড়িলে বাঁচি তবে ॥
তোরা গিয়া কর বারণ, যেন সে কালবরণ,
না আসেন কুঞ্জের ভিতরে।
কাজ কি থেকে দ্বারদেশে, পদে প্রণাম উদ্দেশে
এখন গিয়ে বাস করুন অন্তরে ॥

রাগিণী ঝিঁঝিট তাল একতাল।

জ্বালা কত সই লো সই,কালার পিরীতে মজে
যে জন লম্পট শঠের শিরোমণি,
ছিছি রমণীর তার সনে প্রেম কি সাজে ॥
মন দিয়েছি আগে আপন ভেবে যায়,
সে আলাপন এখন হ'ল স্বপন প্রায়,
নাই উপায় আছে আর কি প্রয়োজন,
জুড়াব জীবন এ পাপ জীবন আমি জীবনে ত্যজে
ওগো বৃন্দে সে গোবিন্দে গিয়ে ব'ল
অসার আশা আর ত হ'বে না সফল,
কর্ম্মফল, কৃষ্ণ প্রেমের অন্ত হ'ল,
কেবল নাম রহিল,
কৃষ্ণ-কলঙ্কিনী জগতের মাঝে ॥

শুনে,বৃন্দে গিয়ে দ্রুতগতি,ব'লে হে অগতির গতি,
কর গতি শীঘ্রগতি, গতিক ভাল নয়।
করেছি কত বিনয়, সে মান ভাঙ্গিবার নয়,
ভাঙ্গিল এ রস প্রণয়, এমনি জ্ঞান হয় ॥
অতএব বলি শ্রীগরি, সেই স্থানে কর শ্রীহরি,
কালি নিশি যথা বিহরি, পুরাইলে আশা।
পড়েছ যে যে সঙ্কটে দু'দিক্ পাছে বিগড়ে উঠে,
না গেলে তা'র যদি ঘটে, রাধার মত দশা ॥
ভাল নয় যাত্রার ফল, দুই আশা হ'লে বিফল,
হন্দ পাবে প্রতিফল, ফলের কথা কই।
আজি প্যারী সুধাকরে, মান-রাহুতে গ্রাস করে,
মুক্তি না হইলে পরে, মুক্তি পাও কই ॥
শুন ওহে মনোমোহন, ঘটিয়াছে যে গ্রহণ,
স্থিতি আছে কত ক্ষণ, নিরূপণ নাস্তি ;
শুনে নেত্র ছলছল, হরিল হরির বল,
বলেন দূতী চল চল সহে না আর শাস্তি ॥
তখন, সঙ্গে লয়ে পরাৎপরে,সঙ্গিনীরে পরস্পরে,
উপনীত হেল পরে, যথায় কমলিনী।
দেখেন সবে রাধিকায়, ধুলাতে ধূসর কায়,
পড়ে আছেন মৃত্তিকায়, যেন পাগলিনী ॥
তখন, করি কৃষ্ণ যোড়কর,বলেন রাধা ক্ষমা কর,
করেছি দোষ দুষ্কর, তেমনি পেলেম দণ্ড।
হাকিম হ'লে দরবারে, হাকিমে কোপ নিবারে,
দিও না আর বারে বারে, যাতনা প্রচণ্ড ॥
কে আপন তোমা বই,তোমার বোঝা শিরে বই,
চরণেতে শরণ লই, কৃপা দৃষ্টি কর।
যত সাধেন ভগবান্, মানাগ্নি নহে নির্ব্বাণ,
ক্রোধে বাড়ে অভিমান, কম্পে কলেবর ॥
পড়ে ঘোর অমঙ্গলে, বারি-ধারা আঁখিযুগলে,
পীতবস্ত্র দিয়ে গলে, পীতবসন হরি।
ধরেন গিয়ে রাধার পায়, বলে রাই কর উপায়,
আর সহে না অনুপায়, বিরহেতে মরি ॥
মান ত্যজ শ্রীমতী রাধে, মুক্ত হই অপরাধে,
এই আমি ধরেছি পদে, বিপদে তারিতে।
যত বার ক'রে মিনতি, সাধিলেন জগৎপতি,
মানভরে ততু শ্রীমতী রহেন বিমুখেতে ॥
দেখে সব সখীগণে, মনেতে সঙ্কট গণে,
স্তুতি-মিনতি বচনে, বলে রাই কি কর।

দেখ তব মানের দায়, সে যেন হরি ধরে পায়,
অপমান কি শোভা পায়, কৃপা-নেত্রে হের ॥

রাগিণী বেহাগ—তাল ঝাঁপতাল।

করুণা নয়নে একবার হের গো রাধে।
কর মান বিরহ-সাধে কেন রও বিষাদে ॥
দিতে সদা বাঞ্ছিত চন্দন তুলসী যার পদকমলে,
সেই অখিলপতি পতিত তোর পদে ॥
তুমি ধন্য সতী ভবে কিবা পুণ্যবতী,
জীবের পতি সম্পদে, মজে আজি এ অভিমানে,
মান বেড়েছে শতগুণে, কমলিনী গো,
সেই তোরে আরাধে যারে গোপিগণে আরাধে ॥

তখন, ভাঙ্গিতে মান চরণে ধরে সাধেন চিন্তামণি
ততই ঘটে মানবৃদ্ধি রাই হন মানিনী ॥
দেখে রাধার ব্যবহার হ'য়ে হতমান।
বৈমুখ বৈকুণ্ঠপতির বৈরাগ্য-বিধান ॥
বলেন রাই কার্য্য নাই সুখে থাকুক মান।
অদ্য প্রেমে প্রণাম করি করি হে প্রস্থান ॥
অরণ্য-রোদনে বৃথা নাহি ফলোদয়।
তব প্রেম-চিহ্ন ত্যাজ্য করি সমুদয় ॥
চূড়ায় ছিল শিখিপুচ্ছ রাধা নাম লেখা।
হ'ল প্রেম বিসর্জ্জন প্রয়োজন কি রাখা ॥
বাঁশরীতে সতত কিশোরী-গুণ গাই।
অদ্যাবধি হ'ল ত্যাজ্য আর কার্য্য নাই ॥
এত বলি মনোদুঃখে শ্রীমধুসূদন।
কুঞ্জের বাহিরে আসি করেন রোদন ॥
কিরূপেতে যায় মান করেন অনুমান।
ভেবে চিন্ত ভূতলে পতিত ভগবান্ ॥
হেথায়, প্যারীকে লাঞ্ছনা করে যত সহচরী।
ছি ছি কি কুকার্য্য তুমি করিলে কিশোরী ॥
ভাঙ্গিতে মান সাধের ধন সাধলেন ধরে পায়।
এর বাড়া কি আছে বল অপমান গো তাঁয় ॥
তাতে তোমার মান গেল না ও মানিনী রাই।
মান বাড়াতে দেওগে এখন মানের গোড়ায় ছাই
যার মানেতে তোমার মান জগজনে মানে।
মান করে ত্যজিলে তারে রবে কি সম্মানে ॥

ত্রিভুবনের মান্য যে জন তায় ঠেলিলে পদে।
মানে মানে মানকে কহে ধুয়ে খাওগে রাধে ॥
মানীর সঙ্গে মান গিয়েছে তোমায় কেবা মানবে
এখন আছ মানের তেজে মান গেলে তা জানবে
বাপরে বাপ এমন মেয়ে ত্রিভুবনে নাইলো।
এই বয়েসে পেকে গেলি মনে ভাবি তাই লো ॥
পায় ধরে কাঁদালি কৃষ্ণে করলি কি মজাই লো।
দেখে যে তোর ভাবভঙ্গি লাজে মরে যাইলো ॥
মেয়ের এত অহঙ্কার কভু ভাল নয় লো।
পরে কাঁদতে হবে মান চিরদিন না রয় লো ॥
যেমন, মস্তকে থাকিলে মণি ফণী মান্য অতি।
গজ তাতেই মান্য হয় থাকিলে গজমতি ॥
পুষ্পের গৌরব থাকে সৌরভ থাকিলে।
বিদ্যাযুক্ত হ'লে নর মান্য মহীতলে ॥
কস্তুরী-সংযোগে সেই মৃগ হয় মান্য।
রত্ন করে ব'লে রত্নাকর ভবে ধন্য ॥
মাধবের প্রিয় ব'লে বিল্বদলের মান।
সুধাযুক্ত ব'লে সুধাকরের সম্মান ॥
গয়াসুরের মান্য বিষ্ণুপদ মহিমাতে।
তেমনি, শ্রীকৃষ্ণের মানে মান্যা রাই তুমি জগতে ॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল একতালা।

ছি তোর একি মান, কেবল অপমান,
যার মানে হয়েছ ভুবনমান্যে।
তার মান গেল এ ছার মানের জন্যে ॥
যে মানে সম্মান করলো মানিনী,
চিরদিন কি এ মান রবে কমলিনী,
মানান্তে হইয়ে পথের কাঙ্গালিনী,
বনী সদা বসে অরণ্যে ॥
কেন এমন মতি হলো গো শ্রীমতি,
পায়ে ধ'রে সাধিলেন অগতির গতি,
আর তব নিকুঞ্জে আসিবে না শ্রীপতি,
যাবে কি দুর্গতি অতি সামান্যে ॥

তখন, ভাসিয়ে মানসাগরে,
ত্যজিলেন শ্যাম নাগরে,
অন্তরে বিস্ময় বিশ্বপতি।
হৃদয়ে ভাবি রাধারে, গিয়ে রাধাকুণ্ডধারে,
মনে মনে উৎকণ্ঠিত অতি॥
চিন্তেন শ্রীমান হরি, কেমনে এ মান হরি,
যুক্তি ক'রে ধরেন নারীবেশ।
শ্যামাঙ্গ নাহি লুকায়, হয়ে নারী নীলকায়,
কুঞ্জে গিয়ে করেন প্রবেশ॥
মনে মনে এই ধার্য্য, রমণীমণ্ডলে পূজ্য,
হব আজি রমণীবেশ ধরি।
হলা ত্রিভুবনধন্যা, মুনি-মনমোহিনী কন্যা,
লাবণ্যে লজ্জিত নিলগিরি॥
বয়সে বালা ষোড়শী, পূর্ণমনে উদয় আসি,
যেখানে মানময়ী রাজকন্যা।
হবে নারী আচম্বিতে, বিস্ময় বিশ্বসেবিতে,
বলে সখী কে এল কি জন্য॥
এক কলেতে ঝালাতন, আবার কাল এ কেমন,
কালরূপে নারী কি সুন্দরী।
হেরে ধনীর কাল কায়, বাড়' হয় রবিকায়,
ঐ পদে বিকায় সহচরি॥
হেরি কি সুচারু পদ, নীলোৎপল কোকনদ,
লাজে ভাসে নয়ননীরে নীরে।
গগনে যায় পেয়ে লাজ, দিনপতি দ্বিজরাজ,
হেরে ঐ অতুল্য নখরে॥
কটিতে হরে অহঙ্কার, ক'রে কোটী নমস্কার,
কেশরীর শরীর বনে যায়।
হেরে ভুজ অঙ্গ জ্বলে, মৃণাল ডুবিল জলে,
কণ্টকে বেষ্টিত সর্ব্ব কায়॥
হেরে যুগ্ম পয়োধরে, ভূধরে লাজে ভূধরে,
কদম্বের কিবা তুল্য করি।
নয়নে মন ক্ষেপায়, খঞ্জন গঞ্জন পায়,
ভ্রূ ভঙ্গি কামধনু-দর্পহারী॥
দেখ সখি যায় দেখা, আছে আবার ঈষদ্ বাঁকা,
অঙ্গভঙ্গি বঙ্কিম আকার।
কিবা সুগঠন নাসা, খগপতির দর্পনাশা,
তিলকে ত্রিলোক চমৎকার॥
ত্রিভুবন পরাজিত, বেণীতে ফণী লজ্জিত,
গমনে গজেন্দ্র লাজ পায়।
কোথাকার এ বিদেশিনী, একা ভ্রমে উদাসিনী,
হর হৃদি বাসিনীর প্রায়॥
ত্রিজগতে আর সই, এমন শ্যামা নারী কই,
শ্যামাকে যেন শ্যামা জ্ঞান হয়।
সহচরি বলো তোরা, সুধাময়ীরে সুধা ত্বরা,
কি বলে নিশ্চয় পরিচয়॥
শুনে সখীরে কহে অমনি, কে তুমি শ্যামা রমণী,
কি ভাবে ভ্রমণ একাকিনী।
হেরি ছিন্ন ভিন্ন বেশ, অরণ্যে কেন প্রবেশ,
কি রাগে হয়েছ বিরাগিনী॥
কার হৃদয় শূন্য করি, কেন গৃহ পরিহরি,
বনচরা হরিণীর প্রায়।
নয়নে কেন বহে বারি, হইয়ে নবীনে নারী,
কি মানসে গমন কোথায়॥

রাগিণী ললিত—তাল একতালা।

রমণী কে শ্যামাঙ্গিনী একাকিনী এ অরণ্যে।
কি মানসে বনে এসে ভ্রম হয়ে অতি দৈন্যে॥
বিরস সুখান্তর ভাবান্তর ভাব অঙ্গে।
অনিবারি বহে বারি নয়নযুগলে কি জন্যে॥
হেরে হয় মন উদাসী, মলিন বদনশশী,
কেন বনবাসী হয়ে রূপসার ধন্যে।
কি দানবী কি মানবী বল কার কুলকন্যে।
জ্ঞান করি কি শঙ্করী, তুমি নারী নও সামান্যে॥

তখন ছল ক'রে কয় বিদেশিনী,
শুন গোকুলবাসিনী,
উদাসিনী হয়েছি যে জন্য।
বলিতে দুখ অন্তরে, সখিরে প্রাণ বিদরে,
পতির বিচ্ছেদে আমি দৈন্য॥
একদিন পতির আশে, বাস সজ্জা হয়ে বাসে,
জাগিলাম সজনী রজনী।
সুখের আশা শূন্য করি, অবসান দুখ শর্ব্বরী,
না এলেন আমার গুণমণি॥
তাহে জন্মে অভিমান, করিলাম দুর্জ্জয় মান সেবিতে
পরে পতি আসিয়ে প্রভাতে।॥

করিলেম কত উপায়, অবশেষে ধ'রে পায়,
না পারেন মানাগ্নি নিভাতে ॥
বিধি আমায় বঞ্চিত. করে কোপ কিঞ্চিৎ
গুণনিধি নিদয় হলেন পরে।
ক্রমে আমার মান যায়, বিরহে প্রাণ মজায়,
পতি জন্যে অধৈর্য্য অন্তরে ॥
ভ্রমি ক'রে অন্বেষণ, কিন্তু না পাই দরশন,
দিনে দিনে হৈল এই দশা।
তেজিয়ে নিবাস বাস, তদবধি বনবাস,
বাসে আমার ভাঙ্গিল সুখের বাসা॥
রমণীর পতি সার, সেই পতি প্রশংসার,
পতিভক্তি আছে যার মনে।
পতি সর্ব্ব আভরণ, ভাবিলে পতিচরণ,
মুক্তি পথ পায় নারীগণে॥
পতি নারীর পরম গুরু, পতিই [illegible],
পতি হতে ফল প্রাপ্য হয়।
করিলে পতি মতি গতি, [illegible],
সতী রমণীর পক্ষে [illegible]॥
যে নারী তাচ্ছল্য ভাবে, [illegible],
ঘটে তার দুর্গতির শেষ।
ঐহিকে দুখ নাশন, [illegible],
সে দণ্ডের কি কব বিশেষ।
শুন শুন সহচরি, [illegible] তাচ্ছল্য করি,
এই দশা আমার ঘটিল।
শুনে বাক্য বলেন রাই, আমার [illegible],
উভয়ের ভাব সমভাব হল॥
আমি আজ [illegible], বসে ছিলেম মানভরে,
পায় ধ'রে সেধেছেন একবার।
একান্ত মন বাসনা, করিব না আর উপাসনা,
কুঞ্জে না আসিতে দিব আর॥
তুমি যাহে বিবাগিনী, আমি ঐ দুখভাগিনী,
দুজনে নির্জ্জনে বাস করি।
নাগরের প্রেম-আলাপন, কিম্বা সহ কালযাপন,
এককালে সে পণ পরিহরি॥
বিদেশিনী কয় শ্রীমতী, হইয়ে অতি ধীমতী,
এ কুমতি কর না প্রাণান্তে।
যার মাত্র মানের দায়, বঁধুয়ে দিলে বিদায়,
মান করে বিফলে জনম যাবে কাঁদতে॥

তা হতে মান শ্রেষ্ঠ নয়, সাধ ক'রে সাধের প্রণয়,
বিনষ্ট ক'র না ওগো রাই।
মানভরে ত্যজিয়ে নাথে,
কাঁদিবে শেষে পথে পথে,
আমার মত ঘটিতে আটক নাই॥
ক'রেছ যার আরাধন, যে ছিল হৃদয়ের ধন,
ক'র না তার সম্বোধন ত্যাজ্য।
যখন সে ত্যজিবে যাবে, অমনি প্রাণে মজাবে,
ত্যজ মান ধর লো ধনী ধৈর্য্য॥

রাগিণী ললিত—তাল একতালা।

দুখ দুখ ত্যজ রাজনন্দিনী
অভিমান কি সাজেলো প্রাণকান্তে।
স্থান দিয়েছ হৃদে যতন করে ও সেই নীলরতন
তোর সর্ব্বস্ব ধন
সে ধন হারালে যাবে এ জনম কাঁদতে॥
ক'রনা এ রনা [illegible] কুমতি রাই,
রমণীর পতি [illegible] গতি নাই,
পতিপ্রেমে সাধ্যে ত্রিলোকের আরাধ্যে,
সাধে সেই ধনী,
সদা রাখে মতি পতির চরণ প্রান্তে॥
নারীর পতি [illegible] অঙ্গ, পতি অন্তরঙ্গ,
পতি হতে [illegible] অন্তে॥
নয় সামান্য [illegible] পতিত জনের ধন,
পতি তোর প্যারি পতিতপাবন,
মানের অহঙ্কারে, ত্যজিতে কান্তেরে
বারণ করিলো রাই,
ধনী প্রাণান্তে কর না এমন চিন্তে॥

তখন, বিদেশিনীর বচনে হইল ক্রোধোদয়।
নিন্দা ক'রে কমলিনী বৃন্দে প্রতি কয়॥
এ নারী বুঝিতে নারী এসেছে কি ছলে।
ওগো দূতী শ্যামের সাপক্ষে বাক্য বলে॥
বুঝি সে লম্পট করি কপট এমন।
সাধিতে এই শ্যামা নারী করিল প্রেরণ॥
ছিছি আর বৃথা বাক্যে নাহি প্রয়োজন।
বল দূতী শীঘ্রগতি করুক গমন॥

শুনে বৃন্দে বলে শুন ওগো বিদেশিনী।
এ স্থান হইতে কর প্রস্থান এখনি ॥
তব পক্ষে দিলেন শ্রীমতী অনুমতি।
কুঞ্জ ত্যজে শ্যামা তোমায় যাইতে সম্প্রতি ॥
বিদেশিনী কয় শুন বৃন্দে কেন দ্বন্দ্ব আর।
মান লয়ে রাই সুখে থাকুন ক্ষতি কি আমার ॥
হিতবাক্য ব'লে আমি করিতে এলাম হিত।
আসন্ন কালেতে ঘটে বুদ্ধি বিপরীত ॥
রোগের ধর্ম্মে রোগীর যেমন বৈদ্যকে বিষ লাগে।
দম্পতি না প্রবোধ মানে প্রণয় উদ্যোগে ॥
বিপদকালে মিত্রগণে শত্রুজ্ঞান হয়।
মৃত্যুরোগে বাঁচাতে না পারেন মৃত্যুঞ্জয় ॥
দংশিলে কাল-সর্পে মণি-মন্ত্রে কিবা হবে।
শনির দৃষ্টি হ'লে কার সুবুদ্ধি আর রবে ॥
করী যখন মত্ত হয় অঙ্কুশ না মানে।
খল কভু কি ক্ষান্ত থাকে প্রবোধ বচনে ॥
বায়ুবেগে চল্‌লে তরি না মানে তরঙ্গ।
অগ্নিতে প্রাণ দিতে বাধা না মানে পতঙ্গ ॥
মূর্খ লোকে রাগ হ'লে মানে না হিতাহিত।
ভক্তিতত্ত্বরসে যেমন বালকে বঞ্চিত ॥
ওলাউঠার রোগে যেমন চিকিৎসা না মানে।
খুনি লোকের খুন চড়লে ভয় থাকে না প্রাণে ॥

যেমন,—

কাল পেয়ে কাল লইতে জীবে মানে না অনুরোধ

তেম্‌নি,—

নারীজাতি মজিলে মানে না মানে প্রবোধ ॥
এত বলি ছদ্মবেশী বিদেশিনী নারী।
শ্রীমতীর কুঞ্জ হইতে করেন শ্রীহরি ॥
না হইল কার্য্যসিদ্ধ বিষাদ অন্তরে।
রাধা ব'লে রাধানাথ কান্দেন উচ্চৈঃস্বরে ॥
দৈবে আসি বৃন্দে দাসী উপনীত তথা।
হেরিয়ে বৃন্দেরে শ্রীগোবিন্দ কন কথা ॥
মরি মরি সহচরী কর সদুপায়।
প্রবোধ না মানে মন মানে প্রাণ যায় ॥
নারী হ'য়ে সাধিলাম মানিলাম হারি।
কিসে এ সঙ্কটে তরি সে মান সংহারি ॥
নিদানের বিধান এক আছে সহচরি।
না হয় মানের দায় যোগিবেশ ধরি ॥
তোমরা হও সহযোগী মনোযোগী হয়ে।
ঘুচাব দুর্জ্জয় মান মান-ভিক্ষা ল'য়ে ॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল একতালা।

মানের দায়ে হব যোগী।
হ'ল বৃন্দে, এ গোবিন্দে হইতে উদ্যোগী ॥
জীবন আধায় আজ শ্রীরাধার,
প্রেম-রাগে হয়ে বিরাগী।
সাধিলাম বারে বারে হ'ল না সফল,
প্রাপ্ত হলেম স্বীয় কর্ম্মপ্রতিফল,
ফল হেরে তরুতলেতে বিফল,
হইব কি ফলভাগী।
কাজ কি আমার ধন সুখের আয়োজন,
প্রিয়জনের আশা দিলাম বিসর্জ্জন,
তুচ্ছ আভরণে আর কি প্রয়োজন,
হইলে সংসারত্যাগী ॥

শুনিয়ে গোবিন্দ প্রতি, কহিতেছে বৃন্দে দূতী,
এ যুক্তি তোমার যোগ্য বটে।
শীঘ্র যোগিবেশ ধর, বিপদকালে বংশীধর,
যদি হবে কার্য্যসিদ্ধি ঘটে ॥
কৃষ্ণ কন সহচরি, দেহ তোমরা ত্বরা করি,
সাজাইয়ে আমাকে সন্ন্যাসী।
পেলেম কষ্ট যথোচিত, আর বিলম্ব অনুচিত,
শুনে বাক্য কহে বৃন্দে হাসি ॥
ক'র না কমলাপতি, দাসীরে এ অনুমতি,
এ কভু নয় হে দাসীর ভার।
আছে বৃন্দে বৃন্দাবনে, কেবল ঐ পদসেবনে,
ব্যক্ত কথা এই ত্রিসংসার ॥
শুন হে ভব-বিভব, এ নহে মম সম্ভব,
কেমনে সাজাব তোমায় যোগী।
কেমনে দিব কানাই, শ্রীঅঙ্গে মাখায়ে ছাই,
অধর্ম্মের ভাগী এ অভাগী ॥
ওহে শ্রীমধুসূদন, হেরিলে তব বদন,
ভবে জীবের পুনর্জ্জন্ম হরে।
পারে কি হে সম্ভবিতে, হইয়ে পদ সেবিতে,
ভস্ম মাখাইতে সে অধরে ॥

আমি হে তোমার দাসী, চরণে দিব তুলসী,
এই মাত্র আছে অধিকার।
শুন শুন গুণাকর, এ দাসীর অতি দুষ্কর,
করিতে অন্যথা ব্যবহার॥
কৃষ্ণ কন সুকৌশলে বৃন্দে হে বিপদের স্থলে,
আছে বিধি অবিধি সংসারে।
যে বিষেতে যায় প্রাণ, ক'রে সেই বিষ বিধান,
স্থলবিশেষে রক্ষা পায় জীবে॥
শ্রীপতির প্রিয় বাক্য, পাষাণ বাঁধিয়ে বক্ষে,
শ্যামকে সখী সাজায় সন্ন্যাসী।
ত্যাজ্য করি পীতবাসে, বৃক্ষছাল কক্ষদেশে,
শ্যামাঙ্গে মাখায় ভস্মরাশি॥
ত্যজে মোহন চূড়ার বেশ, যতনে জড়ায়ে কেশ,
মস্তকে করিল জটাভার।
তিলকে পায় তিরস্কার, অর্দ্ধচন্দ্র চমৎকার,
কিবা শোভা রুদ্রাক্ষের হার॥
কমণ্ডলু বাম করে, দক্ষিণে ত্রিশূল করে,
ব্যাঘ্রচর্ম্ম সন স্কন্ধে পরে।
হরি আপনি হ'লে হর, কার সাধ্য হয় হর,
ভিক্ষা লইতে যান কুঞ্জদ্বারে।
তখন, সুদেবী আসি সত্বরে দৃষ্ট করি যোগিবরে,
বলে কি রূপ হেরি আহা মরি।
কোথা হতে কি সংযোগে, নবীন বেশে দৈবযোগে
কুঞ্জদ্বারে এল [illegible]॥
হয় মনে কত আবেশ, দেখে হেন যোগিবেশ,
যোগিনী হইতে বাঞ্ছা হয়।
জন্মে জন্মে যেন সতী পাই যোগীর মত পতি,
এ যোগী সামান্য যোগী নয়।
বয়স হেরি অতি অল্প, কি দুঃখ বলি কি কল্প,
হইল সন্ন্যাসী তীর্থবাসী।
কোন্ রমণীর মন হরি, গৃহধর্ম্ম পরিহরি,
কি ভাবে কি ভাব অভিলাষী॥

রাগিণী আলিয়া—তাল একতালা।

নারি চিন্তে আমরা নারী
এল ঐ কে সন্ন্যাসী।
হয়ে কুঞ্জে কি ধন অভিলাষী॥
ভস্ম মাখা অঙ্গে যেন মেঘে ঢাকা রাকাশশী।
হেরি নয়ন বাঁকা ভঙ্গি বাঁকা,
সেই অধরে মধুর হাসি॥
নবীন যোগীর রূপসাগরে
ডুবলো নয়ন মন উদাসী।
আমার ইচ্ছে হয় গো মনে মনে
ঐ চরণে হইগে দাসী॥
তখন, দ্বারেতে দাঁড়ায়ে যোগী, বৃন্দে হয়ে উদ্যোগী,
আপনি চলিল ভিক্ষা দিতে।
স্বর্ণপাত্র করি করে, চরণে প্রণাম ক'রে,
কহে ধনী দাঁড়ায়ে অগ্রেতে।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর ভিক্ষা লও যোগিবর,
শুনে কৃষ্ণ কন মিষ্টবাক্যে।
শুন শুন সহচরি, আমি যে ব্রত আচরি,
অন্য হস্তে না লইব ভিক্ষে॥
এসেছি রাধিকা পাশে, এক ভিক্ষা অভিলাষে,
প্রতিজ্ঞা করেন যদি রাই।
তবে আমি লব ভিক্ষে, নতুবা কি ফল বাক্যে,
না দিলে হে অন্য দ্বারে যাই॥
শুনে কথা বৃন্দে কয়, যোগীর এত ধর্ম্ম নয়,
পণ দিয়ে কেবা লয় ভিক্ষে।
কথান্তর হয় যে দানে, মহাপাপ ঘটে নিদানে,
নরকে বাস করে উভয় পক্ষে॥
মূলকথা করে গোপন, ছলতে করিতে পণ,
এ তব কেমন ব্যবহার।
পণের কথা তবে বলি, পণ করে দান দিয়ে বলি,
পাতালে বসতি হৈল তার॥
পণ ক'রে কার বাক্যদান, দশরথের গেল প্রাণ,
নানা বাক্যে রামকে দিলেন বনে।
পণ ক'রে ইন্দ্রের স্থানে, অক্ষয় কবচ দানে,
কর্ণ শেষে হত হ'ল জীবনে॥
এক যোগীরে ভিক্ষা দিতে, দণ্ডকবনে সীতে,
হয়েছিলেন বিপদে পতিতা।
আজি রমণীমণ্ডলে, এসেছ তুমি কি ছলে,
বলহে আশ্রম তব কোথা॥
যোগি হে করি বিনয়, করে দান ভাল নয়,
কি তোমার বাসনা কর ব্যক্ত।

শুনে যোগী কন বচন, নাহি ভিক্ষা প্রয়োজন,
লই ধন হইলে উপযুক্ত ॥
এত বলি বৈমুখ, বৃন্দে. মনে ভাবি দুখ,
যায় তবে যেখানে রাজকন্যা।
বলে ওগো কমলিনী, আর কেন এত মানিনী,
শুন আমরা এসেছি যে জন্য॥
দৈবযোগে কুঞ্জদ্বারে, কি জানি কে ছলিবারে,
কোথা হতে এসেছে এক যোগী।
আমরা গেলেম ভিক্ষা দিতে,
বারবার তারে সাধিতে,
কোনরূপে হয় না মনোযোগী ॥
বলে প্রতিজ্ঞা করিলে রাই,
তবে আমি ভিক্ষা চাই,
যে বিহিত কর তাই শ্রীমতি।
বিলম্বে ঘটে বেজায়, যোগী যদি ফিরে যায়,
অধর্ম্ম হইবে তাহে অতি॥
সে বচন শ্রবণ মাত্র, করে লয়ে পূর্ণপাত্র,
ভিক্ষা দিতে চলিলেন ধনী।
দেখেন ধ'রে যোগিবেশ, ভিক্ষাছলে হৃষীকেশ,
কুঞ্জদ্বারে দাঁড়ায়ে আপনি ॥
বৃন্দেরে কন কিশোরী,
তোমরা কি কেউ সহচরি,
এ যোগীরে পার নাই চিন্তে।
স্বীয় কর্ম্মে মনোযোগী, এ যে অতি ভণ্ড যোগী,
নিতান্তে পেরেছি মর্ম্ম জানতে ॥

রাগিণী ললিত—তাল একতালা।
কে সাজালে আজ যোগিবেশ
স্বজনি নীলকান্তে।
ওরূপ হেরি, সহচরি, নয়ন ভুলিল একান্তে।
নাই সে ধড়া মোহনচূড়া
মোহন বাঁশী জগৎ জিনতে।
কে করেছে জটাধারী সখি আমার প্রাণকান্তে ॥
বিমল নীলাঙ্গ ঢেকে, কে দিলে সই ভস্ম মেখে,
বাঁকা নয়ন দেখে, আমি পেরেছি যে চিনতে।
মন বিবাগী সর্ব্বত্যাগি, করে যোগীর রূপ চিন্তে।
মনে করি হই যোগিনী স্মরণ লয়ে চরণপ্রান্তে ॥

তখন স্বর্ণপাত্রে তণ্ডুল লইয়ে ত্বরা করি।
ভিক্ষা লও যোগিবরে কহেন কিশোরী ॥
ছদ্মবেশে ছল করি কহেন চন্তামণি।
না লব তণ্ডুল ভিক্ষে শুন গো মানিনী ॥
মান ভিক্ষে দেহ যদি তবে ভিক্ষে লই।
নৈলে আছে কথান্তর স্থানান্তর হই ॥
শুনিয়ে বৃন্দের প্রতি শ্রীমতী কন কথা।
একি কাণ্ড শুন ভণ্ড যোগীর রসিকতা ॥
মান ভিক্ষা চাহে সখি কি ধন সে মান।
নারী বুঝে নারি যে করিতে অনুমান ॥
বৃন্দে বলে মান ত সামান্য ধন বটে।
দিলাম বল না কেন যোগীর নিকটে ॥
মান ভিক্ষা বিনা অন্য ভিক্ষা নাহি লবে।
দেখে যোগীর ভাব ভঙ্গী বুঝেছি গো ভাবে ॥
অঙ্গীকার করেন ধনী সঙ্গিনীর বাক্যে।
তথাস্ত বলিয়া তবে দিলেন মান ভিক্ষে ॥
অভীষ্ট হইল পূর্ণ কৃষ্ণ হৃষীকেশ।
ধরিলেন পূর্ব্ব মত মনোমোহন বেশ ॥
ভক্তরূপে কুঞ্জে করেন শুভ আগমন।
বিচ্ছেদ আপনি হৈল বিচ্ছেদ তখন ॥
প্রেমানন্দে সখীগণে আসিয়ে মিলিল।
নানা আভরণে রাধাকৃষ্ণে সাজাইল ॥
মানান্তে রাই সুখান্তরে সমাদরে শ্যামে।
বসাইয়ে রত্নাসনে বসিলেন বামে ॥
কিবে রাই রমনী লয়ে গুণমণি,
সুরের শিরোমণি, যারে চিন্তে মণি,
প্রাণ চিন্তামণি বামেতে আপনি,
মান করে মানিনী, মণিহারা ফণী,
যে ধনে বিনা যে অমূল্যমণি,
পেয়ে কমলিনী, প্রেম-সুখশালিনী।
যতেক সঙ্গিনী, প্রেমরাগে রঙ্গিণী,
দিয়ে হরিধ্বনি, তার পরিবাদিনী,
অসাধ্য সাধিনী, প্যারী বিনোদিনী,
শ্যামের বামে তিনি, যুগলরূপ তখনি,
হেরে যত ধনী, জ্ঞান-হত অমনি॥

রাগিণী বিভাস—তাল একতালা।

নিকুঞ্জধামে, শ্যামের বামে,
বসিলেন শ্যাম-মোহিনী।
যেন জলধর পাশে, উদয় হল এসে,
পূর্ণচন্দ্র আপ'ন॥
কিবে মনোহর, রূপ মনোহর
প্যারী হরিমনে।
হল জড়িত যেমন স্বর্ণলতায় নীলকান্তমণি॥
অতি দীনহীন এ ব্রজমোহন
ভজন পূজন না জানি।
একবার ও যুগলরূপে দিবে কত্তে চিন্তামণি॥

সমাপ্ত

দানখণ্ড।

একদিন বৃন্দাবনে, সংগোপনে সখীগণে,
বিনয়ে কহেন ব্রজেশ্বরী।
সখিরে আজ আমার মন, বল্ কেন করে এমন,
নাই বাসনা এ বাসে বাস করি॥
মন দিয়ে কাল হরিতে, পারিনে কাল হরিতে,
বাস করিতে দংশে যেন ফণী।
বলগো তোরা সেই বংশধারী,
ধরে আমি কিসে পাসরি,
চিত্তে সদা চিন্তা চিন্তামণি॥
মন ফিরায়ে দে গো বৃন্দে,
মন না থাকে সে গোবিন্দে,
যেজন গোঠে গোবৃন্দে চরায়।
সুচিত্রে সুচিত্তে ভাব, আজ আমার এ চিত্তভাব,
এ ব্যাধি কি প্রায়শ্চিত্ত পায়॥
ওগো সখি সুলোচনা, তুইতো অতি সুলোচনা,
কিশোরীর কি শরীর দেখনা চেয়ে।
এ প্রেম না ভঙ্গ দিবি, রাধার অঙ্গ অঙ্গদেবী,
দেখ্‌লিনে অপাঙ্গের সাপ খেয়ে॥
প্রিয় সখী বিশখাই, বলিস্ যদি বিষ খাই,
শ্যামা তোরে শ্যাম কি ভালবাসে।
ললিতে গো তোরে কই, জ্বলিতে আর পারি কই
বল দেখি যন্ত্রণা কিসে নাশে॥
ভেবে দেখ যে দুকুল হরে,
নারীর দুকুল নষ্ট করে,
হাসায় গোকুল ভাষায় কুল অকুলে
তার প্রতি যে মন ধায়, এ রোগ হতে রাধায়,
মুক্ত কর সঙ্গিনী সকলে॥

রাগিণী সুরট—তাল কাওয়ালী।

কালরূপে কুলশীল গেল সজনি।
মনে করি ভুল কাল, কাল যে হইল কাল,
কালপদে বিকাল গোকুলের কুলরমণী॥
ভেবে সদা কাল তনু কাল হলো সই,
এ যাতনা আর কতকাল সই,—
সে কাল বিচ্ছেদ যেন দংশিছে কাল ফণী।
যদি শয়নে মুদিগো আঁখি,
স্বপনে কালরূপ দেখি,
বিরাজে সে কাল আমার অন্তরে,
সেরূপ কিরূপে রাখি অন্তরে।
কাল যেন হলো নয়নতারা গো আমার,
কালার কত ধার ছিল গো রাধার,
শুনে বাঁশী মন উদাসী,
কালার দাসী হয় কমলিনী॥

বৃন্দে বলে কমলিনী, কেন গো এত মলিনী,
ভাব দেখে যে ভাব ভক্তি হরে।
রোদন শুনে বেদন পাই,
পাছে তোয় হারাই রাই,
এমন প্রেমতো অনেক লোকে করে॥
কার আছেলো এমন ধারা,
নিরাধারা নেত্রে ধারা,
যে ব্যাভার ভার হলো প্রাণ রাখা।
এই বয়সে সম্প্রতি, এত প্রেম তোর শ্যাম প্রতি,
ছি মেনে মেয়েটী বড় পাকা॥

তবে অগ্রে কর পার, হাটে গিয়ে করি ব্যাপার,
প্রত্যাগমন কালে দিয়ে যাব ॥
ছিছি একি আচরণ, গোঠে করিতে গোচারণ,
বঁধু তোমার সেও যে ছিল ভাল।
উচ্চ পদটা তুচ্ছ করি, পাটনি হয়েছ হরি,
অপ্রমাণ মান তোমার সব গেল ॥
শুনে কথা হাসবে ধরা, যে করেতে বংশীধরা,
যার রবে জগতের জীব মত্ত।
সে করেতে কি জঞ্জাল, হাল ধরে কি হয়েছে গাল
এ পাপের আর নাই যে প্রায়শ্চিত্ত ॥
তোমার পিতা নন্দঘোসে, ঘোষবলে সকলেঘোষে
তুমি ঘোষণা রাখতে হলে মাজী।
উচিত কথা কয় গোপীতে,
গোকুলে রাজা তোমার পিতে,
রাজপুত্রের একি সাজা,
এ সকল বিধাতার কারসাজি ॥
কি জানি তোমার মর্ম্ম আমরা গোকুলবাসীতে।
তুমিই নাকি বিশ্ব আদ্যে বটপত্রে ভাসিতে ॥
তুমিই জীবে শিবদাতা হও
শিবরূপে সেই কাশীতে
গোলোক ত্যেজে অবতার অবনীভার নাশিতে
তোমার তত্ত্ব পায়না যোগে যোগী মুনি ঋষিতে
এসেছ ভবে ভক্তগণে লীলাছলে তুষিতে ॥
মজলো ব্রজের কুলবালা
তোমার মোহন বাঁশীতে
বেঁধেছ গোপিকার কুল
জড়িয়ে প্রেমের ফাঁসিতে
তোমার জন্যে রাজকুমারীর
রাজপথে হয় আসিতে
তাই প্রতিকুল গোপীর প্রতি যত প্রতিবাসীতে।
কুল দিলে জানিতাম ভাল ভাল ভালবাসিতে
কে বলেছে কষ্ট দিয়ে কাষ্ঠ হাসি হাসিতে ॥
বিন্দুমাত্র গরল দিলে সরল সুধা-রাশিতে।
করিলে কলঙ্ক মসী পূর্ণ পূর্ণ শশীতে ॥
করতে পার কৈ হে পার করুণা প্রকাশিতে।
লবে ধন তাই সাধন কর কি ধন দিবে দাসীতে ॥
তাই ভাবি হে বিশ্বময়, দৃষ্ট করি বিশ্বময়,
এমন কোন ধন দেখি নাই হরি।
তুমি আমাদের করবে পার,
সে বাণিজ্যে হয় ব্যাপার,
কিসে তুল্য মূল্য প্রদান করি ॥
রত্ন দিতে মনে লয়, রত্নাকরে তব আলয়
রত্নের অযত্ন তব জানি।
অনন্ত-বক্ষশায়িনী, দীন জীবের ধনদায়িনী
সেই লক্ষ্মী তোমার গৃহিণী ॥
শুন ওহে চিন্তামণি, এই ব্রজকুলরমণী
কেন ধনী আর ধনী ইহার মাঝে।
ধন্য এদের বুকের পাটা, যা ছিল যার পুঁজিপাট
আগে দিয়েছে ঐ পদসরোজে ॥

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল একতালা।

কি ধন দিব আর তোমায় আরাধনের ধন হরি
আছে কোন্ ধনী আর ধনী বৃন্দাবনে
যে ধন ছিল সব আগে লয়েছ হরি।
কুলশীল লজ্জা নারীর বড় ধন,
সে ধন তোমায় অগ্রে করেছি অর্পণ,
সব হে কেশব,
তুমি নারীর দুকুল হর, দুকুল নষ্ট কর,
কুল মজাতে করে ধর বাঁশরি।
যে ধন দিতে বাঞ্ছা করি হে কানাই,
এ জগতে দেখি তোমা ভিন্ন ধন আর নাই,
ভাবি তাই,
তোমার এ বিশ্ব বিভব, কি ধনের অভাব,
ভবের ধন হে তুমি ভবকাণ্ডারী ॥

কৃষ্ণ বলেন শুন সই, মূল কথাটী তবে ক
পারের তুল্য মূল্য কোন্ ছার।
করি তোমাদের উপাসনা,
চাইনে আমি রূপা-সোণা,
একটী ধন বাসনা আমার ॥
যমুনা পারে দিতে কয়,
তোমরা যদি না স্বীকার কর,
তবে কথাটী ব্যক্ত করে কই।
সেই ধনটী দিলে পরে, বিবাদ মেটে পরস্পরে,
অন্য ধনের গ্রাহক আমি নই ॥

মনে দুঃখ না থাকে শেষ,
দান যদি লয় ধনবিশেষ,
চিরদিন দীনের উপকার।
দাতার পক্ষে এই বিধান,
পাত্র বুঝে দিবেন দান,
ফলে কিছু ফলাধিক্য তার॥
যে দাতা হন্ দুখনিবারি,
তৃষিত জনে দিবেন বারি,
ক্ষুধিত জনে ক্ষুধায় দীবেন অন্ন।
বস্ত্রহীনে দিবেন বাস, এই দানেতেই স্বর্গবাস,
অপাত্রে দান সে পুণ্য সামান্য॥
কলির দানের কথা কই, দীনের পক্ষে দৃষ্টি কই,
তেলা মাথায় তেল দেন অনেকে।
পাত্রাপাত্র নাই বিচার, য ‸ দ্বারায় যার উপকার
সে‸ স্থলেতেই আদান প্রদান থাকে॥
কন্যাদানে খোঁজে না পাত্র,
যদি কিঞ্চিৎ থাকে গোত্র,
বরের বাড়ী কোটা থাকলেই হলো।
বংশবিচার নাইকো কারু,
ছেলে কেন হকনা গরু,
খেয়ে প'রে ত মেয়ে থাকবে ভাল॥
এ কালের দ্বিজ সমস্ত, দান লইতে বিষম ব্যস্ত,
ব্রহ্মতেজ খর্ব্ব সর্ব্ব ঠাই।
একটী পয়সা দিলে করে,
গ্রহণকালে গ্রহণ করে,
পাত্রবিচার কিছুমাত্র নাই॥
গোবৎস হস্তী কি হয়, ক্রিয়াতে উৎসর্গ হয়,
অনায়াসে লন্ বিপ্র সবে।
ধর্ম্মজ্ঞান নাহি চিত্তে, রোগবিশেষে প্রায়শ্চিত্তে,
সোণা দানটা চলিত গোপনভাবে॥
করে না কলুষের ভয়, কলুতে দান দিলে লয়,
কালের ধর্ম্ম চলিত চণ্ডালে।
মুদ্রা একটী দিলে করে, মুর্দ্দফরাস তায় কে ধরে,
গ্রহণ করে দাঁড়িয়ে গঙ্গাজলে।
কোন প্রভুরা সদয় হন্, মুচিকে শুচি করে লন্,
বাগ্দীবাড়ী পবিত্র জল পানে।
দক্ষিণা জোর একটী আন,
ঘরপোড়ায় বাঁশ ঘরকে আনা,
গুরু হয়ে কেউ মন্ত্র দেন কাণে॥
শিষ্য বেটা সিঁদেল চোয়াড়,
হাঁড়ির গরু হাঁড়ীর খোঁয়াড়,
যেমন গুরু তেমনি চেলা সবে।
বলে বলেন আমরা গোঁসাঞী,
আমাদের যে এই ব্যবসাই,
অধমতারণ কারণ এসেছি ভবে॥
সাক্ষী দেখান লীলা ছলে জগন্নাথ দেব নীলাচলে,
সেখানেতে বর্ণবিচার নাই।
গোঁসাঞীরে হন্ তার ডিপটী,
দ্বাদশপাঠে নীলের কুঠী,
কদিন তার হোজ বন্ধ নাই॥
দ্বিজ এখন সর্ব্বধারী, জমিদারী কি ব্যবসাদারী
বৈদ্যগিরি কেউ বা নাড়ী টেপে।
কলে কালে হয় আরো কি,
কলির দ্বিজ ঘোর নারকী,
মিথ্যা সাক্ষী দিচ্ছে বা হলপে॥
হেথা গোপীকে কহেন হরি,
শুন হে সব সহচরি,
ঘাটে আমার যে কারণে আসা।
আমি যে ধন বাঞ্ছিত, শুন কই তার কিঞ্চিত,
দান দেও পুরাও মনের আশা॥

রাগিণী বেহাগ— তাল ঝাঁপতাল।

অন্য কি সামান্য ধনে নহি বাঞ্ছিত।
বাসনা মনে শ্রীমতীর শ্রীচরণরেণু কিঞ্চিত।
পতিতজনতারিণী, দীনদুরিতবারিণী, দুখহারিণী,
বেদে অসীমে মহিমে গুণ কে জানে কথঞ্চিত।
গতিপ্রদা গোলোকবাসিনী, ব্রহ্মস্বরূপিণী,
ব্রহ্মা-আদি বন্দিত।
জীবে মুক্তিপ্রদায়িনী, মোক্ষফল-বিধায়িনী,
জগন্মোহিনী,
যোগীন্দ্র নিধি যে ধনে ব্রজমোহনে বঞ্চিত।

কৌশলে গোপিকা বলে কি বলিলে কৃষ্ণ।
সদ্ব্যবহার এই কি তোমার ধন অতি উৎকৃষ্ট॥
চক্রপাণি আমরা জানি তুমি জগতের ইষ্ট।
কেন হে হরি তোমার হেরি বাঞ্ছা অপকৃষ্ট॥

আমরা শুনি নারদ মুনি অতি জ্ঞান বিশিষ্ট।
তব তত্ত্ব জানিতে মত্ত যোগে মন নিবিষ্ট ॥
পুরাণে ব্যক্ত তোমার ভক্ত প্রহ্লাদ ধ্রুব শিষ্ট।
তত্ত্বে বিভোল শিব যে পাগল হলেন অবশিষ্ট ॥
বিধির বিধি তুমি যে নিধি সকল নিধির শ্রেষ্ঠ।
রমণীরমণ তোমার এমন নীচ পদার্থে দৃষ্ট ॥
এই কারণে গোচারণে হও বনে প্রবিষ্ট।
ত্রিলোকস্বামী খাও হে তুমি রাখালের উচ্ছিষ্ট ॥
রাই-সরোজ-পদরজ লয়ে হয়েছ হৃষ্ট।
সুধা ফেলে গরল খেলে লাগিবে কেন মিষ্ট ॥
পার করিতে এই তরিতে হয়েছ উপবিষ্ট।
নারীর চরণরেণু ল'তে পণ ছিছি কি অদৃষ্ট ॥
আপনি কর গুণাকর আপনার অনিষ্ট।
মহিমা যাবে মান হারাবে বলায়ের কনিষ্ঠ ॥
হে ধীমান্ বাক্য মান হওনা মানভ্রষ্ট।
ছি তোমাকে বলবে লোকে কৃষ্ণ কি নিকৃষ্ট ॥
হয় অনুচিত বলিলে উচিত মনে পাইবে কষ্ট।
বলার পক্ষ্যা কিন্তু ব্যাখ্যা যে বলে সম্পষ্ট।
কৃষ্ণ বলেন শুন সখি মম যে হীন বাসনা।
তোমরা কেন সে ধন দিয়ে মনের দুখ নাশ না ॥
দীনের প্রতি সম্প্রতি হে এই দয়া প্রকাশ না।
বাঞ্ছিত পদার্থ প্রদান করিয়ে সন্তোষ না।
হীন কর্ম্ম ভালবাসি তাই কি ভালবাস না।
হীন আচারে এ সংসারে কেবা আমার দাস না
আপনি উচ্চ ভাবিলে তারে কে করে সম্ভাষণা।
আপনাকে ভাবিলে তুচ্ছ জগতে যশ ঘোষণা।
রাধার চরণ সামান্য ধন দিয়ে কেন সই তোষ না
দুর্গতি দূর কর দূতি দুখজলধি শোষ না ॥
সে ধন ভিন্ন বিশ্বে অন্য ধনে মম মন বশ না।
রাধা নাম অমৃত বিনে পান করে না রসনা।
নারীর চরণ হলেই কি সই কর্ত্তে হয় উপাসনা
নারীবিশেষের চরণরেণু লইতে কার আশ না ॥
ভেবে দেখ নারীর মধ্যে যে নারী শবাসনা।
দনুজদলনী দৈত্য-শির-হারভূষণা।
দুরন্ত দিনেশাত্মজদমনী দিগ্‌বসনা।
সে রমণীর চরণরেণু কার ল'তে নাই বাসনা ॥

রাগিণী ললিত—তাল কওয়ালি।

কেবা স্থান পায় সে রমণীর পায়।
যে রমণীর চরণতলে সদানন্দ শোভা পায়।
দনুজকুলনিপাতিনী, ভানুজ-ভয়ঘাতিনী,
পতিতপাবনী ধনী পতিত জনের উপায়।
নারীর পদরেণু বলে হয় কি সখি হতমান,
ভেবে দেখ পদের গুণে পশুপতির কত মান,
পদরেণু রাধিকারও, কে করে সই অধিকার,
পায় কিসে পাতকী ব্রজমোহন বাঞ্ছিত যায় ॥

গোপিকা করিছে উক্তি,
এ যে তোমার কপট ভক্তি,
মিষ্ট কথায় শিষ্ট আলাপ কর।
যায় কোথা স্বীয় স্বভাব,মুখে তোমার সরল ভাব,
অন্তরে পর ভাব পরাৎপর ॥
রস কর হে রসময়, ভাল লাগে কি অসময়,
নাবিক হলে এই ব্যবহার করে।
তুষ্ট করি মিষ্ট বোলে,আগে তারা তরীতে তোলে
শেষ কালেতে জেতের স্বভাব ধরে ॥
বলি শুন বলির দ্বারি, যারা করে ব্যবসাদারি,
তাদের কি আর ধর্ম্মজ্ঞান আছে।
ইষ্টসম সমাদরে, বায়েনা লয়ে বাজ'ব ধরে,
বেশী ব্যবসা আত্মলোকের কাছে ॥
আমি দিলাম ধর্ম্মভার, তার দেখ কি কুব্যবহার,
সেরেফারে হদ্দ জুয়াচুরী।
মুখে বলে কম দিবার নয়,
ছয় মাপে আর বলে নয়,
ওলে ওলে তিন পশুরি চুরী ॥
ওজনে দিলেন বিরাশী,
ঘরে আসি ভজে না আশী,
সেরকরা যায় দু'দীকে দশ আনা।
মণে দেখ ভাঙ্গিল কত,
মন ভাঙ্গে তায় জন্মের মত,
মনের মত মন ত আর গড়ে না ॥
দেখ ব্যবসাদার এক স্বর্ণকার,
দিলেই অমনি স্বর্ণ কার,
ওজনে খাঁটি গড়ে সোনা গহনা।

দিয়ে হাপরে মাটির বাটী,
দিলে খাঁটী করলে মাটী,
ও বেটাদের যোল কড়াই কাণা॥
তুমি কর যে বাণিজ্য, পারের পণ লবে নেয্য,
চরণ-রেণু লয়ে কি উপকার।
শুন হরি হরারাধ্য, যে পুরুষ হয় নারীবাধ্য,
পৌরুষ থাকে না কিছু তার॥
নারী-বুদ্ধে যে জন চলে,তাই করে নারী যা বলে
ডুবতে বল্লে অমনি জলে ডোবে।
তার জীবনে নাইক সুখ,
নাম রাখে তার মেয়েমুখ,
মেয়েগুলও তারে তুচ্ছ ভাবে॥
কৃষ্ণ বলেন শুন মর্ম্ম, নারী বুঝান কঠিন কর্ম্ম,
সাধারণ বুদ্ধি ধরে নারী।
বস্তুবিচার জ্ঞানশূন্য, অভিমানে পরিপূর্ণ,
নারী জাতটী আত্ম-অহঙ্কারী॥
কিছু নাইক প্রশংসার, ভেবে দেখ এ সংসার,
মধ্যে নারীর ব্যবহার যত।
আপনি পরম সুখে রব,
আপনি স্বামীর সুয়ো হব,
পরস্পর হিংসায় দিন গত॥
পরের ভাল দেখ্‌তে নারে,তুষ্ট কেবল অলঙ্কারে,
কন না কথা সোণা প'রলে গায়।
যে অঙ্গে গহনা থাকে, বস্ত্রে সেদিক নাহি ঢাকে,
পাছে অপরে না দেখিতে পায়।
গুপ্তকথা শুন্‌লে পরে, যতক্ষণ না বল্‌বে পরে,
পেট ফুলে হাপিয়ে মৃতকল্প।
দ্বিপদ মনুষ্য নারী, চতুষ্পদের মধ্যে ধরি,
শোচে গিয়ে রন্ধনের গল্প॥
বুদ্ধির বিষয় এই ত ওজন,
তিনসন্ধ্যা সমান ভোজন,
ভূষণ দিলে সব ধরে উদরে।
কোন লক্ষ্মী এলে ঘরে,ঘরের লক্ষ্মী অমনি সরে,
খেয়েই পতির সর্ব্বনাশ করে॥
অলক্ষণে যে সব মেয়ে, খড়্গানাসা খড়মপেয়ে,
মুখে কেবল শব্দ খাই খাই।
সুলক্ষণের সীমন্তিনী, যার কপালে পড়েন তিনি,
সে পুরুষের হাড়ে লক্ষ্মী নাই॥

এ সব নারী সামান্যে, রাই রমণী ত্রিলোকমান্যে,
ধন্যে পুণ্যে অন্যে কি গুণ জানে।
কি গুণ আছে রাধার পায়,
তিন গুণের যে আধার পায়,
ও পায়ের গুণ সেও পায় না ধ্যানে॥
যে ভবের উপায় পায়,স্থান কিশোরীর পায় পায়,
পায় পায় বিপদ তার হরে।
সে জীবের কি অনুপায়, রাইপদের যে রেণু পায়
শমন তারে স্মরনে ভয় করে॥

রাগিণী সুরট—তাল ঝাঁপতাল।

পায় গতি পাতকী সর্ব্বে পায় যদি রাধা শ্রীমতী।
দিতে মুক্তি অপরাধীকে তুমি রাধিকে গুণবতী॥
এসেছ মহীভার নাশিতে,নিজ মহিমা প্রকাশিতে,
ভুতি সীতে তুমি অসীতে রাধা লক্ষ্মী সরস্বতী।
গোবিন্দগৃহিণী গুণময়ী গোলোকবাসিনী,
তুমি কমলা কমলাক্ষী কলুষকুলনাশিনী,
দ্বিজ ব্রজমোহন-উক্তি, জীবনান্তকালে যুক্তি,
তুমি চরণ দিলে শক্তি করি মুক্তিপথে গতি॥

গোপিকা কয় ওহে হরি,আর কেন কূলে বিহরি,
এ বাসনা পরিহরি, শীঘ্র কর পার।
মূল কথা বলি কানাই, মূলে যার সঙ্গতি নাই,
তার নিকটে অর্থ পাই, ব্যর্থ আশ তার॥
পারের মূল্য লবে ধন, রমণীর কর সাধন,
কেঁদে কর্‌লে প্রাণ নিধন,সে আশা কি ফলে।
শুন ওহে সরোজনেত্র,গোপিকার নাই অন্যযোত্র
সবে ধন তুমি মাত্র, এই ব্রজমণ্ডলে॥
কৃষ্ণ বলেন হবে পার, কৈ তাতে ঘটে ব্যাপার,
ধন যদি দিতে না পার, নাই যদি বিভব।
মম মনের দুঃখ নাশ না, কর হে সখী উপাসনা,
অবশেষে এই বাসনা,
শ্রীমতীর ঐ কাণের সোণা লব॥
রাজকন্যা রাধিকার, ও ধনে ত অধিকার,
রাই বিনে আর সাধি কার, দুটী চরণ ধরি।
বড় কথা কৈ অধরে, বড়লোকে বড় গুণ ধরে,
তাইতে আমরা বড় ঘরে, লাভের আশা করি॥

একা করি উপার্জ্জন, অনেকগুলি পরিজন,
পরিবার মম দু'জন, তাঁরা নন সামান্ত।
বিবাদ করে দুই সতিনী, একটী ত চঞ্চলা তিনি,
মুখরা এক সীমন্তিনী, ভয়ে কাঁপি তার জন্ত॥
কি সুখের সে ঘরকন্না,
ভাল ক'রে কেউ কথা কন না,
স্থির হ'য়ে কোথাও রন না, একটী আমার নারী।
গুণবতী একটী বটে, তাঁর সনে ত বিবাদ ঘটে,
ভয়ে আমি তাঁর নিকটে, থাকি আজ্ঞাকারী॥
আমি তাঁদের উদর পুরি,
ক'রে বেড়াই দিনমজুরী,
ঘরে ব'সে জারিজুরী, বিবাদে কাল যায়।
কেমন ক'রে রাখিব বশে,
পান থেকে যদি চূণ খসে,
অমনি বুকে চড়ে ব'সে, ঘাড়ের রক্ত খায়॥
দুই রমণীর হয়ে স্বামী, ঠিক যেন খুনের আসামী,
পেটে অন্ন পাই না আমি, গহনা দিতে বলে।
বেঁচে কি সুখ মরণ ভাল,
মন যোগাতেই কালটা গেল,
দয়া করিতে তোমরা বল,
দয়া করিলে কিরূপে পেট চলে॥
গোপিকা কয় শুন কৃষ্ণ, কথাটা বড় নিকৃষ্ট,
কাণের সোণায় কর দৃষ্টি, কি অদৃষ্ট তব।
ওহে ব্রহ্ম সনাতন, আপনি তুমি যে রতন,
এ সোণায় তব যতন, ভাব যে অসম্ভব॥

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী—তাল পোস্তা।

এ তোমার কি বাসনা কর নারীর উপাসনা।
কেন আজ পারের মূল্য চাইলে সোণা
কেলেসোণা॥
ত্রিলোকে এই ঘোষণা,
তুমি যে অমূল্য সোণা,
এ সোণা তাঁর বাসনা যার রমণী শবাসনা।
এসেছ এ সংসারে,
শুনেছি রাম অবতারে,
তোমার চরণে হরি কাষ্ঠতরি হলো সোণা॥

নাবিকরূপে চিন্তামণি, এইরূপে গোপরমণী,
মিষ্ট আলাপ কৌতুকে কাল যায়।
অধিক বেলা হয় গগনে, হাটে যেতে রমণী জনে,
চঞ্চলা সব চঞ্চলার প্রায়॥
বিনয়ে বাস দিয়ে গলে, পীতবাসের প্রতি বলে,
ত্বরায় তুমি পার কর কাণ্ডারি।
শুনে বাক্য কন কেশব, তোমরা রমণী সব,
তরীতে এস তরিবে যদি বারি॥
ডাকিছেন তরুণীমোহন, তরণী ক'রে আরোহণ,
গোপিকা লয়ে পারে চলেন হরি।
ঘটাতে বিষম বিপাক, মাঝখানে দেন চোদ্দ পাক,
মনে একটা পাকচক্র করি॥
হাল ছেড়ে দেন হয়ে বক্র, তরণী যেন ঘোরে চক্র,
কুলবালা, কেঁদে ব্যাকুল সবে।
বলে নাবিক হায় কি কর, প্রাণ পাওয়া হ'ল দুষ্কর,
আজ বুঝি যমুনায় তরী ডোবে॥
ছি ছি তুমি কেমন মাঝি,
হাল ছেড়ে দাও মাঝামাঝি,
হাটে যাব কি ঘাটে যাই প্রাণ লয়ে।
না বুঝে তব বঞ্চনা, তরিতে উঠে এ লাঞ্ছনা,
ডুবে পার হই খেয়ার কড়ি দিয়ে॥

আমাদের বুঝিবার ভুল, অকূলে তুমি দিবে কূল,
কূল দেওয়া স্বভাব তোমার নয়।
কারে অনুকূল হয়েছ,
কোন্‌কালে কারে কূল দিয়েছ,
তোমায় ভজলে দুকূলত্যাগী হয়॥
যে দিন আসি লইতে বারি,
তুমিই ত সেই দানবারি,
বৃক্ষে উঠ দুকূল চুরি করে।
বঁধু তুমি কার সুহৃৎ, চিরকালটা চোরা রীত,
চোর থাকে না ধর্ম্মের কারবারে॥
চোরের বৃত্তান্ত কই, সাধুস্বভাব চোরের কৈ,
পুত্রের ধন হরণ করে চোরে।
পথ ছেড়ে কুপথে হাঁটে, শিষ্ট চোরে সিঁদ কাটে,
গুরুর সর্ব্বস্ব চুরি করে॥
অমাবস্যা এলে কাছে, চোরগুলা আনন্দে নাচে,
হয় ডাকাতি মতুয়া সিঁদ কাটে।

চোর গেল সর্ব্বস্ব লয়ে, দিবসে দারোগা গিয়ে,
অবশিষ্ট যা থাকে তাই লোটে ॥
গোপনে তাঁর সঙ্গে রফা, নৈলে তিনি মারেন দফা
ঘুস্ না দিলে ঘুসো খেতে হয় জানি।
বিষয় বুঝে ঊভ্য দেখে,
খুন ডাকাতি ছাপিয়ে রেখে,
রেপট লিখে ফেলে যেন ফেলশাণি ॥
দারোগার সঙ্গে থাকলে মিশ,
সদরে মাম্‌লা ডিস্‌মিস্,
বিষয় কিন্তু সব গিয়েছে তলে।
যেরূপে হক আপনি মর, কিলখেয়ে কিল চুরি কর
বিষয় গেছে কার সাধ্য বলে ॥
হাকিম যদি শুনেন পরে, সে গৃহস্থের সাকিম ধ'রে
গ্রেপ্তারি পরওয়ানা থানায় যায়।
আর কিছু না বিচার করুন,
মিথ্যা সে হলপের দরুণ,
পহেলা নম্বরের বোড় পায় ॥
হেথা যত গোপিকায়, সভয়েতে কাঁপি কায়,
বলে ছি ছি কেমন রঙ্গ হরি।
পার করা নয় এ তোমার, যমের মত কর পার,
ডুবালে তরী কিরূপে আর তরি ॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল কাওয়ালি।

কুলরমণী কেমনে কূল পায়।
কূল যায় হে মরি আমরা কুল যায়,
কর কি রঙ্গ ছি ছি ত্রিভঙ্গ তুমি বারি
তরঙ্গ দেখে সবে আতঙ্কে মরি,
এ জীবনে বুঝি জীবন যায়।
হয়ে নবীন কাণ্ডারী তরি ডুবালে,
এ অপার যমুনার জলে,
কৃপা কর কৃপা কর, এ দুর্গতি হর হর,
ধর কর্ণধর ধর ধরি তোমার পায় ॥

কান্দিয়ে রমণীবৃন্দে, কহিতেছে শ্রীগোবিন্দে,
শুন হে নবীন কর্ণধার।
পার হতে আজ খেয়া ঘাটে, অপার যন্ত্রণা ঘটে,
জন্মের মত হতে হয় যে পার ॥

তুমি ত নূতন মাঝি, নৌকা এনে মাঝামাঝি,
ভয় পেয়ে ছেড়ে দিয়েছ হালি।
ডুবিল অগাধ নীরে, প্রাণে মরে গোপিনীরে,
কি কীর্ত্তি রাখিলে বনমালী ॥
বাসুকীর কীর্ত্তি ধরা, আপনার মস্তকে ধরা,
কৃত্তিবাসের কীর্ত্তি বিষপান।
ভগীরথের কীর্ত্তি যেমন, ভূতলে ভাগীরথীর গমন
পায় যায় পাতকী পরিত্রাণ ॥
রাম যে কীর্ত্তি প্রকাশিলে,
সলিলে ভাসালেন শীলে,
রাবণ ধ্বংস জানকীর উদ্ধার।
ধরায় যদি কীর্ত্তি রাখে, মরিলেও জীবিত থাকে,
নারীহত্যা কীর্ত্তি এই তোমার ॥

কৃষ্ণ বলেন শুন কই, দোষের দোষী আমিত নই
আমারে কেন এ অনুযোগ করা।
এ অনর্থের উদ্যোগ, রাই হ'তে হয় সংযোগ,
প্যারী যে ডুবালেন এই তরা ॥
একে প্রাণী হত্যা করে, আর জন ফাঁসীতে মরে,
একের পাপে নরকে যায় অন্যে।
এ রীতি কোন্ বসুধার, একজন করিবে ধার,
অন্যে সে ঋণ শুধিবে কি জন্যে ॥
কথাটী অতি অকথ্য, একে করিল কুপথ্য,
সে রোগে কি অন্যে ভোগে আসি।
একজন বেদনায় মরে, সন্তান প্রসব করে,
ঝাল খাবে কি পাড়া প্রতিবাসী ॥
যদি বল রাই ডুবীকেই, তদ্‌বিশেষ শুন কই,
রূপে দেখ চঞ্চলা স্থির নয়।
তার পরিধান নীলাম্বর, ঠিক যেন সে জলধর,
মেঘের সঙ্গে বিদ্যুতের উদয় ॥
মেঘারম্ভ ভাবি মনে, উড়াতে সেই নবঘনে,
পবনের হয়েছে আগমন।
বায়ু মেঘের অন্তরঙ্গ, সেই যোগে জলে তরঙ্গ,
সেই তরঙ্গে তরি হয় পতন ॥
শুনে কহেন ব্রজেশ্বরী, সখীরে উপলক্ষ্য করি,
বৃন্দে গো নাবিকের বিচার ভাল।
মম যদি কলঙ্ক রটে, কাল বসনে বিপদ ঘটে,
এ বসন সই ত্যজিলেই ত গেল ॥

কাল যদি বিপদের কারণ, অঙ্গ যার কাল বরণ,
সে কাল কিরূপে এখন ঢাকে।
তবে একটা যুক্তি করি, তোমরা না হয় সহচরী,
ঘোল ঢেলে দাও নাবিকের মস্তকে॥
বৃন্দে বলে উচিত বটে, কিন্তু তায় অনর্থ ঘটে,
কালা রূপ কেমনে ঢাকি রাই।
আমরা কাল ভালবাসি,কাল রূপের হই যে দাসী
কাল বিনে আর রূপে ভক্তি নাই॥

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল একতালা।
প্রেমের উদয় কাল রূপ,
[illegible]

কাল রূপের দাসী আমরা কণ্ঠে সদা,
কাল রতনের হার যতনে পরি।
অন্য রূপে যে আমাদের ভক্তি নাই,
এ জনমের মত কাল রূপেতে বিকায় গোপীকায়,
আমরা যত গোকুলবাসী, কাল ভালবাসি,
কাল রূপ জেনেছি কালনিবারে।
সেই কাল রূপেতে হরে গোপীর মন,
যে কাল ভাবিয়ে জয়া হলেন কালাকাল,
মহাকাল কালরূপে ভক্তি কব কালীরূপে
দেন কালের বুকে কালরূপিণী নারী।

সমাপ্ত।

অক্রূর সংবাদ।

দৈত্যবংশে অবতংশ, মথুরার রাজা কং[স],
আরব্ধ করিলেন ধনুর্ যজ্ঞ।
ভূতলবাসীর অবিলম্বে, নিমন্ত্রণ সর্ব্বারম্[ভে],
করেন যজ্ঞে যে হইল যোগ্য॥
যমুনার পার গোকুলে, নিমন্ত্রিতে গোপকু[লে]
অক্রূরে দিলেন অনুমতি।
সেই আজ্ঞা শিরে লয়ে, বৃন্দাবনে নন্দাল[য়ে]
অক্রূরের গতি শীঘ্রগতি॥
পুরাইতে মনোরথ, সুসজ্জা করিয়ে র[থ]
গমনে হন রত গুণধাম।
ভক্তিবারি বহে চক্ষে, মনকে দেন জ্ঞান শি[ক্ষে]
যাইতে পথ মধ্যে অবিশ্রাম॥
শুন মন তোমারে বলি, যে ধন প্রাপ্ত হ'ল বলি
কেবলই সেই ধনে কর চিন্তে।
ত্যজে অহং অহরহ, কৃষ্ণকথায় রত [হ],
হ'লে দিন পারিবি দিন কিনতে॥
বৃথা কেন দিন যাপন, প্রতিদিন করো [পণ],
করেছিলি জঠরে একান্তে।
দিননাথ দিন নিস্তারে,দিন থাকিতেই ডাক তাঁ[রে],
দিনমণিনন্দনে পারবি জিন্তে॥
এই বেলা আছেরে দিন,কর ভক্তি হরিকৃপা[য় ম]ন,
[illegible]

দিন গেলে সে সন্ধিক লে,
ক'বে তোরে বন্দিকালে,
ডাকাডাকি তখন কোথা থাকে॥
তাই বলি ভ্রান্ত কি কর, ভাস্বরসুতে কি ক[র]
দিবে সেই দুষ্কর সময় রে।
যদি কর সঞ্চয় কর, ডাক কৃষ্ণ কৃপাক[র]
যাইতে পাবে নিস্কর নিশ্চয় রে॥
বিষয় বাসনা সব, ত্যজ অনিত্য উৎস[ব]
তুমি শব হইলে সব বৃথা।
চরমে ভার আর কে সবে,
এই বেলা সাধ কেশবে,
তার গুণ গাও ত্যজে অন্য কথা॥

রাগিণী সুরট—তাল কাওয়ালি॥
জপরে যতনে রাধারমণে মন।
নিতান্ত গেল দিন, কৃতান্ত এলোরে,
একবার দিনান্তে ডাক শমনদমন॥
আমার, কর রে কি কর কর মালা ধারণ [ক]
অধর মুরলীধরে সাজরে অধরে ধর,
ওরে রসনা, অন্য রস না,
পান করিবে সহরে সদা ভক্তিরস আস্বাদ

চরণ চলয়ে তীর্থভ্রমণে, রসময় বৃন্দাবনে,
ক'রোনারে নিত্য আর ও অনর্থ ভ্রমণ।
ওরে, নয়ন নয়ন ধন্য কর, দেখি একবার,
হের গিয়ে জ্ঞানচক্ষে ব্রজের বিশ্ব মূলাধার,
সে চরণে কায়, যদিরে বিকায়,
তবে নিস্তার পাইবে ভবে এ দ্বিজ ব্রজমোহন॥

তখন মগ্ন মন ভক্তিনীরে, চিন্তিয়ে চিন্তামণিরে,
অক্রূর উদয় বৃন্দাবনে।
ভাবে শুভদিন অদ্য, ভবরোগ-নিবারী বৈদ্য,
সম্প্রতি হেরিব বিদ্যমানে॥
এ দেহ ধন্য আমার, দৈবকী-প্রাণকুমার,
সহিত সাক্ষাৎ দৈবযোগে।
কংস-আজ্ঞা পালিবারে, কমলাধি কাল-নিবারে,
দর্শনলাভ হলো এ উদ্যোগে॥
এইরূপ ভাবে অন্তরে, তৎপরে দেখে অন্তরে,
সাঙ্গ করি গোষ্ঠের উৎসব।
সঙ্গে নবলক্ষ ধেনু, গৃহে এসেন রামকানু
লয়ে যত ব্রজের শৈশব॥
দূরে দেখে ব্রজরাজে, ত্যজ রথ পদব্রজে
চলেন ব্রজে অক্রূর সুধীর।
যারে ভজে চতুর্মুখ, সে মুখ হেরি সম্মুখ,
ভাবে চিত্ত হইল অস্থির॥
ধরে না প্রেম শরীরে, আলিঙ্গন দিয়ে হরিরে
বলে কি হেরিহে গোলোকপতি।
একি নন্দের আচরণ, তোমায় করায় গোচারণ,
দীননাথ তোমার কি দুর্গতি॥
ওহে ব্রহ্ম সনাতন, গোকুলে কি এই যতন,
কি রতন তুমি চিনবে কেবা।
হয়ে হর-ধ্যানের ধন, বনে বনে রাখ গোধন,
এই কি তোমার ভক্তগণের সেবা॥
যে চরণ চতুরাননে, বাঞ্ছিত নিত্য কাননে
সে পদ হয় কণ্টকে বিক্ষত।
দিনকরে বিষম করে, কমলকায় উত্তপ্ত করে,
আর আর আছে হে কষ্ট কত॥
ওহে বসুদেব-অঙ্গজ হরি, যে হয় নিজে জহরি,
সেই ত জহর চিনতে পারে।

নন্দ কি তার মর্ম্ম জানে, রতনেই রতন চেনে,
যেমন শালগ্রাম রাখালের আদরে॥
তুমি পূর্ব্বকালে আরও কত লীলা প্রকাশিলে।
শনির কোপে কেটেছিলে গণ্ডকীতে শিলে॥
বিশ্বাদ্যো বটপত্রে সমুদ্রে ভাসিলে।
হে মধুসূদন মধু কৈটভ নাশিলে॥
বামন রূপে বলি রাজার দর্প প্রণাশিলে।
পাতালে ইন্দ্রত্ব দিয়ে অদ্যাপী শাসিলে॥
রামরূপে পিতার বাক্যে বনে প্রবেশিলে।
কত কষ্ট পেলে হারিয়ে জানকী সুশীলে॥
অরণ্যে সাধিলে স্পর্ণখা সে দুঃশীলে।
বালি রাজায় ধ্বংস করি সুগ্রীবে তুষিলে॥
বনপশু বানর যত স্বগুণে পুষিলে।
জলধি বন্ধন কোরে লঙ্কায় পশিলে॥
বাহুবলে দুর্জ্জয় রাবণ বিনাশিলে।
বিভীষণে লঙ্কায় রাজা করি সন্তোষিলে॥
ভূভার হরিতে পুন অবনী আসিলে।
নন্দ যশোদারে ধন্য করি সন্তুষিলে॥
অতএব তোমার মর্ম্ম কে জানে গোবিন্দ।
চিনলে রত্ন এত কি অযত্ন করে নন্দ।

রাগিণী বাহার হুহিনী—তাল কাওয়ালি।

তব যতন কে জানে হরি।
বিনে ব্রহ্মা ত্রিপুরারি, তুমি যে ধন অমূল্য রতন,
পঞ্চানন রাখেন হৃদ্‌কমলে যত্ন করি॥
তুমি ব্রজে পূর্ণ ব্রহ্ম, অন্যে কি জানিবে মর্ম্ম,
তুমি জান তোমার কর্ম্ম, হে বংশীধারি,
নন্দ পোড়ে অন্ধকূপে, দিল গোচারণে বিশ্বরূপে,
গোকুলে কে চিনবে তোমায়,
অকূল ভব-কাণ্ডারী।

সম্মুখে অক্রূরে হেরি, জিজ্ঞাসা করেন হরি,
সুসংবাদ বল শীঘ্র শুনি।
তোমরা ত মধুমণ্ডলে, সবাই আছ সুমঙ্গলে,
কেমন আছেন জনক জননী॥
সেই কংস দুরাচার, করে কি আর অত্যাচার,
কি দুরন্ত আছে ক্ষান্ত ভাবে।

তব গমন বৃন্দাবনে, কি কারণ শুনি শ্রবণে,
শুনিয়ে অক্রূর কন তবে॥
শুন ওরে প্রাণকৃষ্ণ, কি কব সে সব কষ্ট,
তোর পিতা মাতার যে দুখে দিন যায়।
বল্‌তে কথা তোর নিকটে,
প্রাণ যে আমার কেঁদে উঠে,
দয়া মায়া কৈ আছে তোর কায়॥
কংস-কারাগারে বন্ধ, জনক জননী বৃদ্ধ,
রোদনে নয়নে বহে ধারা।
উভয়ের বক্ষে পাথর, বন্ধনে অতি কাতর,
নিরবধি অরায় অধরা॥
কেঁদে কেঁদে নয়নতারা, হারিয়ে অন্ধ হল তাঁরা
হায় রে কৃষ্ণ কি পোড়া অদৃষ্ট।
নাহি অন্য কথা মাত্র, কেবল বলে কোথা পুত্র,
একবার এসে দেখাদে রে কৃষ্ণ॥
তুল্য কি দিব তাহার, তুমি হে সন্তান যার,
তার হেন সন্তাপে দিন যায়।
দৈবকী আর বসুদেবে, কত কাল এ কষ্ট দেবে,
কর এ অবস্থার ব্যবস্থা ত্বরায়॥
কি সুখে ব্রজে বিহর, মাতা পিতার ক্লেশ হর,
ওহে হর-আরাধ্য শ্রীহরি।
কংস-যজ্ঞ নিমন্ত্রণ, লয়ে এলাম বৃন্দাবন,
হবে মম সঙ্গে করিতে শ্রীহরি॥
যেমন দাঁড়ায়ে সমুদ্রকূলে পিপাসায় মরে।
গরুড়ের সম্মুখে জীবে দংশে বিষধরে॥
ভেকে দর্প করে কাল সর্পের নিকটে।
দাঁড়িয়ে ধন্বন্তরী মাথা ধরায় মৃত্যু ঘটে॥
সম্মুখে গণেশ থাক্‌তে বিঘ্ন হয় কাজে।
লক্ষ্মী ছাড়া হৈল রেখে লক্ষ্মী গৃহমাঝে॥
শত অশ্বমেধ করে নরকে পায় স্থান।
ইন্দ্রজালে মৃত্যু তূণে থাক্‌তে ব্রহ্মবাণ॥
পুষ্করিণী হন পাপনাশিনী গঙ্গা বিদ্যমানে।
বারণ করে বলপ্রকাশ সিংহ সন্নিধানে॥
থাক্‌তে কুলীন পূজ্য হয় বংশজের বংশ।
তেমনি তুমি সত্ত্বে মাতা পিতায় কষ্ট দেয় কংস॥

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল মধ্যমান।

বল্‌তে দুখে প্রাণ বিদরে।
হে! জনক জননী তোমার
আছেন কংস-কারাগারে॥
বন্ধনে অতি কাতর, নয়নযুগলে নীর নিরন্তর
প্রায় হল প্রাণ অবশেষ হৃদয়ের পাষাণ-ভরে
দিবস রজনী শুনি,
উভয়ের বদনে নাই আর অন্য বাণী,
কেবল বলে কোথা কৃষ্ণ
একবার এসে দেখা দেরে॥

অক্রূরবদনে কৃষ্ণ, বসুদেব দেবকীর কষ্ট,
শ্রবণ করি শোকাবিষ্ট, শুনহে পিতৃব্য।
কংসদর্প বিনাশনে, ধনুর্যজ্ঞ দরশনে,
গমন আমার তব সনে, এখনি কর্ত্তব্য॥
তুমি গিয়ে পিতানন্দে, দেহ পত্র মনানন্দে,
কেন আর নিরানন্দে, কর কাল যাপন।
কাল বিলম্ব বৃথা আর, নহে ধৈর্য্য প্রাণ আম
শুনে দুখ মাতা পিতার, মন করে রোদন॥
শুনে অক্রূর হৃষ্ট হয়ে, দ্রুত গিয়ে নন্দালয়ে,
নিমন্ত্রণ পত্র লয়ে, দিল নন্দকরে।
নন্দ বলেন এস ভ্রাত, বহু দিন পরে সাক্ষা
কি নিমিত্তে অকস্মাৎ গমন ব্রজপুরে॥
ভাল ত আছ হে ভাই, মথুরায় তোমরা সবা
মনোদুখ মনে নিভাই শুনে কুশল বার্ত্তা।
অক্রূর বলেন আছি ভাল, সম্প্রতি মথুরায় চ
নিমন্ত্রণ পত্র খোল, পাঠিয়ে দিলেন কর্ত্তা॥
নন্দ লয়ে পত্র করে, তাহে নেত্র পাত ক'রে,
কি করি ভাবে অন্তরে, ও কর্ম্ম নাই পেটে।
পড়তে গিয়ে শিরোনামে, অমনি বাছার শির ন
গোকুলে গোয়ালার গ্রামে, সে চাষ নাই মোটে
গোঠে মাঠে গোরাখালি,
সে কর্ম্মে পেকেছেন খালি,
কাগজ দোয়াত কলম কালি,
জন্মে হয় নাই দৃষ্ট।
অঙ্কে অঙ্কে গলাগলি, কথার সঙ্গে দলাদলি,
মেয়ের সঙ্গে বলাবলি, আমি গুণবিশিষ্ট।

নাই কড়ানে শটকের শক্র,
পলকে উহার পলকে শক্র,
চৌকেতে চৌকোস নন বড়।
বুঝেন অঙ্ক সোজা সুজি,
পাঁচ গুণতেই অংলা পাঁজি,
উপানন্দ আয়রে আজি, ডকেন নন্দ বুড়ো।
পড়রে ভাই পত্র ত্বরা, এখানি বিদ্বান্তো তোরা,
আমি হলাম চাল্‌সে ধরা, চসমা হলে পারি।
উপানন্দ খুলে খাম, অমনি বহে কাল ঘাম,
ত্বদীয় শ্রীকংস নাম, পড়তে মারামারি॥
বলে, লেখাগুলো বড় জড়ানে,
এবারৎ বড় বাড়ানে,
আমি শিখেছিলাম হদ্দ কড়ানে,
শিশুকালে পাঠশালে।
আতব্যবসায় পোক্ত ভারি,
খরিদ বিক্রী কর্‌তে পারি,
ছেঁদো লেখা না পড়তে পাবি, চলে স্পষ্ট হলে॥
সাধে কি লেগেছে ধাঁধা,বলব কি এই দেখ দাদা,
লিখেছে কোন বেটা গাধ, ভুল গিয়েছে কত।
এই ছাঁদে কি লেখে পত্র,
দেখে আমার জ্বলে গাত্র,
সোজা হয় নাই একটী ছত্র, কেতা কলুষে যত॥
অক্রুর তবে ক্রমত্র, পড়ে দিলেন কংসপত্র,
শুনিয়ে নন্দের নেত্র, ছল ছল করে।
লেখা আছে যজমুনে, রামকৃষ্ণ লয়ে সনে,
আসিবে যজ্ঞ দরশনে, কল্য মম পুরে॥
কংস রাজার লেখার ভাবে, নন্দ মনে সন্দ ভাবে
বলে লয়ে প্রাণ কেশবে, কেমনে যাব তথা।
চিরকাল যে জন বৈরি, গোপালের জীবন-বৈরি,
সে যাবে আজ শত্রুপুরী, অসম্ভব কথা॥
কি জানি কি ঘটে ভাগ্যে, এ যুক্তি কি দেয় বিজ্ঞে
চল আমি যাই যজ্ঞে, নিমন্ত্রণ রাখতে।
যে মম মন্দ কপাল, তাহে শত্রু সে ভূপাল,
যাবনা লয়ে গোপাল, দেহে প্রাণ থাকতে।

রাগিণী আলিয়া—তাল একতালা।

আজ কেমন করে মন এই বচন শ্রবণে।
অক্রুর বলরে আমায়।
লয়ে জীবনধন সে নীলকান্ত মণি,
যাব কেমন ক'রে আমি বিপক্ষভবনে॥
হয় আমার ত্রাস অন্তরে,
আছে কি বিশ্বাস তারে,
দুষ্ট অতি, সে কংস দুরন্ত অতি,
পাছে ছল ক'রে গোপাল বধেরে জীবনে॥
গোপাল, গোচারণে গেলে, তার দূত সকলে,
বধিতে উদ্যত হয় কাননে,
সাধ ক'রে আজ ব্যাধকরে
কেমন ক'রে থাকতে জীবন,
কৃষ্ণ শুকপাখী সপে দিব রে যতনে॥

অক্রুর কহেন নন্দ তুমি ভ্রান্ত অতি।
না পারিলে চিন্তে ঐ বালক গোলোকপতি॥
ভূভার হরিতে হরি ভূতলে অবতীর্ণ।
গোকুলে বাস করেন ভক্তের বাঞ্ছাপূর্ণ জন্য॥
জন্মজন্ম ভরে তোমার ছিল কত পুণ্য।
জগৎপিতার পিতা হয়ে কল্লে জীবন ধন্য॥
কংসভয় দেখাও কারে ওহে অবোধ নন্দ।
কালভয়নিবারী তব তনয় গোবিন্দ॥
যার নামে জীবের ভবের ভয় হয় হে ভঞ্জন।
তব সুত সুরারাধ্য ব্রহ্ম সনাতন॥
যাঁহাকে কোপদৃষ্ট হ'লে বিশ্ব লয় হয়।
হ'য়ে ভ্রান্ত সে নন্দনে দেখাও কংস ভয়॥
ত্যজ চিন্তা চিন্তামণি সঙ্গে লয়ে চল।
বৃথা চিন্তা ক'রে চিত্তকে ক'র না চঞ্চল॥
হয় কি বিঘ্ন বিঘ্নহরসুত যার সনে।
সাবেন বিঘ্নরাজ তব সন্তানে বিঘ্নবিনাশনে॥
যিনি কালের কাল চিরকাল মহাকাল যায় সাথে।
বিপদহারীর সঙ্গে তুমি পড়বে কি বিপদে॥
যাঁর স্মরণে যায় মরণ চিন্তে শমন রাজার ভয়।
যাঁর ভাবলে পদ ভবসিন্ধু গোষ্পদ জ্ঞান হয়॥
অতএব লয়ে গোপাল চল ভূপাল নিমন্ত্রণে যাই।
শীঘ্র সাজ ব্রজরাজ কোন চিন্তা নাই॥
ডাক গোপগণে সর্ব্বজনে যারা সঙ্গে যাবে।
লহ ভেটের দ্রব্য হব্য গব্য দিতে সভ্যভাবে॥
বল, মনস্পষ্টে রামকৃষ্ণে সাজতে এই ক্ষণে।
কেন ভাবছ দাদা মনের ধাঁধা ঘুচালেই ত খণ্ডে॥

হ'য়ে, মায়ায় মুগ্ধ গোচারণে যে ধনে দাও নিত্য
এত কি কাণ্ডে যদি জানতে কৃষ্ণ কি পদার্থ ॥

রাগিণী কালেংড়া—তাল কাওয়ালি।

তুমি চিনিতে কি পার চিন্তামণিরে।
ভাবি তাই হে,
চিন্তার অতীত যে ধন হরের সাধনের নিধি,
বিধি যারে সদা চিন্তা করে,
ও যার চরণ চিন্তিলে মনে
জীবের ভবচিন্তা হরে।
যার, অনন্ত মহিমা বেদে অনন্ত না পেয়ে অন্ত,
অনন্ত ভাবিত অন্তরে,
যিনি জগৎমূলাধার, জীবের জীবনাধার,
ভূতলে ভূভার হরিবারে,
হলেন ব্রজেতে উদয় ব্রজমোহনে তারিবার তরে ॥

অক্রুরের শুনি ভারতী, নন্দের হ'ল ভারতী,
অনুমতি দিলেন কত কষ্টে।
পরে যজ্ঞ নিমন্ত্রণ্য, বৃন্দাবনে তন্ন তন্ন,
করি অক্রুর করেন বিশিষ্টে ॥
যেতে যজ্ঞে মথুরায়, গোপগণ সাজে ত্বরায়,
কতমত হইল ভেট দ্রব্য।
দুর্লভ অবনী সার, কেউ লয় নবনীত
উৎকৃষ্ট মাখন আদি সব ॥
কেহ বা দিতে ব্যাভার, লইল দধি শতভার,
কেউ লয়ে সর হইল অগ্রসর।
হেরে তৃপ্ত হয় আঁখির, আশ্চর্য্য হইল ক্ষীর,
মহানন্দে মগ্ন পরস্পর ॥
কেউ ডাকে আয় জগন্নাথ,
মেরেছি আজ একটা হাত,
অনেক দিনের পরে এসে পটলো!
কোথা গেলি রে শম্ভু দাদা,
সঙ্গে লয়ে মানুকে গদা,
বাস্ যদি আর পাকা ফলার ঘটলো ॥
আমি, পূর্ব্বে একটা নিমন্ত্রণে,
গিয়াছিলাম তার ভবনে,
ক্রিয়াকাণ্ড করে সে ভাই হদ্দ।
অন্য দ্রব্যের সীমা নাই,
আধা-ছানার মোণ্ডা ভাই,
ফি জনেতে পাঁচ সের বরাদ্দ ॥
গরম গরম খাসা পুরি, সাধ্য কে খায় উদর পুরি,
রাজপুরী পুরিল কত লোকে।
আগে করলেম ফাকাফাকি,
শেষে আর কে খায় জিলাপী,
গণ্ডাগুলো গজাল ঠেকে মুখে ॥
মনে করি আশ মিটাই, সাধ্য কি খাব মিঠাই,
রসগোল্লা কত গোল্লায় গেল।
ছেনাবড়া পান্তোয়া খাজা, ওলা মিছরি সরভাজা
দেখে অঙ্গ ভাজা ভাজা হ'ল ॥
কচুরি কি তরকারি, হবে কি ভাই দরকারী,
মোহনভোগেই ভোগের দফা সাঙ্গ।
মৈচুর কি মতিচুর, আয়োজন অতি প্রচুর,
আরো কত এ বিষয়ের অঙ্গ ॥
সকল দ্রব্যই উৎকৃষ্ট, জন্মে যা করি নাই দৃষ্ট,
পরের মাথায় হাত বুলায়ে খাই।
চল দেখি সব খুটেপুটে, যদ্যপি না ধরে পেটে,
বোচকা বেঁধে লয়ে আসব ভাই ॥
তবু কিছু ফল ফলবে, দিনকত জলপান চলবে,
ছেলেপুলে ভালমন্দ পায় না।
এই ব'লে আনন্দে মাতি, যায় যত গোয়ালা জাতি,
দল বেঁধে পশ্চাতে ফিরে চায় না ॥
হেথায়, রামকৃষ্ণ লয়ে সঙ্গে, নন্দ যজ্ঞ দরশনে,
যাবেন বার্ত্তা পেয়ে যশোমতি।
অমনি হ'য়ে এলোথেলো, কেঁদে রাণী ধেয়ে এল,
ক্রোধভরে কহে নন্দ প্রতি ॥
কোথা যাও অবোধ নন্দ,
লয়ে আমার প্রাণগোবিন্দ,
একি দ্বন্দ্ব অন্ধ চক্ষু থাকতে।
ভুলেছ কার চাতুরীতে, কার বোলে যাও তুরিতে,
বিপক্ষ পুরীতে যজ্ঞ দেখতে ॥
লয়েছ সঙ্গে নীলমণি, জান না কাকে নিল মণি,
হলে কি এমনি জ্ঞানশূন্য।
ঠেকলো বয়েস একাশীতে,
আজকাল হবে আসিতে,
নয় কাটালে নয়ের পায়ে শূন্য ॥

বৃদ্ধকালে বুদ্ধি হয়ে, দোত্তটী কেবল বৃদ্ধি করে,
রাগটী ঘটে কথায় কথায়।
এক কড়া থাকে না মূল্য, বুড় আর বালকে তুল্য,
জ্ঞান শান্তি কোন ভায়-বেজায় ॥
কে দিলে এ সূত্র তুলে, সে যে শক্র নখে তুলে,
পেলে কৃষ্ণ সেই দণ্ডে মারে।
জান না কোন্ ছুতনায়, পাঠিয়ে ছিল পুতনায়,
আর কত অসুর ব্রজপুরে ॥
কোথা রে শ্রীদাম সুবল,
শুনে কোন্ বঞ্চকের বোল,
দুখিনীর সম্বল যায় লয়ে।
যেওনা রে বলরাম, জেন কৌশল্যার সম্বল রাম,
রই কি সুখে বনে পাঠাইয়ে ॥
লয়ে গেলে কৃষ্ণ জীবন, তবে অপকৃষ্ট জীবন,
ত্যজি নীচ যমুনার জীবনে।
এই ব'লে মুক্ত কুন্তলে, পড়ে রাণী ধরাতলে,
কান্দে ধ'রে নন্দের চরণে ॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল একতালা।

যাবে কেমনে সে ধনে মথুরায় লয়ে,
সাধ ক'রে শত্রুভবনে
যার ভয়ে কম্পিত, সদা সশঙ্কিত,
রাখি প্রাণের গোপাল নয়নে,
সদা রাখি প্রাণের গোপাল নয়নে নয়নে ॥
যে জন বৈরিভাবে ভাবে চিরদিন,
যার ভয়ে রয়েছ দীনের অধীন,
এ গোকুলে তা ত সবাই জানে,
এক দিন ছল কোরে পুতনা এসেছিল,
আমার গোপালকে করাতে বিষ পান,
কিসে না জানি, সে দিন চিন্তামণি,
বেঁচেছিল বাছা জীবনে,
সে দিন বেঁচেছিল বাছা জীবনে জীবনে।
তোমরা ত্বরা ক'রে, যাও হে মধুপুরে,
কংসযজ্ঞ দরশনে নন্দ,
আমার অঞ্চলের নিধি সঙ্গে দিতে,
আমার মনত বুঝাতে পারিনে,
বুঝি বিপদ ঘটে, পড়িবে সঙ্কটে,
কেঁদে উঠে প্রবোধ না মানে,
এ পাপ পরাণ প্রবোধ না মানে না মানে

তখন কাতরা দেখে যশোদায়,
মথুরায় লইতে বিদায়,
আপনি পূর্ণব্রহ্ম সনাতন।
যোগতত্ত্ব প্রকাশ করি, জননীরে করেন হরি,
ভগবৎমায়ায় মুগ্ধ মন ॥
হয়ে মায়ায় মুগ্ধা যশোমতি,
অগত্যা দেন অনুমতি,
কংসযজ্ঞে যাইতে প্রাণ কৃষ্ণে।
বলরামের করে করে সন্তনে অর্পণ ক'রে
শোকে রন পতিতা পৃথ্বীপৃষ্ঠে ॥
করি জননীরে সম্বোধন, করিতে রথ আরোহণ,
উভয়েতে চলেন চঞ্চলে।
মথুরায় কৃষ্ণের যাত্রা, নগরে শুনিয়ে বার্ত্তা,
সুখে মগ্ন বিপক্ষ সকলে ॥
গিয়ে কুটিলা বলে, জটিলায়,
অগো মা আজ দেখ্ সে আয়,
শুনে এলাম এ খবরটী খাঁটী।
এইবার কপাল ফল্‌লো, কৃষ্ণ মথুরায় চল্‌লো,
নন্দালয়ে উঠেছে কান্নাকাটি ॥
খুব হয়েছে বেশ বেশ, এক কাযে জুড়াল দেশ,
বড় মেনে বাড়িয়ে ছিলো ছোঁড়া ॥
কারু কথা নাহি মান্‌ত,
কি জানি কি কুহক জান্‌ত,
দিন কতক পোড়ালে হদ্দ পোড়া ॥
আমরা যা না ভালবাসি,
বাজিয়ে একটা বাঁশের বাঁশী,
গোকুলবাসী বনবাসী কর্‌তো।
জল আন্‌তে যমুনাতীরে, দেখিছি কত সতীরে,
সতীত্ব নাশ করে বসন ধর্‌তো ॥
কদমতলায় ছিল থানা, গোষ্ঠ ছলে আনাগোনা,
হরে বস্ত্র গাছের উপর উঠতো।
চ'রিয়ে গুটী কত গরু,
হল কুলমজানে নাটের গুরু,
মাঝে মাঝে পসরাও ত লুটত ॥

সকলি তার অপকৃষ্ট, শ্রীতে যেন পোড়া কাষ্ঠ,
অষ্ট বঙ্ক বেঁকে চুরে চল্‌তো।
বিদ্যার বিষয় এই ডাকাত,
কর্‌তো ব্রজে প্রায় ডাকাতি,
নন্দের ভয়ে কেউ কিছু না বল্‌তে ॥
ছোঁড়া আবার কি ভেল্কী জানে,
বেঁচে গিয়েছে বিষপানে,
ধরে পর্ব্বত চাপা না'হি পড়্‌লো।
লুকিয়ে কত মজা কর্‌লে,
আমাদের বউটীর ত দফা সার্‌লে,
তার তরে রাই ঘর কন্না ছাড়লো ॥
আজ সকল বুদ্ধি শুদ্ধি হরে,
ষাঁড়ের শত্রু বাঘে মারে,
উট্‌লো এ গোকুলের লীলা-খেলা।
সকল আশাই হলো ভঙ্গ, এইবার ত দফা সা
কলাপোড়া খেয়ে বস্‌লেন কালা ॥
কংসদূত এসে অক্রূর, করেছে চাতুরী চূ
ঠিক যেন যমদূতে লয়ে যায়।
আর যেন না আসুক ফিরে, সিন্নি দেব সত্যপীরে,
কি মজাই ঘটেছে হায় হায় ॥

রাগিণী কালাংড়া—তাল কাওয়ালি

বিধি এবার হল মা অনুকূল।
বুঝি মনের আশা পূর্ণ হয় গো এত দিনে
শুনে এলাম নগরে আজ কি সুমঙ্গল ॥
চিরকাল বড়ই পোড়ালে,
সেই গোপালে ছারকপা'লে
যে দিয়েছে কালি গো দাদার কূলে,
এসে কংসদূত নন্দসুত হ'রে লয়ে ে া।
একবার গেলে মধুপুরে,
আর কালা আসবে না ফিরে,
ছল ক'রে সে বৈরী প্রাণ সংহারে,
ওমা গোকুলে আমাদের যে শিওরে শত্রু ছিা ॥

জটিলে শুনে কুটিলের মুখে,
বলে কি বলিস্ কৌতুকে,
আহ্লাদে যে উঠছে ওঠে গা।
দিয়েছিস্ যে সুসংবাদ, হাড়জ্বেলে এই আশীর্ব্বাদ
মনের আশা পূর্ণ হক্ তোর মা ॥
বুঝতে নারি কথার ধাঁচা,
এমন দিন কি হবে বাছা,
নন্দের বাছা গোকুলে গা তুল্‌বে।
পোড়ামুখীদের গর্ব্ব নেশে,
যায় যদি সে সর্ব্বনেশে,
অনেকের গুমরের ঘোমটা খুলবে ॥
করে তার সনে গোপনে ভাব,
ষাঁড়াদের কি প্রাদুর্ভাব,
বল্‌লে কথা উল্টো দ্বন্দ্ব করে।
কৃষ্ণমন্ত্রে হয়ে রত, বড়ায়ের বা বড়াই কত,
গুরু করেন ছাই পড়ুক অহঙ্কারে ॥
হোয়ে গোপালের মা হতভাগী,
এক কালে যশোদা মাগী,
অহঙ্কারে মাটিতে পা দেয় না।
আজ তার দর্প ঘোচে, তবেই জানি ধর্ম্ম আছে,
বড় বাড়'লে কারু পক্ষে সয় না ॥
মায়ে ঝিয়ে এইরূপ কথা, তৎপরে শুনহ হেথা,
কৃষ্ণ যাবেন মথুরায় শুনি।
দিতে সংবাদ কিশোরীরে, দুখে অবসান শরীরে,
নিকুঞ্জে চলেন বৃন্দে ধনী ॥
দেখেন বাসর সুসজ্জা করি, প্রেমানন্দে ব্রজেশ্বরী,
কৃষ্ণ আসার আশা-পথ চেয়ে।
পরাইতে নন্দসুতে, গাথেন মালা বিনাসূতে,
নানাজাতি বনপুষ্প লয়ে ॥
ধরিয়ে পদারবিন্দে, বিনয়ে কহিছে বৃন্দে,
সর্ব্বনাশ হল গো তোর প্যারী।
বিপদ ঘটিল ভাগ্যে, অক্রূর এসে কংস-যজ্ঞে,
লয়ে যাচ্ছে প্রাণের হরি হরি ॥
ছাই দিয়ে তোর মনোরথে,
দেখে এলাম তুলেছে রথে,
রাজপথে এখনি বুঝি যায় গো।
হল সব সুখ-সংহার, কার তরে আর গাঁথ হার,
এ হার পরাবে বল কায় গো ॥

রাগিণী সিন্ধু—তাল একতালা।

কেন হার গাঁথ কিশোরি।
এহার পরাইবে কার গলে।
তোমার অমূল্য হার ছিলেন চিন্তামণি,
বুঝি সেই হার আজ হারালে প্যারী॥
তব সুখের বিহার, করিয়ে সংহার,
সুখ বৃন্দাবন পরিহরি,
আমরা দেখে এলাম রাজপথে,
ও সেই মোহন বেশে, রামকে লয়ে সাথে,
রথে আপনি দাঁড়ায়ে হরি।
চল আমরা দেখে আসি,
আরাধনের ধনকে জন্মের মত,
এক জন অক্রূর নামে কংসদূত এসে,
তোমার সবে ধন ক'রে যায় গো চুরি॥

থুরায় যান চিন্তামণি, সংবাদ শুনি অমনি,
রাজকন্যা ধরায় অধরা।
শূন্য রাধিকার, অচৈতন্য অধিকার,
তারায় বহে তারাকারা ধারা॥
চান উচ্চেস্বরে, বদনে বাক্ নাহি সরে,
দেখিতে দেখিতে শবাকার।
কাথা বসন বেশ ভূষণ, নাহি কিছু অন্বেষণ,
ত্রিভুবন দেখেন অন্ধকার॥
ণেকে চৈতন্য পেয়ে, চৈতন্যরূপিণী ধেয়ে,
চলেন কুললজ্জা পরিহরি।
খী সঙ্গে ছিন্ন বেশে, কান্দিয়ে উদয় এসে,
যেখানে অক্রূররথে হরি॥
তখন, নেত্র জলে গাত্র ভাসে,
প্রণাম করি পীতবাসে,
বৃন্দে বলে শুন দয়াময়।
া ক'রে কোন্ অপরে, উঠেছ কার রথোপরে,
বলহে নিশ্চয় পরিচয়॥
শুনলেম যাবে কংসযজ্ঞে, একর্ম্ম না করে বিজ্ঞে
কুদিনে কুক্ষণে কেন যাবে।
দুখিনীদের বারণ মান, বারবেলা বর্ত্তমান,
যাও যদি সুযাত্রা কর তবে॥
সম্মুখে যোগিনী ক'রে, যেওনা বঁধু মধুপুরে,
যোগিনীর কোপেতে নাই রক্ষে।
কাটিয়ে যোগিনীচক্র, তবে চালাও রথচক্র,
নক্ষত্র অমৃত উপলক্ষে॥
বার তিথি নক্ষত্র যোগ, সব শুভ হলে সংযোগ,
সে যাত্রায় রাজ্যলাভ ঘটে।
যদি সব নহে সম্পন্ন, কিছু কিছু মঙ্গলের চিহ্ন,
দৃষ্ট ক'রে যাওয়া উচিত বটে॥
হবে মঙ্গল তব কেশব, যাত্রাকালে বামে শব,
সংপ্রতি করহে দরশন।
যদি বল সে শব কই, আমরা সবাই শব হই,
এখনি ত্যজিয়ে পাপ জীবন॥
তুমি মথুরায় গেলে, তোমার বিচ্ছেদানলে,
অবশ্য একদিন প্রাণ যাবে।
তব গমন দেখতে নারি,অগ্রে মরি আমরা নারী,
তবেই শব দরশন হবে॥
আমাদের যাক বিকার,
তোমার যাত্রাকালে উপকার,
প্রাণ দিয়ে অবশ্য করতে হয়।
তোমা হতে ছিল মান, আজ ব্রজ হলে বিমান,
বেঁচে আর কি আছে ফলোদয়॥
তুমিই দেহের জীবন ছিলে,
তুমিই যদি তেয়াগিলে,
একান্ত এ দেহ হবে শব।
জীবন গেলে দেহ নষ্ট, যে পক্ষে করিবে দৃষ্ট,
গোপিকার মৃত্যুই সম্ভব॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল মধ্যমান।

কোথা যাও হে ব্রজের জীবন হরি,
ব্রজবাসীর জীবন হরি।
দাঁড়াও একবার জীবনধর,
আগে জীবন পরিহরি॥
তব বিচ্ছেদ কেশব, গোকুলে আমরা কে সব,
ঘুচাইয়ে প্রেমোৎসব, যাও তবে সব সংহারি।
যদি প্রাণ হ'ল সংহার, ওহে জগৎস্তবকর,
তব যাত্রা শুভকর, বামে শব হেরি।
কে আছে আর গোপিকার,
তোমা বিনে গোপী কার,
প্রাণ দিয়ে আজ উপকার,
গমনকালে আমরা করি॥

তখন, রাজপথে যত গোপিকা,
দাঁড়ায়ে হ'য়ে ব্যাপিকা,
অক্রূরের প্রতি ক্রোধে বলে।
শুন রে তপস্বী ভণ্ড, অবলার জীবন দণ্ড
কর্‌তে তুই কি এসেছিস্ গোকুলে॥
কে পাঠালে বল বল, হ'য়ে দুর্ব্বলের বল,
বল ক'রে চলেছ আজ প্রবলে।
ইহাতে কি বল ভদ্র, সহ কৃষ্ণ বলভদ্র
কোথা লয়ে যাস্ রে রথে তুলে॥
তোরে দেখতে যেন হরিভক্ত,
হরি-প্রেমে অনুরক্ত,
পরম সাধু অতি জ্ঞানবন্ত।
ক্রেটী নাইক শ্রদ্ধার, চোরের একটী সর্দ্দার
বিড়ালভক্ত ধার্ম্মিক চূড়ান্ত॥
অঙ্গে দিলে নামের ছাপা, চরিত্র কি থাকে ছাপা,
ছদ্মবেশের ছল কখন রয় রে।
তুলসীর মালা দিলে গলে,
তাতে লোকের মন কি গলে,
স্ত্রীহত্যার পাতকে নাহি ভয় রে॥
গায়ে দিয়েছ নামাবলী, তাই কি তোরে সাধু বলি
মনে মনে কেবলি কুতন্ত্র।
দিব্যজ্ঞান নাহি শিক্ষে, মাথায় কেন রাখ শিক্ষে,
সদাই জপ পবপী ডন মন্ত্র॥
রসকলি কেটে নাসায়, কামিনীদের প্রাণ-নাশায়,
প্রবৃত্ত হয়েছ রে পাপিষ্ঠ।
পরমার্থে বাধে গোল, পদে পদে অমঙ্গল,
ভণ্ড হলে পাষণ্ডের শ্রেষ্ঠ॥
যেমন, গৌরাঙ্গ ঠাকুরের শিষ্য,
বিশ্বমাঝে কর দৃশ্য,
কতকগুলো ভণ্ড নেড়া আছে।
তাদের ভজন সাধন চমৎকার,
ছত্রিশ জেতে একাকার,
বাগদী কোটাল কিছু নাহি বাছে॥
কালীনাম কাণেতে সয় না,
কালীমাত্রে মুখে কয় না,
কালীঘাটের পথে যায় না নেড়া।
গৌর মন্ত্র কাণে পুরে, বাস করে না কালীপুরে,
তন্‌লে বলিদানের বাজনা পাড়া ছাড়া॥

বসে না শাক্তের দলে, জবা ফুল কি বিল্বদলে,
নয়নে না করে দৃষ্টি মোটে।
কাটা কথাটায় অঙ্গ জ্বলে,
কাটা হ'লে বনানো বলে,
রক্ত দেখলে শক্ত দায় ঘটে॥
ব্রাহ্মণে না তোলে হস্ত,
দেখলে কাছ'খোলা হ'য়ে ব্যস্ত,
চরণতলে অমনি পড়াপড়ি।
রোচে না ব্রাহ্মণের অন্ন,
নেড়ার কাছে শারি মান্য,
বৈষ্ণবের প্রসাদ কাড়াকাড়ি॥
আর গুলো হ'ক যেমন মন্দ,
একটা আছে ভারি দ্বন্দ্ব,
এদের পাঁটার সঙ্গে বড় দলাদলি।
সে মাসটা পেটে সয় না, ঘৃতপক্ব জীর্ণ হয় না
কচুর ঘণ্টে পিরীত গলাগলি॥
এ বস্তুতে চড়ায় বাটা,
যাতে জিরে-মরীচ ধ'নে বাঁটা,
ঘৃতের সঙ্গে গরম মসলা কত।
মায়ের প্রসাদ সেই পাঁটায়,
লোক বুঝে স্বর্গে পাঠায়,
যত পাঁঠা বেটারা পাঁটায় অসম্মত॥
আগে প্রেমের তত্ত্ব শিখে,
শেষে জুটলে পাঁচসিকে,
মেলায় গিয়ে পাঞ্জল কার্য্য সারা।
জুটল ধুমুড়ী সতী সাধ্বী,
বিয়ের পূর্ব্ব হ'তেই বংশবৃদ্ধি,
কুলীনের গুষ্টি কুলটী বড় খারা॥
নেড়া সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ, বেদ-পুরাণ ক'রে রদ
চৈতন্যচরিতামৃত শ্রেষ্ঠ।
নিজে বেটারা অচৈতন্য, কি করিবে শ্রীচৈতন্য
ভণ্ড হলেই এইরূপ পাপিষ্ঠ॥
হেথায়, যত ব্রজাঙ্গনা, শোকেতে হ'য়ে মগনা
কেঁদে গিয়ে রথচক্র ধরে।
বলে কোথা যাও হে হরি, রাখিব রথচক্র ধরি
খাটবে এখন কি চক্র তোমারে॥

রাগিণী বিভাস—তাল কাওয়ালী।
তব রথচক্র ধরি আমরা সকলে।
বল কি চক্রে চালাবে রথ, ওহে চক্রধর,
গোপী জীবন ত্যজিব চক্র ক'রে চক্রতলে॥
সাধ্য কি সারথি করে অশ্বরজ্জু সঞ্চালন,
মনোরথ ভঙ্গ করি কেন রথে আরোহণ,
সেদিন মধু ভুবনে যাও হে মধুসূদন,
গোপীর এ প্রেম ব্রত উদ্‌যাপন হলে॥
আয়োজন ক'রে কেবল সবে ব্রতী হয়েছি,
ফল প্রাপ্ত হতে আশা-পথ চেয়ে রয়েছি,
যদি আশা-তরু আজি সমূলে উচ্ছেদ হয়,
তবে এ পাপ জীবনে আর নাহি কিছু ফলোদয়,
অভয় পদকমলে স্থান দিবে দয়াময়,
এ দ্বিজ ব্রজমোহনে জীবনান্ত কালে॥

তখন, ধারণ করে রথচক্র গোপিকা অধরা ধরা।
সান্ত্বনা করেন হরি দেখিয়া কাতরা ত্বরা॥
ধৈর্য্য ধর সবে কর গৃহে শীঘ্রগতি গতি।
কেন ব্যগ্র আসব শীঘ্র এই ব্রজবসতি সতি॥
বিশেষ কার্য্যে শত্রুরাজ্যে হয়েছে গমন মন।
আসব যবে মিলন হবে রাখি হে আপন পণ॥
নিরাধারা নেত্রে ধারা ত্যজ রোদন ধ্বনি ধনি।
কেন বক্র ত্যজ চক্র রাখ চক্রপাণি-বাণী॥
রাজপথে এলে দিবে শুনিলে
গঞ্জনা গুরু জনে জনে।
আছে বিষম দ্বন্দ্ব গোপীর মন্দ
সদা বৈরী গণে গণে॥
কর গৃহে যাত্রা এ সব বার্ত্তা
কেউ না জানুতে মানে মানে।
নাচবে শত্রু পেলে সূত্র জানত সই মনে মনে॥
শুনে কঠিন বাক্য কাঁপে বক্ষ
যত ব্রজবাসীরে শিরে।
অমনি করে করাঘাত কেঁদে বলে ধীরে ধীরে॥
ওহে কান্ত আজ একান্ত নিদয় হয়ে যাবে যাবে।
প্রেমাধিনী এই গোপিনী ব্রজে কি গৌরবে রবে॥
প্রাণনাশক তোমার শোক
সৈতে কুলনারী নারি।
আসবো ব'লে চলে ফেলে এখনি যে মরি মরি॥

ব্রজের লীলে সম্বরিলে ফুরাল দয়া ভাল ভাল।
তুমি গেলে কাজ কি কুলে
অকুলে কুল গেল গেল।
যেতে মথুরা হাটে পসরা লুটে
কে লইবে আর বল বল।
করে সর সর কে খাবে সর
জানারে প্রবল বল॥
আর কে লয়ে ধেনু যাবৎ ভানু
ফিরবে ব্রজের মাঠে মাঠে।
কে নাবিক হয়ে তরী লয়ে
পার করিবে ঘাটে ঘাটে॥
কে সাজবে যোগী ভিক্ষা লাগি
ফিরবে গোপীর দ্বারে দ্বারে।
কে এমন আছে উঠবে গাছে
লয়ে বস্ত্র হ'রে হ'রে॥
কে রাধা বলে কদম্বতলে
বাজাবে সেই বাঁশী আসি।
হল এ সব সাঙ্গ হে ত্রিভঙ্গ
শোকসাগরে ভাসি ভাসি॥

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল মধ্যমান।
আর কি সে দিন রবে গোকুলে।
কে বাজাবে মোহন বাঁশী
জয় রাধা শ্রীরাধা বলে॥
আমরা যত কুলনারী,
আনিতে যমুনাবারি,
কে করিবে মন চুরি দাঁড়ায়ে কদম্বতলে॥
কার চরণে হব দাসী, দিব চন্দন তুলসী,
আজ যদি বিচ্ছেদের ফাঁসি
দাওহে ব্রজবাসীর গলে॥

এইরূপে গোপিনীগণে, মনেতে সঙ্কট গণে,
শবপ্রায় ভূতলে রইল সবে।
অক্রূরের সহ হরি, রথ আরোহণ করি,
যমুনায় উত্তীর্ণ হন তবে॥
ব্যাকুলা গোপিকা যত, মণিহারা ফণীর মত,
ঊর্দ্ধমুখে এক দৃষ্টে চায়।

ক্রমেতে পীতবসন, যখন হলেন অদর্শন,
অমনি সবে চৈতন্ত হারায় ॥
হেথায় মথুরায় অক্রূরমুনি, কৃষ্ণসহ এলেন শুনি,
কংস মগ্ন অপার আহ্লাদে।
ভাবে দিন দিলেন দুর্গে, বাঞ্ছা পূর্ণ হ'ল ভাগ্যে,
শত্রুগুলো এনে ফেলেছি ফাঁদে ॥
পড়লো পাশা জিতবো বাজী,
হয় ত কালি কিম্বা আজি,
কৃষ্ণ বাবাজি কৃষ্ণ পাবেন সদ্য।
চেলে পাসটী বারম্বার, মেরেছি আড়ি কচে বরে,
চাই পাকতে ঘুটি ছ তিন নয় হদ্দ ॥
কংস এই ভাবে অন্তরে, এখানে দুই সহোদরে,
রাখে, অক্রুর নন্দের নিকটে।
পরদিন যাইতে যজ্ঞে, সাজিলেন গোপবর্গে,
নানাদ্রব্য লইয়ে শকটে ॥
তখন কৃষ্ণ কন বলাই দাদা,
ঘুচাও দেখি একটা ধাধা,
এ বেশে রাজবাসে যাওয়া হয় না।
পরিয়ে বসন নব্য, চল যাই হয়ে সভ্য,
কেহ যেন অভব্য কয় না ॥
শুনে হেসে কন বলাই, কোথা বস্ত্র পাবে ভাই,
গোপজাতি কি লজ্জা আছে ইথে।
কৃষ্ণ কন মনে লয়, যাই চল রজকালয়,
অবশ্য মিলাব সাধ্যমতে ॥
বলাই বলে সে কেমন, এ ত নয় সে বৃন্দাবন,
আমাদের কি জারিজুরী খাটিবে।
এ মথুরা কংসরাজ্য, করিলে গর্হিত কার্য্য,
সে দুরন্ত কেমনে তায় আঁটিবে ॥
কৃষ্ণ বলেন চল যাই, শেষ নহে হবে সাজাই.
সম্প্রতি লইয়ে বস্ত্র পরি।
বলিয়ে অতি সত্বরে, বস্ত্র লইবার তরে,
রজকমন্দিরে যান হরি ॥
বলরাম চলে সাথে, নগরবাসী নয়নপথে,
উভয়ের রূপ করি দরশন।
বলে এ কেমন কালো, পার্শ্বে রজতগিরি আলো,
কে এল ইহারা দুইজন ॥
একটি জলদে জিনিল, নীলউৎপল কিনিল,
অঞ্জনে গঞ্জন দিল সই।
একটী রূপ জিনি রজত, আছে শুভ্র আর যত,
ইহাতে সে তুল্য হয় কই ॥

রাগিণী সুরট—তাল কওয়ালী।
একি কালো সইলো হেরি নয়নে।
কালো চিকণ কালো বুঝি নির্জ্জনে গড়িল বিধি,
এ কালরতনে অতি যতনে মরি।
ভেবে অঙ্গ কালো, এত কাল ত কাটালেম সই,
যে কালো দেখেছি আছে এ কালোর তুলনা কই,
এযে কালোরূপ, নারীর কালস্বরূপ,
হয় বাসনা রই দাসী হয়ে চিরকাল ও চরণে ॥
জিনি রজতশৈল, দেখ কি শোভা হইল সখি,
কিরূপ ধরেছে অঙ্গ জনে,
উভয়ের বদনশশী হেরে আঁখি উথলে,
মনচোরা এ বাঁকানয়ন কার আছে গো ভূতলে,
কত শোভা পায়, রবি শশী পায়,
যে পায় মজিলে পায়,
ভবে মুক্তি, দ্বিজ ব্রজমোহনে ॥

তখন মনোমত লতে বসন, আপনি পীতবসন,
দিলেন গিয়ে দরশন, রজকের মন্দিরে।
আমাদের গোকুলে ধাম, কৃষ্ণ বলরাম নাম,
দেহ বস্ত্র গুণধাম, যাব কংসপুরে ॥
শুনে বাক্য হয়ে খাপ্পা,
অমনি ক্রোধে বলছে ধোপা,
এ বেটা কোথাকার ক্ষেপা, রাজবস্ত্র চায় রে।
রাগে আমার জ্বলে গাত্র, কিবা উপযুক্ত পাত্র,
এলেন যেন রাজপুত্র, দেখে হাসি পায় রে ॥
করলি এমন কি কপাল, গোকুলে নিত্য গো-পাল
চরাতিস নন্দগোপাল, চিরকাল তা জানি।
জানি রে পাঁচনি করা, গোষ্ঠে তোর নাচনি করা,
রাজবাস রাখালে পরা, অসম্ভব বাণী ॥
দূর হ'রে হাবাতে ছোঁড়া, ধড়া ক'রে পর্‌গে ধড়া,
এ যে কথা সৃষ্টিছাড়া, বামনে চাঁদে হাত।
এই দেখরে নন্দসুত, আড়াই শ নম্বরের সূত,
মলমলের বাহার কত এ দেশে নাই তাঁত ॥
এ কেবল জন্মে ঢাকায়, আমিরের অঙ্গ ঢাকায়,
খোস ক'রে বহু টাকায়, কেনে বড় লোকে।

তুই কি জানবি ইহার মর্ম্ম,
এ যে বক্সা সূচের কর্ম্ম,
সে কভু দেখেনি জন্ম, যে দিয়েছে তোকে ॥
দেখ দেখি কাসমারি শাল,
আছে কত এর মিশাল,
অমনি মার্গে যাবে শাল, শুনলে ইহার মূল্য।
নানা রকম বুটাদার, দেখ দেখিরে জামীয়ার,
এর বাড়া কি দামি আর, আছে রে অতুল্য ॥
বলি ধারে আসল মাল চেয়ে দেখ কত রুমাল,
কিনতে হন পয়মাল কত বাবু ভেয়ে।
তুই কি জানবি ইহার আদর,
চৌথাকি চকবন্দী চাদর,
রাজা রাজড়ায় জানে কদর, মিলবে কি তা চেয়ে ॥
আসল রেশম নয়রে সুতি,
দেখ দেখরে গরদের ধুতি,
এ দেশে কোন বেটা তাঁতি এমন বুনতে পারে।
দেখ না করছে ঝলমল, হরি রে কি নির্ম্মল,
এমন ধারা মখমল, আছে রে কার ঘরে ॥
হীরে চুনির জড়াও কাজ,
দেখনা কি বাহারের তাজ,
কালি কিনেছেন মহারাজ, লক্ষ টাকা দিয়ে।
বলিস্ যদি বস্তা পাড়ী, কত রকম দেখাই সাড়ী,
কাজ কি আর সে বাড়াবাড়ি, বাজে কথা কয়ে ॥
আরো আছে দেখবি কত, বাধারণী ওড়না যত,
সামান্য সাধ নহে এত, তুই এলি তাই লভে।
গোয়ালা জাতিরে কানাই, তোর হল এত দানাই
যদ্যপি কংসে জানাই, যমালয় হয় যেতে ॥
শুনে সব কটু কথা, অমনি পেয়ে মর্ম্মে ব্যথা,
হস্তেতে রজকের মাথা, কাটেন শ্রীহরি।
বৈকুণ্ঠপতি কৃপায়, শত্রুভাবে মুক্তি পায়,
রজক বৈকুণ্ঠে যায়, পুষ্পরথে চড়ি ॥
হেথায় নগরে উঠিল শব্দ, পলায় সবে হয়ে স্তব্ধ,
বলে হদ্দ হলাম জব্দ, সর্ব্বনেশে লেটা।
পলাও সবে রক্ষে নাই, কি বিপদ শুনিতে পাই,
একটা নাকি এল ভাই, হাতে মাথা কাটা ॥
পরস্পর উর্দ্ধশ্বাসে, বাস ত্যজে পলায় ত্রাসে,
কেউ দিল সংবাদ এসে, কংস সন্নিধানে।
সর্ব্বনাশ মহারাজ, কি কর সুখে বিরাজ,
পলাও ত্যেজে অন্য কাজ, ঐ এলো এখানে ॥
কেউ বা ভয়ে ছিন্নবেশে, সলিলে গিয়ে প্রবেশে,
কেহ পলায় মুক্তকেশে, কেউ পড়ে ভূতলে।
চরণে চরণ বাধে চলতে, জিজ্ঞাসিলে কথা বলতে
হাতে মাথা কাটার স্থানে হামাকা বলে ॥

রাগিণী সুরট—তাল কাওয়ালি।

কে এলো নগরে আজি কালরূপ।
ওহে মহারাজ সে কাল স্বরূপ।
সে যে হস্তেতে মস্তক কাটে,
সঙ্কটে পড়িলে ভূপ।
তব ধন জন এ উৎসব, গেল হে ঐশ্বর্য্য সব,
কাল পেয়ে নিকটাগত কাল হে।
করে সে কোপাংশ, বলে বধিব কংস,
এবার জ্ঞান হয় জীবন ধ্বংস হোল হে,
দিন আজ ভাল নয়, করগে বিনয়,
আমরা একান্ত বুঝেছি কান্ত,
তোমার বিধি বিরূপ ॥

করি রজকের শিরশ্ছেদন, স্বহস্তে মধুসূদন,
বেছে বেছে লইলেন বস্ত্র।
কেমন করে হয় পরিতে, কোঁচা কি কাছা করিতে
দুই ভাই ভাবিয়ে সশবাস্ত ॥
ব্রজে নন্দরাণী যায়, মনমত বেশে সাজায়,
পীতধড়া পরায়ে কটীতটে।
তার পক্ষে আপনি সাজা, সে সাজায় ঘটিল সাজা
চিন্তামণি পড়েন সঙ্কটে ॥
দৈবাৎ সে পথে যায়, একজন তন্তুবায়,
কৃষ্ণ তার পরিচয় জানি।
বলেন বস্ত্র পরা তাঁতি, তুমি পুণ্যবান্ অতি,
বাঞ্ছা পূর্ণ হইবে এখনি ॥
তাঁতি ভাবে সর্ব্বনাশ, যদ্যপি না পরাই বাস,
কি জানি বা হাতে মাথা কাটে।
পরালে ত বিষম দায়, হাট করাটী বন্ধ হয়,
পড়ে গেলাম উভয় সঙ্কটে ॥
বিনয় করে বলছে তাঁতি,
কেন আমার কবৃরে ক্ষতি,
অনেকগুলি কাচ্ছা বাচ্ছা ঘরে।

সূত বিক্রী বন্ধ হলে, স্ত্রীপুত্র আদি সকলে
হারাবে জীবন অনাহারে ॥
নাহি উপজিবী অন্য, হাট করে যোগাই অন্ন,
তাতে হয় ডানহাতের ব্যাপার সিদ্ধি।
সূতহাটায় খুব পসার, বাধ্য অনেক খরিদদার,
তাদের হাতে যে হল শ্রীবৃদ্ধি ॥
কৃষ্ণ কন পরালে বসন,হবে রে তোর দুঃখ নাশন
হাটে আর হবে না আসতে যেতে।
আমা হ'তে যে ধন পাবি,
চিরকাল তা ভাঙ্গিয়ে খাবি,
শ্রেষ্ঠ হবি আপনার জেতে ॥

তাঁতি কয় কর হে ব্যক্ত, কি ধন এমন উপযুক্ত,
সঙ্গে দেখচি ধড়া চূড়া বাঁশী।
কথায় কল্পতরু হলে, অঙ্গ আমার যুড়িয়ে দিলে,
ফলের বিষয় কও দেখি প্রকাশি ॥
কৃষ্ণ বলেন ওরে ভক্ত, ধনের সেরা মানিক মুক্ত,
দিব তোরে সেই মুক্ত ধন।
ধন নাই যে ধন তুল্য, ধনের মধ্যে বহুমূল্য,
যে ধনে বাঞ্ছিত ভক্ত জন ॥
যদি একবার মুক্ত পেলে, তবেই জেন মুক্ত হলে,
তাঁতি বলে কাজ কি আমার তাতে।
দেহ এই শক্তি বংশীধারী,
আমি যেন একলা পারি,
জোড়া ধুতি বুনতে জোর তাঁতে ॥
তা হলেই ত কষ্ট যায়, ছেলে পিলে অন্ন পায়,
মুক্ত আমার কি লাগবে উপকারে।
যদি গিন্নির নাকে নত থাকৃত,
তাতেই না হয় দিতাম মুক্ত,
ঘোড়া নাই চাবুকে কিবা করে ॥

ওহে দয়াময় কৃষ্ণ, করলে যদি কৃপাদৃষ্ট,
দীন হীনে দেহ অন্য ধন।
শুনে বাক্য ভগবান্, দিলেন তারে দিব্য জ্ঞান,
স্তব করে তাঁতির নন্দন।

আনন্দ অন্তরে পরে, বিশ্বকর্ত্তা পরাৎপরে,
পরায় বস্ত্র অতি ভক্তিভাবে।
ভক্তি দেখে পীতাম্বর, অমনি তারে দিলেন বর,
চরমে বৈকুণ্ঠে স্থান পাবে ॥

তথা হইতে মনোল্লাসে, গিয়ে মালাকরের বাসে,
করেন মাল্য পরিধান।
তৎপরে আনন্দমনে, চলেন যজ্ঞ দরশনে,
দু'জনে রাজসভা বিদ্যমান ॥
প্রবেশিতে কংসধামে, কংসদাসী কুব্জা নামে,
হস্তে ল'য়ে চন্দনের বাটী।
রাজবাসে যেতে সুন্দরী, শ্রীকৃষ্ণে নয়নে হেরি,
বলে কিবা রূপটী পরিপাটি ॥
সাধে কি ব্রজবাসিনী, হ'য়েছিল কুলনাশিনী,
রূপ দেখে কে ধৈর্য্য হ'তে পারে।
আমি তুচ্ছ কংসদাসী, কিন্তু মনে অভিলাষী,
রাখি কৃষ্ণে হৃদয় মাঝারে ॥
তখন, অন্তরে রাধারমণ, বুঝিয়া কুব্জার মন,
বলেন এস যাও কোথা সুন্দরী।
দিয়ে যাও চন্দন অঙ্গে, আজ অবধি তব সঙ্গে,
মন রঙ্গে রস-প্রণয় করি ॥
কুব্জ বলে হে কানাই, আর শ্লেষে কাজ নাই,
কুরূপ হ'লে কয় কি কুবচন।
আছে ভালমন্দ ভুবনময়, সবাই কি সুন্দরী হয়,
যারে বিধি গড়েছেন যেমন ॥
দুষ্ট ক'রে বাঁকা অঙ্গ, কেন আমারে কর ব্যঙ্গ,
তুই কোন্ মানুষটী বড় সোজা
মনে ভেবে দেখ হে ভাই,
তোমার বাঁকা তিন ঠাঁই,
আপ্ত ছিদ্র হঠাৎ যায় না বোঝা ॥
বৃন্দাবনের ছুঁড়ি মিলে,চতুর চালাক ক'রে দিলে,
এত রস আর কে জানে সংসারে।
দিন দিন বুৎপত্তি বাড়ে,
কথাতে রস গড়িয়ে পড়ে,
এ নারী কি তোমার মনে ধরে ॥

রাগিণী কালেংড়া—তাল কাওয়ালি।
ব্যঙ্গ কর আজ আমার অঙ্গ দেখে।
কত রস জান হে রসের সাগর রসিক নাগর,
ভেবে দেখ সবাই সমান সুন্দরী কি থাকে।
আমি ত কুচ্ছিতে নারী,আপনি মনোদুখে মরি,
রূপ দেখে কি গা'য় পড়েছি হরি,
বল করিব কি কপালে বিধি যা লিখেছে লিখে।

আমারে কি ধর্‌বে মনে, বৃন্দাবনে গোপীগণে
বনবাসী ক'রেছ বাঁশীর গানে,
এমন ভাগ্য কি করেছি পদে স্থান দিবে ভেবে ।

কুব্জারে কহেন কৃষ্ণ, ব'লে নারী অপরূপ,
কেন ব্যঙ্গ করিব তাই ধনি।
তুমি, ঐ রূপেতে সুন্দরী, লয়ে মনপ্রাণ হরি,
বিনামূল্যে কিনিলে চিন্তামণি॥
তোমাতে পড়েছে মন, করিব প্রেম-আলাপন,
তুমি লো প্রেয়সীর যোগ্য বটে
শ্রীছাঁদ নয় মন্দ তব, সব আছে অঙ্গসৌষ্ঠ
দুঃখের মধ্যে কুঁজটী কেবল পিঠে॥
মনে করিলে এই দণ্ডে, ওটাও তোমার খণ্ডে
এত বলি স্পর্শ করেন অঙ্গ।
গোলোকপতির কৃপাদৃষ্টে, হয়ে কুঁজ কুব্জার পৃষ্ঠে
বেড়ে গেল রূপের তরঙ্গ॥
তখন, অপার ভক্তির সঙ্গে, চন্দন মাখায়ে অঙ্গে
বলে মনে রেখ হে দাসীরে।
করি তায় করুণা দান, পরে করুণানিদান
চলিলেন কংস বধিবারে॥
হেথায়, পুরে প্রবেশিতে দাসী,
পুরবাসিনী যত আসি,
বলে মরি কি হেরি আশ্চর্য্য।
কোথা গেলি সৌদামিনী,
আয় লো সোণা আয় কামিনী,
দেখ্‌সে কুব্জার রূপের মাধুর্য্য॥
আয় লো ত্বরা ও কুমদী, রঙ্গিনী রামমণি দিদি
আয় লো দেখন্‌হাসি গঙ্গাজল।
বেগুনফুল ও নয়নতারা,
দেখিস্ যদি আয় লো ত্বরা,
ফললো কুঁজির কোন্ ব্রতের ফল॥
যে জন দেখ্‌তে ছিল ছি লো ছি,
অরুচির হয় অরুচি,
যৌবন কি তায় আবার ফিরে এল।
খাঁদা নাকে নলক ঝুল্‌তো,
দেখ্‌তে কিছু নাহি খুলতো,
এখন বিবি আনা নথে সাজবে ভাল॥

ছিল যে ছুটুয়ে চক্ষু, কথাগুল বড় রুক্ষু,
দেখ্‌ছি এখন টানা টানা ভুরু।
হাত-পা গুলি খোড়া খোড়া,
মাখন দিয়ে যেন গড়া,
মাজাখানি দেখতে খুব সরু॥
ছিল যে ইন্দুরে দন্ত, লাগিয়ে মিশি কি চূড়ান্ত,
শোভা এখন দেখ লো দিদি চেয়ে।
পায়ে পোড়েছে চাঁচর কেশ,
বেঁধে লে খোঁপা হবে বেশ,
বর্ণ কাঁচা স্বর্ণকে জিনিয়ে॥
চুলে যদি ঝাঁপুটা কাটে,
মুখখানির কি শোভা খাটে,
রূপ যেন পড়ছে লো সে ফুটে।
এটা ত আশ্চর্য্য ভারি, কি ঔষধে বুঝতে নারি,
কুঁজটা উহার মিশিয়ে গেল পিঠে॥
কোন্ দেবতা দিলে বর, কেবা এসে যুটল বর,
বল বরদা এর বরদা কেটা।
রূপ দেখে জ্ঞান হচ্ছে সৈ, আমরা পদে দাসী হই,
অনেকের অভাব পয়েলা কাঁটা॥

রাগিণী সিন্ধু—তাল পোস্তা।

তোরা কেউ আয় সজনী
অপরূপ আজ দেখ লো চেয়ে।
ভূতলে চাঁদের উদয় গগনচাঁদকে লজ্জা দিয়ে।
চাঁদে কি হয় তুলনা,
এমন চাঁদ আর কৈ মিলে না,
দেখে আজ কুব্জা চাঁদে
চাঁদ আছেন কলঙ্কী হ'য়ে।
আমরা কি রূপ ধরি, আই মা ছিছি লাজে মরি,
হ'ল সই মন উদাসী হই দাসী ঐ দাসীর পায়ে

কুব্জারে করুণা করি, কংস বধিবারে হরি,
চলিলেন হ'য়ে ব্যগ্র অতি।
যাইতে পথে নীলগাত্র, অঙ্কেরে দিলেন নেত্র,
খঞ্জে পদ পেয়ে করে স্তুতি॥
দুরন্ত হস্তী নাশিয়ে, সিংহদ্বারে প্রবেশিয়ে,
কংস-সৈন্ত করেন সংহার।

সঙ্গে আছেন হলভদ্র, কেউ বাঁচে না ভদ্রাভদ্র,
লাঙ্গলেতে বিদ্যা বড় তাঁর॥
বৈরিগণে হানে শর, অমনি ভুবনেশ্বর,
দৃষ্টিমাত্রে করিছেন ধ্বংস।
যা হ'তে হয় সৃষ্টি লয়, তার কি এসব মনে লয়,
ভূভার হরিতে অবতংশ॥
চাণূর মুষ্টিক আদি, স্বসৈন্য সকলে বধি,
ক্রোধে গিয়ে ধরেন কংস-কেশে।
বলে দুরাচার দৈত্য, আজ তোরে নাশিব সত্য,
ও পাপিষ্ঠ রক্ষে পাবে কিসে॥
পৃথিবীর ধর্ম্ম নাশিলে, পাপপঙ্কে প্রবেশিলে,
পারে না ধরা ধ'র্‌তে তোর ভার।
অবজ্ঞা কর কাহারে, বলিয়ে মুষ্টি প্রহারে,
দুষ্ট দৈত্য করেন সংহার॥
কৃষ্ণ-করে প্রাণ যায়, শত্রুভাবে মুক্তি পায়,
পুষ্পরথে বৈকুণ্ঠে চলিল।
সুরগণে আনন্দ মন, করেন পুষ্প বরিষণ,
ধরাতল নির্ম্মল হইল॥
তখন,কংস বধিয়ে ত্বরিতে,পিতামাতায় উদ্ধারিতে
কারাগারে চলেন চিন্তামণি।
ডাকেন দাঁড়ায়ে দ্বারে, মা মা ব'লে উচ্চৈঃস্বরে,
দেবকী হন স্তব্ধ শব্দ শুনি॥
স্বপ্ন দরশন মত, নয়ন-জলে অবিরত,
ভেসে কন কে ডাকে দুঃখিনীরে।
মা বলে আর এমন কৈ, প্রাণপুত্র কৃষ্ণ বৈ,
তুই কি আমার সেই ধন এলিরে॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল একতালা।

বাছা কে ডাকিলি এসে মধুর বচনে,
দুঃখিনীরে আজি মা ব'লে।
তুই কি এলি প্রাণ কৃষ্ণধন আমার,
রেখেছিলাম যারে গোকুলে॥
একদিন রেখেছিলাম যারে গোকুলে ব্যাকুলে।
সুখের নিশি আজি হ'ল সুপ্রভাত,
দেখা দিলি পুত্র অনাথের নাথ,
তুই কি এতদিন রে ভুলে ছিলি,
কৃষ্ণ কৃপাসিন্ধু তোরে সবাই বলে,
সে নাম ডুবালি কলঙ্ক-সলিলে,
আমরা নিরবধি কৃষ্ণ ব'লে কাঁদি,
কি সুখে ছিলি রে গোকুলে,
বাছা কি সুখে ছিলি রে গোকুলে সে কুলে।
তোমা হেন সুত, থাকতে কষ্ট এত,
চক্ষে বারি বক্ষে শিলে আমার,
কঠিন বন্ধনেতে জীবনান্ত হ'ল,
কেবল আসার আশে প্রাণ রেখেছি,
দেখ রে চিন্তামণি, হ'য়ে তোর জননী,
পতিত রয়েছি ভূতলে,
সদা পতিত রয়েছি ভূতলে কে তুলে॥

দেবকী কন ওরে কৃষ্ণ, বল দেখি করিয়ে স্পষ্ট,
তোর হৃদয় কেমন কঠিন।
আমরা কারাগারে থাকি, দিবা'নিশি তোরে ডাকি,
তোর কি মনে পড়ে না একদিন॥
যদি অক্রূর না আনিত, কতকাল না জানি ত,
মাতাপিতায় দিতে এই কষ্ট।
লোকমুখে শুনি শ্রবণে, ছিলি বটে বৃন্দাবনে,
কোন সুখ ছিল না তথায় কৃষ্ণ॥
তোকে নাকি যশোমতী, মা হ'য়ে দিত অনুমতি,
বনে বনে চরাতে গোধন।
শুনে আমার অঙ্গ দহে,একদিন নাকি কালিদহে,
ডুবেছিলি ওরে কৃষ্ণধন॥
পান কোরেছ বিষবারি, ভাগ্যে সেদিন বিষহরি,
ক'রেছিল তোর জীবন রক্ষে।
এক দিন নাকি নীলরতন, হয়েছিলি অচেতন,
নন্দ-যশোমতার সমক্ষে॥
করে ধ'রেছিলি শৈল,
ভার তোরে কেমনে সৈল,
শুনে আমার হৈল হৃৎকম্প।
বকাসুর তৃণাবর্ত্ত, কংসাদেশে গিয়ে নিত্য,
তোর নিকটে করতো নাকি দম্ফ॥
এ কথা ব্যক্ত অবনি, ক্ষীর সর মাখন নবনী,
তুই নাকি খেতিস্ চুরি করে।
বল্‌রে বাছা সত্য বাণী, তাইতে নাকি নন্দরাণী,
বন্ধন করিল তোর করে॥

কেমন মা তোর সেই যশোদে,
মা হয়ে সন্তানে বাঁধে,
দেহে কি তার দয়ামায়া নাই।
নন্দ নাকি রইতে বাধা, নন্দনে দিত না বাধা,
ঐ দুঃখেতে সদা মরে যাই॥
আর একদিন কি দুষ্কর, ব্রাহ্মণের ভোগ নষ্ট কর,
পাছে তোর ঘটেনি ব্রহ্মশাপ।
পরের পুত্র বলে সদা, অযত্ন করতো যশোদা,
এ নহে সামান্য পরিতাপ॥

রাগিণী সিন্ধু—তাল একতালা।

কি সুখে তুই ছিলি গোকুলে।
শুনে আমার প্রাণ যে কেঁদে উঠে।
তোর জননী হয়েও সেই যশোমতী
তোরে কোন্ প্রাণে গোচারণে দিলে।
আমি জনমদুখিনী, তোরে চিন্তামণি,
হারা হয়েছি ভূমিষ্ঠ কালে।
কেন উদরে তোর ধরেছিলাম,
আমা হ'তে বাছা কি উপকার হ'ল,
সেই ত একদিন আর করি নাই কোলে।
জঠরেতে না ধরিলে,
সেকি সন্তানের বেদনা জানে,
কিঞ্চিৎ ননীর তরে তোরে বাঁধলে রাণী,
কত কেঁদেছিলি সে দিন মা মা বলে॥

জননীর শুনে রোদন, স্বহস্তে মধুসূদন,
উভয়ের বন্ধন করেন মুক্ত।
মাতাপিতার চরণ ধরি, বিনয় করি বলেন হরি,
আজ ধ্বংস কংস পাপাসক্ত॥
দূর হলো সব দুঃখ, না হ'লে কাল সম্মুখ,
কালগ্রাসে কেহ কি যেতে পারে।
কালপূর্ণ হ'লে আর, রক্ষে করে সাধ্য কার,
সেই হেতু বিলম্ব ব্রজপুরে॥
তখন শ্রীকৃষ্ণে লয়ে কোলে, অভিষেক নেত্রজলে
করিলেন বসুদেব দেবকী।
যজ্ঞেশ্বর শীঘ্রগতি, যজ্ঞে দিলেন পূর্ণাহুতি,
গর্গ আদি মুনিবর্গ ডাকি॥
সকলে হইয়ে ঐক্য, সে রাজ্যের অধ্যক্ষ,
উগ্রসেনে করিলেন সুখে।
বৃদ্ধ দশা দেখে তাঁর, আপনি লয়ে কর্ম্মভার,
দিন কত যায় কৃষ্ণের কৌতুকে॥
নন্দাদি গোপ সকলে কাঁদিয়ে যায় গোকুলে,
মহাশোকে হয়ে মৃত্যুপ্রায়।
তৎপরে শুনে শ্রবণে, কিছুদিন বই বৃন্দাবনে,
যুগল মিলন হইল পুনরায়॥
ভক্তবাঞ্ছা পুরাইতে, রাজকার্য্য চালাইতে,
হরি বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে।
ব'সে রাজসিংহাসনে, প্রেয়সী কুবুজা সনে,
বিহার করেন মনোরঙ্গে॥

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল মধ্যমান।

অপরূপ ব্রহ্ম সনাতন।
একবার তুমি জ্ঞানচক্ষে হের রে নয়ন।
বামভাগে কুবুজা রাণী,
সজল জলদে যেন সৌদামিনী,
কত রবি শশী আসি চরণতলে লয়ে শরণ।
নাই ব্রজমোহনের গতি,
হরিপদ পায় স্থান পায় হরে দুর্গতি,
দীনহীনের গতি, অসঙ্গতি তারেন ভবতারণ॥

সমাপ্ত।

মথুরা-লীলা বর্ণন।

বৃন্দাবন পরিহরি, অক্রূরের সহ হরি,
ধনুর্যজ্ঞে গেলেন মথুরায়।
ধ্বংস করি কংসাসুরে, দেবকী আর বসুরে,
মুক্ত করেন বন্ধনের দায়॥
গ্রহণ করি সিংহাসন, করেন রাজত্ব শাসন,
রাজভূষণে ভূষিত শ্যামাঙ্গ।
কুবুজা কংসকিঙ্করী, তারে পাটেশ্বরী করি,
নিত্য নব রসের প্রসঙ্গ॥
এখানেতে বৃন্দাবনে, প্রাণাধিক গোবিন্দ বিনে,
কেঁদে নন্দ অন্ধ দুনয়ন।
পুত্রশোকে যশোমতী, ধরেছেন বসুমতী,
নয়নে বারি অনিবারি বর্ষণ॥
মেখে মন কৃষ্ণপঙ্ক, স্পন্দহীন পশু পক্ষ,
কৃষ্ণ বিনে কৃষ্ণপক্ষ ব্রজে।
সদা সবা হাহাকার, সবাকার শবাকার,
মগ্ন মন শোকসিন্ধু মাঝে॥
কৃষ্ণপ্রেমসুখশালিনী, রাজকন্যা কমলিনী,
অচৈতন্য পাগলিনী প্রায়।
পতিতা রন ধরাতলে, কেবা তাঁরে ধ'রে তোলে,
পরস্পর অধরা ধরায়॥
বিনে কান্ত দুখান্তর, মহাশোকে নিরন্তর
নয়নেতে নীরন্তর নাই।
হারায়ে পীতবসন, তেজিয়ে বেশ-ভূষণ,
রোদনে নিমগ্না সদা রাই॥
কভু যান প্রাণ নাশিতে, যমুনায় প্রবেশিতে,
প্রকাশিতে হয় গুরুগঞ্জনা।
সংসারে নাহি বাসনা, সদা মৃত্যু-উপাসনা,
নহে সহ্য অসহ্য যন্ত্রণা॥
ঘটে বা প্রাণ সংহার, দেখে রাধার ব্যবহার,
বৃন্দাদি বিনয় ক'রে বলে।
কি কর তুমি হাঁ রাই, পাছে বা তোরে হারাই,
জীবনের আশা কি তেয়াগিলে॥
ছি ছি যদি ধৈর্য্য ধর, হেরিয়ে তব অধর,
আমাদের হৃদয় বিদরে।
আর কেঁদ না ব'লে হরি, অধৈর্য্যে অষ্ট প্রহরী,
কাঁদিলে কি বিষাদ কভু হরে॥

রাগিণী ললিত—তাল একতালা।

গা তোল গো প্যারি ধরাসনে কেন
আহা মরে যাই কমলাঙ্গ।
ধৈর্য্য ধর শশধরমুখি কেন গো বেদন,
করো না রোদন, কেন নয়নযুগলে বারিতরঙ্গ॥
যে অনলে সদা জ্বলে গো অন্তর,
কাঁদলে কি জ্বালা হইবে অন্তর,
কেন নিরন্তর দুখান্তর হয়ে, কমলিনী গো,
যেন শোকানলে দগ্ধ হ'লে পতঙ্গ॥
বিনয় করি গো কিশোরি, আমরা পদে ধরি,
হবে এ দুখের সাঙ্গ।
অম্বর সম্বর চল গৃহে যাই,
কালান্তে সে নীলকান্তে পাবে রাই,
হ'লে যেন মণি, হারা হয়ে ফণী,
পাগলিনীর প্রায় গো,
যেন বারি বিনে চাতকিনী বিহঙ্গ॥

প্যারী কন দূতীর বাক্যে, বারিধারা কমলাক্ষে,
ওগো সই কি সুখে ধৈর্য্য ধরি।
করিয়ে সুখ হরণ, সুখেতে কালবরণ,
গিয়াছেন সুখের মধুপুরী॥
ব্রজে আর আছে কিং সুখ, কুসুমে যেন কিংশুক,
আমরা সবে হয়েছি একান্ত।
কাজ নাই বেশ-ভূষণে, করেছি প্রেম ভূষণে,
বাসে বাস বাসনায় হয়ে ক্ষান্ত॥
হারায়ে পীতবসন, তেজেছি পীত বসন,
অনশনে প্রাণ নাশন করি।
কাজ কি এ মালতী হারে, এ হারে সদা প্রহারে,
এই দণ্ডে উহারে সংহারি॥
বিনে কৃষ্ণ প্রিয় জন, বেণীতে কি প্রয়োজন,
অলঙ্কারের নাহি অহঙ্কার।
কি সুখ হয়ে বাঞ্ছিতে, তোমরা গো বল বঞ্চিতে,
বাঁচিতে বাসনা বৃথা আর॥
ক'রেছি মানস চিতে, সাজালো সজনি চিতে,
এ পাপ জীবন ত্যাজ্য করি।

কিম্বা শোক নিবারিতে, নিমগ্ন হই বারিতে,
আর সহ্য করিতে না পারি॥
ওগো বৃন্দে কি ভাবিস, কিম্বা দে আমারে বিষ,
পান করে প্রাণ ত্যজিব নিশ্চিত।
হারায়ে প্রাণ-কেশব, গোকুলে রাধার সব,
দিনে দিনে হ'লো বিপরীত॥
প্রেম ঘুচে হলো প্রলাপ, বিনাশে ঘটে বিলাপ,
প্রমোদ ঘুচে ঘটেছে প্রমাদ।
শম্বো ঘুচে হলো সাল, কোকিল ঘুচে যেন কাল,
উল্লাসেতে হয়েছি উন্মাদ॥
ব্রজে সুখের নিধুবন, এখন হলো নিত্রাবন,
যৌবনেতে যাতনা অপার।
বিহার ঘুচে ঘোর বিপদ, আমোদ ঘুচে আপদ,
ভাব ঘুচে ভাবনা হলো সার॥
দয়া ঘুচে পাই দণ্ড, ভ্রমরে ঘটেছে ভণ্ড,
নিষ্ঠাভেজে সকলি হলো নষ্ট।
মানেতে ঘটেছে মন্দ, সখা বিনে সকলি শূন্য,
কৃষ্ণ হারাইয়ে ঘোর কষ্ট॥

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল মধ্যমান।

কি সুখে বাস করি গোকুলে।
হারায়ে প্রিয়জন আর কি প্রয়োজন
আছে গোকুলে।
যদি গোকুল পরিহরি, প্রতিকূল শ্রীহরি,
করিলেন শ্রীহরি, আর কেন বিহরি,
এ প্রাণ ত্যজি হরি হরি ব'লে।
যার কুল-গৌরবে সখি,
কুলীন হই কুলে রই কুলাশ্রয়ে থাকি,
সে আমায় ডুবালে কুল বিচ্ছেদতরঙ্গ তুলে॥

শ্রীমতীর শুনে রোদন, অন্তরে পেয়ে বেদন,
বৃন্দে ক'রে নিবেদন, বলে গো রাজকন্যে।
আর কেঁদ না উচ্চৈঃস্বরে,
প্যারি গো তোর প্রাণেশ্বরে,
মিলাব কুঞ্জবাসরে, চঞ্চলা কি জন্যে॥
পতিতা কেন ধরায়, আমিতে পতি ত্বরায়,
যাব আমি মথুরায়, কাতরা হোও না॥
এ বিচ্ছেদ বিনাশিব, ঘুচাব তব অশিব,
ব্রজচন্দ্রে প্রকাশিব, ওগো চন্দ্রাননা॥
বসিয়ে বৃন্দে কিঙ্করী, প্যারীরে প্রবোধ করি,
যাত্রা করে মধুপুরী, স্মরিয়ে শ্রীহরি।
বিচ্ছেদজলধি-নীরে, কূল দিতে শ্রীমতীরে,
পারহেতু যমুনাতীরে, গেল ত্বরা করি॥
তরিতে বারি তখন, করি তরী আরোহণ,
পার হয়ে দূতী গমন, করে বিষাদ মনে।
না পেয়ে পারের মূল্য, ক্রোধে হয়ে অগ্নিতুল্য,
অগ্নি নাবিক ধেয়ে এলো, বৃন্দে সন্নিধানে॥
বলেলো শুন গো ধনী, তুই নিজে বড় পাপিনী,
পার হয়ে এই আপনি, করে যাস বঞ্চনা।
না দিয়ে পারের পণ, গোলেমিশে হও গোপন,
হ'লে দ্বন্দ্ব উত্থাপন, ঘটিবে লাঞ্ছনা॥
ভয় থাকে লোকলজ্জায়, রাখ যদি মান বজায়,
যাতে দ্বন্দ্ব মিটে যায়, তাই কর এইবেলা।
পারের পয়সা দিলে ধনি,পার পাবে ভবে এখনি,
এ ত নয় তোর গোয়ালিনি,ঘোলেতে জল ঢালা॥
পার করি গুজরা ঘাটে, প্রাণপণেতে খেটেখুটে,
সন সন রাজার নিকটে, মালগুজারি করি।
জমিয়ে দিয়ে জমার অর্দ্ধ, গ্রহণ কার উপস্বত্ব,
তোদের মত নহে ব্যর্থ, জল-বেচা এ কড়ী॥
জেতের ধর্ম্ম যাবে কোথা, ব্যবসায় ভণ্ডকতা,
বলিতে গেলে আসল কথা, ঘটে দ্বন্দ্ব কত।
আপন গণ্ডা ল'তে সক্ত,তোরা যেমন পাপাসক্ত,
ছিল তোদের উপযুক্ত, সেই নন্দসুত॥
খেতো পশরা লুটেপুটে, বসন লয়ে বৃক্ষে উঠে,
একদিন যমুনার ঘাটে, কি কার্য্য না কল্লে।
এতকাল সহ বিহরি, শেষটা লয়ে কুল হরি,
প্রতিকূল হয়ে সে হরি, অকূল মাঝে ফেল্লে॥
তখন, বৃন্দে বলে কর্ণধার, বৃথা দ্বন্দ্ব এ তোমার,
কৈ আমি হয়েছি পার, রয়েছি অপারে।
ভাসি যে অকূল নীরে, আমরা কুল-রমণীরে,
কার সাধ্য কাণ্ডারিরে, যেতে পারে সে পারে॥
তুমি বল ক'রেছি পার, সে বাক্য জেন ক্ষেপার,
ওরে অবোধ কর্ণধার, তুই নিজে পারহীন॥
পারের কর্ত্তা যেজন ভবে,পার করিলে তিনি তবে,
আর কি পারের চিন্তা রবে, পার পাব সে দিন॥

রাগিণী সিন্ধু—তাল একতালা।

ওরে কর্ণধার, দীনে পার কে করে,
হরি দীনের বন্ধু বিনে।
আপনি কাণ্ডারী হ'য়ে, চরণতরি দিয়ে,
পাতকীরে পার করেন নিজগুণে॥
ওরে, পারে সাধ্য কার, পারের অধিকার,
আছে কেবল পারত্রিকের ধনে।
যেদিন পার করিবেন তিনি,
পার পাব তখনি, জনমের মত এ ভব বন্ধনে॥
পারের মূল্য দিতে নারি, তাইতে আমরা নারী,
অগ্রে ভার দিয়েছি সেই চরণে।
এখন দেখে পাপাসক্ত, ভার লতে অশক্ত,
কিসে জীবন মুক্ত পাই জীবনে।
ব্রজমোহনের শঙ্কটে, পারের উপায় ঘটে,
কাঁদলে ধ'রে যদি কাণ্ডা'র-চরণে॥

প্রবোধ করি কর্ণধারে, শ্রীরাধার জীবনাধারে,
আনতে দূতী দ্রুতগতি ধায়।
রাজপথে অতি চঞ্চলে, চঞ্চল চরণে চলে,
পথে পথিক সকলে সুধায়॥
কতকগুলি কুলকামিনী, হইয়ে গজগামিনী,
সেই পথে যায় বারি আনিবারে।
নারীর স্বভাব রাস্তা ঘাটে, দশজনে একত্রে যুটে,
দুটো চারিটে খোসগল্প করে॥
পদে পদে আছে সাক্ষ্য, যুধিষ্ঠিরের শাপ-বাক্য,
নারীর পেটে গুপ্ত কথা রয় না।
বলিলে অতি গোপনভাবে, অবলার স্বীয় স্বভাবে,
সে কথাটী পেটে জীর্ণ হয় না॥
কেউ কোন পেলে সন্ধান, অমনি করে সাত কাণ,
বলে, আর শুনেছিস ওগো বেমুনা দিদি।
বলিতে বলি শঙ্কা হয়, বড় ঘরের পরিচয়,
কার কাছে প্রকাশ কর যদি॥
সে বলে তোর দিব্য সই, তেমন মেয়ে আমি নই,
গুপ্তকথা কার কাছে কইনে।
কাণ-ভাঙ্গানি কারে বলে,
তাও জানিনে কোনকালে,
মন্দ রীতের লোকের কাছে রইনে॥

এইরূপে লয় সে মর্ম্ম, যায় কোথা জেতের ধর্ম্ম,
ক্রমে ক্রমে ঢাক বাজে নগরে।
এ বলে উহার কাছে, ওমুকের ওমুক হয়েছে,
আসল বিষয় পয়মাল তৎপরে॥
পাঁচ জনেতে ক'রে মিশ, করেন ডিক্রী ডিসমিস,
ঘরে ঘরে আদালত খোলা।
পুরুষের পৌরুষ হত, নারীর বুদ্ধি অসঙ্গত,
মেয়ের রাজ্যে মেয়েরি বোল বোলা॥
তখন, মথুরানগরবাসী, এক রমণী মৃদু হাসি,
বলে কেউ শুনেছ সমাচার।
বৃন্দাবনের নন্দসুত, কংসরাজে ক'রে হত,
সম্প্রতি লয়েছে রাজ্যভার॥
যার যখন কপাল ধরে, করে ধরে সে শশধরে,
ছাই মুঠোটা ধর্‌লে সোনা হয়।
গোকুলে চরাতো ধেনু, ঘোর মূর্খ ঐ কানু,
তার হ'ল হঠাৎ ভাগ্যোদয়॥
ফির্‌তো গোপীর দ্বারে দ্বারে, মা বলিত যশোদারে
রাখাল সঙ্গে গোঠে মাঠে থাকৃত।
জানে তা ব্রজবাসীরে, নন্দ-বাধা বইত শিরে,
শুনেছি বাপ ব'লে তারে ডাকৃত॥
এখন শুনি দেব একি, ওর মা নাকি দৈবকী,
দৈবজ্ঞে না জান্‌তো এসব কথা।
যার বধে রাজ্য লইল, সে নাকি ওর মামা ছিল,
বসুদেব যথার্থ জন্মদাতা॥
ফোচকে ছোঁড়া ঐ কানাই,
পেটে কোন বিদ্যা নাই,
রাজকার্য্য কিরূপে বা চল্‌বে।
দেখ কপাল কুব্জার, পাটরাণী হ'ল রাজার,
ভাগ্যফলে আরো কত ফল্‌বে॥
কংসদাসী যে জন ছিল,
রূপ তার বলিব কি ছি লো,
হ'ত যারে দেখে অরুচির অরুচি।
সে দশা কি আছে আর, পাথরে পাঁচ কিল তার,
এখন দেখে লজ্জা পান শচী॥
এইরূপে কয় পরস্পরে, সম্মুখে উদয় পরে,
বৃন্দেদূতী পাগলিনী প্রায়।
হ'য়ে বেশ এলোথেলো, এ নারী কোথাকার এল,
দূতী প্রতি সকলে সুধায়॥

কে তুমি রমণী কার, শ্রীভিন্ন কেন আকার,
কি মানসে কোথায় কর গতি।
কিজন্ত আজি সুশীলে, মথুরায় প্রবেশিলে,
শুনে বাক্য কহে বৃন্দেদূতী ॥

রাগিণী কালাংড়া—তাল একতালা।

আমি গোকুলবাসিনী সতী।
কুলহারা হ'য়ে সম্প্রতি,
ভ্রমি ক'রে কুলের অন্বেষণ সজনি,
ব্রজে রাই রাজার লয়ে সম্মতি ॥
যায় দিয়েছি কুলশীল, সে হ'ল অতি দুঃশীল,
কুল নাশিল হ'ল গোপীর কুলের অসঙ্গতি।
কুলকিনারা পাব ব'লে, এখন এসেছি মধুমণ্ডলে,
কুলের তিলক সদয় হ'লে,
কুল যদি পায় কুলবতী ॥

এত বলি বৃন্দে ত্বরা, যায় পথে অতি কাতরা,
নয়নে বহে অনিবারি বারি।
করিতে হরি দরশন, হরিষে বিষাদ মন,
মানসে ভাবনা নরহরি ॥
পথিকেরে জিজ্ঞাসিতে, পুরমধ্যে প্রবেশিতে,
সিংহদ্বারে দিল দরশন।
দ্বারেতে পশ্চিমে দ্বারি, অমনি তেরিমেরি করি,
দূতী প্রতি কয় কটু বচন ॥
আবে রেণ্ডী কাঁহা যাগা, খান্‌খা মুস্কিল হোগা,
নেই ছোড়েঙ্গে খাড়া রও হুঁয়া।
কোন্ তোম্‌কো হুকুম দিয়া,
কেস্কা হেমায়েত কিয়া,
ক্যা কাম্ তোমারা হিঁয়া আয়া ॥
কাঁহা তেরা হ্যায় মোকান,
সচ্ কহো বাঁচেগা জান,
ঝুটসে নেই বেহে তোর হোগা।
কোন্ তোম্‌কো ভেজ দিয়া,
আয়া কেস্‌কা বাৎ লিয়া,
ক্যা অস্তে হাম দেউড়ী ছোড় দেগা ॥
হুকুম হ্যায় কিষণজীর, হাম্ সেফাই দেউড়ীর,
পহেলা বাৎ এৎলা কর্‌নে হোথা।
যব তেরা তলব হোগা, মুলাকাৎমে হুঁয়া যাগা,
বেহুকুমমে কাহে তোম যাতোথা ॥
খুসিসে ছোড় দেকে তেরা,
আলবত্ত জান যাগা মেরা,
খাড়া খাড়া নকরি ছুট জাগা।
খাড়া রও তোম ছিঁয়াপর, মহারাজ কি বরাবর,
আগাড়ি হাম যাকে এতলা দেগা ॥
বৃন্দে বলে দ্বারি শোন, যাব কৃষ্ণ দরশন,
দ্বার ছেড়ে দে করিরে বিনয়।
রাজাদিগের রাজসভায়, সাধারণ সকলে যায়,
তাহে দ্বন্দ্ব করা যুক্তি নয় ॥
দ্বারী কয় রাখ দেও বাৎ, ক্যা সুবাদ তেরা সাথ,
হট যাও হিঁয়াছে খাড়া খাড়া।
নেহি কুচ শুনেগা মেরা, হামছে কদি হোগা নেই,
ছোড় দেও এ ঝুটমুট বখেড়া ॥
শুনে বৃন্দে পেয়ে ভয়, অন্য দ্বারী প্রতি কয়,
রাখ রাখ দুখিনীর বচন।
গিয়ে সভা সন্নিধানে, এই কথা বিধি বিধানে,
শীঘ্র তুমি কর নিবেদন ॥
বৃন্দাবন-নিবাসিনী, বৃন্দে নামে উদাসিনী,
হয়ে পদ দর্শনে অভিলাষী।
যে ছিল জীবনাধার, আজন্ম যার ধারো ধার,
সেই রাধার এসেছে এক দাসী ॥

রাগিণী সিন্ধু—তাল আড়া।

দ্বারি করিরে মিনতি, হলো জীবন চঞ্চল অতি,
বলগে শ্রীগোবিন্দে তোমার
এসেছে যে বৃন্দে দূতী ॥
যায় ব্রজে ভালবাসিতে, কৃপাচিহ্ন প্রকাশিতে,
সদালাপে সন্তোষিতে, সদত ছিল সম্মতি।
পূজিত হে যে দাসীতে, ঐ চরণ তুলসীতে,
সে এল আজ সম্ভাষিতে,
আসিতে দেও অনুমতি ॥

বৃন্দের শুনি মিনতি, দ্বারী যায় শীঘ্রগতি,
যেখানে অগতির গতি, রাজকার্য্যে রত।
যোড়করে করুণাকরে, নিবেদন করে কিঙ্করে,
বিশেষে বর্ণনা কোরে, দূতীবাক্য যত ॥

শুন ওহে শমনারি, আমরা ত চিনিতে নারি,
কোথা হৈতে এক নারী, পাগলিনী প্রায়।
ছিন্নবেশে এলোকেশে, দ্বারদেশে এলো কে সে,
বলে দেখিব হৃষীকেশে, অধরা ধরায়॥
শুধাইলে অবিশ্রাম, বলে আমার বৃন্দে নাম,
বৃন্দাবন মাঝে ধাম, শ্রীরাধার দাসী।
তিলমাত্র না পাসরে মুক্তকণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে,
হরিছে তোমারে স্মরি, শোকতাপ প্রকাশি॥
শুনে দ্বারীর নিবেদন, বৃন্দেরে স্বীয় সদন,
অমনি মধুসূদন, আনিতে দেন আজ্ঞে।
ভূপতির সম্মতি পেয়ে অমনি দ্বারী যায় ধেয়ে,
রাজাজ্ঞা জানায় গিয়ে, গোপিনীর অগ্রে॥
বলে কি তোর ভাগ্যোদয়, জগৎকর্ত্তা জগন্ময়,
যে হরির চরণদ্বয় বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত।
যার পদ সাধন ক'রে, শিরে ধরে যে সুধাকরে,
ইন্দ্রাদি সুরনিকরে, ঐ পদে আশ্রিত॥
ঐ ধন দুরারাধ্য, অনন্ত সাধনের সাধ্য,
জন্মের সফল অদ্য, হৈল তব ধনি।
যোগিগণে ভক্তিযোগে, ডাকে যায় মনঃসংযোগে,
সে তোমায় আজি উদ্যোগে, ডেকেছেন আপনি॥
বৃন্দে বলে ওরে দ্বারি, ডেকেছেন বংশীধারী,
এ হতে কি আপনারি, আছে ভাগ্য আর।
কিন্তু তখন বৃন্দাবনে, এই দুখিনী গোপীগণে,
স্থান দিতেন ডেকে চরণে, দিনে শতবার॥
এখন, দিন পেয়েছেন কমলাখি,
করেন না আর ডাকাডাকি,
আমরা উচ্চস্বরে ডাকি, তাও শুনেন না কাণে।
ডেকে হলেম্ উৎকণ্ঠ, পিপাসায় শুষ্ক কণ্ঠ,
হরি হলেন ব্যগ্রকুণ্ঠ, করুণদ্বূ দানে॥
গোপীর যখন ছিল দিন, ফিরতেন দ্বারে যেন দীন,
ঘটিল এখন দুর্দ্দিন, দীননাথের তরে।
ডাকছি দীনে অনিবার্য্য, দীন দেখে না হয় গ্রাহ্য,
দিন পেলে দীনের কার্য্য, কোন্‌কালে কে করে॥
সময়ের বাধা সবে, কুদিনের দুঃখ কে সবে,
সেইহেতু আজি কেশবে, ধন্যবাদ করি।
ডাকলেন একবার তবু ভাল,
আমাদের নিশ্চয় ছিল,

[illegible]

রাগিণী আলিয়া—তাল একতালা।

প্রেমের অন্ত কান্ত নিদয় এ সময় ওরে দ্বারি।
হলেম দৈন্যে আমরা ব্রজনারী॥
আর যে পাব অভয়চরণ সে বাসনা ত্যজ্য করি।
যখন ডুবিয়ে গোকুল অকূল মাঝে
পার হ'য়ে এসেছেন হরি॥
এ নহে সামান্য পুণ্য ডেকেছেন সেই বংশীধারী,
যারে পঞ্চমুখে ডেকে সদা
পায় না দেখা ত্রিপুরারি॥

এইরূপ কথা-প্রসঙ্গে, রাজসভায় দ্বারীর সঙ্গে,
দূতী গিয়ে হইল উদয়।
দেখে রাজসিংহাসনে, ভূষিত রাজ-ভূষণে,
কুব্জা সনে ব'সে দয়াময়॥
গললগ্নীকৃতবাসে অমনি দূতী পীতবাসে,
প্রণাম ক'রে অগ্রে দাঁড়াইল।
বল হে নব ভূপতি, সম্প্রতি দাসীর প্রতি,
কটাক্ষে হেরিলে হয় ভাল॥
আমি বৃন্দাবনবাসী, শ্রীরাধার প্রিয় দাসী,
হে গোবিন্দ বৃন্দে নাম ধরি।
করিতে প্রণাম পদে, ও'রে আজ কত বিপদে,
পার হ'য়ে এসেছি মধুপুরী॥
শুন হে কালো কানাই, আর তব সে কালও নাই,
পার কিনা চিনতে দেখ দেখি।
কালে কালে গেল সুবাদ, কাল পেয়েছ কালাচাঁদ,
এককালে সকলে দিয়ে ফাঁকি॥
হব কি আর প্রেমাস্পদ, পেলে এখন রাজ্যপদ,
মাতুলের অতুল সম্পদ।
তার কি পদে পাব স্থান, পদবিশেষে বাড়ে মান,
কুব্জার এখন শ্রেষ্ঠ পদ॥
গোকুলে তোমার কৃষ্ণ, ছিল না পদ উৎকৃষ্ট,
যখন আমরা ছিলেম স্বীয় পদে।
হৈল সে দুঃখ নির্ব্বাণ, এখন হয়ে ধনবান,
উন্মত্ত হয়েছ ধনমদে॥
দেখি তোমার চমৎকার, রাজ-কায়দা যে প্রকার,
সাহস ক'রে কথাটী কওয়া ভার।
আজ্ঞে হে সামান্য নয়ে, মহামান্য মন্ত্রবরে,
অমান্য করিতে সাধ্য কার॥

পূর্ব্বে ছিল মেক্লজর,
আর কি গোপীর আছে ঘোর,
দেখ্তে পাই স্বভাবের অভাব।
যদি চিন্তে পারো নীলকায়,
এই দুঃখিনী গোপিকায়,
তাহা হ'লেই হ'ল পরম লাভ॥
বলি হে করি বিনয়, অগ্রে ছিল যে প্রণয়,
সে সব কথা আর কি আছে মনে।
করিয়ে কৃপা অপার, একবার যদি চিন্তে পার,
চরিতার্থ হই তবে এক্ষণে॥

রাগিণী সুরট—তাল কাওয়ালি।

এখন দাসীরে আর পার কি চিন্তে হরি।
কমলিনার মধুকর মধুর বৃন্দাবন পরিহরি॥
হলে নবভূপাত এসে হে বঁধু মধুপুরী।
হ'ল পূর্ণ মনসাধ, পেলে অতুল সম্পদ,
তব ঘটিল প্রতুল নিজ মাতুল সংহারি॥
যখন ব্রজে ছিলে বঁধু আমায় ভাল চিনতে,
সে দিন গত ক'রে নাথ এসেছ দিন কিনতে,
হে চিন্তামণি আমি এসেছি তাই জানতে,
কেমন আছ লয়ে প্রিয়ে কুব্জা সুন্দরী নারী॥

দাঁড়িয়ে সভাবিদ্যমানে দূতী অতি প্রবলে বলে।
অভিমানে নিয়ত বারি নয়নযুগলে গলে॥
দুঃখিনীর বাক্য আজ ওহে দণ্ডধর ধর।
নিতান্ত এ দাসীরে ভেবনা পরাৎপর পর॥
নিবেদন কিঞ্চিৎ তব পদে আমি কিঙ্করী করি।
মনে রেখে মনের দুঃখ মনে কেন গুমরে মরি॥
তুমি হে নিদয় মনে আমাদের যে ভাব ভাব।
আমাদের ভরসা আশা ঐ পদ কেশব সব॥
দিয়েছিলাম কুলশীল করিয়ে আপন পণ।
তখন কি পেরেছি জানতে শ্যাম তব এমন মন।
পূর্ব্বে পেলে পরিচয় এই তব চরিত রীত।
করিত গোপিকাগণে সে পক্ষে কিঞ্চিৎ উচিত॥
যা হবার হয়েছে উপায় আর ত কানাই নাই।
হারায়েছি তোমারে অগ্রে এক্ষণে হারাই রাই॥

কুলশীল মনপ্রাণ লইয়ে শ্রীহরি হরি।
পার হয়ে নিশ্চিন্ত আছ বাড়ায়ে কুজারি জারি॥
বল হে সঁপিলে বঁধু প্রাণের গোপিকারে কারে।
জগতের ভদ্র তোমার ভদ্র ব্যবহারে হারে॥
তোমার সম ভদ্র স্বভাব আছে চমৎকার কার।
পালিয়ে এসে আছো ব'সে ধারিয়ে রাধার ধার॥
তুমি করিবে প্রজার বিচার
শুনে মরি বিষাদে সাধে।
স্বয়ং তোমার অবিচার দেখাছ বঁধু পদে পদে॥
বদন তোল চিন্তামণি ত্যেজে এ বিরস রস।
একবার এ দাসীর প্রতি বল হে সন্তাষ ভাষ॥
বাললে দুটো কথা তোমার যাবে কি গৌরব রব।
হবে না লাঘব রবে জগতের মাধব ধব॥
উঠেছো বটে উচ্চপদে হয়েছ বড় মানী মানি।
তা ব'লে আজ কইলে কথা
মান যাবে না চক্রপাণি॥

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল একতালা।

বদন তোল কথা কও, একবার হে চিন্তামণি।
করে কি কিঞ্চিৎ নিবেদন নাথ তব
চরণারবিন্দে বৃন্দে দুঃখিনী॥
দিন পেলে কি এত নিদয় হতে হয়,
পুরাও দাসীর আশা ওহে দয়াময়, এই অসময়,
আমরা সদা সকাতরে, সখা, হে তোমারে,
ডাকি উচ্চৈঃস্বরে, দিবা-রজনী।
এ কেমন্ ধর্ম্ম ভেবে মর্ম্ম জ্বলে যায়,
জন্মের মত প্রেম হইতে বিদায়, হে নীলকায়,
নাহি ধর্ম্মজ্ঞান তব, স্বভাবের অভাব,
নাহি সে ভাব দেখে নব ভাবনা॥

হ'লে এই বচনান্ত, আদরে কমলাকান্ত,
দূতীরে করেন সম্ভাষণ।
আজি কেন দৈবযোগে, ওহে বৃন্দে কি উদ্যোগে,
মথুরায় তোমার আগমন॥
হইল বহুদিন পরে, দেখা-শুনা পরস্পরে,
পরে হবে অপর আলাপন।

হয়ে অতি তৎপর, বল শুনি অতঃপর,
গোকুলের কুশল বিবরণ ॥
কেমন আছেন ব্রজেশ্বরী,রাজকন্যা সে কিশোরী,
তোমরা সখী আছ সবে ভাল।
নন্দ উপানন্দ দির, যশোদা মম জননীর,
বল শীঘ্র সুমঙ্গল বল ॥
কেমন আছেন বসুদাম, প্রাণসখা সে শ্রীদাম,
সুদামের শুনিব সমাচার।
আর আর ব্রজবালকে, গোকুলনিবাসী লোকে,
বল দেখি আছে কি প্রকার ॥
বৃন্দে বলে কি মজাই, শুনে যে লাজে মরে যাই,
কি কথাই কহিলে ওহে হরি।
আজি যে ব্রজের ভাব, মনে হ'ল প্রাদুর্ভাব,
এ ভাবের কি ভাব বুঝতে নারি ॥
দেখি যে ভাব প্রভাব,আর কি সে সব ভাব ভাব,
ভাবলে কথা ভাবভক্তি হবে।
ভাবের কথা কারে কই,জগতে এমন ভাবুক কৈ,
কার সাধ্য ভাব গ্রহণ করে ॥
আর ব্রজের সে ভাব নাই,সার হয়েছে ভাবনাই,
ব্রজেশ্বরী অচৈতন্য ভাবে।
পড়ে আছেন বসুধায়, মর্ম্মকথা কে শুধায়,
ভাবে বুঝি আশু জীবন যাবে
ঘটিল তাঁর অন্তকাল,কি এতকাল হয়েছে কাল,
ক্রমে ক্রমে কাল হইল কার
কথার মধ্যে ওহে কৃষ্ণ, মুখে বলেন কৃষ্ণ কৃষ্ণ,
কৃষ্ণ পেলেই কষ্ট এখন যায় ॥
যেমন নারী বিরহে গৃহ, প্রাণ বিরহে দেহ,
রাজা বিরহে রাজ্য।
ভক্তি বিরহে ভজন, ঘৃত বিরহে ভোজন,
কারণ বিরহে কার্য্য ॥
গঙ্গা বিরহে দেশ, বস্ত্র বিরহে বেশ,
বারি বিরহে সরোবর।
রস বিরহে বাক্য, ফল বিরহে বৃক্ষ,
ধর্ম্ম বিরহে কলেবর ॥
শস্য বিরহে ক্ষেত্র, দৃষ্টি বিরহে নেত্র,
তাল বিরহে গান।
হরি বিরহে যজ্ঞ, জ্ঞান বিরহে বিজ্ঞ,
শ্রদ্ধা বিরহে দান ॥
বিষ বিরহে সর্প, বল বিরহে দর্প,
নাবিক বিরহে তরী।
যেমন, ভানু বিরহে পঙ্কজিনী,
তেমনি ব্রজে বিরহিণী,
কৃষ্ণ বিরহে প্যারী ॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল মধ্যমান।

রাই আছেন প'ড়ে ধরাতলে,
হয়ে যেন পাগলিনী।
সতত চৈতন্যশূন্য চৈতন্যরূপিণী ধনী ॥
হারায়ে তোমারে হরি, হেরি যে অষ্টপ্রহরি,
কান্দেন বলে হরি হরি, হয়ে চঞ্চলা হরিণী ॥
আমরা যত সহচরী, চরণ ধরি বিনয় করি,
না শুনে নয়নে বারি, বহে অনিবারি।
কারতে জীবন নাশ, জীবনে পশিতে আশ,
জীবনের নিশ্বাস কেবল শ্বাস আছে চিন্তামণি ॥

বৃন্দে বলে পুনরায়, শুন শুন শ্যাম রায়,
আর কিছু ব্রজের বিবরণ।
তব শোকে তব জননী, অঞ্চলে বাঁধিয়ে ননী,
ক'রে আছেন ভূতলে শয়ন ॥
আঘাতে ছিন্ন কপাল,
কেঁদে বলেন আয় গোপাল,
গোপালপালক ওরে প্রাণপুত্র।
শোকেতে অতি কাতর, কেঁদে কেঁদে নিরন্তর,
নন্দ রাজার অন্ধ দুটী নেত্র ॥
আর যত ব্রজ শৈশব, ত্যজিয়ে গোষ্ঠ উৎসব,
শব প্রায় ভূতলে আছেন সবে।
বঞ্চিত হয়ে বেণুগানে তৃণ খায় না ধেনুগণে,
ঊর্দ্ধমুখে ডাকে উচ্চরবে ॥
শ্রীভিন্ন কুঞ্জ বাসর, নাই কোকিলের মধুর স্বর,
মধুকরে না করে মধুপান
সেই শ্যামা মাধবীলতা, কার নাহি প্রবলতা,
শোকেতে সমূলে ধ্বংস পান ॥
করিবে কি দুখ শ্রবণ, সেই যে প্রিয় বৃন্দাবন,
এক্ষণে হয়েছে বনময়।
কেবল তব আসাবধি, দেখি যে ব্রজে নিরবধি,
যমুনানীর বৃদ্ধি অতিশয় ॥

যদি বল জানবারি, কিসে বাড়ে যমুনাবারি,
তদ্বিশেষ বলি সমুদায়।
যত কান্দে গোপিনীরে, সেই সব নয়ন-নীরে,
ক্রমে ক্রমে বারি বৃদ্ধি পায়॥
নহে কথা ব্যঙ্গ তার, দিন দিন তরঙ্গ তার,
দেখে রঙ্গ আতঙ্কেতে মরি।
একবার হয়ে অনুকূল, গোকুলে গিয়ে দিলে কূল
তবে আমরা অকূল মাঝে তরি॥
ব্রজবাসীর তব শোক, প্রায় হলো প্রাণনাশক,
অনেকগুলি প্রাণিহত্যা হয়।
আজন্ম দেখি ব্যাভার, সেটা তোমার অভ্যাভার,
স্ত্রীহত্যা করিতে নাহি ভয়॥
বাল্যকালে স্তনপানে, পুতনায় বধেছ প্রাণে,
সে পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত কল্লে।
যদি থাকৃত নারীবধের ভয়,
তবে কেন ওহে নিদয়,
অঘটন ঘটিয়ে এমন তুলে॥
কুলোকে সদা কু বুঝায়, মন মজেছে কুব্জায়,
হেরে যায় যায় হে অঙ্গ জ্বলে।
যে ধনে দিয়ে বিসর্জ্জন, প্রাপ্ত হলে ধনজন
সেধন তুল্য কি ধন আর ভূতলে॥

রাগিণী সুরট—তাল কাওয়ালি।

এ কেমন বিচার কি আচার হয় প্রচার
চমৎকার বঁধু হয়েছ কি ভ্রান্ত।
হোর রসময়, তোমার সুসময়,
বুঝি এতদিনে হলো দুখের দিবা অবসান্ত।
রমণীর শিরোমণি যে রমণীর পদ
সদা সুরমুনি সাধেন একান্ত।
ত্যজিয়ে সে ধন, কি ধনে বন্ধন,
কংসদাসীরে বসায়ে বামে কর সুখের অন্ত॥
ইকি ঘটেছে অদৃষ্টে হেরি পৃষ্ঠে কুব্জ কুব্জার
আহা মরি কি রূপের চূড়ান্ত ঃ—
গোচারণ গিয়েছে আছে আচরণ
রাখালের মত কমল ত্যজে শিমুলে হও শান্ত,
ত্যজিয়ে কাঞ্চন, কাচে আকিঞ্চন ঃ—
ব্রজে অমূল্য ধন ধরাতলে অদরা নিতান্ত॥

তৃতীবাক্য অবসানে কহিছেন কৃষ্ণ।
ক'রেছি অধর্ম্ম কিবে কর্ম্ম অপকৃষ্ট॥
বল দূতি শীঘ্রগতি করিয়ে সম্পষ্ট।
ঘটে তেমন ভোগাভোগ যার যেমন অদৃষ্ট।
আমা হ'তে গোপিকার কি ঘটেছে অনিষ্ট।
করেছি সেই ব্যবহার যে যেমন ঘনিষ্ঠ॥
মম হিংসা ক'রে হলো পুতনা প্রাণে নষ্ট।
বৈরিবধ ক'রে হয় কে কোথা পাপিষ্ঠ॥
পরহিংসা ক'রে কার সিদ্ধ হবে ইষ্ট।
হিংসা ক'রে হৈল হত এ কংস বলিষ্ঠ॥
হিংসা মহাপাপ জেন সর্ব্বপাপ শ্রেষ্ঠ।
নরকে না স্থান পায় হিংসক অশিষ্ট॥
কুব্জা কুরূপা বটে নয় রূপে উৎকৃষ্ট।
রূপধন অপেক্ষা এ ধন নয় বটে গরিষ্ঠ॥
কিন্তু আমা প্রতি যেজন মন করে নিবিষ্ট।
তারি বাঞ্ছা পূর্ণ করি হয়ে পরিতুষ্ট॥
বংশ কর্ত্তৃক মাতাপিতার ঘুচাইতে কষ্ট।
পূরাতে ভক্তের আশা মথুরায় প্রবিষ্ট॥
বৃন্দে বলে মর্ম্মকথা করিলে যা ব্যক্ত।
কিন্তু হরি ব্রজে তোমার কেবা ছিল ভক্ত॥
তুমি যত ভক্তাধীন ব্যক্ত এ সংসারে।
ভক্তি ক'রেই কেবা কোথায় পেয়েছে তোমারে॥
বরং তোমার শত্রু হলেই ইষ্টলাভ হয়।
শত্রুর নিকুল মুক্ত এইজন্যে কয়॥
দেখ বলিরাজা ভক্তি ক'রে পাতালে পায় স্থান।
ভক্তি ক'রে কি প্রাপ্ত হইল হনুমান॥
পেলে, ভক্তি ক'রে কত কষ্ট প্রহ্লাদ আর ধ্রুব।
ভক্তি ক'রে গোপিকার এই দুঃখ উদ্ভব॥
শত্রু হ'য়ে রাবণ তোমায় কত কষ্ট দিলে।
তিন জন্মে কার্য্যসিদ্ধি মুক্তপদ পেলে॥
ঘোর শত্রু হিরণ্যকশিপু হিরণ্যাক্ষ।
শত্রুভাবে ভেবে তোমায় অন্তে পেলে মোক্ষ॥
কংস তোমার পরম শত্রু ছিল পদে পদে।
মোক্ষপদ দিয়ে তায় উঠালে উচ্চ পদে॥
অতএব তোমারে শত্রুভাবে ভাবা ভাল।
ভক্তিভাবে আশু কার আশা পূর্ণ হ'ল॥

রাগিণী আলিয়া—তাল একতালা।

ভাবি তাই, হে কানাই,
তোমায় দয়াময় কে বলে।
বল কোন্‌কালে আর,
ওহে দীননাথ দীনের ভাব লয়েছ,
তুমি নিদয়হৃদয় কারে সদয় হ'লে ॥
যে তব আশ্রয় লবে, তার ভাগ্যে ঘটাইবে,
এই কি দশা, জন্মের মত এই কি দশা,
বরং মুক্তি লভে শত্রু ভাবেতে ভাবিলে।
পাষাণে নির্ম্মিত কায়, দয়া কি সম্ভবে তায়
আমরা পুঁজি লয়ে শরণ, তুলসী চন্দনে চরণ,
বৃন্দাবনে, চিরদিন এই বৃন্দাবনে,
তাই বুঝি দয়া ক'রে এখন অকূলে ভাসালে ॥

তৎপরে বিনয়ে বৃন্দে, কয় হরিপদারবিন্দে,
হে গোবিন্দ করি নিবেদন।
বৃথা দ্বন্দ্বে নাহি ফল, সম্প্রতি দাসীরে বল,
যাবে কিনা যাবে বৃন্দাবন ॥
ওহে জগৎমূলাধার, যে ধার রাধার ধার,
সে ধার উদ্ধার কর ত্বরা।
তুমি আছ আদৌ ঋণী, পাঠালেন তাই আদরিণী,
করিতে সেই ঋণের কিনারা ॥
লয়ে প্রেমের উপস্বত্ব, স্বীকার ক'রে দাসত্ব,
দিয়াছ যে খত-পত্র লিখে।
হবে দ্বন্দ্ব এ প্রসঙ্গে, তাই ভেবে এনেছি সঙ্গে,
চিন্‌বে দলিল দস্তখত দেখে ॥
বকিবে কেমনে হরি, শুন দেখি পাঠ করি,
মজবুনে কিসরৎ আছে পাকা।
মহামহিম শ্রীযুক্তা, বৃকভানু রাজসুতা,
মহাশয়া বরাবরেষু লেখা ॥
তৎপরে আছে প্রকাশ, লিখিতং শ্রীকৃষ্ণ দাস,
পত্রমিদং কার্য্যনকাগে।
স্থানান্তর কি বৃন্দাবনে, যতকাল রব জীবনে,
বদ্ধ তোমার প্রেম অনুরাগে ॥
নিয়ত মন যোগাব, বদনে ঐ গুণ গাব,
আজ্ঞামত হাজির রব দ্বারে।
ইহাতে অন্যথা হ'লে, রীতিমত দণ্ড দিলে,
হবে আমলে আনিতে আমারে ॥
যখন কাজে দেখবে সহজে,
কবৃতে হ'লে ছাড়ান বদল,
তুমি কর্ত্রী রহিলে যুবতী।
এতদর্থে খোস্ মেজাজে,
রাই রাজার সভার মাঝে,
দাসখত লিখিয়া দিলাম ইতি ॥
কি জানি যা হও বিসখা,
সেই হেতু সাক্ষী বিশখা,
লিখিতে সুচি রয় সুলোচনা।
আমরা ছিলাম মজলিসে, দাঁড়াতে হ'লে নালিশে,
বলিব বিশেষ করে বিবেচনা ॥
জারি হ'লে ইস্তাহার, কি জবাব দিবে তাহার,
না দিলে একতরফা ডিক্রী হবে।
ফরিয়াদী অমনি আশু, দাখিল ক'রে দিবে ইহু,
চূড়ান্ত হুকুমে কোথা রবে ॥
ধোরে কব পেয়াদায়, খরচা সহিতে আদায়,
করিবে তখন নাহি ছাড়াছাড়ি ॥
হলে অর্থ অসঙ্গতি, ঘটিবে আরো দুর্গতি,
নিলামেতে চড়বে ঘর বাড়ী ॥
এ স্থলে না খাটবে জামিন,
ডিক্রী জারির আসবে আমীন,
উচিত মূল্যে বিষয় বিক্রয় হবে।
যে দিন দেখবে হলো নিলাম,
অমনি তোমার রাজ্য নিলাম,
এ সকল জাকজারি কোথা রবে ॥
যদি, তায় দাবি না কুলিয়ে ওঠে,
অমনি তোমার করপুটে,
পড়বে রুলী ওহে রসময়।
খাটিবে কত ব্যাপারে, কি জানিবা কারাগারে,
বন্ধন দশায় থাকতে হয় ॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল আড়া।

পার কি চিন্তামণি শুধিতে রাধার ধার।
ভক্তিরজ্জু দিয়ে কর বাঁধিব তোমার গুণাকর ॥
করিয়ে ধর্ম্ম বিচার, দিব দণ্ড দণ্ডধর,
বেষ্টিত মন শৃঙ্খলে, করিব পদ তোমার ॥
যতনে বন্ধন ক'রে, রাখিব হৃদি কারাগারে,
সদত দিবহে হরি, নয়ন প্রহরী তার ॥

কৃষ্ণ বলেন সহচরি, একটা কথা ব্যক্ত করি,
ব্যক্ত হওয়া উচিত হয় না তব।
যে দলিল দেখালে সই, ইথে কই আমার সই,
এ সব কেবল তোমাদের কৈতব॥
হবেনা ইথে মঙ্গল, সভামধ্যে গণ্ডগোল,
মামলা বেঁধে কাজ কি সহচরি।
বৃন্দে বলে হলো সিদ্ধি, খাটালে বুঝি রাজবুদ্ধি
কি বিদ্যা পেয়েছ বংশীধারী॥
খতে দস্তখত নাই, তাই বলি ওহে কানাই
দস্তখতের কিবা ধার ধার।
কবে গিয়েছ পাঠশালে,
কেবল রাখালের মিশালে,
গোষ্ঠে গোচারণ কত্তে পার॥
কাষের পোঁদে আঁকড়ী দিতে,
কান্দিয়ে চক্ষু মুদিতে,
আঙ্ক লিখতে বস হ'তে সারা।
ফলা বানান কি শিখেছ,
সটুকে বল্‌তে পটুকে গেছ,
সিদ্ধিরস্তু বস্তু পেট পোরা॥
সে কথা কি কয় গোপীতে,
ব্রজে যারে বল্‌তে পিতে,
তার, কোন পুরুষে ও সব চাষ নাই।
বলায়ের গুণ বলাই ভার, লাঙ্গলে বৃহস্পতি তঁ
বিদ্যাবাগীশ গোষ্ঠীতে সবাই॥
অপারগ হইয়ে তাতে, দেখ দেখি দাসখতে
সেইকালে করেছ ঢেরা সই।
দরপেষ হলে নালিশে, এ দলিল অগ্রাহ্য কিসে
অপারকের পক্ষে চিহ্ন ঐ॥
শুনে কন চিন্তামণি, শুনলো গোপরমণী
কোন কর্ম্মে আমি অপারগ।
জগতে আছে আমা ভিন্ন, বর্ণমালায় কোন বর্ণ
বর্ণেতে বর্ণিতে কে পারগ॥
স্বহস্তে বর্ণ লিখিলে, কার সাধ্য এ অখিলে,
সে বর্ণের বর্ণ বিচার করে।
আমি বর্ণ রূপ ধরি, হীনবর্ণে উচ্চ করি,
বর্ণভেদ না রাখি সংসারে॥
সে পক্ষে ত আছে সাধ্য, সে সব বিবাদে অসাধ্য,
ফলোদয় কি হবে বৃন্দে সই।

শুধিতে বল রাধার ধার, সে ধার হ'তে উদ্ধার,
হইতে আমার সাধ্য কই॥
জানেন ব্রহ্মা আদি সুধী, রাধা শক্তির ধার শুধি,
হেন শক্তি আমার হয় কেমনে।
তবে মনে জেনেছি খাঁটী,
জন্মের মত না হয় খাটী,

রাগিণী ললিত—তাল একতালা।
বৃন্দে শ্রীরাধার, প্রেমের সত্য ধার,
শুধিতে কি সাধ্য আছে হে মম।
ব্রজে সেই রাধিকে, কৃষ্ণ আরাধিকে,
রাধা আমার দেহের জীবন সম॥
তোমরা দেখ করি অন্তরেতে বাস,
শ্রীমতীর আমার অন্তরে নিবাস :—
রাধাকৃষ্ণে যেজন ভিন্নভাবে ভিন্ন ভাবে হে সই,
ও তার জেন হে নিতান্ত অন্তরে ভ্রম॥
ধ্যান জ্ঞান তন্ত্র মন্ত্র মম রাই,
অন্তরে সে রূপ দেখি সর্ব্বদাই,
রাজ্য কি ঐশ্বর্য্য এ সকল তুচ্ছ জ্ঞান হয় হে,
মনে উদয় হ'লে ব্রজেশ্বরীর সে প্রেম॥

কহিছে বৃন্দে রমণী, সুরমণির শিরোমণি,
একটী কথা তোমাকে সুধাই।
রাই যদি জীবনাধার, শুধিতে তার প্রেমের ধার,
নিতান্ত তোমার সাধ্য নাই॥
নাতবান হয় যে খাতক, সে কখন পলাতক,
হয় কি বঁধু ত্যজিয়ে স্বস্থান।
বরং মনিবের শরণ নিলে, গরিবানা খুব জানাইলে,
করেন অবশ্য দয়া দান॥
তুমি আপনি হে ত্রিভঙ্গ, করিয়ে শপথ ভঙ্গ,
পালিয়ে এসে বসলে মথুরায়।
আমি পায়েন্দা হয়ে তারি, পরোয়ানা গ্রেপ্তারি,
এই দেখ এনেছি শ্যামরায়॥
শুনহে রমণীরমণ, সহজে যদি কর গমন,
তবে নাই বিবাদে প্রয়োজন।
যদ্যপি করহে জোর, ঘটবে তোমার বিপদ ঘোর,
লয়ে যাব করিয়ে বন্ধন॥

করলে পরে শমন জারি,
রবে না তোমার ওমন জারি,
করিব জারি গ্রেপ্তারি পরওয়ানা।
ফেলে এ সম্পদ ব্রজে, যেতে হবে পদব্রজে,
চালান দিব ক্রমে থানাবথানা।
ভেবে দেখ ভুবনস্বামী,পলাতক হয় যে আসামী,
হুজুরে তার বেশী দণ্ড ঘটে।
সহজে গেলে কাতর হয়ে,
আমরা না হয় ব'লেকয়ে,
উদ্ধার করিব এ সঙ্কটে॥
রাখ যদি স্বীয় মান, হাকিমের হুকুম মানো,
গেলে ব্রজে পূর্ব্ব মান পাবে।
কৃষ্ণ বলেন সখী শুন,আমি গোকুলে গেলে পুন,
কি জানি আমার ললাটে কি হবে॥
বৃন্দে কন নাহি ভাবনা,শ্রীমতীর তো সে ভাব না,
ভাব না বুঝে ভয় কেন কানাই।
চলহে মনোরঞ্জন, করিতে বিবাদভঞ্জন,
আমরা সে ভার লব সমুদাই॥
বিশেষ ভেবে দেখ নাথ, কঠিন কাষ্ঠে খড়্গাঘাত,
করবামাত্র ছেদ হয় যে কাষ্ঠ।
তুলার অতি কোমল কায়,অস্ত্রাঘাত করলে তায়,
ভেদ করিতে নয় সামান্য কষ্ট॥
তেমনি তুমি গুণাকর, কাতরে যদি বিনয় কর,
নরম হ'লে সব হবে মার্জ্জনা।
কঠিন হ'লে হে কেশব, কঠিন দণ্ড হবে তব,
আমাদের নাই সাধ্য করি মানা॥
জানাইলে গরিবানা, হবেনা তোমার জরিবানা,
আমরা তাতে হব সহকারী।
পূর্ব্বে ছিল যেমন মান, সেই পদ সব বর্ত্তমান,
দেখবো যাতে ক'রে দিতে পারি॥
শুনহে শ্যাম গুণাগার, তোমার যে হয় গুণাগার,
সেটা নয় আমাদের মনোগত।
ঘরাও বিবাদ মিটিয়ে দিব,সকলে না হয় সাধিব,
রাধিকায় সাধিতে হয় যত॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল একতালা।

ব্রজে চতুষ্পদ, চরাণো সে পদ,
তোমার আছে আছে হে গোবিন্দ।
আবার গিয়ে বৃন্দাবনে,
কর তুমি সেই গিরি ধারণ, নীলগিরিবরণ,
বইতে বাধা তোমার বাধা দিবে না নন্দ।
পদের জন্য তোমার ভাবনা কিছু নাই,
আবার যেদিন কুঞ্জে রাজা হবেন রাই,
তুমি বনমালী পাবে সে কোটালি,
তাতে মনে কিছু কোর না সন্দ॥
পূর্ব্ব পদ তোমার আছে বর্ত্তমান,
আবার যে দিন সে কিশোরী করিবেন মান,
আমরা সে উদ্যোগী, সাজিয়ে দিব যোগী,
কেঁদে ধ'রে রাধার পদারবিন্দ॥

তখন, শুকৌশলে বৃন্দে বলে যে শুণ তব হরি।
ব্রজের মাঝে লোকসমাজে এলে ব্যক্ত করি॥
থাকলে গুণ এ আগুন কেন জ্বালিবে নাথ।
ভদ্র হ'লে চরিত্র এরূপ নাহি হ'ত॥
দেখ বিদ্যা আর ধন বল এ তিন পদার্থ।
সুপাত্রে পতিত হ'লে সুখোদয় নিত্য॥
সজ্জনের বিদ্যা হলে জ্ঞান বৃদ্ধি তায়।
জ্ঞান হৈতে ধর্ম্ম ঘটে ধর্ম্মে মোক্ষ পায়॥
অর্থ হ'লে সাধু লোকে দীনে করে দান।
ধরাতলে ধর্ম্ম নাই যে দানের সমান॥
বল হ'লে সজ্জন করে পর-উপকার।
দুর্জ্জনের পক্ষে ঘটে বিপরীত তার॥
অসতের বিদ্যা হ'লে বিবাদ করে তায়।
ধন হ'লে কুজনের ধন-গর্ব্বে কাল যায়॥
বল হ'লে খল জনে হয় পরমন্দকারী।
সংপ্রতি এই তিনটী তোমার ঘটেছে মুরারি॥
আপনি বিদ্যাবান্ ব'লে আত্মশ্লাঘা কর।
ধন পেয়ে অহঙ্কারে মত্ত হ'লে আরো॥
সহজেই সাধিলে দেখা কে পায় তোমার।
ধনগর্ব্বে ঘটিল এখন ঘোর অহঙ্কার॥
দুর্ব্বলের বল তোমার বলেছে সংসারে।
সেই বল খাটালে বুঝি মাতুলের উপরে॥
লিখতে জান তোমার লেখা কে দেখেছে কবে
কার সাধ্য ঘুচিয়ে দ্বন্দ তার ছন্দ লবে॥
কোন ছাঁদে কখন লেখো মর্ম্ম কোথা তার।
ছেঁদো ক'রে বেঁদেছো বর্ণ বর্ণ পাওয়া ভার॥

কেমন লেখা ওহে সখা কিছু বুঝতে নারি।
তোমার লেখার ধোকায় পড়ে মজ্‌লো যত নারী
যার ভাগ্যে যা লিখেছ তুমিই জান তাই।
এ সব লেখা কোথায় শেখা বলহে কানাই॥

রাগিণী ললিত—তাল ঝাঁপতাল।

বল বল হে বনমালি এ কেমন লেখা তোমার॥
এ লেখার পাবে যে মর্ম্ম হেন জ্ঞান-সঙ্গতি কার
শুনিলে প্রত্যয় ঘটে বল দেখিহে পীতবাস,
আসিবে মধুপুরে নিজ মাতুলে করিবে নাশ,
লিখেছিলে কি তার রাজ্য কপালে আপনার॥
তোমার কত গুণ সরোজপাণি,
হইবে প্রিয় পাটরাণী,
এ লিখন কি লিখেছিলে কপালে কুবুজার।
ভালবাসিতে ব্রজবাসীরে
তাই কি দয়া প্রকাশিলে,
আমাদের কপালে হরি
এই কি লিখে রেখেছিলে,—
হবো তব বিচ্ছেদে সবে জীবনে সংহার॥

বৃন্দের শুনি বিনয়, করুণাসঞ্চার হয়,
করুণাময়-হৃদয় কমলে।
কহিছেন পীতবসন, আর কেন দুঃখ বর্ণন,
কয় দূতী দাঁড়িয়ে সভাস্থলে॥
মর্ম্মকথা বলি তবে, জেন সখি তোমরা সবে,
আমি বৃন্দাবন ছাড়া নই।
ত্যজিয়ে ব্রজবসতি, এক পদ না করি গতি,
রাধা এ অঙ্গের আধা সই॥
মনে জেন সেই রাধিকে, ব্রজে আমার প্রাণাধিকে
কৃষ্ণ-আরাধিকে ব্রজেশ্বরী।
তন্ত্রমন্ত্র মম রাই, পলকে যদি হারাই,
ত্রিভুবন শূন্যময় হেরি॥
আমি ব্রজে সহচরি, সর্ব্বদা বিরাজ করি,
সর্ব্বস্থানে থাকি সমভাবে।
আর কেন এত কাতরা, যাও ধনি গোকুলে ত্বরা,
ভক্তিভাবে ডাকিলে দেখা পাবে॥

তখন, প্রবোধি প্রিয় বচনে, বৃন্দেরে শ্রীবৃন্দাবনে,
শ্রীগোবিন্দ করেন বিদায়।
আছে বাক্য মতান্তরে, এসেন বৃন্দে সহকারে,
অংশ মাত্র থাকে মথুরায়॥
বিদায় হয়ে বৃন্দে সতী, দ্রুত যায় ব্রজবসতি,
পার হয়ে যমুনানীরে ত্বরা।
প্রথমতঃ শ্রীরাধায়, প্রবোধিতে কুঞ্জে ধায়,
দেখে ধরায় শ্রীমতী অধরা॥
করি মৃদু মৃদু ধ্বনি, চরণ ধ'রে বৃন্দে ধনী,
স্তুতিবাক্যে করে নিবেদন।
উঠ ওগো কমলিনি, আর কেন এত মলিনী,
শুন শ্যাম সখার বিবরণ॥

রাগিণী ললিত—তাল একতালা।

পতিত আর কি জন্য ধরাতলে কমলাঙ্গ।
একবার রাই নিবায়, নয়নজলের তরঙ্গ॥
অকূল মাঝে, গোকুল ত্যজে,
হয়েছিল যে বৈরঙ্গ।
হয়ে সদয় হবেন উদয়, পুন গোকুলে শ্যামাঙ্গ।
ব্রজে তোর ছিল যে জন, জীবনসর্ব্বস্ব ধন,
প্রাণাধিক প্রিয়তম প্রেমের অন্তরঙ্গ।
যার বিচ্ছেদে, আছ রাধে,
দিয়ে প্রাণের আশায় ভঙ্গ।
সে দিন গত হন্ আগত, কমলিনীর কাল-ভৃঙ্গ॥

কর্ণে শুনি কৃষ্ণধ্বনি, চৈতন্য পাইলেন ধনী,
বলেন দূতি সংবাদ কি বল।
গিয়েছিলে মথুরায়, কেমন আছেন শ্যাম রায়,
শ্যামাঙ্গের শুনি সুমঙ্গল॥
কয়ে অপরাধিকায়, কাঙ্গালিনী রাধিকায়,
আর কি বঁধুর মনে আছে দূতি।
হলো বা কি আলাপন, কিরূপে বা কালযাপন,
মধুপুরে করেন শ্রীপতি॥
শুনে বৃন্দে সে বচন, আদ্যোপান্ত বিবরণ,
প্যারীরে করিল পরে জ্ঞাত।
ব্রজবাসীর দ্বারে দ্বারে, কিবা নন্দ যশোদারে,
বিশেষে বৃত্তান্ত বলে যত॥

আসিবেন প্রাণকেশব, শুনে ব্রজে মহোৎসব,
নন্দ হয় আনন্দে জ্ঞানহত।
সুখহয় প্রাণ রাধার, উঠে ধেনু তৃণ খায়,
কোকিল কুহরে অবিরত॥
এখানে কুঞ্জ-বাসরে, যত্নে যোগাসন ক'রে,
নয়ন মুদ্রিত করি প্যারী।
একচিত্তে ভক্তিভাবে, মন রেখে পদপল্লবে,
হৃদয়ে চিন্তেন নরহরি॥
ভক্তের দুঃখ নাশনে, অমনি হৃদি পদ্মাসনে,
হরি এসে হলেন উদয়।
ব্রজের বেশে বিশ্বরূপ, হেরিয়ে সে অপরূপ,
শ্রীমতীর বিচ্ছেদ ছেদ হয়॥

রাগিণী সুরট—তাল ঝাঁপতাল।

শ্রীরাধা-হৃদি পদ্মাসনে আপনি বিরাজিত হরি।
অপরূপ কি শোভা যাঁর রূপে জিনিল নীলগিরি॥
যিনি কেশরী কটি তাহে পরিধান পীতবসন,
তেজে গগন নীরদ বিধু ভানু যার পদবিহারী॥
কিবে, মনোহর তনু বঙ্কিম,
ত্রিভুবন মোহন ঠাম,
শিরে মোহন চূড়া শোভে শিখিপুচ্ছধারী।
করে মুরলী বাজে ঘন, বর্ণিয়ে শ্রীরাধাগুণ,
হরে ব্রজমোহন-মন ব্রজমোহন রূপ হেরি॥

সমাপ্ত।

নন্দবিদায়।

পরিহরি বৃন্দাবন, হরি যান মধুভুবন,
কংসযজ্ঞে অক্রূরের সঙ্গে।
দুরাত্মা পাতকী কংস, স্বকরে করিয়ে ধ্বংস,
রাজকার্য্য করেন মনোরঙ্গে।
কংসযজ্ঞ দরশনে, নন্দ যান নন্দন সনে,
সঙ্গে গোকুলের গোপবর্গ।
দিনগত মথুরায়, এসেন না কৃষ্ণ ত্বরায়,
নন্দ ভাবেন একি উপসর্গ॥
ব'লে এলেম আসিব কালি,
থাকবেন কৃষ্ণ কত কালি,
জানেনতো দুর্দ্দশা যশোদার।
সুখে করেন কালযাপন, যাবার কথা উত্থাপন,
কদাপি করেন না একটী বার॥
সুমঙ্গলের সূত্রপাত, হ'ল ত শত্রু নিপাত,
আর কেন বিলম্ব মিছে তবে।
বোসে আছেন নিশ্চিন্তে,ছেলেটি পারিনে চিন্তে,
সকল কর্ম্মই হয় হচ্ছে হবে॥
উনি রয়েছেন উৎসবে, শোকে ব্রজবাসীরে সবে,
শবপ্রায় ভূতলে রয়েছে।
সকলের নয়নে নীর, বিশেষ উঁহার জননীর,
এতদিন আছে কি জীবন গেছে॥

দেখি গোপালে বলি যাই, হিতকথা দুটা বুঝাই,
আমোদে পড়ে সব গিয়েছেন ভুলে।
বল্লেতো যাবেন না সদ্য,কত ক'রবেন কল্য অদ্য,
আমি কথাটার সূত্র দিই তুলে॥
ব'লে নন্দ ত্বরা যান, সন্তানের সন্নিধান,
বলেন গোপাল আর বিলম্ব কেন।
এ কোন ভাবের আবির্ভাব, ব্রজের অবস্থা ভাব,
ভাবে বুঝি ভুলে রয়েছ জেনো॥
হ'ল কর্ম্ম সমাপন, আর কেন রে কালযাপন,
আমাদের ব্যাকুল হ'ল মন।
কি ভাব তোমার মনে, ভেবে তা পাব কেমনে,
শীঘ্র তুমি চল বৃন্দাবন॥

রাগিণী সুরট—তাল ঝাঁপতাল।

দেখরে মম নিশ্চিন্ত হইল চিত চঞ্চল।
আর কেন বিলম্ব গোপাল চলরে ব্রজে চল॥
ভাবদেখি তুমি কালিয়ে,
এসেছ বাছা কি বলিয়ে,
কালি আসিব বোলে তোমায়
কত কাল যে গেল গেল॥

হারা হয়ে নীলমণি, যেন কে হ'রে নিল মণি
সেই তাপিনী সাপিনী মত
যশোদা ধরে ধরাতলো।
তারা সাধনের ধনে হারা,হয়ে হয়েছে তারাহারা,
তুমি নয়নতারা ভিন্ন আর কি তার সম্বল ॥

এইমত কহেন নন্দ, হয়ে অতি নিরানন্দ,
গোবিন্দ রহিলেন মৌনভাবে।
কিঞ্চিৎ বিলম্ব পর, কহিছেন পরাৎপর,
পিতা গো নিবেদন করি তবে ॥
আছে প্রয়োজন অন্য, সে কার্য্য সাধন জন্য,
কালবিলম্ব হইবে আমার।
আপনি হন অগ্রগামী, পশ্চাৎ যাইব আমি,
ইহাতে সন্দেহ নাহি আর ॥
এ বাণী নন্দনমুখে, শুনে নন্দ মনোদুঃখে,
ভুবন অন্ধকার দেখেন চক্ষে।
বলেন বাছা অকস্মাৎ, বিনা বারিদে বজ্রাঘাত,
কি দোষে হইল আমার বক্ষে ॥
ব'লে এসেছ যাবে ত্বরায়,
তোর জননী পড়ে ধরায়,
জীবন ধরায় সন্দেহেরে জানি।
তোকে রেখে মধুপুরে, একাকী গেলে বাপুরে,
নিতান্ত প্রাণ হারাইবে রাণী ॥
আসিতে আমার মন ছিল না,
করবে বাছা এ ছলনা,
প্রতারণা জনকে কেন কর।
কার্য্যবিশেষ হয় ধর্ত্তে,সেখানে তোমার মাতৃহত্যে,
তা হতে কি এ প্রয়োজন বড় ॥
এজন্য আমার মন ছিল না রে আসিতে।
কত বারণ ক'রেছিল যত ব্রজবাসীতে ॥
পূর্ব্বেতো মনের ভাব কিছু না প্রকাশিতে।
সত্য কি এসেছ আমাদের প্রাণ নাশিতে ॥
তুমি যে রাখালগণে কত ভালবাসিতে।
এখন তাদের হ'ল শোকসিন্ধুজলে ভাসিতে।
হঠাৎ হেন অন্ধকার হবে পূর্ণমাসীতে।
কেন গরল সঁপিলি সরল সুধারাশিতে ॥
আমাদের কি হলো এখন শোকাগ্নিতে পশিতে।
করলি বাছা শিরশ্ছেদ বাক্য তীক্ষ্ণ-অসিতে ॥

কে দেখেছে এমন ধারা দিনে তারা খসিতে।
অকালে রাহুর আকর্ষণ পূর্ণ শশীতে ॥
দিলি নে আমাদের বাছা সুখালয়ে বসিতে।
কেবল অঙ্গের চিহ্ন মায়ারূপ মসীতে ॥

রাগিণী ললিত—তাল ঝাঁপতাল।

বঞ্চিতে বাসনা বাছা বঞ্চনা করিতে মোরে।
লয়ে যাইব সঙ্গে বলে,
লয়ে এসেছি আমি তোরে ॥
নয়নপথ শূন্য করি কেমনে তোরে রাখিরে,
কোন্ প্রাণে গোপাল আমি,
গোকুলে যাব একাকীরে,
বল দেখি সুযুক্তি যাব ঘরে কি সাগরে ॥
আমি একা ব্রজে করিলে গতি,
জিজ্ঞাসিলে যশোমতী,
বল্ দেখি কি বলে কৃষ্ণ বুঝাব তারে।
যত দিন রে যোগে যাগে
আমি রয়েছি তোর কাছে,
তত দিনরে তোর জননীর
আশার আশে জীবন আছে,
একা গেলে নিতান্ত জীবনান্ত সে করে ॥

জনকে কহেন হরি, মনের কষ্ট পরিহরি,
আপনি গমন করুন বৃন্দাবনে।
চরণে করি বিনয়, এ আমার বঞ্চনা নয়,
থাকৃতে হল বিশেষ প্রয়োজনে ॥
কেনগো এত ভাবনা, মনে আর অন্য ভাবনা,
আমি তোমার জেন সেই কানাই।
মূল কথা কর শ্রবণ, তেজিয়ে শ্রীবৃন্দাবন,
এক পদ অন্যত্র নাহি যাই ॥
বলিবেন মাতা যশোদায়, কিছু দিন দেন বিদায়,
কিঞ্চিৎ করুণা সম্প্রদানে।
বুঝাইবেন সখাগণে, কেউ যেন প্রমাদ না গণে,
সত্বরে যাইব সন্নিধানে ॥
নন্দ কন চঞ্চল, যাবে ত এখনি চল,
পরে যাব ওটা তোমার ছলনা।
মাতা পিতার জীবন নাশ, কেন কররে পীতবাস,
ও কথাটী আর তুমি বলোনা ॥

আমাকে দিলে বিদায়, বিদায় বাছা কি দায়,
দেখ দেখিরে অন্তরে বিচারি।
থাকোতে হই বিশ্বাস, তবু হয় না বিশ্বাস,
ওটা আমি কৌতুক জ্ঞান করি ॥
কেমনে যাইব ব্রজে, এ নয়ন তোর বদন তেজে,
ফিরাতে আমার সাধ্য নাই।
তুমি গেলে নীলবরণ, চলে আমার এ চরণ,
আমি রে পশ্চাৎ তোমার যাই ॥
আমারি ও দুরদৃষ্ট, মথুরা এসে তুমি কৃষ্ণ,
যদি বল লয়েছ এই রাজ্য।
ব্রজে আমার যে প্রভাব,ছিল তোমার কি অভাব
যা আছে সে তোমারি ঐশ্বর্য্য ॥
শেষ দশায় কি কষ্ট সব,আমি এখন নিশ্চিন্ত রব,
তুমি মম ধনের অধিকারী।
সকল সম্পদ লও, গোকুলে গিয়ে রাজা হও,
হেরিয়ে নেত্রের সার্থক করি ॥
দেখ বাছা ভারত ভিতরে, পুত্র বাঞ্ছা করে নরে,
প্রাচীন কালে পুত্রেই দুখ নাশে।
দূরে থাক দূর করা কষ্ট, লাভের মধ্যে তুমি কৃষ্ণ,
পিতা মাতা হত্যা কর হে যে।
শিব গেলে কি কাশীর গৌরব কিছু থাকে।
জীব গেলে কি কেউ দেখ নগর বলে তাকে ॥
মণি গেলে কি ফণীর কিছু থাকে অহঙ্কার।
ধনী গেলে কি বৃদ্ধি পায় বাণিজ্য ব্যাপার ॥
আঁখি গেলে কি দেহের গৌরব থাকে আর।
পাখী গেলে বা পিঞ্জরেতে যত্ন থাকে কার ॥
পতি গেলে কি সতী নারীর মন থাকে প্রফুল্ল।
জ্যোতি গেলে কি হীরকের তেমন থাকে মূল্য ॥
শশী গেলে হয় গগন আচ্ছন্ন অন্ধকারে।
মলী গেলে কি আর যত্ন থাকে মস্ত্যাধারে ॥
বারি গেলে কি গৌরবেতে থাকে সরোবর।
নারী গেলে কি শোভাযুক্ত গৃহস্থের ঘর ॥
মূল গেলে কি তরুবর থাকে বীর্য্যবান্।
কুল গেলে কি মর্য্যাদা পায় কুলীনের সন্তান ॥
ফল গেলে পর বৃক্ষেতে যতন কেবা রাখে।
বল গেলে বল কি আর বলীর দর্প থাকে ॥
ব্রহ্মণ্যদেব গেলে কি ব্রাহ্মণের থাকে বীর্য্য।
তেমনি গোপাল তুমি গেলে কি গোকুলেরসৌন্দর্য্য

রাগিণী বিভাস—তাল একতালা।

কেবল হবেরে অরণ্য তুই না গেলে বৃন্দারণ্য।
তোর বচনে, এ লোচনে,
আমি ভুবন দেখি শূন্য ॥
হলে বিরূপ, আমরা কিরূপ,
ভুলি তোমার রূপ লাবণ্য।
জুড়ায় জীবন আমার এমন
আছে কি ধন তোমা ভিন্ন।
কিরূপে বা ধৈর্য ধরি,
কেমনে শোক সহ্য করি,
সুত কি সন্ততি আমার গৃহে নাই আর অন্য।
আছি ভবে আমরা সবে
তোর মায়াতে অচৈতন্য।
তুই কি ভূপাল হবি গোপাল
মাতা পিতায় করে দৈন্য ॥

কৃষ্ণ কন মম বাক্য ব্রজের দণ্ডধর ধর।
বারম্বার কেন আর দুখ যে দুষ্কর কর ॥
যাব গোকুলে আমি ও রয়না কুত্রাপিতে পিতে।
কেবল কিছু দিন বাসনা মথুরায় থাকিতে চিতে ॥
ভাব কেন ইহাতে জনক কোন ভাবনাই নাই।
আমি সেই পুত্র রেখ স্নেহ মমতাই তাই ॥
নিরানন্দে কন নন্দ ও পীতবসন শোন।
তোকে রেখে হয় না আমার গোকুলে গমন মন ॥
তোমার মায়াতে আমরা আছিরে বন্ধন ধন।
যাব কি আর ব্রজে আমার ব্রজের ভবন বন ॥
তোমা বিনে যশোদা নন্দের কি আছে সম্বল বল
ক'র না বিলম্ব আমার মন যে চঞ্চল চল ॥
ক'র না এমন কার্য্য আমাদের প্রাণ যায় যায়।
যাইতে কি পারি বাছা ঠেকেছি মায়ায় আয় ॥
এলে যজ্ঞনিমন্ত্রণে হল সে আশার সার।
এবার গিয়ে আবার এস
তাতে নাই বিকার কার ॥
কেশবে কেশব তোমায়
এ যে প্রাণ নাশক শোক।
তুমি পুনরায় গেলে ব্রজে
পায় সেই পুলক লোক ॥

শোকসিন্ধুজলে ভাসে যশোদা কে তারে তারে।
পুত্র হয়ে কোথায় বাছা
কে আপনার মারে মারে॥
তুমি না গেলে তার বাঁচিবার
উপায় কানাই নাই।
একাকী কিরূপে আমি বল প্রাণ মজাই যাই॥
রাখালগণে সদা কেবল তোর নাম অধরে ধরে।
তুমি না গেলে ওরে গোপাল
গোপাল কার গোচরে চরে॥
আসন্ন কালে যশোদা তোমায়
সঁপেছে আমার করে করে।
এতক্ষণ কি আছে রাণী তখনই ত মরে মরে॥
হ'ল আমাদের দেহ জীর্ণ
তোমার চিন্তাজ্বরে জরে।
আরো প্রাণ ব্যাকুল বাছা শক্র-বাক্যশরে শরে॥
যে গৃহ থাকিত পূর্ণ ননী মাখন সরে সরে।
তোমা বিনে সেই গোকুলে
হাহাকার ঘরে ঘরে॥
যে ব্রজে আসিতে ইন্দ্র কাঁপিতেন থরে থরে।
সেই ব্রজে সর্ব্বত্রে এখন
শমন রাজার চরে চরে॥
তুমি না গেলে নিতান্তরে জীবনান্ত করে করে।
এখন ত এই দশা ব্রজের
আরো কি হয় পরে পরে॥

রাগিণী ঝিঝিট—তাল মধ্যমান।

আর ব্রজে যাবিনে নীলরতন।
এ দুঃখজনক বাক্য শুনে
জনকের কি রয় রে চেতন॥
এ কোন্ ধর্ম্ম বাছা তোমার,
বধিলে প্রাণ হয়ে কুমার,
ব্রজে কি আর যাব আমার,
পথে বুঝি হয়রে পতন।
কি ভাব উদয় অন্তরে, বল আমারে নিতান্ত রে,
আমরা একটী দিনের তরে,
করি নাই তোরে অযতন॥

ত্যজ্য করি প্রাণ গোপালে, করাঘাত করি কপালে
নন্দ করেন গোকুলে গমন।
কিন্তু কেমন করে মন, হ'লনা করা গমন
কত কথা করেন আন্দোলন॥
ভাবেন মনে অতঃপর, আমি যে হলেম এত পর,
ইহার কারণ বুঝাতে নারি।
বিশেষ জানি অন্তরে, কৈ একটী দিনের তরে,
গোপালকে অযত্ন নাহি করি॥
তবে একটা লাগলো ধাঁধা,
বয়েছে বাছা আমার বাধা,
ধরেছে গিরি করেছে গোকুল র'ক্ষে।
গোপাল লয়ে গোষ্ঠে যেত,
তাতেও গোপাল কষ্ট পেত,
দেখেও ত দেখি নাই আমরা চক্ষে॥
আর জ'মি নন্দন-করে, যশোদা বন্ধন করে,
যৎকিঞ্চিৎ নবনীর জন্য।
এই সব কারণের তরে,
গোপাল গোকুল ত্যজ্য করে,
ইহা বৈ দেখিনে কারণ অন্য॥
ব'লে পুনঃ যান নন্দ, আমার মনের সন্ধ,
ঘুচাও দেখি ওরে নীলরতন।
মথুরা এসে দু'দিন পর, তুমি যে হলে এত পর,
জানিব বাছা ইহার কারণ॥
আমি একটা মনে ভাবি, তা হলে কেননা যাবি,
ভাবি কালে আর পাবেনা সে কষ্ট।
তুমি বয়েছ আমার বাধা,
তাতে আমি দিই নাই বাধা,
ওটা আমার দোষ বটে যথেষ্ট॥
নিত্য আমার সাজিয়ে ধেনু,
গোষ্ঠে যেতে বাজিয়ে বেণু,
গোষ্ঠে ত সামান্য কষ্ট নয়।
কিঞ্চিৎ ননীর তরে, যশোদা বেঁধেছে করে,
ভেবে আমার প্রাণ বিদীর্ণ হয়॥
যা হয়েছে আর না হবে, সত্য করি বলি তবে,
আর কৃষ্ণ পাবে না সে কষ্ট।
চল চল প্রাণ কানাই,
প্রাণের দুঃখ আর কায় জানাই,
আমাদের ক'য় না প্রাণ নষ্ট॥

কৃষ্ণ রে তুই বিচার কর, পুত্রশোক কি কষ্টকর,
ভেবে দেখ দশরথের সেই দশা।
পুরাণ পুরাণে শুনি, সিন্ধুর শোকে অন্ধমুনি,
ত্যেজেছিলেন প্রাণের প্রত্যাশা॥
আমার বা সেই দশা ঘটে,
ফেলেছ তুমি যে দুর্ঘটে,
এ ঘটনায় জীবন রাখা দায়।
তুমি বল যাইব পরে, ও কথাটা বুঝবে পরে,
আমাদের মন বুঝবে কেন তায়॥
শুনে কৃষ্ণ কন পিতায়, আমার কিগো কষ্ট তায়,
স্পষ্ট বলি দুঃখ নাই ত মনে
আমি গোকুলে কাল হরি,কি ভাবে কি কর্ম্ম করি
তার মর্ম্ম জেনেও ত না জানে॥
কেন ব্রজের রাখালগণে, বন্ধু ব'লে আমায় গণে,
কেন করিলেম কালিয়ে দমন।
ননী চুরী ক'রে বেড়াই, মুনির অন্ন কেড়ে খাই,
কে জানে কেন ধরি গোবর্দ্ধন॥
কে এনেছে কোথায় ছিলাম,
কি ভাবেতে কি করিলাম,
যা করি তার কারণ আছে পিতে।
শুন গো ব্রজের স্বামী, ব্রজে যা করেছি আমি,
ব্রজে আমার আসা তাই করিতে॥

রাগিণী বেহাগ—তাল ঝাঁপতাল।

আমি এসেছি বৃন্দাবন, বাস তব ভবনে।
কি ভাবে কোন্ কর্ম্ম করি মর্ম্ম কেবা জানে॥
কেন মম এ আচরণ, কেন বা করি গোচারণ,
রাখালের সনে,
কে জানে আমি কেন তোমার বাধা বই যতনে।
সাধ্য কি যশোদা করে, বন্ধন এ করে,
বাঁধা সুকৃতিবন্ধনে।
থাকে ভক্তিরজ্জু নিজ, বাঁধ ব্রজমোহন দ্বিজ,
আমাকে এবার, বাঁধিলে মোরে
রবে না তব ভয় ভববন্ধনে॥

শোকে নন্দ কাতর অতি, পুনঃ কন কমলাপতি,
শুনগো পিতে আর বিবরণ।
শুন্‌লে যাবে মনের ভ্রম,মাতা পিতা মথুরায় মম
তোমরা মাত্র করেছ পালন॥
একথা না জানে সর্ব্বে, জন্ম দেবকীর গর্ভে,
বসুদেব আমার জন্মদাতা।
কংসভয়ে ভীত হয়ে, সদ্যজাত আমাকে লয়ে,
তবালয়ে রেখেছিলেন যে পিতা।
তোমরা পুত্রজ্ঞানে ধর, সেই অবধি পালন কর,
পুত্র যেন পালনপুত্র মোরে॥
পিতে বসুদেব মা দেবকী,তাঁদের পরিচয় দেব কি
বদ্ধ ছিলেন কংসকারাগারে॥
অতীত দীন অতি দুখে,কঠিন বন্ধন পাষাণ বুকে,
দিয়েছিল দুষ্ট কংসাসুর।
তাই যজ্ঞছলে আমি, পাপাত্মা অসুরে নাশি,
মাতা পিতার করি কষ্ট দূর॥
মরি তাঁদের কি কপাল, কষ্ট পেলেন এত কাল,
সুত্রপাত দুখের এক্ষণে॥
তাই তোমারে বলি মর্ম্ম, করি কিছু পুত্রের কর্ম্ম,
সেবাশুশ্রূষা তাঁদের দুজনে॥
শুনে ছল ছল নন্দের লোচন,
বদনে আর নাহিক বচন,
শক্তিশেল বিন্ধিল যেন বক্ষে।
ত্যেজে নিশ্বাস ভাবেন তাই,
বলিবার আর কথা নাই,
কি বলিব কৃষ্ণের সমক্ষে॥
এককালে অকূলে ভাসান,ছেলেটিতো বড় পাষাণ,
দেহটী উহার দয়ামায়া শূন্য।
যে পরিচয় এখন দিলেন,
তবে এতদিন ব্রজে ছিলেন,
বুঝি আমাদের ছলিবার জন্য॥
বলে বলেন আর কেন রই,
কৃষ্ণ আমি বিদায় হই,
জান্‌লেম বাছা আর যাবে না তুমি।
অশুঙ্কর কথা এ যে, আমায় যদি ব'ল্‌তে ব্রজে,
বিবেচনা ক'রে আসতেম আমি॥
বাছারে এ সব কথা অগ্রে যদি বলিতে।
তবে কি আসতেম আমি শোকাগ্নিতে জ্বলিতে॥
এত দিন কি ব্রজে ছিলে মাতা পিতায় ছলিতে।
কিছুই তো জানিনে কখন্ কি ভাবেতে চলিতে॥

হঠাৎ অনলবৃষ্টি এমন ঘনাবলিতে।
কে দেখেছে সুখবৃক্ষে বিষফল ফলিতে॥
সুধাপানে হলোরে গরলের ন্যায় ঢলিতে।
চিরদিন দুটি নয়ন রৈল নীর-গলিতে॥
তোমার শোকে শয্যা করলেম
আমরা ধরায় গলিতে।
এখন পারিনে মনের মায়াগ্রন্থি খুলিতে॥
ছিলরে ভরসা মাত্র এক ভিক্ষার ঝুলিতে।
যাহ'ক যা ব'লেছ জন্মে আর পারিনে ভুলিতে॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল কাওয়ালি।

জীবনে কানাই প্রয়োজন নাই
ওরে,যমুনার জীবনে আমি জীবন সঁপিতে যাই।
এত ছিল তোর মনে, আমি তা জানি কেমনে,
না এলে কি দুঃখ বাছা এসে এ যাতনা পাই॥
এ কোন্ ধর্ম্ম বাছা বল আমায় নন্দলা,
এতদিন কি ক'রেছিলে মাতা পিতায় ছলনা,
আগেত জানিনে আমি, পালক বালক তুমি,
মজাতে মতা পিতে আমরা মিছে সমুদাই॥

হেরিয়ে শুভবদন, করিয়ে কত রোদন
নিরাশা হইয়ে যান নন্দ।
উপানন্দ বলেন ভাই, মনোমধ্যে নিভাই
আর গোকুলে যাবেনা গোবিন্দ॥
ভেবেছিলেম আমার ধন,
তা নয় ও আছে সন্ধন,
বসুদেব দেবকী নেচ-নেচ রে।
আমাদের সম্পর্ক গেল,
যার ধন তার কাছে এলো,
কিরূপে বল লয়ে যাই আর ওরে॥
গোপাল গোপাল ক'রে মরি,
মিথ্যা প্রতিপালন করি,
আপনার কি হয়রে পরের ছেলে।
ভেবে প্রাণাধিক রত্ন, মিথ্যা করেছিলেম যত্ন,
মিথ্যা মলেম ভস্মে ঘৃত ঢেলে॥
কত কথা কৌশলে কই, তবু সে ভুলিল কই,
আসবে যে তার আশা গিয়েছে দূরে।
নাই বাছার সে পূর্ব্ব স্বভাব,
দিয়ে আমারে স্পষ্ট জবাব,
কৃষ্ণ আমার রইল মধুপুরে॥
ব'লে নন্দ পড়েন ধরায়, তার হইল ধৈর্য্য ধরায়,
ত্বরায় তোলেন উপানন্দ।
বলে আর কেঁদে কি হবে,ত্বরন গমন কর তবে,
কারো দোষ নাই নিজ কপাল মন্দ॥
বুঝতে হবে কাজে কাজে, দুঃখ কর বিশ্বমাঝে,
স্থির কাহারো নাই গো দাদা।
যা করেন জগদীশ্বর, সকলি জেন নশ্বর,
ভুলোকটা কেবল গোলক ধাঁধা॥
জীব জন্তু অগণন, চিরস্থায়ী কেহ নন,
যাওয়া আসা কেবল কর্ম্মভোগ।
কতবারতো আসা হয়, তবু না কারু আশা যায়
জগৎপিতার এমনি যোগাযোগ॥
ভেবে দেখ পুত্র দারা, কি উপকার এদের দ্বারা,
মায়াবশে আমার আমার বলে।
যে কয়দিন হয় কাল, নিকটেতেই পরকাল,
তখন দিয়ে যাবে জলে॥
কাঁদিয়ে কহেন নন্দ হে পুত্র আমার অন্ত রে।
কে এমন অস্ত্রাঘাত কারে বধি অন্তরে॥
হিত কথা ব'ললে তুমি বুঝাও নিতান্ত রে।
এখন আমার পুড়ায় জীবন লয় যদি কৃতান্ত রে॥
ভেবে দেখ চিরাচরিত নন্দ তুমি ভ্রান্ত রে।
হলো কিনা রোদন এখন কর অবিশ্রান্ত রে॥
কি বোলে কি প্রবোধ দিয়ে মনকে করি শান্ত রে
মন যদি বোঝে নয়ন বোঝেনা একান্তরে॥
এমন হবে জানলে বাছায় কে মথুরায় আনত রে
মাতা পিতা এখানে ওর তাই বা কেবা জানত রে
ও আমাদের পালক বালক
আগে যদি তা মানত রে।
তখনি যা হবার হত এখন আর কে কানত রে॥
যাবো কি চলেনা চরণ হয় বড় অশান্ত রে।
কেমনে যশোদায় গিয়ে বলিব এ বৃত্তান্ত রে॥

রাগিণী সিন্ধু—তাল একতালা।
কেঁদে নন্দ যান, নিরানন্দ মনে,
হারায়ে নন্দন গোপালে।

প্রেমব্রত সাঙ্গ হলো,
যদি দেখা পাও বঁধুর বিনয় ক'রে বলো,
প্রাণ দিলেম আহুতি আমি
চিন্তামণির চিন্তানলে ॥

এই অবস্থা রাধিকার, চরণচুলী অধিকার,
ক'রে বৃন্দে অতি বিনয়ে বলে।
কেঁদে কেন হও অধরা, ধৈর্য্য ধর ত্যজ ধরা,
আনিব বঁধু যাব মধুমণ্ডলে।
তিনি যে এত নিদয় হবেন,
চিরদিন সেখানে রবেন,
একথা হয় বিশ্বাস কি ব'লে ॥
লোকের কাণ্ড চমৎকার, এক হয়ত করে আর,
তিলটী পেলে তালটী ক'রে তোলে ॥
এরূপ প্রবোধ দেন রাধায়, সেথায় বার্ত্তা পেয়ে ধায়,
কুটিলে কুটিলে সঙ্গিনী।
বলে নন্দালয়ে কি সোর, এল কি নন্দকিশোর,
কাণ্ডটা কি একবার দেখে আসি ॥
যেতে পথে পায় সমাচার,
কালাচাঁদ আসবে না আর,
কালামুখী করে যেন চাঁদ পায়।
আহ্লাদ ধরে না গায়, জটিলায় গিয়ে জানায়,
জবর একটা খবর শুনবে আয় ॥
আমাদের পড়াল হাড় সেই কাল কালাপাহাড়,
আর নাকি আসবে না বৃন্দাবনে।
একা ফিরে এল নন্দ, তাই মনে হয়েছে সন্দ,
আছে কি সে মোল ব জীবনে ॥
যে দুরাত্মা কংসাসুর, হয় ত দুষ্ট শিশুর,
এদ্দিন কথা সাঙ্গ ক'রে দিলে।
থাকে যদি সে থাকবে কোথা,
গোকুলে তার নাড়ী পোতা,
ভুলবে না ত যে মজা লুটিলে ॥
ডাক লাগিয়ে বাঁশীর গানে,
কোণের বউ ঝি টেনে আনে,
আমাদের বৌয়ের ত দফা সেরেছে।
এমন পুরুষ আয়ান দাদা,
তার বয়ান না হেরে রাধা,
কালার প্রেমে মন বাঁধা দিয়েছে ॥

কোথা গেল বৃন্দে বড়াই,
আগে বড় কর্তো বড়াই,
লড়াই বড়াই কোথা গেল সে লজ্জা।
কালা দেখ কালকের ছেলে,
বুড় মাগীদের মাথা খেলে,
বলতে গেলে আমাদের হয় লজ্জা ॥
খুব হয়েছে বেশ বেশ, ঘুচলো ওদের বেশ বেশ,
ছোঁড়া এখন বেশ ফাঁকি দিয়েছে।
একে একে শুনে আসি, কারু নবমই কারু আশী,
বয়েস ত এই রঙটুকু খুব আছে ॥
শুনে কথা মর্ম্ম জ্বলে, তারেই ওরা ব্রহ্ম বলে,
কাণ্ডজ্ঞান নাই কি ব্রজে কারু।
ব্রহ্ম কেন গোকুলে রবে, ব্রহ্ম কেন বাধা ববে,
ব্রহ্ম কেন গোঠে চরাবে গরু ॥
জানে দুটা দেখা কাচ, তাই ভাঙ্গলে দুটা গাছ,
প্রাচীন তরু তো পরা হয়েছিল।
গিরি ধ'রেছে বলতে লজ্জা তাও ত কালা একা নয়,
অনেক গোপ সাহায্য করিল ॥
ননী মাখন চুরি করতে, ব্রহ্ম এলেন হাসি ধরতে,
শুনে যে কান্না শুধু জ্বলে রাগে।
ব্রহ্মের এখন চুপোকাৎ, কংস করলে বর্দ্ধমাৎ,
বাড়ের শত্রু মেরে দিয়েছে বাঘে ॥
এরা যখন এত কাঁদে, মরেছে নয় পড়েছে ফাঁদে,
যা হোক্ তেমন জ্বালা আর না রবে।
এরা পড়ুক খোর বিপাকে, সত্য যদি ম'রে থাকে,
সত্যপীরে সিন্নি দিতে হবে ॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল খেমটা।

একি আহ্লাদের কথা
শুনে যে আজ প্রাণ জুড়াল।
ব্রজে আসবে না কালা
একা নন্দ নাকি ফিরে এল ॥
গোকুলে আমাদের পরম শত্রু সে ছিল,
গিয়েছে আপদ গেছে
যত কুলবালিদের বিপদ হ'ল ॥
রাম বল মা ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে যে গেল,
বাঁচে ত আসবে আবার
যদি ম'রে থাকে হয় যে ভাল ॥

কুটিলার এই বাক্যে, জটিলার যুগল চক্ষে,
হয় আনন্দবারি বরিষণ।
বলে করি আশীর্ব্বাদ, দিয়েছ মা যে সংবাদ,
কালা গেল না জুড়াল জীবন॥
থাকে থাক সে বাঁচুক মরুক,
রাই এখন ঘরকন্না করুক,
ত্যজে বৃন্দে বড়ায়ের মন্ত্রণা।
মাগীরে যে হদ্দ বুড়ী, মন ওদের দেয় হামাগুড়ি,
তিন কাল গেল বার'টান গেল না॥
এরূপ কথা মারেঝিয়ে, জীবনের আশা ত্যজিয়ে,
হেথায় রাধার দশম দশা ঘটে।
কিছুদিন সেই ভ'বে গত, দেখে কষ্ট অসঙ্গত,
বৃন্দে যান গোবিন্দের নিকটে॥
মথুরায় বাদানুবাদে ব্রজের অশান্ত সংবাদ,
নিবেদিলেন কৃষ্ণের চরণে।
আর হরি রবেন কেমনে, ব্রজের ভাব উদয় মনে,
বৃন্দেরে দেন বিদায় বৃন্দাবনে॥
সুখসিন্ধু-নীরে ভাসি, বৃন্দে বৃন্দাবনে আসি,
রাইকে বলেন সকল বিবরণ।
ভক্তিযোগে নয়ন মুদে, ধ্যানিল রাই আবেন হৃদে
হরি এসে দিলেন দরশন॥
অংশ থাকে মথুরায়, বৃন্দাবনে শ্যামরায়,
করেন পুনঃ প্রেম উদ্দীপন।
ছিল উভয়ের মর্ম্মচ্ছেদ, বিচ্ছেদ হ'ল বিচ্ছেদ,
রত্নাসনে যুগলমিলন॥

রাগিণী ললিত—তাল ঝাঁপতাল।

ব'সলেন মনোহর, ভুবন মনোহর,
বামে লয়ে নিজ মনোহারিণী।
হইল শোভা হেন, ঘন পাশে যেন,
শরদবিধু কিম্বা বিদ্যুৎ আপনি॥
যে পদে ধূর্জ্জটী সদা করেন ধ্যান,
ব্রহ্মরূপ হরে ব্রহ্মার ব্রহ্মজ্ঞান
যে ব্রহ্মনাদেতে চিন্তে সদা সনক সনাতন গো,
জানি মুনীন্দ্র কৌশ মস্তকের মণি॥
দেখেন আপনি ইন্দ্র বলেন বলি শেষ,
ও যুগলরূপের হয় না তত শেষ,
সাধ্য ক'রে ব্রজমোহন
তোমার ওরূপ বর্ণিবার আর,
যাতে বর্ণ হত বিরণ বাণীর নাই বাণী॥

সমাপ্ত।

প্রভাস-চরিত।

ব্রহ্মার পুত্র ব্রহ্মজ্ঞানী, নারদ মুনির শিরোমণি,
পরম ধার্ম্মিক অগ্রগণ্য
এক দিন বীণায় তান তুলে পুলকে,
প্রেমে মত্ত মর্ত্ত্যলোকে,
চলেন, গোবিন্দ দর্শনে বৃন্দা'রণ্য॥
কাল হরণ নাহি অনর্থ, সদা চিন্তে পরমার্থ,
মনকে দেন যোগ শিক্ষা মুনি।
ওরে মন তুই ভবের পারে,
এসেছিলি যে ব্যাপারে,
বল দেখি তার বিবরণ শুনি॥
ভবের ঘাটে কর্ণধার, তাঁর কাছে রবে না ধার,
পার হইতে নগদ মূল্য চাই।
গেল, এত দিন্ তো ধারে ধারে,
এখন পার অভাবে ধারে ধারে,
কান্দে হবে উদ্ধারের পথ নাই॥
সদাই আছ সুখে মত্ত,
পড়লে না বিবেক-তত্ত্ব,
সুজনের সৎবাক্য নাহি রাখ।
বাসনা প'রতে ভাল বাস,
ভালবাসাটীই ভালবাস,
ভাল ভোজন হইলেই তৃপ্ত থাক॥
এ যে তোর ঘোর সন্দেহ,
সদাই বল আমার দেহ,
আমার সম্পদ আমার পরিবার।

থাকিতে নয়ন হলি অন্ধ, জীবনাবধি সম্বন্ধ
জান না যে তুমিই বা কি কার ॥
মনে করেছ এ সংসার, সুখের সার প্রশংসার,
অনিত্য পসার কর্ম্মক্ষেত্র।
সকলি যেন স্বপ্নযোগ, নিশি প্রভাতে অসংযোগ
ক কল্প পরিবেদনা মাত্র ॥
অতএব, এই বেলা ধররে চিন্তে,
প্রহ্লাদ যার চরণ চিন্তে,
ধনের ধনী যে নিশ্চয় হয়
তবে অন্তে পাবে সুখ, যার অন্ত না পান শুক,
সেই শুক পাখীটি হৃদি পিঞ্জরে ধর ॥
বিনয়ে কন ওরে জীবে, ভব সঙ্কুল নাবিক বিনে,
পার পাবে না তরিতে ভবে
যে হরি তুষ্টাসে তারে, তার কিনারে তারে তারে
ডাক্‌রে ওরে ভক্তি সহকারে ॥

রাগিণী ঝিঁঝিট — তাল একতালা।

হরিপদপদ্মে মজ মধুকর
ত্যজরে অলস যদি রসাস্বাদন,
কর কুরস বিনাশ প্রেম-রসাস্বাদন।
রাখ পথে অ-জন সুজনের ভারতী
সংসার অসার সার কর পার্থসারথি,
কর ওরে মন, কামাদি দমন
সংসার সুখ অভিলাষে জীবনাবধি জীবন।
কেন বিষয়-কণ্টকারণ্যে ভ্রম এ ঘোর ভ্রম তব,
বিফল কি করিতেছ মন অন্বেষণ
হরি কল্পতরুতলে চল মন চল রে,
প্রাপ্ত হবে অনায়াসে অনন্ত মোক্ষ ফল রে,
বৃথা বিষ ভোজন দেহ বিসর্জ্জন,
নামামৃত পানে ক্ষুধা শান্তি কররে ব্রজমোহন।

এইরূপে নারদ যান, সুস্বরে বীণ বাজান,
হরিগুণ ধরেন অধরে
দেখেন গিয়ে গোকুল রাজ্যে, সকলেরি ধরাশয্যে
কৃষ্ণশোকে হাহাকার করে ॥
শ্রীমতী কুঞ্জনিতে, শ্রীভিন্ন অবনিতে,
কুঞ্জবন বন মাত্র সার।
বৃন্দে আদি গোপিনীরে, ভাসিতেছে নেত্রনীরে
সব শূন্য দেহ শবাকার ॥
সেই ত কোকিলের রব, কেহ না করে গৌরব,
সৌরভ বিহীন পুষ্পদলে।
ভ্রমরগণে ভ্রমর হত, গুনগুন গুঞ্জরে যত,
এখন তাতে দ্বিগুণ আগুন জ্বলে ॥
সেই ত বৃক্ষের শুকসারি, সুখ শূন্য সারি সারি,
শাখায় বোসে করিছে রোদন
আর নাই [illegible] সব, ধেনু বৎস আদি সব,
[illegible] অচেতন ॥
মুনি বলে ছল হায় হরি, অমনি উঠে শিহরি,
কৃষ্ণনাম শুনে গোকুলবাসী
বলে কে মুকুন্দ বৃন্দাবনে,
[illegible] আছ শবদে,
[illegible] সে।
[illegible] বুঝ,
[illegible] গৌরব
[illegible] করেছে রোদন
[illegible] কাননে,
[illegible]
[illegible] তোমার আগমন ॥
আর কি, সেদিন আছে গোপিকার,
[illegible],
আঁধার করেছে সকলে
বরিলে [illegible] আর কি গোপী প্রাণ পায়,
কেবল বাঁচে জীবন বিসর্জন হ'লে ॥
আমার যে অন্তরে জ্বালা, জুড়াই হলে অন্তর্জলী,
প্রেম-পিপাসায় দগ্ধ এ জীবন।
হরে, অবশ্য প্রাণান্ত কালে,
এসেছ যদি অন্তকালে,
দুর্দ্দশা আজি কর দরশন ॥
শ্যাম সুখে হয়ে বঞ্চিতে,
আর বাসনা নাই বাঁচিতে,
এ পাপ জীবন ত্যজিব নিশ্চিত।
যার লাগি দুকূল হারা,
পাইনে কূলের কূল কিনারা,
কেবল অপ কলঙ্কে ভূষিত ॥

নারদ হয়ে রাগে মত্ত,
বলে শোন্‌রে কিছু সার তত্ত্ব,
ওরে মূর্খ অবোধ ব্রাহ্মণ।
বিবেচনা করিলে সূক্ষ্ম, কপালগুণে পাও দুঃখ,
গুরুনিন্দে করিস কি কারণ॥
তিনি কি তোমায় দিবেন ধন,
করেছ যেমন আরাধন,
সুখ দুঃখ সাধনফলে ঘটে।
বৃথা তোর অনুশোচনা,
হরি [illegible] বিবেচনা,
ঘটে [illegible] হচ্ছে ললাটে॥
যদি দান করতে অন্ন দীনে,
ঘটিত তোমার অন্ন দিনে,
দিনান্তে ভোজন কেন করবে।
যদি দরিদ্রের দুখ নাশিতে, বস্ত্রদান কত্তে শীতে,
এমন জীর্ণবাস কেন পরবে॥
যদি পিপাসায় দান কত্তে বারি
তবে কৃষ্ণ দুখনিবারী,
করিতেন তোর সব পিপাসা শান্তি।
সৎপথে কর নাই গতি, এজন্যে পুণ্যের অসঙ্গতি,
পাও দুর্গতি দুর্নিবার ভ্রান্তি॥
তাঁরে কি দারিদ্র ভাব, তাঁর আছে কি ধনাভাব,
কুবের যাঁর ভক্তের ভাণ্ডারী।
তাঁর তুল্য আর ধনী কে,
গৃহপূর্ণ মুক্তমাণিকে,
তিনি মুক্তিনাথ ভবের কাণ্ডারী॥
তাঁরে, কি পদার্থ রূপা সোণা,
যাঁরে ব্রহ্মা করেন উপাসনা
নাই বাসনা সামান্য ঐশ্বর্য্যে।
তিনি ত্রিভুবনের শিরোমণি,
তাঁর অভাব কি রত্নমণি,
রত্নাকরনন্দিনি যাঁর ভার্য্যে॥
তোরে, জ্ঞান দিব কি অধিক আর,
এই বিশ্ব যাঁর অধিকার,
তাঁর কি পুণ্যে আছে অধিক অর্থ।
এটা নয় সামান্য দুঃখ,
হলে ব্রাহ্মণের পুত্র মূর্খ,
তার কিছু আর থাকে না পদার্থ॥

(ব্রাহ্মণের পুত্র মূর্খ হলে কি প্রকার হয়?)
সর্ব্বাঙ্গসুন্দর যেমন দুটি চক্ষু অন্ধ।
পদ্মিনী রমণী কিন্তু গায়ে বোটকা গন্ধ॥
উপাদেয় রন্ধনে যেমন লবণের ভাগ শূন্য।
পঞ্চাশটী ব্যঞ্জন কিন্তু ভাতুই চালের অন্ন॥
কলসীপূর্ণ দুগ্ধে যেমন গোময় একছিটে।
পক্ষিরাজ ঘোড়া কিন্তু পক্ষাঘাত পিঠে॥
কর্ণ সমান দাতা কিন্তু নাহি বাক্য মিষ্ট।
নানাশাস্ত্রবেত্তা কিন্তু ব্যাকরণ অদৃষ্ট॥
পূর্ণপাত্র গঙ্গোদকে তাহে মদ এক ফোঁটা
নিস্কাসিতে একটি সাদা কালীপূজার পাঁটা॥
অলঙ্কারে বেশ হলো বেশ বস্ত্র নাই পরণে।
স্বরটাও আছে কিন্তু তাল ভেঙ্গে যায় গানে॥
দেবতার ভোগের দ্রব্য যেমন যবনে দৃষ্ট করে।
তেমনি জন্মেছ পাপে তুমি ব্রাহ্মণের ঘরে॥
চলরে শীঘ্র আমার সনে অবোধ ব্রাহ্মণ।
দিব তাঁর ভাণ্ডার হ'তে চাও তুমি যে ধন॥

রাগিণী কালাংড়া — তাল একতালা।
যদি হে ধনে বাসনা মনে।
কে দিতে পারে এক্ষণে।
জান না সেই মহাধন কি ধন ব্রহ্মধন,
ও যার মোক্ষধন পদ্ম চরণে॥
যিনি জীবের ধনদায়িনী,
সেই দেবী তাঁর সীমন্তিনী,
তিনি যেমন ধনী সুরধুনীর পতি জানে।
তাঁর ভাণ্ডারে নাই কি নিধি,
একবার কটাক্ষে দেন পাসরে যদি,
আশার আশা আর পিপাসা,
রবে না সামান্য ধনে॥

তখন, নারদের শুনিয়ে বাক্য, রাগে হয়ে পরিপক্ক,
ব্রাহ্মণ কহিছে তর্ক, শোনরে বলি স্পষ্ট।
বৃহস্পতি কি চূড়ান্ত, তোহতে কি আমি ভ্রান্ত,
তুমি যেমন বিদ্যাবন্ত, তেমনি তোমার কষ্ট॥
জ্ঞানের কর্ম্ম এইত দেখি,
তোমার ও বাহন ঢেঁকি,
মুনির মধ্যে তুমি যেকি, অতি অপকৃষ্ট।

আমি ভবের কূলে যাবি, নাবিক বিনে ভাবি,
আকুল হয়ে কাঁদি দাঁড়িয়ে কূলে,
তাতে পাপে অঙ্গ ভারি, তুমি ভূভারহারি,
ওহে কি ভার দীনের এ ভার নিলে ॥
এসেছিলেম যে ব্যাপারে, এ বিশ্ববাজারে,
ব্যাপার কোথা হারা হইছে মূলে।
তাহে সম্বল বিহীন, অন্ত হলো দীন,
বসে আছি এ ঘোর সন্ধ্যাকালে,
তুমি হয়ে কর্ণধার, করিলে উদ্ধার,
ব্রজমোহন ভবে তরেছে অকূলে ॥

তখন, জপিয়ে জলদকায়, মুনি উদয় দ্বারকায়,
বন্দিলেন কৃষ্ণের চরণ।
হরি ভক্তের আগমন, হেরিয়ে প্রফুল্ল মন,
আজ্ঞা দিলেন দিতে কুশাসন ॥
মুনি সনে বাক্যতরঙ্গ, অপর আলাপ হেল সাঙ্গ
নারদ কন শুনহে জগৎস্বামি।
অন্তরে একটী বেদন, আছে করি নিবেদন,
নিবেদন কর যদি তুমি ॥
শুন ওহে জগন্ময়, ভ্রমণ করি ভুবনময়,
কত লোকের সঙ্গে আনুরক্তি।
সকলেতে নহে শিষ্ট, সবাই নয় জ্ঞানবিশিষ্ট,
তোমাকে চেনেনা অনেক ব্যক্তি ॥
যেজন তোমার ভক্ত পায়, দণ্ড হতেছে রাঙ্গাপায়
যত ক্ষেপায় ক্ষেপায় আমারে।
বলে, তোর কৃষ্ণ যেমন পাপী,
এমন নাইরে কুত্রাপি,
কেন ধর তার নাম অধরে ॥
তুমি হয়েছ ধনবান্, তাইতে এখন ভগবান্,
কৃপণ বলে সবাই কুচ্ছ করে।
অতএব হে গুণাকর,
কিঞ্চিৎ, দানাদি যদি না কর,
যশ লাভ হয় না এ সংসারে ॥
বলিব কি আর মরি দুঃখে,
তুমি দেওনা মুষ্টি ভিক্ষে,
এই কথাটা সকল স্থানে রাষ্ট্র।
শুনাতে যত অবিজ্ঞ, কর একটা যাগ যজ্ঞ,
যোগ্য কাল পাইলে উৎকৃষ্ট।

(ঠাকুর, অজ্ঞানের পক্ষে তুমি কেমন ?)
যেমন, বানরের গলে মুক্তাহার,
সে কি মর্ম্ম পায় তাহার,
ও খালহস্তে শালগ্রাম শিলে।
কুকুরের মুখে ঘৃতাহার, সে জানেনা তার তার,
যবনের স্নান করা গঙ্গাজলে ॥
বালকের কাছে ভক্তিরস,
পাঠ করিলে হয় না রস,
দর্পণের গুণ কি জানে যে অন্ধ।
যেমন, সারাদিন মজুর খাটে,
তারে, ছাপরখাট দিলে কি খাটে
ছুচোর পক্ষে কস্তুরের গন্ধ ॥
চোরের কাছে ধর্ম্মতত্ত্ব, মূর্খজনের রাজত্ব,
মুয়ে পণ্ডিত পক্ষে তসর বোনা।
চাষার মুখে রাজভোগ,
ছাতুরে বেদোর কুষ্ঠরোগ,
চণ্ডালের চণ্ডীপ শোনা ॥
সুশাব্য পদ কাব্যেতে, তার মর্ম্ম পায় কবিতে,
গুণজ্ঞ হলেই গুণের বাধ্যে।
কালার কাছে গান বাদ্য,
মতি চেনা নয় মুদ্দন সাধ্য,
তেমনি তুমি অজ্ঞানের পক্ষে ॥

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল মধ্যমান।

তুমি কি ধন গুরু কে জানে। হে।
জীবের তারণ কারণ বারি উদ্ভব তব চরণে ॥
ভব তত্ত্ব অভিলাষী,
ত্যজে বাস কৃত্তিবাস, হলেন শ্মশানবাসী,
কে পায় অন্ত হে অনন্ত তোমার
ঐ অনন্ত গুণে ॥
ভূভার হরণ জন্য, ভূতলে হইলে আসি অবতীর্ণ
অজ্ঞানে কি পাবে মর্ম্ম বিদিত বেদ পুরাণে ॥

শুনে বাক্য কমলাক্ষ কহিছেন হাসি।
আমি, করিব দান সেই বিধান
তোমারেজিজ্ঞাসি ॥

আছে কোন যজ্ঞ মম যোগ্য বলহে প্রকাশি।
ঘটে, কেমনে গৌরব, রব অপযশ বিনাশি॥
শুনে কহেন মুনি চিন্তামণি শুন সবিশেষ।
কর, আজ্ঞাকারে দাসে কি পারে
দিতে উপদেশ॥
সারাৎসার বিশ্বাধার তুমি ইচ্ছাময়।
তব কি দুষ্কর আপনি কর যেমন ইচ্ছা হয়॥
শুনে, কহেন কৃষ্ণ বাক্য মিষ্ট বিলম্বে কি ফল॥
তবে করি ধার্য্য শুভকার্য্য শীঘ্র হয় সে ভাল॥
আছে মহাতীর্থ কুরুক্ষেত্র সকলের শ্রেষ্ঠ।
তন্নিকটে প্রভাসতটে স্থান অতি উৎকৃষ্ট॥
লয়ে সত্ত নিজ করিব যজ্ঞ যোগাড়া যেমন।
তুমি মম বাক্যে ত্রৈলোক্যে দেহ নিমন্ত্রণ॥
যাবে সর্ব্বত্র দিবে পত্র বলিবে এই কথা।
লয়ে স্বগণ সঙ্গে এই প্রসঙ্গে সকলে যান তথা॥
শুনে বাক্য ঋষি নড়েচড়ে বসে বলেন হরি হরি।
হরিপদ বন্দিয়ে শীঘ্র স্মরিলেন শ্রীহরি॥
বলেন হায় গোবিন্দ কি আনন্দ
কাজটা বড় খাটলো।
লাভের মধ্যে দিনকত কাল
গোলেমালেতে কাটলো।
নহে সহজ কাণ্ড এই ব্রহ্মাণ্ড নিমন্ত্রণ করিব।
এই সূত্রে দুটো একটা ঝগড়া লাগাতে পারিব॥
বলে, বাজিয়ে বীণে, মজিয়ে গানে, পথে চলয়।
প্রথম উল্লাসে, হরের বাসে, কৈলাসে উদয়॥
দেখেন, গৌরি সনে, রত্নাসনে, বসে ত্রিলোচন।
দিলেন পত্র তন্মাত্র বন্দি শ্রীচরণ॥
নারদে হেরি ত্রিপুরারি করেন আদর বড়।
করি, পত্র পাঠ 'পত্র পাঠ' যাইতে উদ্যত॥
বলেন, একি নারদ কার অনুরোধ অকস্মাৎ ধাঁধা।
যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ এ যে কথাটা আশ্চর্য্য॥
যেমন অর্জ্জুনের শীতের ভয়,
বরুণের জলকষ্ট হয়,
কমলার ঘটিল দৈন্য দশা।
গরুড়ে দংশিল নাগে, নাগের অঙ্গে ভেকে লাগে,
ভগবতীর বৈধব্য দুর্দ্দশা॥
মাথা ধরায় ধন্বন্তরি, ভাবেন কিরূপে তরি,
বাসুকী অসুখী ধরা ধরতে।
যাত্রা করিবেন গণপতি, জানিতে নক্ষত্র তিথি,
চলেন টোলে পাঁজী দৃষ্টি করতে॥
হয়ে গ্রীষ্মেতে অস্থির প্রাণ,
ভবন ছেড়ে পবন যান,
চন্দ্রের ঘটিল অঙ্গ দাহ।
হস্তিভয়ে সিংহ আকুল, শুভঙ্করের ঠিকে ভুল,
মাছের মায়ের সন্তানের স্নেহ॥
দুর্গা নামে বিপদ্‌গ্রস্ত, ভূতের ভয়ে রোজা ব্যস্ত,
বৃহস্পতি বিচারে পরাভব।
মরে কাশীর প্রাণী অন্নাভাবে,
এ কথা নাহি সম্ভবে,
তেমনি হরির যজ্ঞ অসম্ভব॥

রাগিণী আলিয়া—তাল একতালা।

চমৎকার সমাচার কি শুনি হে মুনি।
বাঞ্ছা বল বিবরণ ওরে নামে যার জীবন্মুক্ত ঘটে,
ও সেই যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ অসম্ভব বাণী॥
কি মানসে যজ্ঞ হবে, কি যজ্ঞ তাঁর যোগ্য ভবে,
কোন্ বাসনা, আছে কি তাঁর ফল কামনা,
জীবের মোক্ষ ফলের বৃক্ষ তিনি চিন্তামণি।
দেখ সংসার মাঝারে,
যে জন যজ্ঞ করে অগ্রভাগে
পূজা পান যে তিনি।
যজ্ঞসাক্ষী আজ কেন হলেন হরি
কুরুক্ষেত্রে আসি,
ওরে সর্ব্ব তীর্থ যে তাঁর চরণ দুখানি॥

শুনে বাণী হর্ষ অন্তরে, মুনি কন যোড়করে,
নিবেদন শুন হে শূলপাণি।
কেন, কোন্ ভাবে কখন হরি,
কেমনে নিশ্চয় করি,
তাঁর কর্ম্মের মর্ম্ম জানেন তিনি॥
বড়লোকের অনেক ধন, এইরূপে হয় নিধন,
দেখলে যেখানে সব যায়।
বিষয় থাকিলেই বরাদ্দ,
হয় বেহায়ের বাপের শ্রাদ্ধ,
দরিদ্রের সংক্রিয়ে কোথায়॥

এ সব কথা হলে পর, জিজ্ঞাসা করেন হর,
বল রে নারদ মূল কথাটা শুনি।
আয়োজনটা কেমন তবে,
ফলারটা ত পাকাই হবে,
করি, বিষয় বুঝে ব্যবস্থা এখনি ॥
কত পথ হবেরে যেতে, মধ্যাহ্নকালে পৌঁছিতে,
পারি যদি নাহি আর বিলম্ব।
গোলমালে কি প্রয়োজন, বৃদ্ধ আমরা তু তিনজন
কেবল সঙ্গে যাবে ষড়ানন হেরম্ব ॥
বলিয়ে বিষম ব্যগ্র, আপনি সাজেন শীঘ্র,
নন্দীরে মন্দিরে ডাকেন ত্বরা
বলেন সাজাও বৃষ সত্বরে,
যাবরে কোন দেশান্তরে,
যাস যদি আর সজ্জা ক'রে তোরা ॥
দেওরে ভস্ম ফণীহার, যে সব সদা ব্যবহার
শম্ভুর ডম্বুর শীঘ্র আন
সেইখানে হবে ভোজন রন্ধনের আয়োজন
কর বারণ পাক দুগ্ধ না দেন ॥
যদি বেলা হয় রে অতিশয়
শিশু দুটীর সহা না সয়
স্নানাদি করিব না হয় পথে
সকলে হয়ে সংযোগ, যৎকিঞ্চিৎ জলযোগ,
করে গমন করিব কোনমতে।
শুনে নন্দী কয় কেন চঞ্চল,
কোথায় গমন করিবে বল,
কারে সদয় হয়েছ নিতান্ত।
কার কথা কর গ্রহণ, কে করেছে আবাহন,
শুনে হর কহেন বৃত্তান্ত ॥

রাগিণী সুরট—তাল কাওয়ালি।

যার নাম অধরে ধরি যে পদ বাসনা করি।
করি যার সাধন, নিকটে সে ধন,
হলো জন্মের সফল চল চলরে হেরি শ্রীহরি ॥
অদৃষ্ট প্রসন্ন আজি ইষ্ট দরশন হবে,
বৃথা বাদে কেন আর কাল হরি,
পূর্ণ হল সাধ, পেয়েছি সংবাদ,
হ'লেন যজ্ঞেশ্বর আজ যজ্ঞে ব্রতী
কুরুক্ষেত্রে অবতরি ॥
হয়ে সম্পদে ভক্তি বিহীন যে পায় সম্পদ
আমার মানসে তাপের দিবা শর্ব্বরী।
যদি অনুকূল বিধি, নিকটে মিলালেন নিধি,
সে স্মরণ কাল কল্পনা নিবারি,
দিয়ে নিমন্ত্রণ, ব্রহ্মসনাতন,
করেন নিজ দাস বলিয়ে আমায় আবাহন
করুণা করি ॥

যাবেন হরিযজ্ঞে শূলপাণি,
এই বাণী শুনে ভবানী,
বলেন কান্ত নিবেদন করি
আমি যাব তব সনে প্রভুর যজ্ঞ দরশনে,
আদেশ কর ওহে ত্রিপুরারি ॥
কিন্তু [illegible] একটী বিকার,
নাহি কিছু [illegible] অলঙ্কার,
এবেশে কিসে যাইতে নারি।
ভেবে দেখ এ উৎসবে, সুরভার্য্যা আসবে সবে,
তাদের সজ্জা দেখে লজ্জায় মরি ॥
বাপে বাধে শঙ্খ তুলতে মার চিরকালত অপ্রতুল
শঙ্খ বিনে শরীর অবসন্ন
একাদিকে শঙ্খ। করে পাইনে শঙ্খ দুটী করে,
অঙ্কে, সোণার লোহা সতীত্বের চিহ্ন ॥
মস্তকে কেশ আছে জটা,
তৈল অভাবে বাঁধা জটা,
বস্ত্র বিনে চর্ম্ম পরিধান।
যখন তোমায় বলি কান্ত, হবে ব'লেই কর শান্ত,
কিন্তু দেখি চিরদিন সমান ॥
শিব কন শুন শঙ্করি, কিরূপে আর বিষয় করি,
একলা পুরুষ অনেক পরিবার।
কষ্টে যা করি সঞ্চয়, সকল আমার ভূতে খায়,
ভিক্ষা বই তো শিক্ষা নাহি আর ॥
ইবে কি বাঁচে গৃহস্থ, গৃহিণী তোমার দশ হস্ত,
ভোজন কালে দশ হাতেতেই চলে।
সদা শব্দ খাই খাই, দুটী শিশুর কসুর নাই,
একটীকে তো লম্বোদরই বলে ॥
গজমুখে আহার তার, উদর পূর্ণ করা ভার,
কভু হয় না ক্ষুধা নিবারণ।

যার পতি গরল খায়, তার, ফল কি প্রাণ রাখায়,
ত্যজিব জীবন কাজ নাই সংসারে।

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল একতালা।

নারি এ যন্ত্রণা আর সইতে নারীজীবনে।
আছে সংসারেতে কি সুখ সে ধনীর,
ওহে পতি যার সদা থাকে শ্মশানে॥
এ কপালে কবে হবে হে সুদিন,
দিনের অধীন হয়ে গেল চিরদিন,
কই শুভ দিন,—
পেলেম দুখ অসম্ভব, যাতনা বই ভব
আছে কি বৈভব তব ভবনে॥
ভেবে অঙ্গ কাল হইল আমার,
তুমি পতি কর কালকূট আহার, কি চমৎকার,
ভালে ভাল শশধর, ওহে গঙ্গাধর,
কমলার অঙ্গে ধর কেমনে॥

তখন, পার্ব্বতীর শুনে বচন, আনন্দে ত্রিলোচন
সান্ত্বনা করেন বিনয় করি।
অভিমানী হয়ে ত্রিপুরে, অমনি গেলেন কুরুপুরে,
যজ্ঞে যাত্রা করেন ত্রিপুরারি॥
হেথায়, নারদ ব্যগ্র হয়ে, ত্রিলোকে সংবাদ দিয়ে,
মগ্নমন হরিগুণ কীর্ত্তনে।
অন্তরে বিষাদশূন্য, [illegible] মুনীন্দ্র নিমন্ত্রণ,
অবশেষে গেলেন বৃন্দ[illegible]।
প্রথমত নন্দদ্বারে, দেখে [illegible] রাণী যশোদারে
পুত্রশোকে ধরায় জ্ঞানশূন্য।
মুনি দিলেন সমাচার, শবদেহে প্রাণ-সঞ্চার
অমনি রাণী পাইলেন চৈতন্য॥
কেঁদে বলেন তপোধন, কই সে আমার কৃষ্ণধন
মুনি বলেন এসেছেন কুরুক্ষেত্রে।
শুনে রাণী অমনি ধায়, কখন পড়েন বসুধায়,
স্নেহবারি বহে যুগল নেত্রে॥
হেথায় মুনি সত্বরে, শুভ সংবাদ দিবার তরে,
কুঞ্জবনে করিলেন গতি।
দেখেন যত গোপিকায়, যেন মৃতদেহ মৃত্তিকায়,
শ্যাম-শোকেতে শোকাকুল অতি॥
মুনি কন মধুর ভাবে, কৃষ্ণের আগমন প্রস্তাবে,
শুনে ভাসে সুখনীরে গোপিনীরে।
হবে কি হেন ভাগ্যোদয়, হেরিব হরির চরণদ্বয়,
হবে কি দয়া নিদয় শরীরে॥
মুনি বলেন শুন বচন, সম্প্রতি দুঃখমোচন,
হবে তোমরা চল যজ্ঞস্থলে।
সবার আশা পূর্ণ করি, পূর্ণাহুতি দিবেন হরি,
পূর্ণব্রহ্ম আসিবেন গোকুলে॥
শুনে সে বচন লোচনবারি, অমনি সবে নিবারি,
বার্ত্তা দিতে চলিলেন ত্বরা।
দেখেন গিয়ে কিশোরীরে, শোকেতে ছিন্ন শরীরে
আছেন ধনী ধরায় অধরা॥
বলেন, উঠ ওগো কমলিনি,
আর কেন এত মলিনী,
বুঝি তোমার হইল দুঃখান্ত।
ধৈর্য্য ধর ত্যজ শোক, তোমাদের সেই কুলনাশক
নিকটে এসেছেন প্রাণকান্ত॥
মুনি দিয়ে গেলেন পত্র, চল সবে কুরুক্ষেত্র,
কৃষ্ণদরশনে আমরা যাই।
যে আছে মনোবেদন, কৃষ্ণপদে নিবেদন,
করিব যদ্যপি কৃষ্ণ পাই॥

রাগিণী সিন্ধু—তাল একতালা।

প্যারী, আর করনা রোদন।
আমরা চরণ ধরি, বিনয় করি,
তোমার দুখের সেদিন বুঝি অন্ত হলো,
রাধে এতদিনে দূরে যায় গো বেদন॥
বুঝি ব্রজের অন্ধকার, হরে পুনর্ব্বার,
উদয় হলো সে শ্যাম দিনমণি,
রাধে তোমার সে নীলকান্তমণি,
পুনঃ হবে গো শ্যামধনে ধনী,
যে ধন হারা হয়ে পাগলিনীর মত,
বিধি মিলাইলেন সে অমূল্য রতন॥
বলে গেলেন মুনিবর,
তোমার পীতাম্বর আসিবেন ব্রজে,
এলেন যজ্ঞস্থলে কুরুক্ষেত্রে হরি,
কৃষ্ণদরশনে চল যাই গো এখন॥

বল কোথা যাবিলো রাই,
ঘটলো যে তোর কি ধারাই,
ধারাই বা বহিছে কেন চক্ষে।
যত ব্রজের অসতী মিলে,
তোরেও নিলে সেই সামিলে,
হায় কি লজ্জের কথা মরি দুঃখে॥
যাওয়া হবে না ফের ফের, যদি গমন কর্‌বি ফের
ফের হবে তোর ফেরের করিব কত।
যদি গিয়ে আয়ানে বলি, চণ্ডীতলায় দিয়ে বলি,
সারবে দফা এ জনমের মত॥
দিয়ে জলাঞ্জলি কুলশীলে,
এককালে হলি দুঃশীলে,
প্রবেশিলে কলঙ্ক-সলিলে॥
আয়ানের মান বিনাশিলে,
তোর তরে শত্রু হাসিলে,
হয়ে কুলবধূ কোন দেশে চলিলে॥
ওলো রাই তোর একি লজ্জা,

লজ্জা হয় না হাসিতে।
কুলকামিনী হ'য়ে ধনী বসেছ কুল নাশিতে॥
কে দিলে মন্ত্রণা তোরে রাজপথেতে আসিতে।
জন্মের মত কুল ত্যজে কলঙ্কনীরে ভাসিতে॥
সতের হাটে সৎনিকটে পাললিনে তুই বসিতে।
কাটলি স্বীয় সুখের তরু কুকর্ম্মরূপ অসিতে॥
পতিকুল ভূষিত কর্‌লি কলঙ্করূপ মসীতে।
রাজকন্যা যাস কেন রাখালের প্রেমে পশিতে॥
সদাই দেখি থাক্‌তে গৃহে ভালো নাহি বাসিতে।
এককালে হয়েছিস ক্ষিপ্ত কালার বাঁশের বাঁশীতে
তোর জন্য গঞ্জনা যে দেয় লো প্রতিবাসীতে।
এই কারণে আবৃতে যাবি কতবারই আসিতে॥
ছি ছি তোর প্রবৃত্তি নাই পতিবাসে প্রবেশিতে
দিলি তুই কলঙ্ক-অঙ্ক অকলঙ্ক শশীতে॥
যজ্ঞ দেখতে যোগ করেছিস্ যত সর্ব্বনাশীতে।
সাধ করে দিবিলো গলা কলঙ্করূপ ফাঁসিতে॥
সবাই মিলে কুরুক্ষেত্রে যাচ্ছ বড় খুসীতে।
মনে করিলে পারি প্যারী এখনি তায় তুষিতে॥
আহ্লাদে হয়েছ বড় ভূষণে আজি ভূষিতে।
এই বেলা ফিরে চল গৃহে,
জ্বালা আমার না রুষিতে॥

সদাই বল্‌তিস্ আমি সতী কেউ পারে না দূষিতে
ছি ছি তোর হয়েছে যেন কালসাপ পুষিতে॥
শুনে কহেন প্যারী বিনয় করি কেন কর নিগ্রহ
যার গৃহ বৈগুণ্য তার গৃহ গলগ্রহ॥
গৃহে কাজ নাই এক্ষণে যাই কৃষ্ণদরশনে।
দিও না ব্যথা দুখিনী রাধা ধরে গো চরণে॥

রাগিণী ললিত—তাল একতালা।

আমার নাই সে অভিলাষ আর সে বাসে বাস,
বাসনা ত্যজেছি।
স্বকুল নাশিতে, গোকুলবাসীতে,
বাঁশীতে মজেছি॥
ননদিনা বাসে কি সুখেতে রই
তোমরা আর আমায় ভালবাস কই,
আমি কলঙ্কিনী বাঁশীর দাসী হই,
অনেক দিন গো, বনবাসিনী হয়েছি॥
আমার নাই গো এ গোকুলে কুলে প্রয়োজন,
কৃষ্ণ বিনে সদা আকুল জীবন,
মন বাধা রয়েছে সে কাল-হরিতে,
পারি কি বাসে এ কাল হরিতে,
যাব আমরা আজি শ্রীহরি হেরিতে,
কুলে সকলে গো জলাঞ্জলি যে দিয়েছি॥

তখন, শুনে বাক্য শ্রীমতীর, যেন বক্ষে লাগে তীর
সক্রোধে কুটিলে গৃহে যায়।
তখন, সখিগণে সঙ্গে লয়ে, রাজকন্যা দৈন্যা হয়ে,
কুরুক্ষেত্রে চলেন ত্বরায়॥
হেথায় শুনিয়ে যজ্ঞের রব,
দেশের দরিদ্র ব্রাহ্মণ সব,
পরামর্শ করছে পরস্পরে।
বলে কেউ শুনেছ ভাই,
নন্দের বেটা সেই কানাই,
কুরুক্ষেত্রে দানাদি খুব করে॥
আয়োজন করেছে হদ্দ, অনেক টাকায় বরাদ্দ,
কয়তে পারে সবয় এখন ভাল।
নগনচাঁদা ধনকপালে, কোথা হ'তে সম্পত্তি পেলে
দেখতে দেখতে হঠাৎ বেড়ে গেল॥

যাচ্ছে পথে কত জন, কাঙ্গালীদিগে দিচ্ছে ধন,
থাকুলে বিষয় যা'করে সম্ভবে।
গেলে লোক অনাসে পায়,
এমন দাওটা ফস্‌কে যায়,
জুটে পুটে যাই চল ভাই সবে ॥
কোথা গেলে হে ভটাচার্য্য,
একটা শুভদিন কর ধার্য্য,
বিদ্যাবাগীশ কি বল হে যাবে।
আর যত হক্ উপরান্ত,
নগদ জিনিশে ন্যূনসংখ্য,
শতমুদ্রার কম ত নাহি পাবে ॥
শু'নে বলে রামকানাই, আমার ত ভাই মত নাই
এ সকল জ্ঞান হয় না খাঁটী কথা।
মাসখানেকের পথ চল্'বে,
তার মত কিছু না ফল্'বে,
জানি, হদ্দ রূপে কৃষ্ণ যেমন দাতা ॥
সম্পত্তি আছে ঘরে,
কিন্তু কার ধন কে খরচ করে,
একটী পয়সায় মরে বাঁচে হরি।
প'ড়ে মায়া-অন্ধকূপে, পেটে খায় না ভালরূপে,
অপব্যয় নাস্তি কড়াকড়ি ॥
বলিব কি খরচের হস্ত, তাঁর প্রিয়দণ্ড যে সমস্ত,
মূল্য দিয়ে কিনতে নাহি হয়।
আতর ফেলে চন্দনের কথা,
আঁকড়ে তুলসীর পাতা,
তাতেই তিনি তুষ্ট অতিশয় ॥
ভেবে দেখ ভাই কৃপণ লোকে,
যক্ষের ধন আগলে র'খে,
ভোজনকালে শাক পেলেই সখ মেটে।
ঘৃত দুগ্ধ মিছরি চিনি, তাঁর সনে নাই চেনাচিনি,
মুগের দালের তার জানেন না মোটে ॥
সব বিষয়ে কশাকশি, জমার অঙ্কে লাগিয়ে কসি,
তবিল বোঝোন কাগক্রান্তি বটে।
খরচে হলে অঙ্কপাত, শিরে পড়ে বজ্র'ঘাত,
তারে, নিরানব্বুইএর ধাক্কা বটে ॥
পেলে দ্রব্য থাকুলো তোলা,
মুখে দেন্ না এক তোলা,
মহাপাতকী সে জীব নিশ্চয়

না হ'লে ধর্ম্ম সঞ্চার, ধনের কি সার্থক তার,
কিন্তু, কৃপণের ধন তস্করে প্রাপ্ত লয় ॥
খেলে না পরিলে না অঙ্গে,
ধন কি তাঁহার যাবে সঙ্গে,
নিধন কালে সে ধন সকল ব্যর্থ।
কেহ বলে তার সে ভাব গেল,
এখানী সা'খরচে হলো,
যাই চল পাইব কিছু অর্থ ॥
হেথায়, পাইয়ে যজ্ঞের বার্ত্তা,
অমনি হয়ে ব্যাকুলাত্মা,
প্রভাসে চলিলেন নন্দরাণী।
সংবাদ পাইয়ে নন্দ, হয়ে অতি নিরানন্দ,
রাণীরে কহেন প্রবোধবাণী ॥
কোথা যাও হয়ে কাতরা, গৃহে গমন কর ত্বরা,
বৃথা কর কার তরে রোদন।
বলিতেছি বারম্বার, ধৈর্য্য ধর শোক নিবার,
কৃষ্ণ নয় তোমার নন্দন ॥
যখন কৃষ্ণ মধুপুরে, ধ্বংস করি কংসাসুরে,
রাজ্য পেয়ে হইল ভূপাল।
আমি বললেম প্রাণ-কানাই,
বিলম্বে আর কাজ নাই,
ব্রজে যাই আয় রে নন্দলাল ॥
বল্‌তে লাগি থর্থার, তখন যে কথা বলেছে হরি
শক্তিশেল আছে আমার বক্ষে।
দেহ পাষাণে নির্ম্মাণ তার, লেশ নাইক মমতার,
একবার দয়া ক'লে না কটাক্ষে ॥
যথার্থ হলে তনয়, তার ধর্ম্ম এ ত নয়,
দুঃখজনক জনকে বাক্য বলে।
বাল্যাবধি অতি কষ্টে,বৃথা পালন কর্লেম কৃষ্ণে,
হারাই সে ধন দুরদৃষ্টফলে ॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল একতালা।
তুমি যেও না যেও মা যশোদে,
ও সেই কৃষ্ণধনে রাণী পাবে না।
সেত পুত্র নয়, শত্রু জ্ঞান হয়,
গেলে আর ত কথা কবে না—কবে না।
তুমি ভাব কি অন্তরে, আর ত সে ভাব নাই,
দিন পেয়েছে রাজা হয়েছে কানাই,

আর কি এখন তোমায় চিন্‌বে গোপাল,
ঘৃণা কর্‌বে কত কাঙ্গালিনী বলে,
মরি পাবে দুখ নিজ অন্তরে,
কেন আর রোদন, করি নিবারণ,
গেলে তব এ মান রবে না রবে মা।
তুমি বৃথা শিশুকালে, পালন করেছিলে,
সে সব কথা তার কি হবে মনে।
ধৈর্য্য ধর ধৈর্য্য ধর, গৃহে চল রাণী,
বিধি বঞ্চিত করেছে সে ধনে,
কেন শোকানলে দগ্ধ হবে আর,
মনের আশা পূর্ণ হবে না—হবে না॥

তখন, না শুনে নন্দের বাণী, ব্যাকুলা হইয়ে রাণী,
শীঘ্রগতি করিলেন গমন
হেথায়,
যজ্ঞ আয়োজন করি, স্বগণ সঙ্গে লয়ে হরি,
প্রভাসে দিলেন দরশন॥
করি সঙ্কল্প শুভদিনে, দানাদি করেন দীনে,
ব'সে রত্নময় বেদী'পরে।
প্রার্থনা যার যেমন, তারে তোষেন আশুতোষের ধন,
দিয়ে রত্নধন অকাতরে॥
রব শুনে রবাহূত, ভাট দণ্ডী অবধূত,
কত শত আইল সন্ন্যাসী।
হব্য গব্য মিষ্টান্ন, কেহ পায় পায়সান্ন,
পুলকে ভোজন করে ত্রিলোকবাসী॥
হেথায়,
বিশ্বনিন্দুক একজন, যজ্ঞেতে করি ভোজন,
ব্যগ্র হয়ে গমন করে পথে।
পথিক লোকে জিজ্ঞাসে,
সে নিজ স্বভাবের দোষে,
করে কুচ্ছ সকলের সাক্ষাতে॥
বলিব কি শোন বাপু রে,
হল না আহার উদর পুরে,
কৃষ্ণের পুরে ঘট্‌লো কি বিবন্ধ।
সকলি কর্ম্মবিপাক, পুরিগুলো সব খরপাক,
তাতে আবার ঘৃতের দুর্গন্ধ॥
মন চ'টে যায় সন্দেশে, এমন আছে কোন দেশে,
অধিক ছেনা অতি অল্প মিষ্ট।
গুলোয় অনেক রস,
ভোজনে অতি বিরস,
সরস নয় সে অতি অপকৃষ্ট॥
মনেতে ছিল আহ্লাদ, মিঠাই খেয়ে মিটাই সাদ,
কি প্রমাদ নাই তার সম্পর্ক।
পানিতোয়া কি ছেনাবড়া,
খই মতিচুর নাই রে বাড়া,
অতি অল্প ভাগে ঘৃতপক্ক॥
বরফী ছাপা তক্তী খাজা,
ক্ষীরপুলি ক্ষীর সরভাজা,
কাটা ফেনী কদমা পেড়া ওলা।
বলিব কি খুরম গজায়, ভোজন কালে দন্ত যায়,
খাসা নবাৎ বিকায় টাকা তোলা॥
এ সকল অতি সামান্য, ভালোর মধ্যে পকান্ন,
সুস্বাদু ভোজনে সুখোদয়।
চিনি মিছরি সরবৎ, উদরে ফোঁটে শরবৎ,
গুরুপাক সে জীর্ণ নাহি হয়॥
নাম শুনেছি মোহনভোগ,
খাওয়া নয় সে কর্ম্মভোগ,
ভাল ভোগে পড়েছিলাম অদ্য।
কিছু নাই লাভের অঙ্গ, দক্ষিণায় নবডঙ্ক,
একটী ক'রে হরিতকী বরাদ্দ॥
নারদ বেটা মন্ত্রিণী, কাজে কি যশ পাবেন তিনি,
দান দেখলে বখিল বেটারা মরে।
বাবু ক'রে বাবুআনা, যায় দিতে চান ষোল আনা,
মন্ত্রী বেটা মুলে হাবাত করে॥
এই ব'লে ব্রাহ্মণ যান, অন্তর্যামী ভগবান্‌,
সে তদন্ত জানিলেন অন্তরে।
ডাকাইয়ে ব্রাহ্মণে, নানা দ্রব্য নানা ধনে,
তুষ্ট করি বিদায় করেন তারে॥
এখানে নন্দ-রমণী, কোথা রে নীলকান্তমণি,
ব'লে রোদন করি উচ্চৈঃস্বরে।
বিগলিত-বেশ-ভূষণ, দ্বারে দিলেন দরশন,
প্রবেশিতে দ্বারী বারণ করে॥
কাঁহা যাওগে বুড্ডী সাচ্‌ কহ
কোন্ কামমে হিঁয়া আয়া।
আটক করেঙ্গে নেহি ছোড়েঙ্গে
কেস্‌কা হুকুম পায়া॥

ক্যা-অন্তে রোতেহো রেণ্ডী
কেস্‌কা পাশ তোম্ যাগা।
কোন্ তেরাসাৎ বাখড়া কিয়া
মনুমে দিয়া দাগা॥
গোপাল বোল্‌কে কাহে ফুকারো
গোপাল হ্যায় কোন্ তেরা।
দেহড়ী নেহি ছোড় দেগা হাম্
হুকুম হ্যায় নেহি মেরা॥
খাড়ে রহ তোম্ হিঁয়াপর বুড়ী
হাম্ মহলমে যাগা।
আগাড়ী শ্রীকিষণজীকো
হাম্ যাকে এৎলা দেগা॥
আপ্ খুসিসে ছোড় দেকে হাম্
হো যাগা নাকারা।
কুরী ছুট যাগা আউর জান যাগা হামারা॥
া জানে কোন্ কাম্ বুরা হোয়
কোন্ ফ্যাসাদ লাগেগা।
াগাড়ী খবর দেনেসে
সব কাম্ আচ্ছা হোগা॥
রী না ছাড়িল দ্বার, মনোদুঃখে যশোদার,
নেত্রে বারি বহে অনিবারি।
েন দ্বারি শুন মিনতি,দ্বার ছেড়ে দে শীঘ্রগতি,
একবার গিয়ে কৃষ্ণধনে হেরি॥
আমি ব্রজের নন্দরাণী,
তোদের রাজার হই জননী,
কাঙ্গালিনী হ'য়েছি সম্প্রতি।
বল্‌তে বল্‌তে সকাতরে,
গোপাল ব'লে উচ্চৈ স্বরে,
রোদন করেন যশোমতী॥

রাগিণী ললিত—তাল একতালা।

কোথায় আয় রে প্রাণের গোপাল।
রে জীবনের জীবন,
একবার দেখা দে রে এ জনমের মতন,
স'ব এ যন্ত্রনা আমি আর কতকাল॥
তুই আমার অঞ্চলের নিধি ওরে কৃষ্ণধন,
বাছা ভেবে দেখ ও সেই বৃন্দাবনে,
আমি রে তোর সেই জননী,
দুঃখিনী হয়েছি এখন নীলমণি,
তোর কি আছে মনে,
আমি শুনেছি তুমি হয়েছ ভূপাল॥
গেলি, কালি ব'লে মথুরা তোরা বাছাধন,
আসার আশে আমি রেখেছি জীবন,
জীবন কানাই কেন এত কঠিন হ'লি,
কি দোষে জননীর প্রাণ বধিলি,
কাঙ্গালিনী দেখে যেতে দেয় না দ্বারী,
বাছা না জানি রে আমার কেমন কপাল॥

তখন, যশোদা কন সকাতরে,
দ্বারি বিনয় করি তোরে,
দ্বার ছেড়ে দে বিলম্ব না সয়।
কেন দুঃখ দেহ আমারে,হেরি গিয়ে প্রাণকুমারে,
পুত্রশোকে বিদীর্ণ হৃদয়॥
দ্বারী কয় ভাগ যাও বুড্ডী,
নেই তেরা তোড় যাগা হাড্ডী,
ঝুটমুট বখেড়া মেরা সাৎ।
জান্ লেকে মুস্কেল তোহারি,
মহারাজ লেড়কা হাম্মারি,
কেস্‌কা পাশ মৎ কহ এ বাৎ॥
বুড্ডী হোকে আক্কেল গিয়া,
মালুম হোতা হ্যায় বাউরা হুয়া,
ওস্কা মাই এসমাফিক কাহে হোগা।
যো সব মুলুকমে পায়া রাজ,
পুজা লেতা দেওসমাজ,
ছো মুরানা ক্যা জরুর আবেগা॥
শুনে দ্বারীর কটুবাণী, আকুল অন্তরে রাণী,
দুকুল ভাসে নয়নের জলে।
না পেয়ে দ্বার প্রবেশিতে,উদ্যোগী প্রাণ নাশিতে,
হ'য়ে অধীরা পড়েন ধরাতলে॥
হেথায়, যজ্ঞেতে সঙ্কল্প করি,দানাদি করেন শ্রীহরি
অকস্মাৎ মন হ'ল উচাটন।
আপনি প্রভু অন্তর্যামী, অন্তরে গোলোকস্বামী,
জানিলেন সকল বিবরণ॥
মুনি ধারা নয়ন-ধারে,আসিয়ে দ্বারে যশোদারে,
দৃষ্টি করি অধৈর্য্য অন্তর।

কুণ্ঠিত হ'য়ে বিপদে, লুণ্ঠিত জননীর পদে,
কোমলাঙ্গ ধুলাতে ধূসর ॥
কহিছেন মধুসূদন, ত্যজ মা ত্যজ রোদন,
এই আমি এসেছি তব ক্রো ।
পদে পদে অপরাধী, তাই পদে ধ'রে আরাধি,
কটাক্ষে কর গো কৃপাদৃষ্টি ॥
রাণী শোকে মগ্নমনা যত নারী সনে কন্দে সন্তুষ্ট
প্রবোধ বাক্য সকলে ন বলে
গোপাল ব'লে উচ্চৈঃস্বরে,
আর কান্দ মা দিনের তরে,
গোপাল তোমার প'ড়ে চরণতলে ॥
যেমন, গয়াসুরের কীর্ত্তি ধন্য জীবের উদ্ধার।
বাসুকীরে ধন্য ধারণ করে বিশ্বভর ।
বলিরাজার দানকে ধন্য পাতালে বসতি ।
সাবিত্রীর সতীত্ব ধন্য বাঁচায় মৃতপতি ॥
ভৃগুমুনির তেজকে ধন্য বুকে মারে লাথি।
ভগীরথের কীর্ত্তি ধন্য আনিল ভাগীরথী ॥
মহাদেবের গানকে ধন্য পুরাণে শুনি মর্ম্ম।
সুরধুনীর জন্ম হয়ে বিষ্ণুপদ-জন্ম ॥
মরুৎ রাজার যজ্ঞ ধন্য শুনেছি শ্রবণে।
অগ্নির মন্দাগ্নি ঘটে ঘৃতাদি ভোজনে ॥
মদনের সাহসকে ধন্য ভাঙ্গে শিবের যোগ।
ধন্বন্তরীর চিকিৎসা ধন্য স্পর্শে নাশে রোগ ॥
অগস্ত্যের বার্য্যকে ধন্য সমুদ্র করেন পান।
প্রহ্লাদের ভক্তিকে ধন্য স্তম্ভে ভগবান ॥
তেমনি তোর তপস্যা ধন্য ওগো নন্দরাণি।
পুত্রভাবে চরণতলে প'ড়ে চিন্তামণি ॥

রাগিণী ললিত—তাল একতালা।

আর কেন বেদন, সম্বর রোদন,
ধৈর্য্য ধর ক্ষমা দে গো জননি।
হের গো নয়নে মা তোমার চরণে
পতিত পতিতপাবনাপনি।
রাণী একবার নীলবরণে কোলে কর,
নীলকমল-অঙ্গ ধুলাতে ধূসর,
ভাবেছে ভাব এ সামান্য তনয় নয় গো,
মুনীন্দ্রের শিরোমণি তোমার নীলমণি।
বিনয় ক'রে হরি বলছেন কতবার,
জননি আমি কুপুত্র তোমার,
সন্তানের অপরাধে মার কি মায়া যায় গো,
আছে কুপুত্র কুমাতা কভু না শুনি ॥

তখন জননীর চরণতলে প'ড়ে চক্রপাণি।
আনন্দে নন্দনে কোলে করেন নন্দরাণী ॥
দরিদ্রে রত্নলাভ হইল যেমন।
সন্তাপ হ'রল হেরে সন্তানের বদন ॥
করুণানিধি মিলান বিধি প্রসন্ন অদৃষ্ট।
মিষ্ট বাক্যে যশোদায় সান্ত্বনা করেন কৃষ্ণ ॥
অনন্ত-মহিমার অন্ত অনন্ত না পায়।
মুগ্ধা হলেন নন্দরাণী অনন্ত মায়ায় ॥
তখন জননীরে সম্বোধন করি শ্রীপতি।
পুনঃ গিয়ে যজ্ঞে ব্রতী হন কমলাপতি ॥
হেথায় সখিগণে সঙ্গে লয়ে বৃকভানুনন্দিনী।
যজ্ঞস্থলে উপনীত ত্রিভুবনবন্দিনী ॥
রূপে করেছেন জগৎ আলো কৃষ্ণমনোরঞ্জনী।
বিশ্বেশ-হৃদিরঙ্গিনী বিশ্ববিপদভঞ্জিনী ॥
দ্বারকাবাসী নারীগণে হেরিতে শ্রীরাধায় ধায়।
হেরে অপরূপ রূপ মন আর বিকায় কায় ॥
বলে মরি কি সুন্দরী এলো কে রমণীমণি।
কোন্ ধনীর এ ধন, কারে করেছে নিধনী ধনী ॥
হেরে চরণতল রক্তোৎপল
ভাসিছে নয়ন নীরে নীরে।
বলে নখরে লাজ প্রাপ্তে শিব
রেখেছেন শশীরে শিরে ॥
ত্যজিল কেশরী হেরে ধনীর মধ্যদেশ দেশ।
ভুজদ্বয় অতুল্য তার পায় না পরিশেষ শেষ ॥
হেরে পয়োধরে লজ্জায় ধরা মস্তকে ভূধরে ধরে।
বদনে করপ্রকাশ কত সুধাকরে করে ॥
হেরে বেণী ভুজঙ্গিনী বিবরে লজ্জায় যায়।
হেরে গমন গতি বারণ বারণ না উপায় পায় ॥
মরি কি সুবর্ণ বর্ণ নারী, বর্ণ হারে হারে।
পরণে নীলাম্বর যেন তড়িৎ জলধরে ধরে ॥
কে ধনী ধরণীধন্যা আমরা চিন্তে নারি নারী।
পঙ্কজ নয়নে কেন বহিছে অবিবারি বারি ॥

কোন ধনী কহিছে এত সামান্যা রমণী নয়।
মুনির শিরোমণির মান্যা ধন্যা ধনী জগন্ময়॥

রাগিণী আলিয়া—তাল একতালা॥
এত নহে সামান্যা ধনী।
চিন্তামণির সম্পদ, চিন্তিলে যে পদ,
জ্ঞান হয় ভবজলধি গোষ্পদ,
ব্রজের আদ্যাশক্তি রাধা সতী,
জীবের মুক্তিপথদায়িনী।
যাঁ'হতে উৎপত্তি সৃষ্টি স্থিতি লয়
ঐ ধনীর চরণে ব্রহ্মা শরণ লয়,
ব্রহ্মরূপা বৃকভানুসুতা ভানুসুতভয়-নিবারিণী।
গোলোকের ঈশ্বরী গোবিন্দ বনিতে,
লীলার ছলে অবতীর্ণা অবনীতে
তাঁয় কি পারে ব্রজমোহনে চিনিতে,
ব্রজমোহনের শিরোমণি॥

হেথায়, সখিগণে সঙ্গে করি, গমন নিন্দয়ে করী,
রাজকন্যা করিলেন গমন।
দেখেন যজ্ঞবেদী'পরে কৃষ্ণ আপনি হয়ে উপবিষ্ট,
নানা ধন করেন বিতরণ॥
ব্যাকুলা ব্রজরমণী, সম্মুখে গিয়ে অমনি,
যজ্ঞস্থলে উপনীত হল।
গললগ্নীকৃতবাসে, প্রণাম ক'রে পীতবাসে,
ব্রজবাসিনী অগ্রে দাঁড়াইল॥
বলে শুন প্রাণের ধন, করি একটী নিবেদন,
একবার কর করুণাকটাক্ষে।
পূর্ণব্রহ্ম গুণাকর, প্রার্থনা আজ পূর্ণ কর,
দুখিনীরে চাহে একটী ভিক্ষে॥
হ'লে কল্পতরু প্রভাসস্থলে,
এই কথা শুনে গোকুলে,
এলেম আমরা লজ্জা পরিহরি।
ওহে করুণা-নিদান, প্রার্থনা-মত দেহ দান,
নিদানের ধন তুমি হে শ্রীহরি॥
শুনে গোপিকার বাণী, কহিছেন চক্রপাণি,
প্রার্থনা প্রকাশ কর সবে।
সুসাধ্য হইলে তূর্ণ, বাসনা করিব পূর্ণ,
অসাধ্য ধন লভ্য কিসে হবে॥

গোপিকা বিনয়ে বলে,
সেই যে গেলে আসি ব'লে,
সেই অবধি আশায় আছে প্রাণ।
এক্ষণে আশার অন্ত, যদি হে এসেছ কান্ত,
অন্তকালে দেহ পদে স্থান॥
হবে না ব্রজে আর আসিতে,
আমরা যত ব্রজবাসীতে,
করি মৃত্যু-ভিক্ষে তোমার নিকটে।
আশ্চর্য্য বিচ্ছেদজ্বালা আর কত সে কুলবালা,
ত্রাণ কর আজ এ ঘোর সঙ্কটে॥
কৃষ্ণ হে তব কৃপায়ই, কর যা'তে কৃষ্ণ পাই,
এক্ষণে সেই অবস্থা উৎকৃষ্ট।
আর করিনে অ'শার আশা,
প্রভাসে এই জন্যে আসা,
গোপিকার আশা পুরাও জগদিষ্ট॥
যে দিন দয়া ক'রেছ গোপিকায়,
সদাই বাঞ্ছা ত্যজি কায়,
রহিব কায় দুখে প্রাণ বিদরে।
যায় যাতনা মৃত্যু হ'লে,
কিন্তু তোমার ঘৃণিত ব'লে,
এখন মৃত্যু আমাদের ঘৃণা করে॥

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল মধ্যমান।
এই নিবেদন করি শ্রীহরি।
দেহ ভিক্ষে আমরা যেন এক্ষণে জীবনে মরি।
কি সুখে গোকুলে রব, আছে কুলের কি গৌরব,
আর তব বিচ্ছেদের জ্বালা
সৈতে কুলনারী নারি।
আশাতে ছিল জীবন, দিতে ম আশা বিসর্জ্জন,
জন্মের মত বিদায় হ'তে
আজ তোমার এসেছেন প্যারী॥

শুনে রোদন ব্রজরমণীর, অমনি চিন্তামণির,
দুখে নীর আঁখিযুগলে গলে
বলেন সবে হও ক্ষান্ত, শীঘ্র হবে এ দুখান্ত,
হ'বে পার প্রাপ্ত অকূলে সকলে॥
সম্বর ধনি রোদন, দূর কর মনোবেদন,
বাঞ্ছাপূর্ণ হবে পুনর্ব্বার।

ব'লে ছলছল নেত্র, হৈল হরির তন্মাত্র,
পাষাণ হৃদে দয়ার সঞ্চার ॥
প্রবোধ করি নারীবর্গে, পূর্ণাহুতি দেন যজ্ঞে,
ক্রিয়া সাঙ্গ সকলে বিদায়।
রুক্মিণী প্রভৃতি সতী, সবে যান নিজ বসতি,
কৃষ্ণের অংশ গেল দ্বারকায়॥
পূর্ণব্রহ্ম শ্যামকায়, বৃন্দাবনে পুনরায়,
করেন আসি প্রেম উদ্দীপন।
পায় সবে নিজ স্বভাব, পূর্ব্বভাবের আবির্ভাব,
মৃতদেহে সঞ্চারে জীবন ॥
গোপিকার বিচ্ছেদ হরি, কটাক্ষেতে ছেদ করি,
প্রেমবারি করিলেন বর্ষণ।
কুঞ্জবনে অপরূপ, প্যারী-সনে বিশ্বরূপ,
রত্নাসনে যুগল-মিলন ॥

রাগিণী বেহাগ—তাল ঝাঁপতাল।

কি শোভা যুগলরূপ শ্রীবৃন্দাবনে।
বিরাজেন শ্রীহরি প্যারীসনে রত্নাসনে।
নিন্দি নবজলধর, সুন্দর কি কলেবর,
জলধরের গো,
কাঞ্চনবরণী যেন তড়িৎ নবঘনে।
ব্রহ্মাদি অমরগণে, অপরূপ রূপ দরশনে,
আনন্দ-মনে
ব্রজমোহন অতি দীন, ভক্তি সঙ্গতিহীন,
হরি হে এবার রাখ যদি পতিত ব'লে,
পতিত চরণে ॥

সমাপ্ত।

সুভদ্রা-হরণ।

ভারতের অপূর্ব্ব কথা, ব্যাসের ভারতী গাথা,
ভারতে কে জানে তার তত্ত্ব
লক্ষ্য বিঁধি ধনঞ্জয়, লক্ষ রাজা করি জয়,
প্রকাশ করেন অদ্ভুত বীর্য্য॥
পাঞ্চালীর পাণি-গ্রহণ, করি ভ্রাতা পঞ্চজন,
পাঞ্চাল হইতে হস্তিনায়।
বিদুরের সঙ্গে এসে অর্দ্ধ রাজ্য পেয়ে শেষে
ইন্দ্রপ্রস্থে বাস করেন ত্বরায়॥
ধার্ম্মিক অতি সুধীর, রাজা হয়ে যুধিষ্ঠির,
প্রজাপালন করেন যেন রাম।
ধরাতে যশ না ধরে প্রজা সুখী পরস্পরে,
সকলেতেই পূর্ণ মনস্কাম ॥
সদানন্দে যায় দিন, ইতিমধ্যে দৈবাধীন,
দেবঋষি নারদ এলেন তথা।
করে তাঁর যন্ত্র বীণে, মুখে হরি-মন্ত্র বিনে,
উচ্চারণ করেন না অন্য কথা॥
সকল কথাই জানেন মুনি কিন্তু কিছুই কন্ না।
সকল স্থানেই থাকেন কিন্তু কোন স্থানেই রন্ না
প্রেমধন বিকায় যথা সেইখানে দেন ধন্না।
বিনে হরিভক্তি কেউ কিছু দিলে ল'ন না॥
হরিনাম-মিশ্রিত বিনে কোন কথাটি শুন্ না।
বলে যদি কেউ কটু কথা তাতে রুষ্ট হন না॥
প্রেমের জন্যে দ্বারে দ্বারে কাঁদেন ভক্তির কান্না।
হরিনামামৃত ভিন্ন আর ত কিছুই খান না।
পরমার্থতত্ত্ব ভিন্ন অন্য গান গান না।
পরমার্থ ধন বিনে ব্যর্থ অর্থ চান না॥
যে পথে কণ্টক অধর সে পথে কই যান না।
প্রেম-সরোবর ভিন্ন অন্য কোথাও নান্ না॥
প্রেমালাপ ভিন্ন আর কিছুতে সুখ পান না।
ভক্তিতত্ত্ব কথা বিনে কিছু কারে শুধান না॥
প্রেমহাট ভিন্ন আর কোন হাটে বিকান্ না।
সঙ্কীর্ত্তন বিনে এনকে কিছুতেই নাচান না॥
করস্থিত বীণারে কন শুন ওরে বীণে।
তোর ভরসা করি ভবে আর কিছু ত বিনে॥
নিস্তারের কি চিন্তে আছে যে দুস্তারে তারে।
ভক্তিযোগে একবার তাঁরে ডাক্‌রে তারে তারে॥

রাগিণী মুলতান—তাল কাওয়ালি।

বীণে ভ্রান্তে তুই অন্য নাম আর লয়িনে।
ও সেই নরোত্তম নরকবারণ বিনে,

কুপথে কদাচ যাবিনে,
গেলে তাতে নিত্যসুখ পাবিনে।
ওরে অন্য কথা পরিহরি,
বল সৎপথে বিহরি হরি হরি,
হ'লে মগ্ন হরিনামে, আশা ভগ্ন পরিণামে,
তুই ত হবিনে তা হ'লে কৃতান্তভয়ে ভাবিনে।
রাখ ব্রজমোহনের ভারতী এ নহে ভারতি,
হবে সুসঙ্গতি, দিনে দিনে গত দিন,
ডাক হরি দিন দিন, যায় কুদিন,
আর কেন যা হবার হ'ল নবীনে॥

মগ্ন হয়ে হরিনামে, হরিবন্ধুগণ-ধামে,
হরিভক্ত উপনীত শীঘ্র।
মুনিকে করি দরশন, উঠে দাতা পঞ্চজন,
পাদ্য অর্ঘ্য দিলেন হয়ে ব্যগ্র॥
বসিতে দিয়ে কুশাসন, গলদেশে সঁপি বসন,
জিজ্ঞাসেন আগমন কারণ।
মুনি বলেন হর্ষান্তরে, তোমাদের মঙ্গলের তরে,
এসেছি তার শুন বিবরণ॥
পাণ্ডুপুত্র পঞ্চভাই, ভেদাভেদ কিছুই নাই,
একই আত্মা পাঁচটী দেহ মাত্র।
তুল্য সভার তুল্য মন, ভাইভেয়ে হেন মিলন,
এমনি দেখিনে আমি কুত্র॥
কিন্তু হও না বিরক্ত, অনিয়মে অনুরক্ত,
এক নারীতে আছ পঞ্চভ্রাতা।
এক দ্রৌপদী সুনয়না, পঞ্চজনার প্রণয়িনী,
এইটী বড় সর্ব্বনাশের কথা॥
ঘটিবে ইথে ভ্রাতৃভেদ, আশু হবে আত্মবিচ্ছেদ,
অনর্থের মূল ভবে রমণী।
এক নারী তরে সমরে, সুন্দ উপসুন্দ মরে,
দুটো দৈত্য অভেদ ছিল জানি॥
শুম্ভ নিশুম্ভ দুর্জ্জন, ত্রিলোক জয় করি দু'জন,
নারীর তরে তারা প্রাণ হারায়।
অধিক বর্ণিতে নারি, চুরি ক'রে একটী নারী,
রাক্ষস রাবণের বংশ যায়॥
অর্জ্জুন যখন বেঁধেন লক্ষ্য, লক্ষ রাজা প্রতিপক্ষ,
সেও ত নারী দ্রৌপদীর তরে।

অতএব কর উপায়, যত বিপদ জেন প্রায়,
নারীর জন্যে ঘটেছে সংসারে॥
জ্ঞানের মূল বিদ্যা গানের মূল রাগ-রাগিণী।
শাস্ত্রের মূল বেদ যেমন বাক্যের মূল বাণী॥
ধর্ম্মের মূল দয়া যেমন মুক্তির মূল কর্ম্ম।
দুঃখের মূল অনল যেমন সুখের মূল ধর্ম্ম॥
সম্ভ্রমের মূল পরোপকার সৎপথের মূল সত্য।
নিন্দার মূল অহঙ্কার অহঙ্কারের মূল অর্থ॥
রোগের মূল কুপথ্য পাপের মূল পরের মন্দ।
অনুতাপের মূল অহিতাচরণ ধনক্ষয়ের মূল দ্বন্দ্ব॥
ভজনের মূল ভক্তি যেমন ভোজনের মূল ক্ষুধা।
সাধু-ভাষার মূল সংস্কৃত উপাদেয়ের মূল সুধা॥
পথ দেখাবার সদ্‌গুরু মূল মনুষ্যের মূল মনু।
তৃপ্তির মূল মিষ্টকথা দীপ্তির মূল ভানু॥
বৃষ্টির মূল বাষ্প যেমন সৃষ্টির মূল স্রষ্টা।
বাতুলের মূল মাদক-সেবন প্রতুলের মূল চেষ্টা॥
মন্ত্রের মূল গায়ত্রী পার করার মূল কাণ্ডারী।
আবাদের মূল জমীর যত বিবাদের মূল নারী॥

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল মধ্যমান।

নারী চিনতে পারে কে নরে।
কলঙ্ক-কলানিধির কলঙ্ক হয় নারীর তরে॥
ইন্দ্র যিনি সুরমান্য, কি লজ্জিত নারীর জন্য,
অদ্যাপি তাঁর আছে চিহ্ন, সহস্রাক্ষ কলেবরে।
জন্মে সুধা জলধিতে, মোহিনী হয়ে তাই দিতে,
হরির সেই নারী-রূপেতে, হরের চৈতন্য হরে॥

শুনি মুনি-বাণী এইমত, বিনয়ে কন ধর্ম্মসুত,
এ বাক্য লঙ্ঘন সাধ্য নয়।
তব সন্নিধানে তবে, শপথ করি আমরা সবে,
শ্রবণ করিতে আজ্ঞা হয়॥
ভ্রাতা মধ্যে কোনজনে, দ্রৌপদীর সহ বিজনে,
র'ন তা অন্যে দৃষ্ট করে যদি।
অমনি হ'য়ে ব্রহ্মচারী, বার বর্ষ বনচারী,
হবে এই প্রতিজ্ঞা অদ্যাবধি॥
শুনি মুনি স্বস্থানে, উদ্যত হন প্রস্থানে,
মগ্ন মন হরিগুণগানে।

যেথা পাণ্ডব পঞ্চজন, প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন,
করেন বাসে সর্ব্বদা সাবধানে ॥
একদিন রজনীতে, যুধিষ্ঠির যাজ্ঞসেনীতে,
একাসনে আছেন নির্জ্জনে।
প্রহরী প্রায় প্রতি দ্বারে, নিজ নিজ নিদ্রাগারে,
নিদ্রা যান অন্য ভ্রাতাগণে ॥
ইতিমধ্যে তস্করে, এক দ্বিজের গো হরণ করে,
কেঁদে ব্যাকুল হইয়ে ব্রাহ্মণ।
কপালে করি করাঘাত, রাজদ্বারে অকস্মাৎ,
নিশিতে আসি করেন রোদন ॥
কোথা বৃকোদর বীর, বীরশ্রেষ্ঠ পৃথিবীর,
কোথা পার্থ সুর-অংশতার।
তোমাদের রাজ্যে চোরে, ব্রহ্মস্ব হরণ করে,
শীঘ্র আসি করহ উদ্ধার ॥
অবিচার নাহি রাজ্যে, অনবধান নাহি কার্য্যে,
সুখৈশ্বর্য্যে আছে প্রজা-সকলে।
দস্যুদল করি নিধন, রক্ষা না করলে গো-ধন,
ধরিবে না কলঙ্ক ধরাতলে ॥
শীঘ্র হ'য়ে কৃপাবান, গ্রহণ কর ধনুর্ব্বাণ,
শুনে অর্জ্জুন উঠেন ক্রোধমনে।
দেখেন অস্ত্র নাহি তথা, জানিলেন সব আছে যথা,
জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির ভার্য্যে সনে ॥
সপথ জন্য তথা যান না, এদিকে দ্বিজের বান্না,
বক্ষে যেন শেল সম ফোটে
গেলে জ্যেষ্ঠ লজ্জা পান আপনি বনবাস যান,
পতিত হন উভয় সঙ্কটে ॥
স্থলে বাঘ নক্র জলে, উভয় সঙ্কট বলে,
কোনরূপে নাহি প্রাণ রক্ষে
পিতৃবাক্যে মাতৃবধ, উভয়ত ঘোর বিপদ,
নিস্তার নাহিক কোন পক্ষে।
রাজদরবার স্থলে, সত্য বাক্য সাক্ষ্য দিলে,
একটী জীবের প্রাণদণ্ড ঘটে।
অসত্যে হয় প্রাণ রক্ষে, কিন্তু পাপ সেই পক্ষে,
সেই এক উভয় সঙ্কট বটে ॥
শ্লেষ্মা বাতিকের নাড়ী, কারে ছেড়ে কারে নাড়ি,
শ্লেষ্মা দমন করতে বাতিক বৃদ্ধি।
বাতিকে দিতে প্রবোধ, কফে করে কণ্ঠরোধ,
কোনদিকে হয় না কার্য্যসিদ্ধি ॥

জীবে করে জীব আহার,
প্রাণ রাখিতে গেলে তার,
এক জীবের আহার নষ্ট হয়।
অন্য জীবের প্রাণ যায়, দেখিলে মহাপাপ হয়,
উভয় সঙ্কট তারে কয় ॥
হ'য়ে এ সঙ্কটগ্রস্ত, ভয়ে পার্থ হন ত্রস্ত,
সিংহদ্বারে কাঁদেন ব্রাহ্মণ।
না দেখে কোন উপায়, ভাবেন ঘটে একি দায়,
কি বিপদে ফেললেন নারায়ণ ॥

রাগিণী ললিত—তাল একতালা।

ব্যস্ত ধনঞ্জয়, প্রাপ্ত শঙ্কা হয়,
ভাবেন এ সঙ্কটে কি [illegible] এখন।
তদি মোর বিদরে, বেদনা অন্তরে,
ব্যাকুল জীবন শুনে ব্রাহ্মণের রোদন ॥
শপথ ভাঙ্গে কিরূপ শপথ হারাই,
কিরূপ অঙ্গ আমি কুপথে বা যাই,
অপাণে ধনুর্ব্বাণ, রয় না রাজার মান,
ভাবি তাই গো,
কিন্তু না আনিলে মন্যু করে যে ব্রাহ্মণ।
দ্বিজের অপমান যুক্তিযুক্ত নয়,
কুলক্ষয় যদি দ্বিজ শত্রু হয়,
যে দ্বিজ অনায়াসে জলধি গণ্ডূষে,
করেন পান গো,
দেখ দ্বিজের মন্যু সগর-বংশ বিনাশন ॥

এই চিন্তা ক'রে বীর, অগত্যা করিলেন স্থির,
বনবাস আমার শ্রেষ্ঠ জ্ঞান।
দ্বিজবরে সন্তোষিব, দস্যুদল বিনাশিব,
হবে তাতে রাজ্যের কল্যাণ ॥
ব'লে আসিলে ধনুঃশর, গেলেন যথা রাজ্যেশ্বর,
ভার্য্যা সহ আছেন নির্জ্জনে।
গো হরা দ্বিজের রোদন, সব বিবরণ নিবেদন,
করেন প্রণাম করিয়ে চরণে ॥
শুনে কন ধর্ম্মতনয়, বিলম্বের কর্ম্ম ত নয়,
শীঘ্র যাও দ্বিজের উপকারে
আজ্ঞা পেয়ে ধনুর্ব্বাণ, লয়ে ধনঞ্জয় যান,
অশ্বযানে প্রবেশ নগরে ॥

পাতকী যত তস্করে, তখনি পার্থ নাশ ক'রে,
দেন দ্বিজের গো-ধন মুক্ত করি।
আশীর্ব্বাদ করিলেন দ্বিজ,
আসি শয়নাগারে নিজ,
চিন্তাযুক্ত যাবৎ শর্ব্বরী॥
পরদিন সুপ্রভাতে, আপনার সুপ্রভাতে,
সভাতে বসিলেন ধর্ম্মসুত।
ধনঞ্জয় প'ড়ে ধরায়, প্রণতি করিয়ে ত্বরায়,
বনবাসের বিদায় বাঞ্ছিত॥
প্রভু হে করুন আজ্ঞে, ঘটেছে আমা'র ভাগ্যে,
যে প্রতিজ্ঞা নারদ-সাক্ষাতে।
বনে যাই বার বর্ষ, শু'নে রাজা হয়ে বিমর্ষ,
অর্জ্জুনে বুঝান বিধিমতে॥

কেন কর হেন বাসনা, মনের এ সব ভ্রম নাশনা,
মম বাক্য শ্রবণ কর ভাই।
নারীসহ কনিষ্ঠ ভ্রাতায়,
জ্যেষ্ঠ দেখলে দোষ ঘটে তায়
কনিষ্ঠে দেখিলে দোষ ত নাই॥
অতএব গুণধর, ধর বাক্য ধৈর্য্য ধর,
শুনে সব্যসাচীর নিবেদন।
ভ্রাতৃস্নেহে এ ভারতী, বলেন আমার এ ভারতি,
ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম প্রতিজ্ঞা-পালন॥
ভক্তিতে ব'শ হওয়া সেটা দেবতাদিগের ধর্ম্ম।
দ্বিজের ধর্ম্ম যজন যাজন ইত্যাদি ছয় কর্ম্ম॥
সতীর ধর্ম্ম পতিভক্তি করে যদি যথার্থ।
শূদ্রের ধর্ম্ম ভবে কেবল ব্রাহ্মণের দাসত্ব॥
রাজার ধর্ম্ম পুত্রতুল্য প্রজাপালন করা।
চোরের ধর্ম্ম না মেনে ধর্ম্ম পরের অর্থ হরা॥
সাধুর ধর্ম্ম কদাচ তাঁরা ঐহিকের সুখ চান না।
বালকের ধর্ম্ম আছে কেবল কথায় কথায় কান্না॥
হিংসুক ব্যক্তির ধর্ম্ম পরসুখে সুখ পান না।
গোঁড়া বৈরাগীর ধর্ম্ম শাক্তের দ্রব্য খান না॥
হিংস্রক জন্তুর ধর্ম্ম অনায়াসে প্রাণ বধে।
লম্পটের ধর্ম্ম মিথ্যা কথা কয় অবাধে॥
বেশ্যার ধর্ম্ম দেখ সদা ত্যজ্য করে লজ্জা।
মূর্খের ধর্ম্ম যোগে যাগে আপনার দেহসজ্জা॥
মাতার ধর্ম্ম অধিক স্নেহ কনিষ্ঠ অঙ্গজে।
ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম প্রাণ যদি যায় প্রতিজ্ঞা না ত্যজে॥

অতএব বিনয় করি ধরি শ্রীচরণ।
বারণ করি যাইতে আমায় না করুন বারণ॥

রাগিণী বাগেশ্রী—তাল কাওয়ালি।
বঞ্চিত কর না, কর কিঞ্চিৎ করুণা।
বাসে না রহিব বনবাস যে মম বাসনা॥
যে প্রতিজ্ঞা নিরূপণ, সে কি আর আছে গোপন,
এ জীবন সমাপন, হ'লে পণ ত্যজিব না।
নাহি অন্য আকিঞ্চন, ধ্যানজ্ঞান ত্বচ্চরণ,
ও পদ প্রসাদে সাধে বিষাদ হবে না।
থাকে যদি ধর্ম্মে মতি, হবে গতির সুসঙ্গতি
ধর্ম্মপথে জীবের গতি, হ'লে দুর্গতি থাকে না॥

ইন্দ্রসুতের এ বচনে, ধর্ম্মসুতের দুই লোচনে,
বর্ষণ হয় বারি অনিবারি।
ক্ষান্ত নন জানি বিশেষ, অনুমতি করিলেন শেষ,
অর্জ্জুন সাজিলেন ব্রহ্মচারী॥
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ গনে, বেষ্টিত বহু স্বজনে,
পর্য্যটন করেন নানা তীর্থ।
কত কীর্ত্তি কত দেশে, ভ্রমিতে ভ্রমিতে শেষে,
প্রভাসতীর্থে উদয় হন পার্থ॥
অর্জ্জুন এসে প্রবাসে, উপনীত হলেন প্রভাসে,
দূত ভাষে এ কথা দ্বারকায়।
তৃতীয় পাণ্ডব তথা, আগত শুনে সে কথা,
আপনি কৃষ্ণ এলেন ত্বরায়॥
সাক্ষাৎ বহু দিন পরে, নর নারায়ণ পরস্পরে,
সখায় সখায় নানা কথার প্রসঙ্গে।
তীর্থবাসী যে কারণ, সবিশেষ তার বিবরণ,
কুন্তীসুত কহিলেন ত্রিভঙ্গে॥
সেই স্থানে স্নানাহার, কার উভয়ের বিহার,
তন্নিকট রৈবত পর্ব্বতে।
পরে করি সমাদর, দ্বারকাধামে দামোদর,
লয়ে যান অর্জ্জুনে নিজ রথে॥
পুরে গিয়ে কুন্তীনন্দন, কল্যাণ পাদ-বন্দন,
করিলেন যে যেমন যোগ্য।
কৃষ্ণের বন্ধুত্বভাবে, স্বীয় বংশ সুপ্রভাবে,
সম্মানসূচক পান অর্ঘ্য॥
পুরবাসী দ্বারা পুজিত, হয়ে মহা আনন্দিত,
কৃষ্ণের বাসে কিছু দিন বাস হয়।

ইতিমধ্যে দৈবযোগে, রৈবত-পূজা উদ্যোগে,
ঘোষযাত্রা উৎসব উদয় ॥
বৃষ্টিভোজ যদুবংশ, সহ পরিবার প্রধান অংশ,
সমারোহে আন শৈল রম্যস্থানে।
ত্যজিয়া দ্বারকাধাম, চলিলেন রেবতী রাম,
আর যত দ্বারকাবাসিগণে ॥
সঙ্গে সখা যান কেশব, দেখিতে সেই মহোৎসব,
নানা কৌতুক করেন বিলোকন
দৈবে দৈবকী-দুহিতে, সুভদ্রা সখী-সহিতে,
ঘোষযাত্রায় করেন ভ্রমণ ॥
সুন্দরী সে লোকাতীত, অকস্মাৎ হন পতিত,
শুভক্ষণে অর্জ্জুনের নেত্রে।
পার্থ হেরে সে লাবণ্য, আপনায় জ্ঞান করি ধন্য,
স্মরশরে ক্ষিপ্ত ক্ষণমাত্রে ॥
নবীনা নারীর রূপ, জ্বলন্ত অগ্নিস্বরূপ,
পোড়ে তাতে পুরুষ-পতঙ্গ।
দর্শনে প্রথমে মুগ্ধ, পতিত হলেই দগ্ধ,
উদ্যোগী তার মন্মথ-বরঙ্গ।
ভাবেন অর্জ্জুন একি রূপ, গড়েছেন বিধি কিরূপ,
স্বরূপ দেখিনা আর ভবে।
রূপে এ রতিনিন্দিনী, এ ধনী কার নন্দিনী,
হেন রূপ ত নরে না সম্ভবে ॥
আহা মরি কি সুন্দরি হেরি কে রমণীমণি।
জগতের পদার্থ মাত্রে করেছে নিধনী ধনী ॥
হেরে, পদতল রক্তোৎপল,
ভাসে নয়ন নীরে নীরে।
অধরে লাজ প্রাপ্ত তাই
শিব রাখেন শশীরে শিরে ॥
ত্যজিল কেশরী হেরে ধনীর মধ্যদেশ দেশ।
অতুল্য দুই ভুজ তার পায়না পরিশেষ শেষ ॥
হেরে পয়োধর লাজে ধরা মস্তকে ভূধরে ধরে।
বদনে কর প্রকাশ কোটি সুধাকরে করে ॥
হেরে বেণী ভুজঙ্গিনী বিবরে লজ্জায় যায়।
বারণ ঘটে বারণ মরাল গতির না উপায় পায় ॥
মরি কি সুবর্ণ বর্ণনাতে বর্ণ হারে হারে।
পরণে নীলাম্বর যেন চপলা জলধরে ধরে ॥
হেরে রমণীরে কেন আমার হল এমন মন।
করি ত্যক্ত পাই যদি ক'রে আরাধন ধন ॥

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল একতালা।

ও কে রমণীর মণি, ধনী কার নন্দিনী।
রূপে রতি কিম্বা রমা বাণী বিনি—
মরি কি মাধুরী মুনিমনোমোহিনী।
কি লাবণ্য শত ধন্য ধরাতলে,
এরূপ স্বরূপ পদার্থ আর তুলনা মেলেনা,
বুঝি এ নারী নয়নে, হেরিয়ে সঘনে,
গগনে চঞ্চলা বিদ্যুৎ আপনি।
কলাক্ষয় আর কলঙ্ক না থাকিলে,
এ শশীর তুল্য গগনবাসী শশী,
হয় কিনা হয়, ধরায় এ শশীকে হেরে,
শশী শূন্যোপরে,
দুঃখে কমল হ'লেন কমলবাসিনী ॥

বর্ণনা কার এরূপ, পার্থ বলেন বিশ্বরূপ,
দৃশ্য করি এ নন্দিনী কার।
অলৌকিক রূপবতী, হেরে চিত্ত চঞ্চল অতি,
কে করেছে পাণিগ্রহণ ইহার ॥
কৃষ্ণ কন এই ধন্যা, বসুদেবের প্রিয়কন্যা,
আমার স্বসা অদত্তা এখনো।
কিন্তু সখা কি আশ্চর্য্য, গ্রহণ ক'রে ব্রহ্মচর্য্য,
তোমার এমন মতিভ্রংশ কেন ॥
ইন্দ্রিয় দমন করি, মত্ত নিজ মনঃকরী,
জ্ঞানাঙ্কুশে করি তারে শাসন।
ছটা রিপুকে আগে দণ্ডি, তবে জীবে হয় দণ্ডী,
তুমি কর তার বিপরীতাচরণ ॥
যে বাসনা কর ব্যক্ত, জ্ঞান হয় বিড়াল-ভক্ত,
বক ধার্ম্মিকের মত কাণ্ড।
সেজে বেড়াও ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারীর এই আচারি,
হলে ভণ্ড হয় ক্রিয়া পণ্ড ॥
নিত্য ক'রে তীর্থভ্রমণ, শেষ হল প্রবৃত্তি এমন,
এ নয় নিবৃত্তিপথের কার্য্য।
সব ক্রিয়া জলে ভাসালে,
সখা হে সংসার হাসালে,
এ অবস্থায় নারী তরে অধৈর্য্য ॥
একি দেখি হে অকস্মাৎ।
শিবের অঙ্গে সর্পাঘাত ॥

ভগবতীর বৈধব্যদশা।
ভূনভারে ভাঙ্গি হল বুসা॥
গণেশের নামে যাত্রাভঙ্গ।
পিপীলিকা চালে হিমাদ্রি-অঙ্গ॥
বারাণসীতে ভূমিকম্প।
খঞ্জ দন্তে মারে লম্ফ॥
বেদপাঠ করে বোবায়।
মার্জ্জার-অঙ্গ মূষিকে খায়॥
সিংহের ত্রাস গ্রামসিংহের ডাকে।
কোকিলকে গীত শুনায় কাকে॥
তপ্তজলে পুড়্লো ঘর।
পূর্ব্বে অস্ত দিবাকর॥
ধন্বন্তরীর শিরঃপীড়ে।
নাগ নাচে খগে পর নীড়ে॥
বিমাতার মায়া স্বপত্নীসুতে।
গয়ায় উৎপাত করে ভূতে॥
অগ্নির অঙ্গ পৌড়ে তাঁতে।
সুতে করে অভক্তি তাতে॥
শালের জন্ম চটের তাঁতে।
শিমুলের ন্যায় পারিজাতে॥
মহাপাপীর স্বর্গে গমন।
নারী হরে সন্ন্যাসীর মন॥
সখা হে অতি অসম্ভব।
মতি ভ্রান্ত হ'ল কি তব॥

রাগিণী আলিয়া—তাল কাওয়ালী।

এত ভ্রান্ত কেন সখা, এ কেমন রীত।
এ পথের বিপরীত, দেখে যে তব চরিত।
ত্যজে সর্ব্বসুখ-আশ, করেছ হে তীর্থবাস,
কটিতে বল্কল-বাস, বাস হ'তে নির্ব্বাসিত॥
এ আশ্রম প্রশংসায়, যে জীব ত্যজে সংসার,
এই পন্থা করে সার, তার যে এই নীত।
বিবাদী যারা ভজনে, কামাদি রিপু ছ'জনে,
সর্ব্বদা রেখে শাসনে, ঐহিক সুখে বঞ্চিত॥

অর্জ্জুন করেন উক্তি, নারীদিগের আশ্চর্য্য শক্তি,
সুরগণেও পারে মোহ করিতে।
বসুদেবের নন্দিনী, বাসুদেবের ভগ্নী যিনি,
তিনি না পারেন কার মন হরিতে॥
শুনে চিন্তেন রমাপতি, ভগ্নী যেরূপ রূপবতী,
যোগ্য পতি জগতে কই ঘটে।
সর্ব্বগুণান্বিত পাত্র, পার্থকেই ত দেখি মাত্র,
এ পরিণয় যুক্তিযুক্ত বটে॥
মর্য্যাদার বংশ কৌরব, কুলেরও আছে গৌরব,
গৌরব ভগ্নী সে কুলে যদি প'ড়ে।
ভদ্রা পিতার আদরিণী, পাছে হন চিরদুখিনী,
কোন হতভাগার ভাগ্যে পড়ে॥
উচিত হয় সেই পরিণয়, না হয় যদি ধনিতনয়,
বিদ্যা আর কুলগৌরব থাকে।
ধার্ম্মিক যে ভাগ্যধর, তাকেই জানি যোগ্যবর,
বরা যায় নন্দিনী দান তাকে॥
বিশেষ বিবাহের নাস্ত, উভয়ের উভয় মনোনীত,
হ'লে সুখে কাল হরে দম্পতি॥
দৈবে কেউ ঘটিলে মন্দ, চিরদিন তাহাতে দ্বন্দ্ব,
পরিণামে পরিতাপ পায় অতি॥
যদি অর্জ্জুন করেন স্বীকার,
বিবাহ উচিত কিসের বিকার,
সুভদ্রার এ ভদ্র সহিত।
মনে ক'রে এই যুক্তি, অর্জ্জুনে করেন উক্তি,
সখা তুমি হও না লজ্জিত॥
মম ভগ্নীর হ'তে কান্ত, বাঞ্ছা যদি হয় একান্ত,
হও ক্ষান্ত চল দ্বারকায়।
যোগ্যপাত্র বটে তুমি,মাতা পিতাকে ব'লে আমি,
করিব কার্য্য সম্পূর্ণ ত্বরায়॥
যা বলেছ বাক্য সে সব, কিরিটী কন শুন কেশব,
শ্লাঘ্য সে সৌভাগ্য আমার অতি।
তবাশ্রিত আমরা বটে, আবার যদি সম্বন্ধ ঘটে,
আরও কৃপা হবে আমাদের প্রতি॥
সোণার সোহাগ সোহাগায়,
অলঙ্কার সুন্দরীর গায়,
সত্যবাক্য তাতে আবার মিষ্ট।
মিষ্ট গীত তার উপর তান, ধনী ব্যক্তি দয়াবান্,
হ'লে হয় কি সুখোদয় কৃষ্ণ॥
ইক্ষুদণ্ডে ফল ফলিলে যে আনন্দ ঘটে।
যে আনন্দ চন্দন-বৃক্ষে পুষ্প যদি ফোটে॥

যে আনন্দ কিংশুকেতে গন্ধ যদি হয়।
যে আনন্দ কেতকীতে কাঁটা যদি না রয় ॥
যে আনন্দ হঠাৎ রত্ন পায় যদি কেউ নিঃস্ব।
যে আনন্দ চাঁদে কলঙ্ক না হয় যদি দৃশ্য ॥
যে আনন্দ স্বীয় পুত্র সুপণ্ডিত হ'লে।
যে আনন্দ বন্ধ্যা নারীর পেটে যদি হয় ছেলে ॥
যে আনন্দ যুবতীর যদি প্রবাসী পতি আসে।
যে আনন্দ পঙ্কজিনী জলে যদি না ভাসে ॥
যে আনন্দ মূকের মুখে খোলে বাক্যের ঝারি।
যে আনন্দ লোনা না হ'লে রত্নাকরের বারি ॥
যে আনন্দ হঠাৎ নয়ন পায় যদি জন্মান্ধ।
তোমার সঙ্গে এ সম্বন্ধ তার অধিক আনন্দ ॥
জলাশ্রিত দীন যেমন বারি-আশ্রিত মীন।
তবাশ্রিত পাণ্ডবেরা তেমনি চিরদিন ॥

রাগিণী ললিত—তাল ঝাঁপতাল।

জগতে কে না জানে হরি
আমরা যে আশ্রিত তব।
তুমি হে পাণ্ডবগণের সম্পদ বিপদ সব ॥
জানি ত দীন-দয়াময় দীনবন্ধু নাম ধর,
তাইতে দীনগণসনে বন্ধুত্ব স্বীকার কর,
চিরদিন তুমি হে দীনজন বৈভব।
দেখ, অজামিল ছিল সুদীন,
দিলে তুমি তারে সুদিন,
দীন হয়ে পেয়েছে দিন প্রহ্লাদ ধ্রুব।
দিলে তুমি ত্রিভঙ্গ-পদ দীন ভুজঙ্গ-মস্তকে,
তাই ভেবে ব্রজমোহন প্রতিদিন তোমাকে ডাকে,
হবে বোলে সেদিনে তুমি এ দীনবান্ধব ॥

এইরূপ কথার পরে, ক'রে আরোহণ রথোপরে,
যান দ্বারকায় নর-নারায়ণ।
হেথা সাঙ্গ মহোৎসব, অন্য মহৎ ব্যক্তি সব,
ক্রমে নগরে করিছেন গমন ॥
এইরূপে কালহরণ, এখানে কাল-বরণ,
আপনি চিন্তেন লিপ্তান্তরে।
সুভদ্রার শুভবিবাহ, আমা হ'তে হবে নির্ব্বাহ,
ব'লে এনেছি কুন্তীর কুমারে ॥
কিন্তু যদি পিতামাতায়, কিম্বা মম জ্যেষ্ঠ ভ্রাতায়,
বলি তবে হবে না কার্য্যসিদ্ধ।
সকলে নহে ধীমান্, নয় সকলের মন সমান,
মন্দ করা সবারই সুসাধ্য ॥
বংশে কি সবাই সুজন, বিদ্যাবাগীশ এক একজন,
আছেন কেবল ভোজনে মূর্ত্তিমন্ত।
বিনাকারণে বাধায় দ্বন্দ্ব, কেবল ক'রে পরের মন্দ,
নিজমন্দ ক্রয় করে সব ভ্রান্ত ॥
কার সনে প্রেম গলাগলি,
কাজ কি আমার বলাবলি,
ঢলাঢলি করা যে উচিত নয়।
ভদ্রা এই ভদ্র-দ্বারা, হন যদি আমার দ্বারা,
সে কাজ ত্বরা করা যে উচিত হয় ॥
ব'লে সখার ধোরে হস্ত,
গোপনে বলেন হ'য়ে ব্যস্ত,
করলে প্রকাশ বিফল হবে কর্ম্ম।
ধর বাক্য গুণধর, বল দ্বারা বিবাহ কর,
বলপ্রকাশই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম ॥
জানি আমি দাদার মন, একরোকা তিনি কেমন,
দুর্য্যোধন তার যে প্রিয়পাত্র।
এনে বহু নরবর, করিবেন বাসে স্বয়ম্বর,
সত্বরে সর্ব্বত্রে যাবে পত্র ॥
কি জানি সে স্বয়ম্বর, ভদ্রা তোমায় না বরে,
ভঙ্গ হবে আমার অঙ্গীকার।
বিশেষ নারীর রীত যেরূপ, মুগ্ধ ওরা দেখলে রূপ,
গুণাগুণ তো করে না বিচার ॥
অতএব মৃগয়াচ্ছলে, রৈবত গিরি অঞ্চলে,
যাও হে লয়ে মম রথ সারথি।
ভদ্রাকে দেখিলে পথে, বল দ্বারা তুলিবে রথে,
এ বিষয়ে আমার এই ভারতী ॥
অর্জ্জুন কন হে কেশব, তবাজ্ঞায় ঘটে সে সব,
যমকে জিনি পলকের মধ্যে।
কিন্তু একটা বিবাদ ঘটে, কৃষ্ণ কন্ তা ঘটুবে ঘটে'
কার সাধ্য জিনবে তোমায় যুদ্ধে ॥
লহ অস্ত্র লহ রথ, পূর্ণ কর মনোরথ,
শুনে পার্থ প্রণাম করেন পায়।
গললগ্নীকৃতবাসে, কাতরে কন পীতবাসে,
দীনের প্রতি দয়া যেন না যায় ॥

রাগিণী সুরট—তাল ঝাঁপতাল।

তুমি আমারে যদুপতি, যদি কর হে অনুমতি,
অনুকম্পা হ'লে তব রণে জিনি যে পশুপতি।
হ'লে আজ্ঞা ভবাধরে, শশধরে বামনে ধরে,
তব করুণাবলে বিষধরে ধরে যে খগপতি।
বিভব মোরে যদি পদ, বিপদ জানি সম্পদ,
দবলে গোষ্পদ বোধ করি হে আমি যাদঃপতি
হলে কৃপা করি কেশব রিপু সব পলকে শব,
চরমে যমে জিনি তব চরণে যদি থাকে মতি॥

বিনয় করেন ধনঞ্জয়, কৃষ্ণ বলেন হবে জয়,
তোমার রণে মৃত্যুঞ্জয়, জানি আমি সন্তোষ।
আজ যদি এ যদুবংশ, যুদ্ধে তুমি কর ধ্বংস,
আমার নাই তাতে কোপাংশ,
নাহি তাতে তব দোষ॥
এ যুক্তি করি নির্জ্জনে, নরনারায়ণ দু'জনে,
বার্ত্তা যুধিষ্ঠির রাজনে, দিলেন হয়ে ব্যগ্র।
কৃষ্ণ দিয়েছেন সংবাদ, রাজা তায় না করে বাদ,
আজ্ঞা সহ আশীর্ব্বাদ, প্রদান করেন শীঘ্র॥
হেথা অর্জ্জুন জগন্নাথে, প্রণাম ক'রে উঠেন রথে,
কোদণ্ড লইয়ে হাতে, উদ্দণ্ড সেই দণ্ডে।
সারথি চালায় হয়, পবনের তায় লজ্জা হয়,
করেন না ইন্দ্রতনয়, ভয় কারে ব্রহ্মাণ্ডে॥
এখানে সখীর সঙ্গে, নানা কথার প্রসঙ্গে,
ঘোষ যাত্রা দেখে রঙ্গে, আসেন ভদ্রা ধনী।
সেই স্থানে রথ রাখি ত্বরায়,
অর্জ্জুন উদ্যোগী ধরায়,
ভদ্রার কর ধ'রে ত্বরায়, রথে উঠেন অমনি॥
হইল মহা কলরব, সঙ্গিনী সবে নীরব,
হতবুদ্ধি পথিক সব, ঊর্দ্ধমুখে চায়।
অর্জ্জুনের রথ বায়ুভরে, আকাশপথে গমন করে,
ক্রমে দৃষ্টির অগোচরে, যোজন শত যায়॥
দেখে যত দ্বারকাবাসী, ক্রোধের সাগরে ভাসি,
এ সংবাদ শীঘ্র আসি বলদেবে বলে।
শুনে হলধর বিবরণ, বলে ছিছি এ আচরণ,
দুরাত্মা কুন্তীনন্দন, কি কাণ্ড করিলে॥
এই জন্য কথায় কথায়, আগে এসে সম্পর্কপাতায়,
বিশ্বাসঘাতক আজ হ'তে তায়, বিশেষ জানা গেল
সখা বলেন হৃষীকেশ, ঘাড়ে চ'ড়ে ধর্‌লে কেশ,
সূচ হয়ে ক'রে প্রবেশ, ফাল হয়ে বার হ'লো॥
হৃদে বিষ মুখে মিষ্ট, কিসের আদর কি ঘনিষ্ঠ,
এ কেবল করেছেন কৃষ্ণ, উনিই নষ্টের গোড়া।
আ মরি কি ভালবাস, অন্তঃপুরে দেন বাসা,
ছাগ হয়ে বাঘের বাসা, ভাঙ্গলে এখন ছোঁড়া॥
বড় পিরীত গলে গলে গলায় এই কাণ্ড তলায় তলায়
আমার ভগ্নী হরে পালায়, স্পর্দ্ধা নয় ছোট।
রাগে আমার অঙ্গ জ্বলে, দিতে বাসনা অঙ্গ জলে,
ভগ্নী বেঁধে দিয়ে গলে লজ্জা কাঁর খাটো॥
যে না হয় ভালবাস, ধন সম্পর্কে পোষাল যেথা
দেখলেই বলেন বন্ধু এস, ভায়া বাড়ালেন তারে
মনে ভাবে সে বড় যোদ্ধা,
অনেক দিন মম কুশেদ্ধা,
ছোটকে দিলে স্পর্দ্ধা, ক্রমে মাথে চড়ে॥
যাহক আমার বাক্য ধর ধ'রে তারে দণ্ড কর,
আজ হ'তে ধরায় আর, কৌরব রাখব না।
দেখিব কেমন বলবান, শিক্ষা আছে কটা বাণ,
আজ রণে এলে গীর্ব্বাণ, নির্ব্বাণ পাবে না॥

রাগিণী সুরট—তাল কাওয়ালি।

কর ধনঞ্জয়ে ধর ধর।
গেল গেল দুরাচার, কেন বিলম্ব আর,
দিয়ে সমুচিত শাস্তি তারে এ যাতনা হর হর।
কেমনে যে দিলে ভুজ ভুজঙ্গগহ্বরে,
হরে সে ভগ্নী আমারে দুঃখ কারে কব রে,
পতঙ্গ হয়ে সাধ, মাতঙ্গ সনে বাদ,
আতঙ্ক নাহি রাগে কাঁপে অঙ্গ থর থর।
হেন অনঙ্গ নারে, যদি সমাপ্ত জ্ঞান আমি,
সমরে দেব মানব কিন্নর নর
কি লজ্জা দিলে মোরে ত্রিভুবনে দেখরে,
সুসজ্জা কর সবে এ ভারতী রাখরে,
কুরঙ্গ হয়ে কেনে, কুরঙ্গ হরি সনে,
এত কি শাস্তি সে অনুতাপে তনু জর জর॥

কোপে গর্জ্জেন হলধর, গর্জ্জে যেন জলধর,
দম্ভে করেন হল আস্ফালন।

প্রধান অস্ত্র তাঁর যে তাই, লাঙ্গলে মঙ্গল নাই,
লাঙ্গল দেখিলে কাঁপে ত্রিভুবন ॥
ইন্দ্র চন্দ্র অরুণ বরুণ, যিনি যত ক্ষমতা ধরুন,
সবাই জব্দ সেই লাঙ্গলের মুখে।
বলবান্ বলা দাদার, লাঙ্গলের গুণ বলা ভার,
বলবো কি আর যম কাঁপেন তা দেখে ॥
সবাই বলে মার মার, বলাই কন কুন্তী কুমার,
তারকায় রথ পেয়েছ কোথা।
রাগে বল্‌ছেন কোন রথী, কৃষ্ণের সে রথ সারথি,
শুনে বলাই কল্লেন হেঁটমাথা ॥
আর যুদ্ধে গিয়ে কি হবে,
এখন আমি বুঝেছি তবে,
নাটের গুরু ছোট মহাশয় ঘরে।
তাঁরে আমি বিলক্ষণ চিনি, যারে যখন সদয় তিনি
জগৎকে সে তুচ্ছ জ্ঞান করে ॥
বোধ হয় তাঁর আছে মত,
নৈলে কেন দিলেন রথ,
এ অপমান তাঁহতেই হই আমি।
কোন কথায় আর থাকিনে,
যা করেন দোষ গায়ে মাখিনে,
কি করবরে স্নেহ নীচগামী ॥
যা হক্ তোমরা যাবে যুদ্ধে,
কিন্তু একবার মম বুদ্ধে,
কৃষ্ণের কি অভিপ্রায় জান।
॥ বচন কর গ্রাহ্য, জগতের কোন কার্য্য
তাঁর ভিন্ন সিদ্ধ হয়না জেন ॥
সর্ব্বতীর্থময়ী গঙ্গা সর্ব্বশাস্ত্রে বলে।
সর্ব্ববর্ণময় দেখ ভূদেব ভূতলে ॥
সর্ব্বশক্তিময়ী দুর্গা দেবের অগ্রে।
সর্ব্বময় রাজা মনুষ্যের মধ্যে ॥
সর্ব্ববাদ্যময়ী ঘণ্টা পুরাণ প্রমাণে।
সর্ব্বপুষ্পময়ী দূর্ব্বা সকলেতেই জানে ॥
সর্ব্বমন্ত্রময়ী যে গায়ত্রী বেদমতা
সর্ব্ববৃক্ষময় অশ্বথ তুল্য তরু কোথা ॥
সর্ব্বশাস্ত্রময় বেদ বাণী যে ব্রহ্মার।
সর্ব্বধনময় ধান্য জীবনের আধার ॥
সর্ব্বময় গুরু হন অতিথি এলে বাসে।
সর্ব্বধর্ম্ম হয় সত্য কথার প্রকাশে ॥
সর্ব্বদীপ্তিময় সূর্য্য লোকচক্ষু যিনি।
সর্ব্বৌষধিময় বিপ্রপদরেণুকেই জানি ॥
সর্ব্বশৈলময় সুমেরু আছে তাঁর পরিষ্ঠ।
সর্ব্বপশুময় সিংহ পশুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ॥
সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর হরি জানে সব বিশিষ্ট।
সর্ব্বকার্য্যে তেমনি যে মাধব হন শ্রেষ্ঠ ॥

রাগিণী সিন্ধুভৈরবী—তাল পোস্তা।

জাননা হরি ছাড়া জগতে কি কার্য্য আছে।
সকলের মূল যে হরি সবাই বাঁধা হরির কাছে ॥"
কি ভোজন, কিম্বা শয়ন,
গমন ভ্রমণ কিম্বা মরণ,
বিনে সেই হরির স্মরণ সকলি যে হয়রে মিছে।
কি মনন দেখলে স্বপন,
হরির কাছে রয়না গোপন,
চৈতন্যরূপ হরির আশ্রয়ে সংসার রয়েছে ॥

বলরাম বলেন এরূপ, দৈবযোগে বিশ্বরূপ,
উদয় হন সেই বিবাদের স্থলে।
যদুপতিকে হেরে তথায়, যদুগণ সব কথায় কথায়
অর্জ্জুনের চরিত্রকথা বলে।
বলাই বলেন নরহরি, আজি আমার ভগ্নী হরি,
তব রথে অর্জ্জুন লয়ে যায় ॥
তুমি কি হে নীলবরণ, জ্ঞাত আছ এর বিবরণ,
ইথে কি তোমার আছে অভিপ্রায় ॥
কিসে হ'ল তার এমন পদ,
মস্তকে মোর দিলে পদ,
এ বিপদ এখনি ঘুচাব।
ফণী যেমন অকস্মাৎ, সয়না কারু পদাঘাত,
আমি তেমন সহ্য না করিব ॥
তুমি ভাব বড় সুহৃৎ আমি দেখি স্বসার পিরীত,
নৈলে কভু মৈত্র-স্বসা হরে।
সৎকুলজাত যে জন, সে কভু করে ভোজন,
ভোজনের পাত্র ভঙ্গ ক'রে ॥
কৃষ্ণ কন কেন দ্বন্দ্ব, কার্য্য কি হয়েছে মন্দ,
সুপাত্র অর্জ্জুন সকলে জান।
ভাগ্যগুণে সহোদরা, হয়েছেন সুপাত্র-দারা,
মত নাই ত রথ দিয়েছি কেন ॥

তোমরা ক'রে স্বয়ম্বর, দিতে কোন্ বর্ব্বর বর,
সে বেদনা এ জন্মে না যেত।
আমা হতে পেয়েছেন সতী, সর্ব্বগুণান্বিত পতি,
নাই অখ্যাতি লোকত ধর্ম্মত ॥
কর সজ্জা কি কারণে, অর্জ্জুন সহিত রণে,
গেলে হবে হতমান হদ্দ।
এ যে বাঞ্ছা অসম্ভব, বিনে ভবানীপতি ভব,
অর্জ্জুনে জয় করে কার সাধ্য ॥
জানেন অর্জ্জুন মনে মনে,
আমরা নই বাঞ্ছিত ধনে,
বিবাহ সন্দেহ স্বয়ম্বরে।
তাই লয়েছেন ভগ্নী বলে,
আছে বিধি এ দোষ কে বলে,
ক্ষত্রিয়েরা বলে বিবাহ করে ॥
বরং আজি মম বাক্যে, বিনা যুদ্ধে মান রক্ষে,
কর তারে আদরে আন সবে।
সুলগ্নে শুভবিবাহ, আনন্দে কর নির্ব্বাহ,
সব দিক্ তাহাতে রক্ষা হবে ॥

রাগিণী বাহার-বাগেশ্রী—তাল একতালা।
রাখো আমার এ ভারতী সবে।
সকল মঙ্গল হবে, অনন্ত সুখ পাবে সমতায়,
আনৃতে তায়, ওবে যাও যদি গৌরবে রবে।
কর রণসজ্জা মিছে, ত্রিলোকে কে এমন আছে,
জিনৃবে তারে রণে যে সন্তোষ করে ভবে।
তার কাছে কি লক্ষ মানব,
এলে লক্ষ লক্ষ রক্ষ দানব,
পলকে পরাস্ত, যারে ভয় করেন বাসব কে'বে।
সে ত নয় সামান্য নর, যেন সে পুরুষবর,
দেব-অনুগ্রহে দেহ ধারণ করে ভবে।
সামান্য জানিলে তবে,
আমি ভাবি কি তায় বন্ধু ভাবে,
সুবর্ণ সীসকের স্বভাব, যেন রে সাদৃশ্য হবে ॥

বলিলেন চক্রপাণি, যদুগণে এরূপ বাণী,
কতক ব্যক্তি কথঞ্চিৎ ক্ষান্ত।
রুক্ষস্বভাব ছিল যারা, দুঃখ বোধ করে তারা,
বাধে বিবাদ মন তাদের নিতান্ত ॥

অবোধ যারা অসৎ, তারা না ভেবে ভবিষ্যৎ,
মরে আগে ঘোর বিবাদ বাধায়।
বিবাদ যখন হদ্দ পাকে, পড়ে তখন চৌদ্দপাকে,
পাকে পাকে ফাঁকে এসে দাঁড়ায় ॥
নিজে ব্যক্তি অতি অসার,
ক্ষমতা নাই মীমাংসার,
দুর্ণাম সার হয় তার শেষকালে।
কিছু নাইক সমতার, সকল বিবাদ সম তার,
চেষ্টা হলেই সবে থাকে মগ্ন ॥
কৃষ্ণ কন বীর সর্ব্ব, কেন বা কোরে গর্ব্ব,
মান খর্ব্ব হোলে মরণ শ্রেষ্ঠ।
বিশেষ দুই মতের দ্বন্দ্ব, হ'লে গরীবের হয় মন্দ,
দুই বৈদ্যের বিবাদে রোগীর কষ্ট ॥
আর দেখ প্রস্তরের সাথে,
ঘোর বিবাদ করে ইস্পাতে,
মধ্যে প'ড়ে সোলাই পুড়ে মরে।
অতএব পাণ্ডবের সঙ্গ, আমার হ'লে বৈরঙ্গ,
ইথে কেউ সুখ পাবে না সংসারে ॥
এ বচনে হয়ে ভ্রান্তি, হ'ল সকলের ক্রোধ শান্তি,
যত্নে সব যদুগণ গিয়ে।
বিনয়ে বলি বৃত্তান্ত, অর্জ্জুনে করিলেন শান্ত,
পুরে আনেন যৌতুকাদি দিয়ে ॥
সকলেতেই সুখে মগ্ন, স্থির ক'রে সুদিন লগ্ন,
বিবাহ নির্ব্বাহে হয় উল্লাস।
সঙ্গেতে কুলকামিনী, রঙ্গেতে জাগি যামিনী,
বরকন্যা বাসরে করেন বাস ॥

রাগিণী হাম্বির—তাল একতালা।
কি সুখের সে নিশি।
কিবা রূপ, অপরূপ, নাই স্বরূপ, ধরামণ্ডলে,
নীরদবামেতে শারদ শশী।
দক্ষিণে নবনীরদকায, হেরে আপনি অনঙ্গ যায়,
কি দশা প্রাপ্ত অঙ্গ যায়,
ধরে না যুগল নয়নে সে যুগল রূপরাশি।
এ কাননে রূপের হয় না শেষ,
বর্ণনা কিছু ঘটে বিশেষ,
সহস্র বদনে বলিলে শেষ,
ধরাতলে জ্ঞান হয়, যেন উদয় শশী আসি ॥

গৌরাঙ্গ-চরিত্র।

সুজনের সুশ্রাব্য কথা, গোস্বামীর গন্থে গাথা,
চৈতন্য-চরিত্র চমৎকার।
নবদ্বীপে অবতরি, গোল বাধালেন গৌরহরি,
প্রেমে হয় উন্মত্ত এ সংসার॥
শচীগর্ভে জন্ম লয়ে, জগন্নাথের পুত্র হয়ে,
অবতীর্ণ জগন্নাথ-ভক্ত।
ক্রমে করেন কালযাপন, বাল্যলীলা সমাপন,
তৎপরে অনন্ত গুণ ব্যক্ত॥
হয়ে, বিষয়ে বিরাগ-চিত্ত, সদা পরমার্থতত্ত্ব,
মগ্ন হরি প্রেমভক্তিরসে।
ত্যজে বাসনা বাসে বাস, পরণে পরি বহির্বাস,
বহির্গত হন তীর্থবাসে॥
সঙ্গে সাথী ভাই, নিতাই,
আছেন প্রেমে মত্ত তাই,
শিষ্যসহ ভ্রমণ নানাস্থানে।
কখন বা প্রেমেশ্বর, অগ্রদ্বীপে অগ্রসর,
ঘোষ ঠাকুরের ঘোষণা যেখানে।
স্থানবিশেষে প্রেমের সৃষ্টি, শান্তিপুরে শুভদৃষ্টি,
অদ্বৈত প্রভুর পাট যথা।
দ্বাদশ পাটে প্রেমের খড়া,
বাগ ফিরালেন বাগনাপাড়া,
আপনি হইয়ে প্রেমদাতা॥
খড়দহে অতুল্য কান্তি, নব প্রেমোৎসব নিত্যি,
দুটী ভাই সর্ব্বদা বিরাজিত।
রসের নগর অম্বিকায়, ঘরে ঘরে প্রেম বিকায়,
আখড়ায় আখড়ায় অধিষ্ঠিত॥
গৌড়ধামে কত লীলা, অনন্য প্রেম বিলাইলা,
রামকেলিতে কেলি বিলক্ষণ।
বেষ্টিত বৈষ্ণবগণে, ভক্তিযোগে হৃষ্ট মনে,
করেন সুখে নাম সঙ্কীর্ত্তন॥
হয়ে হরিমন্ত্রে দীক্ষে, শিষ্যগণে দেন শিক্ষে,
সৎপথে চল রে তোমরা ভাই।
চিন্তা করি পরিণাম, বদনে বল হরিনাম
কলিতে আর অন্য গতি নাই॥
ব্রত কিম্বা যাগযজ্ঞ, কোন্ ক্রিয়া নামের যোগ্য
যে নামে পায় চতুর্ব্বর্গ জীব।
যে নাম লয়ে সদাশিব, প্রাপ্ত হলেন সদা শিব,
নামে মোক্ষ প্রহ্লাদ আর ধ্রুব॥
মন্ত্র সে নাম সঙ্কোতনে, ডাকে ব্রহ্ম সনাতনে,
এই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ কলিকালে।
বিনে কলিতে হরিকথা, নাস্ত্যেব গতিরন্যথা,
পুরাণাদি সর্ব্বশাস্ত্রে বলে॥

রাগিণী সুরট—তাল ঝাঁপতাল।

ভ্রান্ত জীব চিন্ত শিব, বদনে হরি বল বল।
কণ্টকবিহীন ভবের সুপথে সদা চল চল॥
নিকটে দুরন্ত এল পেয়ে অন্তকাল কাল,
বিনে ব্রহ্মনারায়ণ কি আছে সম্বল বল॥
ওরে কলিতে নাহি গতি অন্য,
কর জ্ঞান জীবন ধন্য,
হরিনাম কাণ্ডারে কাল কাট রে চিরকাল।
মনে রাখ অচল ভক্তি ব্রজমোহন পাবে মুক্তি,
হরি বলে ভরসা অন্তে ভাগীরথী বিমল জল॥

দিয়ে এই ধর্ম্ম উপদেশ, গৌরাঙ্গ ত্যজিয়ে দেশ,
ক্রমে করেন লীলা সম্বরণ।
প্রিয় ভক্ত জ্ঞানবান, বৈকুণ্ঠে স্থান পান,
নয় কভু সে ব্যক্তি সাধারণ॥
যথার্থ বৈষ্ণবাচার, যে জন করে ব্যবহার,
বিষ্ণুলোকে স্থান পায় সে অন্তে।
পেলে জীব বৈষ্ণবপদ, তার কাছে কি ব্রহ্মপদ,
বৈষ্ণবের মায়া কে পারে জানতে॥
বৈষ্ণবের গুণ কি কব, বিষ্ণুর জ্ঞানাতি বৈষ্ণব,
বৈষ্ণব দর্শনে পাপনাশন।
আপনি শিব-সীমন্তিনী, প্রধানা বৈষ্ণবী তিনি,
পরম বৈষ্ণব পঞ্চানন॥
সুখবাসনা ত্যজ্য করি, হিংসাদ্বেষ পরিহরি,
সঞ্চয়ে না হয় অনুরাগী।
ইন্দ্রিয় করি দমন, বিষ্ণু প্রতি রাখে মন,
রাগ বৈ করিলে সে বৈরাগী॥

অন্য রসে না মজিবে, সমভাব সর্ব্বজীবে,
সেই জ্ঞানী বৈষ্ণব-শিরোমণি।
কাজ কি তীর্থ-ভ্রমণে, হৃদয়ে রাধারমণে,
ভক্তিভাবে ভাবলে ধন্য তিনি ॥
যার, মনে মনে জিলাপীর পাক,
বাইরে তিলক-মালার জাঁক,
আমিই সাধু ক'রে বেড়ান ব্যক্ত।
বাজান পাঁচ সুরের শিঙে,
ভাজেন পটল খান ঝিঙে,
সেই বেটার ঘোর পাপাসক্ত ॥
যে করে মন পরিষ্কার সেই পরমেশ পুরস্কার,
বিশ্বরাজার দরবারে নিশ্চয়।
যার, মুখে কেবল ভক্তি আঁটা,
সে ত গোপালসিংহের নয় পায়ের ঝাঁটা,
মন বিনে কি ধন প্রাপ্তি হয় ॥
যার, অন্তরেতে নাহি ভক্তি
অন্তে কিসে পাবে মুক্তি,
বনফুলে পূজিলে নবশক্তি।
ভক্তিপুষ্পে পূজিলে পদ,
সেই জীব পায় মোক্ষপদ,
পরমার্থ পদ অধিকারী ॥

রাগিণী আলিয়া—তাল একতালা।

সে ত ধন্য মান্য ভবে যে ভাবে হরির চরণ।
জীবন-মুক্তি পাবে সেই মহাজন ॥
অনন্ত বৈষ্ণব ধর্ম্ম, এত নহে পথ সাধারণ,
হলে এই পথে যথার্থ পথিক
তার বাঁধা সেই পতিত-পাবন ॥
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি রাখি বাসনা ত্যজেছে যে জন,
তাকে দিনান্তে কমলাকান্তে
তার দেখা আর পায় না শমন ॥

দেখ, অনন্ত বৈষ্ণব ধর্ম্ম না জেনে তার সারমর্ম্ম,
অজ্ঞানে বৈষ্ণবকুচ্ছ করে।
বৈষ্ণবের দেয় কুলে খোটা,
না বেছে তার সরু মোটা,
গোড়া শুদ্ধ মুটো ক'রে ধরে ॥
ওগুলো বুঝিবার ভ্রম, আগে ছিল বাগ্‌দী ডোম,
সৎসঙ্গে সৎপথে দাঁড়ায়।
ঘুচিয়ে দেখ মনের ধোকা,
ফুলের সঙ্গে থাক্‌লে পোকা,
সঙ্গগুণে ওঠে সুর মাথায় ॥
নীচ প্রবৃত্তি যার থাকে উচ্চকে সে নীচ দেখে,
জ্ঞানবানেতেই নীচকে উচ্চ ধরে।
সৎপথে যেজন যাবে, অখাদ্য আর কেন খাবে,
জীবহিংসে মাত্র নাহি করে ॥
উচ্চপদ না পেলে নীচ, তবে সব বেদপুরাণ মিছে,
ভেবে দেখ বাল্মীকি রামায়ণে।
বনে গিয়ে জগৎপতি চণ্ডালে বলিয়ে মিতে,
সদয় হয়ে কোল দিয়েছেন কেনে ॥
এ সৃষ্টির স্রষ্টা যিনি, নীচকে উচ্চ করেন তিনি,
উচ্চকে নীচ নীচেই করে ব্যাখ্যে।
যদি গিয়ে মেথোর সাথে,
কেউ দেখেন শ্রীজগন্নাথে,
শাস্ত্রের অক্ষর কেউ দেখেন স্বচক্ষে ॥
মনে যার ভক্তি থাকে, বিষ্ণু দেন মুক্তি তাকে,
সেই জেন বৈষ্ণব পদে গণ্য।
কয়লার কত ময়লা গায়,
অগ্নি প্রবেশ করলে তায়,
গুণের গুণে হয়ে যায় লালবর্ণ ॥
মত্ত হ'য়ে তমোমদে, বৈষ্ণব নিন্দে পদে পদে,
শুনে এক বৈরাগী রেগে বলে।
ওরে নিটলে বামাচার, শুন কিঞ্চিৎ সমাচার,
তোর কথা শুনে যে অঙ্গ জ্বলে ॥
কোন্ দেবের সাধনা করিস,
মদের ভুড়ভুড়ী ভেজে মাংস,
ঢং দেখে নিক [illegible] বেড়াস।
ভিতরে ভুষো জুয়াচোর গুরুমারা বিদ্যা তোর,
যার খাস তার সর্ব্বনাশ ॥
এক্‌কালে গিয়েছিস ব'য়ে,
বেড়াস যে যার বোঝা ব'য়ে,
তার নাম শুনলে শাক্ত হস্‌।
শ্রদ্ধা হয় না দেখে ছাঁদ,
ঠিক যেন পীর গোরাচাঁদ,
ঢাকের বাঁয়া কোন কাজেরি ন'স ॥

সাধন তোদের সৃষ্টিছাড়া, মকার লয়ে নাড়াচাড়া
মুদ্রা মৈথুন মাংস মৎস্য মদ্য।
প্রপঞ্চে এ দেশ মজালি, এ পঞ্চ যারে ভজালি
তার দফা যে সেরে দিলি রে সদ্য॥
মিছে বিবাদ কেন তুলিস,
ক লিখতে আঁকুড়া ভুলিস,
বিদ্যাবাগীশ বিদ্যার ভুড়ভুড়ি।
জবা-হার লালবর্ণ ফোঁটা, বর্চটক দেখায়ে ওটা
সর্ব্বদা যেন ঘটা শুঁড়ি-বাড়ী॥
চল্‌তে চল্‌তে ট'লে পড়িস,
খানায় পড়ে ছুঁচো ধরিস,
বাবা বল্‌তে ভাই বলিস নেশায়।
এখন ঘোচেনি ভ্রান্তি, মর বেটা অঘোর শান্তি,
বিষ্ণু-নিন্দে বিষ্ঠে মেখে গায়॥
সদা দেখ্‌ছি মেজাজ কড়া,
সার ক'রেছিস মদের ঘড়া,
মদ খেয়ে উন্মত্ত থাকিস মদে।
বৈষ্ণবের কি মর্ম্ম জানিস,
ধর্ম্মতত্ত্ব তুই কি মানিস,
ভয় নাই গোবধ ব্রহ্মবধে॥
আমাদের বলিস নানা-ক্ষেতে,
আমরা বটে অষ্ট খেতে,
অষ্ট খেতেই দেবতা গঠন হয়।
বৈরাগীর তায় ক্ষতি নাই,
আট্‌টা তো ঠিক আছে ভাই,
আট বল্লেই হ'ল পরিচয়॥
তোদের নাই ঠিকানা মোটে,
যত ধাত একত্র যেটে,
চক্রের কালে সবগুলো যায় মিশে।
একে একে ধাত গুণে আসি,
আট এগারোং অষ্টআশী,
উপরন্ত সংখ্যা হয় না শেষে॥
তুই ভণ্ড চিরকাল, পচা আদার বড় ঝাল
আদ্য কথা জানে তোর সকলে।
ভাঙ্গলো না রে নেশার ঘোর,
ব'কে যাস বকামি তোর,
চারের পীঠে নয় দিলে ঠিক মিলে॥

রাগিণী ললিত—তাল যৎ।

আমারে কি পারিস চিন্‌তে ওরে ভ্রান্ত দুরাচার।
কর্‌লি ছিছি কেমন কীর্ত্তি কি প্রবৃত্তি চমৎকার॥
ও যে তোর পাগলের বড়াই,
এ যে নয় ছাগলের লড়াই,
মনে কি ভয় হয় না, ও তোর সয় না পচা অহঙ্কার
ছিলি পাচক পেলি রাজ্য,
কারে তাই কর না গ্রাহ্য,
বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্য ভাঁড়ে মা ভবানী সার।
মনে ভাব আমি ধন্য, কেবা তোরে করে মান্য,
মহাপাপীর অগ্রগণ্য কুলের মধ্যে কুলাঙ্গার॥

এই মত বৈষ্ণবাচার, বিষ্ণুপুরাণে প্রচার,
গৌরাঙ্গ দিয়েছেন এই শিক্ষে।
এখন এই পথেতে কাঁটা দিয়ে,
যত ভণ্ড ভাবুক হ'য়ে,
ভেক লয়ে ভ্রমিছে ক'রে ভিক্ষে॥
ত্যজে হরির উপাসনা,
হরিতে লোকের রূপা-সোণা,
বাবাজীদের বাসনা অন্তরে।
বসন ফেলে কপ্‌নি পরা, ফকির হয়ে ফিকির করা
প্রেম বিলায়ে ভ্রমে দেশান্তরে॥
চোরের পক্ষে চূড়ামণি, ধাঁ'র করে কুলরমণী,
সঙ্গে সেবাদাসী শত শত।
দেন চৈতন্য প্রেমের শিক্ষা, মস্তকে চৈতন্য ফক্কা,
'শিক্ষে' রেখে 'শিক্কে' চালান কত॥
কেটে নাশায় রসকলি নিত্য করেন রাসে কেলি,
চারিদিকে বেষ্টিত সেবাদাসী।
কেহ করেন অঙ্গ মার্জ্জিত, কেহ ধরেন অধরামৃত,
অধরে না ধরে প্রেমের হাসি।
ভজনেতে এই কীর্ত্তি, ভোজনেতেই ব্যুৎপত্তি,
পেট্‌টী লয়েই শশব্যস্ত।
গৌর কি সৃষ্টি করেছেন নেড়া,
বেটারা ত হদ্দ গোঁড়া,
ফলে দেখি গোড়া অসাব্যস্ত॥
কব্‌লে বেটারা হাড় কালী,
মুখে বলে না দুর্গা কালী,
বলে বিল্বদলে তেঁতুলকার পাতা।

বেশ ধরেছে নরবেশ, দেখতে সে একতর বেশ,
করে করঙ্গ কক্ষে ঝুল কাঁথা॥
কারু নামটী বাউল দাস,কাটা বল্লেই সর্ব্বনাশ,
কাটার দেশে কাটাম গেল কেটে।
কাটাতেই বা হিংসা কত,
কিন্তু সব উহাদের কাটার মত,
ওদফাটী দিলেই হয় কেটে॥
খেলে কাটা পাঁটার মাস, অগ্রে জন্মে অগ্রমাস,
বার মাস ও মাসটা পেটে সয় না।
এমন মধুর মধুকোষ, যা দৃষ্টমাত্রে পরিতোষ,
পশু বেটাদের আক্রোশ তায় যায় না॥
নেড়ার পাঁঠার মত ওৎবৎ কম্ম,
পাঁঠাতে উহাদের বিবর্ম্ম,
অন্য ধর্ম্ম নাই কিছু বিভিন্ন।
ছাগলের নাই জ্ঞান মাত্র, উহারাও তদ্রূপ পাত্র,
উভয়েরই আছে দাড়ীর চিহ্ন॥
পাঁঠার একটী নাম বোকা, উহারাও বড় বোকা,
ছাত্রিশ জেতে একত্র সবাই
পাঁঠার গায়ে লোমাবলি, এদের অঙ্গে নামাবলি,
দুঃখের মধ্যে লেজটী কেবল নাই॥
নারী কিম্বা পুরুষের, জেতে কোন লাগলে ফের,
জাত্যন্তর বিষয় যদি ঘটে
কুলে জলাঞ্জলি দিয়ে, ঐ পথে দাঁড়ালে গিয়ে,
অমনি দেশের পুজ্য হয়ে উঠে॥
গোঁসাঞী দিলেন কাণে মন্ত্র সৃষ্টিছাড়া এই তন্ত্র,
গুপীযন্ত্রে লাগিয়ে প্রেমের তান।
গাঁজায় দম দিয়ে ক'সে,
গৌরদাসের আখড়ায় বসে,
মাঝে মাঝে গৌরাঙ্গ-গুণ গান॥

রাগিণী সিন্ধু—তাল পোস্তা।

মন রে কি রঙ্গ তোমার, ভাব শ্রীগৌরাঙ্গচরণ।
কলিতে কল্পতরু, প্রেমের গুরু, রূপ-সনাতন।
যাই চল প্রেমের হাটে,
প্রেমব্যাপারে তোয় কে আঁটে,
গেলে চৈতন্য-পাটে, চৈতন্য পাবি রে এখন।
ভাঙলো যে ভবের খেলা,
ভেবে দেখ যায় রে বেলা,
চল সেই প্রেমের মেলায়, বেলায় বেলায়,
এই বেলা মন॥

নেড়াদের এই মত কাণ্ড, কলিতে ঘোর পাষণ্ড,
গণ্ডমূর্খ ভণ্ড বিধিমতে।
ফাঁকি দিয়ে পিতা মাতায়,অধর্ম্মের বোঝা মাথায়,
লয়ে কেবল ভ্রমণ সাথে সাথে
এরা হল এই পন্থী, আর একটা দেখ ভ্রান্তি,
কতকগুলি ভদ্রতায় মজেছে।
শুন্‌লে কথা হই অবাক্,
তার ঘোষপাড়াতে বড় জাঁক,
কর্ত্তা ভজার দল একটী আছে॥
তাঁদের কর্ত্তাই সর্ব্বস্ব ধন, ভজন পূজন আরাধন,
কর্ত্তাকে করিলে হয় সিদ্ধ।
নাহি কার্য্য কর্ত্তা ছাড়া, কর্ত্তা লয়েই নাড়াচাড়া,
এ মতে স্ত্রীলোক অনেক বাধ্য॥
কর্ত্তা এদের পরম-ইষ্ট,যেন গোপীদের কর্ত্তা কৃষ্ণ
নদীয়ার গৌরাঙ্গ বল্‌লেও হয়।
প্রেমে হয়ে উন্মত্তা, কর্ত্তা তাঁদের হর্ত্তা কর্ত্তা,
কর্ত্তা ভিন্ন অন্য গণ্য নয়॥
খান কর্ত্তার মুখামৃত, কর্ত্তা-সেবায় মন প্রীত,
গন্ধ পুষ্পে করেন পদপূজা।
সেই নারীদের সমাদরে,
কর্ত্তা বিকান লাকুটাকার দরে,
ইচ্ছা মত লোটেন হদ্দ মজা॥
গোপনে লয়ে মাইলা, কখন বা রাসলীলা,
কখন মানভঞ্জনের পালা।
কখন বা গোচারণ, কখন বস্ত্রহরণ,
কভু বদনে ব্রহ্মাণ্ড দেখাইলা॥
কখন বা বামনবেশে, নাভীকুণ্ডের নিম্নদেশে,
খর্ব্বপদ করান দর্শন।
যেন, যশোদার কোলে কখন, সুখে নবনী মাখন,
বাল্যভাবে করেন ভোজন॥
এইরূপে কতই মজা, কালকাপে কর্ত্তাভজা,
এ মতটী কোন মতে নাই ঐক্য।

পুরাণে ছন্দাংশ নাই,
কোরাণেও না দেখ্‌তে পাই,
কোনমতে না শুনি মুনিবাক্য ॥
মজে, এই মতেতে গোপনভাবে,
যত ধুঁড়ীরে কোন ভাবে,
কর্ত্তা তাঁদের কর্ম্মকর্ত্তা ভবে।
কর্ত্তা যা বলেন তাতেই রাজী,
ভবসমুদ্রের কর্ত্তা মাঝি,
কর্ত্তা হতেই কার্য্যসিদ্ধি হবে ॥
পেতে গিয়েছেন বিষম ফাঁদ,
প্রথম কর্ত্তা আউলচাঁদ,
তাঁর, চেলায় চেলায় চলছে এতকাল।
কেহ বসি সেই আসনে, কুলবালার কুলনাশনে
কর্ত্তা হয়ে মিটান জঞ্জাল ॥

রাগিণী কালাংড়া—তাল একতালা।

কলিযুগে অধম-তারণ
ঐহিকে সুখ নয় সাধারণ,
কুলবালার কুল মজাতে,
উঠেছে এই কর্ত্তা-ভজন ॥
ভাবের কথা বলিব কারে,
এ ভাব ভাবলে যে ভাব ভাঙ্গি হবে,
ডুবালে মন ভাবসাগরে,
এই ভাবের ভাবুক কত জন ॥

যেমন, ইংরাজী মতের মধ্য,
আছে এক খৃষ্টানী ধর্ম্ম,
সে পথের কর্ম্ম চমৎকার।
হয়, সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় মিষ্টভাষী অতি প্রিয়,
সর্ব্বজীবে সমভাব যার ॥
তুল্য মান অপমান, সুখ দুঃখ সমজ্ঞান,
ক্রোধ হিংসা দ্বেষ পরিহরি।
হয়ে জ্ঞানী অতি শিষ্ট, যে জন ভজে যীশুখৃষ্ট,
সেই এই ধর্ম্ম-অধিকারী ॥
দিলে, আসল বিষয় বিসর্জ্জন,
বলিব তারে কি সজ্জন,
এখন, এ মতেতেও বিপরীত ঘটলো।
মনে নাহি ভক্তি আঁটা,
কেবল চাপ্‌কান ইজের আঁটা,
লাভের মধ্যে হোটেলে খানা প'ট্‌লো ॥
গিয়ে, দিন পাঁচ ছয় স্কুলে,
অমনি কাছা দেন খুলে,
বাঙ্গলা মতের কিছু লাগে না ভাল।
খান দুই তিন প'ড়ে 'বুক' বেড়ান বাবু চিতিয়ে বুক
একবারে সব মত বিগড়ে গেল ॥
মন উঠে বাঙ্গালা আহারে,
মেজে বসে কত বাহারে,
খানা খান উইলসনের 'হটলে'।
লাগে 'ব্যাড্' বাঙ্গলা তরকারি,
'বেরি গুড্' কি 'মটন কারি,'
পাঁউরুটী বিস্কুট 'ফ্রেশ ফিশে' ॥
বাঙ্গলা বাবু পারে যায়, মধ্যে মধ্যে গির্জ্জায়,
শিক্ষা করেন ধর্ম্ম উপদেশ।
মেমের সঙ্গে নৃত্য বাদ্য,
নানাজাতি বিলাতী মদ্য,
ভোজনে ভজনে সুখের শেষ ॥
হ'তে গোরার মত গৌরাঙ্গ,
সাবানে মাজেন অঙ্গ,
চুরুট টেনে চর হয়ে যান চ'লে।
এদিকে যারা মাগো শেষ সবাই বলেন গোটুহেল
হলো জাতি [illegible] মিশালে ॥
করেন যে পথেতে বিচরণ,
কিছু নাই তার আচরণ,
নাম নষ্ট কিছু দিন যায় সুখে।
খালি নয় এ ধর্ম্ম মজা, শেষে পোটেন হদ্দমজা,
হাতের পাঁচে কষ্ট হয় দুঃখে ॥
কিছুকাল যায় আমোদে,
শেষে সাধারণের সমাদরে,
গণ্য হয়ে হদ্দ সুখ পাওয়া।
যদি শরীরে বিদ্যা থাকে,
তবে, থাকেন কেরাণী গিরির থাকে,
নৈলে বিষ হারায়ে ঢোঁড়ার মত হওয়া ॥
ক'রে, পিতামাতায় 'ডোন্ট কেয়ার',
হ'তে যান পাদরী 'স্যার',
শেষে সাহেব লোকের কাছে 'চেয়ার' পান না ॥

শ্রীরূপেতে উপাসনা, যার যেমন মনোবাসনা,
সেই ধর্ম্ম আচরণ করে।
কিন্তু ধ'রতে গেলে মূলের কথা,
শাস্ত্রেতে সাধনার প্রথা,
পঞ্চমত হয়েছে সংসারে॥
গাণপত্য শৈব শাক্ত, সৌর আর বিষ্ণুভক্ত,
এই পঞ্চ উপাসক ধন্য।
এই পঞ্চ জীবের পাপনাশক, পঞ্চপথ-প্রদর্শক,
পঞ্চভূতে পঞ্চ সচৈতন্য॥
এক হতে পঞ্চ উদ্ভব, পঞ্চেতে এক সম্ভব,
যেমন, পঞ্চভূতে এক আত্মা মাত্র।
পঞ্চাঙ্গুল দেখ করে, পঞ্চটী পঞ্চ প্রকারে,
কিন্তু মুষ্টিযোগে পাঁচটীই একত্র॥
পাঁচটী শাখা এক বৃক্ষে, একটী মূল উপলক্ষে,
একটী ভিন্ন হয় না মূল পঞ্চ।
সেই সব শাখা পল্লবে, অগ্রে জীব আশ্রয় লবে,
তৎপরে তার মূলে গিয়ে বঞ্চ॥
পঞ্চে যে জন ভিন্ন ভাবে সে মজে এক ভিন্ন ভাবে
সে জীবের নাই ভবে জীবন-মুক্তি।
পাঁচ হতে যে এক ধরেছে,
এক মুখে এক সার করেছে,
সার বুঝেছে সংসারে সে ব্যক্তি॥

অতএব বলি হে জীব, যে পঞ্চে দেহ সজীব,
পঞ্চে এক আশ্রয় কর ত্বরা।
যদি ভবে মুক্তি বাঞ্ছ, ত্যজ সাধন এ প্রপঞ্চ,
পঞ্চত্বে স্থান পাবে এক দ্বারা॥
ম'জ না যেন নেড়ার দলে, দ্বেষ ক'র না বিল্বদলে,
তুলসী বিল্ব একই মর্ম্ম জেনো।
গোল ক'রে সব কর্ত্তাভজায়,
যেন তোমারে না কর্ত্তা ভজায়,
এক ব্রহ্মে কর্ত্তা ব'লে মেনো॥

রাগিণী সুরট—তাল ঝাঁপতাল।

ভজ রে জীব পরব্রহ্ম এই ধর্ম্ম রাখ ভবে।
যা হ'তে পঞ্চ উদ্ভব যাহে পঞ্চ মিশাইবে॥
গণেশ দীনেশ কিম্বা মহেশ রাধাবল্লভে,
কিবা কালবারিণী কালী পঞ্চেতে এক সম্ভবে।
শুন রে জীব অজ্ঞান, ক'র না কভু ভিন্নজ্ঞান,
অভেদ ভাবিলে পার পাবে ভবার্ণবে।
ভেদজ্ঞানী অতি পাষণ্ড, ঘটে তার শমন-দণ্ড,
তাই ভাব ব্রজমোহন অন্তে সে কৃতান্তে লবে॥

সমাপ্ত।

ঋতুসংহার।

ভূপতি বিক্রমাদিত্য, বিক্রমে যেন আদিত্য
তুলনায় ধরায় আখণ্ডল।
বড় বীর্য্য গাম্ভীর্য্য, রাজতুল্য পালেন রাজ্য
উজ্জয়িনী করিয়ে উজ্জ্বল॥
রাজার অত ব যত্ন, সভায় ছিলেন নবরত্ন
বিদ্যারত্নে রত্নাকর সবে।
তার শ্রেষ্ঠ কালিদাস, যিনি হয়ে বাণীর দাস
নানা বাণী প্রকাশ করেন ভবে॥
দ্বিজকুলোদ্ভব দীন, ঘোর মূর্খ জ্ঞানবিহীন
অগ্রে তিনি ছিলেন যণ্ডামার্ক।
কৃপা করিলে বাগ্বাদিনী,
কবিকুলের হন তিলক তিনি
সকল শাস্ত্রেতে পরিপক্ব।

সব বিধাতার নিবন্ধন, নামটী সারদানন্দন,
সেই দেশস্থ ভূপতি এক জন।
তার কন্যা বিদ্যোত্তমা, গুণে বাণী রূপে রমা
তিনি করেন বিবাহে বিচার-পণ॥
বিদ্যা যেমন বিবাহে জানি,
হন পণ্ডিতাভিমানী,
বিদ্যোত্তমা'র প্রতিজ্ঞা সেই ভাব।
সর্ব্বত্রে হ'লে প্রচার, বিবাদে করে বিচার,
কারু ভাগ্যে হয় না কন্যা লাভ॥
হয়ে সকলে অপমান, পরে করিলেন অনুমান,
যদি আমরা হলেম পরাভব।
তুষাগ্নি ভবে নিভাই, কন্যাটার কপালে ভাই,
ঘোর মূর্খ ঘটিয়ে একটা দিব॥

ব'লে তত্ত্ব করেন বর, দেখিলেন এক দ্বিজবর,
বড় বর্ব্বর অস্ত্র নিজ করে।
নামটী তার কালিদাস, যে বৃক্ষেতে করে বাস,
সেই তরুটীর মূলোচ্ছেদন করে॥
হেন মূর্খ কে সংসারে, ব'লে সঙ্গে লয়ে তারে,
পাকচক্রে ক'রে বিবাহ দিল।
স্বামীর সঙ্গে ক'রে আলাপ,
বিদ্যোত্তমার বিষম বিলাপ,
বলে বিধির মনে কি এই ছিল॥
বিদ্যা কিম্বা পৌরুষ থাকিলে কিবা ঘটে।
তাই ঘটে যথার্থ বিধি যা লেখেন ললাটে॥
গোলোক পরিহরি লক্ষ্মী হন জনকের কন্যা।
রামচন্দ্র পতি তবু বার বার অরণ্যা॥
লক্ষ্মীর অংশ দ্রুপদপুত্রী পাণ্ডবগৃহিণী।
লক্ষ্মীপতি সহায় তবু অরণ্যে যান তিনি॥
সমুদ্র মন্থনে বিদ্যা পৌরুষ সমান।
ভাগ্য দোষে হরির লক্ষ্মী হরের বিষপান॥
বাঞ্ছা ছিল মনে করি পণ্ডিতে বরণ।
বল কে খণ্ডিতে পারে বিধির বিড়ম্বন॥

রাগিণী সুরট—তাল ঝাঁপতাল॥

যে দুখ মম অন্তরে কারে কই প্রাণ সই।
দিব জীবনে পাপজীবনে আর ত বাঞ্ছিত নই॥
আশা ছিল যে মনোমত, পাব সজনি প্রাণনাথ,
হল যে নাথ এ নাথ হতে বাসনা অনাথিনী রই।
একি বিষাদ মনসাধ, হরিলে নিধি সাধিলে বাদ,
ভবে হ'ল অনর্থ আসা আশা পূর্ণ হ'ল কই।
হ'ল ব্যর্থ ছিল যা পণ, কি সুখে করি দিনযাপন,
এ দোষ বিরিঞ্চির যাতে আমি চিরদুঃখিনী হই॥

এই বিলাপ ক'রে রমণী, সংসারে বিবেক অমনি,
কালিদাসের মন হ'ল উদাস।
আর করেন না কালগত, গৃহ হৈতে বহির্গত,
সর্ব্বত্যাগী গ্রহণ সন্ন্যাস॥
নারী-বাক্য-লজ্জায়, যে দিকে দুই নয়ন যায়,
বনবাসে যান দিগ্‌বিদিক্‌ জ্ঞান নাই।
অন্তরে একান্ত ভাব, আসিব হ'লে বিদ্যালাভ,
নতুবা এই জন্মের মত যাই॥

বলেছেন যত ধীমান্‌, যায় যদি মানবের মান,
প্রাণ রেখে কি প্রয়োজন তাহার।
মরণ পর্য্যন্ত পণ, বাণী-চরণে সমর্পণ,
প্রাণ মন করিব একবার॥
বিদ্যা কি অমূল্য নিধি, ও ধন যারে না দেন বিধি,
এ জগতে নিধন ভাল তার।
ধনের মধ্যে সার ধন, কে করে তার সম্বোধন,
ও ধন দেহভাণ্ডারে নাই যার॥
ওমা বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী, বিদ্যারূপা জ্ঞানদাত্রী,
অবিদ্যা-তিমির-বিনাশিনী।
দাসের উৎকণ্ঠা হর, কণ্ঠেতে আসি বিহর,
বৈকুণ্ঠনাথ-কণ্ঠবিলাসিনী॥
পুত্রশূন্য বংশ যেমন যোত্রশূন্য ভূপ।
নারীশূন্য গৃহ যেমন বারিশূন্য কূপ॥
জনশূন্য নগর যেমন মনশূন্য শ্রদ্ধা।
বস্ত্রশূন্য বেশ যেমন অস্ত্রশূন্য যোদ্ধা॥
মধুশূন্য কুসুম যেমন বিধুশূন্য নিশি।
বোধনশূন্য দুর্গোৎসব সাধনশূন্য ঋষি॥
কর্ম্মশূন্য কর্ত্তা যেমন ধর্ম্মশূন্য কায়া।
বিনয়শূন্য মানব যেমন প্রণয়শূন্য জায়া॥
বলশূন্য দর্প যেমন ফলশূন্য তরু।
ধ্যানশূন্য পূজা যেমন জ্ঞানশূন্য গুরু॥
ধান্যশূন্য গোলা যেমন মানশূন্য বাঁচা।
লক্ষ্মীশূন্য গৃহস্থালী পক্ষিশূন্য খাঁচা॥
সংসারটী শূন্য দেখে দরিদ্র যেমন।
তেমনি দেখি বিদ্যা ভিন্ন শূন্য এ জীবন॥

রাগিণী ললিত—তাল একতালা।

বিনে বিদ্যা-ধন ধরাতে জীবন
ধরাতে মানবের আছে কিং সুখ।
সাক্ষী ধরাতলে, ঘ্রাণবিহীন ব'লে,
পুষ্পমধ্যে আদর পায় না কিংশুক॥
বিদ্যা হ'তে দেখ জ্ঞানোৎপত্তি হয়,
জ্ঞানে হয় ধর্ম্ম ধর্ম্মে মোক্ষ কয়,
ভবে জন্মে যারা, জ্ঞানাক্ষিহীন তারা,
পশুপ্রায় হয়,
দেখ বিদ্যা নাস্তি ব'লে পশুর কি দুখ।

দেহমধ্যে বিদ্যারত্ন আছে যার,
কাজ কি বাস, ও তার কাজ কি অলঙ্কার,
হেন নিত্যধনে, এ ব্রজমোহনে, কি দোষে মা,
বঞ্চিত কর্‌লে বাগ্বাদিনী হয়ে বিমুখ॥

তখন মনে বিদ্যার পথ চিন্তে,
পারেন কোন পথ চিন্‌তে,
কাননে ভ্রমণ করেন কালিদাস।
ত্যাগ করি নিদ্রাহার, বীণাপাণি বিনা আর,
নাই বাক্য নিশ্বাস প্রশ্বাস॥
শ্বেতবরণী পরাৎপরা, ওগো শ্বেতাম্বর-পরা,
শ্বেতকমলবাসিনি, কৃষ্ণরাণী।
কত দিন আর কষ্ট দিবে ডাকি মা রজনী দিবে,
তুমিই বাণী তুমিই মা ভবানী॥
ডাকেন কাতর ভক্তিতে, কালিদাসের ভক্তিতে,
দৈবাৎ বাগ্‌দেবীর হৈল দয়া।
শূন্য হৈতে দৈববাণী, কর্ণে শুনিলেন বাণী,
আমি তোমারে দিলাম পদছায়া॥
কেন কাঁদ বাছাধন, দিলেম তোরে বিদ্যাধন,
যা বলিবে হবে সংস্কার।
তুমি হলে কবিতার স্বামী, সর্ব্বদা জেন রে আমি,
বিরাজ করিব বদন মধ্যে তোমার॥
এই বলিলেন সরস্বতী কালিদাস কাতরে অতি,
বলে যদি মা হেরিলে কটাক্ষে।
দেহ তবে দরশন, দেহ আর এ জীবন,
করি দর্শন হেরি চর্ম্মচক্ষে॥
পুরাতে দাসের বাসনা, অমনি অম্বুজাসনা,
সম্মুখে দিলেন দরশন।
ধন্য দেহ ক'রে দৃষ্টি, কালিদাসের সেই কবির সৃষ্টি,
মুখ হইতে চরণ বর্ণন॥
মরি কি উজ্জ্বল, নয়নে
বদন-ইন্দু নির্ম্মল।
কত শোভা করে, মুকুতার হারে,
উন্নত স্তনযুগল॥
সদা মধ্য গানে, পুস্তক আর বীণে,
সুদৃশ্য রঞ্জিত হস্তে।
মাত সরস্বতি, ত্বংহি ভগবতী,
ভারতী দেবি নমস্তে॥

রাগিণী বাহার—তাল তেতালা।
মরি কিবা হেরি শ্বেতবরণী রমণীর মণি
শ্বেতপঙ্কজ'পরে।
বদনেতে হয়, শরদিন্দু জয়,
মনোহর শ্বেতাম্বর-পরা নবীনে বীণে করে॥
অতুলিত মণিহার, কণ্ঠে কি চমৎকার,
বিভব পুস্তক আর লেখনী মস্যাধার,
সরমে মরাল হেরিয়ে মধ্য
কানন মধ্যে করে গতি হরে অহঙ্কার,
পদসরোজ শ্বেতসরোজে,
কত করে শোভা মধুলোভা গুঞ্জরে মধুকরে॥
কিবা রূপ অপরূপ নাই স্বরূপ
যে রূপেতে মন হরের মন যে হরে
যুগল চরণতল, হেরে লাজে রক্তোৎপল,
স্থল ত্যজি অভিমানে ভাসিল নীরে,
তরুণ অরুণ অতি জঘন্য
বিপদাপন্ন সামান্য মান্য কে করে,
দশ দ্বিজরাজ নখরে বিরাজ
তাহে কনক নূপুর সদা বাজে পঞ্চম স্বরে॥

কালিদাসের এই ভারতী, শ্রবণ ক'রে ভারতী,
হাস্য আস্যে বলেন বিবরণ
হয়ে ভ্রান্ত ওরে কুমার, কেন তুমি করিলে আমার
মুখ হইতে চরণ বর্ণন॥
দেব পক্ষে আচরণ, বর্ণনা অগ্রে চরণ,
বেশ্যাদিগের মুখবর্ণন আগে।
তুমি রে বেশ্যার মত, মুখ হইতে প্রথমত,
বর্ণনা করিলে বর্ণযোগে॥
আর কিছু বক্তব্য নাই, যে বর দিয়েছি তাই,
পণ্ডিতাগ্রগণ্য হও ভবে।
কিন্তু বর্ণনার পাপে, যেন বাছা আমার শাপে,
গণিকাগৃহে তব মৃত্যু হবে।
কে খণ্ডিবে বাণীর বাণী, সব অদৃষ্ট-ফল জানি,
প্রণাম ক'রে কালিদাস বিদায়।
পেয়ে জ্ঞান পেয়ে চৈতন্য বিচারে জিনিবার জন্য,
নিজ দারা নিকটে যান ত্বরায়॥
স্বামিশোকে কাতরা অতি, বিদ্যোত্তমা গুণবতী,
জীবন-মৃত্যুপ্রায় আছেন সংসারে।

দর্শনে পরম আহ্লাদ, করে যেন পাইলেন চাঁদ,
বিচারে লজ্জিতা হন পরে ॥
রসনায় যাঁর সরস্বতী, তাঁরে কি জিনিতে সতী,
বুদ্ধি জিনি বৃহস্পতিতুল্য
সর্ব্বশাস্ত্রে সুনিপুণ, দেখি স্বামীর অপার গুণ,
গুণবতীর মন অতি প্রফুল্ল ॥
বলেন মম অপরাধ, মার্জ্জনা করিয়ে সাধ,
পূর্ণ কর গুণাকর কান্ত।
সেই যে আমার তিরস্কার তোমার পক্ষে পুরস্কার
হয়ে এমন হয়েছ গুণবন্ত ॥
সম্প্রতি এই মনোগত, তব মুখবিনির্গত,
বাক্যাবলী শুনিতে বাসনা
নারীর দোষ পরিহার, করিবে ঋতু-সংহার,
কালিদাস করেন বর্ণন ॥
আশ্চর্য্য কবির গুণ, সুধা সম সংস্কৃত,
তাহায় ভাষায় মত অর্থ।
যথাসাধ্য করাইলাম, বর্ণিত রূপ প্রকাশিত,
ক'রে শ্রবণ করুন সকলে ॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল মধ্যমান।

চমৎকার আর বর্ণিতে কে পারে
করেছেন কৌশল কিবা রচনা বর্ণনার
সমস্ত সদা বাক্যবাদন করে ॥
মানস-দুঃখ-ভঞ্জন, এ রসে মনরঞ্জন,
দিলে যায় দর্শনের দুখ, দুঃখ চক্ষে এ অঞ্জন,
শ্রবণে শ্রবণ মন সন্তোষ করে ॥
ধন্য দ্বিজ কালিদাস, ধন্য কবিত্ব-প্রকাশ,
প্রণীত ঋতুসংহার ধন্য তাঁর ইতিহাস
কে পারে যাইতে শব্দ-সাগর পারে ॥

কালিদাস কয় শুন প্রিয়ে একান্তে মন সমর্পিয়ে,
চিন্তা কর এ জগতের মধ্যে।
সৃষ্টির নিয়ন্তা যিনি, আশ্চর্য্য কৌশলে তিনি,
পালন করেন এই বিশ্বরাজ্য ॥
বৎসরে দ্বাদশ মাস, ছয় ঋতু তাতে প্রকাশ,
দুই মাসেতে একটী ঋতু হয় ॥
হলে ঋতুর পরিচ্ছেদ, ঋতুভেদে কার্য্যভেদ,
প্রথমে দেখ গ্রীষ্মের উদয় ॥
আইল নিদাঘ কাল, যেন কালান্তের কাল,
সৃষ্টি দহিবারে যেন অতি ক্রোধভরে হে।
জগৎ লোচন রবি, ধরি দাবানল ছবি,
সহায় হইল সঙ্গে লয়ে খর করে হে ॥
অগ্নিময় সমীরণ, সদা যেন করে রণ,
জগতের প্রাণ হয়ে যেন প্রাণ হরে হে।
সকলের কলেবরে, অহরহ ঘর্ম্ম ঝরে,
নিদাঘে নিখিল লোক দহিছে অন্তরে হে ॥
খচর ভূচর নর, যত জীব নিরন্তর,
ইচ্ছা করে জলচর প্রায় জলে চরে হে।
ও অভিধানে বলে, জীবন জীবন বলে,
সেই নাম সার্থক হইল অতঃপরে হে ॥
সেই হেতু প্রভাকর, হয়ে মহা ক্রোধাকর,
প্রকাশিয়ে খর কর এই চরাচরে হে।
বাপী কূপ সরোবর শোষে শেষে নিরন্তর,
তরুণ অরুণ কিবা শক্রভাব ধরে হে ॥
জীব মাত্রে ম্রিয়মাণ, সদা দগ্ধ হয় প্রাণ,
করী সব ক'রে রব ধায় সরোবরে হে।
পদ্মবন দলে রাগে, বুঝি রবি প্রতি রাগে,
তাহার প্রিয়সী পদ্মিনীর দশা করে হে ॥
শাবক শূকরগণ পঙ্কে হয়ে নিমগন,
স্নিগ্ধ হইতে যায় বুঝি পাতাল ভিতরে হে।
মধ্যাহ্ন পতঙ্গ ভয়ে, না চরে পতঙ্গচয়ে,
পতঙ্গ না ত্যজে নীড় চরিবার তরে হে ॥
সন্ধ্যাকাল মনোহর, শর্ব্বরীতে সুধাকর,
কর বিতরণ করি ধরা স্নিগ্ধ ক'রে হে।
মিশ্রিত রাগিণী রাগ, গীত বাদ্য অনুরাগ,
তাল মান লয় শুদ্ধ প্রতি ঘরে ঘরে হে ॥
নিদ্রাগত মন্মথ, দম্পতির মনোমত,
লয় লয় এই ঋতু সর্ব্বসুখ হরে হে।
যামিনীর আগমনে, জগতে কামিনীগণে,
জাগাতে মন্মথে যেন নানা বেশ ধরে হে ॥
নিতম্ব কি পয়োধরে, চিকণ বসন ধরে,
সুশীতল সুগন্ধ লেপন কলেবরে হে।
পবন অনিল যোগে, শশী কর সংযোগে,
পত্রাধার-স্পর্শসুখ অনুভব করে হে ॥

সুশীতল হর্ম্ম্যতলে, মানব মানবী দলে,
গন্ধযুক্ত ব্যজনী ব্যজন সবে করে হে।
নিদাঘে নিশীতে সুখ, কিন্তু মনে পেয়ে দুঃখ,
কাল হরে কষ্টে প্রবাসী পরস্পরে হে॥
সুগন্ধি কববীভার, শ্বেতচন্দনাক্ত হার,
সূক্ষ্মবাস মেখলা ইত্যাদি শোভা করে হে।
বিন্দু বিন্দু স্বেদবারি, শরীরে ধরিছে নারী,
সে ভাব দর্শনে মুনিজন মন হরে হে॥
দেখ দেখ এ ঋতুর কেমন প্রভাব।
খাদ্যখাদকেতে যেন হয় সখ্য ভাব॥
পর্ব্বতগহ্বরে হরি থাকিলে শয়নে।
সম্মুখে দেখেও করী না চায় নয়নে॥
ভেক যদি ভুজঙ্গের নিকটেতে যায়।
অনলে অবশ ফণী ধরিতে না ধায়॥
এক স্থানে বাস করে কুরঙ্গ শার্দ্দূল।
মার্জ্জার কপোত আর ভুজঙ্গ নকুল॥
এই কাল পথিকের অতি ভয়ঙ্কর।
কি আর কহিব যেন যমের কিঙ্কর॥
মধ্যাহ্ন সময়ে যদি পড়ে সে প্রান্তরে।
বল বল শুন তার কি ভাব অন্তরে॥
পুন মরীচিকা মগ্ন হয় যদি মন।
বল বল প্রাণ তার হয় হে কেমন॥
মহীতে চলিতে অহি তপ্ত ব লুকায়।
পিপাসায় বিলুণ্ঠিত দগ্ধ হয় কায়॥
শিরোমণি তাপযুক্ত দিনমণি-তাপে।
পবন ভরসা মাত্র বিষাগ্নি প্রতাপে॥
মধ্যাহ্ন কালেতে যেন অনল বর্ষণ।
সে অগ্নি দাবাগ্নি সম দগ্ধ করে বন॥
কাষ্ঠের সংযোগে দাবানলের উদ্ভব।
অগ্নি-ভয়ে অরণ্য ত্যজিছে জীব সব॥
শুষ্ক বংশ আর যত পর্ব্বত গহ্বরে।
পাবক পরুষ ভয়ঙ্কর শব্দ করে॥
ঘোর শব্দ শুনে স্তব্ধ ভয়ের সঞ্চার।
চতুর্দ্দিকে করিতেছে চাতক চীৎকার॥
তৃষ্ণায় ব্যাকুল ভ্রমে গোকুল সকল।
কূপ হতে শয়ুজেতে তুলিতেছে জল॥
আহা মরি ঈশ্বরের সৃষ্টি চমৎকার।
ঋতুকার্য্য দেখে করি তাঁরে নমস্কার॥

তাঁর মহিমায় শত্রু মিত্রের সমান।
তাঁরে ধন্যবাদ করি তাঁব গুণগান॥

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল তেতালা।

ওরে মম রসনা।
কুরস তেজে সুরসে রসনা॥
অনন্ত শক্তি যে ধরে, অনন্ত গুণ যে আধারে,
অনন্ত কৌশলে যার বিশ্বরচনা।
বাক্য মন অগোচর, যিনি ব্যাপ্ত চরাচর,
ভক্তিযোগে কর তাঁর গুণ বর্ণনা॥
ঋতুভেদে দেখ তার, কার্য্য কিবা চমৎকার,
শত্রুসনে সখ্য নাই যে হিংসা-বাসনা।
অন্তর নিজস্বভাব, গরল সরল ভাব,
যে করে তাঁর ভাব, ত্যজে অন্য ভাবনা॥

হে প্রিয়ে! নিদাঘের পর বর্ষাকাল সমাগত হইল। এই কালে সলিল ভারাবনম্র গভীরনিনাদশালী, জলধরেরা তৃষিত চাতকগণকে জল প্রদানপূর্ব্বক মন্দ মন্দ গমন করে।

পৃথিবী লোহিতবর্ণ তৃণাঙ্কুর অভিনব কদলীদলও রক্তবর্ণ কীট দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়া রক্তবর্ণ রত্নালঙ্কৃত কামিনীর ন্যায় শোভা পাইতেছে। নব পত্রশালী বৃক্ষসমুদায়ে সুশোভিত ও নীলবর্ণ তৃণাঙ্কুর ব্যাপ্ত বনস্থল নিতান্ত রমণীয় হইয়াছে এবং সকলের মনোহরণ করিতেছে।

ভীত ভেকসমূহ কর্তৃক অবলোকিত বর্ষাবারি সর্পের মত বক্রভাবে নিম্নদিকেই গমন করে। বন্য হস্তী অভিনব মেঘনিনাদে উন্মত্ত হইয়া বারম্বার চীৎকার করিতেছে এবং ভ্রমরগণ উহাদিগের মদধারাবর্ষী কপোলদেশে উপবিষ্ট হইতেছে। আমরা জলভারাক্রান্ত হইলে এই পর্ব্বত আমাদিগকে আশ্রয় প্রদান করে, অতএব ইহার সন্তাপ শান্তি করা কর্ত্তব্য; এই জানিয়াই যেন মেঘসমূহ অতি কঠোর গ্রীষ্মানল সন্তপ্ত বিন্ধ্যাচলকে বারিবর্ষণ দ্বারা সন্তুষ্টই করিতেছে।

বিশ্ব হতে গ্রীষ্ম যায়, সংবাদ হলো প্রজায়,
ঋতুরাজ বর্ষার উদয়।
গর্জ্জে জলধর-দূত, পতাকা হলো বিদ্যুত,
অশনি মৃদঙ্গ-ধ্বনি হয়॥
জলদ হইল তূণ, দামিনী তাহাতে গুণ,
রামধনু ধনুরাজ করে।
বৃষ্টিবাণ বরিষণ, করি ঘোর দরশন,
পথিকের ভয়ে প্রাণ হরে॥
দেখিয়া বিপক্ষদল, গ্রীষ্মের টুটিল বল,
পরাজয় ক'রিল স্বীকার।
পলাইল পেয়ে ভয়, বরষার মহাজয়,
ত্রিভবন করে অধিকার॥
গগনের সিংহাসনে, বসিলেন হৃষ্টমনে,
তিমিরের মুকুট মাথায়।
পবন প্রবল অতি, পূর্ব্বদিকে করি গতি,
দিবানিশ চামর ঢুলায়॥
গুড়ুনি জলের জাল, নেটের উড়ানি ভাল
মাঝে মাঝে লাগিয়াছে খোচা।
বারির বসন-পরা, লুটায়ে পড়েছে ধরা
বাতাসেতে উড়ে যায় কোচা॥
নিদাঘে রবির করে, জীবমাত্রে দগ্ধ করে
বর্ষায় শীতল প্রাপ্ত সবে।
আনন্দে ধরা পূরিত, বীজ মাত্রে অঙ্কুরিত,
বৃক্ষ শোভে নূতন পল্লবে॥
দিনপতি অতি দীন, হৃত দর্প দিন দিন,
কোন দিন সুদিন ন হয়।
কুদিনের আবির্ভাব, রাত্রি দিন একভাব,
কার দর্প চিরদিন রয়॥
তরু সব নতশাখা, প্রতি পত্রে জলমাখা
সারি সারি সরস অন্তরে।
নজর ধরিয়া ছলে, বরষার পদতলে,
যোড়করে প্রণিপাত করে॥
ভেকপাল কোতয়াল, করে করি খাঁড়া ঢাল,
জলস্থলে কত সুখ লোটে।
দেখিয়া ভেকের ভেক, বিয়োগীর বাড়ে ভেক,
ইচ্ছা হয় ভেক নিয়া ছোটে॥
নকীব চাতকচয়, জয় ভূপতির জয়,
প্রতিক্ষণ এই রব হাঁকে।

গর্জ্জে ঘন ঘনঘন, নৃত্য করে শিখিগণ,
পুচ্ছছাদে পূর্ণচাঁদে ঢাকে॥
ঝিল বিল নদী নদ, সরোবর সিন্ধু হ্রদ,
আর যত পারিষদগণ।
সকলের এক বোল, প্রেমানন্দে দিয়ে কোল,
পরস্পর করে আলিঙ্গন॥
ক্ষুধায় অতি আকুল, অজ্ঞ ভ্রমে অলিকুল,
শিখিপুচ্ছ দেশে গিয়ে বসে।
চপলা চঞ্চলমনে প্রিয় যায় প্রিয়-সদনে,
বজ্র ঘন গর্জ্জনে না ত্রাসে॥
কর্দ্দমেতে পথ নষ্ট, পথিকের বড় কষ্ট,
বঁধুর আশায় ক্ষান্ত দিয়ে।
ত্যজিয়ে বেশভূষণ, করিলেন ধরাসন,
রমণী রোদনে মগ্না হয়ে॥
নিদাঘের তাপ যত, বরষায় হ'ল হত,
কাননেতে আনন্দ না ধরে।
কদম্বে আহ্লাদ দৃশ্য, প্রকাশি কেতকী হাস্য,
তরুকুল আনন্দে নৃত্য করে॥
হইয়ে হীনগৌরব, প্রকাশে না নিজ রব,
মৌনব্রত কোকিল সকল।
নীরব মানের ভয়ে, ব্যাঙ বক্তা যে সময়ে,
কোকিলের মৌনই মঙ্গল॥
সুশীতল সমীরণ, সহ গন্ধ বিতরণ,
করে নিপ কদম্ব কেতকী।
অর্জ্জুন পুষ্প সৌরভে, ধরণী অতি গৌরবে,
জীব মাত্রে করিছেন সুখী॥
কদম্বকেতকীহার, মস্তকেতে ব্যবহার,
করে যত কুলাঙ্গনাগণে।
অর্জ্জুনে কর্ণভূষণ, কি অপূর্ব্ব দরশন,
প্রেমোদয় দরশকের মনে॥
শমন সারৎ সর্ব্বে আপন প্রবাহ-গর্ব্বে,
তটস্থিত তরু করি ভগ্ন।
অভিসারিকার মত, অতিক্রম নানা পথ,
করে হন সাগরে সংলগ্ন॥
অভিমান করে অতি, পশ্চাতে রাখিয়া পতি,
যুবতী আছেন শয্যা'পরে।
সঘনে গর্জ্জেন ঘন, ভয়ে ফিরে আলিঙ্গন,
করিতে কৌশলে মান হরে॥

রামধনু-তনু ক্ষয়, বিদ্যুত বিলুপ্ত হয়,
বকশ্রেণী নাই ঊর্দ্ধে শিখী নাহি চায় হে ॥
দেখ এ শরৎকালে, কদম্ব অর্জ্জুন শালে,
ত্যাজ্য করি পুষ্পশোভা সপ্তপর্ণে যায় হে ।
সেফালিকা প্রস্ফুটিত, গন্ধে ধরা আমোদিত,
শ্যামালতা পুষ্পভরে পতিত ধরায় হে ॥
প্রভাতের সমীরণ, কুসুম গন্ধ হরণ,
করে অতি সুখান্তরে দিগন্তরে ধায় হে ।
কোন স্থানে প[illegible], কোথা বা পক্ষী অগণা,
কোনখানে মরাল সানন্দে গীত গায় হে ॥
গগন অতি নির্ম্মল, চন্দ্রতারা সমুজ্জ্বল,
রজনীতে ঊর্দ্ধভাগ কত শোভা পায় হে ।
মরাল কুমুদ কত, সহ মণি মরকত,
সরোবর-শোভা [illegible] গগন দেখায় হে ॥
দিগ সব প্রকাশিত, নীর হৈল পরিষ্কৃত,
বিমল হইয়ে শশী বিনোদ ঘটায় হে ।
পতির বিচ্ছেদ-শরে, [illegible] নারী আনন্দ হরে,
শীতল-কিরণ অগ্নি সম তায় পোড়ায় হে ॥
হংসের [illegible] গতি, [illegible] বদন জ্যোতি,
চঞ্চল নয়ন নীলপদ্মে হারায় হে ।
নদীর তরঙ্গ [illegible], [illegible],
রমণীর ভ্রুভঙ্গ [illegible] হে
শ্যামালতা বাহু জয়, মালতী বন্ধুক জয়,
রমণীর মুখশোভা দন্তপংক্তি তায় হে ।
এ ঋতুতে ব্যবহার, মস্তকে মালতীহার,
বিকসিত নীলোৎপল শ্রবণ শোভায় হে ॥
চন্দনে বিলিপ্ত হার, পয়োধরে চমৎকার,
শ্রোণীতে রসনাশ্রেণী নূপুর যে পায় হে ।
নানা স্থানে নানা শোভা, দর্শকের মনোলোভা,
এরূপ শরতে সুখে দয় সমুদয় হে ॥

রাগিণী খম্বাজ — [illegible]

শরদে কি সুখোদয় হয় ভূতলে ।
কি শোভা পুষ্প সজ্জা [illegible] সকলে,—
[illegible] প্রাণ আনন্দ-হিল্লোলে ॥
প্রভাকর সুধাকর নিরাপদ সদা,
অলি সুখে মধুপান করে অম্বুজদলে ॥
স্থল জল নির্ম্মল নিখিল সংসারে,—
বিমল নভোমণ্ডল কি সুন্দর নিশাকালে ॥

কালিদাস কহিতেছেন, হে প্রিয়তমা শরৎ-চন্দ্রবদনা, শরতের পর হেমন্তকাল উদয় হইল, এই কালে পৃথিবী শস্যশালিনী ও বক-শব্দে নিনাদিতা হইতেছে, হংসগণ-পরিবেষ্টিত শৈবালাদিতে শোভিত সরোবর অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করে, এইকালে যোষিদ্‌গণে ভিন্নালঙ্কার ও বস্ত্রাদির ব্যবহার করিয়া থাকে ।

শরদের সমাপ্ত কার্য্য, হেমন্ত শাসিতে রাজ্য,
সামন্ত সহিতে আগমন ।
অদর্শন অরবিন্দ, নিরানন্দ অলিবৃন্দ,
লোধবৃক্ষ শ্রী পান এখন ॥
শস্যপূর্ণ বসুন্ধরা, সে শোভা নয়নে ধরা,
সাধ্য নাই মনোহর গ্রামান্ত ।
আয়ুঃবৃদ্ধি হয় নিশার, রজনীযোগে শিশির,
বর্ষেন গগন অবিশ্রান্ত ।
হিম পেয়ে প্রিয়ঙ্গু লতা, প্রাপ্ত হন প্রবলতা,
কম্পিত শীতল সমীরণে ।
তরুগণে অভিনব, শোভিছে পুষ্পপল্লব,
ধরা আমোদিতা পুষ্পঘ্রাণে ॥
মরাল-হংস বেষ্টিত, শৈবালেতে সুশোভিত,
নির্ম্মল সলিল সরোবরে ।
নিনাদিত বকচয়, হিমযুক্ত কুবলয়,
সরারী পঙ্কিতে শোভা করে ॥
একালে রমণীদলে, আপন বাহুযুগলে,
বলয় অঙ্গদ নাহি পরে ।
ভিন্ন বেশে সুপ্রকাশ, ধরে না কেউ সূক্ষ্মবাস,
নিতম্ব উন্নত পয়োধরে ॥
কুচযুগে হারযষ্টি, আর ত না হয় দৃষ্টি,
কাঞ্চনের কাঞ্চী নাই শ্রোণীতে ।
কুঙ্কুমে অঙ্গ চর্চিত, কেশ গুরু-বিভূষিত,
শিরোদেশ ধূপিত করিতে ॥
পীন স্তন ঊরুস্থল, তার শোভা শোকের মূল,
তৎপীড়নে দুঃখিত হেমন্ত ।
তৃণ-অগ্রে ঊষাকালে, শিশির পতন ছলে,
করে যেন রোদন নিতান্ত ॥

হিমবায়ুর প্রবলতা, আধূত প্রিয়ঙ্গুলতা,
পাণ্ডুবর্ণ নিশীর শিশিরে।
বিলাসে কাতর হয়ে, শয্যায় ভার্য্যায় ল'য়ে,
স্বামীর শয়ন অঙ্গা-অঙ্গী করে॥
বসিয়ে বালার্ক করে, দর্পণ লইয়ে করে,
নারী করে বদন বিভূষণ।
প্রিয়তম-দন্তচিহ্ন, অধর হয়েছে ছিন্ন,
উচ্চৈস্বরে হাস্য নিবারণ॥
ক'য়ে নিশী জাগরণ, পাটলবর্ণ নয়ন,
শ্রম ঘটে কোন বনিতায়।
কেশপাশ বিগলিত, শয্যাতলে বিলুন্ঠিত,
মৃদুসূর্য্যকরে নিদ্রা যায়॥
দীর্ঘ কেশ কুচ ভারি, নমিতাঙ্গী কোন নারী,
সুগন্ধি পুষ্পকেশর শিরে।
বিলাসে ক্লেশিত মন, শিথিল গাত্রবন্ধন,
বালাতপে তৈল মর্দ্দন করে॥
হেমন্ত শ্রীমন্ত অতি, শালিপূর্ণা বসুমতী,
গ্রামপ্রান্ত অতি সুশোভন।
তুষারে ধরা ভূষিত, বককণ্ঠে নিনাদিত,
নারী-চিত্ত করিছে হরণ॥

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল পোস্তা।

কি শোভা হেমন্তে ধরেন এই ধরা।
যায় না হে প্রিয়সী সেরূপ নয়নে ধরা॥
পাদপে অভিনব, পুষ্পপল্লব সব,
পরিণত শালিক্ষেত্রে নেত্ররঞ্জন করা॥
বিহঙ্গ-কলরব, মহীর কি মহোৎসব,
বিমল জীবন জীবগণের জীবনের তাপহরা॥

প্রেয়সী, এক্ষণে হেমন্তের পর শীতকাল উপস্থিত হইল। এইকালে ইক্ষুদণ্ড ও পরিণত ধান্যে পৃথিবী পরম রমণীয়া হইয়া থাকেন। হিমাগম ভয়ে জনগণ গৃহের গবাক্ষ দ্বার বন্ধ ও স্থূল বস্ত্রাদির দ্বারা শরীর আচ্ছাদন করে, প্রভাকর ও পাবক পুরুষ এই কারণ সম্পূর্ণ আদর পাইয়া থাকেন।

হেমন্তের কার্য্য শেষ, শাসন করিতে দেশ,
আসন স্থাপন করে শীত ধরাপরে হে।
বাজালেন জোর ডঙ্কা, মানবের ঘোর শঙ্কা,
শীতকালে জীবগণে যেন কালে ধরে হে॥
বক-কণ্ঠে নিনাদিত, ধরা হ'ল আচ্ছাদিত,
ধান্য আর ইক্ষুদণ্ডে কত শোভা ধরে হে।
হিমাগম কি দুর্জ্জয়, মহীতে মানবচয়,
গৃহের গবাক্ষ দ্বার সবে বন্ধ করে হে॥
অগ্নি সমাদর পান, শীতকালে সুধা সমান,
যত্নে সবে বাঞ্ছা করে প্রভাকর-করে হে।
অগ্নিযুক্ত গৃহে বাস, তেজিয়ে চিকণ বাস,
স্থূল বস্ত্রে আচ্ছাদন করে কলেবর হে॥
হিমযুক্ত সমীরণ, শীতল শ্বেত চন্দন,
ধবলাট্টালিকা-পৃষ্ঠ ত্যজ্য করে নরে হে।
হিম-সেক তারা শশীতে, শর্ব্বরী শোভিতা শীতে,
কিন্তু তাঁরে প্রিয় জ্ঞান কেহ ত না করে হে॥
পান করি পুষ্পমদ্য, আমোদিত মুখপদ্ম,
গন্ধ দ্রব্য তাম্বুলার পুষ্পহার করে হে।
ভূষণে অঙ্গ ভূষিত, অগুরুতে সুবাসিত,
শয্যাগৃহে যায় নারী প্রফুল্ল অন্তরে হে॥
অপরাধযুক্ত পতি, তিরস্কার করে সতী,
কম্পিত দেখিয়ে পরে মান ত্যাজ্য করে হে।
দীর্ঘ পেয়ে চন্দ্র তারা, যত যুবাগণ দ্বারা,
বারম্বার মন্মথ যে পরাস্ত সমরে হে॥
দম্পতী নিশিতে রঙ্গে, এক হয়ে দুই অঙ্গে,
শীত-নিবারণে নিদ্রা যায় সুখান্তরে হে॥
বিকম্পিত করি পদ্ম, রতি-প্রবোধন মদ্য,
মত্ততার জন্য শর্ব্বরীতে পান করে হে।
প্রমদার পয়োধর, কাঁচুলিতে কি সুন্দর,
রক্তবর্ণ কৌষেয় বসন বক্ষোপরে হে।
পুষ্পে কবরী ভূষিত, কারিয়া যেন নিশ্চিত,
উপস্থিত শীতকালে বিভূষিত করে হে॥
প্রভাতা হ'লে যামিনী, লজ্জিতা হয়ে কামিনী,
সজ্জিতা না থাকে এলোথেলো পরস্পর হে।
প্রিয়তম-ভোগ-চিহ্ন, স্থানে স্থানে দেহ ছিন্ন,
শয়নমন্দির তেজি যায় অন্য ঘরে হে॥
কুবাসে করি প্রবেশ, বিগত নিশির বেশ,
ত্যাজ্য করি দিবসের যোগ্য বেশ ধরে হে।

বিম্বাধর ধৌত করি, সুদৃশ্য ভূষণ পরি,
গৃহের লক্ষ্মীর ন্যায় গৃহ শোভা করে হে॥
তরুণ অরুণে বসি, তরুণীর মুখশশী,
বিভূষিত করি পথিকের চিত্ত হরে হে।
গত নিশি নিধুবনে, যে আমোদ বঁধু সনে,
হাস্যাননে সে আলাপ করে পরস্পরে হে॥
ইক্ষুদণ্ড শালি ধান্যে, মহী হন্ মহামান্যে,
দম্পতীর সময়ে কন্দর্প-দর্প হরে হে।
ঘোর বিপদ বিরহীর, সন্তাপে চিত্ত অস্থির,
একালে দেখিলে নীর কম্প কলেবর হে॥

রাগিণী বাগেশ্রী—তাল তেলেনা।

মহিমা কে জানে তব ওহে বিশ্বাধার॥
করেছ সংসারে তুমি সুনিয়ম চমৎকার॥
বিগত যে ঋতু সব, কার্য্য তার অসম্ভব,
কিন্তু শীত আবির্ভাবে, সকলেরি ভাবান্তর॥
কখন কারে প্রবল, কভু কারে হীন বল,
কারে বা দরিদ্র তুমি কারে কর রাজ্যেশ্বর।
শীতল অনিল বারি, জীবনের তাপ নিবারি,
কালবশে সে পদার্থ, প্রিয়জ্ঞান হয় না কার॥

শীতান্তর হওয়াতে অধুনা বসন্তকাল সমাগত হইল, এই কালে পাদপ সকল কুসুম-উদ্গম দ্বারা অত্যন্ত রমণীয়, ও বিকসিত সরোজ সহকারে সলিল সুশোভিত, শীত ও গ্রীষ্মের আধিক্য না থাকাতে এই কালকে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম বলিয়া কে না স্বীকার করিবে?

কোকিল সকল আম্র মুকুলের রসপানে মত্ত ও অলিকুল পদ্মে নিষণ্ণ হইয়া স্ব স্ব প্রণয়ী-দিগের অনুগত হইতেছে।

অশোক বৃক্ষ সকল মূলাবধি লোহিত পল্লব ও কুসুমসম্ভারে সুশোভিত হইয়া পথিকদিগের চিত্ত ব্যথিত করিতেছে।

বসন্ত সময়ে জলাশয়, মণিময় কাঞ্চী দাম, চন্দ্র, ও কলিকাবিনম্র আম্র বৃক্ষ এই সকলের শোভা বৃদ্ধি হইতেছে।

আম্র বৃক্ষ সকল তাম্রবর্ণ পত্রস্তবক ও মুকুলসমূহ দ্বারা অবনত হইতেছে ও বায়ুকর্ত্তৃক বিচলিত হইয়া চিত্ত প্রফুল্ল করিতেছে।

এই কালে বায়ু দ্বারা চালিত প্রদীপ্ত বহ্নি তুল্য কুসুমবিনম্র কিংশুক বৃক্ষ দ্বারা লোহিত পৃথিবী পরম রমণীয়া হইয়াছে।

শিশিরান্ত-স্পৃহণীয় সমীরণ কুসুমাবনম্র আম্র বৃক্ষের পল্লব সকলকে কম্পিত করিতেছে, কোকিল-ধ্বনিকে বিস্তৃত করিতেছে ও মানস প্রফুল্ল করিতেছে।

কুসুমিত বৃক্ষে শিখরদেশ শোভমান, উন্মত্ত কোকিল-শব্দে গুহা সকল প্রতিনাদিত, এবং প্রস্তর ও গহ্বর শৈলেয়সমুদায়ে সুবাসিত, সুতরাং এতাদৃশ মনোরম পর্ব্বত দর্শনে কাহার চিত্ত সুখী না হয়।

প্রিয়াবিরহে নিতান্ত কাতর পথিকগণ কুসুমিত আম বৃক্ষ নেত্রগোচর করিবামাত্র নয়ন মুদ্রিত করিতেছে, কর দ্বারা ঘ্রাণেন্দ্রিয় আচ্ছাদন করিতেছে, উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছে, এবং তৎক্ষণাৎ মোহপ্রাপ্ত হইতেছে।

শীতান্ত নিতান্ত দেশে, বসন্ত সময়বেশে,
সামন্ত সহিত আসি উদয় ধরায় হে।
ভৃঙ্গপংক্তি ধনু ধরে, চূতাঙ্কুর রূপ শরে,
প্রণয়ীদিগের প্রাণ বধিবারে চায় হে॥
বসন্তের আগমনে, মহীতে মহিলাগণে,
অতি ব্যস্ত হয় সবে, শরীর-সজ্জায় হে।
জঘনে কাঞ্চীর ভার, শ্বেত-চন্দনাক্ত হার,
কণ্ঠ আর কুচোপরে কত শোভা পায় হে॥
কম্বু অঙ্গদ বলয়, ভুজযুগে স্থান লয়,
কুসুম্ভরঞ্জিত বাস-শ্রোণীর শোভায় হে।
কুঙ্কুমে বাস রঞ্জিত, বক্ষোপরে সুশোভিত,
দর্শকের মানস-নয়ন তৃপ্ত তায় হে॥
পয়োধরে পুষ্পহার, কর্ণদেশে কর্ণিকার,
অশোকে অলক দেশ মরি কি সাজায় হে।
মস্তকে মল্লিকা মালা, স্বেদ বারিযুক্ত বালা,
পঙ্কজ বদন শোভে পত্রলেখায় হে॥
নেত্রদেশে অচঞ্চলে, পাণ্ডুবর্ণ গণ্ডস্থলে,
কুচেতে কঠিন মধ্যদেশে নম্রতায় হে।

পীনরূপ ধরি তখনে, অতীব আনন্দমনে,
অনঙ্গের স্থিতি কামিনীর সর্ব্ব কায় হে॥
প্রিয়ঙ্গু কুঙ্কুম আর, কালীয়ক চন্দনসার,
মৃগনাভি গন্ধাদি আলেপন প্রিয়ায় হে।
কালাগুরু-সুগন্ধিত, অলক্ত-রঙ্গে রঞ্জিত,
সূক্ষ্মবাস প্রিয়জন ধরিছে ধরায় হে॥
পিক মত্ত চূতরসে, অলিকুল অব্জে বসে,
নবীনা লতার পুষ্পে কখন বা যায় হে।
মন্দানিল-সঞ্চালিত, মৃদু পত্র আকুলিত,
দেখিয়া কাহার মনে সুখ না জন্মায় হে॥
পিকবর মধুকরে, মানবের মন হরে,
কুরুবক মঞ্জরীর কি শোভা ঘটায় হে।
দক্ষিণ অনিল বহে, সাধ্য কার স্থির রহে,
লজ্জান্বিতা কুলবধূ পর্য্যন্ত জ্বলায় হে॥
নারীর হাস্য আননে, বোধ হয় যেন কাননে,
শ্বেতবর্ণ কুন্দ পুষ্প অতি লজ্জা পায় হে।
সুশোভিত বনভাগ, তাহাতে নিবৃত্তি রাগ,
মুনিমনে অনুরাগ সতত জন্মায় হে॥
পিক আর ভৃঙ্গ রব, প্রফুল্ল কুসুম সব,
তীক্ষ্ণ শর সম বেঁধে সকলের গায় হে।
ভূষণে ভূষিতা রয়ে, রমণী মানিনী হয়ে,
কতক্ষণ রহে আর শীঘ্র মান যায় হে॥
পুষ্পযুক্ত চূর্ণবৃক্ষ, পথমধ্যে ক'রে লক্ষ্য,
মোহপ্রাপ্ত হয় প্রায় পথিক সস্থায় হে।
মদমত্ত পিকবর, গুঞ্জরিত মধুকর,
বাধিত করিছে কর্ণ কি আনন্দ হায় হে॥
বসন্তে কোকিল-স্বরে, নারীবাক্য জয় করে,
দশন লজ্জিত কুন্দ-পুষ্পের প্রভায় হে।
প্রবালের তুল্য সব, তরুতে রক্ত পল্লব,
নারী-করপল্লব লজ্জা পায় যে তাহায় হে॥
মুখাব্জ মধু সুরভি, নেত্রদ্বয় লোধ্র ভাবি,
কেশপাশ পূর্ণ নব কুরুবক দ্বারায় হে।
উরু কুচ গুরুভাব, কটাক্ষে বক্র স্বভাব,
নারীর এ চূড়ান্ত ভাব বসন্ত ঘটায় হে॥
প্রদোষে সন্তোষ মন, গন্ধযুক্ত সমীরণ,
পিক আর ভৃঙ্গ নিজ স্বরে গীত গায় হে।
নিশিযোগে সীধুপান, কি সম্মান বিধু পান,
বসন্তে এ সব রসে মন্মথ রসায় হে॥
শীতল হ'তে দিবসে, তরুতলে সকলে বসে,
নিশিতে শশিকিরণ জনগণে চায় হে।
সঙ্গে নিজ প্রিয়জন, শীতল হর্ম্ম্যে শয়ন,
বসন্তপ্রসঙ্গে রঙ্গে রজনী পোহায় হে॥
নবীনা চূতমঞ্জরী, অলি বসে তায় গুঞ্জরি,
দক্ষিণ-বায়ুলহরী সদা তায় দোলায় হে।
বাপীতীরে তরু সব, তদুপরি পিকরব,
শ্রবণে বিয়োগী জনে কি যাতনা পায় হে॥

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল তেতেলা।

প্রেয়সি শীতান্ত, ধরণী নিতান্ত,
এ সুখ বসন্তে রঞ্জিত হয়।
মনে মানবের মরি কত সুখোদয়,
অন্তর আমোদিত সন্তাপ ক্ষয়॥
অশোকাদি তরুবরে তরুণ পল্লব,
অরুণ-বরণ শোভা সামান্য নয়,
কাননেতে বিকসিত কুসুমনিচয়॥
মনোহর মধুকর পিকবর নাদে,
শ্রীবৃদ্ধি তায় সংযোগীর প্রণয়,
বিয়োগীর প্রাণ বিয়োগযন্ত্রণা সয়॥

সমাপ্ত।

অকাল-বর্ণন।

বিষ্ণু শিব চতুরানন, পরস্পর ভেদ নন,
একই আত্মা তিনটী দেহ মাত্র
কৈলাসে হর হরি গোলোকে,
ব্রহ্মার বাস ব্রহ্মলোকে,
কিন্তু সদা বিরাজেন একত্র ॥
এক দিন একাসনে, বেষ্টিত গীর্ব্বাণগণে,
বিরাজ করেন হর-বিষ্ণু-ব্রহ্মরে।
হেনকালে বসুন্ধরা, হয়ে কাতরা গিয়ে ত্বরা,
ত্রিদেবের পদে প্রণাম করে ॥
কেঁদে করিছে নিবেদন, তোমরা আমায় নিবেদন,
না করিলে কারে দুখ জানাই।
নাম আমার রেখেছ ধরা,
সব আমার বক্ষেতে ধরা,
আর ভার ধরিতে সাধ্য নাই ॥
গত তিন যুগ সুখে ছিলাম,
মানে মানে কাটাইলাম,
কলিতে জলিতে বড় হয়।
সৎক্রিয়ায় সকলের দ্বেষ, পুণ্য শূন্য হ'ল দেশ,
ধর্ম্ম কর্ম্ম ধ্বংস সমুদয় ॥
দ্বিজ রাখে না নিজ ধর্ম্ম, শূদ্রের যা সৎকর্ম্ম,
দ্বিজসেবা উঠে গিয়েছে ফোটা।
পতিতে পূর্ণ ভুবন, সত্তার নাই দিতে মন,
পিতৃ-মাতৃ সেবা করে কে কেউ ॥
বলিব কি দুখ হৃদে যাগে,
কারু মন নাই যজ্ঞ যাগে,
এ পৃথ্বী হয়েছে পাপাসক্ত
বিলাতী মতলবে মজে, বিলাতী দেবতা ভজে,
ম্যারি পুত্র ভ্যারি গুড বয় ॥
রাজা হয়েছেন যবন দেশেতে,
ঐ মতে সকলে যেতে,
চায় হ'ল সেই সর্ব্বনাশের মূল।
রাজার মতে একাকার, রাজার মতই এক আকার
রাজার কুলে সবে ভেজেছেন কুল ॥
রাজার আহার চতুষ্পদ, এরাও এমনি চতুষ্পদ,
মনে ভাবেন ঐ পদটাই শ্রেষ্ঠ।
বাঙ্গলা মতে মতান্তর, সব বিষয়ে শতান্তর,
গমনে পশু ব্যবহার যথেষ্ট ॥
ম'রে রয়েছি মনের দুখে,
রেল বসায়ে আমার বুকে,
করলে পাড়ো সারলে আমার দফা।
এর উপরে নব কসাকসী, মধ্যে মধ্যে রসারসী,
কেলে আবার আমারই অঙ্গ মাপা ॥
শিকেয় তুলে সদাচার, আমারি বুকে অত্যাচার,
আমারি বুকে গো ব্রাহ্মণ বধে।
দুরদৃষ্ট আপনারি, আর কষ্ট সহিতে নারি,
নিবেদন বিপদে শ্রীপদে ॥

রাগিণী বাহার—তাল কাওয়ালি।

তোমরা আমার কর দুখ নিবারণ।
বলিলাম এতক্ষণ, নারি সহিতে যন্ত্রণা
তাই কাতরে করি নিবেদন ॥
ধরা বায় এত কি পাতকীর ভার,
ছিল জন্ম জন্মান্তরে ধরার কি পাপ,
তুল এইবার অসাধ্য ছি ছি
ধরার যে ধরা জীবন ॥
বার বার কত ভার নাশিলে,
করি ধরুন চরণ আমায় এইবার বিপদে রাখ,
কর কর হে কৃপাকর কৃপা বারিবিন্দু বরিষণ ॥

ধরা করেন যে নিবেদন,
এমন আছে আর কি বেদন,
সুতরাং সকলের দয়া হ'ল।
ধরায় এ দায় দিতে মুক্তি, সকলে করেন যুক্তি,
কিন্তু ধান ভানতে মহীপালের গীত এ'ল ॥
হরিপ্রিয়ে হরি থাকো, উপরে ক পেয়ে লক্ষ্মী,
লক্ষ্য ক'রে তিন কন দেখে দেবে।
এসেছি তোমাদের কাছে,
আমার একটা নালিশ আছে,
নালিশ করে বিচার করতে হবে ॥

রাজা হয়ে ধরণীতে, যে পেয়েছে কর নিতে,
আমি তার আবাসে করি বাস।
পূর্ব্বে ছিলাম হিন্দুর ঘরে,
ক্রমে যবনে দখল করে,
যবনের ভবনে বার মাস॥
ভবিষ্যৎ পুরাণের লিখন,
সেই লিখনেই আমি এখন,
হয়ে রয়েছি নিতান্ত নীচগামী।

কিন্তু আর রয় না মান, অপ্রমাণ অপমান,
দশ দিগ বিমান দেখি আমি॥
শস্য প্রসবেন ধরিত্রী, আমি তার অধিষ্ঠাত্রী,
জীবগণে পায় আমারি কৃপায়।

কলির রাজা শক্র হয়ে,
মুখের আহার কেড়ে লয়ে,
দেশান্তরে কেন তা লয়ে যায়॥
লয়ে যক্ তায় নাইকো হানি,
খেয়ে না হয় বাঁচুক প্রাণী,
তাও নয় এ ভয়ঙ্কর কথা।
ভারতে শস্য হয় যাহা যে,
সকলি বোঝাই হয় জাহাজে
ছারে খারে যাচ্ছে গিয়ে তথা॥

যেগুলি চাল তথায় লয়, অর্দ্ধাংশ মদ্য হয়,
সিকি অংশ বস্ত্রের চাক্‌চক্য।
সিকি অংশ যা রয় পরে, বরাহদেহ পুষ্টি করে,
ভেবে দেখ কি ভয়ানক বাক্য॥
যে ধন্‌টা জীবন ধার, সার পদার্থ বসুধার,
যা বিনে প্রাণ রক্ষা হওয়া ভার।
হাহাকার বঙ্গদেশে, হেন আমার অঙ্গ শেষে,
হ'ল মদ্য শুকরের আহার॥
হবে না কেন হ'তেই পারে, হিন্দুর মন্দ ব্যবহারে,
বাঙ্গালি কাঙ্গালি আরো হবে।
দেখে মনোদুঃখে মরি, আমাকে বিক্রয় করি,
ঝাড়-লণ্ঠন খরিদ করেন সবে॥
ধান্যকে সামান্য ভাবে, এমন সামান্য ভাবে,
বাস করিব বল কার ভবনে।
কতশত নর আমায়, ফেলে দিচ্ছে নর্দামায়,
উচ্ছিষ্ট বলিয়ে পত্র সনে॥

পাতকী তাবৎ ব্যক্তি, নাহি পূজা নাহি ভক্তি,
ভবন যেন যবন-ভবন।
আপন আপন ধর্ম্ম ছেড়ে,
বেড়ায় টোঁড়া লেজুড় লেড়ে,
বিষ নাই এ বিষয়টা কেমন॥
মর্ত্ত্যে আমি মরতে থাকি,
কি আহারে প্রাণটা রাখি,
আহারের মধ্যে গব্য-রসটাই বটে।
কলির জীব দফা সারলে, ধাড়ী শুদ্ধ তার মারলে,
তরু গেলে রস কোথা আর ঘটে॥
মজেছে আমোদে মদে, মম অনাদর পদে পদে,
সুতরাং কুত্রাপি সুখ নাই।
কর প্রতিকার সদয় হয়ে, নতুবা বিদায় লয়ে,
জনকের জলে প্রাণ জুড়াই॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল একতালা।

যত্ন কা'র আছে আমাকে।
বংলে অযতন কি রতন থাকে॥
আমি ত্রিলোকমাতা সবাই ত তা জানে,
তবে জীবের মাতৃভক্তি হয় না কেনে,
ভ্রমে কভু আমার সন্ততি সন্তানে,
জননী ব'লে না ডাকে।
আমি লক্ষ্মী আমার শস্য করি দান,
ভূতলবাসী জীবের রক্ষা করি প্রাণ,
তারা কেন তবে যত্নে আমায় সবে
মস্তকে তুলে না রাখে॥

ধরা বলেন যেরূপ অগ্রে, কমলাও সুর সমগ্রে,
ধরার তুল্য নিজ দুঃখ জানান।
উভয়েতে শোকাবিষ্ট, উভয়ের ভাব করি দৃষ্ট,
গীষ্পতের ক্রোধে কম্পবান্॥
পবনে ডেকে বলেন ত্বরায়, গত বর্ষ তুমি ধরায়,
গিয়ে কি করেছ প্রতিকার।
পবন বলেন ত্রিলোকস্বামি,
যা ক'রে এসেছি আমি,
কতকাল শুরুলি থাকবে তার॥

পুড়ে মর্‌বে মনাগুণে,
লোকের ভিটের সরিসে বুনে,
এসেছি করেছি দর্প চূর্ণ।
আমার বাক্য যদি ধরেন,
দেখতে সে সব বাঞ্ছা করেন,
পারি দেখাতে আছে অনেক চিহ্ন॥
বিষ্ণু বলেন করেছ যেন, তবে এরূপ ঘটে কেন,
আবার জীবে করে অত্যাচার।
পবন কন তা বল্‌তে পারি, প্রসব হইলে নারী,
প্রসব-বেদনা মনে থাকে কি আর॥
সঙ্কটে পড়িলে জীব, দেবতার নিকট যাচে শিব,
মুক্তি পেলে ভক্তি নাস্তি আর।
খাদ্যদ্রব্য দেও অধরে, গলাধ হইলে পরে,
কার মনে আর থাকে তার তার॥
গর্ভে যখন জীব থাকে,মনে দেবতায় ভক্তি রাখে,
সব নষ্ট ভূমিষ্ঠ হইলে।
সৎপথে আর হয় না চলা,
ডেঙ্গায় উঠে কুমীরকে কলা,
পার হয়ে প টনীকে শালা বলে॥
বিশেষ দেখ কলিকালে,
চোখে অঙ্গুল দিয়ে বুঝালে,
বুঝে না সবাই অচৈতন্য।
চৈতন্য থাকিলে দেশে,
মজতো না কেউ হিংসা দ্বেষে,
জানত ভেদ কি পাপ কি পুণ্য॥
চৈতন্য আর আছে কোথায়,
থাকলে কি কেউ নারীর কথায়,
পিতা মাতায় করিত অভক্তি।
চৈতন্য যদি থাকিত, ভিখারিকেও ভিক্ষা দিত,
প্রাণান্তে কর্‌ত না কটু উক্তি॥
চৈতন্য আছে কার ঘরে, ও পদার্থ থাকলে পরে,
পরনারীকে জননীসম জানত
চৈতন্য যদ্যপি থাকত,
বাসে অতিথি যেমন দেখ্‌ত,
নিষ্ঠমনে ইষ্টসম মান্‌ত॥
থাকিলে চৈতন্য ধন, তবে জীবে পরের ধন,
মৃত্তপিণ্ড জ্ঞান করিত মনে।
পাইলে চেতনার পথ, তবে জীব আত্মবৎ,
জ্ঞান করিত সকল প্রাণিগণে॥
চৈতন্য হৃদয়ে ধরি, মূত্র পরিত্যাগ করি,
তবে যেন জল ব্যবহার থাকত।
চৈতন্য যদ্যপি থাকে, তবে কি নিজ পিতাকে,
মাইডিয়ার ফ্রেণ্ড ব'লে ডাকত॥
চৈতন্যহীন হয়ে জীবে, দিন দিন আরো মজিবে,
ভাবে কতকাল যেন পাপ শরীরে।
যত ফিকির যত মন্ত্রণা, তত ফকির তত যন্ত্রণা,
আর কি ঘটনা হয় পরে॥

রাগিণী ললিত—তাল ঝাঁপতাল।

অধন্য কলিযুগে চৈতন্য নাহি জীবে।
চৈতন্য থাকিলে পরে কুপথে পদ কেন দিবে॥
না জানে নীত না মানে হিত
না শুনে পুরাণ বেদ,
করিতেছে কলুস বৈশ্বানরে নরে শরীর স্বেদ,
ভ্রমণ ভ্রম অন্ধকারে রজনীদিবে।
জীব, জানে না যে অহংকার,করে সদা অহঙ্কার,
নশ্বর এ সংসার পশার গৌরবে।
জলজদল জলতুল্য চঞ্চল জীব-জীবন,
চঞ্চলা সমান ধনজন জেন ব্রজমোহন,
গেল রে কাল এল সে কাল ভাবনা কি হবে॥

বাক্যবাক্যে অঙ্গ জ্বলে, ঘৃত যেন জলন্তানলে,
কন কমলাপতি ক্রোধভরে।
সৃষ্টিপালন আমার ভার,কিন্তু জীবের যে ব্যাভার,
তার প্রতিফল দিব এ বৎসরে॥
তুমি দিয়েছ সাজা এমন,
তাতে কেউ হ'লনা দমন,
এইবার সায়েস্তা হবে সবে।
করেছি উত্তম যুক্তি, কোনমতে আর নাই মুক্তি,
হাতে না মেরে ভাতে মারতে হবে॥
দিব কষ্ট অসঙ্গত, কলিতে প্রাণ অন্নগত,
অন্ন বিনে চৈতন্য না রবে।
এই দেনো উচিত শাস্তি, ওদফায় হলে নাস্তি,
কান টানিলেই মাথা এলো তবে॥

ক কন্ হে বনিতে,যেওনা এবার অবনীতে,
বৈকুণ্ঠে বাস কর সগণ সনে
লক্ষ্মীকে কহেন ত্বরায়,এবার তুমি গিয়ে ধরায়,
যন্ত্রণা দাও যত জীবগণে॥
ডেকে বল্‌ছেন কোথায় অরুণ,
অরুণ বলেন আজ্ঞা করুন,
বিষ্ণু বলেন কথাটী আমার মেনো।
নামটী তোমার দিবাকর, অমনি এবার দিবা কর,
তৈয়ারি শস্য পুড়ে যায় হে যেন॥
বরুণে কন শুন কারণ, বারিদগণে কর বারণ,
সময়ে না দেয় যেন বারি।
যমকে বলেন ও বাবাজ, হ'ল যে মমারক গাজী,
এ অকালে মহরম তোমার॥
অন্ন বিনে উপবাসে অনেকে যাবে তোমার বাসে,
করতে হবে অনেক বিচার।
খুব তুমি সতর্ক থেকো
কাগজ পত্র শিথিল রেখো,
এইবার হবে নরক গুলজার॥
যম বলেন কৃপানিধান, বললে বটে সুবিধান,
কিন্তু কোথা স্থান দি সবারে।
মূল কথা তবে জানাই, নরকে আর জায়গা নাই,
বুজে গেছে ঝড়ের বৎসরে॥
অন্ন বিনে প্রাণ হারাবে, যমালয় অনেকে যাবে,
আমারি বড় সর্ব্বনাশ হ'ল।
বিষ্ণু বলেন ভয় কি এত, এবারকার রপ্তানি যত,
নরদামা আর রাস্তা ঘাটে ফেলো॥
দুর্ভিক্ষে কহেন ডেকে, কি কর এখানে থেকে,
এবার গিয়ে অবনী দখল কর।
সর্ব্বত্রে যাইবে শেষে, প্রথম উড়িষ্যা দেশে,
সমুদ্রের ধার হইতে ধরো॥
বলতে বলতে বিপদ ভারি,
যার প্রতি যে হুকুম জারি,
প্রাণপণে সে তেমনি তামিল করে।
ভয়ানক রাক্ষসীবেশে, অলক্ষ্মী এলেন দেশে,
খাই খাই শব্দ ঘরে ঘরে॥
তৈয়ারী ফসল ছিল মাঠে,
দশ দিন বাদে চাষায় কাটে,
এক পসলা জল বিনে যায় জ্বলে।
কলাই মটর মুসুরি যব, লক্ষ্মীর বরযাত্র সব,
লক্ষ্মী গেলেই এরা গেলেন চ'লে॥
অলক্ষ্মী দেন অশুভ জ্বেলে,
ক্রমশ দর চড়ছে চেলে,
খেলে মাথা শস্য মুলুক ময়দান।
দেন দুখ ধরাবাসীকে, যখন হ'ল চৌদ্দ সিকে,
অমনি লোকের শিকেয় উঠলো প্রাণ॥
চারি সাড়েচারি তাতেও বাঁচে,
দেখতে দেখতে দাঁড়ায় পাঁচে,
স্থানে স্থানে ছয় পর্য্যন্ত ঠেক্‌লো।
হরিৎ খন্দে টান্ যে পড়ে,
চালের সঙ্গে সেটাও চড়ে,
এক কালে নিদান ডাক ডাক্‌লো॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল কাওয়ালি।

ধরাতলে শুন শব্দ হাহাকার।
মরি হায়গো একি দুখ দুর্নিবার,
যায় যাতনায় প্রাণ সয় না যে আর,
অন্ন অভাবে সবে চৈতন্য হারায়ে
নয়নে দেখে অন্ধকার॥
লয়ে বালক বালিকা কোলে জননী,
অনাহারে হারায় প্রাণী জঠর-কঠোরানলে,
জ্বলে দেয় রজ্জু গলে,
কেউ করে জীবনে জীবন সংহার॥

এখানে দুর্ভিক্ষ এসে, প্রথম উড়িষ্যা ঘেঁসে,
মেল্‌লেন তাঁবু কব্‌লেন বড় জোর।
চেটিয়া ধব্‌লেন দেশটা যুড়ে,
ভূঁড়ের প্রাণ গেল উড়ে,
বলে এ যে ঘট্‌লো বিপদ ঘোর॥
দুর্ভিক্ষ রাজার কটকে, দৌরাত্ম্য করে কটকে,
ফাটকে আটকে কত জনে।
হ'ল শব্দ খাই খাই, বড় বিপদ প্রাণ রাখাই,
কত জীব যায় শমনসদনে॥
পায় দুখ সবাই মিলে,দেশের দোষে ঐ সামিলে,
জগন্নাথ দেব পড়িলেন বিপাকে।

ছুটী নেয়ে শতবার, বেড়াইলে শত দ্বার,
ভিক্ষুকের এক পালি হয় না আর ॥
দয়ামায়া আর রৈল কোথায়,
পুত্রের আহার পিতামাতায়,
কেড়ে লয়ে আপনি দেন উদরে।
পুত্রগণেও হয়ে পাষাণ, একূলে অকূলে ভাসান,
অশীতিপর জনক-জননীরে ॥
যায় প্রাণ যায় অবশেষে,
অন্নের জন্য দেশ বিদেশে,
অসংখ্য কাঙ্গালি স্থানে স্থানে।
জাত বিচার নাই কিছু মাত্র,
পরস্পর এক গোত্র,
অন্ন পেলেই অর্পণ বদনে ॥
পতিত উচ্ছিষ্ট পাত, পথে হইলে দৃষ্টিপাত,
কাড়াকাড়ি যত কাঙ্গালি জোটে।
যেমন কমলার ছিল ক্রোধ,
তেমনি দিলেন পরিশোধ,
নরদামার ভাত নরে খাচ্ছে খুটে ॥
বিশেষরূপে কাজ কি নেড়ে,
আগে কত পাতিনেড়ে,
হিন্দুর দ্রব্য ছুঁত না দিত ফেলে।
এবার ঘুচে গেলো সে পণ,
বলে খোদা দিয়েছে স্বপন,
জাত যাবে না হিন্দুর খানা খেলে ॥
আল্লাতালা মেহেরবাণী,
করে দেগা কুছ দানাপানি,
সান্‌কী হাতে ধন্না দ্বারে দ্বারে।
কাতরে করে দন্তে কুটা, যাচে অন্ন একটী মুঠা,
সোজা হয়েছে কুদের মুখে পড়ে ॥
এ অকালে ভুরি ভুরি, অসংখ্য ডাকাতি চুরি,
বিশেষ জানি রাস্তার রাহাজানি।
এক পোয়া চাল সঙ্গে যার,
পথে জীবন রয় না তার,
কিম্বা জীর্ণ বসন একখানি ॥
বলতে বাণী বুক বিদরে,দ্রব্য বিকায় মাটীর দরে,
সোণা রূপার নাম শোনে না লোকে।
ছাগল আর ভেড়ার তুল্য, একটী মানবের মূল্য,
ঊর্দ্ধসংখ্যা এক টাকা পাঁচসিকে ॥

শুনেছি প্রাচীন লোকের মুখে,
দুই চারি দিন দ্বন্দ থাকে,
যত অকাল পূর্ব্বে হয়ে গেছে।
এমন আর দেখেছে কেটা,
যার মেসে অকাল এটা,
কলিতে বুঝি এর নাগাড় না ঘোচে ॥
কিন্তু এই উপসর্গে, অনেক মহোদয়বর্গে,
অর্থের সার্থক কল্লেন শুনি।
প্রধান নগর কলিকাতায়, শীলগোষ্ঠীর শীলতায়
শীতল হয়েছে অনেক প্রাণী ॥
এ হতে কি ধর্ম্ম আরী, পাথুরেঘাটার বারোয়ারি,
ফল হ'তে হয় অনেক অন্ন দান।
বৰ্দ্ধমানে অনেকদিন,রাজা বাঁচালেন অনেক দীন,
অন্ন বস্ত্র করিয়ে প্রদান ॥
কিন্তু খরচ বাড়িল যত, দেবসেবা রোজ সদাব্রত,
কমিয়ে করেন আয় ততোধিক।
অনেক চাকর জবাব পায়,
তাতেও কিঞ্চিৎ হ'ল আয়,
জমাখরচে হরণ পূরণ ঠিক ॥
মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে, কাশিমবাজার স্থলে,
শ্রীমতী স্বর্ণময়ী মহারাণী।
করে দৃষ্টি কৃপাচক্ষে, সে দেশটী করেছেন রক্ষে,
তিনি দ্বিতীয়া অন্নদা ভবানী ॥
এইরূপ অনেক স্থলে, ধনী কিম্বা ভদ্র দলে,
চাঁদা করে করেন অন্নদান।
কিন্তু এ দুখ পায় প্রজারা,দেশের অধিপতি যারা,
তাঁরা ত কটাক্ষে নাহি চান ॥
সরিষার তৈল নাকে দিয়ে,
এয়ার চেঞ্জ কত্তে গিয়ে,
বড়কর্ত্তার নীলগিরিতেই বাস।
কালি দিয়ে কর্ত্তার কুলে,
ছোট মহাশয় ল্যাঙ্গুড় তুলে,
দার্জ্জিলিঙ্গে পালালেন কয়মাস ॥
বাঙ্গালী এখন বিপদ্‌গ্রস্ত, রাজার নাই উপরহস্ত,
লবার বেলা ন্যায়বাগীশের হস্ত।
বাঙ্গালার অর্থে পান বেতন,
বাঙ্গালা যখন বেওতন,
চালুনি করে খোল বিলালেন কত ॥

দিতে হবে না ঘরে থেকে,
ঘরের পুঁজি বজায় রেখে,
কৈফিত ফণ্ডে আগে যা জমা ছিল ॥
তা দিলেইত বাঁচিত দেশ,
দেওয়া চুলোয় যাক নাই উদ্দেশ,
টাকা শুদ্ধ সহমরণে গেল ॥
বাঙ্গালার ফসল বাঙ্গালার অর্থ,
লয়ে যাদের পুরুষার্থ,
বাঙ্গলা হতেই যাদের এত ঐশ্বর্য্য।
সেই বাঙ্গালীর দুঃখ নানা,
চক্ষু থাকতে হয়ে কাণা,
দেখেও দেখেন না কি আশ্চর্য্য ॥

রাগিণী ললিত—তাল একতালা।
এবার মুক্ত কই, শক্তকরে কই,
রাখলেন না ত রাজা প্রজারে সঙ্কটে।
রাজদণ্ড যারে, পুত্রবৎ প্রজারে,
পালন করলে রাজা যথার্থ বটে ॥
দৈব-দুর্বিপাকে আমরা দুঃখ পাই,
ভূপতির তেমনি দয়ায় খামি নাই,
কার কাছে দাঁড়াই কারে দুখ জানাই,
ভাবি তাই গো,
এখন গমন হয় ত বাঁচি শমন নিকটে ॥
রাজেশ্বরী মাতার অন্তরে নিবাস,
রাজ্য তার থর্ব্ব এমন সর্ব্বনাশ,
মনের অভিলাষ তাঁর কাছে,প্রকাশ যদি হয় গো,
তিনি জানলে কি প্রজার এ দুর্গতি ঘটে ॥

এইরূপ যৎপরোনাস্তি, সকলেতে পায় শাস্তি,
সংসারে আর কেউ নাইক সুখী
জীয়ন্তে সব ম'রে আছে,
পেটের ভিতর হাত লেগেছে,
কারু কারু কিঞ্চিৎ বুদ্ধি দেখি ॥
নর পড়েছেন ঘোর দুঃখে,
রাজা প্রজায় করেন না রক্ষ,
আবার দেখ উৎপাত তার পরে
কপাল মন্দ দোষ দিই কারে,
চাল কলাইয়ের দোকানদারে,
এ অকালে হাতি বেঁধেছেন দ্বারে ॥

দ্বিগুণ হলেও মন ওঠে না,
ব্যবসাদারের সাধ মিটে না,
যথেষ্ট লয়েছেন আগে শুষে।
উঠলো যখন বিষম চড়ে,
ঈশ্বরের গজবে পড়ে,
যৎকিঞ্চিৎ দিতে হ'ল শেষে ॥
কারু অহঙ্কার রয় না কালে,
ঝড়ের পর একান্ন সালে,
মহাজনগুলো হজম হয়েছিল।
এবার শুমোর আর কি খাটে,
এক আনাতেই এক রোজ খাটে,
অন্ন নাস্তে জন খাটায় কে বল ॥
খাটলো যদি দশে পাঁচে,
তাতেই বা কিরূপে বাঁচে,
তার পয়সা অনেক পরিবার।
চালের দরে লাগলো দিশে,
আসবাব গুলো হবে কিসে,
বেঁচে থাকলে কড়া হয় না আর ॥
ঝড়ের পর না আনাজ থাকে,
ওল কচুতেই মুলুক রাখে,
অকালেতেও ওদের মানটা বাড়ে।
ক্ষুধায় অন্ন নাহি পেয়ে ওল কচু সিদ্ধ খেয়ে,
অনেক লোকেই জীবনধারণ করে ॥
সুতরাং ওদের অহঙ্কার, দিয়ে বলছেন হুহুঙ্কার,
নিচেয় থেক কই কেন নীচগামী।
চাল অভাবে মুলুক রাখি মর্য্যাদা ব আর কি বাকী
প্রায় বাঙ্গালার বাদসা হলেম আমি ॥
কোথা গেলে হে কচু ভায়া,
পেয়েছ এবার মস্ত পায়া,
বচুপোড়া খাও কথাটি নাই মুখে।
ভেবে দেখ এই অকাল মাঝে,
আমরা বই কে লাগলো কাজে,
কোন্ হেটা আর মানুষ আছে মুলুকে ॥
এইরূপ হীনের জারী, মুগের মাথায় মুগুর মারি,
বাজারে কলাইএর বেশী দর।
তবু লোকে কয় যে ক্লেশে,
আমাদের এই বাঙ্গলাদেশে,
ডালের মধ্যে কলাই গার্দর ॥

সার জেয়াদা অল্প খোসা,
ভালটি ভাল গুটীপোষা,
একটি দোষ কফাধিকা ঘটে
ইহার এক গুণ আছে ভাল,
যত জল উঠাতে ঢাল,
তত উহই সাজে রোদ পেলেই গোল মিটে
হেথায় জীব নানাস্থানী অন্নাভাবে হারায় প্রাণী,
হাহাকার উঠে চতুর্দ্দিকে
ন দেখো সৃষ্টিনাশায়, বিষ্ণুর কৃপা হইল তায়,
লক্ষ্মীপতি কহেন লক্ষ্মীকে॥
যা হবার হয়েছে মন্দ আকুল পৃথিবীশুদ্ধ
দেখ সৃষ্টি রসাতলে যায়।
যেরূপ ঘটেছে অকাল, হয়েছে সবে মন্দ নাকাল,
এখন কর যায় থাকে জয়॥
স্বামীর কথায় সুরমাতো,
কৃপা করেন আজি রমারো,
ও ফসলটি বিধাতা করলো
শুখিয়ে মাটী ফাটে
এক থাবলা জল ছিটে
দিলে কি তা শীতল হয় ॥
বুঝ তেমনি হাহাকার, পালেন কষ্ট পুনর্ব্বার,
বলেন কৈ গেল না জীবের কষ্ট
তুমি সদয়া হয়ে প্রিয়ে, একটু দয়া সমর্পিয়ে,
আমন ধান্যেও কর কৃপাদৃষ্ট॥
লক্ষ্মী কন গোলোকেশ্বরে,
যেতে আমার মন না সরে,
মন গেছে তাই এসেছি মহী ছেড়ে।
বিষ্ণু কন আর মান কি হরে,
যে সাধ্য পেয়েছে নরে,
বেলজোয় আর ফবার যায় মেড়ে॥
আর একটা কথা বলি, জীবের কষ্ট নয় কেবলি,
আমারো বিশেষ কষ্ট আছে দেখি।
শুনহে বিশ্বমোহনে, তুমি না গেলে পৃথিবীতে,
আমি তবে কোনখানে বাস করি॥

রাগিণী সিন্ধুভৈরবী—তাল পোস্তা।

হরি তেয়াগিবে এই মন সঙ্গা হরিপ্রিয়ে।
বুচন ফাঁকি দিলে পীতাম্বর সম্পদ দিয়ে॥
জানে কয় আর শুন, মা তুমি জগৎজননী.
কুপুত্র বটে তবু বল কি হবে কি বলিয়ে॥
অপরাধ ক্ষমা কর, দরিদ্রের দৈন্যতা হর,
কপালটাকে হেরি, রও কেন নয়ন মুদিয়ে॥

বিরহ।

প্রতিবাসীর দুঃখেতে দুঃখিত হয়ে অতি
একদিন কুমুদী কন পদ্মিনীর প্রতি॥
ওগো দিদি রাখিস যদি আমার একটি কথা
তোদের মাগ ভাতারের কাণ্ড দেখে
মনে পাই ব্যথা॥
কোথাকার পতঙ্গ ভৃঙ্গ তার সনে প্রণয়।
করিস নিত্যি নতন কাঁও ভাল ত এ সব নয়॥
তুই নিজে পদ্মিনী যত নারীর মধ্যে দেব।
ভ্রম গেল না তোর পতি নাহি সাজে কি ভ্রমরা॥
কত ভাগ্যবরে পেলে পরে লয় তোরে আদরে।
সেটা কি তোর যোগ্য বর ভাগ্যে সব করে॥
তোর কি মনের ধোকা সেটা বনের পোকা
পোঙ্গা পাকায় শেষ।
হদ্দ সেটা মোনাকটা বিদ্যার নাইক লেশ॥
পেটটী কোঙ্গা তালের ডোঙ্গা দেখে পায় হাসি।
যক্ষ কালো ঠিক যেন লো অমাবস্যার নিশি॥
এইত বাছার রূপের ছটা আবার ছটা।
চয়ণ দেখি।
গুণের মধ্যে কেবল গুন গুন করে সখি॥
ও গুন গুন করা কি গুণ গুণে গুণ নয় লেখা।
কাটের মধ্যে গণ্য আবার পিঠের উপর পাখা॥
রূপ থাকে কিম্বা গুণ থাকে তা একটা হলেও মানি

চারিদিকে চূড়ান্ত তোর ভৃঙ্গ গুণমণি॥
তুই আসল গরদ তোর কি দরদ জানিবে
খুঁয়ে তাঁতি।
তোরে ব্যঙ্গ করে ভৃঙ্গ বেটা তাই ত আমি তাঁতি
তুই প্রতিবাসী তোরে ভালবাসি ভাল বলিতে হয়
মরি লাজে তোর কি সাজে তোর সনে প্রণয়॥
হায় বিধি কি বল্লে বিধি এই কি দিদি প্রথা।
তার কপালে তোরে মিলালে বড় ঘেন্নার কথা॥
তুই যত্ন ক'রে ভ্রমরারে মন কেন বল দিলি।
পোকার সঙ্গে পীরিত করে ক্রমে পাকিয়ে গেলি

রাগিণী খাম্বাজ—তাল কাওয়ালি।

কেন মন দিলি তারে কমলিনি।
বল গো দিদি বল শুনি।
কি রসের রসিক সেই ভৃঙ্গ,
মরি হায় হায় হলো হকি রঙ্গ,
তারে দেখে জ্বলে অঙ্গ,
সেত মনের মত নয় ধনি॥

তখন, কমলিনী কয় গো দিদি,
ও সব কথা বললে যদি,
মন দিয়ে শুন তবে কিছু বলি।
তার সনে মম প্রণয়, অদ্য কল্য নতন নয়,
সে যে আমার পৈতৃক ধন অলি॥
পতঙ্গ পদ্মিনীর পতি, ক'রে দিয়েছেন প্রজাপতি
সম্মতি পীরিতি নয় লো সই।
হয়েছে পূর্ণ পীরিত, আর যাবে কেমনে সে রীত,
কুরীত হলেও পীরিত নাই সে বই॥
সে জানে না আমা বিনে,
আমি তা বিনে ভাবিনে,
নবীনে প্রবীণে নাই বিচার।
তিলে তিলে ভাবি তারে,
বেঁধে রেখেছি মধুর তারে,
আমি বই কে তারে তারে আর॥
সে আমার ধন বাবারকেলে,
চাইনে অন্যে তারে ফেলে,
ভজ দিলে ভৃঙ্গ হয় সারা।
কি লয়ে সে সংসারী,
তার সকল কর্ম্মই আমি সারি,
সে দারী আমি লো তার দারা॥
তুমি বল তার শ্রী নাই, সে কথা তবে জানাই,
আমার পক্ষে সে ত কুশ্রী নয়।
সদাই তারে বল কালো,
আমি ত বলি কালই ভালো,
কালোতে জগত আলোময়॥
পুরাণে শুনি চিরকালি, কালিমূর্ত্তি দেবী কালী,
কালো পরে কাল হয়েন তিনি।
কিসে কাল নিন্দে হলো,
স্বয়ং কৃষ্ণ আপনি কালো,
কালো কোকিলের মধুর স্বর শুনি॥
কালো গরুর দুগ্ধ ঘন, গগনে কালো নবঘন,
কালো গোঁপে হয় পুরুষের বেশ।
চক্ষের মধ্যে মণি কালো,
কালো ভ্রূতে আর ভালো,
মাথার শোভা থাকিলে কালো কেশ॥
কালো লোম থাকিলে গায়, লক্ষণযুক্ত বলে তায়,
কালো নারীকে শ্যামাঙ্গী কয় লোকে।
কালো অঙ্গের অনেক গুণ, শীতকালে যেন আগুন,
গ্রীষ্মেতে শীতল ভাবে থাকে॥
যদি কখন অঙ্গ জ্বলে, পড়িলে গিয়ে কালো জলে,
আর কি জ্বলে অমনি জ্বালা যায়।
কি দিব সই কালোর লেখা,
সাদা কাগজে কালোর লেখা,
ত্রিজগতের কর্ম্ম চলে তায়॥
দন্তে দিলে কালো মিশি, ইচ্ছে হয় তাতে মিশি,
কালো কাজলে নয়ন শোভা করে।
চাঁদ করে জগতের আলো,
তার মাঝে কলঙ্ক কালো,
কালাপেড়ে কাপড়ে মন হরে॥
কালো ভাল কি আজিকালি,
পূজা করিতে মহাকালি,
কালো পাঁটা বলিদান সুবিধি।
কালোতে না করি ঘেন্না,
কালো তিল বিনে হবে না,
যাগ যজ্ঞ শ্রাদ্ধ তর্পণ আদি॥

কালোর কথা আর তুলো না,
কালোর সখী নাই তুলনা,
মন ভোলে না কালো ভৃঙ্গ বই।
মন দিয়ে সেই কালোর প্রেমে,
কাল কাটালাম ক্রমে ক্রমে,
কালোর নিন্দে কেমন করে সই॥

রাগিণী ইমন—তাল একতালা।

কেন তারে বল কালো।
সেত কালো নয়, সাধে কি প্রণয়,
তার সনে হলো॥
আমি তারে সই কালো কি দেখি
হৃদয়ের ধন হৃদয়ে রাখি,
সে আমার আমি তার গো সখি,
বিধি মিলাইল।
সে আমার সই নয়নতারা,—
তিলে তিলে তারে হইগো হারা,
কেমনে সে ভাব জানিবি তোরা,
সে যে মন ভুলালো॥

কুমদিনী কয় সরজি, তুই হলি বড় গরজি,
লুটতরাজি কচ্ছে তোর অলি।
সে বেটাকে যোগ্যপাত্র,
ভুপিলি তারে মধুর পাত্র,
স্থলে পাত্র এই মাত্র বলি॥
ভাবিস্ তাহারে আপন,
সে করে না তোর আলাপন,
এ পোড়া পীরিতে কাজ কি বল।
আমি যারে সর্ব্বস্ব ভাবি,
সে নহে সে ভাবের ভাব,
এমন ভাবে ফলিবে কিবা ফল॥
তুই যে কান্দিস্ ফু'লে ফু'লে,
সে বেড়ায় বিবিধ ফুলে,
ফলে তার মন নাই তোর প্রতি।
সদাই বল মনের মতন,
তার দেখিনে মনের যতন,
তোমায় প্রীতি তার প্রতি অপ্রীতি॥

তুমি বল সে আমার নাগর,
তার কাছেতে যাক্ টগর,
রসের সাগর সে যে নাগর অলি।
কখন রয় বেলের বশে, কখন বকুলে বসে,
কৃষ্ণকেলির সঙ্গে করে কেলি॥
কখন জাতিতে যায়, ঝাঁটীর কাছে ঝেঁটা খায়,
জুত খেলেও জুতির কাছ না ছাড়ে।
য'বার কাননে যাই, জবার কাছে দেখতে পাই,
কাঞ্চনে তার আকিঞ্চন বাড়ে॥
আসিবে কি জলপদ্মে, স্থল পেয়েছে স্থলপদ্মে,
অশোকে আশোক বড় তার।
কখন বা পিক ভুল, চম্পাকে বসায় হুল,
কখন মধু খায় মল্লিকার॥
ভ্রমরের দেখ যেজায়, কিংশুকে কিংশুকে যায়,
বড় যত্ন মালতীরে করে।
কখন বা উদোগোঁড়ে, কেতকিনীর কাঁটায় পড়ে,
ডেনা ছিঁড়ে উড়তে নাহি পারে॥
দিদি লো তোর নাগরমণি, কখন রয় সূর্য্যমণি,
সবে বরে নীলমণির মত।
কখন বা গন্ধরাজে, গোলাবে কভু বিরাজে
নিত্যি নূতন জোটে তার কত॥
ও সরজি শোন্ শোন্, তোর পতি পর-পরায়ণ
পরের মুখে মুখ দিয়ে হয় শুচি।
কেমনে সে হলো শ্রেষ্ঠ, খায় যে পরের উচ্ছিষ্ট
তার প্রতি আমাদের হয়না রুচি॥
তোর কাছে কেবল সই, কর্ম্মে আসে রোজসই
নইলে বঞ্চে অলি পঞ্চ ফুলের কাছে।
করিবে কি তোর মধুপান,
এখন অন্য ফুলেও মধুপান,
এর বাড়া তোর অপমান কি আছে॥

রাগিণী বাহার—তাল কাওয়ালি।

করো না করো না লো কমলিনি
ভ্রমরে আর যতন।
সে ত সরল নয়, হৃদে গরলময়,
মুখে আমার আমার করে অলি
সে যে অলীক আলাপন।

আমিত জেনেছি তার রীত,নয় উচিত এ পীরিত
আছে জগতে বিদিত ভৃঙ্গের কুরীত।
নাহি সুখোদয়, ছিছি ঘেন্না হয়,
দিদি নাই নাই তোমার আর
তার সনে প্রেম প্রয়োজন।

সরজিনী কয় সজনি সকলি আমি মানি।
ভৃঙ্গ বেড়ায় পঞ্চ ফুলে সে সব বার্ত্তা জানি॥
কিন্তু দিদি সে দোষেতে দুষী হয় না অলি।
পুরুষে যা করে সেত পৌরুষ সকলি॥
বেটা ছেলে এ সব দেখে দুষী বলিনে তাকে।
মেয়ে মানুষের তিলটী হলেই তালটী করে লোকে
সোন্‌গো সই সকলি সই মনের কথা বলি।
সে যে করে গুন গুণ ঐ গুনে না ভুলি॥
তুমি যে বল আমার পতি বেড়ায় পঞ্চফুলে।
পঞ্চ তুল্য মান্য আছে কেবা ভূমণ্ডলে॥
মহাদেবের পঞ্চমুখ ব'লে পঞ্চানন।
পঞ্চজন্য শঙ্খ বাজান আপনি নারায়ণ॥
পাণ্ডবেরা পঞ্চ ভাই পাঞ্চালীর পতি।
পঞ্চ স্বামী দ্রৌপদীর তবু হইল সতী॥
দেবতা অভিষেকে দেখ পঞ্চগব্য আগে।
মহামায়ার মহাস্নানে পঞ্চ কষা লাগে॥
অমাবস্যে প্রভৃতি সই পঞ্চ পর্ব্ব দিনে।
শুভকর্ম্ম করে লোক সেই শুভক্ষণে।
পঞ্চভূত আত্মা আছে পঞ্চবস্তু যায়॥
পঞ্চত্ব পাইলে পঞ্চ পঞ্চস্থানে যায়॥
পঞ্চমত উপাসক পৃথিবীতে হয়।
পঞ্চগোত্র ছাড়া হ'লে ব্রাহ্মণ সে নয়॥
পঞ্চামৃত দেয় নারী গুর্ব্বিণী হইলে।
পঞ্চ শস্য ডালায় রাখে বরণের কালে॥
পঞ্চরত্ন মন্দিরে হয় দেবতার স্থাপন।
পঞ্চতি করিতে লোকে মানে পঞ্চজন॥
প্রাতঃস্মরণীয় অহল্যাদি পঞ্চ নারী।
পঞ্চকোল পাচন সে রোগ নষ্টকারী॥
মদনের পঞ্চশরে অস্থির ভুবন।
পঞ্চবর্ষের বালক হয়ে ধ্রুব গেল বন॥
দৈবকর্ম্মে হোম করিতে লাগে পঞ্চগুঁড়ি।
পঞ্চবর্ষ বয়স হলে ছেলের হাতে খড়ি॥
পঞ্চ প্রদীপ জেলে হয় দেবতার
পঞ্চমুখী জবাফুলে তুষ্ট ভগবতী॥
গিরিশের গৃহিণী গৌরী গিরিরাজার কন্যা।
পঞ্চতপ করেছিলেন পঞ্চাননের জন্য॥
পঞ্চবটীর বনে রাম সীতা হারা হয়ে।
কার্য্যসিদ্ধি করেছিলেন পঞ্চ কপি লয়ে॥
দেহের মধ্যে দশেন্দ্রিয় পঞ্চে বিভাগ তার।
পঞ্চনখীর মাংস ভক্ষ শ্রাদ্ধে ব্যবহার॥
ভোজনকালে ভূতলে দেয় পঞ্চভাগে অন্ন।
পঞ্চগ্রাসী করেন দ্বিজে পঞ্চাত্মার জন্য॥
ভারত পঞ্চম বেদ যাহাতে জীব তরে।
পশুগণের রাজা সিংহ পঞ্চাস্য নাম ধরে॥
পঞ্চাঙ্গ পুরশ্চারণ দেখ সকলের শ্রেষ্ঠ।
পঞ্চমূল পাঁচনে করে কাস রোগ নষ্ট॥
পঞ্চপিত্ত লাগে দেখ করিতে মহৌষধি।
পঞ্চ পাত্রে আছে এক পার্ব্বণশ্রাদ্ধ বিধি॥
সামান্যে দেবতাপূজা পঞ্চ উপচারে।
বামাচারীর শ্রেষ্ঠ সাধন পঞ্চ মকারে॥
পঞ্চদশী নামে বেদান্তের গ্রন্থ সার।
পঞ্চযজ্ঞ নিত্যকর্ম্ম গ্রন্থের আচার॥
অষ্টাদশ পুরাণ শাস্ত্র বেদের পঞ্চ শাখা।
বসন্তে কোকিলের পঞ্চম স্বর মধুমাখা॥
নিত্যপূজা কালে পঞ্চমুদ্রা ব্যবহার্য্য।
পঞ্চরত্ন স্বর্ণাদিতে সাধে শুভকার্য্য॥
পঞ্চ মহাপাতকীর প্রাণান্ত প্রায়শ্চিত্ত।
সন্ন্যাসীরে সদা ভ্রমণ করে পঞ্চতীর্থ॥
করেন, পঞ্চরত্ন লয়ে সভা নবদ্বীপের রাজন।
বড় পণ্ডিতের উপাধি তর্ক-ন্যায়-পঞ্চানন॥
দেখ শাস্ত্রমতে পঞ্চ পিতে পাঁচ ফুলে হয় সাজী।
নৌকাযাত্রায় পাঁচপীর বদর বলে যত মাঝী॥
আছে বারেন্দ্রের এক প্রধান দোষ
পাঁচুড়ে বলে তায়।
আঁতুড়ে ছেলে পেঁচোয় পেলে বাঁচানো
বিষম দায়॥
দেখ সতরঞ্চ খেলায় ব্যাখ্যা পঞ্চরং হোলে।
পাঁচ ওক্ত নমাজ করে মুসলমানের দলে॥
মাঘমাসেতে শ্রীপঞ্চমী বসন্তাগমনে।
বাগদেবীর উপাসনা করে জগজ্জনে॥

মজুকে পোয়াতি ছেলের নাম রাখে পাঁচকড়ী।
হস্ত-পদাঙ্গুলি দেখ চারি পাঁচেতে কুড়ি॥
ইংরাজের রাজ্যেতে দেখ ঘটে অনেক স্থলে।
বাকী খাজনা আদায় হয় পঞ্চম করিলে॥
একহাতে পাঁচ কুড়ি হ'লে শ ধরা হয় তাতে।
থাকেনা বিপক্ষদলের দুষ্কুড়িসাত হাতে॥
পাঁচখানায় খায় হন্দর হয় তাতেও শ গণ্য।
খেলায় সকল পাঁচের মধ্যে হাতের পাঁচই মান্য
গহনার মধ্যে কত শোভা গলাতে পাঁচনরি।
পাঁচটা কথা মিলায়ে আমরা পাঁচালি গান করি॥
এইমত আর কত বলিব পাঁচের মিল।
দেখ খুলীর কথায় লোকে বলে
পাথরে পাঁচকীল॥
অতএব পঞ্চকে অমান্য নাহি করি।
ভৃঙ্গ বেড়ায় পঞ্চ ফুলে তাহে দোষ না ধরি॥
লঘু পাপে গুরু দণ্ড করা উচিত নয়।
প্রাণপণে দিয়েছি প্রাণ শুন পরিচয়॥

রাগিণী বেহাগ—তাল কাওয়ালি॥

পারি কেমনে সই তারে ভুলিতে।
আমি মন প্রাণ সপেছি তার পিরীতে॥
শয়নে স্বপনে, সদা পড়ে মনে,
জাগে অন্তরে নারি অন্তর করিতে॥
কি করি সজনি, দিবস রজনী,
এ পাপ নয়ন তারে চায় গো হেরিতে॥

এখানেতে মধুকর, নানা ফুলে লয়ে কর,
উপনীত হৈল পদ্মবনে।
গায়ে সব রতি-চিহ্ন, পাখা দুটী ছিন্নভিন্ন,
কেতকীর কণ্টক কাননে॥
শুখিয়ে গেছে রসাধার, হলে বড় নাইক ধার,
বার বার প্রিয়াদের ধার শুধে।
উড়িতে পাখায় বল না ধরে,
গুণ গুণ রব নাই অধরে,
রমণীরে ভয় হয়েছে হৃদে॥

তখন, তজ্জা দেখে ভ্রমরার,
সরোজিনীর সয় না আর,
বলে দূর হওরে দুরাচার।
আর কত পারি সহিতে,থাকিব না তোর সহিতে,
অদ্য বেটা হলো বা হবার॥
কার পীরিতে হয়ে ভোর, এত যে প্রভুত্ব তোর,
অসঙ্গত সয় না ওরে অলি।
ওরে বেটা ভবঘুরে, সকল ঘরে ঘুরে ঘুরে,
শেষটা বুঝি বেগার দিতে এলি॥
আমি তোরে ভালবাসি,
তাইতে আমার প্রতিবাসী,
তুচ্ছ ভেবে কুচ্ছ করে কত।
তবু তোরে যত্ন করে, স্থান দিয়েছি হৃদিপরে,
তুই না হলি সে মতে সম্মত॥
হলি এমন অনাচারী, এই হলোরে দণ্ড চারি,
শুনে এলেম কুমুদীর কাছে।
উড়িয়ে দিলেম গায় না মেখে,
কিন্তু আজ প্রত্যক্ষ দেখে,
তোর প্রতি মোর ভক্তি চটে গেছে॥
ছিছি তোর প্রাণে ধিক্, ভেবেছিলাম প্রাণাধিক,
দিক্ বিদিক্ জ্ঞান নাইরে ঘটে।
কেন হলো এ স্বভাব, কি ছিল মম অভাব,
পরের ভাবটাই ভালবাসে লম্পটে॥
কাজ কি এমন মধুদান,আর তোরে দিব না স্থান,
মানে মানে আপনি মান রাখি।
লোকের কথা মিথ্যা নয়, তোর সনে মম প্রণয়,
জলের তিলক মাত্র দেখি॥

ওরে ভৃঙ্গ ভাবি তাই,
তোর কাচ কাঞ্চন বোধ নাই,
ঐ দুখেতে মরে যাই আমি।
দুখের কথা বলিব কাকে,
ময়না ত্যজে পুষলি কাকে,
কমল ফেলে সিমুলের হলি স্বামী॥
লোকে দেবদেবীকে ত্যজে যেমন গোরমন্ত্র ভজে
ত্র্যহস্পর্শে যাত্রা করে সিদ্ধিযোগ ত্যজে॥
রাজবৈদ্য ত্যজ্য করি হাতুড়ের ঔষধ খায়।
গঙ্গা ফেলে পুষ্করিণী আর নদের জলে নায়॥

মোম বাতিতে মন যেয়েনা টানা
প্রদীপের আলো।
দূরে রেখে দাদখানিকে ভাতুইকে বলেন ভাল॥
ভক্তিতত্ত্বে মন না দিয়ে নিধুর টপ্পা শোনে।
বাদ করে বাঙ্গালীর ধর্ম্ম বাইবেলের মত মানে॥
সোণার কথা শোনেনা কানে পিত্তলে শীতল হয়।
মণি হীরে চায় না ফিরে ঝুটা মুক্তা লয়॥
কাশ্মারী শাল কম ব'লে কম্বলে আদর করে।
পুরাণ ফেলে পুরাণ পাঁজি তুলে রেখেছেন ঘরে॥
কোকিল হ'ল তুচ্ছ জ্ঞান ডালকাকের
ডাক শুনে।
সেতার ফেলে মুগ্ধ হন গুপী-যন্ত্রের গানে॥
ব্রাহ্মণে অমান্য বড় আদর পেলেন ভাট।
রেশমী সূতার পাট উঠিয়ে আসয়া রাখেন পাট
ইষ্টিং বোটে নাহি উঠে তালের ডোঙ্গায় চড়া।
মেঘ ফেলে হয়েছে খেস পাটনায়ে খাপ পড়া॥
প্রবৃত্তি কি সমান হয় যার যাতে মন রত।
তুই রে অলি বয়ে গেলি বল্‌ব আর কত॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল কাওয়ালি।

ছি ছি ক'রি প্রণাম পিরীতে কাজ নাই।
কিসের আলাপন, সকলি স্বপন,
যে দুঃখে দহিছে তনু
এ পোড়া কারে জানাই॥
কালামুখ ভাতার অলি, অন্য ফুলে কি তার পেলি
নীচ প্রবৃত্তি দেখে নিত্যি
লোকের কাছে লজ্জা পাই।
তোরে ক'রে মধু দান, হদ্দ হলেম হতমান,
শাল্‌গেরাম রাখালের হাতে
ঠিক যেন ঘটেছে তাই॥

নলিনীর বাক্যবাণে, ভ্রমরের বক্ষ হানে,
বলিছে বড় রুক্ষ মনে, মরুণ বেটি পাজি।
আমি কি তোর ধারি ধার, কট বল্‌ছিস্ বারবার,
হলে আমার থাকিলে ধার, কতজন হবে রাজি॥

সদাই করিস উপহাস, ভেবে আমাকে অন্নদাস,
কেবল আসি বারমাস, তোর নুন খেয়েছ ব'লে।
প্রায় বয়স তোর হ'ল আশী,
আমি কি মধু খেতে আসি,
এখন তোর সর্ব্বনাশি, রসকস নাই ফুলে॥
করিনে আর মধুর আশা, মিথ্যা মধুকরের আসা,
তোর হয়েছে দশম দশা, দুর্দ্দশা লো ক্রমে।
বলিস্ যদি অায়বেজায়, থাকে পিরীত যায় যায়,
যথা ইচ্ছা ভৃঙ্গ যায়, ভঙ্গ দিয়ে প্রেমে॥
আমি হলে ছাড়াছাড়ি, অমনি যাবি মাড়ামাড়ি,
কে আসিবে তাড়াতাড়ি, শুক্‌না ফুলের কাছে।
শুধু কেবল বাক্যে তু'যে,
কিসে নাগর রাখবে পুষে,
থাকবে কেটা ফুপল চুষে, তোর মত কে আছে॥
দেখি যে তোর আরো কুরীত,
বুড় বয়েসে হ'ল সেবিত,
দিনমণির সঙ্গে পিরীত, বাধিয়ে বসলি পদ্মী।
আমার হলে সুখ না পেলি,
জন্মের মত বয়ে গেলি,
তোর কাছে কি আসত অলি, আগে জান্‌ত যদি॥
রসের সাগর দিনমণি, তোর হয়েছে নাগরমণি,
আমার কাছে কেবল ধান,
আমার আমার কর লো।
নইলে দেখি সারা দিবে, একটীবার না মুদিবে,
সূর্য্যে মধু দান দিবে, আমার বেলায় মর লো॥
যা হ'ক্ মেনে রাম রাম, ও নলিনি কি আরাম,
অদ্য এসে তোর ধাম, শাপে বর হ'ল লো।

শুক্‌না ফুলে বেগার দিয়ে,
হুল্‌টো আমার গেছে ক্ষয়ে,
পুরাণেতে আর মজা নাই
কালে কালে সব গেল লো॥

সে কেমন, যেমন পুরাণ চেলে পোকা ধরে,
ঔষধ খাটে না পুরাণ জ্বরে,
পুরাণ ঘৃতে গন্ধ বড় হয়।
পুরাণ দ্রব্যে হয় না দর, সাপের কুটী পুরাণ ঘর,
পুরাণ বাসন আধা মূল্যে লয়॥

দেখ পুরাণ নাই কিছুমাত্র,
অমিত্তি জলপাত্র,
পুরাণ চানের কপাট নাইক ঘরে।
রদ্ হয়েছে পুরাণ প্রথা,
পুরাণ জিনিস ব্যাভার কোথা,
পুরাণ গহনা কেহ নাহি পরে॥
পুরাণ কথা করক্ক বাড়া,
উঠে গিয়েছে পোট পাড়া,
পুরাণ চুলে কলপ দিতে হয় ধনি।
পুরাণ দাঁতে জোর না থাকে,
চালিসে ধরে পুরাণ চোখে,
পুরাণ আইন রদ হল এদানি॥
পুরাণ জামাই শ্বশুরবাড়ি,
আদর পান্ না বাড়াবাড়ি,
পুরাণ জলে অধিক সেহলা বাধে।
পুরাণো বাঁশে ধরে ঘুণ,
পুরাণো কোঠার খসে চুণ,
পুরাণ হ'লে বেশ্যা পড়েন ফাঁদে॥
পুরাতনে আর নাহিক মজা,
রাজ্যভ্রষ্ট পুরাণ রাজা,
দেবতা পুজা পুরাণ ফুলে হয় না।
মারা পড়েছে পুরাণ পথ,
একালে সব নূতন মত,
দেখ বিধবার বিবাহ বাকি রয় না॥
পুরাণ টাকা অচল হ'ল,
কড়ির চলন উঠে গেল,
সরু টেকোয় সুতা কাটেনা আর।
পায় পরে না বাঁক মল, একালে রমণী দল,
নূতন নূতন রঙ্গে দেন বাহার॥
পুরাণ দলিল দস্তাবেজ,
একালে তার নাহিক তেজ,
রেজেষ্টারি ভিন্ন গণ্য নয়।
কোম্পানিতে কালে কালে,
পুরাণ বিষয় কেড়ে নিলে,
ব্রাহ্মণের ব্রহ্মস্ব সমুদয়॥
পুরাতনে হয়েছে ছিলো,
পুরাণ হাকিম যত ছিলো,
গা তুলেছেন এভাহামের কালে।
নূতনে আদর বাড়াবাড়ি,
রেল রোডে হয়েছে গাড়ি,
বাতাসের অগ্রে যায় চলে॥
পুরাণ বৃক্ষে হয় না ফল,
পুরাণ নায়ে ওঠে জল,
নাই পুরাণ বাবুরি কাটা চুল।
পদ্মিনী তোর আর কি মান,
পুরাণ হ'লে তুমি প্রাণ,
বাষ্টে হল মধু শূন্য ফুল॥

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল একতালা।

কি সুখে আর আসিবে অলি, কমলিনি।
আর কি ধ'ন সেদিন আছে
ভ্রমর ফাঁক হয়েছে সকলি॥
যৌবন কালে যতন রেখে,
মন যোগাতেম মনের সুখে,
যখন ছিল তোমার বুকে,
দুটী সুকোমল সুখের কলি॥

ভ্রমরের বচনে নলিনী জ্বলে উঠিল।
বিষযুক্ত কণ্টক যেন কর্ণদেশে ফুটিল॥
বলে মর বেহায়া কালামুখ
তোর সনে প্রেম চটিল।
অপ্রমাণ ছিল মান তোর দোষে তা টুটিল॥
ভাবিস্ কি'র প্রেমের গীরে আজি অবধি ছুটিল
তোর সনে পীরিতে সুখ একদিন না ঘটিল॥
ঘরে পরে সদাই যন্ত্রণা-জ্বালা জুটিল।
অদ্য কিবে সুখের দিবে সকল ফাড়া কাটিল॥
পদ্মিনীর মধুর ভাণ্ডার ভ্রমর লুটিল।
মর্ম্মে ব্যথা এ সব কথা রাড়ে বঙ্গে রটিল॥
তোর আলাপে আমার মন একদিন না আঁটিল।
বুঝা গেছে আমার কাছে বিদ্যা নাহি খাটিল॥
ছিল, পায়ে বেড়ি প্রেমের বেড়ি
আজি তাহা কাটিল।
দূর হওরে দুরাচার এখানে বরাত উঠিল॥
এত ব'লি ন'লিনী আলাপে দিল ক্ষান্ত।
ভৃঙ্গ হয়ে দিশে-হারা ভাবনায় নাই অন্ত॥

ভাবছে অলি কারে বলি কেবা আপন আছে।
কোন্ মতে কাটাব কাল দাঁড়াব কার কাছে॥
ফুলের সেরা পদ্ম ছিল তার সনে প্রণয়।
তারে ফেলে অন্য ফুলে প্রীত উচিত নয়॥
উচ্চ হৈতে অধঃস্থানে গেলে আর কি হবে।
এল কাল পরকাল রক্ষা করি তবে॥
তিনকাল গেল শেষটা এখন ভাল চেষ্টা পাই।
কাজ কি বাসে তীর্থবাসে কাশী চলে যাই॥
মিছে পুত্র মিছে ভার্য্যা কার্য্য নাই তায়।
মুদিলে নেত্র অসার মাত্র কেবা রয় কোথায়॥
এত বলি তখন অলি সন্ন্যাসী বেশ ধরে।
করে দণ্ড কমণ্ডলু গেরুয়া বসন পরে॥
গলায় রুদ্রাক্ষ মালা ভস্ম মাখে গায়।
দীর্ঘ ফোঁটা শিরে জটা বর্ণ কটা তায়॥
বদনে বলে রাম রাম রামশিঙ্গেটী হাতে।
পদ্মবন ত্যজে যায় পশ্চিমের পথে॥
পথের মাঝে অলিরাজে কুমদিনী পায় দেখা।
বলে বাহোবা বেশ এমন বেশ কে সাজালে সখা
আ মরে যাই লয়ে বালাই ভস্ম কেন গায়।
ভাসিয়ে নীরে নলিনীরে চল্লে হে কোথায়॥

রাগিণী বাহার—তাল যৎ॥

আজি কেন সন্ন্যাসিবেশ ধরেছ কাল ভৃঙ্গ।
কেন বল বল ছল ছল যুগল অপাঙ্গ॥
কোথা যাও হে যোগীর সাজে,
এখন তোমায় কি যোগী সাজে,
তুমি নাগর রসের সাগর কর একি রঙ্গ॥
প্রাণপ্রেয়সী কমলিনী,
কেন তারে করে কাঙ্গালিনী,
কি দোষে বিদেশে যাও প্রীতে দিয়ে ভঙ্গ॥

ভ্রমর বলে মধুর হাসি, নইলো মধুর অভিলাষী,
হব এখন তীর্থবাসী, ত্যজে গৃহধর্ম্ম।
নারীর মায়া আর করিনে,
নারীর কথা আর ধরিনে,
ও কুহকে আর পড়িনে, বৃথায় গেল জন্ম॥
নারীকে বিশ্বাস নাই, যত ক'রে মন যোগাই,
তার মন ত নাহি পাই, প্রাণপণে সাধিয়ে।
তুমি দিবে অর্থ কড়ি, সে ছাড়ে না আপন খড়ি,
পোষ মানে না এক ঘড়ি, শিকলিকাটা টিয়ে।
খুঁজিলে এই ত্রিভুবন, কত হবে নিদর্শন,
নারী হ'তে কত জন, প্রাণহারা হয়েছে।
যার পরবে যার খাবে, শেষটা তার মাথা খাবে,
কলঙ্কের ভয় না ভাবে, দয়া মায়া না আছে॥
অতএব কুমুদি বলি, এই বেলা পথ দেখে চলি,
এত বলি চল্লো অলি, দেশ ত্যজি বিদেশে।
কুমদী কয় ফের ফের, তীর্থ কর অনেক ফের,
ঘরের তীর্থে লাগিবে ফের, ফাঁকে পড়িবে শেষে
সে কথা না শুনে কাণে, না চায় কুমুদী পানে,
সরোজীর সন্নিধানে, কুমুদী গিয়ে বলে।
ওগো দিদি বাক্য ধর, শীঘ্র গিয়ে তারে ধর,
যোগী হয়ে মধুকর, তীর্থে গেল চলে॥
কমলিনী কহে কথা, দিদি গো সে যাবে কোথা,
আমি তার খেয়েছি মাথা, জন্মের মতন।
থাকিবে গিয়ে কার তালুকে, ধরিব সন্ধান মুলুকে
কোম্পানি রাজার মুলুকে পলাবে কোন্ জন॥
তখন ধরিতে আপন পতি, দরখাস্ত লিখে সতী,
হাজির করে শীঘ্রগতি, মেজেষ্টরী হুজুরে।
এজলাসেতে হাজির থেকে,
নাম ধাম চেহারা লিখে,
দাখিল করে উকীল ডেকে, দস্তখত ক'রে॥
হাকিম অমনি ত্বরা করি,
ক'রে দিলেন হুকুম জারি,
থানায় থানায় শীঘ্র করি, পাঠান পরওয়ানা।
সহরেতে ঢেটরা হল, গর্ জেলায় রোবকারি গেল
ভ্রমর অমনি ধরা পোড়লো,রাজমহলের থানা॥
দারোগা করেন গ্রেপ্তার, সরফরাজি হ'ল তাঁর,
রিপোর্টে দিয়ে সমাচার, চালান দেন সদরে।
ভ্রমর বলে বাপরে বাপ্, ঘটিল এসে একি পাপ,
হদ্দ দিলে মনস্তাপ, ভাগ্যে সব করে॥
হয়েছিলাম সন্ন্যাসী, সে ধর্ম্ম আমার নাশি,
করে'ছে সেই সর্ব্বনাশী, এ সকল ফন্দি।
ভদ্রাসন ক'রে ভ্রষ্ট,সকলি হইল নষ্ট,
শেষটা পেলেম এই কষ্ট, হাতে গলায় বন্দী॥
মুখ দেখাব কি লজ্জায়,থাকিব এখন কি সজ্জায়,
ভেবে আমার প্রাণটা যায়, হদ্দ মজা হইল।

ধিক্‌রে বিধাতা ধিক্, আমার প্রাণে শত ধিক্,
দুর্গতি আর কিমধিক, মৃত্যু বাকি রইল॥

রাগিণী সুরট—তাল কাওয়ালি।

ছি ছি কি লাজের কথা মরি হায় হায়।
ঘটিল একি দায়,
পড়েছি বিষম ল্যাটে দমফাটে প্রাণ যায়॥
এ পোড়া যাতনা আর সয়না,
আছে কে আপন নিরূপণ হয়না,
প্রেমের দায়, যোগী হয়ে, যেতে কাশীবাসে পদী
বিবাদী হইল তায়॥

তখন, শীঘ্রগতি মধুকরে, হাজির হাজির করে,
সাহেবের সম্মুখে আনিয়া।
গোলাম হাজির বলি, দাঁড়া মত দাঁড়ায় অলি,
দুই হাতে সেলাম করিয়া॥
ভাবিছে অলি কাশী যাই,
কিম্বা আজি ফাঁসী খাই,
কি মজাই ঘটিল এসে হায়রে।
এ দেখি বিপদ ঘোর, হয়েছি যেমন চোর,
প্রেম ক'রে কেউ এমন সুখ না পায়রে॥
ভূপতি কন মধুকর, আজি রে একরার কর,
আর কখনো পলাতক না হবি।
এই হ'ল তোর হুকুম জারি,
আয়ান্দা খুব হুঁসিয়ারি,
পদ্মিনীর মন যোগায়ে রবি॥
ভ্রমর হয়ে বোকার সামিল,
বলে করিব হুকুম তামিল,
এ যাত্রা মাপ করুন মহাশয়।
প্রাণপণে জিম্মায় কাম, কবে দিব অঞ্জাম,
ক্রটী আর হবে না সে বিষয়॥
খালাসের হুকুম পায়, চল্লো অলি পায় পায়,
ভাবে এদায় প্রাণটা রক্ষা হ'ল।
ভেবেছিলাম যে নিদান, যাবে বুঝি গরদান
ধর্ম্মে ধর্ম্মে ফাঁড়া কেটে গেল॥
তখন, পদ্মিনী কয় আমার স্বামী,
পলাতক এই আসামী,
লইতে অধিনী আজ্ঞা পায়।
ভূপতি দেন অনুমতি, অমনি হয়ে হৃষ্টমতি,
রসবতী দ্রুতগতি ধায়॥
সঙ্গে লয়ে ভৃঙ্গবরে, উপনীত সরোবরে,
আনন্দের সীমা নাই আর।
হারা ধন ঘরে এলো, বিচ্ছেদ বিচ্ছেদ হ'ল,
পাড়ায় পাড়ায় দিচ্ছে সমাচার॥

রাগিণী বাহার—তাল কাওয়ালি।

কি সুখসলিলে ভাসে সরোজিনী।
কান্ত গৃহে এলো প্রাণতো জুড়াইল
প্রেমরসে তনু রসে বিবশা হ'ল ধনী॥
বিচ্ছেদের পর প্রীত হলে কত সুখোদয়,
বলে আয় গো আয়, তোরা দেখসে আয়,
ও দিদি কুমুদি,
ধাকেড়াং তেলেনা বাজে সারিগামা পাধানি॥

বিরহ।

(২)

রসিক জনার শ্রাব্য, অপূর্ব্ব এ রস-কাব্য,
শ্রবণে শ্রবণের সুখোদয়।
আদি রসটাই আদি রস, এ রসে নিতান্ত বশ,
এ জগতের জীব সমুদয়॥
ষড়্‌রস মধ্যে কেমন, ভোজন দ্রব্যের মধ্যে যেমন
অম্বলে অরুচি নাহি ঘটে।
এ রসে তাই করি ব্যাখ্যে,
রোগী কি নিরোগী পক্ষে,
মুখরোচক সকলের নিকটে॥
বরঞ্চ দেখ অম্বলে, দোষ আছে সকলে বলে,
দাঁত টকে আর পিত্ত বৃদ্ধি করে।
এ রসের কর তদন্ত, কখন টকে না দন্ত,
ঘৃণা পিত্ত থাকে না শরীরে॥
এ রস প্রসঙ্গ বলি, কমলিনী আর অলি,
সুখের মিলন দুজনে দুজনে॥
দৈবাৎ একদিন দ্বন্দ্ব, খেতে গিয়ে মকরন্দ,
সরোজে অলি কহিছে ক্রোধ মনে॥

শুন শুন সরোজিনি, মম বক্ষবিরাজিনী,
হয়ে যে তুমি চিরকালটা আছ।
আমি ত কেমনে সই, বলে আজি কুমুদী সই,
তুমি নাকি এখানী বিগড়ে গেছ॥
নাগর তোমার হ'লো রবি,
আর না আমার বাধ্য রবি,
সত্য বটে দেখলেম আমি বুঝে
প্রথালে বলনা ফুটে সারা দিনটে থাক ফুটে,
সন্ধ্যা হলে অমনি যাও বুজে॥
মুখে আমারে ভালবাস, নৈলে তোমার ভালবা।
দিবাকরে করলো হয় যত।
নারী জেতে ধর্ম রাখেন,
একটা নিয়ে কেউ থাকে ন,
দু-মন করলি দুখ পাবলো কত॥
দুটা ভার্য্যে লয়ে দেখ সুখ হয় না কারু
বাঁধলে যে ঘোর বিবাদ ঘটে কেবল জে দুই গরু।
দুটা বৈদ্যে বিবাদ হ'লে রোগী চায় না।
দুই নৌকায় পা দিলে যে মরণ নিশ্চয়॥
এক দোয়াতে দুকলমে দুই দগতে ...।
দেশ জ্বললে শুম্ভ আর নিশুম্ভ দুটো ভাই॥
দু'কাণ কাটা হ'লে লোকের লজ্জা না থাকে।
দুভুঁকে পোয়াতি ছেলের দুধ ছেড়ে রাখে॥
দুকুল খেলে আর মানবের কিছু নাইক পাত।
দুটো দেবতা ভজে ব্যাসের কাশীতে দুর্গতি॥
দু-বাপের জাতক সেটা খচরা ছেলে হ'য়
ব্রাহ্মণের ব্রহ্মত্ব যত দোষেম লোপ পেল॥
দুটী চক্ষের মাথা খেলে সুখ নাই সংসার
দো-ভাবা ছেলের অন্ন পেটে দুঃখ কর॥
এক মুখে দুই কথা কইলে পাজি বলে তারে।
দো-পড়া মেয়েকে দেখ কেউ বিয়ে না করে॥
দোকাটী বাজালে দেখ বাধে বিষম দ্বন্দ্ব।
নক্ষত্রে অশ্লেষা মঘা দুটাই বড় মন্দ॥
গঙ্গা আর পুষ্করণী দেখ দুজনের দুই স্বভাব।
দুই জলে যোগ হলেই হ'ল কুকুরের স্রাব॥
লেজে খেলে মানিনা নাপনা দুই মুখো।
দুটো কুটো থাকলে সেটা গাঁজাখোরি হুঁকো॥
এক যায়গায় দুটো গিরে একটা আলুপা হয়।
দুইজনে মন দিলে ধনা ভেম্'ন দুখোদয়॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল খ্যাম্‌টা।

নারী-মন বুঝতে নারি নারী ত ধর্ম্ম রাখে না!
নারী দেয় মর্ম্মে ব্যথা
দেখ একটা নিয়ে কেউ থাকে না।
হ'য়ে গোলাম মন যোগালাম মন ত পেলেম না,
নিত্যে চায় নিত্য নতন
দিনের মধ্যে দুবার বেচাকেনা।
দুজনে সমান না হ'লে প্রেম ত পাকে না,
দুই ঠাকে ব্যবসাদারি হ'লে
শেষ মাঝে ত কেউ ঠকে না॥

ভৃঙ্গ বাকো নলিনীর, নয়নযুগলে নীর,
বহিছে কহিছে হয়ে রুক্ষ।
গণ্ড মর্খ বাল শুন, বাক্যবাণ বরিষণ,
এরিমনে না বুঝিয়ে মুক্ষু॥
তুই খুঁজিস লোকের ছিদ্র,
বাহাদুরীতে ক'রে ছিদ্র,
মেগের কাছে বাহাদুরী জানাস।
বনের পোকা রে ভোমরা,
আমি কল্লেম বেড়ে চোমরা,
যে পাতে খাস তাতেই বাহ্যে যাস॥
ক্ষণে বাহন্ন মান জুড়ে,
বনে বনে বেড়াতিস উড়ে,
উড়ে এসে জুড়ে বসেছিস অলি।
পুরুষেরা মধ্যে তুইত মোক,
গোবর গণেশ আমড়ার ঢেঁকি,
মাকাল ফল ঠিক পোঁদরাঙ্গা বুলবুলি॥
নারী জেতে রাখে না ধর্ম্ম,পুরুষের ত জানি কর্ম্ম,
মর্ম্ম জ্বলে বল্ ত হয় অপার্জ্জে।
শ্মশানবাসী আপনি শিব,চাননাতো ঐহিকের শিব
তবে কেন তাঁর দুটো ভার্য্যে॥
সুরগণের শিরোমণি, বামে যাঁর শচী রমণী,
ইন্দ্র কেন শুকপত্নী হরে।
কে পারে এ ধর্ম্ম রাখতে,সাতাসটে রমণী থাকতে
কি জন্যে কলঙ্ক শশধরে॥
একটী পরনারীর তরে, দৈত্যবংশ ধ্বংস করে,
শুম্ভ আর নিশুম্ভ দুই জন॥

রাবণভার্য্যে মন্দোদরী, আর ছিল কত সুন্দরী,
সীতার জন্যে তবে কেন নিধন ॥
ভারতে বিরাটপর্ব্ব, কীচকের গর্ব্ব খর্ব্ব,
ভীম হস্তে দ্রৌপদীর জন্য।
কলিতে আর কদাচার, সম্পর্ক নাহি বিচার,
মানবের ব্যবহার জঘন্য ॥
পশু হয় যে ব্যবহারে, সে ব্যবহার কলিতে হারে
বদনে ব্যক্ত নহে সে সমস্ত।
প্রায় দেখিলে ধর্ম্ম যাচন, ইচ্ছাগত বিহার ভোজন
শুনিলে কর্ণে দিতে হয় হস্ত।
তুইতো ভ্রমর ভবঘুরে, সকল ঘরে বেড়াস্ ঘুরে,
আমারেই কোন্ ভাবিস্ অন্তরঙ্গ।
তোর ব্যবহার বিশেষ জানি,
করে রাস্তায় রাস্তায় রাহাজানি,
সিদেল চোরকে করিতে এলি ব্যঙ্গ ॥
সূচের মার্গে সূতো চলে,ব্যাঙ্গ ক'রে সে কি বলে
চালুনি তোমার পোঁদে অনেক ছিদ্র।
উইলসন হোটেলে খাস,
গিরিণী ছুঁয়ে নাইতে যাস,
মর বেহায়া ভ্রমর অভদ্র ॥
নিজে ধর্ম্ম-অবতার, ধর্ম্মতলায় জমাদার,
পায়া বড় পায়খানার মেম্বর।
বনজন্তু জানোয়ার, কত ব্যঙ্গ জান আর,
তুই গেলে ঘাম দিয়ে ছাড়ে জ্বর ॥
নারী-শেরা পদ্মিনী আমি,
তুই হয়েছিস্ আমার স্বামী,
কি শ্লাঘ্য জানিস নে সেটা মনে।
পেলিনে আমার অন্ত, বজায় থাকিতে দন্ত,
দন্তের মর্য্যাদা কেবা জানে॥
পাত্র বুঝে বস্তুর মান, যে শঙ্খ বিষ্ণু বাজান,
চুণারি পেলে পুড়িয়ে তা চুণ করে।
নীর ত্যেজে ক্ষীরের অংশ, গ্রহণ করে যেই হংস
ঘায়ের মাছি ঘৃত ভোজনে মরে ॥
তোর সনে পীরিতে সুখ, হ'ল নারে হ'ল না।
ও-কথা আমারে আর, বো'ল নারে বো'ল না ॥
এ পথে কখন আর চলো নারে চলো না।
এ ভাবে কখন আর গলো নারে গলো না ॥
মিছে ছল ক'রে আমারে ছলো নারে ছলো না।
বিচ্ছেদ আগুনে আর জ্বলো নারে জ্বলো না ॥
নারীর নেসায় আর টলো নারে টলো না।
নারীর ভাবেতে আর চলো নারে চলো না ॥
বিচ্ছেদের কলে ফেলে ডলো নারে ডলো না।
কুমোরের মাটীর মত দলো নারে দলো না ॥
আমার উপরে মন পড়্‌ল নারে পড়্‌ল না।
এক দিন আমার বশে রৈলো নারে রৈলো না।
তোমার পীরিত আমায় সৈলো নারে সৈলো না
এমন ভাতার কেন মর্‌লো নারে মর্‌লো না।
আমার কাছে মনের কথা খুলো নারে খুলো না।
সুধা পাত্রে আর গরল গুলো নারে গুলো না ॥
প্রেমতরু-শাখায় আর ঝুলো নারে ঝুলো না।
এ বিষ খাইয়ে আর ঢুলো নারে ঢুলো না ॥
ভ্রমে আর প্রেমের কথা তুলো নারে তুলো না।
তোর সনে আমার কিসে তুলনারে তুলনা ॥
প্রেমের দোলায় আর দুলো না'রে দুলো না।
মনে মনে মোটা হয়ে ফুলো নারে ফুলো না ॥
অদ্য যা বলিলেম আমি ভুলো নারে ভুলো না।
এ প্রেমতরঙ্গ আর উলো না'রে উলো না ॥
নারীর কাছে মন যে নাগর খুলো নারে খুলো না
যে জন মনের কালী ধুলো নারে ধুলো না ॥
পিরিতী শয্যায় যেজন শুলো নারে শুলোনা।
প্রেমসুখ জন্মে তারে ছুঁলো নারে ছুঁলো না ॥

রাগিণী বাহার—তাল কাওয়ালী।

পুরুষ পাষাণ ধর্ম্ম রাখে কই।
এ দুঃখ কারে কই, প্রেমে মজায়ে অবলা,
দাঁড়ায় ফারাক্ হয়ে দু'দিন বৈ ॥
যৌবন সম্পদ যত দিনরে,
ভেবে ততদিন রতন করে, সকলে যতন রে,—
গেলে যৌবন পালালো সবে
পাকা ধানে দিয়ে মৈ।
পুরাণ পুরাণের কথা শোনরে,
যুগে যুগে কোন্ পুরুষে নয় পরপরায়ণরে,
তবু কৈ কৈ বলে যে দিলে
হাতে দৈ পাতে দৈ ॥

নলিনী বলে যায় বেজার,
গুমর ক'রে ভ্রমর যায়,
ফিরাতে কেউ যত্ন নাহি করে।
বলে পাজি তোয় চায়রে কে আর,
হগে যা গিয়ে নাগর কে আর,
ফচকে এয়ার ডোণ্ট কেয়ার তোরে॥
অলি বলে সরজি শোন, তোর পোড়া মুখ দরশন,
ক'রব না আর চল্লেম আমি অদ্য।
কিন্তু লো পারবি জান্তে,
দু'দিন বাদে হবে কাদতে,
দুঃখ দিলে দুঃখ পেতে হয় হদ্দ॥
ছিল আদর মোর আদরে,
বিকাতিস লা'ক টাকার দরে,
মনে মনে ভাবলিনেলো সেটা।
বাক্যে অঙ্গ যায় লো জ্বলে,
হাড়ির ঘরে লক্ষ্মী হলে,
সর্ব্বদা শূকরকে মারে ঝ্যাটা॥
ব'লে চলে যায় মধুকর, হেথায় পেয়ে শূন্য ঘর,
গুবরে পোকা যান পদ্মবনে।
বলে ওলো সরোজিনি, মম বক্ষবিরাজিনী,
হও তুমি বাসনা এই মনে॥
বড় পাজ'ত সেই ভ্রমর,
তুমি বাড়ালে তার গুমর,
ষট্‌পদ শঠ বড় জেনো সই॥
দূর করে সে মধুকর, আয়রে তুই বঁধু কর,
গোবরা পদ্ম হ'য়ে দুজনে রই।
আমি জানি তার বাহাদুরী, বৃহৎ কাষ্ঠ বাহাদুরী,
বিঁদ ক'রে সিঁদ কাটে সেই অলি।
যেমন শুখনো কাষ্ঠ কাটে,
তার সনে যে কাল কাটে,
তারেই বা কেমনে রসিক বলি॥
আমি জানি নানারস, ফলের মধ্যে আনারস
অম্বল মধু খেতে অতি সুস্বাদ।
নাগর মধ্যে তেমন আমি,
আমারে করিলে স্বামী,
পদ্মিনী তোর পূর্ণ হবে সাধ॥
থাকব সদা মুখে মুখে, রাখব সদা বুকে বুকে,
মন যোগাব সদা ষোল আনা।
হ'য়ে তোমার গোলামের সামিল,
সদা ক'রব হুকুম তামিল,
কাজের বেলা গর হাজির রব না॥
জিম্মা করি মধুর মহল,
কর আমারে একটীন বহল,
কিস্তি মতে মাল গুজারি পাবে।
একদিন হবে না বিবাদ, বধূ সনে করিব আবাদ
হাজা শুখা আমার জিম্মা রবে॥
পণ্ডিত আবাদ করে যত,
ফেলে বীজ সময় মত,
অতি শীঘ্র ফসল ফলাইব।
দিয়ে নিড়ানী বিদে সই, পাট করিব দুদিন বই,
ঘাস একগাছি জন্মাতে না দিব।
তুমি যদি না কর হেলা, কত রকম রঙ্গের খেলা
নূতন নূতন নিত্য শিখাইব।
সতরঞ্চ কি পাশায়,
মোর কাছে কেহ কি পাসায়,
দুবার চেলে চাল পাকিয়ে দিব॥
তাসের খেলা নানারূপ, গেম গেরাবু ডাকৃতুরূপ,
পেরমারা কি নক্স গোলাম চোর।
কিন্তু এসব যত বল, দুজনেতে হয় না ভাল,
ধল্লে বাজি অমনি বাজী ভোর॥
একটী খেলা আছে বটে, দুজনেতে তাইতো ঘটে,
স্ত্রী-পুরুষের খেলা বলি তাহারে।
তুমি ব্রতী হয়ে ব'স, প্রেমের বিন্তি খেলি এস,
দেখব ধনি কে জেতে কে হারে॥

রাগিণী সুরট মেল্লার—তাল কাওয়ালি।

আয় লো পিরীতের বিন্তি খেলি সই।
বাজীতে আপন, ধন যে ধর পণ,
বুঝি রঙ্গের জোর কার আছে,
আমরা দুজনা কে জয়ী হই॥
দেখি লো কার পড়তা ভাল,
ফেরাই ক'রে ফেরাইগুল,
তোমার হাতের তাস মেরে দের হয়ে রই,
একে টেক্কা জোর, আছে সাহেব মোর,
এখন রঙ্গের বিবি হাতে পেলে,
ইস্তক বিন্তি মেরে লই॥

আমি দেখছি কেবল তোমার কাছে,
ইস্কাপনের টেক্কা আছে,
বাজে রঙ্গে বাজী মারতে পা'র কই।
এখনি গোলামটী মেরে তোমার ও কলা ধরে,
রঙ্গের বিষয় আপন কাছে ক'রে লই,
হারালে বাজী, পার লো আজি,
তবে গোলামের কি ভাবনা,
আমি তোমার গোলাম হয়ে রই॥

গুবরে করে রসিকতা, কমলিনী কন না কথা,
বলে এই বিপদ মন্দ নয়।
সকলি সময়ে ঘটে, যখন যে পড়ে সঙ্কটে,
ক্রমে তার সঙ্কট বৃদ্ধি হয়॥
ব'লে দিচ্ছেন জবাব বোকা,
মর নচ্ছা'র গুবরে পোকা,
তুই এসেছিস হ'তে আমার পতি।
দিজে তোর দেহ খর্ব্ব, চাঁদ ধরিতে কর গর্ব্ব,
এ বাসনা অসম্ভব অতি॥
দুঃখের কথা বল্‌ব কাকে
ময়নার বোল বল্‌বে কাকে,
সিংহ ধরবে গ্রামসিংহ [illegible]।
বানরে সঙ্গীত গায়, কুঁদুনীর বেটার উড়ে গায়,
শালার শালা দিয়েছেন [illegible] গায়॥
দুঃখ কি বর্ণিতে পারি, আদার বেপারি,
জাহাজের খবর জান্‌তে যায়
মর বেহায়া মর মর, আপনি হয়ে [illegible],
গবনরের চেয়ারে বসতে চান॥
তোর বাসস্থান ক্ষুদ্র ডোবা, ক্ষুদ্র সলিলে ডোবা,
তোর কি সাধ্য ওরে ব্যাং বেয়া।
চিরকাল চাপরাস বয়ে, মসাজি পেয়াদা হয়ে,
সদরে চাস সদর আমিনী পায়া॥
গ্রাম্য পাঠশালাতে প'ড়ে,
কবাসানের কেতাব পড়ে,
ন্যায়শাস্ত্রের ফাঁকি ধরতে যাস।
মর মর ওরে আনাড়ি, তুই হয়ে গলুয়ের দাঁড়ি,
হালি এসে কি হাল ধরতে চাস॥
ঘটালি এসে কি উৎপাত,
তাছুই চেলের খাবি ভাত,
দাদখানি কি সয়রে তোর পেটে।
গুড় পানা পান হয় রে যা'র
তার পেটেতে শর্করার,
সরবৎ শরবৎ যেন ফোটে॥
এ যুক্তি কা'র কাছে পেলি,
বানর শাল বস্তু এলি,
কি [illegible] শালগ্রামের টাটে।
আমি দেখি তোল নিত্তি কায়,
পড়ে থাকে মুক্তকায়,
[illegible] তুই উঠবি ছাপর খাটে॥
তো [illegible] গুণ কত প্রকাশ,
[illegible] বাঁধিয়ে কাঁদি,
সদ্য চোকে বগড় দিতে এলি।
মর বেহায়া নচ্ছার, দূর হ'য়ে যা দুরাচার
এ মন্ত্রণা কার কাছে তুই পেলি॥
তুই বেটা পতঙ্গ হ'য়ে আমাকে মজাবি যাবি।
সর্ব্বদা আমায় বুঝ্‌ছ বিপক্ষ ভাগাবি গাবি॥
সাধ্য কি তোর হয়ে মেথর
খাস ভাণ্ডারের চাবি চাবি।
প্রেম-সাগরে পার পাবলে
পড়ে কেবল খাবি খাবি।
তোর প্রেমে আমার শেষটা
হবে কি তাই ভাবি ভাবি।
মশানের [illegible] হয়ে বেটা তুই যজ্ঞের হবি হবি॥
বেহ যা কি বলব তোরে যা বল্লি তাই সবি সবি।
এমন কি করেছিস সাধ্য
তুই যে আমার ববি ববি॥
এ দুঃখ দুঃখে কোথা রাখি,
তেলা পোকা আবার পাখী,
দেবতা আবার মাকাল, মৎস্য আবার পাঁকাল,
চাকের আবার বাদ্য, [illegible] আবার খাদ্য,
[illegible] আবার সুবাদ,
মান-ভাঙারে আবার বিবাদ,
পাগলের আবার বড়াই, ছাগলের আবার লড়াই,
ভিক্ষুকের আবার মান, তালকাণার আবার গান,
ষাষ্ঠি পূজার আবার মন্ত্র, একতারা আবার যন্ত্র,
কামুকের আবার সত্য, ছাতারের আবার নিত্য

দামড়া আবার তরু, দামড়া আবার গরু,
রজকের আবার সজ্জা, বেশ্যের আবার লজ্জা,
বিমাতার আবার মায়া, অসতী আবার জায়া,
চোরের আবার ধর্ম্ম, খলের আবার সৎকর্ম্ম,
সন্ন্যাসীর আবার স্যাকিম, দারগা আবার হাকিম,
ঢোঁড়া আবার সর্প, মূর্খের আবার দর্প,
পাখী আবার টুনটুনী, নাগর আবার উনি॥

রাগিণী [illegible]—তাল কাওয়ালি।
তুরাচার বেহায়া পতঙ্গ।
[illegible] আগুন [illegible],
কপ্তা শুনে জ্বলে যায় অঙ্গ॥
বামনে কেমনে ধরে, [illegible] সে শশধরে,
করি-অশ্ব জয় বিয়ে করিবে কুরঙ্গ।
মরি মনোদুঃখে ছিছি লজ্জায় বাঁচিনে,
তোর সনে কিবে [illegible],
মিলালে যে ধনে বিধি, সে যেন [illegible] নিধি,
অন্তরে [illegible] আমার তবু অন্তরঙ্গ॥

তথা,—
নলিনীর [illegible] লজ্জায়, শুবরে যেন শুবরে যায়,
বলে হলাম হদ্দ [illegible]।
বেঁধে বক্ষ বাক্য-শরে, বদনে না বাক্য সরে,
মানে মানে স্বস্থানে প্রস্থান॥
এখানেতে নলিনীর, দুটি নয়নে [illegible] নীর,
বলে কোথা রইলি প্রাণ-[illegible]।
ই কি আমার হবিনে, যে কষ্ট পাই তোমাবিনে,
স্পষ্ট [illegible] কাছে [illegible] বলি॥
ভেবে দেখরে চমৎকার, [illegible] অন্ধকার,
সূর্য্যতেজ শিরে [illegible] যায়
কিন্তু দেখ সেই তাতে, বালুকা যদ্যপি তাতে,
সে [illegible] সহ্য হয় না পায়॥
আমি যে [illegible], [illegible],
আজ আমারে [illegible] ব্যঙ্গ [illegible]।
তুই যদি আমার হবি, তবে কি যজ্ঞের [illegible],
খেতে বাঞ্ছা করে [illegible] কুকুরে॥
তুমিই জান আমার কদর, ফুলের আদরে ভোটার,
শালের চাদর শোভে ধনীর গায়।
সারাদিন ময়দানে ছুটে, যার জননী কুড়ায় ঘুঁটে,
সোয়ারী চড়া তার কি শোভা পায়॥
তুমি যেদিন ত্যজেছ মোরে,
দেখ আমার সেই গুমোরে,
ছাই হ'ল সংসার সকলি মিছে।
সদা অঙ্গ জ্বলে জ্বলে, নীর নয়নযুগলে গলে,
বিছানায় দংশে যেন বিছে॥
সময় মন্দ হ'লে পরে দেবতা বিরূপ হন।
সময় মন্দ হ'লে মাতা কঠিন কথা কন॥
সময় মন্দ হ'লে পরে শত্রু ওঠেন চেগে।
সময় মন্দ হ'লে পরে মুখনাড়া দেন রেগে॥
সময় মন্দ হ'লে মিষ্ট কথা লাগে বিষ।
সময় মন্দে ডিক্রী মামলা হয়ে যায় ডিসমিস।
সময় মন্দে মিথ্যা হয় বলিলে পরে সত্য।
সময় মন্দে পেটে [illegible] হরিতকী কুপথ্য॥
সময় মন্দ হ'লে [illegible] কিচকিটী হয় ঘরে।
সময় মন্দ হ'লে দেখ গাভী দুগ্ধ হরে॥
সময় মন্দ হ'লে বৃক্ষে সুফল ত না ফলে।
সময় মন্দে পোড়া মৎস্য হাত থেকে যায় জলে॥
সময় মন্দ হ'লে দেখ ভিখারী যায় না দ্বারে।
সময় মন্দ হ'লে হাতীকে ব্যাঙে লাথি মারে॥
সময় মন্দে শামুক মিলে রত্নাকর ছেঁচে।
সময় মন্দে পাকা ঘুটি অমনি যায় কেঁচে।
সময় মন্দ হ'লে পরে গুরু আসেন না বাড়ী।
সময় মন্দ হ'লে পরে প্রতিবাসীর হয় আড়ি॥
সময় মন্দে জ্ঞানবানেতে হয়ে যান বোকা।
সময় দোষে আমায় ব্যঙ্গ করে শুবরে পোকা॥
পতি বিনে সতীর লজ্জা আর কে বরে রক্ষে।
দুখিনীর দুর্দশা একবার দেখে যা স্বচক্ষে॥
তুমি হ'লে সংসারত্যাগী যে বিবাদের তরে।
ঘরকন্না করতে গেলে ওটা কেউ না ধরে॥
ছাগলের যুদ্ধ আড়ম্বরি মাত্র সেটা।
প্রভাতকালে মেঘারম্ভ জল নাই একফোঁটা॥
মুনি ঋষির শ্রাদ্ধ যেমন কলা কাটার জাক।
বাইরে চটক ভোজভাজী ভিতরে সব যে ফাঁক॥
বাইরে চটক বাদিশূন্য পুরাণো পাতকুয়ো।
স্ত্রী-পুরুষের বিবাদ ওটা ভিতরে সব ভুয়ো॥

রাগিণী বাহার বাগেশ্বরী—তাল খৎ।

মরিরে মোর দুখানলে জ্বলে অঙ্গ জ্বলে যায়।
কয়রে তাই মধুকর এ যন্ত্রণা হ'য়ে যায়॥
কি দোষে বিদেশে গেলি,
কি দোষে বা নিদয় হলি,
তোবিনে প্রাণকান্ত অলি মনের কথা বলি কায়॥
ফেলেছো আমারে যাদু,
এ বিপদে শুধু শুধু,
কি পোড়া অদৃষ্ট বঁধু, গুবরে মধু খেতে চায়॥

সরোজিনী এরূপ জপে,আমোদ করে কুমুদ বলে,
কি জন্যে কাঁদলো তুমি ধনী।
ওসব কথা আর না তুল,একালের সব পুরুষগুলো
ঐরূপ নচ্ছার আমরা জানি॥
সুন্দরী সব পত্নী ছেড়ে
পেত্নীগুলোর নেশায় পড়ে
শোনুনা ঘরে বসে রাত কাটান।
পরনারীতে অনুরক্ত, পরম ধন গায়ের রক্ত,
কত মহাশয় মশা গিয়ে খাওয়ান॥
ঘরে যুবতী লাগে বিষ, বাবুর বয়স হদ্দ বিশ,
আমোদ লয়ে যাট বছুরে বুড়ী।
ঘরের নারী কাঁদাইয়ে
পরের পায়ের ছুঁচো হয়ে,
দিবানিশি তার ব'সে গড়াগড়ি॥
নারী যদি দেন মোণ্ডা গালে,
চড় মারেন পাঁচগোণ্ডা গালে,
মিষ্টি লাগে সেখানে শতমুখী॥
সে যদি দেয় অমূল্য দ্রব্য,
বাবুর সে জঘন্য দিব্য,
বাপান্ত শুনিলে বড় সুখী॥
কত পুরুষে ব'লে থাকে,
তার সনে পিরীত না পাকে,
যে রাঁড়ে বাপান্ত নাহি শেখে।
তিনি জেনেছেন সারোদ্ধার, চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার,
বেশ্যাবিষ্ঠা দিলে বাপের মুখে॥
চোর যেন ঘোর আঁধারে,
দাঁড়ান গিয়ে তার পাঁদাড়ে,
হয় ত দেখা নয় ত অষ্টরম্ভা।
সারানিশিটে বৃথায় জেগে,রক্তবীজের মত রেগে,
ফিরে আসেন হয়ে হতভম্ভা॥
বাসেতেও সুখের অন্ত, গৃহে নারী খড়্গহস্ত,
পোট্ নাই সে পট্‌বে কেন মিছে।
শুখিয়ে বঁধুর গলা কাট, ভয়েতে হয়ে আকাট,
চট পেড়ে রণ প'ড়ে খাটের নীচে॥
বাড়ীতে কেউ কয় না কথা,
আহারাদির বাড়া কোথা,
কলাচুষে রাত কাটান যে বাবু।
নারী করিলে উপপতি,তাতে পাতক ঘৃণা অতি,
এত ক'রে পুরুষ পবিত্র তবু॥
লক্ষ্মী ছাড়া দেশের বিচার,
জানে কৈ যা শাস্ত্রে প্রচার,
জয়বেতে সব ভট্টচাজ্জী আনাড়ী।
দেন বিধি সে বিধিই নয়,
মাকড় মারলে ধোকড় হয়,
জন্মের কাজে তিনশো কাহন কড়ী॥
আর কিছু বুঝিতে নারি, বিধির সৃষ্টি নরনারী,
পাপ পুণ্যের সমভাগী উভয়ে।
পাপ ক'রে পবিত্র নর, নারী পাতকী হ'লে পর,
হয় পর যায় গৃহত্যাগী হয়ে॥
বিচার থাকলে দেশটা কি উচ্ছন্ন এমন যায় লো।
বিচার থাকলে মিথ্যা কথা কয়ে কে পার পায় লো।
বিচার থাক্‌লে সুরা কি মুলুকের মাথা খায় লো।
বিচার থাকলে চলে কি আহার দিয়ে
জুতা পায় লো।
বিচার থাক্‌লে হোটেলে কেউ খেয়ে
জাত মজায় লো।
বিচার থাকলে পলাণ্ডু কি দেশে আদর
পায় লো॥
বিচার থাক্‌লে শয্যাগুরু রমণীর কথায় লো।
কে কোথা অযত্ন করতো মাতা আর পিতায় লো॥
বিচার থাক্‌লে পতিসত্ত্বে উপপতি
কেউ পায় লো।
বিচার থাক্‌লে ভ্রূণহত্যা করে কি বিধবায় লো॥
বিচার থাক্‌লে শ্রাদ্ধ শান্তি ওঠে কি
অশ্রদ্ধায় লো।
বিচার নাই তাই এত বিপদ ঘটে পায় পায় লো।

রাগিণী সুরট—তাল কাওয়ালি।

সই লো এ দেশে আছে বিচার কই।
ওলো পদে পদে অপরাধী অবলা সরলা
আমরা কুলবালা কথায় কথায় কলঙ্কিনী হই ॥
দেখ নারীহত্যাকারী কদাচারী যে নারকী
যত নর ভয়ঙ্কর পাপকর কর্ম্ম করে
তবু পুরুষ পরশ দোষ ধরে কই।
খেয়েছে শাস্ত্রের মাথা, পুরাণো পুরাণ-কথা
মানে না ন্যাজ তুলে কেউ ত
দেখে না এঁড়ে কি গাই ॥

তখন কুমুদিনী আর কমলিনী,
এইমত আমোদশালিনী,
এখানে বিরাগী মধুকর !
দিন দিন ব্যাকুল মন, দেশে দেশে করে ভ্রমণ,
বিচ্ছেদে বিদগ্ধ কলেবর॥
হয়নি কদিন মধুপান, ক্ষুধায় বড় কষ্ট পান,
মধুর চেষ্টা করেন ক্রমে ক্রমে।
কভু কেতকিনীর বশে, কখন শীমুলে বসে,
দিগ্ বিদিগ্ জ্ঞান নাস্তি ভ্রমে ॥
কিন্তু কোথাও মন বোঝে না,
কারু পিরীতে মন মজে না,
দশ দিকে বেড়ান ছুটে ছুটে।
দৈবাৎ হইল লক্ষ, আলো করে নিজ বৃক্ষ,
এক দিন চাঁপা রয়েছেন ফুটে ॥

রূপবতী দেখে চাঁপায়, অলি যেন ক্ষিপ্তপ্রায়,
ও বস্তুতে লোভ জন্মে বড়।
ভবে যত পদার্থ পাই, অমন মিষ্টি কিছুই নাই,
জীব মাত্রে ও পাঠশালের পড়ো॥
যিনি করেছেন ও ধন সৃষ্টি,
তাঁরই কত লাগে মিষ্টি,
তিনিই জানেন অন্তে বলতে নারে।
সুন্দরী সম্মুখে পড়লে,
সাধ্য কি কেউ যাবেন চ'লে,
মুনি ঋষির মুণ্ডু যায় ঘুরে ॥
বিশেষ দেখ পুরুষ যেতে,ঘাটে পথে যেতে যেতে,
দেখেন যদি সুন্দরী রমণী।

কাক যেমন পেচকে পেলে,
ঠিক যেন তায় ধ'রে খেলে,
জ্ঞানশূন্য হয়ে যান অমনি ॥
চক্ষেন কত ভঙ্গী করে, নিধুর টপ্পা মুখে ধ'রে
সুর ভাজেন আর আড় নয়নে চান।
লঙ্কাভাগ মনে মনে, পোদ্দারি পরের ধনে,
মনে মনে হৃদয়ে বসান ॥
নারী যদি পশ্চাতে পড়লো,
মাথায় যেন বজ্র পড়লো,
সুমুখের মুখ পেঁচন দিকে ঘোরে।
যে পর্য্যন্ত নজর থাকে, হা ক'রে গেলেন তাকে,
এ দিকে হোচটে দফা সারে ॥
দৈবাৎ নারী চাইলে ফিরে,
ভাসেন প্রেমানন্দ নীরে,
হাতে চতুর্বর্গ স্বর্গ পান।
নারি গেলে নিজ ধাম, ভেবে ভেবা গঙ্গারাম,
শেষকালে স্বকরে সাধ মিটান ॥
এখানেতে মধুকরে, চম্পক আদর করে,
বলে এস সরোজিনীর স্বামী।
মম বাসে অসময়, কি জন্যে হে রসময়,
কোন ঘাটে আজ মুখ ধুয়েছি আমি।
পূর্ব্বে সদয় ছিলে সখা, মধ্যে মধ্যে দিতে দেখা,
এখন তুমি ঠিক ডুমুরের ফুল।
শুন্‌তে ইচ্ছা বিবরণ, বল দেখি আজ কি কারণ
দুখিনীরে এত অনুকূল ॥
চম্পকে কহেন অলি, মনের কথা শুন বলি,
হয়ে পদ্মিনীর প্রেমে ক্ষান্ত।
যাই যেখানে চক্ষু যায়, নলিনী আজি আমায়
অপমান করেছে চূড়ান্ত ॥
অকপটে মন যে দিলাম,
চোঙ্গার বাঁদর হয়ে ছিলাম,
তবু যে তার মন পেলেম না সই।
রোজ বিবাদে কাটাকাটি,এক কথাতেই চটাচটি,
মিছে কেন আর ভূতের বোঝা বই ॥
তবে তোমায় বলি স্পষ্ট, একটা মনে বড় কষ্ট,
পড়ো জমিতে করেছিলাম আবাদ।
ভেবেছিলাম ফসল শেষে পাবো, নিশ্চিন্তে ব'সে খাব
সেই সময়ে ঘটলো ঘোর বিপদ ॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল কওয়ালি।
জীবনে কত যাতনা সই সই।
দুখ কারে কই, পড়েছি ঘোর পাকে পোড়া
পিরিতে সুখ হল কই॥
পতিত জমি আবাদ করি,
ঘাস মেরে চাষ দিয়ে মরি,
সময়ে বীজ ফেলে ফলাশয়ে বসে রই,
ক্রমে ক্রমে দিয়েছি নিড়ানী বিদে মই
শেষে অবাক্ হই, ফললেতে ফক্কিকারি
মুলে লাভ তে দুদিন বই॥
থাকে না [illegible] আমার বশে,
আমাকে না ভালবাসে,
আমি যেন চিনির বলদ শুধু বোঝা বই।
কত সার ঘোল খাব ঘরে থাকৃতে শখো দই,
ঐ বেদনা ঐ সন্দেশের ব্যাপারি হয়ে
খেতে পাইনে পোড়া খই॥

—

তখন ভৃঙ্গ বলে ওলো চাপা তারে আমি আর চাইনে।
জানি সে বিষম জ্বালা আর যে বিষ খাইনে॥
সে প্রেমের হাটে আর আমিত বিকাইনে।
প্রাণান্তে আমিত আর তার গুণ গাইনে॥
চতুর হয়েছি হদ্দ আর সে সুখ চাইনে।
সে প্রেম-পালঙ্গে আর বিছানা বিছাইনে॥
ভুলেত একবার সই সে পথেতে যাইনে॥
মন বড় উদাস কিন্তু আমিত বুঝাইনে।
সাধ ক'রে ফরাক হই আর তারে সুধাইনে॥
এত অঙ্গ জ্বলে তবু সে জলে আর নাইনে।
মৃতনে যা হলো কিন্তু আর সুখ পাইনে।
মনাগুন জ্বলে কিন্তু সে জলে নিভাইনে॥
আমার এ অঙ্গ আর সে অঙ্গে মিশাইনে।
তোমার গোলাম আজ অবধি তারে আমি আর চাইনে॥
একালের রমণীদলে, ধর্ম্মপথে কেউ না চলে,
কে যায় ওদের মতলবের ভিতরে।
বিষ নয়নে দেখে পতিকে,
অনায়াসে মন দেয় পথিকে,
বুকে বসে স্বচ্ছন্দে দাড়ি ছেঁড়ে॥

পতির পিতা পতির মাতা,
তাদের পায়ে নোয়াতে মাথা,
আকাশ ভেঙ্গে পড়ে যেন মাথায়।
রন্ বটে গৃহস্থ-সাজে,
ঘোমটার ভিতর খেমটা বাজে,
লজ্জা এদের কাছে লজ্জা পায়॥
শাশুড়িকে একটী তাড়ায়,
বাটী হ'তে হয়ত তাড়ায়,
ননদিনী চোর বিনোদিনীদের কাছে।
সদাই আছে মেজাজ কড়া,
বাঁধলে হাতে পোড়বে কড়া,
স্বামী বেটাত ভেড়া হয়েই আছে॥
বশ হ'লনা কারু বাবার,
গলায় গলায় খাওয়াও আবার,
তখনি খাই খাই শব্দ করে।
ছাঁদন দড়ি গোদা নড়ী,
যার কাছে রন তখন তারি,
বামুন গেলেই লাঙ্গল তুলে ধরে॥
চম্পক কহিছে অলি, অলীক কথা নয় যা বলি,
আমি কেমনে করি বল প্রণয়।
কতবারহে তুমি অমন, বিবাদ ক'রে কর গমন
দু'দিন বাদে যেমন তেমনি হয়॥
রমণী অমন পদ্ম, তার নিকটে মন বদ্ধ,
গোড়ার কথা হদ্দ আমি জানি।
ভুলবেনা তো পদ্মিনীকে,
আমায় কেবল ক'রে নিকে,
দিন দুতিন আমোদের আমদানি॥
বিবাদ যাবে কেন উতলা,
সেই নারীটি তোমার তোলা,
আমি কি আটপৌরে হব ভাই।
একর্ম্ম করে না সতে, বাধবে লেঠা ভবিষ্যতে,
নারী সঙ্গে নারী ক'রতে নাই॥
যদি ব'লে অনেকে করে,কিন্তু একটা কারণ ধ'রে
বন্ধ্যা কি রোগগ্রস্তা কি পতিতা।
এ সব যদি থাকে কারণ,
তবে বিবাহে নাহিক বারণ,
শাস্ত্র মতে প্রচলিত প্রথা॥
তোমার ইথে কারণটা কি,

কারণের মধ্যে ঝগড়া দেখি,
ঝগড়াতে কেহ করে কি এমন কাণ্ড।
বিনা কারণে সুখের তরে,
দুটো ভার্য্যা যেজন করে,
সে জেনো ঘোর পাতকী পাষণ্ড॥
বিশেষ জেনোহে অলি,প্রথম বিয়েকে বিয়ে বলি,
দ্বিতীয়বার বিয়ে নয় সে নিকে।
বড় চলেনা হিন্দুর ঘরে, ওটা কেবল যবন করে,
ভদ্র বংশে কোথা হয়ে থাকে॥
যদি বল হিন্দুরও আছে,
আছে বটে নীচ জাতের কাছে,
আর আছে বৈরাগীর দলে সত্য।
তুমি কি নীচ পদের স্বামী,
বৈরাগীও নও হে তুমি,
রাগ করেইতো ঘটাও অনর্থ॥
যদি নিকে কর্‌তে মন, হয় বঁধু তোমার এমন,
যবন ধর্ম্ম গ্রহণ কর তবে।
হিন্দুর দেখ যেমন রীত, যবনের তার বিপরীত,
সে মতে সেই পথে চলতে হবে॥
বস্ত্রখানি পোরে কোসে,
হিন্দু দেখ আসনে ব'সে
পূর্ব্বমুখে আহ্নিক পূজা করে।
যবন দেখ পশ্চিম মুখে,
কাছা খুলে মনের সুখে,
ওঠে পড়ে নামাজ বলে তারে॥
হিন্দু মাথায় টীকে রাখে,যবন দেখ নেড়াই থাকে,
রাখবার মধ্যে দাড়ি রাখে গুলজার।
ভোজনকালে কলার পাতে,
হিন্দু যেদিক মাটীতে পাতে,
যবনের দেখ সেই দিকে আহার॥
একাকী হয় হিন্দুর ভোজন,
এক পাতেতে বিশ পঁচিশ জন,
বসিলে যবনের ভোজন চলে।
হিন্দুর দেখ আস্ত থাকে,
যবনেরা একটু কমিয়ে রাখে,
তাই সেলামে আলেকম বলে॥
কর যদি এ ধর্ম্ম পালন, ব্যঞ্জনকে বলবে ছালন,
মাংসে মংস টকুকে বল্‌বে খাটা।
আল্লার গজরে মজো,
রামকে ত্যজে রহিমকে ভজ,
খাও জবাই খেওনা ঝট্‌কা কাটা॥
আর দেখ যবনের ধরণ, মামার কন্যা ভগ্নী হরণ,
কর্‌লে তাতে কুলে গৌরব হয়।
খোদা আল্লার কত খেলা,
খড়কে খ্যাড় কলাকে কেলা,
যবনের যেন না বলিলেই নয়॥
হবে যবন তাতে হানকী,
থলো রেথ না কর সানকী,
গাড়ু ফেলে বদ্‌না লও গে ভাই।
তেলকে ত্যাল বলিতে হবে,
লম্বাকে আর লাম্বা কবে,
ছাবাকে কিন্তু ছামা বলা চাই॥

রাগিণী সুরট—তাল কাওয়ালি।

পার কি প্রাণ ধরতে যবনের ধাঁচা।
তবে বল জলকে পানি, ঠাকুরুন দিদকে নানী,
পিসী ফুফু মাসী খালা খুড়োকে বলবে চাচা॥
যদি নহে কষ্ট কর হিন্দুয়ানী নষ্ট কর
নহিলে হবে কিসে এ পীরিতে সাচা,
টীকী কেটে হওরে নেড়া,
আর একটা বাদ দিলে একটু,
শুন্‌তে হইবে তুমি সাঁচা,
পড়ো নমাজ কল্‌মা পড়ো
দিও না রে কাপ্প কাছা॥

তখন হেসে বলছে মধুকর, এটা কি বড় দুষ্কর,
কষ্ট কি জাত নষ্ট কর্‌তে হ'লে।
পিরীত ঘাড়ে চাপেন যার,জাত জন্ম রয় কি তার,
বরং মানুষকে ফোফরা ক'রে ফেলে॥
তুমি যদি আমার হও, আমার সঙ্গে ফকিরি লও,
জাত কেন প্রাণ প্রাণ দিতে যে পারি।
যবনের মতে চল্‌তে, যবনের ন্যায় কথা বল্‌তে,
সব স্বীকার হয়েছি গো সুন্দরি॥
সভে বল মুসলমানি, ওটা যে আমি কুশল মানি,
মুসলমান ত বরং পদে আছে।

যথার্থ যবন যারা, বেছে শুছে খায় যে তারা,
বাছা গোছা নাই নব বাবুদের কাছে ॥
যত বাবু দেখ হালে, পড়েছেন ইংরাজী জালে,
পাচক এদের দোজাতি খানসামা।
কি জানি কোন্ পথে যান্, শূকরগুল সুগ্রে খান,
মুরগীর পক্ষে মুরগীর হাঙ্গামা ॥
ছাগল ভেড়া এসব এড়ে,
পেটে পোরেন দামড়া এঁড়ে,
ষাড়ের শক্র বাঘ বাবুরো যত।
মারেন ধাড়িশুদ্ধ ছানা,
তাই মেলে না মাখন ছানা,
ঐ দরুণে দুধ আক্রো এত ॥
খেয়ে হিন্দু যবনের হারাম,
আরামে গিয়ে করেন আরাম,
চারি পাশে বেষ্টিত বেশ্যাগুল।
চলে কত ওয়াইন, কলিকালে ও আইন,
সর্ব্বত্রে জাগ্রী যে বড় হ'ল ॥
তেজে ধর্ম্ম খানাকায়, সকল জেতের খানা খায়,
ও হ'তে এ ধর্ম্ম বড় ভাল।
থাকৃব লো সই একটা মতে, বিচরণ একটা পথে,
লাভের মধ্যে তোমাকে লাভ হ'ল ॥
চাঁপা বলে কর্‌লেম শ্রবণ,
তুমি যদি ভাই হও হে যবন,
তবেই আমার মানটা বজায় থাকে।
ভ্রমর বলে লাগল দিশে,
মান বজায় লো থাকৃবে কিসে,
ও কথাটা ভেঙ্গে বল আমাকে ॥
চম্পক কয় গোটা কি রবে,
যবন হলেই কাটতে হবে,
ঐ বিষয়ে মান থাকা যে ঘটলো।
ঐ কাটাতেই বাধল ভুল,
কাট্‌তে তোমার কাট্‌বে হুল,
জন্মের মত মধু খাওয়াটা উঠলো ॥
ভাই বলি মান থাকুক ভাই,
আমারো মোটে মধু নাই,
আবরু সরম বজায় থাকুলো সব।
শুনে কথা চাঁপার নিকটে,ভ্রমর অমনি চমুকে উঠে
বলে তোমার তবে কিসে গৌরব ॥

মধু নাই তা জানতেম কৈ,ভাগ্যে তুমি বলে সা
ভাগ্যেত জাত খোয়াইনি আশ্বাসে।
না জেনে যবনের জেতে,যদি আমার হ'ত যেতে
জাত যেত পেট ভরতনা ত শেষে ॥
ছিছি প্রাণ বুঝেছি আজি,
তুমি যেন ঠিক ভোজের বাজি,
বাইরে চটক্ ভিতরে সব ফাঁকি।
রূপে রয়েছ ক'রে আলো,
ওতে নাগর পটবে না লো,
মধুর দফায় শিমুল আর কেতকী ॥

রাগিণী সিন্ধু-ভৈরবী—তাল পোস্তা।
প্রাণ তোমার রূপের জেল্লা
বাইরে চটক্ ভিতরে ভুয়ো।
কিসে নাগরি লো নাগরে তোমায় করিবে ছুঁয়ে
রূপে মন ভু'লে ছিল,
শেষকালে কি বল্‌লি ছিলো,
দেখতে নয়নের শোভা
সোনার পক্ষী কাগাতুয়ো।
করিয়ে প্রেম বাসনা, করলেম মিছে উপাসনা
বস্তুহীন দেখলেম কেমন যেমন বারিশূন্য কূয়ে

মধুকর কহিছে পুনঃ, শুন লো চম্পক শু
ছি তোমার পদার্থ নাই হেরি।
দেখ্‌তে ব্যারি বিউটি ফুল, এমন মধুশূন্য ফু
না জেনে যে করেছি ঝক্‌মারি।
চাঁপা বলছে ক্রোধভরে, যদ্যপি না মনে ধ
চলে যাও ভাই কটু বল কেনে।
ভ্রমর বলে তবে আসি,
নই লো তোমার প্রেম-প্রয়াসী,
ব'লে অলির ভ্রমণ নানা স্থানে ॥
মনোদুঃখে মুলুক যুড়ে, মধু খুঁজে বেড়ায় উ
কুমুদী পায় দৈবে দরশন।
বলে হে সরোজীর স্বামী, পদাতকা ও আস
কোন্ ভাবে আজ কোথায় গমন ॥
বিবাদ ক'রে তাতার মেগে,
মুলুকে তুমি থাবে রেগে,
রাগ ক'রে গিয়েছ দিবস চারি।

সরোজী তব বিরহে, সরোবরে আর কি রহে,
তার নয়নে অনিবারি বারি ॥
মিছে হয়ে ছাড়াছাড়ি, কেন কর বাড়াবাড়ি,
খালি কলঙ্ক কিছু নাই গৌরব।
ক্ষুধায় দেখি চঞ্চল, আমার সঙ্গে শীঘ্র চল,
সালিশি ক'রে সব মিটিয়ে দিব ॥
অলি ছিল মত্ত ক্ষুধায়, যেমন বলে অম্‌নি ধায়,
কুমদীর সঙ্গে সরোবরে।
অলিকে দেখে নলিনীর, আরো নয়নে গলে নীর,
বসিলেন দারুণ মানভরে ॥
নয়নে দেখি বিমান, কুরঙ্গনয়নীর মান,
ভাঙ্গতে ভৃঙ্গ বিনয়বাক্য বলে।
কুমদী উত্তরসাধিকে, প্রবোধ বাক্য কয় এদিকে,
হাসি কমলের বদনকমলে ॥
ভ্রমর অম্‌নি সুযোগ পায়, বলে প্রাণ অনুকম্পায়,
অনুগ্রহ কর এ অধীনে।
অপরাধ করেছি আমি, পর নই তোমারি স্বামী,
মার্জ্জনা আজ কর কৃপাদানে ॥
হুজুরে হাজির মধুকর, যা মনে হয় দণ্ড কর,
যা কর সব তোমারি এক্তার।
যে আসামী হাজির হয়, আপনি দণ্ড চেয়ে লয়,
কঠিন দণ্ড হয় না কিন্তু তার ॥

আমি যে দোষী তোমায় কাছে,
তার ভিতরে মর্ম্ম আছে,
বলি যদি দুঃখ দূর কর।
তুমি কেন বিপরীত ধ'র্‌লে,
মাঝে মাঝে বিবাদ ক'র্‌লে,
পিরীতের বাঁধন কসে বড় ॥

রাগিণী পরজ-বাহার—তাল একতালা।

নইলে পিরীতে কি সুখ দেখ,
শিখ রে প্রাণ ঠেকে শিখ।
পিরীতের ত মজা বিবাদে,
ঐ সাধে করি ঝগড়া কি প্রাণ বোঝনাকো ॥
পুরাণ প্রেম হ'লে পরে,ক্রমে তাতে মর্‌চে ধরে,
সে ময়লা কাটাতে আর ত উপায় দেখি নাকো,
সোণার গায়ে দিলে রসান,
যেমন রঙ্গের চটক হয় রে ও প্রাণ,
বিচ্ছেদ-রসানে তেম্‌নি
পিরীত জেল্লা ক'রে রেখ ॥

সমাপ্ত।

ইয়ং বেঙ্গল।

কলিযুগ ধন্য ধন্য, ধন্য বলি এই জন্য,
এই যুগেতেই কত কাণ্ড হ'ল।
এই যুগারম্ভ যখন, পাণ্ডবেরা রাজা তখন,
কালে সে বংশ ধ্বংস হয়ে গেল ॥
তৎপরে কত দিনগত, গত রাজা কত শত,
মধ্যে বৈদ্যবংশে অবতার।
ভূপতি বল্লালসেন, কুলের মর্য্যাদা দেন,
অদ্যাবধি স্রোত রয়েছে যার ॥
তাঁর হুকুমে হয় যে কুল,
ভাঙ্গলো এখন তার দুকুল,
সে কুল সবাই ডোণ্টকেয়ার করে।

চলিত নাই আর সে আইন,
এখনকার কুল রেফাইন,
ছাতা পড়েছে পুরাণ কুলাচারে ॥
ঘুচলো সে সব কুলের ধোঁকা,
সে কুলে ধরেছে পোকা,
বোঁটা ছিঁড়ে তলায় প'ড়ে হয় সারা।
দেশী কুল আর কে চায় নিতে,
বিলাতী কুলের আমদানিতে,
সকল কুলে দেখি এখন
সেই বীজের হয় চারা ॥
অম্লান যে সব তিলক কুলে,

দিন দুই গিয়ে স্কুলে ,
কুল ভাঙ্গতে অমনি হন উদ্যত।
খানদুই ইংরাজী বুক,প'ড়ে বেড়া'ন চিতিয়ে বুক,
স্বধর্ম্মে এককালে শ্রদ্ধাহত॥
মরি কি মহেন্দ্রযোগে, বাণিজ্য করা উদ্যোগে,
বাঙ্গালায় এলেন বৃটিশবর্গ!
বিদ্যাবান্ বুদ্ধিমান্, যোগ্যপাত্র ভাগ্যবান্,
রন যেখানে সেই যেন স্বর্গ॥
কার সাধ্য এমন পারে, অপার সমুদ্রপারে,
অপার বীর্য্যপ্রকাশ সত্য বটে।
অনন্ত সুখ পায় প্রজায়, রামরাজ্য বলা যায়,
গো ব্যাঘ্রে জল খায় এক ঘাটে॥
রণদক্ষ অতি বিজ্ঞ, বিবেচক বিচারজ্ঞ,
অধ্যবসায় সাহস অপার।
বর্ণনার অতীত গুণ, শিল্পকার্য্যে সুনিপুণ,
জানেন কলকৌশল কত প্রকার॥
ইতিপূর্ব্বে মোগলরাজ্যে, বিশৃঙ্খল ছিল কার্য্যে,
উগ্রস্বভাব নবাব যে কালে।
বর্গী এসে করে লুট, বাঙ্গলামুলুক করতো ভুট,
কিছু দেখি না ইংরাজের আমলে॥
চলে কার্য্য কলেবলে, অনেক কার্য্য কলের বলে,
সে কলের কে মর্ম্ম পায় এ দেশে।
বাণিজ্যেতে আসি আর,প্রভু হয়েছেন আসিয়ার,
ঘটকালি করিতে এসে বিবাহ হ'ল শেষে॥

রাগিনী মুলতান—তাল কাওয়ালী।

প্রজার ভাগ্যে ইংরাজ রাজা কলিতে।
কেবা পারে এদের তুল্য প্রজা পালিতে॥
কে পারে সদ্গুণ বলিতে,
কে পারে অন্যায়পথে চলিতে॥
দেখ বাঙ্গালীগণ গরুর মত,
হয়ে আছে পদানত অবিরত,
প্রতাপে রাবণ হারে উড়িষ্যা বাঙ্গালা বেহারে,
কেবা পারে,
সব সোজা হয়েছে গোলা-গুলিতে॥
দেখ, কি সুবিধে আইন ক'রে,
চল সোজা আইন ধরে রাজবিচারে,
সকল দিকে সমান নজর, সকলের সমান কদর,
সমান আদর,
চোরার বাঁদর খেলাতে হয় খেলিতে॥

এই কলিতে কি কৌতুক,
প্রজায় কত পাচ্ছে সুখ,
এ কারখান' দেখ্‌লে কে কোথায়।
এই কলিতে আগুন-জলে,
লোহার পথে গাড়ী চলে,
তিনমাসের পথ তিনদিনেতে যায়॥
একটা দেখ তারের খবর,
তার বাড়া কি আছে জবর,
সে তারের তার কেউ ত পায় না।
যে করলে এ কাণ্ড তারে,
লোক বলি ব্রহ্মাণ্ডে তারে,
তার গুণ ধরায় কেবা গায় না॥
জলে দেখ বাষ্প যান, আগুন আর জলে যান,
উজান ভাটা কিছুই বিচার নাই।
বড় সুখ থাকলে ক্যাশ,
বাড়ীতে এসে জ্বাল গ্যাস,
মোম বাতী তৈলের মুখে ছাই॥
পারাবার হবার হেতু, নদীর উপর লোহার সেতু,
পিলপে গেঁথে শিক ঝুলান তায়।
চূড়ান্ত সুখ এই ভূতলে,
চোং বসায়ে মাটির তলে,
চানক হতে জল চলে মাথলায়॥
আর এক সুখ হ'ল প্রকাশ,
কলের হালে হচ্ছে চাষ;
আবার শুনি শস্যোপরে কল পেতে জল দিবে।
খরচ ক'রে পয়সা দুটী, আধভরি ওজনের চিঠি,
দিল্লী লাহোর যেখানে পাঠাও যাবে॥
আর এক সুখ কেবা পান না,
মুটেকে প্রায় পয়সা দেন না,
অনেক মুটের অন্ন গেল মারা।
এক আধ মণ জিনিষ হ'লে,
ব্যাগের ভিতর যাচ্ছে চলে,
মুটের কর্ম্ম যেটে এখন ভদ্র মুটের যারা॥

আর একটা সুখ বল্‌ব শেষে,
আমাদের এই বাঙ্গালা দেশে,
পাক করাটা প্রায় উঠে যাচ্ছে।
বাড়ীতে প্রায় নাই রান্না,
রাঁড়ীদের প্রায় নাই কান্না,
স্থানে স্থানে হোটেল জারি হচ্ছে॥
তণ্ডুলাদি হাঁড়া কাঠ, কেনার না পেয়ে কষ্ট,
কেন রান্না কেনা আর খাচ্ছে।
নানা রকম সাজিয়ে খানা,
ওরা বলছে খানা খানা,
কি কারখানা কেবা মনে তা চাচ্ছে॥
সেজ জেলি মেজ সাজ য় ফিট,
ডিস পুরে রেখেছে মিট,
সুইটমিট ক্যাবাৎ সফেদ রং।
চারি পাশে সাজান চেয়ার,
নব্য বাবুদের তাই যে কেয়ার,
বসেন গিয়ে ঠিক বিলাতী ঢং॥
বাড়ীতে অন্ন বাড়ে থালে,
তুল্‌তে ছড়ায় পড়ে না গালে,
তুল্‌তে ব্যঞ্জন হাতে কি কষ্ট সয়।
বলেন কত খাব খুম্‌ছে, পরিশ্রমে গা ঘামছে,
চাম্‌চে হ'লে সুবিধে বড় হয়॥
হোটেলে কোন কষ্ট নাই, সবকে পন নাইফ পাই
ভের্‌ গুড হাণ্ড ক্লিন থাকে।
সঙ্গে চলে ওয়াইন, হোটেল মাত্রেই ও আইন,
বিশেষরূপে জারি ক'রে রাখে॥
কিবা টেষ্ট দেয় কারী, মষ্টর কি মজাদারি,
কাঁচা সপ্ট মরিচের গুড় তাতে।
আমাদের এ ভর চাল, ম্রুকত গুল দেশী ডাল,
হাজা-গোজা পারি কখন খেতে॥
কলাই মটর ছোল মুসুরি, ওঞ্জ ল খাদ্য পগুরি,
বনাজ আনাজ চর্ব্বণে হাড় কালি।
চড়চড়ী আর ঘণ্ট ঝোল,
ভাজা-পোড়া গুড় অম্বল,
আহারের কালে বাজা গোল খালি॥
বাঙ্গালা খাদ্যের প্রধান পায়েস,
সে যোগাড়ে মিথ্যা আয়েস,
উৎকৃষ্ট দুধ কেবল নষ্ট করা।

মিষ্টান্ন পায়েসের পরে,
পাঁচ সের কেউ উদরে ভরে,
দূর্ব্বায় যেমন গো-মহিষের পেট ভরা॥
লুচির ফলার যদি ঘটিল,
ভাবেন এবার কিছু পটিল,
জোলাপে করি পেটটা পরিষ্কার।
পাকি ওজনে ভোজন সেরে,
বস্ত্রের বন্ধ খোলাই ক'রে,
পেটে মাটী লেপেন যে আর॥
এ সব খাদ্য ক'রে ভট, তবে তো রুটী বিস্কুট
বিশ বৎসর মনে থাকে তো খেলে।
হোটেলে তাই কি সহজে রজা,
ভের্‌ মজাদার দো পেঁয়াজী,
যায় পরিতাপ মটান চাপ পেলে॥
চার্জ্জ ফেলে যার যে খোস,
মিটান মনের আপশোস,
আঁচ নো ফাঁচানো কিছুই নাই।
মেম্‌ ল'য়ে রাত সুপ্রভাত,
ভাল লাগে কি বাড়ীর ভাত,
নিত্য সন্ধ্যাকালে যান সবাই॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল খেমটা।

কলিতে কি কারখানা সাজিয়ে খানা
সব হোটেলে।
লোভেতে মজলো তাতে
যত কাঙ্গালী বাঙ্গালীর দলে॥
মীন যেমন বঁড়শী ধ'রে টান খেঁথে দিলে,
লোভে সব দেশী পাখী পড়ে বিদেশী
সেই ব্যাধের জালে।
বেষ্ট বাঁকের টেষ্ট পেয়ে প্রাণটা যুড়ালে,
এই সুখ হয় ত সবাই
যাবে পুষ্পরথে স্বর্গে চলে॥

মনা জেতের খেয়ে হারাম,
হোটেলে এইরূপে আরাম,
আরামে আর একটা মজা হয়।
যেদিন হ'ল শনিবার, একটী কথা শুনিবা
সহরে বাবুর অবকাশ না রয়॥

কুঠীর পোষাক শীঘ্র ছেড়ে,
ইয়ার সঙ্গে গাড়ী চোড়ে,
আরামে যান আরাম আছে যথা।
ভেঙ্গে মহল আবকারী, নাচ গাওনার মজাদারী,
বিশ্বের বেশ্যা জড় করেন তথা ॥
লাল জলে চৈতন্য হরে, কেবা কার শ্রাদ্ধ করে,
কোন্ জেতের কে খায় এলাহি কাণ্ড।
কোন নর নর্দ্দামায় পোড়ে,
খাচ্ছেন জুটো চুঁচো ধ'রে,
রাজপথে কেউ ধূলায় লণ্ডভণ্ড ॥
চুবে চুবে মজার জুষ, রবিবারেও রণ বেহুঁস,
সোম এলো না যম এলো বোধ হয়।
ধুলা ঝেড়ে এসে বাড়ী, কুর্শা চলেন তাড়াতাড়ি,
বাগানের মজা কলিতেই উদয় ॥
আর একটা হ'ল কইতে,
দ্বিজের গলায় ছিল পৈতে,
চিরকাল তার সইতে পারে কেটা।
কেন ববে চরকার সুতো, ব'লে যত দ্বিজের সুত,
জন্মের মত ফেলছে সে বোঝাটা ॥
যা ছিল এই বাঙ্গলা দেশে,
তিনটে সেনে স'রলে শেষে,
যদি বল সে সেনটা কিরূপ শুনি।
বল্লাল সেন সেরেছেন আগে,
উইলসেন তার পরে চাগে,
পৈতে ফেল্‌তে দ্বিজকে ব'লে কেশব
সেন এদানি ॥
নিউ ফেসিয়ান সব এ কালে,
নাই খেয়াল ধ্রুপদ খেয়ালে,
আধরা শুনে ভাবে পড়াগড়ি।
কেবল লোকে খোঁজে রং, যাত্রায় যদি এলো সং,
যাত্রায় লাগলো লোকের হুড়াহুড়ি ॥
গ্রামে এলে ঘোমটা বাই, নব বাবুদের চাগে বাই,
বংকিঞ্চিৎ চেপে চলেন পরিবারের ভয়ে
কৃষ্ণকথায় কীর্ত্তন, যেমন গোড়া পত্তন,
গা তুলেন বন্দনা শুনিয়ে ॥
বাঙ্গালীর ছেলে বাঙ্গালায় ধাম,
বাঙ্গালীর দেবতার নাম,
শুনলে যেন কর্ণ জলে যায়।
ভাবেন এ সব উপসর্গ, এ দিকে হাতে পান স্বর্গ,
বেশ্যা যদি নিধুর টপ্পা গায় ॥
কাশী ফেলে ব্যাসকাশীতে মরণ,
ভূদেব ফেলে ভাটকে বরণ,
মহেশ ফেলে মাখালের শরণ করা।
সোণা ফেলে বাসনা রাঙে,
সোয়ারী ফেলে চড়েন সাঙে,
ময়না ফেলে ফাঁদপেতে কাক ধরা ॥
ভাদুইভক্ত ফেলে বালাম,
পীর ফেলে পাণ্ডিনেড়েকে সেলাম,
গঙ্গা ফেলে ডোবায় ডোবায় মাথা।
পালং ফেলে মাচাতে শোয়া,
গাই ফেলে দামড়া দোয়া,
বেদ ফেলে বেল্লিকতন্ত্রের কথা ॥
ঘোড়া ফেলে গাধায় চড়া, গরদ ফেলে পরেন গড়া
গোলাপ ফেলে শিমুল ফুলটী শোঁকা।
পাখোয়াজ ফেলে বাজান ঢোল,
মাগুর ফেলে নেটার ঝোল,
ক্ষীর ফেলে টক্ জোদা খোল,
শুক ফেলে কালপেঁচা খাঁচায় রাখা ॥
খঞ্জন ফেলে ছাতারের নাচ,
ব্যঞ্জন ফেলে পোড়া মাছ,
অঞ্জন ফেলে চোখে ভুষো মাখানো।
অশীন ফেলে চরকার শব্দ, কাঁচ সকল ফেলে মণি
অস্থি ফেলে মহীলতায় ভয় কেনো ॥
সব এখন হয়েছে উলটো,
কেউ ত আর বোঝে না মূলটো,
অসুখ যেটা সেইটেকে সুখ ধরে।
দেহের নিয়ম ঈশ্বরদত্ত, তা ফেলে আমোদে মত্ত,
সাধ ক'রে কেন বা নেশা করে।
একটা বল্‌তে বাকী আছে,
আগে যত সাহেবদের কাছে,
ড্যাম্ বাঙ্গালী বাঙ্গালীর নাম ছিল।
এদানী বেড়েছে মান, বড় বড় হাকিমী পান
চিরকেলে ড্যাম্ পদবী এদ্দিনে দূর হলো ॥
বাঙ্গালায় বি, এল, এমে, পড়ে,
বিলেত যাচ্ছেন জাহাজে চড়ে,
একজামিন পাশ করে সিবিল হচ্ছে।

বয়েস চুরী কচ্ছেন যিনি,
কচুপোড়া খাচ্ছেন তিনি,
দশ মাসের গর্ভ যে এক বাত্তকর্ম্মেই যাচ্ছে॥
বিলাতী জলের গুণে তাঁর,হদ্দ পদটা ব্যারিষ্টার,
তবু কিন্তু ভেড়া মেজাজেই রণ।
হয়ে এলেন বিলাতী সাহেব,
দেশে করেন বড়ই গরব,
বাঙ্গালায় আর না বাঙ্গালা কথা কন॥
বাপ যদি বলে বাঙ্গালা,
রেগে তারে বলেন লাঙ্গলা,
ষ্টপ ইউ ডেভিল ম ই ফাদার।
বিলাতী মত স্ত্রীকে ধরাণ,
মেম সাজান আর গাউন পরাণ,
ফেলে বাঙ্গালা বস্ত্র অলঙ্কার॥
স্বজাতে থাকে না মিশ,
কুমারী কন্যায় বলেন মিস,
বাবালোক বলেন ছেলেকে।
হাজিরা টিফিন খানা খান, চুরুট টেনে চলে য ন,
ঘোর তেড়িয়া সাহেব বলে না ডাকলে তাঁকে।
বুটজুতা পেন্‌টুলান পিরাণ,
এরাই বাঙ্গালার স্বকম ফিরাণ,
এদের জোরেই ব ঙ্গালী সাহেব সাজে।
ক্রমে মেজাজ উঠলো চ ড়
চড়ে চড়ে শেষ জাহাজে চড়ে,
আলোয় গেলেন অন্ধকার ত্যজে॥
সৌভাগ্য বাঙ্গালার,ঘোষ বস সেনগুপ্ত আর,
মুখুয্যে বাঁড়ুয্যে সা'হব হয়।
সব হ'ল ইংরাজী ভস্ম শ্রাদ্ধ আর তর্পণের মন্ত্র,
ইংরাজী তর্জ্জমা শীঘ্র না হলেই যে নয়॥

রাগিণী কালাংড়া—তাল কাওয়ালি।
এত দিনের পরে বুঝি এই,
ভারতভূমির ভাগ্য ফেরে।
ইণ্ডিয়ার বাঙ্গালী আজ কাল
ইংলণ্ডে যে গমন করে॥
জন্ম ভাষায় প্রবেশিয়ে, ভিন্নাচার বিলাতে গিয়ে,
প্রাণপণে একজামীন দিয়ে,
সিভিল হচ্ছে তিন বৎসরে॥
হিন্দুস্থানী ধর্ম্ম যত, ক্রমে হ'ল গুমর হত,
বাঙ্গালীদের মেম সহিত,গীর্জ্জে হবে রবিবারে॥

দেখ বাঙ্গালার শ্রীবৃদ্ধি কত,
সাহেব হচ্ছে বাঙ্গালী যত,
ক্রমে বাঙ্গালা বিলাত তুল্য হবে।
যে দেশে যিনি জন্ম লন,
সে দেশে যদি হাকিম হন,
তাঁর কাছেই ন্ সুবিচ র সম্ভবে।
বিল তী নব্য সাহেব যত,অপমানে সাপের মত,
মা-ঠাকুর ণ বলেন এসে মেজে।
ভরসা কেবল আমলার,
কিছু জানেন না মামলার,
সিকস্তী পয়স্তী নাহি বুঝে॥
হারালে রূপার গোট,
তিনি বুঝেন ইংরাজী: গোট,
গোটের অর্থ ছাগল রাখেন ধ'রে।
বিচারে এমনি নিপুণ, সর্পাঘাতে হ'লে খুন,
আস খাস আসামী তলব করে॥
দাঙ্গা চণ্ডীমণ্ডপেতে, সাহেব কিন্তু মিছিলেতে,
চণ্ডীমণ্ডপ তলব করেন আগে।
বাঙ্গালা দেশে জন্ম যাঁর,
তিনি হাকিম হলে বাঙ্গালার,
তাঁর কি ভুগুতে হয় এ সব রোগে॥
বাঙ্গালায় যদি রিপোর্ট পড়ে,
বুঝতে মাথায় বজ্র পড়ে,
আঙ্গুল কামড়ান হয়ে হতজ্ঞান।
বাঙ্গালীর সনে কিছু দিন থেকে,
ক্রমে বুদ্ধি উঠে পেকে,
শেষকালে কলাকে বলেন রম্ভা॥
ইংরেজদিগে ক'রে চতুর,বাঙ্গালী আপনারা ফতুর
ক'জন ইংরেজে বাঙ্গালীর জেতে এলো।
বিলাতী দেবতা তারাই ভজায়,
শিষ্য হয়ে গুরুকে মজায়,
বাঙ্গালী জেতে জাত খোয়াতে ভাল॥
আরও বাঙ্গালীর হীন বাসনা,
চাকর হ'তে উপাসনা,
চাকর হওয়াটাই শ্লাঘ্য জানেন অতি।

যে দিন খড়ি উঠলো করে,
সেই দিনই বর বাঞ্ছা করে,
ভাল চাকরী দিও মা সরস্বতী ॥
ভেবে দেখ জাত কি বর্ব্বর,
দেবতার কাছে যাচে বর,
চাকর হব মনিব হ'তে নাই মন।
যে দিন হন চাকরীতে বহাল,
ডেকে যত আত্মমঙ্গল,
সন্তোষে সন্দেশ বিতরণ ॥
বড় পাগ্ড়ী তো গেল জানা,
কাঁধেয়ে পরের পায়াখানা,
আতর গোলাপ গায় মাখেন আহ্লাদে।
নিজে ভুলি পরের পায়ে,
পরে চ হতে বলেন ভজ,
পরের চাকর কেন আরোহণ করেন পরের কাঁধে
কিন্তু একটা বিপদ ঘটে,
বাঙ্গালী সাহেব হচ্ছে হটে,
বংশে তাদের গোল হলো সব কার্য্যে।
সিবিল হয়ে এসেছে লেড,
নাম ধরেন সাহেব হেডেন্ডো,
বাপের নামে মুকুজ্যে ...
বিলাতের কেতা যাহা শিখে নাই,
দেশী ... সাহেব তাঁরা,
সাহেবদিগের শুধু সাদা রং ছিল।
শ্যাম গৌর আর কাল কটা,
মিশলো তাতে এ রং কটা,
নানা রঙ্গের বিবি তেমনি হলো ॥
কোন বিবির আবলুসের রং,
বিবি সাজেন না সাজেন সং,
বাঙ্গালা ফেসান বাদলেতে বরং,সোনা মানাত ভাল
কোন সাহেবের সাদা পত্নী,
ঠিক যেন গেছো পেত্নী,
হাওয়া খেতে বেরিয়ে বিবি পথ ক'রে যান আলো
স্বামী এদের সাহেব হবে,
ভবিষ্যৎটা জেনে সবে,
অনেক বিবি কাজ এগিয়ে রেখেছে বাঙ্গালায়।
বিবির মত চেয়ারে বসা,সাবান দিয়ে শরীর ঘসা
বিবির মত লেডী স্কুলে যায় ॥

বিবির মত কেতাব পড়া,
বিবির মত মেজাজ কড়া,
বিবির মত পোমেটম দেন চুলে।
সে বিবি খান চুরুটে খশান,
এ বিবিরে পানে মিশান,
বিবির মত রেল গাড়ীতেও চলে ॥
বিলাতী বিবির চিরকাল,
প্রসবে নাই আগুন ঝাল,
সুরায় তাদের সব যাতনা যায়।
এ বিবিরেও সে হাত পান,
বেশ শিখেছেন সুরাপান,
সেঁক তাপ আর লঙ্ঘনা সূতিকায় ॥
সে বিবিরে ছেলে লয় না,
স্তনদুগ্ধ খেতে দেয় না,
আয়াতে লয় সে ভার সমস্ত।
এ বিবিরেও অহঙ্কারে,
ছেলে আর পান না মানুষ ক'রে,
ছেলের বাপকে লয়েই শশব্যস্ত ॥
সে বিবিদের সাহেব মরে,
আবার সাহেব বহাল করে,
বিশেষ অপমান নাই শ্রেচ্ছ ভেতে।
এ বিবিরেও করছে নিকে,
বিদ্যাসাগর দিলেন লিখে,
লেখা কিন্তু পরাশরের মতে ॥
সে বিবি মিটীংএ যাচ্ছে,
স্বামী সনে চেয়ার পাচ্ছে,
ধর্ম্ম শ্রবণ করছে গির্জে ঘরে।
এ বিবিরে যাচ্ছে প্রায়, ধর্ম্মার্থে ব্রহ্মসভায়,
স্বামীর সঙ্গে প্রতি বুধ বাসরে ॥
দোষের মধ্যে দোসরা ঢং, এ বিবিরে রং বিরং,
সে বিবিরে একরঙা সব বটে।
আর এক গুণ এদের অতি, বারবর্ষেই পুত্রবতী,
তিন বারং ছত্রিশে ওটা সে বিবিদের ঘটে ॥
হেথা বাঙ্গালী একজামীন দিচ্ছে,
সিবিলি সম্ভ্রম পাচ্ছে,
দেখে যত ইংরেজের হ'ল হিংসে।
বলে সর্ব্বনাশ হ'ল, আমাদের রুটী মারা গেল,
এ পদ কেন কমন নেটীবের বংশে ॥

বাঙ্গালায় তোমরা করে বাসা,
শিখেছ বাঙ্গালা ভাষা,
আমাদের তাতে আমোদ যথেষ্ট।
বাঙ্গালী তোমাদের পাস,
যোগেযাগে হইলে পাস,
তায় কেন তোমাদের মনে কষ্ট॥
অতুল অর্থ খরচ ক'রে,
জাহাজের কষ্টে প্রাণে মরে,
সিবিলি একজামীন দিতে চায়।
বাধলো যদি বয়সের গোল,
জন্মের মত খেলে খোল,
কুষ্টি দিলেও দোষটা আর না যায়॥
এ বেদনা কারে কই, জাত গেল পেট ভরল কৈ
ভেবে দেখ কি কষ্ট তার মনে।
আর কি হবে তার সাধ্যে,
তবে দেখি লাভের মধ্যে,
বিলাতী বিবি বিবাহ করে আনে॥
বিবির কি রোজগার পাবে,
বিবি ধুয়ে কি জল খাবে,
পরকালে কি সাক্ষী দেবে বিবি।
দেশী বিবি যে কাজের তরে,
বিলাতী বিবিও সে কাজ করে,
দেশী বিলাতী প্রভেদ কি তাই ভাবি
প্রভেদ কেবল দেখি বর্ণ, আর এক ছত্রিশ বর্ণ,
আর প্রভেদ বস্ত্র আদি পরা।
আর প্রভেদ বয়েস কুড়ি, হলেই এরা হ'ল বুড়ী,
তিন কুড়িতে টস্‌মসে হয় তারা॥
বাঙ্গালীদের বল নষ্ট, ঐটে মনে বড় কষ্ট,
বাঙ্গালী বিবি কটা বিলাতে গেল।
বাঙ্গালীরে রংটা খোঁজে,
বিলাতী বিবির রংযেই মজে,
ঢং ভাল নয় রং তোমাদের ভাল।
বিলাতী শালের রঙ্গের চটক,
বঙ্গ নাই তা জানি।
তামা ভেজাল বঙ্গ অল
বিলাতী সোনা গিনি॥
বিলাতী কাপড় থান-গুলোতে
পাটের ফেঁসা জানি।
বিলাতী বুড়ীর যুবতীর ঢং
গাউনের কারখানী॥
বিলাতীর সব বাহিরে বাহার
ফক্কা ভিতর খানি।
তারি মাঝে পড়ে ইয়ং বেঙ্গল
নেত্রে ঝরে পানি॥

সমাপ্ত।

কুলীনের কীর্ত্তি।

দিনকত কাল হ'ল গোল, বেজে গেল ঢাক ঢোল
বিধবার বিবাহ চলবে বলে।
বিদ্যাসাগর গুণনিধি, মুনিবাক্যে দিলেন বিধি,
কৃপাময় হয়ে কলিকালে।
মত দিয়েছেন পরাশর, তাই চালাতে সরাসর,
ঈশ্বর করিলেন বহু যত্ন।
দেশের ভ্রম, করেন বহু পরিশ্রম,
তবু লাভ না হয় সেই রত্ন॥
হয় হয় এই চলল বিধি,
কি জানি কি করলেন বিধি,
কতকগুলো বিবাদী তায় হ'ল।
বিধবাদের মন ক্ষিপ্ত, হয়িবে বিষাদ প্রাপ্ত,
আশার তরু ভঙ্গ হয়ে পড়লো॥
ঈশ্বরের নাহি জাঁক, ঘ'টে উঠিল ঘোর বিপাক,
তুফান দেখে ছেড়ে দিচ্ছেন হালি।
উক্ষে তুলে ফস্কে গেল, লোক হাসান সার হলো,
বিধবারা দিচ্ছে গালাগালি॥
দেশশুদ্ধ একবাক্য, বিবাহের প্রতিপক্ষ,
অযুক্তি করিয়া দিল যুক্তি।
ইদানী আর কোন স্থানে,
না পাই শুনিতে কাণে,
বিধবা বিবাহের কোন উক্তি॥

সে সব গিয়ে সমুদায়, আর একটী হ'ল দায়,
কুলীনের পক্ষে বড় মন্দ।
বল্লালী ব্যবহার, হয়ে যাচ্ছে সংহার,
বিবাহেতে ঘটিল বিবন্ধ॥
কিবা ভঙ্গ কি স্বভাব, সকলেরই একস্বভাব,
একটী বিবাহ করা বিধি।
উঠেছে বিষম কাণ্ড, হয় কুল লণ্ড ভণ্ড,
বুঝি গর্ব্ব খর্ব্ব করেন বিধি॥
দেখ, বরেন্দ্রের যে কুলীন কাপ,
ঠিক যেন সে কলির কাপ,
কুল লয়ে যা কত অহঙ্কার।
কারু বা বিবাহ বিনে, বংশ লোপ দিনে দিনে,
ইচ্ছামত হয়ে যাচ্ছে কার॥
উঠাতে কুপ্রথা ভারি, নূতন হচ্ছে আইন জারি,
জারিজুরী থাকিবে নাক আর।
এক নারীর পাণিগ্রহণ, কর্‌তে এই নিরূপণ,
অনেকেতে মত দিয়েছেন তার॥
এক কালে দুটী ভার্য্যে,
হবে না কোম্পানীর রাজ্যে,
সম্প্রতি এইরূপ ধার্য্য হবে।
যার বিবাহে অর্থ চাই, তার কিছু হ'ল বাঁচাই,
বেচা-কেনার রীতি নাহি রবে॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—কাওয়ালী।

ঘটিল কুলীনের এবার বড় দায়।
কুলের অহঙ্কার, থাকিল নাক আর,
এখন কুল লয়ে যে ধুয়ে খাবেন
অকূলে কুল ভেসে যায়॥
আমি ধন্য বড় মান্য কুলে,
গণ্য আছি আপন মেলে,
স্বভাবে র'য়েছি নাহি ভঙ্গ,
বিবাহকালে আঁটাআঁটি, কুল লয়ে হয় লাঠালাঠী
কুলে উঠে কুলের তরঙ্গ,
পোকা ধরেছে ভুণ্ড করেছে,
এখন বোঁটা ছিঁড়ে তলায় পড়ে
মাটীতে কুল মাটী হয়॥

বৈদ্যবংশে অবতার, সৎকীর্ত্তি সব তাঁর,
নামেতে বল্লালসেন রাজা।
কুবের সদৃশ ধনী, পূর্ব্বদেশে রাজধানী,
রাম তুল্য পালিতেন প্রজা॥
কৌলীন্য ব্যবহার, স্থাপিত করা তাঁহার,
কিবা শূদ্র বৈদ্য আর দ্বিজে।
অশিষ্ট কিবা বিশিষ্ট, মান দেন ভূপতি শিষ্ট,
নবগুণ বিশেষ দেখি নিজে॥

নবগুণ।

আচার বিনয় বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থ দর্শন,
নিষ্ঠাবৃত্তি তপ দান নবধা কুললক্ষণ।
যার আছে এই গুণ নয়, সে নয় সামান্য নয়,
ভূপতি দিলেন পদ শ্রেষ্ঠ।
কুলের মর্য্যাদা ধরি, চরিত্র বিচার করি,
কুলীন ব'লে করিলেন উৎকৃষ্ট॥
ক্রমে সেই বংশাবলী, আমরা জেতে কুলীন বলি
দুর্জ্জয় করেন অহঙ্কার।
পূর্ব্বপুরুষ যাতে মান্য, কিছু নাহি তার চিহ্ন,
নবগুণ এক্ষণে চমৎকার॥

এখনকার কি কি নব গুণ।—

বঞ্চক তস্কর বৃত্তি প্রতিষ্ঠা ভাং ভক্ষণে,
নিত্য বেশ্যালয়ে বাস বোতলং ভরসা সদা।
সন্ধ্যা গায়ত্রী বিবর্জ্জিতং পৈতাগোচ্ছ গলদেশে
আহারে একাকারঞ্চ কুকার্য্য কুললক্ষণ॥

এ কালের কুলীনের আছে এই নয়টী গুণ।
শঠতা গণিকাসক্ত নেশাতে নিপুণ॥
কুলীন বলে সভাস্থলে দেন পরিচয়।
বিবাহ করিয়া প্রায় দিনপাত হয়॥
এ ব্যবসা মন্দ নয় নাহি পুঁজী পাটা।
বিয়ে কর্‌লে বেড়ে যায় বাবুগিরির ঘটা॥
ফুরাইয়ে সেই রেস্ত হ'লে রিক্তহস্ত।
কুলীন ঠাকুর হন পুন বিয়ে কর্‌তে ব্যস্ত॥
কোথায় ক'টা বিয়ে হ'ল নিকাশ দেওয়া ভার।
স্মরণার্থে জমা-খরচের খাতা করেন তার॥
জমার দিকে জমা করেন একটী বিয়ে হ'লে।
খরচ লেখা হয় খরচে পঞ্চত্ব পেলে॥

মাস কাবারে জমা খরচে উশুল বাকি হয়।
গণনাতে ষেটের কোলে ষেটের কম নয় ॥
বিয়ে ক'রে যাহে [illegible] পারে কলঙ্ক দিয়ে
জন্মে আর নাই [illegible] সে [illegible] লয়ে ॥
নিতান্ত বরকন্যা [illegible]
মনের মত উপপতি [illegible] ॥
গর্ভ হ'লে [illegible]
কর্ত্তা গিয়ে এক [illegible] ॥
কেহ বা বাহিরে [illegible]
জেলের [illegible] দিলে ॥
এসেছিলেন কালি [illegible] জামাই।
খাওয়া দাওয়ার [illegible] সেরেছি তাই
সাহেবের চাকরি [illegible] ছুটী।
তাইতে জামাই ভোরে উঠে গেলেন ছুটাছুটী ॥
এইরূপে হয় দেখ [illegible] কৌতুক।
বিনা ক্লেশে কুলীনেরা [illegible] ॥
সেই পুত্র জন্মে [illegible]
কুলের মুখটী [illegible] ॥
কেহ বা খড়দহের মেলি [illegible]
পণ্ডিত যোগেশ হ'তে [illegible] ॥
কেউ বা বেগের গাঙ্গুলি [illegible]
কেউ বা ভুরি [illegible] ॥
নানারূপে [illegible]
নিষ্কলঙ্ক [illegible] কুল না [illegible] ॥
জন্ম দিলে [illegible]
মূলের খবর কেউ [illegible] কুল লয়ে প্রতাপ ॥
কুলবালার [illegible]
থাকতে পতি [illegible] ॥

খাম্বাজ—একতালা।

একি দেখি কুলীনের কুব্যবহার।
বড় মান্য তাঁদের কুলাচার ॥
প্রথমে হয়ে কাণ্ডারী, মজাইয়ে কুলনারী,
ভাসান অবলারে, শেষে অকূল পাথারে,
তাদের কূল-কিনারা পাওয়া ভার ॥
কুল রাখতে গিয়ে ঘটে ওঠে বিষম দায়,
কলঙ্কে কুল ডুবে যায়,
[illegible]

সেই কুলে উদ্ভব, যারা হয় কুলবল্লভ,
তাদের মূলের কথা চমৎকার ॥

এইরূপে কুলীনের, মূলেশে লেগেছে ফের,
কুল লয়ে বিষম হয় তর্ক।
রাখিতে কুল মর্য্যাদ, বিবাহে কত বেজায়,
সে সম কচ্ছেন না সম্পর্ক ॥
কুলেতে আছে বিধান, যে মেয়ে দিবেন দান,
সেই ঘরে কন্যাগ্রহণ করা চাই।
এস্থলে বিবাহ তত, মুনিবাক্য বিপরীত,
কুলীনের প্রায় দেখতে পাই ॥
কুলের মর্য্যাদা জন্যে, যে বংশে দিয়েছেন কন্যে,
সে বংশে বিবাহ পরিবর্ত্ত।
ঘটিলে কোন সুবাদ, তাতে নাই বিসম্বাদ,
লোকাচার রাখিতে উন্মত্ত।
আর দেখ শাস্ত্রে বলে, আইবুড়াতে রজ হ'লে,
পূর্ব্বপুরুষ নরকগামী হয়।
কুলীনের ঘরে যত, হয়ে যাচ্ছে শত শত,
তাতে তাঁদের পাপ স্পর্শ নয় ॥
করিবারে কুলকার্য্য, যে পাত্র হয়েছে ধার্য্য,
বিবাহের পূর্ব্বে যদি মরে।
কুলকর্ম্ম কি দুঃসহ, সেই মৃত পাত্র সহ,
সে নারীর মাল্য বদল করে ॥
রক্ষে হয় তাঁর কুল, কামিনীর যায় দুকুল,
যেমন বিয়ে তেমনি রাঁড় হলো।
বৃথা তার ভবে আসা, মনে রইল মনের আশা,
ক্রমে কত দুর্দ্দশা ঘটিল ॥
কুল রাখিতে কত জন, দেন ধর্ম্ম বিসর্জ্জন,
বকুলে বর নাহি জুটে যদি।
কুশেতে ক'রে নির্ম্মাণ, সেই পাত্রে কন্যাদান,
ক'রি রক্ষে করেন কুলনিধি ॥
বজায় রেখে কুলধর্ম্ম, পুনরায় বিবাহকর্ম্ম,
শ্রোত্রিয়েতে হয় সমাপন।
সে বিবাহ সৃষ্টিছাড়া, সেই মেয়ে হল দোপড়া,
শাস্ত্রমতে পুনর্ভূ কথন ॥
আর দেখ কুলের জন্যে, এককালে তিনচারি কন্যে
এক বরে করেন সম্প্রদান।

বিয়ে ক'রে গেছে ফেলে,
আমার হ'লো ছেলে পিলে,
[illegible] কি পোড়াকপা'লে, পারিবে আর চিনতে।
[illegible]তে ব'লতে এ বচন, নিকটে এসে ব্রাহ্মণ,
[illegible] হ'ল তখন, অতি পথপ্রান্তে ॥
বলে হয়ে অতি কাতরা,
পথ দেখায়ে দে মা তোরা,
কোন পথে যাইব ত্বরা, তর্কলঙ্কার-বাসে।
[illegible]নারী ফিরায় মুখ, বলে ছিছি একি দুঃখ,
[illegible] তোর পোড়ামুখ, কি বলিস রে মিন্‌সে।
দ্বিজ কয় কেন মা দ্বন্দ্ব,
এমন কিছু বলি নাই মন্দ,
কি কথাতে ক'রে সন্ধ, হ'য়ে উঠলে রুক্ষ
ব্রাহ্মণী কয় রেগে কথা, খেয়ে'ছস চক্ষের মাথা,
এই পথে যা যাবি যথা, পরে বু'ঝবি সূক্ষ্ম ॥
ভেবে চিন্তে ব্রাহ্মণ, সেই পথে ক'রে গমন,
দিল গিয়ে দরশন শ্বশুরের আলয়।
আজি বহুদিনান্তরে, জামাই এসেছেন ঘরে,
প্রতিবাসিনী পরস্পরে, নারীগণে কয় ॥

খাম্বাজ—পোস্তা

আমরা চল চল সজনিলো দেখতে যাই।
বিলম্বে আর ফল নাই,
এসেছেন ঠাকুরজামাই ॥
হয়েছিল আজি সুপ্রভাত শুভ যামিনী,
বহুদিনান্তরে কান্ত পায় কামিনী,
[illegible] সৌদামিনী, মিলিবে সুখের সীমা নাই
ভাসিল সুখসলিলে ননাদনার অঙ্গ,
[illegible] সনেতে সাধ হবে সুখসঙ্গ, প্রণয় তরঃ
[illegible] ॥

পরে শুন চমৎকার, জগতে নাই এমত কা
এইরূপ কুলীনের কুল র'ক্ষে।
একদিন, পতিশূন্যা হ'য়ে দৈন্যা,
কতকগু'ল কুলীনের কন্যা,
পরস্পর কহে মহাদুঃখে ॥

শুনগো স্বজনি বলি, আমার হলো [illegible],
দুঃখ ভোগ করিতে এই জন্ম।
কত পাপের শাস্তি পেয়ে,
হয়েছি কুলীনের মেয়ে,
রাখ্‌তে নারি আর কুলধর্ম্ম ॥
সেই পোড়াকপালে বিধি, অবলা পোড়ালে দিদি,
ভেবে ভেবে হলো অঙ্গ কালি।
লিখেছেন কি প্রজাপতি, আমার ভাগ্যেতে পতি,
নাই গতি দুর্গতি চিরকালি ॥
উদয় হ'লে যৌবন, নারীর পক্ষে যৌ-বন,
শঙ্কা তাতে পাছে অগ্নি লাগে।
পেলে পতির প্রণয়বারি, তায় দেহ-দাহ নিবারি,
সে কাল কাটালাম যোগেযাগে ॥
বলিব কি যে পোড়ায় পুড়ি,
ক্রমে বয়স হ'ল কুড়ি,
কুড়ি হ'লে রমণী হয় বুড়ী।
গত হলে ছাব্বিশ, বাঞ্ছা হয় খাই বিষ,
ক্রমে পরে ছাড়ালাম দুকুড়ি ॥
যেটের কোলে এখন সই, ষাটি বৎসর হ'ল সই,
একষট্টি হইবে হ'লে ভাদ্র
ছাই পড়ুক এ কুলের মুখে,
মুখ দেখাব কোন্ মুখে,
বাবা আমার ভাবেন কুলের ভদ্র ॥
কুল লয়ে ভাবে কুপেকে,
গেল মাথার চুল পেকে,
দন্তগু'ল প্রায় অন্ত হলো।
শরীরের শিরে সারাংশ, লোলিত হইল মাংস,
আর কবে পাইব পতি বলো ॥
হ'য়েছে ঘোর বিবন্ধ, এলো কত সম্বন্ধ,
যদ্যপি কপালে বর ঘটে।
বরের বয়েস দেখি সই, আমি ঠাকুরুনদিদি হই,
কেহবা সন্তানের যোগ্য জোটে ॥
যন্ত্রণা কি এর পর, তারা হ'লে আমার বর,
পড়িয়ে শুনিয়ে মানুষ করতে হয়।
হাতে খড়ি হয় দিতে, দিন যায় দাগা বুলুতে,
কোন্ কালে হইবে সুখোদয় ॥
দুখের কথা করি ব্যক্ত, সে হইলে উপযুক্ত,
আমার তখন কুক্ষ[illegible] হবে।

তিন কালতো কেটে গেল,
আইবুড়োতে আছি ভাল,
এ জন্মে যা হবার হলো ভবে ॥
বাসনা আর নাই বাঁচিতে, উপাসনা করি চিতে,
চিতের জলে সকল জ্বালা যায়।
বেঁচে কি সুখ বল সই, হইগে চল জলসই,
বিধি কই অবলায় ফিরে চায় ॥

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

কবে এ যন্ত্রণা বিধি নাশিবে।
কবে এ দুঃখভাগিনী ভাগীরথীজলে ভাসিবে,
কবে দিদি নিদয় বিধি করুণা প্রকাশিবে ॥
কবে লো অভাগ্যবতী পতির বামে বসিবে,
প্রাণনাথের প্রণয়পয়োধিজলে পশিবে,
প্রেমের হাসি হাসিবে, বিচ্ছেদ বিনাশিবে,
রাখতে অশ্রু কেবা আশু আশাপথে আসিবে ॥
দেখে আমার দশম দশা লোকে কেবল দূষিবে,
তাপিত জীবন ত্বরা কেবা এসে তুষিবে,
বাসি কমল চুষিবে, আদর ক'রে পুষিবে,
ভাল ভাল নয়লো বল আর কে ভালবাসিবে ॥

বলছে এক রসবতী ওসব কথা তুলনা।
যে দুঃখে দহিছে দেহ কি দিব তার তুলনা ॥
তুইত বরং আছিস ভাল জন্মে বিয়ে হ'লো না।
থাকতে পতি এ দুর্গতি কত সই বল না ॥
পতি যে ত্রিকালে বুড়ো আমি তার ললনা।
বিয়ের কালে দেখেছিলাম দন্ত একটী ছিল না ॥
চুলগুলি হয়েছে সাদা একটী ও র কালো না।
রূপ গুণ সকলি সমান কোন পক্ষে ভাল না ॥
যুবা বলে বিয়ের কালে আমায় ক'রে ছলনা।
জুটিয়ে দিলে ঘাটের মড়া ওমুক গ্রামের ফলনা ॥
আইবুড়োর যন্ত্রণা দিদি বিয়ে হয়েও গেল না।
বেঁচে কি সুখ আছে এমন পতি কেন মলো না ॥
দুখের মধ্যে সজনি সিন্দূর প'রতে পাচ্ছি।
সধবার সামিলে বসে মাছ ভাত খাচ্ছি ॥
গহনার দফায় নবডঙ্কা শঙ্খ দুটী বাই।
পিতলেতে শীতল হয়ে চিরকাল কাটাই ॥

ছাই পড়ুক কুলীনের কুলে অকূলে যাক ডুবে।
আর যেন কুলিনের কন্যা কেউ না হয় ভবে ॥
যার জ্বালা সেই জানে সই
আর কে পারে জানতে।
কুলের অনুরোধে পড়ে কালটা গেল কাঁদতে ॥
যাহ'ক তবু আছে একটা নড়োভোলা পতি।
প্রাণটা জুড়ায় এসে যদি কোন বোড়া হয় সতি।
বাবা আমায় কুলের দায়ে অকূলে ভাসালে।
আসে কে দশ বছর বই সে পোড়াকপালে ॥
যদি কভু কালে ভদ্রে তারে দেখতে পাই।
ঘটে যে বিষম দুঃখ একটু সুখ নাই ॥
চোখ বুজে খাইতে বিষ আমি রাজী হই।
সে বলে নকুতার টাকা কি দিবি তা কই ॥
স্ত্রীধন যদ্যপি কিছু দিতে পারি তারে।
তবে হয় অল্প আলাপ নৈলে শোন্না ঘরে ॥
বলিব কি দুখের কথা শুনলো সজনি।
বাক্যব্যয় করতে যায় বিফলে রজনী ॥
যৌবন অমূল্য ধন তার ভাগ্যে নাই।
ওলো ভগ্ন মনের আগ্ন মনেতে দিত ॥

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

কি কব যুবতি পতির আচরণ।
হয় জীবন জ্বালাতন ॥
সে ত রসিক নয়, হবে কি প্রণয়,
তবে আলাপ করে আগে তারে
দিলে কাটনাকাটা ধন ॥
পড়েছি অকূলে আমি পাইনে কোন কূল,
ভেবে প্রাণাকুল পতি প্রতিকূল,
কুলের অহঙ্কার, সয়না প্রাণে আর,
ছি'ছ কি পাপে কুলীনের ঘরে
করেছি জন্ম গ্রহণ ॥

কোন ধনী কয় সজনি, ঐ দুঃখে দিবা রজনী
হয় আমার অঙ্গ জ্বালাতন।
এই দণ্ডে গেলে প্রাণ, কুলীনহাতে পাই ত্রাণ,
দিই কুল অকূলে বিসর্জ্জন ॥

কেশে কয় কোন যুবতী, তুইত বরং ভাগ্যবতী,
তোর পতি কতক আছে ভাল।
দিবা নিশি মচ্ছি পুড়ে, বাঙ্গালের কানায় পড়ে,
সজনিলো মোর প্রাণটা অন্ত হলো॥
কুল রাখতে আমার বাপ,
ঘটিয়েছেন এক গয়ার পাপ,
কলির কাপ দেক্‌তে পোড়ারমুখো।
কোন কর্ম্মে নহে সু, ঠিক যেন বনপশু,
রাগের বেলা হয় খুব রুখো॥
নাহি কিছু বাচ বিচার, সদা করে শ্রেতাচার,
আহারে বাগার কিছু নাই।
পাইলে মরিচের ঝাল, মিটে যায় জঞ্জাল,
ক্ষীর ক্ষীরসের খিরকিচ না চাই॥
কৈই যেই কি কথা কয়, হঠাৎ শুনলে শঙ্কা হয়
ছুতনাতায় করে বিসম্বাদ।
অন্ত নাহি পাই প্রভুর, অন্তর বিষম ক্রুর,
বিধাতা সাধিল একি বাদ॥
আমি তারে দেই আশয়, শীঘ্র চলুন মহাশয়,
নয়ন-ঠেরে শয়নমন্দিরে।
বাঙ্গাল করে গোলমাল, সকলি হয় পয়মাল,
কহে বাক্য অতি ক্রোধভরে॥
কি প্রকার।—
হুন হুন হুন্দরি, কেম্বায় হয়ন করি,
গরের ভিতর আইমু কোথায়।
নহুতার টাহা নইমু, তোর গোনে বাব করিমু,
বাঙ্গাল হামান্য ব্যক্তি নয়॥
দেহি যে ঝক্কি করি, ডাহিস ক্যাহেন বারাবারি
ডহে বোলেন্ না বাচ্চ ড শায় গর।
হেয়ান্ বাঙ্গালের [illegible], দহিন্ দহে হয় বোলা
পুঙ্গীর পুত্তা গর্ব্বজ্র ব ব নর॥
হটের হজে ক্য হেনে জ রি, কুল দর্ম্ম হত্য দরি
নহুতার দম্ দিলে ব্যাবার অয়।
দুর্ব্বদ্ধি হইল হেশ, হুন্দরি লো কয় হেষ,
এহন বাঙ্গাল বালো কয়॥
বাবারে দেহারে ফাহি, এগন্ বলি দর্ম্ম রাহি,
দম দিয়ে দনিলো আগে চুপ।
হালি কতায় বাদ্য নয়, হুনেহ কলে কয়,
জাতির মধ্যে বাঙ্গাল বড় নাকা॥

[illegible] বাহার—খেম্‌টা।
বাঙ্গালের ভাগ্যে পড়ে সজনিলো প্রাণটা গেল।
করে কথায় কথায় কুলের গুমর
আমার তা লাগে না ভাল॥
কর্‌তে গেলে রসের আলাপ হয় যে বিফল,
নয়ন নাইকো মোটে,
তার নিকটে দর্পণে কি ফলবে ফল।
কুলের দায়ে অবলায় এই দশা ঘটিল,
মন হয় না শান্ত সই একান্ত বনজন্তু বাস্তু হ'ল

এইরূপে করি রোদন, পরস্পর মনোবেদন,
নারীগণে করিছে প্রকাশ।
কুল লয়ে কত কৌতুক, কার ভাগ্যে নাহি সুখ,
কেবল যন্ত্রণা বারমাস॥
কুলীন পতির ব্যবহার, ভেবে হয় প্রাণ সংহার,
সকলেতে এক দশা প্রাপ্ত।
বর্ত্তমানে প্রাণেশ্বর, মদন হানে প্রাণে শর,
বিরহযাতনায় মন ক্ষিপ্ত॥
এক রমণী কহে সই, কেন আর যন্ত্রণা সই,
মিছে দেহ ভূতের বোঝা বই।
যে জ্বালাতে জ্বলে প্রাণ সেইগে চল জলে প্রাণ,
এ জন্মের মত শীতল হই॥
শ্রবণ করে এই কথা, সকলে হয়ে একতা,
কামনা-সাগরকূলে যায়।
ভক্তি ভাবে জোড় করে, নারীগণে কামনা করে,
ঘুচাতে কুলের অনুপায়॥
শুন হে কামনা-সিন্ধু, দান করি করুণাবিন্দু,
এই কামনা পূর্ণ কর তুমি।
জীবন ত্যেজে তব নীরে, পায় যেন দুখিনীরে,
মনের মত উপযুক্ত স্বামী॥
কামনা করি জীবগণে, দেয় জীবন তব জীবনে,
শুনেছি তার বাঞ্ছাপূর্ণ হয়।
আমাদের কামনা তবে, আর যেন কুলীনের কু[illegible]।
অভাগীরে জন্ম নাহি লয়॥
ঘুচে যাবে এ দুর্গত, পুর্ব্ব জন্মে দিতে পতি,
তুমি কিঞ্চিৎ [illegible] কৃপাবান্।
কুলীনের কুল কর ধ্বংস, সুখে থাকু [illegible] বংশ
এই বলে সকলে ত্যজে প্রাণ

বাজাজ—পোস্তা॥

করি এই কামনা ফুলে আমরা কুলবতী।
যেন জন্মান্তরে প্রাপ্ত হই হে মনের মত পতি॥

[illegible] বাসনা মনে, এ জীবন যৌবনে,
পুরাইতে মনের আশা ঐ ভরসা সম্প্রতি॥

সমাপ্ত।

বাবুদের

সবিনয় নিবেদন, শুন শুন সর্ব্বজন
কলিকালের বাবুদের রঙ্গ।
কি বিষম হলো কলি, ফুটিছে পাপের কলি
ধর্ম্মতরু হ'ল মূলভঙ্গ॥
জিগীষা জিঘাংসা যত, নীচ কর্ম্মে মন রত
বেংবতে হতেছে দেশব্যাপ্ত।
সমতা ক্ষমতা হীন, ভুলিয়াছে দিন দিন
হইল যে দীন দশা প্রাপ্ত॥
নব্য নব্য সভ্য যারা, তেরিয়া-মেজাজী তারা
পেয়ার এয়ার সঙ্গে থাকে।
চুলে বাঁকা সিঁথি কাটা, কপালে বাহারে ফোঁটা,
ফেরে সদা নূতন পোষাকে॥
পিরাণ হাফ চাপকান, ফাড়িয়া ঢাকাই থান,
বান'ন স্রজ ই মজাদার।
ইজের আজিয়া আঁটা, গা ভুলিয়ে পথে হাঁটা,
মরি কিবা বাহার তাহার॥
হস্তেতে ফুলের তোড়া, ঘন ঘন গোঁফে মোড়া,
আতোরে কাতর নন কেহ।
ক্রয় করি ভরি ভরি, রেখেছেন শিশি ভরা,
গোলাপে ভিজান সর্ব্ব দেহ॥
কালা পেড়ে ধুতি পরা, দাঁতে মিশি গাল ভরা,
ঠোঁঠ রাঙ্গা তাম্বুলের জলে।
গোরগাবী জুতা পায়, প্যানটুলন আঁটা [illegible],
হাতে কোঁৎকা হোঁৎকা সব চলে॥
ট্যাকেতে ঝুলান ঘড়ি, কল টিপে ঘড়ি [illegible]ড়,
কয় ঘড়ি বাজিল তা দেখা।
গাইয়ে নিধুর টপ্পা, বেড়ান মারিয়ে [illegible]প্পা,
জুয়াচুরি ধাপ্পা কথা বাঁকা॥
সুস্বরে মিলায়ে তান, কত মত গান [illegible]ন,
শুনিয়া কোকিল লজ্জা পায়॥

বাবুদের গানে যত, ভ্রমর গুমর-হত
মধু ফেলে মধু ব'লে ধায়॥
সর্ব্বশাস্ত্র-সুদর্শক, বাজনায় অধ্যাপক
পাখোয়াজ ভিন্ন দেননা হাত।
পিউ পিউ তারা তারা, সেতার সাধেন তাঁরা
ধরায় না হয় দৃষ্টিপাত॥
নানা বিদ্যা পট পোরা, বাঙ্গালার বানান সারা
ইংরাজীর এ, বি, সি, ডি, পড়া।
আলেপবেতে পারসীর, অন্ত নাহি নাগরির,
নাগরী খোঁজেন পাড়া পাড়া।
বাহিরেতে লম্বা কোঁচা, তাড়িয়ে রাখেন ছুঁচা,
কথা লম্বা অষ্ট রম্ভা ঘরে।
বাবুদের বাবুআনা, টাকা সিকি কিম্বা আনা,
সর্ব্ব সাধ উহার ভিতরে॥
কি বলিব চকৎকার, গণিকার দ্বার দ্বার,
বাবুদের বড়ই সম্মান।
ঝোঁটা মাথী কিম্বা পান্তু, প্রতিদিন প্রায় খান্তু,
পল এক্টী পা[illegible]কিন পান॥
বাবুগিরির বড় ধুম, মজলিসে উড়িল ধূম,
গাঁজার বাজার তেজ হয়।
আফিম্ সরাপ গুলি, তৃণতুল্য নেশাগুলি,
চরষ পরশ যোগ্য নয়॥
সদা চক্ষু থাকে লাল, আমোদে কাটান কাল,
কিন্তু কারু চলে খড় নাই।
বাহিরেতে ঘোর বাবু, ভিতরে বিষম কাবু,
ফতুয়া চটক তবু চাই॥
পিতার সঞ্চিত ধন, ক্রমে হেন বিসর্জ্জন,
না পেলে ভাঙ্গেন ঘরে হাঁড়ি।
প্রতিদিন অর্থ চাই, এদিকে ক্ষমতা নাই,
উপায় করিতে কড়াকড়ি॥

ভাঙ্গিয়া বক্সের বাক্স, খেলে প্রেমারা নক্স,
এক রাত্রে সব দেন ফুঁকে।
বুদ্ধি বড় সুগভীর, বাবু বললে বাবুজীর,
ন্যাজ ওঠে আকাশের দিকে ॥
মজলিসে বড় মান, লোকে বলে সাদাপ্রাণ,
বাবুদের মনে কোঁচকা নাই।
বাবু বলে ডাকে যেই, বাবুজীর প্রিয় সেই,
ফলে কিছু খোষামোদ চাই ॥

রাগিণী বাহার—তাল কাওয়ালী।

লেগেছে কলিতে বাবুগিরির যে ধুম।
উঠলো সাবেক দাঁড়া, বকেয়া চাল নাহি খাড়া,
একালে সব মেজাজ তেড়া,
দেখে হয় আক্কেল গুড়ুম ॥
সাদা চক্ষে কেহ আর রনা একটী দিন,
যত কুলাচার, করেন ডোনট্‌কেয়ার,
সদা নেশার ঘোরে দিশেহারা
জেগে জেগে ঘুমান ঘুম ॥
বাহিরে চটক খরে কিন্তু নড়ে বাঙ্গারাম,
কেবল ফোতো জাঁক, ফলের দফায় ফাঁক,
আপন নাম লিখিতে হ'লে পরে,
ভাবেন বসে হয়ে গুম্ ॥

একটা বেল্লিকতন্ত্রের মধ্যে পল্লীগ্রামে ধাম।
লোকে বলে বাবু তার নাম গঙ্গারাম ॥
পিতার সঞ্চিত ছিল কিঞ্চিত বিষয়।
পিতৃ-পরোলোকে কর্ত্তা বাবু মহাশয় ॥
নির্ধনীর ধন হ'লে কত দশা ঘটে
ধরাকে ধরে তৃণ তুল্য দেমাকের চোটে ॥
ধন হ'লে অহঙ্কার চেপে বসেন ঘাড়ে।
কিন্তু অহঙ্কার হ'লে লক্ষ্মী যান ছেড়ে ॥
গঙ্গারাম হয়ে কিছু ধনের অধিকারী।
ক্রমে ক্রমে আরম্ভ করেন বাবুগিরি ॥
সময় পেয়ে জুটে গেল দশ জন এয়ার।
অর্থ হ'লে খোসামুদের অভাব রয়না আর ॥
কর্ত্তা মহাশয় আজ্ঞা মহাশয় বলে আশে পাশে
ছোটোলোক কোটিনা যত ঘোটনা হয় এসে ॥
গঙ্গারামের মোসাহেব অধিক গেল জুটে।
আপনি ভূত হ'লে ধন দশ ভূতে খায় লুটে ॥
নিত্য নূতন পয়সা ব্যয় আয় নাই একঝড়া।
চেকেট বগী পালকী ফেটিং হচ্ছে গাড়ী চড়া ॥
কিবা বাবুর বৈঠকখানা ঝাড় লাণ্ঠন জ্বলে।
ফরাস জাঁটা সেজের ঘটা মেজ সাজান জ্বলে ॥
নাই খেমটা মজুরা তবলায় পড়ে চাঁটী।
আলবোলায় টান পড়ে ফরসী বিলরী পরিপাটী।
ওদফায় কারখানা বড় খানার হয় জাঁক।
মাংসবংশ ধ্বংস কিবে মোল্লাজীর পাক ॥
কালিয়ে কাবাব কোপ্তা আদি অতি অনুপাম।
মুরগীর পক্ষে যেন বরগীর হাঙ্গাম ॥
দেশী বিলাতি নানা জাত চলে ওয়াইন।
কত বোতল উড়ে যায় ব্রেণ্ডী শ্যাম্পীন।
পাচুই ধেনো টাটকা জিন বিয়ার রম শেরি।
নানাজাতি রং বেরং মন হরে হেরি ॥
চাটনীতে উত্তম মাংস পলাণ্ডুর রাশি।
ভাজা পোড়া এণ্ডা কত চরবীদার খাসী ॥
এইরূপে হয় আগে খানার ব্যাপার।
নেশার চোটে শেষে ঘটে খানার ব্যাপার ॥
জ্ঞান হীন বস্ত্র হীন সবে মৃত প্রায়।
জিহ্বা হয় জড়সড় কথা বা কোথায় ॥
মার কি দ্রব্যের গুণ বলিহারি যাই।
এই আছে তোফা জ্ঞান এই কিছু নাই ॥
মন হয় বড় খুসী বাদসাই মেজাজ।
অন্তরেতে নাহি থাকে ময়লার ভাঁজ ॥
গঙ্গারাম বাবু হয়ে বড় সাদাপ্রাণ।
আমোদে পড়িয়ে বাবু একটী গান গান ॥

রাগিণী বাহার—তাল কাওয়ালী।

দিন গেল মজা লুটে লও মন।
হেসে খেলে কর সুখ, দুখ কি কারণ ॥
কে খাবে তোমার ধন মু দলে নয়ন ॥
যত থাকে আশা যাই, নিবৃত্তি কররে তাই,
কি ছার সংসারে মিছে প্রবৃত্তি এখন ॥
এসেছ কার সনে, কে যাবে তব সাথনে,
কেউ নয় সঙ্গের সাথী ধন পরিজন ॥

ইন্দ্রিয়সুখে হয়ে মত্ত, যে ছিল সঞ্চিত অর্থ,
গঙ্গারাম করিলেন ক্ষয়।
লুটে যত অবলু'টে, তলে তলে সব লে'টে,
ক্রমে দুঃখী অলক্ষ্মী উদয়॥
ব্যয় হ'লে সৃষ্টি ছাড়া, লক্ষ্মী হন লক্ষ্মীছাড়া,
একে ত চঞ্চলা তিনি অতি।
গৃহস্থ চঞ্চল হ'লে, চঞ্চলা যে যান চ'লে,
করি অতি সচঞ্চল গতি॥
আয় না থাকিলে ধন ব'সে দিলে বিসর্জ্জন,
রাজার ভাণ্ডার যায় টু'টে।
নাহি বৃদ্ধি কড়িকড়া, আসলে খরচ পড়া,
ব্যাপারের ব্যাপার যায় উটে॥
গঙ্গারাম মহাশয়, হন বাবু অতিশয়,
অতি শব্দে অতি মন্দ ঘটে।
অতি শব্দ যথা তথা, পুরাণ প্রমাণ কথা,
অতিশয় পড়েছে শঙ্কটে॥
অতি দর্পে লঙ্কানাশ, অতি রূপে বনবাস,
সীতার হইল ত্রেতাযুগে।
অতি শব্দ ভাল কি বলি, অতি দানে রাজা বলি,
পাতালে গেলেন কর্ম্মভোগে॥
অভিমানে দুর্য্যোধন, সবংশে হইল নিধন
অতিক্রমে কীচক হ'ল নষ্ট।
অতি বেড়ে বিন্ধ্যগিরি, আছেন অধঃশির করি,
অগস্ত্য দিলেন কত কষ্ট॥
অতি প্রেমে রাধিকার, কৃষ্ণ বিচ্ছেদ অধিকার,
অতি হাস্যে রে দন অবস্থা।
অতি দর্পে হ'ল চূর্ণ, গরুড়ের দর্পচূর্ণ,
অতিভরে রসাতল বিশ্ব॥
কৃপণ হ'লে অতিশয়, ও'র ধন তস্করে লয়,
অতি শব্দে সুখী কোন্ জন।
অতিশয় বক্তা হ'লে, লোকে ত'রে বাচাল বলে,
অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ॥
জ্বরের সঙ্গে অতিসার, হ'লে প্রাণে বাঁচা ভার,
অতিশয় ভোজনে হয় কষ্ট।
অতি খরচে রয়না কড়ি, অতিবুদ্ধির গলায় দড়ি
অতিশয় চিন্তায় দেহ নষ্ট॥
হ'লে অতি অহঙ্কার, সেই পুরুষ প্রিয় কার
অতিশয় না লয় কারু পক্ষে।
অতিশয় প্রণয় কথা, অতিশয় বিচ্ছেদ তথা,
লাগে বড় অতি বড় বুকে॥
হয়ে অতি বিদ্যাবান্, শেষে হন খৃষ্টান,
মহামান্য দ্বারিকানাথ ঠাকুর।
অতিশয় জাল ক'রে, সঙ্গিসহ পড়েন ফেরে,
প্রাণকৃষ্ণ হালদারের দর্পচূর॥
অতি পাপে হন নিপাত, মহারাজ কৃষ্ণনাথ,
স্বহস্তে বন্দুকের গুলি খেয়ে।
অতি ব্যস্তে কার্য্য নাশ, করিলে অতি বিশ্বাস,
অতি খল বেড়'য় ছল চেয়ে॥
অতিশয় কষ্ট তার, ন'ড়েচ'ড়ে বলা ভার,
যে শরীর অতিশয় মোটা।
বর্ষা হ'লে অতিশয় শস্যেতে ঘটে সংশয়,
অতিশয় উত্তাপে সুখী কেটা॥
অতএব গঙ্গারাম, অতিশয় নিলে নাম,
প্রথমে ব্যয় ক'রে অতিশয়।
শেষে হ'ল রিক্তহস্ত, ফুরায়ে সকল বস্তু,
শীকস্ত দশার হয় উদয়॥
সদা মন শশব্যস্ত, বিষম বিপদগ্রস্ত,
সর্ব্বসুখ অস্ত হয় তার।
নাই মুখে সুখের হাসি, ভাবেন নির্জ্জনে বসি,
নয়নে বহিছে অশ্রুধার॥

রাগিণী ইমন—তাল একতালা।

মরি মরি ক'র কি উপায়।
হয়েছি দৈন্য অতি জঘন্য নহে সামান্য দায়॥
গেল মান পদে পদে অপমান,
নয়নে হেরি বিমান সমান,
আনন্দ উৎসব, কোথা গেল সব,
ভেবে প্রাণ জ্বলে যায়।
কার কাছে যাই, কোথা বা দাড়াই,
কে আপন কারে এ দুঃখ জানাই,
কেবা অসময়, অনুকূল হয়,
হরিতে এ অমুপায়॥

তখন, ঘোর বাবু গঙ্গারাম, হ'য়ে ভেবা গঙ্গারাম,
ভাবে সদা অদৃষ্টে কি ঘটে।

আমি নিজে গণ্ডমূর্খ, বুঝিতে না পারি সূক্ষ্ম,
মারলে দফা রূপ ভণে ফুটে ॥
হাতে নাই একটী পাই, কোথা গেলে অর্থ পাই,
পস্তাই এখন ঘরে ব'সে।
গোড়ায় যখন ছিল রস, কত বেটা থাকৃত বশ,
খোস'মুদে জুটত আশেপাশে ॥
যার যখন লক্ষ্মী ছাড়ে, কুবুদ্ধি চাপেন ঘাড়ে,
উড়িয়ে দিলাম বাড়ে ভাঁড়ে কড়ি।
গেল মান্য দিন দিন, হ'য়েছি সামান্য দীন,
ইচ্ছা হয় গলায় দিতে দড়ি।
যে পয়াত জুতা পায়, এখন কে তার বার পায়,
আমার অর্থে করে বাবুগিরি।
এই কি সামান্য সাজা, যেজন ছিল তামাকসাজা
চমকে বই দেখিলে ধাজা তারি ॥
কাড়ুলার ছিল যে জন বলে কর্কশ এখন,
দুঃখে যেন বক্ষে শেল লাগে
ছিল যত খোসামুদে, দেখিলে এখন নয়ন মুদে,
কয় না কথা এক পাশে ভাগে ॥
কোটনা ছিল যেই জন, তারে কে আঁটে এখন,
একালে কোটনার বড় জারি।
হ'য়ে গেল এত নর, মহামান্য ভাগ্যধর,
ক'রে বাবু লোকের কোট্‌নাগিরি ॥
বাণিজ্য কি কার্য্য ভাই, কিছুতে আর সুখ নাই,
কর্ম্মের মধ্যে কেটুনাগিরি ভাল।
কোটনাদের বড় মান, নিত্য নূতন পয়সা পান,
কোটনা হ'তে ভদ্রের মান গেল ॥
বলিব আর কত ঠাট, পরের ধনে ধোপার পাট,
সব দেখি অর্থের এয়ার।
অর্থ নইলে কেবা কার, অর্থ সর্ব্ব মূলাধার,
অর্থে মত্ত জগত সংসার ॥
ভাই বন্ধু মাতা পিতা, অর্থ নহিলে হন কুপিতা,
অর্থ পেলে ভাবেন স্নেহপাত্র।
দিতে না পারিলে ধন, কেউ করে না সম্বোধন,
ধনজন লক্ষ্মীর বরযাত্র ॥
আপনার সীমন্তিনী, অর্থ পেলেই তুষ্ট তিনি,
নতুবা করেন মুখ বাঁকা।
তাঁহার আদর পান, নারীর কাছে থাকে মান,
ক'ষে যারে দিতে পারিবে টাকা ॥

ধন যে মজার কুটী, ধন যে দুনিয়ার খুঁটী,
ধন ধন শব্দ সব মুখে।
কত লোক দেশান্তরে, গিয়াছে ধনের তরে
ত্যেজে আশ গৃহবাস সুখে ॥
ধনেতে জীবন যায়, ধনেতে জীবন পায়,
ধন শত্রু ধন মিত্র হয়।
ধনে কুলবতী বশ, ধনেতে কুলের যশ,
ধনহীন কুলীন মান্য নয় ॥
ধন হ'লে ধর্ম্ম ঘটে, ধনেতে অধর্ম্ম ঘটে,
কোন কর্ম্ম ধন ছাড়া আছে।
এই দণ্ডে দিলে ধন, বশ হয় জগজ্জন,
ধন লোভে ধনাঢ্যের কাছে ॥
সেই ধন হ'য়ে হারা, ধনে প্রাণে হই সারা,
ওরে ধন তোরে কোথা পাই।
তুমি কি মজার ধন, সকলের আরাধ্য ধন,
তোমা তুল্য ধন আর নাই ॥

রাগিণী সুরট—তাল কাওয়ালি।

হায়রে কি মজা দেখি দুনিয়ায়।
অর্থ আছে যার, পুরুষত্ব তার,
ধন না থাকিলে নয়নে ভুবন দেখে অন্ধকার।
কাঙ্গাল হ'লে ভাল ক'রে কেহ কথা কয় না,
পড়িলে সঙ্কটে মোটে ডেকে ত সুধায় না,
যদি কিছু থাকে ধন, করে তারে আরাধন,
কত বেটা খোসামুদে ঘুরে বেড়ায় দ্বার দ্বার।
দারা সুত আদি যত সকলে ধনের বশ,
হ'লে পরে ধনহীন নাহি থাকে পৌরুষ,
উপায় করিলে ধন, মত্ত এই জগজ্জন,
ধনেতে সকল সিদ্ধ ধন সর্ব্ব মূলাধার ॥

এইরূপে বিপদগ্রস্ত গঙ্গারাম বাবু।
ধনহীন হয়ে হীন দিন দিন কাবু ॥
অন্ন বিনে ছন্ন ছাড়া দৈন্য দশা ঘটে।
সামান্যে না করে গণ্য মান্য যায় টুটে ॥
ভ্রান্ত মন শান্ত নয় চিন্তা নানা মতে।
অন্তরঙ্গ করে ব্যঙ্গ অবশাস্ত তাতে ॥

শেষায় দায় বিকিয়ে যায় নিলামে ঘর বাড়ী।
বাবুগিরির আসবাব যে ছিল ঘোঁড়া গাড়ী॥
ধন নষ্ট স্থান ভ্রষ্ট কষ্ট যথোচিত।
বাবুজীর হইল দশম দশা উপস্থিত॥
ভাবেন নির্জ্জনে বসে কি করি উপায়।
কুসংসর্গে মিশে শেষে ঘটিল এ দায়॥
যেমন, কুসংসর্গে থেকে হ'ল সমুদ্রের বন্ধন।
কুসংসর্গে মিলিয়া মরেন দুর্য্যোধন॥
কুসংসর্গে নলরাজা পেলেন কত কষ্ট।
কুসংসর্গ ঘটিলে জীবের প্রাণ নষ্ট॥
কুসংসর্গে স্ত্রীলোকের চরিত্র মন্দ হয়।
কুসংসর্গে শিশুর সুবুদ্ধি নাহি রয়॥
কুসংসর্গে আর একটা দেখ চমৎকার।
ঘরং লক্ষ্মী সীতার পরীক্ষা পুনর্ব্বার॥
সুবর্ণ বিবর্ণ হয় কুসংসর্গে থেকে।
অস্ম সহ অগ্নি রাখে কুসংসর্গে ঢেকে॥
সুনির্ম্মল গঙ্গাজল মিশালে কূপজলে।
হয়ে যান মহিমভ্রষ্ট কুসংসর্গ ফলে॥
কুসংসর্গে কত লোক আপন ধর্ম্ম ত্যজে।
দুইপাত ইংরেজী পড়ে যীশুখৃষ্ট ভজে॥
ভদ্রের যদি নেশাখোরের সঙ্গে সঙ্গ ঘটে।
খায় না খায় কুসংসর্গে বদনামটা রটে॥
চোরের সঙ্গে ভাব রাখা এক কুসংসর্গ আর।
চোর বলুক না বলুক লোকে বলে পালাদার॥
মূর্খসঙ্গে সহবাস কুসংসর্গ বটে।
কোন্ দিন কি ঘটিয়ে ফেলে ফেলে সে সঙ্কটে॥
অতএব কুসংসর্গে কি না করতে পারে।
কুসংসর্গে থেকে আমি গেলাম ছারেখারে॥
জগতে যেন কুসংসর্গ করে না কেহ আর।
ঘটিবে আমার দশা সঙ্গদোষে তার॥

খাম্বাজ—একতালা।

অসতের সঙ্গে প্রণয় কোর না কেউ বারণ করি।
ও সেই খলের ভাব যে জলের রেখা
রয় কতক্ষণ চিহ্ন তারি॥
প্রথম প্রাণ জাগিয়ে চটক জানায় খুব জারি,
শেষে হুড়্ডা জালা তলায় তলায়
অমনি গলায় চালায় ছুরি।
মুখে কেবল মিষ্টিকথা শীতল ভারি,
হৃদয়মাঝে হলাহল সে সুজনের প্রাণ ধ্বংসকারী॥

তখন, করি চিন্তা নানামত, দেখিতে অসৎপথ,
ব্যগ্র হন বাবু গঙ্গারাম।
কাজ নাই এ সংসার, মিছামিছি এ পসার,
করি সার সারাৎসার নাম॥
নাহি অন্য উপজীবি, হয়ে আমি ভিক্ষাজীবী,
গুরুনাম লয়ে কাল কাটাব।
তাতে চাইনে সম্বল, একখানি কম্বল,
সংসারের মায়া ত্যজে যাব॥
হ'তে এ পথভাজন, নাহি বস্ত্র প্রয়োজন,
আপনি হইব কপ্‌নিধারী।
থাকিব না পরের বশ, জল পাত্র লায়ের বশ,
স্থানে স্থানে করিব আখড়া জারী॥
এ পথটী চমৎকার, জাতি জন্ম নাই বিচার,
কেবা কার কুল শীল জানে।
মহোৎসব প্রধান কর্ম্ম, সকলের অন্ন ব্রহ্ম,
বাগদী কলু এক ধর্ম্ম মানে॥
বয়সে ছোট কি বড়, তাতে ভত নাহি বড়,
জাতের কথা শিকায় তোলা আছে।
যার যাতে মন ম'জে যায়,
ধুমড়ী লয়ে রয় মজায়,
কর্ত্তাগারা পাঁচশিকা ধরচে॥
জাতি গেলে এ পথে যায়,
জাতেতে সম্মান পায়,
কুলে তার কলঙ্ক নাহি হয়।
নারীর পক্ষে একটা আর,
সুবিধা আছে চমৎকার,
বিধবা হইবার নাহি ভয়।
মুসলমানের আছে ধারা, খসম মলে নিকে করা,
এ মতেতেও সেইরূপ চলছে।
অন্ন-বিচার তাদের নাই,এ মতেতেও দেখি তাই,
দুঃখের মধ্যে একটা নাহি ফলছে॥
মুরগী আদি পাঁঠাপাঠী, দিবারাত্র কাটাকাটি,
অবাই ঝট্‌কা তাদের সব চলে।
আহার বিহার আর যত, সব দেখি যবনের মত,

পাঁঠার এদের বড় দ্বেষ,
নাম শুনিলে ত্যজে দেশ,
গৌর বলি কাণে দেয় হাত।
অন্য জীব ধ্বংস করি, খান মাংস উদর পুরি,
পাঁঠার বেলা শিরে বজ্রাঘাত॥
যবনের নাই যোনি ভেদ, এদের সঙ্গে কি প্রভেদ,
তাদের দাড়ি এদের মুখে দাড়ি।
তারা কাছা খোলে নমাজের কাছে,
এদের কাছা খোলাই আছে,
পান পানীতে নাহি ছাড়াছাড়ি॥
আর দেখ যবনের ঘরে, মামার বেটী বিভা করে,
কুলের মধ্যে মান্য হয় সেই।
বরং তাদের ভাল আছে,
খুঁজিলে গোঁড়াদের কাছে,
ভগি মাসি পিসির অভাব নেই॥
মুসলমানের দেয় গোর,
তাতেই বা কি হানি মোর,
গোঁড়ার দলে সে বিধিটেও আছে।
তাদের নাই শ্রাদ্ধ শান্তি, এরাও দেখি ঐ পন্থী,
লোকাচার ভ্রান্তি সব গেছে॥
অতএব আর কত বলি,
এই পথেতেই আমি চলি,
মাঝে মাঝে দুইদিকে মজা লব।
কশে দিয়ে গাঁজার টান, গুপীযন্ত্রে লাগিয়ে তান,
হরি বল্লেই কাঁড়া চাল পাব॥

খাম্বাজ—পোস্তা।

কলিতে ধন্য এ পথ পথের পথিক হও ভোলামন
কেন ভাবিছ রে ভাই, বল সদাই,
গৌর নিতাই রূপ সনাতন॥
অচৈতন্য আছ কেন, সার কর চৈতন্যচরণ,
ও মন তোরে বলি নামাবলী
হরি বলি কর ধারণ॥

সমাপ্ত।

৭১ সালের ঝড়।

কলিতে কৌতুক কথা, প্রধান সহর কলিকাতা,
ইণ্ডিয়ার শ্রেষ্ঠ রাজধানী।
ইংরাজের গবর্ণরি, সেই অধীনে সব নরই,
রাজ্যেশ্বরী ভিক্টোরিয়া রাণী॥
মহাপুরুষের অংশ, প্রধান কয়েকটী বংশ,
গণ্য মান্য ছিল কলিকাতায়।
দিনে দিনে দুঃখমোচন,
বংশে আর নাই বংশলোচন,
কালের ধর্ম্মে ঘুণ ধরেছে তায়॥
নাস্তি প্রাচীন ধর্ম্মজ্ঞান, সহরে সব নিউম্যান,
শিখেছেন বিলাতি ব্যবহার।
চলেন না আর বাঙ্গালা মতে,
পা দেন না বাঙ্গালা পথে,
গোরার মতে বাঙ্গালির বিহার॥
দিবসে কত বাঙ্গালি, করে লয়েছেন কঁডোজালি,
কপালে তিলক তুলসীমালা গলে।
লোকলজ্জার সাধু হন,
রাত হ'লে আর তিনিই নন,
চলেন বাবু বোতলটী বগলে॥
দিনে ছিল জ্ঞান প্রচুর, রাত্রে বাবু নেশায় চুর
নানা রকম মিষ্ট চুস্‌ছেন ব'সে।
খানসামা ও আজ্ঞাকারী,
পেট ফাউল পীগ বিফে কারি,
সকলকার মন রসে তার রসে॥
বিলাতি লাল ওয়াটারে, বাবুদের গা গরম করে,
মুখে কত ইংরাজি বোল ফোটে।
সহরের কি কারখানা, কেবা খাচ্ছে কার খানা,
খানার পর যে খানায় ব্যবহার ঘটে॥
আহারে তো এই বাহার, আর একটা ব্যবহার,
বিষয় থাকিলে তার হন না কাবু।
কভু বাবুনা বন্দরে, স্মরণ নাইকো অন্দরে,
বিলাতি মেম রাখলে বড়বাবু॥

ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দলে, কেয়ার হয়না বিটলে ব'লে,
সভায় গেলে কথাটি কেউ কয় না।
সভ্য বাবুদিগের রীত, হিন্দুধর্ম্মের বিপরীত,
কেবল তাদের বাপটা বদল হয় না॥
পাড়াগাঁয়ে পেলেন যায়, বানরে যেন কলা পায়,
ডোণ্টকেয়ার অমনি বলেন পশু।
সহরে বাবুগিরি যায়, ধর্ম্ম শিক্ষে গিরিজায়,
জপেন বিলাতি দেবতা যিশু॥
ভাল জানেন ধর্ম্ম-মর্ম্ম, দেব কিম্বা পিতৃকর্ম্ম,
পুরোহিত উপরে বজাত পড়ে।
দুর্গোৎসবে নাইকো জারি,
পুষ্পোৎসবে আমোদ ভারি,
গুরু এলে তো বাঙ্খারাম নড়ে॥
কালয়াতি কি অন্য গান,
বাবু তাতে না মন লাগান,
নিধুর টপ্পা শুনতে বড় নেশা।
বরাদ্দ সব বাড়াবাড়ি,
গুরু থাকিলেন গোয়ালবাড়ী,
বৈঠকখানায় খেমটাওয়ালীর বাসা॥
সহরে যত প্রাচীন বাবু,
দেখে শুনে হলেন কাবু,
অবাক্ হ'য়ে বসেছেন এক পাশে।
আর কিছু সুখ নাইক যোটে,
কেবল দেখ ছি কালীঘাটে,
মরা আগ্‌লে মা রয়েছেন ব'সে॥

রাগিণী মূলতান—তাল কাওয়ালি।
কলির ধর্ম্ম কলিকাতার এযে ব্যবহার।
অতি চমৎকার, মানবের আচার,
হিন্দুয়ানি নাইকো আর,
সহরে ছত্রিশ বর্ণে একাকার॥
চলে না কেউ সাবেক চালে,
ব'সেছে সব বাবুর ছেলে,
ধর্ম্মের মাথাটী খেলে কুলাঙ্গার,
পা টলে বিলাতি জলে, ছোটেলে যায় এয়ারদলে,
কি বাহার তার,
মরি কিবে গুলজার রাধাবাজার॥

দেখ, কলি যত হচ্ছে গত,
জীবের কষ্ট অসঙ্গত,
ব্যক্ত আছে ভবিষ্যত পুরাণে।
যুগান্ত যখন হবে, একটী প্রাণি নাহি রবে,
তার সূত্র হচ্ছে দিনে দিনে॥
বহু বর্ষ গত প্রায়, ভেবে দেখ এই ধরায়,
যম রাজার হয়েছে খর দৃষ্টি।
ওলাউঠা আর প্লীহা জ্বর,
গ্রামে গ্রামে পাঠিয়ে চর,
ক'রেন সুরু সংহারিতে সৃষ্টি॥
প্রথমে এসে অধিষ্ঠান, রাজধানীতে দিলেন টান,
নিমতলার ঘাটেতে ঘাটি বসে।
সহরের লোক অধিক অংশ,
কতকগুলো ক'রে ধ্বংস,
পরে গমন তদুত্তর দেশে॥
এক যোয়ারে বাঁশবেড়ে, সমস্ত গ্রামখানি বেড়ে,
হাহাকার শব্দ একটা উঠে।
তথা হইতে আসন নড়ে,
ত্রিবেণীতে আডডা পড়ে,
চাদের হাট বসলো মোল্লুই ঘাটে॥
নশরাই ইত্যাদি নাম, কথকগুলো ছাড়িয়ে গ্রাম,
সম্মুখে জিরেট বলাগড়ি।
শ্রীপুর চাদড়া তেতুলে, ঐ স্থানে স্বয়ং পা তুলে,
মৃত্যুরাজ বেড়ান বাড়ী বাড়ী।
ছোট বড় কত জন, যে ওজন করি ভোজন,
উচ্ছিষ্ট যা রাখিলেন অবশেষে।
কে রাখে যম কুপিলে,
সব গুলোর পেটে কু-পিলে,
কেউ যখম হক্ রত অগ্রমাসে॥
গেলেন না আর তদুত্তরে,
তার পূর্ব্বে বীরনগর,
হয়েছিল একবার শুভদৃষ্টি।
হবেনা তথা মতলব হাসিল,
ভাঙ্গা মহলে ক'রে তসীল,
প্রজাগণের আর হবে কষ্ট॥
তথা হইতে হলো ধার্য্য,
যম যাবেনা পশ্চিম রাজ্য,
বর্দ্ধমানে আগে পড়িবে তাঁবু।

পেঁড়োয় গিয়ে চড়িবেন গাড়ী,
পথে যোবের যমের বাড়ী,
মোল্লাই গ্রামেতে হলেন কাবু॥
মোল্লায় না থাকিল মান, বুড়শিবের বাসস্থান,
শিবের কাছে যমের জারি কি খাটে।
সহ সৈন্য অশ্ব করী,
সেস্থান হ'তে প্রস্থান করি,
আকড়া করেন পাণ্ডুয়ার হাটে॥
পাণ্ডুয়ায় যবনের জারি, দেখে কোপ যমরাজারি,
কল্লেন তথা জোর হুকুম প্রকাশ।
এস্তাহার দেন দ্বারে দ্বারে,
দেখে যত আমলাদারে,
বলে বাবা একি সর্ব্বনাশ॥
যম রাজার দুরন্ত চর, যবনের ঘরে ঢুক্‌লো জ্বর,
ঝম্প কম্প যাতনা দুর্জ্জয়।
যার ঘরেতে ছাটি ম টী,
তার ছেলেটার হলো মাটী,
ক্রমে হাহাকার শব্দ হয়॥
হেকিম ডাক্তার বৈদ্য,
পেঁড়োয় যিনি এলেন অদ্য,
কল্য সেজে চল্লেন যমালয়।
মহামারীতে মাত্তা খেলে,
পীর প্যাকম্বর পেঁড়ো ফেলে,
মক্কায় যান ওয়াক্কা পাবার ভয়ে॥
খোদাবক্‌স মিয়াজান, কত শত মিয়া যান,
রাখ্‌তে জান লবেজান হন ক'বু।
কেউ বলেরে হেন্‌পে চাচা,
দাওয়াই দিয়ে [illegible] বঁচ,
[illegible] গল ও [illegible] যায়॥
চাচি ফুফু [illegible], [illegible] বড় মুসলমানি,
কেঁদে সবে [illegible] প্রাণ।
দোয়া করেন দরগায় দরগায়॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল খেমটা।

খোদা কি কল্লে গজব ভারি হলো দুনিয়াদারি।
পেঁড়োয় আর নাইক কুশল,
এবার মুসলমানের ভাঙ্গিল জারি।
আল্লা ভজে মোল্লায় এবার হয় বিপদ ভারি,
মিয়া সব কচ্ছে কৌত মাঠে
গোর দিয়েছে সারি সারি।
পীর গিয়েছেন পেঁড়ো ছেড়ে হয়ে দেশথারি,
মন্দিরে নাইক চেরাক্ এখন
দিবানিশি অন্ধকারি।

ঈশান কোণে নিশান গেড়ে,
মৃত্যুরাজ পেঁড়ো ছেড়ে,
ষ্টেশনে দিলেন গিয়ে বার।
ফাটক আটক কেউ না খোলে,
পড়ে গেলেন গণ্ডগোলে,
গাড়ী বন্ধ সে দিন রবিবার॥
কাল ভাবেন কাল বিসে হরি,
কোথা যামিনী যাপন করি,
নিকটে ছিল একটা গণ্ডগ্রাম।
ঐ স্থানেতে উপনীত, এক বাড়ী হলেন অতীত,
মালীদের কাছে দারবাসনী নাম॥
ছিল্ পাড়িলে কুটালয়, ঐদিন হ'তে সুরু হয়,
ক্রমে গ্রামের একটী একটী খসে।
আগমনেতে ছারখার, সব গৃহস্থের ভিটে সার,
কে বাঁচিবে কালের নিশ্বাসে॥
গ্রামটী উচ্ছন্ন যায়, ঐস্থানে নিশি পোহায়,
পেঁ ডার দিকে পরদিন যান কোপে।
স্বগণ সহ ব্যগ্র হয়ে, শীঘ্রগতি টিকিট লয়ে,
ফাষ্টক্লাশে বসিলেন গিয়ে চেপে॥
দেখতে দেখতে অদর্শন, ছাড়িয়ে কত ষ্টেশন,
জামালপুরে রাত্রি যাপন হয়।
পর দিন [illegible], পশ্চিম মুখে গমন,
সন্ধ্যা [illegible] উদয়॥
ও [illegible] করেন কিছু দূরে,
যম গেলেন না কাশীপুরে,
সমের যম কাশীনাথের বাস তথা।
তথা হবে না শাসন জারি,
কাশীবাসী সব প্রজারি,
জ্ঞান নাইকো যমালয় কোথা॥
কাশী করেন করুণা যায়, ম'রে সে কৈলাসে যায়
তারকব্রহ্ম নাম শুনান শিব কর্ণে।

মহাকালের অধিকার,
কেউ ধারে না কালের ধার,
পাপ শান্তি পরিপূর্ণ পুণ্যে॥
অন্ত স্থানে যমের রোক, ক্রমে মহল তদারক,
দিল্লী আগড়া লক্ষ্ণৌ পর্য্যন্ত।
কোন স্থানে নাই গুলজার,
মিউটিনিতে সব প্রজার,
এক কালে হয়েছে সর্ব্বস্বান্ত॥
করে ওক্ক কেবা কার, সব সহরে হাহাকার,
দিল্লীতেতো বিল্লি একটী নাই।
দেশ গেল ইংরেজের গোলায়,
এক জন এলেন মুচিখোলায়,
ত্যাজ্য ক'রে লক্ষ্ণৌয়ের বাদশাই॥
যেমিয়া জাতি হিন্দুস্থানী, তেম্‌নি হল নানাস্থানী
দুর্দ্দশার চূড়ান্ত ঘটে ভাগ্যে।
চৌবে দোবে তেওয়ারি পাঁড়ে,
কেউ না আর মাথা নাড়ে,
সিংহের সব সিং চুকেছে মার্গে॥
লোয়া আটক করে সন্দ, বন্দরেতে বিক্রী বন্ধ,
গন্ধকের ও গন্ধ নাই ও দেশে।
খোট্টাদের যে বল আর, কথায় খুলতে তলোয়ার,
ভসমন্ত হয়ে গেল সব শেষে॥
মারপেলা করিয়ে রাষ্ট,
পুতলে না আর ফাঁসীকাষ্ঠ,
গাছের ডালে ও কর্ম্মটা সাবুলে।
রাজা মুখের জোর যে বড়, সেপাইরে সব জড়সড়
ধরলে ব'লে যমেই বুঝি ধরলে॥
ভেক পলাতক দেখলে নাগ,
বাঘ দেখলে পলায় ছাগ,
সেই মত পলায় খোট্টা যত।
কেউ ধরে সন্ন্যাসি-বেশ, জঙ্গলে কারু প্রবেশ,
কেউ পুন ইংরাজ শরণাগত॥
আগে বল্‌লে কাট্‌তে টোটা,
দূরে থাকুক এখন ওটা,
শূকর খেতে বল্‌লে সবে খায়।
হিন্দুস্থানের ঐ ব্যবহারই,
নরম পেলে গরম ভারী,
গরম দেখলে অম্‌নি পড়ে পায়॥

ইংরেজে কাজ কর্‌লে হাসিল,
তার উপরে যমের তসীল,
মহলে মহলে ডঙ্কা পেটে।
সবাই বলে কি ব্যাঘাৎ, মৃত্যুদেহে খড়্গাঘাত,
শীতের উপর শীতল জলের ছিটে॥
অল্প বিপদ হোলে বাঁচে,
মুস্‌কিল হলেই আসান আছে,
যম চটিলে ভিটেয় ঘুঘু চরে।
ত্রাণ পেতে এ উপসর্গে, পশ্চিমের প্রজাবর্গে
বিনয় করে মৃত্যুরাজ গোচরে॥
মুলুক হুয়া পয়মাল, সহরকা আর নাহি হাল,
সব আদমিকো মার দিয়া কোম্পানী।
রুপেয়া লুট্‌ লিয়া সবকো,
হাম্‌লোক্‌কা উপর আবকো,
করনে হোগা থোরা মেহেরবানী॥
বাদশা দেশ ছোড়কে ভাগা,
বেগম সব রোনে লাগা,
কাঁহা বাগা কুচ নেহী ঠিকানা।
তিক্‌সে হররোজ চল্‌তা,খানাপিনা নেহি মেল্‌ত
কেস্তরে হোয় আবকো খাজনা॥

রাগিণী কালাংড়া—তাল কাওয়ালি।

মেরা মুলুক খারাপি কিয়া কোম্পানী।
নেহি হাল, আদ্‌মিকো সব রুপেয়া লুট্‌কে নিয়
জুলুম জোরসে এক দফে হুয়া হয়রাণী।
মারা জানবাচ্ছা আচ্ছা দাগা দেকে গিয়া,
জারি কিয়া আপ্নেকো জেরদানি,
নাহি মিলে আদ্‌মিকো
ভূকে অন্ন পিয়াসে পানী।
খসম্‌সো কাহা ভাগা, বেগম রোনে লাগা,
জানমে হোকে লবেজান,
আউর নেহি কুচ চাহিয়ে আবকো মেহেরবাণী।

প্রজাগণের কাতর স্বরে, মৃত্যুরাজ রাগ পাসরে,
মর্জ্জি ফেরে শুভদৃষ্টি হল।
ভাবেন এবার ভগবান্,মানে মানে রাখলেন মান
এ স্থান হতে প্রস্থান করাই ভাল॥

যদি বল প্রাণ থাকুক কিসে,
তার কারণ পশ্চিম দেশে,
জল বায়ুতে স্বাস্থ্য সাধন করে।
ইচ্ছামত তাদের ভোগ, জলে জীর্ণ হয় না রোগ
বাল্যাবধি বল বাঁধে শরীরে ॥
অধিককাল যে তারা বাঁচে,
আর একটী মূল কারণ আছে,
ওদেশে নাই পরিণয়টা বাল্যে।
বাঙ্গালী ঐ রোগে মরে দশ না হ'তেই দশায় ধরে
বউ এলেই ত ছেলের দফা সারলে ॥
হতো ছেলের টোলে পড়া,
গিন্নী হলেই গোলে পড়া,
তন্ত্র ছেড়ে হ'ল একতন্ত্র।
তিনটে সন্ধ্যের ছুটো বাদ,
সায়ংসন্ধ্যে করতে সাধ,
রাত্রে পড়েন ফুসফুসনি মন্ত্র ॥
আগে পড়তো অলঙ্কার,
তখন ভাবেন অলঙ্কার,
দিব কিসে দুখানি ওর গায়।
খোলেন না আর অভিধান, দিবারাত্রই অবিধান,
পড়েন ছেলে ধানভানা বিদ্যায়।
মনু লিখেছেন এই জন্যে, দ্বাদশবর্ষীয়া কন্যে,
ত্রিশ বৎসর বয়স্ক বর চাই।
এই বিবাহে হবে হিত, অদ্যাবধি এ সব রীত,
পশ্চিমে আছে বাঙ্গালা দেশে নাই।
বাল্যেতে শরীর ভগ্ন, সুতরাং সর্ব্বদা রুগ্ন,
তেজ গেলে কি বস্তু থাকে তাজা।
দেশের ভাতারখাগী দলে,
বার বর্ষে ছেলে না হ'লে,
অমনি বলে বউটো হলো বাঁঝা ॥
চল্লিশ অবধি ছেলের আয়,
মর মাগিরে দেখেই আয়,
বাঁঝা বলে এ বাঁজা গোল কেন।
বেশী বয়েসে হ'লে সুত,
প্রায় বেশী হয় তার অদ্ভুত,
বলের পক্ষে ভীম অবতার যেন ॥
বারতে সুরু করে যে ছুঁড়ী,না হ'তে সে আধবুড়ী
চৌদবুড়ি ছেলে বিইয়ে বসে।

সর্ব্বভুকী তিনি হন, যেমন যেমন দুতি রৌদ্র,
দুধ না ছাড়তে তেয় বুড়ী আর বসে।
যেথায় পশ্চিম হ'তে প্রত্যাগমন,
পূর্ব্বদেশে যাবেন শমন,
পথে দেখা পবন দেবের সনে।
যম বলেন ত্যাজিয়ে ভবন,
কোথা যাচ্ছ ও ভাই পবন,
শুনে মরুৎ কহিছেন শমনে ॥
ভায়া হে আর বলব কত, কত রাজা হইল গত,
কলির এরা বা কোন্ জাতি।
হিন্দুর হারাম খায় ত সেটা,
ছাড়ে না যবনের জেটা,
কোন্ বংশ কোন্ দেশে বসতি ॥
কচ্ছে কত হুকুম জারি,
কলিতে এদের বড় জারি,
প্রজারি ত বড় বিপদ ঘটল।
ইন্‌কম্ লাইসেনের পরে,চৌকীদারী ট্যাক্স করে
ট্যাক্স দিতেই প্রজার অন্ন উঠলো ॥
কৌশলে মতুয়া বলে,যে কাতে যখন শুতে বলে,
তাই শোয় বাঙ্গালী বন-গোরু।
সন সন নয় বিপদ খাটো,
মূল তোল আর জঙ্গল কাটো,
আগাছা একগাছি নাই আর কারু।
ফেরে ভারি উপসর্গে, কলিকাতার রাজমার্গে,
প্রস্রাব করিবে সাধ্য কার ॥
দূরে রাখ এ সমস্ত, নূতন পুলীশ বন্দোবস্ত,
এদের হাতে মান রাখা যে ভার।

* * * *

আশার সঙ্গে আবার আড়ি,
রেল বসিয়ে চালায় গাড়ী,
একেই লোকে বলে বাষ্পযান।
কথায় কথায় সবাই বলে,
পবনের আগে গাড়ী চলে,
একি মোর সামান্য অপমান ॥
তাইতে আমি ধরায় যাই,
কার কত জোর দেখাব ভাই,
মার আগমন ২২শে আশ্বিনে।

অগ্রে সারি আপন কার্য্য,২০শে করেছি দিন ধার্য্য
হবে গমন দক্ষিণে এক্ষণে ॥
কেমন ক'রে গাড়ী চলে,দেখাই একহাত অঞ্চলে
দুই দমকে দফা সেরে যাব।
তুমি একটু নজর রেখ, সেই দম সম্পর্ক থেক,
তোমার গাড়ী অনেক চালান দিব ॥
দেশে হও হে অগ্রসর, নরকটা কর পরিসর,
যম বলেন ভাই নরক পরিসর কেন।
পবন কন কে যাবে স্বর্গে কলিকালের জীববর্গে,
সব পাতকী জেনেও কি না জান ॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল একতালা।

কদাচার কলিকালে, কেউ ভাবে না আর
পরকালে কি হবে।
অনিত্য নাম কিনতে, মিছে অর্থ চিন্তে,
পরমার্থ চিন্তে কে করে ভবে।
সত্য দেখ সত্যপথে কেউ চলে না,
ভুলে একটী সত্য কথা কেউ বলে না,
এ যুগ সত্যচ্যুত, সত্যবর্জ্জিত,
লিখেছেন অগ্রে ভবিষ্যৎ দেবে।
কিসে ধর্ম্ম ঘটে মর্ম্ম কেবা জানে,
মাতাপিতার সেবা করে না সন্তানে,
করে শূদ্র কেবা দ্বিজবরে সেবা,
নিজ ধর্ম্ম রাখে দ্বিজ কি সবে ॥

শুনে যম করেন উক্তি, ভাল বটে করেছ যুক্তি,
একটা বলি তবে এই কালে।
সর্ব্বস্থলে কর গতি, দেখে এলাম যে দুর্গতি,
যেও না ভাই পশ্চিম অঞ্চলে ॥
আমি গিয়েছিলাম ভাই,
দেখলাম তথা বাকি নাই,
মিউটিনিতে হলো ছারখার।
পবন বলেন প্রিয় বাক্যে, তবানুরোধ হবে রক্ষে,
বর্দ্ধমানের ওদিক্ যাব না আর ॥
এই যুক্তি শুনে পবন, নিজদেশে করেন গমন,
বহুদিনের পর স্বস্থানে উদয়।

সদরে এক নিশান তুলে,
চারি দরজা দিলেন খুলে,
দিন দিন কচ্ছেন গরম হয় ॥
কাগজগুলো গুছিয়ে রাখ,
হ'ল বকেয়া হিসাব দেখ,
সতর্ক থাকরে চিত্রগুপ্ত।
আগত উনিশে বিশে, আমাদের এ আফিসে,
মোকদ্দমা হবে অপর্য্যাপ্ত ॥
বলতে বলতে গত দিন, এল উনিশে আশ্বিন,
রাত্রে সুরু পরদিন জোর হলো।
শিকড় ছেড়ে পড় পড়, বৃক্ষ ভাঙ্গে মড় মড়,
গুড়িগুলা সব গুড়িয়ে থুয়ে গেল ॥
ভোঁ ভোঁ শব্দে কাণে তালা,
পড়ছে দোতালা তেতালা,
ফারলে দফা দিয়ে দমকা ছুটী।
খোঁড়া ঘরের না রাখলে হাল,
কলিকাতায় খড় ঢাকায় চাল,
দিল্লি দেয়াল লক্ষ্ণৌ যায় খুঁটী ॥
কুঠে যানেন বাপজান, পথের মধ্যে লবেজান,
চাকদার কাছে যে যমের বাড়ী,
পেসেনজার সব জড়াজড়ি,
মালগুলো হয় ছড়াছড়ি,
উল্টে পাল্টে গড়াগড়ি যান পড়ী ॥
অঙ্গ ভেঙ্গে কেহ বা বাবু,
সিঙ্গে ফুঁকলেন কত বাবু,
কেউ সাঁতার দেন উলুবনে পড়ে।
কি হ'ল ও আল্লা তোবা,
ম'লাম ম'লাম হায়রে বাবা,
কাঁদছে নেড়ে দাড়ি নেড়ে নেড়ে ॥
পেচন দিকে ছিলেন গড,
কেঁদে বলেন হেয়ার লড,
ফেবার মি ইউ ক্রশু মোষ্ট।
ডাইকোলোন্ ওন কমন্ ইয়ার,
মাইডি য়ার কামাহয়ার,
প্রেটেক্টমি মাই নাইরা ইজপাষ্ট ॥
বাঙ্গাল ছিল কতকগুলি,
কে বোঝে তাহাদের বুলি,
ঠিক যেন বাদুরে কিচমিচি।

আজ গেছি যে প্রাণ আরাই,
মাল্লো গোয়া পুঙ্গির ভাই,
ওহে ভগবান্ কোথায় আর বাঁচি ॥
কি বুলে নি দেহে যায় ঘরে কি হোমুবাজ দিমু,
ছোট ছোট দুটা বইনি মরে
হব গেলরে দনে প্রাণে, বুঝ যে পাহি কেমনে,
হোমস্ত দুইটা মাদ্রবধূ ঘরে ॥
গাড়ী হইতে প জবর, তরে চপে খবরাখবর
মুচড়ে ধরে করেন শ খণ্ড।
টেলগ্রাফ ঘটি [illegible],
নারলে চ রলে [illegible],
মাষ্টার এসটেনিস দেখে কাণ্ড ॥
হেথায় পবন অদর্শন কতকগুলো ষ্টেশন,
ভেঙ্গে ক্রমে দক্ষিণে উৎপাত।
ঐ জোরে সমুদ্র বেগে, এ দিন উঠিল কেঁপে
জল বৃদ্ধি স্থলেতে বিশ হাত ॥
জাহাজগুলো যখন ছুলে,
মারলে আছাড় ডাঙ্গায় তুলে,
খণ্ড খণ্ড গেল রসাতল।
ময়ূরপঙ্খীর কর্ম্মসাৎ, হাবড়ার হাঙ্গড়ে কুপোকাৎ,
চাকদায় ঢাক। উৎসলে যায় বল ॥
যত তরী নদীর দুই পারে,
একখানি ভাঙ্গিতে পারে,
গঙ্গাজলে ধব্লেন পব [illegible]।
মহাজন সব পয়মাল, জলে এত ডুবলো মাল,
একটু গেলেই গঙ্গা গেছেন বুজে ॥
নৌকাযোগে যারা যান, প্রায় ত পঞ্চত্ব পান,
বড় বরাত যার তিনিই পান রক্ষে।
লয় তত্ত্ব কেবা কার, লয় দৃষ্টি হাহাকার,
দুঃখে বারি সবাকার চক্ষে ॥

রাগিণী কালাংড়া—তাল তেলেনা।

ঝর ঝর বারি নয়নে ঝরে।
কাঁদিছে দুঃখে সবে কে কারে র'ক্ষে করে ॥
ঘন বারি বরিষণ, ঘন গর্জ্জন ভীষণ,
স্থলে পথহারা অন্ধকারে,
জল অতুল তরঙ্গ তাহে
তরি কি তরিতে পারে।
গেল প্রাণ ভগবান, পতিতে করহে ত্রাণ,
পতিত ঘোর বিপদসাগরে,
ভয়ে [illegible] কম্প দেহ হিয়া,
গুরু গুরু গুরু দুর করে ॥

বিদেশী যত কলমপেশা, বাড়ীর দিকে বড় নেশা
শ [illegible] সা।
সম্বৎসর ছুটাছুটি, পূজার বন্ধ পেলে ছুটী,
আমরা [illegible] পাব ॥
নারীধন রাখিয়ে ঘরে, কি ছার ধনের আশে,
পরবশে চিরকাল কাটাই।
লক্ষ্মীছাড়া স্বদেশছাড়া খেলেম না ভাতথাড়ুনাড়া,
হাত পুড়িয়ে ভাতে পোড়াই খাই ॥
করি ভিক্ষা উপবাস, নারী সহবাসে বাস,
সেই ত ভূতলে স্বর্গবাসী।
দেশে নারী দেশান্তরে, আমরা থাকি দেশান্তরে,
প্রাণ জ্বলে নয়নজলে ভাসি ॥
বাবুইয়ের যেমন বাসা ব্যর্থ,
ময়ূরের যেমন পুরুষার্থ,
অন্ধের নেত্র বিধবার যৌবনো।
বৈদ্য যেমন পৈত্তাধারী, বিদেশী পুরুষের নারী,
এ সকল থাকতে নাই জেনো॥
ব'লে কিনছেন তাড়াতাড়ি,
গুলবদান ঢাকাই শাড়ী,
শান্তিপুরে বিদ্যাসাগর পেড়ে।
পেটে না খেয়ে না পরে,
সারা সন রোজগার ক'রে,
যা পেলেন তাই লন গহনা গড়ে ॥
পাকাসোণা পাঁচ ভরি, তাইতে গড়ান পাঁচনরি
নানা ফেশান কত গহনাই হ'ল।
শশব্যস্ত ঐ বরাতে, যেরূপে হউক কোনমতে,
শয্যাগুরু খুশী থাকিলেই হলো ॥
করেন যাত্রা নৌকাযোগে, পথমধ্যে এ দুর্য্যোগে,
পঞ্চত্ব পঞ্চমীর দিনে পান।
কার সাধ্য তারবার, পবনের কোপে এ বার,
সবংশে নির্ব্বংশ তিনি যান ॥
পূজায় পতি আস্‌বে বাসে, জেবে সুখসাগরে ভাসে
জেগে জেগে বিরহিণী রমণী।

আনুত্তে গিয়ে গঙ্গাজল, বলেন ওলো গঙ্গাজল,
মিনসে এবার দেশে আস্‌বে শুনি ॥
বিদেশে কাটালে দিন, যেমন বারি হীন মীন,
চিরদিন বাসে কেমনে বাঁচি।
বিরহে দহে জীবন, তার জন্যে এ যৌবন,
লক্ষণের ফল ধরে বসে আছি ॥
ফলটী যখন পাছে পাকে,
ঠোক্‌রাতে চায় কত কাকে,
বস্ত্রে ঢেকে আপনে আছি বসে।
পাকাতে যদি না খাবে, মজে গেলে কি মজা পাবে,
তলায় পোলে তার তার থাকবে কিসে ॥
বলে রমণী পরস্পরে তোলা বস্ত্রখানি পরে,
গন্ধ-মাথাঘসায় ঘসেন চুল।
মেজে ঘসে বাড়িয়ে রূপ, পরেন গহনা নানারূপ,
খোঁপা বেন্ধে তায় গুঁজে দেন ফুল ॥
দত্তে ঘসি হুগলীর মিশি, আয়না ধরে দিবানিশি,
তেল হয় মুখখানির চেকনাই।
বিবিআনা নথ দিয়ে নাড়া,
বেড়ান গিন্নি পাড়া প ড়া,
আহ্লাদে আহার নিদ্রা নাই ॥
আমোদে প্রফুল্ল দেহ, অন্য বাড়ীর এলে কেহ,
স্বামীর বার্ত্তা সুধান তাড়াতাড়ি।
ছেলে কাঁদলে বলেন ধনী, কাঁদ কেনরে যাদুমণি
পূজার সময় বাবা আসবে বাড়ী ॥
দূরে নৌকা দেখেন যদি,
উথলে উঠে প্রেমের নদী,
বলেন ও বোন ঐ বুঝি সে এলো।
মালগুদামের সদরমেট, অমান ধারা বুড়োপেট,
কটা কটা গায়েতে লোমগুলো ॥
রামী বল্‌ছে ওলো শ্বামী,
শ্যামবর্ণ তোর যে স্বামী,
ও কেন সে ওর রঙ্গটী গোরা।
মস্তকেতে মস্ত টাক,
চোক টেরা আর খেঁদা নাক,
তুই না চিনিস চিনে রেখেছি মোরা ॥
সে ধনী কয় লজ্জা খেয়ে,
আমরা যে কুলীনের মেয়ে,
পতি আমাদের পয়সার গোঁসাই।
আমরা কি কেউ তাতার চিনি,
তাতার আমাদের মিছরি চিনি,
হাতে পয়সা হলেই খেতে পাই ॥
এইরূপে কয় কোন সতী,
তার মধ্যে এক যুবতী,
কেঁদে বল্‌ছে ভাসি নয়নজলে।
তোদের ত সই আছে সুখ,
বৎসরান্তে পতির মুখ,
দেখতে পাস সুখের শরৎকালে ॥
আমার স্বামী সেই যে গেল,
কোথাকার এক চাকরী হল,
পায় না ছুটী বৎসরে বৎসরে ॥
মাল জিম্মা সর্ব্বদাই, রবিবারেও বন্ধ নাই,
ডাককেরাণী বাগেশ্বর বন্দরে ॥
বসন্ত আর বর্ষাতে, বেঁচে ছিলাম ভরসাতে,
বিফলে মোর গেল সকল ঋতু।
শরীর পানে চায় কেবল, আসবে আশাতে কেবল
সাগরতরঙ্গে বালীর সেতু ॥
আমি ত আছি শূনীতে,
লোকে বলে পাই শুনিতে,
শরদে আস্‌বে কই কিছু দেখিনে।
মিথ্যা আছি আশার আশে,
আসে আসে কই সে আসে,
দুখিনীর দিন গত দিনে দিনে ॥

রাগিণী কানাংড়া—তাল একতালা।

নারী মনের দুঃখ প্রকাশিতে।
বাসনা জীবন নাশিতে।
বসন্ত বরষা এ শরদ আর শীতে,
আমি কাঁদ্‌ছি যেন রামের সীতে ॥
পতি রৈল পরবাসে, বিরহিণী আমার আশে,
পারে কি চির দিন নয়নজলে ভাসতে,
যে ব্যবহার সন্ন্যাসীতে,
আমার ঘট্‌লো যে তাই ঘরবাসীতে,
এমন যদি রই শাসিতে,
তবে আমি যাই কাশীতে ॥

বন্যালয়, আস্‌ছে বান্ বন্যালয়,
এই ঝড়ে বিদেশী চাকরে বস্ত।
নিকট উত্তরি, কারো বা ডুবিল তরি,
নাম ধাম বর্ণিব তার কত॥
পরদিন, নাই যার পর দীন,
তাই হ'ল অসংখ্য ধনিলোকে।
কেউ পড়েছেন হদ্দ ফেরে,
কার কপাল হদ্দ ফেরে,
রাতারাতি লাল হলো অনেকে॥
র প্রাণে ধনী সারা, পুঁজিশুদ্ধ গেল মারা,
সকলেরই হাত পা জড় সড়।
ল হদ্দ যা হবার, পুলিশম্যানগণে এবার,
পবন ঠাকুর দয়া করেছেন বড়॥
খানে যিনি যত পান, বার আনা তার জলপান,
সিকি আন্দাজ প্রদান সদরে।
পরিবেশনটা আপনার হাতে,
কতক বস্ত্রে কতক পাতে,
ভোজনটা ত যা ধরে উদরে॥
শক্ত বটে রাজার আইন,
জিনিষের ত নাইকো তাইন,
ধরবেন কিন্তু করিবেন কিসে কাবু।
অধর্ম্মে যে ভয় না করে,
ডুব দিয়ে জল খেলে পরে,
শিবের বাবা টের পান্‌না শম্ভু॥
দক্ষিণ রাজ্যে, অনেক ধনীর সাহায্যে,
তথায় প্রাণিবর্গে প্রাণ পায়।
মাটী শুদ্ধ চালে, বারশো একাত্ত সালে,
অনেক লোকে কচু পোড়া খায়॥
উৎসন্ন গেল, মজুরগুলো হুজুর হলো,
পেলে মহরম টাকায় দুটী জন।
দাঁও পেয়ে সব দর চড়ালে,
কাস্তে ভেঙ্গে দা গড়ালে,
সব ঘরামী পেটেল নাই এক জন॥
জিনিস মাত্রে লাগ্‌লো আগুন,
পটোল তুল্‌লেন পটোল বেগুন,
তস্য সহ কাঁচাকলা কলা খান॥
পেলেন চূড়ান্ত, কচুরাম সিদ্ধান্ত,
অগ্রাণ মান পেয়েছেন মান॥

আদরে বিকান যেন মাণিক, ওলচন্দ্র পরামাণিক,
মেটে আঁটুলি মাটির ভিতর থেকে।
তিনি জানেন না ঝড়ের বার্ত্তা,
তার পরেতে হর্ত্তা কর্ত্তা,
হয়ে কিন্তু মুলুক বজায় রাখে॥
সময় পেয়ে উঠিলেন জেগে,
কথা কচ্ছেন রেগে রেগে,
পটোল বেগুন কোথা গেলি রে তোরা।
কোথা রৈল সে সব কদর,
দেখে যা এখন ওলের আদর,
বহু দিনের পর দিন পেয়েছি মোরা॥
ঝিঙ্গে বেটা তরকারীর ওচা,
ভাদ্র মাসের লম্বা কোঁচা,
দিয়ে বেড়ায় সই কেমনে বল।
ডাঁটা বেটারা হদ্দ জ্বালায়,
দিন পাঁচ ছয় থেকেই পলায়,
মুলো চাচাকে একবার তুল্‌লেই হ'ল॥
তেঁতুল বেটা করত জারি,
আমি ওলের দর্পহারী,
দর্পহারী ঘুচালেন তা রোষে।
আড়াই দিনের দর্প মিছে,
নুইয়ে মাথা থাকেন নীচে,
মূল শিকড়টা তুলেছেন আকাশে॥
আমরা করে মরেও মরি,
রক্তবীজের শক্তি ধরি,
মাটীর ভিতর মাটী হয়ে যে থাকি।
একটী মুখী পুতলে পরে,
ভেবে দেখ এক বৎসরে,
এক মুখীতেই হলেম শতমুখী॥
রাজা আমাদের বুদ্ধিমান, নাম তার শ্রীমান মান
মান্ধাতা হইতে মানে বড়।
দেশ ত্যাগী তোদের থেকে, মান বৃদ্ধি পূর্ব্বদেশে
পূর্ব্বরাজা বল্লাল সেনের খুড়ো॥
নরলোকে পূজা নিতে, মা আসিবেন ধরণীতে,
ভোগে এবার খাবেন কি তরকারী।
আদর করে আমারে তোলে,
অবশেষে কি ঝোলে ঝালে,
সকল তাতেই ওলেরই হাঁক ডাকি॥

হেথায় একটী দ্বিজ অতি দীন,
ভিক্ষা করে কত দিন,
ক'রে কিঞ্চিৎ অর্থ আহরণ।
পূজাখানি করবে বাসে,
নৌকাযোগে দেশে আসে,
সঙ্গে পূজার নানা আয়োজন ॥
ডুবিল তরি এ দুর্যোগে,
তিনি প্রাণ পান দৈবযোগে,
বাসে এসে দেখিলেন সব শূন্য।
কিছু নাইক ঘরদ্বার, ভগবতী প্রতিমার,
কাঠামখানি হয়ে গিয়েছে চূর্ণ।
তারায় তারাকারা ধারা,
কেঁদে বলছে ও দীনতারা,
দীন বলে মা বিড়ম্বনা কত।
আমার ভাগ্যে এ বিপদ ওভমা তোর অভয় পদ
পূজতে ঘটে বিঘ্ন কেন এত ॥

রাগিণী ললিত—তাল ঝাঁপতাল।

কত যতনে ভবনে আমি
এনেছি গো তারা তোমায়।
দিব বলে মানসে জবা জাহ্নবীর জল পায় ॥
হোল না সুদিন ভাগ্যে আমি অতি সুদীন বলে,
করলে না পূজা গ্রহণ দয়াময়ি কি নিদয়া হলে,
তবে মম কি সুখ ধরায়, জীবনধরায় ॥
যাদের অতুল সম্পদ ভবে,
প্রতুল সদা সম্ভবে,
তারে ত নিজ অতুলপদ দাও তুমি কৃপায়,
ওগো দুর্গতিহারিণি তাতে কি আছে গৌরব,
দীন তারিলে দীনতারিণী নামে হয় মহিমা তব,
তবে দীন ব্রজমোহন স্থান পায় শ্রীপায় ॥

তৎপরেতে কর শ্রবণ, ক্রমে ক্ষান্ত হলেন পবন,
এককালে দেশ করি রসাতল।
কলিকাতা রাজধানী ব'লে,পূর্ব্ব হ'তে প্রথম চ'লে
দক্ষিণে দেখালেন বেশী বল ॥
তারপর পশ্চিমঘটে যেতে,
ক্রোশদশেক পথ যেতে যেতে,
শঙ্করের কথা স্মরণ হ'ল মনে।

অমনি একটু মুচকি হেসে,
একটা দমকা দিয়ে কসে,
ফেরৎ যাত্রা আপনার ভবনে ॥
পুবের ঝড়ে যাতনা পেলে,
যে সব বৃক্ষ ছিল হেলে,
করলেন সোজা পশ্চিমে নমস্কার।
স্বদেশে চলিলেন রঙ্গে,পথে দেখা বরুণের সঙ্গে,
বরুণ নিজ যন্ত্রণা জানায়।
বলব কি আর পবন ভাই, মনাগ্নি কিসে নিবাই
তুমি ত কাজ সেরে দেশে চ'ল্লে।
কালগতিকে রকমফেরে,
আমি পড়েছি একটা ফেরে,
এ রাজ্য আমারও দফা সারলে ॥
বলি তবে তব গোচরে,নদ নদী সব আমার চরে
পুলবেঁধে কি ফেলেছে শঙ্কটে।
আর কি আমার আছে ভদ্র,
প্রধান চেলা শোণভদ্র,
বুকদিয়ে তার শেয়াল কুকুর হাঁটে ॥
সব গুমোর যে হ'ল মিছে,
টেম্‌স ইংলণ্ডের নীচে,
পেট কুরে তার রেল চালিয়ে দিলে,
এ সব দুঃখের শোধ করিতে,
উপায় এক ভেবেছি চিতে,
করতে পারি তোমার দয়া হলে ॥
তুমি একটু দিলে ভরসা, বসন্তে করিব বর্ষা,
জলের তোড়ে মুলুক যাতে ভাসে।
সেইকালে করো সাহায্য,শুভদিন করেছি ধার্য্য,
আগত এই ফাগুনের চব্বিশে,
পবন বলেন। সঙ্গুস্বামী, অবশ্য আসিব আমি
আমরা ত ভাই ভাই ব্রাদার সবে।
তুমি কর সব উদ্যোগ,
আমি এসে তায় দিলে যোগ,
দুজনেতে বড় তামাসাই হবে ॥
জলে ডুবায়ে এ ধরণী, অবশিষ্ট যে তরণী,
ক'খানা আছে দফা সেরে যাব।
রাজ্যের বিশেষ করিব হানি,
উচ্ছিষ্ট যে কটা প্রাণী,
থাকে তার এককালে মারা যায় ॥

স্থির হ'ল এই পরামর্শ, উভয়েতে হয়ে হর্ষ,
চব্বিশে ফাল্গুন উঠলেন চেগে।
পবন হলেন প্রবল অতি, পেয়ে বরুণের অনুমতি,
ঘোরতর বর্ষণ করে মেঘে॥
মেঘ বলছেন রাজা বরুণ,
আপনি একটা আজ্ঞা করুন,
অকালে সব জল রয়েছে জমে।
শীলগুলো কি ফেলব ধরায়,
বরুণ বলছেন ফেল ত্বরায়,
নাশ সৃষ্টি নিজ পরাক্রমে॥
রাত্রিমধ্যে জলপ্লাবন, ঠিক যেন আষাঢ় শ্রাবণ,
ছাপিয়ে গেল নদী নালা ডোবা।
কলিকালের কালগুণে, বর্ষা দেখে ফাল্গুনে,
বসন্ত রাজা ভাবছেন হয়ে বোবা॥
কেঁদে ব্যাকুল কোকিল ভ্রমর
বলে আহ্লাদের ঘুচল গুমর
ব্যাঙ উঠিলেন মাথা নাড়া দিয়ে।
গুমরে মুখ করে হোঁদা, কোলাহল কচ্চেন কোলা
সোনা রাজা বসলেন বায়ু দিয়ে॥
লাফিয়ে বেড়ায় কটকটে, সেটা বড় ছটফটে,
তোলপাড় সব সরোবরের জল।
আশাপার বিষম লম্ফ, দম্ভে যেন ভূমিকম্প,
কুনো বেটার ছুনা বাড়ে বল॥
ছরিদখন্দ যত মাঠে,
কেউ কেটেছে কেউ না কাটে,
চাষাত মস্তকে হাত কাঁদে।
তেওড়া মটর মুস্থরি যব, তরঙ্গে ভাসিল সব,
ছোলার ত আছোলা বাদ সাধে॥
ভিজে অঙ্গ হয় বিকল,
গোজিয়ে গাছে বেড়োয় ফল,
মাড়িবে কি আর মাড়ামাড়ি যান ক্ষেতে।
এক ঋতুতে অন্নের জারি,
সুতরাং তায় বিপদ ভারি,
প্রজারি দুর্গতি কোনমতে॥
ঝড়ে ভেঙ্গেছে মেটে ঘর, অনেকেতে এ বৎসর,
ইট করেছেন ইমারতের তরে।
তার দফা যে সাঙ্গ হলো, পাঁজা করে পাঁজাগুলো,
আগুন দিয়ে ছেচকী পোড়া করে॥

এক ঝড়েতেই আকাল যে
উচ্ছিষ্ট যা ছিল শেষে,
ফাল্গুনে পাত কুড়িয়ে নিয়ে গেল।
মা কুইনের খাস তালুকে,
এবার এ বাঙ্গালা মুলুকে,
ঝড়টা বুঝি চিরস্থায়ী হলো॥
একবারকার ঘা-খেগো যারা,
ডাকিছে তারা ওমা তারা,
তুমি এ বিপদে রক্ষা কর।
ঘোরতর এ শিলাবৃষ্টি, বুঝি এবার গেল সৃষ্টি,
ক'রে কিঞ্চিৎ কৃপাদৃষ্টি,
ধরাধরকন্যা ধরা ধর॥

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল একতালা।

তরি তরঙ্গে কিরূপ, উপায় বল তারিণি।
বুঝি ডুবলো এবার ভবসাগর-নীরে,
পাপের ভরা এই আমার তনু-তরণী।
একে কুপথগামী মন কর্ণধার,
ছজন কুজন দাঁড়ী মূল হইল মজাবার,
দুর্নিবার,
আশা-পবন যোগ দিয়েছে কুবাতাস তুলেছে,
কেমন ক'রে সুপথ পাব জননি।
একে জীর্ণ দ্বার, নটী ছিদ্র তাতে,
চলে চলে জলে পূর্ণ হয় গো,
করি তায় কি উপায়,
ব্রজমোহন অতি দীন জ্ঞানহীন
তাতে নাস্তি গুণ মা ত্রিগুণধারিণী॥

দ্বিতীয় ঝড়।

দেবতা তেত্রিশ কোটী,
প্রণাম এদের কোটী কোটী,
এরা খেপলে রাখে কার বাপে।
কি বিপদ কলিকালে, বারণ একাত্তর সালে,
দেশ ছারখার পবনের প্রতাপে॥
তার পর বাহাত্তর সনে, লোকের মৃত্যু অনশনে,
দুর্ভিক্ষে, দেশের দশা সাজ।

সে থাকা না যেতে যেতে,
আবার দেশের মাথা খেতে,
পবন এসে বাধালেন একটা রঙ্গ॥
কিরূপ তার বল্‌তে হয়, দেশে করি দিগ্বিজয়,
দুর্ভিক্ষের স্বস্থানে প্রস্থান।
পথে দেখা পবনের সঙ্গে, নানা কথার প্রসঙ্গে,
দুর্ভিক্ষরাজ পবনে শুধান॥
ভাল আছেন ত মহাশয়, কোথায় বা গমন হয়,
বাড়ীর ত সব মঙ্গল তোমার।
পবন বল আর সুখ ত নাই,
বেঁচে কেবল আছি ভাই,
পরিশ্রমের সীমা নাইক আর॥
কলিতে যত পাতকী, অন্য যুগে ছিল এত কি,
পুণ্য শূন্য পাপে পূর্ণ ধরা।
দেখতে দেখ যত মানব,
ব্যবহারেতে সবাই দানব,
স্বেচ্ছাচারী কদাচারী এরা॥
ভক্তি নাস্তি দ্বিজ দেবে,
পরকালে কি জবাব দেবে,
শমন যখন গলে দেবে ফাঁশ।
তাই একান্তর সনে গেলেম, ভিটেয় ঘুঘু চরাইলাম,
অনেকের করেছি সর্ব্বনাশ॥
তাতে তো বুঝলে না কেউ,
তার পরেতে তোমার ঢেউ,
খেয়ে হলো উচ্ছন্ন সবাই।
শুনু যে পাই সমাচার, আবার কচ্ছে অত্যাচার,
তাইতে ধরায় আর একবার যাই॥
বুঝলেনা ত ভুতলবাসী,
আবার একহাত দেখিয়ে আসি,
অবশিষ্ট যা আছে তাই লব।
একবার সুরু করেছি ভাই,
আর ত আমার ক্ষান্ত নাই,
মাঝে মাঝে সেই আগুন উস্কে দিব॥
এককালে করবো না খুন, কেটে কেটে দিব নুন
জোঁকের মুখে চুণ দিয়ে জ্বালাবো।
ভাগ্নি ষণ্ঠা ছিলাম সেবার,
বোলাই কার্ত্তিকে এবার,
যত কম ত ষোল কণ্টা রব॥

দেখবে সবাই পৃথিবীর, পবন শর্ম্মা কেমন বীর,
জম্‌কায় জম্‌কায় জম্ লাগাবো লোকে।
বেড়েছে আমোদ হয়েছে ফসল,
ফসলের মাথায় মারিব মুসল,
আসল কথা বললাম ভাই তোমাকে॥

রাগিণী সুরট—তাল কাওয়ালি।
যাবো আবার জীবকে দিতে যন্ত্রণা।
যারপ একান্তর সালে যাই যেরূপে এবার গেলে
তেম্‌নি প্রাণে কিন্তু কেউ রবে না॥
ক্ষেপালে আমাকে কলিযুগের সব নারকী নরে,
সৎ হয়ে কেউ সৎপথে চলে না,
এরা ত্যজে মূলমন্ত্র পেয়ে কার মন্ত্রণা॥
আমার এ রাবণের চুলি মাঝে মাঝে দিলে কাঠি
কখন ত নির্ব্বাণ হবে না।
দেখবে মজা রাজা প্রজা দিব যে চূড়ান্ত সাজা
কর্ম্মভূমে ধর্ম্ম ত রাখলে না,
এরা না মেনে পুরাণ বেদ পায় বেদনা॥

এই আলাপটা করলেন পবন,
দুর্ভিক্ষরাজ করে শ্রবণ,
বলেন হলো বড় বিভ্রাট তবে।
একবার দেশের মাথা খেলে,
আবার তুমি ধরায় গেলে,
সমূলস্ত বিনষ্ট্তি হবে॥
দেবতার মধ্যে তুল্য নাই, ভয়ঙ্কর তুমি রে ভাই
নাম শুনলে কেঁপে ওঠে প্রাণ।
তোমার অন্ত কেবা পায়, প্রণাম করি তোমার পায়
তুমি ক্ষেপলে মুলুক ময়দান॥
সে বৎসরে বাপরে বাপ্,
দেখালে তুমি যে প্রতাপ,
তোমার সাধ্য বলিতে সাধ্য নাই।
একটু বাতাস হ'লে চেপে,
তদবধি প্রাণ উঠে কেঁপে,
বাবাবুলে হয়ো তুমিরে ভাই॥
জীবকে যদি পুন মজাবে,
কোন্ কোন্ স্থানে এবার যাবে,
কোথায় নষ্ট কোন্‌খানে বা স্তব।

পবন কন কয় শ্রবণ, বায়ুকোণটা আমারই কোণ
সেই কোণ হ'তে প্রথম করিব সুরু ॥
শুনেছি খুব পাপের জারি,
অধিক লোকেই অত্যাচারী,
কলিকাতাটা কলির রাজধানী।
দক্ষিণের সোজা পথ ধ'রে, পূর্ব্বদেশটা স্পর্শ করে
রাজধানীতেই দেখাব কেরদানি ॥
পশ্চিমের পথ অনুমান, হদ্দ যাব বর্দ্ধমান,
তার ওদিকে প্রয়োজন নাই জেনো।
দুর্ভিক্ষ কন মাথা খেলে, দুবার তুমি ধরায় এলে,
বর্দ্ধমানের ও'দিক্ যাও না কেন ॥
পূর্ব্ব ঝড়ে অনেক বাঁচে,
পূর্ব্বদেশ প্রায় বজায় আছে,
উচ্ছন্ন তা কেন কর এবার।
হেসে বলছেন অনিল স্বামী,
খাঁটী খবর পেয়েছি আমি,
পূর্ব্বদেশে হিন্দুত্ব নাই আর ॥
ঢাকা বরিশাল ও অঞ্চলে, বিধবা বিয়ে বড চলে
কলিকাতার ন্যায় কদাচারী সব নরে।
মুখে বলেন ব্রহ্মজ্ঞানী,
ভিতরকার সব মর্ম্ম জানি
খাবার বেলা ব্রহ্মজ্ঞানটা ধরে ॥
পশ্চিমে পুরাণো চাল, চলিত নাইক সিদ্ধ চাল,
সাধ্যমতে সৎপথে দাঁড়ায়।
করে না মৎস্য আহার, মদ নাই তৈল ব্যবহার,
খোটারা খুব বেছে গুছে খায় ॥
বাঙ্গালার দেখ আরো মজা,
গৌরভজা কর্ত্তাভজা,
দুই ভজায় দেশ করলে ছারখার।
ওলাভজিতে মাথা খেলে,
রাজমহলের ও'দিক্ গেলে,
ও মহলে কেউ যায় না আর ॥
গৌরাঙ্গ লাগালেন ধাঁদা,
আবার এলেন তার ঠাকুরদাদা,
কলির কর্ত্তা এরাও ত গৌরাঙ্গ।
দুটিই দেখ এক আকার,
দুটী হ'তে হয় একাকার,
ঐ দুটীতেই জেতের দফা সাঙ্গ॥

যা ছিল আমাদের দেশে,
তিনটে সেনে সারলে শেষে,
যদি বল সে সেনটা কিরূপ শুনি।
বল্লালসেন সেরেছেন আগে,
উইলসেন তার প'রে চাগে,
পৈতে ফেলতে বলে দ্বিজকে
কেশবসেন ইদানী ॥

রাগিণী সিন্ধুভৈরবী—তাল পোস্তা।

ভ্রান্ত সব ভব'র হাটে
কেবল ভ্রমণ কচ্ছে ভ্রমে।
দুটী গৌরাঙ্গ দলে দেশের দফা সারে ক্রমে ॥
কেউ ন'দের গোরার মতে,
কেউ গেল এ গোরার পথে,
কাল মন করে গোরা পড়েছে সব গোরার দমে ॥
যে গোরা কল্লে গোড়া,
আলগা ও মূল শিকড়ছাড়া,
মূল বস্তু থাকুলে রে ভাই
মিলত না তা অল্পদামে ॥
বেদ পুরাণ বেঠিক বলে,
ঠিক হয়ে ঠিক পথে চলে,
শেষকালে বেতাল তালে,
কখন ঠিক রয় না সমে ॥

দুর্ভিক্ষ কন পবন ভাই, একটী কথা আর সুধাই
পশ্চিমে কি পাপটা নাই মোটে।
তাই কি তুমি যাও না তথা,
বায়ু বলছেন আসল কথা,
নাই কেন কিঞ্চিৎ আছে বটে ॥
পশ্চিমের ব্যবহার জানি, যবন ছুঁয়ে পান পানী,
খায় তারা তা করেনা বিচার।
কিন্তু যে পাপ ঘটে নিত্য,
পশ্চিমেতে অনেক তীর্থ,
সঙ্গে সঙ্গে প্রায়শ্চিত্ত তার ॥
গয়ায় দেখ গদাধর, বারাণসীতে বিশ্বেশ্বর,
অযোধ্যায় রামের জন্মস্থান।

মথুরা গোকুল বৃন্দাবনে, কৃষ্ণলীলা শুনি শ্রবণে,
তদ্দর্শনে পাতকী পায় ত্রাণ ॥
বরং বাঙ্গালা ত্যেগিয়ে, বাঙ্গালি বাবুরা গিয়ে,
ও দেশে বাস করেন নানাস্থানে।
বাঙ্গালা ভূত দেশটা ঘেরে,
তীর্থ গুলোর দফা সে'রে,
ক'রে তুলেছ এক'কার সব স্থানে ॥
যা হক সে কথায় ভাই প্রয়োজন এক্ষণে নাই,
দক্ষিণে ত তোমার গমন হলো।
এই মাসের ষোলই অগ্রামী খবনীদে যান আমি,
যম ভায়াকে এই খবরটী বলো ॥
নমস্কার জানাবে আর,
তিনি থাকেন খুব হুঁসিয়ার,
ঐ তারিখে অনেক চালান যাবে।
কাগজ পত্র রাখেন শিছিল,
দরপেশ হ'লে সে সব মিছিল,
তাঁর কাছে তার সূক্ষ্ম বিচার হবে ॥
এল দিন সমাপ্ত গল্প, উত্তর থেকে সুরু অল্প,
উত্তরোত্তর ভয়ঙ্কর ব্যাপার।
লোকের সে সব মনে জাগে,
দিন কাটলো যে'গে যাগে,
রাত্রি জাগে রাত পোহান ভার ॥
দুলছে দেয়াল দম্ কার চোটে,
খুলছে বাঁধন মুচুনি ছে টে,
উড়ছে খড় পড়ছে নানা স্থলে।
মটকা মেরে পড়ে আছে,
ক্রেমে দেখে মটকা গেছে,
নারী পুরুষে কোন কোন চি খেলে ॥
ক্রমে উঠলো কান্নাকাটী,
পড়ে যদি পাথের মাটী
অমনি কুলের আঁটী হয় যে প্রাণ।
যে কাণ্ড একাত্তর সালে,তাই মনে হয় তৎকালে,
কেঁপে ভয়ে অঙ্গ অবসান ॥
বেয়াড়া হয় আড়া যত, তীর ছুটছে তীরের মত,
ডুমড়ে খুটী হুমড়ে পড়ে ঘর।
ঘোর শঙ্কট হলো শেষটা,
ক্রমে লোকের পালাবার চেষ্টা,
দেয়াল মহাশয় খেয়াল দেখেন তার পর

যে সব কোটা পুরাতন, পত্রপাঠ ধরায় শোন,
নতুনের কারনিসগুলো ওড়ে।
হাসকল খিল ছুটে কপাট,
ঘায়ে ঘায়ে হচ্ছে লোপাট,
অসংখ্য জীব কোটা চাপা পড়ে ॥
বৃক্ষের মাথা বজ্র পড়ে, সব গিয়েছে গত ঝড়ে,
যা ছিল ভ চছুই তাও ভাঙ্গে।
মহাজন সব পশ্চাৎ, জলো যে রয় মাল,
ভূ[illegible] ॥
বহু লোক হচ্ছে সারা,
পায় না কোন কূল কিনারা,
পথ হারা সব অন্ধ অন্ধকারে।
কেঁদে বলে কি দেশটা খাবা,
ওহে চন্দ্রনের বাবা,
খুন হয়েছে আর কেন এর পরে ॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল খেমটা।

হল চূড়ান্ত ভব ক্ষান্ত সাজা খুব দিয়েছ।
এসে একাত্তর সালে একবার
দেশের দফা শেরে গেছো।
দমে দমে দম্ভ এমন কোথায় শিখেছ,
সে বৎসর এসে পবন লোকের ভবন
তুমি বন্দ করেছো ॥
চারের পীঠে নয় দিয়ে কি আবার ক্ষেপেছো,
তুমি কি দেশতার দলে ছাই ফেলিতে
ভাঙ্গা কুলো আছো ॥

লোকে বলছে পবন পবন,
পবন তা করেন্ না শ্রবণ,
মিশিতে ন ভাঙ্গলো তাঁর খেলা।
ক্রমে হলো পূবে ফর্সা,
ফর্শ দেখে লোকের ভর্সা,
নাগাড় থাকে নটা দশটা বেলা ॥
উঠলো শব্দ হাহাকার, লোকনাম নানা প্রকার,
সবে বলে কি সর্ব্বনাশ হলো।
কেউ কচ্ছেন অনুমান, পবনপুত্র হনুমান,
নয়ত একটা বীর চলে গেল ॥

কেউ বল্‌ছেন মৃদুস্বরে, দুটী দুর্য্যোগ দু'বৎসরে,
উনিশ বিশ কোনটী কম নয়।
কেউ বলছেন উনিশে, এসেছিলেন ত উনিশে,
একান্তর সালে আশ্বিনে নিশ্চয়॥
কেউ বলছেন বলরাম, কৃষ্ণ আর বলরাম,
কিম্বা এরা গৌর নিতাই ভাই দুটী
যবনেরা বলছে ভামাম,
আগে গিয়েছেন তিনি এমাম,
হোচন ইনি তা জেনেছি খাঁটী॥
কোন মেম্বার হচ্ছে রাম, কালুরায় দক্ষিণ রায়,
কি পীর পেকম্বর গোরাচাঁদ।
এই রূপেতে হয় বিচার,
দেশে দেশে যে অত্যাচার,
ক্রমে ক্রমে আসছে সে সংবাদ॥
ডুবেছে তরী হাজার হাজার,
কেবল হাজারের বাজার,
শ হলেও সয় বরং প্রাণে।
শুন্‌ছি কেবল হাজার লাখ,
ক্রমে হচ্ছে বাজার ফাঁক,
মহাবিপদগ্রস্ত মহাজনে॥
কিছু সুবিধে এক পক্ষে,
জাহাজগুলো বতক রক্ষে,
জ্যোতিষ গুণে ইংরাজী পণ্ডিতে।
জেনেছিলেন হবে তুল, অগ্রে নাবান মাস্তুল,
তাই কিছু প্রতুল ঘটলো তাতে॥
মাস্তুলেই জাহাজের জখম,
জাহাজ দেখ সামান্য রকম,
মাস্তুলের খুঁজে পাইনে থেই।
ঘর চেয়ে টোপরের জারি,
ছেলে চেয়ে ছেলের গু ভারি,
যার হাত কাঁকুড় তের হাত বিচি সেই॥
উত্তরে বাতাসের চোটে,
দক্ষিণে জল ঠেলে উঠে,
সাগর আরো ডাগর দেখা যায়।
অনেক স্থানে জল নাস্তি, বেরুল আসল অস্থি,
গঙ্গার সে দিন গঙ্গাপ্রাপ্তি প্রায়॥
কেউ বলছে প্রথম ঝড়ে,গাছপালা যে অনেকপড়ে
এবার অল্প এটা কি তার কাছে।
কেউ বলে তাই কম কোন্‌টা,
এটা থেকে যোল ঘণ্টা,
সে কমটুকু পুষিয়ে দিয়ে গেছে॥
সেবারে তরুর বংশ, প্রায় হয়েছিল ধ্বংস,
ভাঙ্গবে এবার তরু কোথা পাবে।
আগে ভোজনে সুখোদয়,পরে পাত কুড়ুতে হয়,
বিশেষ, এক মুরগী কবার জবাই হবে॥
এবার ঝড়ে হয়ে কাঙ্গাল,
পূর্ব্বদেশে কাঁদছে বাঙ্গাল,
দনে প্রাণে হব্য হুধ্য বই।
হোলই হার্ত্তিকে আস্তাঃ,
পকির করলে হর্ব্ব হ্যাস্তা,
মারলে গোয়া পবন পুঙ্গির বাই॥
চাল চুলো সব গেছে উড়ে,
দক্ষিণদেশে কাঁদছে উড়ে,
হে জগড়নাথ সরবড়াশ করিলা।
ধাইকিরিকির ধড়পাড়ি গেলা,
কোটী জী। য় কি হলা,
গাঁড়ব ধালা পবঁড় ভিক্ষু মাগাইলা॥
সাহেব পড়েছেন কোটা চাপা,
বিবি সাহেব হয়েছেন খাঁপা,
কেঁদে কেঁদে পোহাল সারা রাত।
কত বাবালোক কত মিশ, তার সঙ্গে ডিসমিস,
মিশনরিদের গিরজে কুপোকাত॥

রাগিণী সুরট—তাল কাওয়ালী।
কাঁদছে মেম সাহেব ধরাশয়নে।
বিগলিত ড্রেশ ধারা নয়নে॥
বিবি হারায়ে হজব্যাণ্ড কচ্ছে
উইশ লাইফ বিনাশনে॥
ঘটে ছাইক্লোনে কি দুর্দ্দশা,
ফলন্ হলো বিলডীং খাশা,
হেছেন কল্লে সাহেব শমন সদনে,
শোকে চক্ষে ডার্ক দেখে,
হোয়ের আর মেম সাহেব ডাকে,
প্রেটেক্‌ট মী ধায় তোমার চরণে,
প্রভু পাই কিয়ার, একবার কাম্‌ হিয়ার
কর ট্রবল হয়ে কাইণ্ডে পুরর উদ্যানে॥

এইরূপ জীবের কান্না সংসারে কেউ সুখ পায় না
ভূতলবাসী হতাশ হুতাশে।
আছে গোদ গলগণ্ড যার,
কোন দিন যায় সুখে তার,
পূর্ণিমা যার অমাবস্যা আসে॥
একান্ত শালে ঝড়ের দিন,
অনেক লোকে হলো দীন,
অনেকে আবার মানুষ হয়ে যান।
এবার সেই যোগাড় দেখে,
রাঙ্গা বর্ণাদ শিকিয়ে রেখে,
খুঁজে খুঁজে শেষকালে কলা পান॥
শান্তিরক্ষক যত শ্রীযুত,
পবন তাঁদের রোজকারি পুত,
বিদ্যাবুদ্ধি ধর্ম্ম বোধটা ভাল।
বান্ধ সদা তাঁদের মনে
রোজগারি পুত পবনসনে,
মধ্যে মধ্যে দেখা হয় সে ভাল॥
একান্ত সালের উৎসবে, ছেলের কল্যাণে সবে,
উদর পুরে করেছেন ভোজন।
জাকজমক কি হয় নিত্তি,
হলোনা এবার স্ফু স্ফুর্ত্তি,
শাক অন্নে খুসী হয় কি মন॥
পবন দেবে দিয়ে দোষ বসে করছেন আপশোষ,
এলো বেটা দিন বুঝে না এলো।
পূজার পূর্ব্বে যদি চাগত,
তবে ত কিছু হাত লাগত,
তখন লোকের যাতায়াত খুব ছিল॥
এইরূপে কথোপকথন, এখানে জীব জ্বালাতন,
এক এক ফসাদ সন সন ভূতলে।
সামূলে ওঠে কার সাধ্যি, কেবল নীচের বৃদ্ধি,
ভদ্র নাস্তি ভদ্রের মহলে॥
ঘরামীগুলোর বড় সুখ,
দা হাতে বান চিতিয়ে বুক,
গুরুর মত গুমরে আছেন বসে।
সুধায় যদি কোন জন, টাকায় কটা দিচ্ছ জন,
পৌনে দুটো অমি বলে বসে॥
বেলা হলে দণ্ড ছয়, ধীরে ধীরে আগমন হয়,
দশটায় ছুটী চারটে বাজলে আসে।
যত দেশের আনাড়ী মলো, দা ধরে ঘরামী হল,
গেরো জানেনা গেরো ঘটিয়ে বসে॥
বড় বিপদ তরকারির পক্ষে,
ওল কচুতেই মুলুক রক্ষে,
সুতরাং ওদের বাড়লো অহঙ্কার।
ওল বলছেন কচু ভাই, মুলুকে আর মানুষ নাই
তুমি আমি বাদসা বাঙ্গলার॥
আগে বলত যত নরে,
মুখীগুলো মুক কুটকুট করে,
এখন আর সে কুটকুটানি নাই।
কোথা রৈল বেগুন মুলো,
কোথায় বা শাকসবজীগুলো,
এই মুখিতেই মুখ রেখেছে ভাই॥
উপর মুলুকে যারা থাকে,
মাঝে মাঝে পড়ছে পাকে,
আমরা আছি মাটীতে নিশ্চিন্তে॥
ঝড়ের মুখে কলা দিয়েছি,
অনেক দিনের পর দিন পেয়েছি,
লোকে এখন আদরে আসে কিনতে॥
পবন বাবাকে তুল, সব জিনিষের অপ্রতুল,
তেঁতুল অতুল মান পেয়েছে।
সোণার দরে বিকাতে চান,
উপাসনায় ভাঙ্গে না মান,
পৌদ বেঁধেয়ে গাছে বসে আছে॥
কালের ধর্ম্মে এই বিপদে, নীচ উঠেছে উচ্চপদে,
উচ্চ যত তুচ্ছ হয়ে যায়।
হয় ফেলে হয় গাধা গণ্য,
মুগ ফেলে মাসকলাই মান্য,
এ সব ঘটে ঈশ্বর-ইচ্ছায়॥

রাগিণী ললিত—তাল ঝাঁপতাল।

বলহে জগদীশ তুমি দেও যে দুখ জীবগণে।
নিজ দোষে যে পায় দুখ তাকি কখন জীবগণে॥
ধর্ম্ম ত্যেজে কর্ম্ম ভুলে পদে পদে জীবের দোষ,
কর্ম্মগুণে কণ্ঠে বাঁধা স্বীয় কলুষ-কলস,
তাই ডোবে জ্ঞানান্ধ দুখসিন্ধু জীবনে॥

নাথ, তুমি সর্ব্ব বলধর, তুমি যে হয়ে জলধর
রাখ পাতকী চাতকীগণে জীবন প্রদানে।
ভবে এসে অপার দুঃখ পায় ব্রজমোহন দ্বিজ,
জ্ঞান নাস্তি তাই তোমারে দোষ দেয়
সে দোষ নিজ,
তবে কি নাথ তারে তুমি তারিবে সগুণে

সমাপ্ত।

রাণীর বর্ণনা।

প্রণমামি পরাৎপর, জয় হে জগদীশ্বর,
তোমার মহিমা চমৎকার।
সৃষ্টি ক'রে কর্ম্মভূমি, যত জীব গড়েছ তুমি,
মনুষ্যে করেছ শ্রেষ্ঠ তার॥
কিন্তু এ মানবদেহ, নশ্বর সদা সন্দেহ,
পঞ্চভূতে অদ্ভুত নির্ম্মাণ।
জীব যখন পঞ্চত্ব পায়, পঞ্চ পঞ্চস্থলে যায়,
আত্মা পরমাত্মায় মিশান॥
অতএব অনর্থ ভবে, কয়দিন আর কেবা রবে,
সেই ধন্য সৎপথে যে চলে।
ধরায় যেজন কীর্ত্তি রাখে, মরিলেও জীবিত থাকে,
কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি বলে॥
পূর্ব্বকালে সদাচারী, ছিল কত পুরুষ নারী,
তাদের কীর্ত্তি আজ্জ্বল্যমান।
পুণ্যবান পুণ্যবতী, লোকে বলে সৌভাগ্য অতি
মোরে তারা আছে বর্ত্তমান॥
অধুনা কীর্ত্তিকারিণী, অশেষ গুণ-ধারিণী,
কাশীমবাজার রাজবংশে।
রাজা কৃষ্ণনাথ রাণী, স্বর্ণময়ীর গুণের বাণী,
কি কব সুখ্যাতি সব্ব অংশে॥
পূর্ব্বজন্মে এই ধন্যা, ছিলেন কোন পুণ্য কন্যা,
শাপে জন্ম হয় ভাটাকুলে।
সে কুল পবিত্রা ইনি, হয়ে রাজসীমন্তিনী,
কুলোজ্জ্বলা এই রাজকুলে॥
শুভক্ষণে জন্ম ভবে, অবশ্য বলিতে হবে,
রত্নগর্ভা জননী ইহাঁর।
কন্যারত্ন প্রসবিয়ে, এই রাজবংশে দিয়ে,
দীনে কর দুঃখসিন্ধু পার॥
বিগত দুর্ভিক্ষে জানি, যে কীর্ত্তি করেছেন রাণী,
সে কীর্ত্তির তুল্য কীর্ত্তি নাই।
তাতেই বা যশ কবব কত, অমন কীর্ত্তি শত শত
রাজ-ভবনে হচ্ছে সর্ব্বদাই॥
যে যেমন বিপদাপন্ন, শীতে বস্ত্র ক্ষুধায় অন্ন,
সকলি সম্পন্ন রাণী হতে।
দয়ায় স্থাপিত ধর্ম্ম, সব দেখি দয়ার কর্ম্ম,
দয়াময়ী নামটী এ ভারতে॥

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী—তাল পোস্তা।

এ ভবে স্বর্ণময়ী শুভক্ষণে জন্মে ছিলে।
নাম ধ'রে দয়াময়ী দীনের দুঃখ বিনাশিলে॥
কার শাপে অবনীতে, হলে গো রাজ-বনিতে,
কোন্ লোকে জানবে তা মা
তুমি যে কোন লোকে ছিলে।
বুঝেছি অনুভবে, শুক্র কন্যা তুমি ভবে,
আর কি মা জন্ম হবে,
এবার জীবন্মুক্ত পেলে॥

আছে রীতি পূর্ব্বাপর, বংশেতে সুবংশধর,
হয় যদি সে বংশোজ্জ্বল করে।
সগরবংশোদ্ধারের পথ, করেন পুত্র ভগীরথ,
প্রহ্লাদ হতে দৈত্যবংশ তরে॥
সেইমত অনেক কুল, উদ্ধারের নারী মূল,
কিনা ঘটে সাধ্বে সতীর সাধ্যে।
সাবিত্রীর গুণ কেনা স্মরে,
পতিকুলের উপকার করে,
যমকে জিনে এক যামিনীর মধ্যে॥
নারীর কথা আরো বলি, ভগবান ছলিতে বলি,
বামনরূপে ত্রিপাদভূমি চান।

স্বর্গ মর্ত্ত্য যায় বিপদে,
বলি পড়িলেন ঘোর বিপদে,
একটী পদের আর হয় না স্থান ॥
শুক্র হ'ল অঙ্গীকার, অনুপায় বলি রাজার,
বিন্ধ্যাবলী শুনে সে বিবরণ।
বলে পদ মস্তকে রাখ, সেই রমণীর গুণে দেখ,
বলি শিরে পায় অতুল্য চরণ ॥
মনসায় ভাবি সামান্য,
না ক'রে পূজা না ক'রে মান্য,
চাঁদ সদাগরের বংশ যায়।
বেহুলা নখিন্দরের নারী, তার গুণ বর্ণিতে নারি,
তা হ'তে অনেকে জীবন পায় ॥
সেরূপ স্বর্ণময়ী সতী, রাজবংশে পুণ্যবতী,
একুলের কল্যাণকারিণী।
সৎক্রিয়ায় সবে সন্তোষ, পিতৃলোকে পরিতোষ,
ইহলোকে দীন-দুঃখবারিণী ॥
দান করেন যে সব ধন, সে ধনের ত নাই নিধন,
দিলে কেবল দানের উপকার।
সদ্ব্যয়ের এম্‌নি গুণ, জন্মান্তরে চতুঃর্গুণ,
পাবেন উনি ধনের ভাণ্ডার ॥
ও সব অর্থ রয় তোলা, ক্ষয় হবে না একতোলা,
ধনেই ধর্ম্ম ধর্ম্মে মোক্ষ ঘটে।
বিদ্যা আর ধর্ম্ম ধন, করে যদি কেউ বিতরণ,
জন্মান্তরে অধিক পায় সে বটে ॥
আর একটী বিবরণ, যুধিষ্ঠির রাজা যখন,
ক'রেছিলেন রাজসূয় যজ্ঞ।
করিয়ে ব্যক্তি বিচার, কৃষ্ণ দিলেন কর্ম্ম ভার,
যজ্ঞে যে জন যে কর্ম্মের যোগ্য ॥
দুর্য্যোধনের পদ্ম-হস্ত, দানের ভার যে সমস্ত,
কৃষ্ণ তারে করিলেন অর্পণ।
যত দেন দুর্য্যোধন, ভাণ্ডারে পায় বৃদ্ধি ধন,
হস্তের গুণে ধনের নাই নিধন ॥
তেম্‌নি দেখ এ সংসারে, অমাত্য বর সদ্বিচারে,
যে সব অর্থ সদ্ব্যয়েতে যায়।
উনি দিচ্ছেন যত গুণে, হাতের গুণে শতগুণে,
ধনাগারে ধন বৃদ্ধি পায় ॥
অতএব বিচক্ষণ, মন্ত্রী ধর্ম্ম-পরায়ণ,
হ'লে রাজ্য রাম-রাজ্য মত।

শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্রণায়, পাণ্ডবের বিপদ যায়,
দুর্য্যোধনের দুর্ঘটনা কত ॥
শাস্ত্রে কি আর আছে গুপ্ত,
মগধের রাজা চন্দ্রগুপ্ত,
চাণক্য পণ্ডিত মন্ত্রী তাঁর।
কতবার ঘোর বিপদে, তিনি পড়িলেন পদে পদে,
মন্ত্রী তাঁরে করেন উদ্ধার ॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল একতালা।

কেবল মন্ত্রণার গুণে,
স্বর্ণময়ীর যশ দেশে ধরায় না ধরে।
সদা সদ্বিচার, সর্ব্ব প্রশংসার,
সংসার এমন আর যে নাহি সংসারে,
প্রজাগণের সদা পূর্ণ সুখ সাধ,
মুক্তকণ্ঠে বলে ক'রে আশীর্ব্বাদ,
রাজ্যেশ্বরী রাণী, আমাদের জননী,
হয়ো তুমি জন্ম জন্মান্তরে।
দেব দ্বিজার্চ্চনা নিত্য মহোৎসবে,
হেন পুণ্যবতী আর কে আছে ভবে,
যত কর্ম্মচারী সদাচারী সবে,
বর্ণিতে গুণ যে বর্ণ হারে ॥

পুরাকালে ধরা ধন্যা, যারা ছিল পুণ্যা সুকন্যা,
পুণ্যবান যে ছিল এই ভবে।
সর্ব্বদা লোক স্মরণ করে,
নাম তাদের অধরে ধরে,
পুণ্য ভিন্ন সেটা কি সম্ভবে ॥
পুণ্যশ্লোক পৃথিবীর, নলরাজা যুধিষ্ঠির,
পুণ্য নারী অহল্যাদি পাঁচ জনে।
দানে কর্ণ আর বলি, এই সকলের গুণাবলী,
স্মরণ লোকের শয়নে উত্থানে ॥
ধর্ম্মপথে দিয়ে পদ, তুচ্ছ ক'রে এ সম্পদ,
সদ্ব্যয়েতে করে সমর্পণ।
পুণ্যশ্লোক তারেই কয়, তারই নাম জগতে লয়,
নামে সর্ব্ব শুভ সংঘটন ॥
কৃষ্ণনাথ-সীমন্তিনী, পুণ্যবতী যেরূপ ইনি,
দয়াধর্ম্ম দেহে আছে যেমন।

পুণ্য কন্যা তুলনায়, দিনটী সুমঙ্গলে যায়,
প্রভাতে নাম করিলে স্মরণ ॥
সাধনার সার্থক যদি দেবতা হয় বশ।
কর্ম্মের সার্থক যদি লোকে করে যশ ॥
বিদ্যার সার্থক যদি জ্ঞান জন্মে তায়।
আহারের সার্থক যদি পেটে জীর্ণ পায় ॥
ভার্য্যার সার্থক যদি পতির সেবা করে।
চিকিৎসার সার্থক যদি একালে রোগ হরে ॥
ক্ষেত্রের সার্থক যদি গেহে আসে শস্য।
যুদ্ধ জয় করিলে বলের সার্থক অবশ্য ॥
বৃক্ষের সার্থক দেখ সুফল যদি ফলে।
পুত্রের সার্থক যদি রাধাকৃষ্ণ বলে ॥
সুতের সার্থক সেবে যদি জননী-জনকে।
জন্ম তাঁর সার্থক যাঁরে স্মরণ করে লোকে ॥

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল একতালা।

অসাধারণ গুণ তোমার কৃষ্ণনাথ-বনিতে।
তুমি ধন্যা ধনী এ ধরণীতলে,
কে পারে গো তোমার গুণের তুলনা দিতে ॥
ধর্ম্মে মতি অতি মুক্তহস্ত দানে,
তবানুকম্পাতে দুঃখের অংশ সম্প্রদায়,
জানের যায়,
যে যশ এ জীবনে ধরা যায় না বসুন্ধরা,
পূর্ণ সদা মা তোর নামের ধ্বনিতে।
চিন্তা ক'রে দ্বিজ ব্রজমোহন বলে,
আমি কি করিব স্বর্ণময়ীর পূর্ণ সাধ,
আশীর্ব্বাদ, ও যার কল্যাণ অভিলাষে,
করেন বাস ব'সে,
নারায়ণ আপনি লক্ষ্মী সহিতে ॥

বর্ণনাতে বর্ণ হারে, ধন্য এ ধরা-মাঝারে,
রাজধানী কাশীমবাজার।
এই রাজবংশাবলী, পুরুষো পৌরুষ বলি,
ইতিহাসে বিস্তর বিস্তার ॥
কৃষ্ণ-পায় মতি একান্ত, আদি পুরুষ কৃষ্ণকান্ত,
করেন নন্দী উপাধি ধারণ।
তা হতে এ সব সৃষ্টি, কমলার কোমল দৃষ্টি,
দেবে তাঁর উপরে পতন ॥

ধরণী বিখ্যাত তিনি, নবাব আমলে যিনি,
রক্ষে করেন হেষ্টিং জীবন।
সে মহাত্মার কৃপাবলে, আপনার ভাগ্য ফলে,
অতুলার্থ করেন উপার্জ্জন ॥
লোকনাথ তনয় তাঁর, অলৌকিক অবতার,
মহারাজ পদবী তিনি পান।
কত দিন রাজ্য ক'রে, লোকযাত্রা পরিহরি,
লোকনাথ লোকান্তরে যান ॥
তাঁহার তনয় হরি, অনুকূল যার হরি,
করি কাল সদা নিরাপদে।
পৃথিবীতে পৌরুষ, পাইয়ে অতুল যশ,
হরি যে মিশান হরিপদে ॥
কৃষ্ণনাথ পুত্র তাঁর, যিনি কৃষ্ণ অবতার,
অল্প দিন করি রাজ্যভোগ।
সম্বরি মানবলীলা, কৃষ্ণে কৃষ্ণ মিশাইলা,
যৌবনে তাঁর জীবন বিয়োগ ॥
এ দুঃখ রাখিবার ঠাঁই, ভারত ভিতরে নাই,
বলিতে বিদীর্ণ হয় বক্ষ।
ধরাপূর্ণ হাহাকারে, ভরবা কাশীমবাজারে,
কৃষ্ণের বিচ্ছেদে কৃষ্ণপক্ষ ॥
তাঁর সীমন্তিনী সতী, ধীমতী অতি শ্রীমতী,
স্বর্ণময়ী নামটী মহারাণী
অশেষ গুণশালিনী, দুঃখিত-দীন-পালিনী
সদ্গুণে ধরণী ধন্যা ধনী ॥
ধন আর গুণের কথা, বর্ণনা করা যে বৃথা,
সকলে বুঝিবেন অনায়াসে।
যে গুণের কর্ত্রী যারা, জানীর কন্যা হয়ে তাঁরা,
লক্ষ্মী সরস্বতী ছিলেন বাসে ॥
মনে যেমন সদ্বৃত্ত, করেন নানা সৎকীর্ত্তি,
যেরূপ ইনি দানের জননী।
তাই মনে সন্দেহ হয়, এ ভারতে কভু নয়,
স্বর্ণময়ী সামান্যা রমণী ॥

রাগিণী আলিয়া তাল কয়ালি।

নহে সামান্যা রমণী এ অবনীতে।
কৃষ্ণনাথ বনিতে, সৎক্রিয়া-শালিনী সতী,
ধন্যা মান্যা গুণবতী,
ধরে না যার গৌরব ধরণীতে।

যত রাজকর্ম্মচারী, সর্ব্বজন সদাচারী
পরস্পর ধার্ম্মিক সুজন।
অধ্যক্ষ সদ্‌গুণ-যুক্ত, রাজীবলোচন ভক্ত
দেওয়ান বাবু রাজীব লোচন ॥
গৌরব সকল অংশে, পুত্র একটী নাহি বংশে
এ বেদনা সদা যাঁর অন্তরে।
বিবেচনা করিলে সেটা তাঁর পুত্র নহে কেটা
সকল প্রজা উঁহারে কে ধরে ॥

রাগিণী ললিত—তাল একতালা।

বিশ্বমাঝে নয়, কেবা তাঁর তনয়,
মা ব'লে ত তাঁকে ডাকে সকলে।
তাঁয় জননী জানে, তাঁর অন্ন দানে,
অনেকের প্রাণ ধরা ধরামণ্ডলে ॥
অন্নপূর্ণার দেখ দুটী যে নন্দন,
গজানন আর একটী ষড়ানন,
সে দুটী তনয়, দেহ ধরা নয়, মানসে হয়,
কিন্তু মানস পুত্র তারা করে মা ব'লে।
গর্ভে না ধারলে হয় না কি সন্তান,
আরো কই শুন পুরাণ প্রমাণ,
যশোদা উদরে, কৃষ্ণকে না ধরে,
মা হলেন তায়,
নন্দমোহন রাজে পালন করেছেন ব'লে ॥

দেখ, ধর্ম্ম হেন ভাগ্য কার, বিশ্ব যার অধিকার,
যে ব্রহ্মণ্য ব্রহ্মার পূজিত।
সেই নারায়ণ রঙ্গে, লক্ষ্মীকে লইয়ে সঙ্গে,
সর্ব্বদা রাজ-বাসে বিরাজিত ॥
লক্ষ্মী নরায়ণ মিলে, যারে কৃপা প্রকাশিলে,
অতুল ঐশ্বর্য্য ঘটে তার।
সেবায় সন্তুষ্ট রন, যদ্যপি সদয় হন,
পরকালে পরম উপকার ॥
প্রদান ক'রে পদছায়া, রাণীকে করেছেন দয়া,
গোলোক তেজে হেথা বিরাজেন আসি।
অন্তে দিবেন পদে স্থান, তাইতে করি অনুমান,
রাণী বুঝি এদের একভাসী ॥

অনুকম্পা ক'রে হরেন অনুপায়,
উপায়বিহীন স্বর্ণময়ীর গুণে অন্ন পায়,
নাই ক্রিয়া ভবনে এমন দিন নাই,
রাণীর গুণে এ দেশে আর দীন নাই,
স্বর্ণময়ী কেউ না বলে, সম্প্রতি এই ধরাতলে,
দীনপালিনী নামটী যে পাই শুনিতে ॥

দেখ সীতে আর সাবিত্রী ধন্যা,
দময়ন্তী দ্রুপদ কন্যা
শকুন্তলা লীলাবতী আর খনা।
অহল্যা বাই রাণী ভবানী,
এই নয় জনের গুণের বাণী,
ইতিহাসে বিশেষ বর্ণনা ॥
যে কারণে তাঁরা ধন্যা, যে গুণে হলেন মান্যা
যাতে তারা প্রসিদ্ধা সংসারে।
অত্যুক্তি এ নয় যা বলি, সেই সব গুণাবলী
আছে স্বর্ণময়ীর শরীরে ॥
সে পুস্তকে গ্রন্থকার, লিখেছেন চমৎকার
নয় নারী জীবন পরিচয়।
বিশেষরূপে বর্ণিয়ে, স্বর্ণময়ীর নামটী দিয়ে,
নয় নয় দশ করলে ভাল হয় ॥
কাশীতে দেখ অন্নদা, বিরাজ করেন সদা
দীনে অন্ন দিতে দয়াময়ী।
দরিদ্র দুখ নাশিতে, কাশীমবাজার এ কাশীতে
অন্নপূর্ণা নামে স্বর্ণময়ী ॥
যদি বল অন্নদাকে, মা ব'লে সকলে ডাকে,
জগদম্বা জগতের জননী।
তাঁর অনুগ্রহ বলে, সম্প্রতি এই ধরাতলে,
অনেকের মা স্বর্ণময়ী রাণী ॥
অসীম করেন দান, অনেকের তায় রক্ষে প্রাণ,
বর্ণে কি বর্ণিব তার কথা।
অন্নদাত্রী সেই জননী, বিশেষ আর শাস্ত্রে শুনি,
রাজপত্নী সকলের ত মাতা ॥
সদ্‌ব্যয়ের সীমা নাই, দান ব্রত সর্ব্বদাই,
ধরাতে ধরে না যশ যত।
রাজ্য অতি সুবিস্তার, সুশৃঙ্খলা সুবিচার,
প্রজা সুখী রাম রাজ্য মত ॥

বলিকে যেমন পাতালে দিয়ে
আপনি আছেন দ্বারি হয়ে
যেখানে ভক্তি সেইখানে রন বাঁধা।
তেমনি বা'রেখে ভুলালে স্বর্ণময়ীর ভক্তিবলে,
নারী সত্যে বাঁধা রয়েছেন সদা॥
তাঁর কৃপাতেই শুভ সব, নিত্য ক্রিয়া কি উৎসব
নির্ব্বিঘ্নে সকলি সমাপন।
ধর্ম্মে মতি যেমন তাঁর, অধ্যক্ষের সদ্‌বিচার.
তেমনি পাত্র সঞ্জীবন॥
মন্ত্রিবর-সুবিচারে, কোন বিঘ্ন এ সংসারে,
হয় নাই হবে না কোন কালে।
অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধি, দিন দিন যশোবৃদ্ধি,
ধনবৃদ্ধি বুদ্ধির কৌশলে॥
রাণী পতি শক্র হীনে কেবল দয়ার গুণে,
বিশৃঙ্খলা কোন অংশে নাই।
প্রজার পূর্ণ সুখসাধ, বলে ক'রে আশীর্ব্বাদ,
জন্মান্তরে মনিব এমনি পাই॥
বা'বাদে শরদের পূজা, তেজে কলাস দশভুজা,
দয়াময়ীর হয়েছে আগমন।
বিশ্ববিমোহিনা মার, দৃশ্য রূপ চমৎকার,
রাণীর ভক্তি-ডোরেতে বন্ধন॥
আয়োজনের সীমা নাই, কত দ্রব্য কত ঠাঁই,
ভাণ্ডারটী কুবেরের ভাণ্ডার।
যে অভিলাষ যে জন করে,
তাই বিতরণ অকাতরে,
সকলেরি আশায় সুসার॥
পরিশেষে প্রার্থনা করি, শুন গো মা শুভঙ্করি,
পুরাও রাণীর অভিলাষ যা মনে।
সর্ব্বদা সদয়া থাক, রাজ্য সুমঙ্গলে রাখ,
সুখে রাখ সকল মন্ত্রিগণে॥

রাগিণী সুরট—তাল কাওয়ালি।

দে মা শিব গো শিবরমণী শিবে।
তব দাসী স্বর্ণময়ী তার বাসনা
ওগো শবাসনা সদা সদয় হয়ে পুরাইবে॥
তুমি ভক্তি ভালবাস, কর তার ভবনে বাস,
ভক্তিভাবে যেজন তোমায় ভাবে,
ভব প্রসন্না তারে মুক্তি দিও মা ভবার্ণবে।
শুনি ভক্তি করে যারা,
তোমার পায় স্থান পায় তারা,
তারা তুমি ত তার দুর্গতি নাশিবে,
জানে না ভক্ত ভজন, ভবে অতি অভাজন,
অন্তে ব্রজমোহ নর কি হবে,
তুমি সগুণে কি তবে তারে স্থান চরণে দিবে॥

রাণীর বর্ণনার গীত।

শুভক্ষণে জন্ম মা তোমার গো কৃষ্ণনাথ-বনিতে।
দয়াময়ী নামটী সব জানে দুঃখ বিনাশিতে॥
কার শাপে এসে ধরণী হয়েছ রাজসীমন্তিনী,
নিজগুণে হলে আবার মহারাণী এই লোকেতে।
বুঝেছি যে অনুভবে, ধন্যা কন্যা তুমি ভবে,
মা তোমার মহিমা রবে চিরদিন এ জগতে॥
স্বর্ণময়ীর কে নয় তনয়, মা বলে ডাকে সকলে।
অন্নদানে তাঁর অনেকের প্রাণরক্ষা ধরামণ্ডলে॥
অন্নপূর্ণার যে তুই তনয়, গর্ভে ধরা সে দুটী নয়,
কিন্তু তারা সদা বলে, বাসনা পূর্ণ মা বলে
গর্ভে না ধরিলে সুত, হয় না অসম্ভব এত,
পুরাণে প্রমাণ তার আছে দেখ নানাস্থলে॥
নন্দরমণী উদরে, কৃষ্ণকে ত নাহি ধরে,
মা বলেন তাঁর ব্রজমোহন ব্রজে পালন হলেন
ব'লে।
অসাধারণ গুণ যে মা তোমার,
পারে বর্ণিতে॥ (কে আর)
অন্য ধনী নাই এ ধরায় তুলনা দিতে।
দানে যেমন মুক্তহস্ত, মানও তেমনি সুপ্রশস্ত,
মহারাণী কে হয়েছে ভারতবর্ষেতে
(নিজ গুণেতে॥)
দ্বিজ ব্রজমোহন বলে,
কল্যাণ করিব কি ব'লে,
আমি কৈ আর পারি তাঁর সাধ পুরাতে,
যার কল্যাণ অভিলাষে,
করলেন বাস সদা বাসে,
নারায়ণ আপনি নিজ পত্নী সহিতে॥

সমাপ্ত।

ডিউক আগমন

চতুর্থ যুগ এই ত কলি
সুখ পুষ্পের ফুটলো কলি,
কিঞ্চিৎ রূপ কয় বলি,
সবে কলির সন্ধ্যা দৈন্য ন
সন্ধ্যা শেষেই যুগের শেষ
থাকবে না দুঃখের লেশ
ক্রমে যদি সাত্ত্বী প্রভাত হয় ॥
ধন্য বলি কলির নরে, আরও ধন্য হবে পরে,
ধন্য এদের চর্ম্ম চক্ষু দুটী।
যে কাণ্ড দেখালে কলিতে, পারিনে একটা বলিতে।
দেখবার বিষয় রইল না আর ত্রুটি।
দেবতার কার্য্য অবিকল, কত রকম দেখলে সকল,
কোন্ পুরুষ দেখেছে কার কবে
তাহার ঘড়ী কেমন যন্ত্র,
রেলগাড়ী আর তারের তন্ত্র
কি কৌশলে চলছে কি রকম ॥
ধন্য সে বিলাতের মাটী বিলাতি পানি পরিপাটী,
সেও ধন্য জন্ম যার ও দেশে।
জল মাটীর ত গুণ ছন্দ যে কার্য্য সবার অসাধ্য,
তাও সিদ্ধ হচ্ছে অনায়াসে ॥
তারাও মানুষ আমরাও তাই,
এক অবয়ব দেখতে পাই,
তবে কেন বল বীর্য্য সাহস সাহেবের বেশী।
বোধ হয় ইংরাজ বংশ ... হবে কোন দেব-অংশ,
গন্ধর্ব্ব কিন্না কিম্বা ভূতলে উদয় আসি ॥
রাজ্যে দেখ সূক্ষ্ম বিচার, সর্ব্বস্থলে আইন প্রচার
আইনের বাধা অধীন দেশ।
আদালতে মামলা হার, পরে পরে, আপীল কর,
বিলাত পর্য্যন্ত হলেই শেষ ॥
টাকার উপর দখল যাঁর, মুলুকটী তাঁর অধিকার
বিলাতে ঈশ্বর বলি তাঁরে
কি জোর কপাল পায়, জন্মে ছিলেন ধন্য মেয়ে,
ইংলণ্ডের লণ্ডন নগরে ॥
জগতে আছে এমত কার, বিদ্যা বুদ্ধি চমৎকার,
সে মেয়ের তুলনা কৈ আর মেয়ে।
বাদশাহী মেয়ের বক্ষে, বিচার করেন বসে তক্তে
এমন মেয়ে একটী ভাল একশ পুত্র চেয়ে ॥

রাগিণী বাহার বাগেশ্রী তাল আড়
বল কে কে দেখেছে কোথায়
ভারতে আর এমন মেয়ে
করেছেন শ্রীবৃদ্ধি রাজ্যে অসাধারণ বুদ্ধি পেয়ে ॥
কত শত দণ্ডধারী দণ্ডে দণ্ডে আজ্ঞাকারী,
কার আছে দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ
কুইন ভিক্টোরিয়ার চেয়ে।
ছিল পুণ্য জন্মান্তরে, তাই ত ধন্যা এ সংসারে,
ধন্য ধন্য তাঁর ... কি মহিমা এ জগতে,
জননী তাঁর হলেন ধন্যা, ধন্যা কন্যা প্রসবিয়ে ॥

এমন মেয়ে পায় ধরা, বাক্য ... সুন্দরা,
... শ্রীবৃদ্ধি ..., নিজ বুদ্ধিবলে।
অতুল গুণ গৌরব, অতুল ...
অতুল ... নীরব, সকল শত্রুগণে ॥
অনেক রাজা দিচ্ছে কর বৃটিশ শাসন ...,
রাণীর গর্ভ রত্নাকর, মনেতে বোধ হয়
হেনি সে গর্ভ সম্ভূত, রত্ন সম কয়টী সুত,
সবে সর্ব্ব গুণযুত, সামান্য ত নয় ॥
সকলের ত নাম না জানি, মধ্যে তার মধ্যম যিনি
মানস করেন তিনি, আসিতে ভারতবর্ষে।
মাতার আদেশ মাথায় ধরি, সাজাইয়ে সিন্ধু তরী,
বন্ধুগণ সঙ্গে করি, যাত্রা করেন হর্ষে ॥
হইয়ে আনন্দাবিষ্ট, সাগরে ক্রমে প্রবিষ্ট,
নানাস্থানে করি দৃষ্ট, ঈশ্বরের লীলা।
ক্রমে উদয় বাঙ্গলা দেশে, জানুয়ারি মাসের শেষে
কলিকাতার নিকটে এসে, জাহাজ পৌঁছিলা ॥
গেলেটীয়া রয় গঙ্গায় ধরা,
কেল্লার নীচে নোঙ্গর করা,
ডিউক অফ এডিনবরা, উঠিলেন উপরে।
তোপধ্বনি হয় নিয়ত, হচ্ছে মজা কত শত,
জানুয়ারীর তেইশে গণ্ডগোল সহরে ॥

গরিবের দুটী প্রদীপ, দ্বারে কচ্ছে টিপটিপ,
তবু অন্ধকার রাখে নাই ॥
কদলী তরু দ্বারে দ্বারে, আম্রশাখা ঘটোপরে,
দ্বার শোভিছে নানা পুষ্পহারে।
স্থানে স্থানে বারাঙ্গনা, আনন্দে হয়ে মগনা,
শঙ্খ ঘণ্টা হুলুধ্বনি করে ॥
পুড়ছে বাজী গড়ের মাঠে,
ফট ফট ফট কদম ঝাড় ফাটে,
ফটফট তার ডালগুলো তে
রং বেরং ফুল ঝুলছে।
গুড়ুম গুড়ুম পুড়ছে বোম্,
ভয়ে কাঁপছে গায়ের লোম,
কি বাহারে নাগর দোল দুলছে ॥
ফস ফস উঠে আসমান তারা,
ধরতে যায় আসমানের তারা,
ফটাস ফটাস আসমান গোলা ফুটছে।
ভোমর ভোমর চরকী ঘোরে,
চড়ক গাছটা ঘুরছে জোরে,
ফুস্ ফুস্ করে হাউই গগনে উঠছে ॥
ছুচ বাজী ফিস ফিস করে,
ভুই চাঁপার ফুল ঝর ঝর ঝরে,
তুবড়ী তোড়া নানা রঙ্গের ফুল কাটছে।
দপ দপ দীপক জ্বলছে সব রাক্ষসার চিৎকার রব
বোমটি ফুটে মাথাটা তার ফাটছে ॥
জলে খেলছে কুমীর বাজী, পুড়ে ময়ূর হয় সবুজী
চাঁদ বাজীতে গ্রহণ আবার লাগছে।
লড়াই করে জাহাজ কেল্লা,
লাগিয়ে দিলে তোবাতাল্লা.
দুম্ দুম্ দুই দিকে গোলা দাগছে ॥
আকাশ পথে উঠছে ফানস,
চাঁদ ধরবে এই মানস,
সন্ সন্ বাতাসে যাচ্ছে ফিরে।
কতশত কামান দাগছে,
ধোঁয়ায় চকে ধাঁধা লাগছে,
গড়ের বাজনায় মনটী হরণ করে ॥
রাত্রি ঠিক আট ঘণ্টা বাজে,
অশ্বেতে সুদৃশ্য সাজে,
ডিউকের গমন গবর্ণর সঙ্গে।
যে দিকে করেন দৃষ্টি, সকলি উৎসবের সৃষ্টি,
পুষ্পবৃষ্টি হচ্ছে তাঁর অঙ্গে ॥
পটলডাঙ্গার দত্তালয়, নিকটে যখন হলোদয়,
অপর্য্যাপ্ত পুষ্পবৃষ্টি হলো।
করিলেন অসংখ্য ধনী, হুলুধ্বনি শঙ্খধ্বনি,
শব্দে লোক স্তব্ধ হয়ে গেল ॥
জয়োহস্তু পাণ্ডুপুত্রাণাং যেষাং পক্ষে জনার্দ্দনঃ।
আ মরি কি কেমন কেমন জ্বলছে গ্যাসের আলো
তার মাঝে এক কাগজে এই শ্লোকটী লেখা ছিল

রাগিণী বাহার—তাল কাওয়ালী।

নগরে না ধরে সে দিন আনন্দ।
দিয়ে জয়, সব প্রজায় হলেন দেখিতে উদ্যোগী
শ্রীযুতের শ্রীমুখচন্দ্র ॥
করেছে কলিকাতা কি শোভা ধারণ,
হলো নয়ন কুপথ হেরে জ্ঞান হয় সুরপুরী,
ভূতলে উদয় যেন সুরপতি ইন্দ্র
সবে করে ঈশ্বর গুণানুবাদ,
ওহে সকল মঙ্গলাকর ডিউকের মঙ্গল কর,
ভূপতির মঙ্গলে রয় মঙ্গলে প্রজাবৃন্দ ॥

কলিকাতার এই কলরবে,
গবর্ণর শ্রীযুত মেও সাহেবে
ডিউক করেন জিজ্ঞাসা তখন
ব্যারি লয়েন্দ ওয়েল মধ্বার, গবর্ণর বলেন ছার,
হিন্দু দলের মঙ্গলাচরণ ॥
শ্রীযুতের আগমনে, প্রজাগণ আনন্দমনে,
আনন্দ উৎসব সব করে।
সে কথায় সন্তোষ মন, কল্পনায় করি ভ্রমণ,
গবর্ণমেণ্ট হাউসে যান ফিরে ॥
জেণ্টলম্যান যত সহরে, যুক্তি করে পরস্পরে,
প্রদান করেন আবেদন পত্রিকা একখানি।
মেও দিলেন মত সে আরজীতে,
হুজুর অতি সুমর্জ্জীতে,
সাত পুকুরের বাগানে যাবেন স্বীকার তখনি
তার পরে তার দিন ধার্য্য, বাগানের তাবত
অধ্যক্ষ করেন সম্পাদন।

যেরূপ হলো বন্দোবস্ত, যে দেখেছে সে সমস্ত,
ধন্য ধন্য তার দুটী নয়ন॥
বাগানটী অতি সুন্দর,
সাতটী তাতে সরোবর,
বালাখানাটী অতি চমৎকার।
যে ঘরে যা প্রয়োজন, অপর্য্যাপ্ত আয়োজন,
বাকি কিছু রৈল না সজ্জার॥
হাজার হাজার আলো জ্বলছে,
চক্ষ পরে নজর লেগেছে,
দিন কি নিশী নাইক নিরূপণ।
দেখলে হঠাৎ মনে লয়, হবে সেটী ইন্দ্রালয়,
কিম্বা গোলোকবৈকুণ্ঠভুবন॥
দেশী বিলাতী যন্ত্রগুলি যোগ হয়ে এক বাজে।
যাত্রাওয়ালার বালকগুলি নাচে গায় আর সাজে
অপ্সরীর মত কত বাইজী ঘেমটা নাচে।
ঠিক্ যেন কিন্নর মত কালআতের গাচ্ছে॥
আতর গোলাপ নানা রকম পুষ্পগন্ধ ছুটছে।
হাজার হাজার মজার মজার গোলাবী খিলি উঠছে॥

খানসামা খানসামা তমাক যোগাচ্ছে।
টপ্পা গেয়ে বাইজী কত বাবুর বাই চগাচ্ছে॥
কাপড় চোপড় কাল দেখলে মেয়ে ভূত ভাগ চ্ছে
হরমনিয়া পায়নাপোটে 'ক সুর লাগ চ্ছে॥
কোন খানে বাবুরজাখানা কত খানা পাক্‌ছে।
পাকোয়ানের বংশ কত থাকে থাকে থাক্‌ছে॥
এখানে বাগান আর গবর্ণর আলয়॥
শমনের সজ্জায় পলটন খাড়া হয়॥
আগে পাছে ঘোড়শোয়ার রাজবর্গ চলে।
গবর্ণর সঙ্গে শ্রীযুতের গমন মধ্যস্থলে॥
দশ ঘণ্টা নিশীতে হ'ল বড় গোল পথায়।
মনের সাধে সেই দিন সকলে দেখতে পায়॥
অবিলম্বে আগমে হন উদয় তখন।
আচার্য্য তারাশঙ্কর ভট্ট শিরোমণি।
বেদধ্বনি করেন তাঁরা কল্যাণ কারন
সঙ্গী সঙ্গে শ্রীযুতের আসন গ্রহণ॥
যন্ত্রধ্বনি নৃত্য গীত হইতেছে নানা।
গাহকেরা করে কিছু গুণের বর্ণনা।

রাগিণী বাহার বাগেশ্রী—তাল একতালা।

আহা কি সুখ জলধি জলে।
ভাসিলেম আমরা সকলে,
আমাদের সেই রাজ্যেশ্বরী যার,
এই কুমার, যেন স্বয়ং কুমার আজ ভূতলে।
আহা মরি আজ কি সুদিন,
আছি অধীন যাঁর চিরদিন,
তাঁর সুত ইণ্ডিয়ায় এলেন তাঁর করুণার বলে,
করুণে কৃপা নন্দনে তাঁর
তবে ভাবনা কি আর তাঁর করুণার,
তাঁর কৃপা লভ্য যেন গণেশের পূজা করিলে।
এত দিনে ধন্য জানি,
কলিকাতা কলির রাজধানী,
ধন্য শ্রীযুত মেও এ সব ঘটে যাঁর আমলে,
ইণ্ডিয়ার সব প্রধান প্রজা,
এরা তুলেছে যে ধন্য ধ্বজা,
যাঁদের হতে আজ আমাদের
আশাবৃক্ষে সুফল ফলে।

বাগানে এই রূপ রঙ্গ, উথলে সুখ তরঙ্গ,
প্রায় দুঘণ্টা থাকেন শ্রীমান।
আহা রঙ নাচ গোলযোগ,
কিছু সুমিষ্ট জলযোগ,
তামাক খান তদন্তে যথেষ্ট পান॥
এরূপে অনুমোদন
করে সাজীতে আমোদ,
বাস স্থানে চলেন যুবরাজ।
বাগানের যে আমোদ ঘাট,
অতুল ধরায় খণ্ড নাট
শ্রীযুত বিস্ময় হয়েছেন আজি॥
গবর্ণর লেফ্টেনেন্ট বড় সভ্য হিন্দু জাতি,
আমায় বড় সন্তোষ করেছে।
যে সুখ পেলাম ইণ্ডিয়ায়,
দেশে গেলে ঈশ্বর ইচ্ছায়,
বিশেষরূপে বলিব মায়ের কাছে॥
আর এক দিন সুখাবিষ্ট, কেল্লাটী করেন দৃষ্ট,
সজ্জা দেখে হলেন হৃষ্ট অতি।

আর এক দিন সদয় হৃদয়,
মেডিকেলকলেজে উদয়,
বড় পরিতোষ দেখে তার পদ্ধতি ॥
আর এক দিন সকল রাজার,
প্রধান প্রধান ভদ্র প্রজার,
অধিবেশন গবর্ণর বাসে গিয়া।
আহ্লাদে দেন সকলে রায়,
ডিউক অব এডিনবরায়
নামটী দিলেন ষ্টার অব ইণ্ডিয়া ॥
যে কয়দিন সহরে রন,
এক এক কাজে লিপ্ত হন
বৃথা দিন গেল না এক দিন।
ইতিমধ্যে সাক্ষাৎ আশে,
প্রধান ব্যক্তি কতই আসে,
স্বাধীনের মর্য্যাদা দৈবাধীন ॥
উদয়পুর গোয়ালিয়ার, জয়পুর আর সেন্ধিয়ার,
ভূপতি আর ভূপালের রাণী।
এদেরই মান এক আধ তোলা,
অধীন জমীদের খোলা,
তাঁদের কেবল অমর্দানী গ্লানি ॥
রাজা রাজড়া কতই যান,
রাস্তায় রাস্তায় ধূলপরিমাণ,
বাইরে রাজা সেখানে গোঁফ মাত্র।
অন্যের কাছে বর্দ্ধমান, সেখানে তো অর্দ্ধ মান,
পার জাগার শেষ ভরসা মান পাত্র ॥
এত লোক এলো সহরে, দ্রব্যাদি দেন কে হরে,
বনজ আনাজ প্রভৃতি আদর পায়।
বেগুন বল্ছেন মূলে ভাই,
কবুতে পারি বাদশাই,
বাদশা যদি থাকেন কলিকাতায় ॥
চিরদিন ত যায় না সমান,
আগে হয়েছে যা অপমান,
ঝুড়ি ঝুড়ি পয়সায় বিক্রী হই।
এখন আমাদের যে আদর,
থাকে যদি এমনি দর,
ইংরাজের মুলুক কেড়ে লই ॥
উনি গেলে যাবে গৌরব, যেন পুনর্মূষিকোভব,
আমিও এক পোণ তুমিও চারি পুঁজি।

মূলে বল্ছেন মিথ্যা বল,
আজ কাল মানও নয় ভাল,
চিরদিন যা সেইটে ভাল বুঝি ॥
ক্ষেতখানি ভাই তোমার তালুক,
তুমি কিনতে পার মুলুক,
বংশ বৃদ্ধি বিলক্ষণ তোমার।
আমি দুখ কারে জানাই,
আমার ত ভাই চারা নাই,
শাককে শাক পোঁছে মূলো আবার ॥
এইরূপ কাব্যের শেষ, এখানে পশ্চিম দেশ,
যাবেন শ্রীযুত হ'ল তার দিন ধার্য্য।
কলিকাতার আমোদ সাঙ্গ, দুঃখে প্রজা অবশাঙ্গ,
বড় লোকের কার্য্য অনিবার্য্য ॥
কেউ বলেন কি দুঃখের বিষয়,
দেশে যাবেন ডিউক মহাশয়,
ইহাঁর আশায় বাঙ্গলাটী গুলজার।
একটা সাঙ্গ শেষ তার, শ্রী ফিরেছে কলিকাতার
সুখের দিন চিরদিন থাকা ভার ॥

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল কাওয়ালি।

আমাদের এ দিন, চিরদিন কি সুখে বল।
সুদিনের যে সুখ ও যা হবার এই হলো ॥
দুঃখের দিন যদি হইত, অনেক দিন তবে রহিত,
দিনের ভাগ্যে সুখের দিন তো,
শীঘ্র ফুরাইল ॥
সকলে জানেন সে ধন্য না পেলে সুখের মর্ম্ম,
জনম গেল।
ভেবে ছলেম শ্রীযুত কৃপায়,
করবেন কিছু দিনের উপায়,
কৈ কিছু হ'ল না, সে সব আশা বিফল।

পরে শুন সমাচার, শ্রীযুতের আজ্ঞা প্রচার,
পশ্চিম হতে যাবেন বোম্বাই।
গেলেটিয়া পোতখানি পরে,
স্বদেশ যেন যাত্রা করে,
আমি এখন বাষ্পীয়রথে যাই ॥

গবর্ণর বলেন বিনয় করি, শ্রীমতী বিলাতেশ্বরী.
দিলেন আজ্ঞা এই দেখ লেটার।
আপনি এলেন বাঙ্গলাদেশে,
লক্ষ টাকা এ উদ্দেশে,
ব্যয় হবে, নাই বেশী সাধ্য আর॥
বিদায় হন শুনে সে কথা,
হাবড়ার এষ্টেশন যথা,
আনন্দে গাড়ীতে হ'ল ওঠা।
রেলওয়ের সব আমলাগণে,
মানুষকে মানুষ না গণে,
সেদিন আরো তেজ ফুলে শয় ঝাটা॥
বড ভদ্র ছিলেন আগে,একবার যদি যোগেযাগে,
রেলওয়ে প্রবেশ করলেন বাবু।
বুট চাপকান থেবড়া টুপী,
পরে হ'ল ক্যাবংরূপী,
একটী কথা কইতে হন কাবু॥
ভাবেন নই সামান্য নর, হয়েছি বুঝি গবর্ণর,
মেজাজ গরম রৌদ্রে হেঁটে হেঁটে।
শুধালে কোন গাড়ীর কথা চক্ষু দুটী করে লাল,
এত্রয়ের দাতখিঁচিয়ে উঠে॥
শ্রীমান যেদিন যান হর্ষে, রাস্তার উভয় পার্শ্বে
দেখিতে অসংখ্য লোক ধায়।
ষ্টেশনে ছিল যারা, অনেক ধাক্কা খেলে তারা,
দেখবে কি আর প্রাণ বাঁচান দায়॥
ক্রমে উদয় বর্দ্ধমান,
রাখলেন শ্রীমান রাজার মান,
আখটা বিরাজ রাজভবনে
তার পরেতে বেনারশ, থাকি তথা কয় দিবস,
হর্ষ প্রদান করেন প্রজাগণে॥
করি মহামহোৎসব,
হিন্দুর দেবতা দেখেন সব,
হিন্দুর মত করি আচরণ।
বনাম। বাহিরে রাখিয়ে, দেবপুরাতে প্রবেশিয়ে,
হিন্দুর মত প্রণাম দর্শন॥
সকলে আশ্চর্য্য মানে, বলে কখন পার্বমানে,
ইংরেজ করে না এরূপ কার্য্য।
ঈশ্বরজানিত ব্যক্তি, ঈশ্বরে তাই এত ভক্তি,
মার মরি বুদ্ধির কি প্রাচর্য্য॥

আগ্রা দিল্লী আর লাহোরে,
কয়দিন থাকা কয় সহরে,
কত আমোদ তা কত কার বর্ণন।
বোম্বাই এর রেল যেদিন খুলে,
সেই দিন শ্রীযুতকে তোলে,
সেই যোগেতে বোম্বাই গমন॥
ভারতবর্ষে প্রায় দু মাস,
নানাস্থানে শ্রীযুতের বাস
নানা লোকে নানা নজর দিয়েছে।
মুদ্রা পান অদর্ঘ্যাদ্য, দ্রব্য অন্য হয়ে তৃপ্ত,
শুনতে পাই টাকা ফেরত হয়েছে॥
কাশ্মীরের মান্য ভূপাল,
একটি জোড়া দিলেন শাল,
শাল নয় সে টাকশালের পুজী।
মূল্য মুদ্রা পঞ্চাশ হাজার,
তুল্য মেলা হয় কঠিন যার,
শ্রীযুত কিন্তু নিতে হন না রাজী॥
রাজা বলেন দিব কাকে, দিব বলে আপনাকে,
প্রস্তুত করা নিলে ধন্য হই,
সবিশেষ বলুন তাহার, এ বস্তুটী ব্যবহার,
করে সন্তুষ্ট এমন ব্যক্তি কই॥
তবু শ্রীমান হন না স্বীকার,
শেষকালে রাজার অঙ্গীকার,
দিলাম আমি আপনার জননীকে।
তিনি করলে ব্যবহার, সাধপূর্ণ হয় আমার,
বন্ধ সহিত সেলাম দিবেন তাঁকে॥
এ বচনে হৃষ্ট হয়ে,
শালজোড়াটী গেলেন লয়ে,
বোম্বাই হতে অর্ণবপোতে ক্রমে উদয় বিলাতে।
জননী করেন শ্রবণ, ভারতবর্ষের বিবরণ,
ব্যক্ত করেন বিনয়ের সহিতে॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল কাওয়ালী।

সেই ভারতভূমির বিবরণ কৈ মা কৈ।
তার তুলনা কই,
গিয়ে সুখের ইণ্ডিয়াতে বড় সুখ প্রাপ্ত হই।

দেখলেম তারা সদাচারী,
প্রজা সর্ব্বে সদ্ব্যবহারী,
সদাশয় সর্ব্বতোভাবে সভ্য আর সুজন,
বিদ্যা বুদ্ধি শ্রীবৃদ্ধি আছে গো বিলক্ষণ,
একান্ত বাসনা ছিল আর কিছুদিন তথায় রই।

প্রভুভক্ত প্রজাগণে, প্রাণপণে মম সনে,
রত্ন সম ভেবে তারা যত্ন করেছে,
ষ্টার অব ইণ্ডিয়া আমার নামটী দিয়েছে,
ভুলবো না মা চিরদিন ভদ্রতাগুণে বাধ্য রই॥

সমাপ্ত।

ইনকম ট্যাক্স।

ভারতবর্ষ অধিকার, ইংরাজ মহারাজার,
পুণ্যবতী কুইন মহারাণী।
কর্ম্মাধ্যক্ষ গবর্ণর, তাঁর অধীনে সব নর,
কলিতে কলিকাতা রাজধানী॥
ত্রিলোকে নাই এমত কার,
বুদ্ধি কৌশল চমৎকার,
সুনিয়মে চলে রাজকার্য্য।
ছিল না কভু এ অঞ্চলে, ষ্টীমার জলে চলে,
অগ্নিযোগে কল কি আশ্চর্য্য॥
বুদ্ধিবলে সকল হয়, নাস্তি একটী হস্তী হয়,
বাষ্পীয় রথ চমৎকার কাণ্ড।
ভূমিতে বসায়ে রেল, ষ্টেশনে চাকার রেল,
করিতেছে লুটিয়ে ব্রহ্মাণ্ড।
অসাধ্য হয় না ক্ষমতার, শূন্যপথে টাঙ্গিয়ে তার,
কাশীর খবর এক মিনিটে আনে।
কে যেন ঈশ্বরের তরফ,
নেড়ে চেড়ে তুলছে হরফ,
দিচ্ছে বলে জানা জনে জানে॥
যা করে আশ্চর্য্য তায়, দেখ দেখি কলিকাতায়,
গ্যাস লাইট সামান্য কাণ্ড নয়।
এমনি আলো প্রভা করে, লজ্জা পান প্রভাকরে,
নিশীকে দিবস জ্ঞান হয়॥
নিত্য কত নূতন আইন,
হয় জারি তার হয় না তাইন,
ফলকথা প্রজারই ঘটলো দায়।
কারে বলিব ইনি কম, সম্প্রতি এক ইন্‌কম্,
টেক্সের ফারম উঠেছে বাঙ্গালায়॥

কি দুর্জ্জন কি সজ্জন, যেরূপে যার উপার্জ্জন,
আয় বুঝে হইবে টেক্স দিতে।
হাল আইন হইল জারী, সর্ব্বনাশ হয় প্রজারি,
নিস্তার না দেখি কোনমতে॥

রাগিনী সুরট—তাল কাওয়ালী।

নূতন আইন জারী কি শুনি সম্প্রতি।
ঘটে বিপদ পদে পদে সম্পদে কি সুখ
যদি রাজকুলে প্রতিকূলে
নির্দ্দয় হলেন প্রজার প্রতি।
এ হতে প্রাণদণ্ড ভাল কৃপা করে দণ্ডধারী
জন্মের মত দূর করেন এ দুর্গতি।
বিনে দিনমণিসুতের দয়া
নাই আর দীনের গতি।
শুনে মরি যে আপশোষে ইকি বিচার হলো
প্রচার হুকুম কেন এমন ভূপতির অনুমতি।
ক্রমে যে মান গেল গেল,
বাঙ্গালী কাঙ্গালী হলো,
এ দেশে আর কি আছে কার সঙ্গতি,
আবার মৃতদেহে খড়্গের আঘাত
তায় কি সুখ্যাতি অতি॥

হায় হায় কি গণ্ডগোল, যায় যায় প্রাণ অমঙ্গল,
এমন ধারা কি আছে আর দেশে।
বল্‌তে কথা হয় যে সরম, ইনকম টেক্সের ফারম
প্রকাশ করলে কোন সর্ব্বদেশে॥

প্রজাগণে হচ্ছে ফকির, রাজার কিন্তু লবার ফিকির,
বৃদ্ধি বৈ কম হয় না দেখি।
কেমন মিষ্ট সম্বে ধন, বলে কয়েই হয়েন ধন,
ভাবলে কথা অবাক হয়েই থাকি॥
একটী শব্দ আছে নিলাম,
দিব না আমরা কেবল নিলায়,
দিলাম বলে বুঝে লও ভাবার্থ।
আদালতের নাম দেও আনি,
যত থাকে সব দেওয়ানী,
ফিরে পাবে না এ কথার এই অর্থ॥
বলে কথা জিনেছেন কোর্ট,
শব্দ বেঙ্ক বাঙ্গলা লোট,
ভাব বুঝিলে ভাব ভক্তি হয়ে।
ফৌজদারির অধীনে পুলিশ,
নিত্য নূতন ফারম তুলিস,
মফস্বলে জুলুম কি কম করে॥
একটী শব্দ আছে শমন,
জারী হলে সে বজ্র শমন,
স্থ-মনে ক রয়ে দেখ ধার্য্য।
বল বুদ্ধি সকলি টুটীশ, একটা কথা আছে বৃটীশ
কি কৌশল বৃটীশদিগের রাজ্য॥
আর প্রাণে না হয় সহ, এবারকার এই আশ্চর্য্য
টেক্সোর আইন শুনে যে প্রাণ কঁপে।
না বুঝে জননী কুইন, ইণ্ডিয়া করিলেন রুইন,
বারেক বিচার করুন ভালরূপে॥
গুরু কিম্বা পুরোহিত, যারা করেন পুরোহিত,
হাল আইনে তাঁদের ছাড়ান নাই।
সরকারে হইলে তলপ, বলতে হবে করে হলপ,
বৎসরে ঠিক এত টাকা পাই।
ভেবে অন্ন যায় না উদরে,
যে নিয়ম শতকরা দরে,
আয়ের উপর টেক্স দিতে হবে।
এদেশের চলিত পেশায়,
যিনি আছেন যে ব্যবসায়,
রাঁড়ি বাদিও রেয়াত নাহি পাবে॥
দিয়ে এই হুকুম লাট উইলসন,
শূন্য করি সিংহাসন,
শিয়ে ফুকেছেন তিনিও ত সত্বরে।
করিবেন কি কর আদায়, শমন রাজার পেয়াদায়
শমন জারি কল্লে তাঁর উপরে॥
মান্দ্রাজের গবর্ণর, নিবারণ করিতে কর,
সাপক্ষতা করেন প্রজার পক্ষে।
সকলি তাঁর হলো পণ্ড চলন নাগাই সসপণ্ড,
পদচ্যুত এই উপলক্ষে॥
মা রহিবেন ইংলণ্ড, বাঙ্গলা হলো লণ্ড ভণ্ড,
চক্ষে নাহি দেখেন প্রজার দশা।
ডাকে ডাকে যে পাচ্ছেন কাগজ,
সে গুলোত সকলি বেগোচ,
সেই হুকুমে এ দেশের দুর্দ্দশা॥
কান্দে তাঁর সন্তান যত, মা হয়ে নিদয়া এত,
একবার করুন করুণা কটাক্ষে।
থাস মহল বহাল রাখো, কৃপা নয়নে চেয়ে দেখ,
সুমঙ্গল কর প্রজার পক্ষে॥

রাগিনী বাহার—তাল কাওয়ালি।

মা হয়ে সন্তানে নিদয় হও না।
যাতনা দিও না, আমরা করি গো মিনতি
অবিচারে টেক্স লও না॥
ধনে প্রাণে এইবার বুঝি তারা যাই,
তুমি জননী থাকিতে দুঃখ আর কারে বলিব বল
করুণা কটাক্ষ কর বিষ-নয়নে চেও না॥
কে দিলে তোমারে এ সব মন্ত্রণা
তুমি জগতের ঈশ্বরী ওগো
বিলাতের ঈশ্বরী কুইন,
কু জনের কুবাক্য শুনে কুপথে মা যেও না॥

হেথায় ইন্‌কম্‌ টাক্সের রব,
শুনে দেশের কসবি সব,
পরামর্শ করিছে পরস্পরে।
বলে দিদি কি গণ্ডগোল,
এর বাড়া কি অমঙ্গল,
কি আছে আর ভারত ভিতরে॥
আমাদের পূর্ব্বকেলে নাইক আদর,
আর জানবে কে রাঁড়ের কদর,
অন্ন যোটা ভার হ'ল ইদানী।

তেমন প্রেমে আর ঠেকিনে,
তেমন বাবু আর দেখিনে,
একালে যত ফচ্‌কের আমদানী ॥
তখন মোহর তুলে দিলে করে,
তারে সই কে গ্রাহ্য করে,
অহঙ্কারে দিয়েছি টেনে ফেলে।
দুঃখের কথা কারে কই, এখন চাতুর্য্য হই,
টাকার একটী প্রপৌত্র পেলে ॥
একালে যত ফতো বাবু, মনে মনে বড় কাবু,
বাইরে তবু পশার রেখে চলা।
ষাঁড়মহলে মান বাঁচাই,
বুট জুতাটী পায়ে চাই,
লম্বা কথা কোচা লম্বা কথা লম্বা বলা ॥
সরাপ চরস গাঁজা গুলি,
বাদ নাই সব নেশাগুলি,
সখের প্রাণ আমোদে কাল কাটে।
মিষ্টি হাসি মেজাজ খসী,
আমোদ কর্‌লে সারানিশি,
দেবার বেলায় সর্ব্বনাশ ঘটে ॥
হাত দিয়ে চাপকানের জেবে,
চারি দণ্ড ভেবে ভেবে,
অদ্ধ মুদ্দ বার কল্লেন এক সিকি।
ভাব গতিক সব বোঝা গেছে,
দোয়ানি যদি থাকৃত কাছে,
তাই দিয়ে কাজ সারতেন গো সখি ॥
বিশেষ গেছে যৌবন, এখন এসব সিমুল বন,
মধু নাই আর আসবে কেন অলি।
আর নাই সেকেলে বাহার,
এখন অজগরের আহার,
মুখে এসে যা পড়ে তাই গিলি ॥
দে আমার এই কথায় রায়,
এক্ষণে এ ব্যবসায়,
টেক্স হলো আদায় কিসে হবে।
মাসে একদিন ফল ফলে না,
রোজকারে ত পেট চলে না,
ভেবে ভয়ে কাল কাটাচ্ছি ভবে ॥
সহরে যত খানকি, আছে তাদের আর মান কি,
সান্‌কি মাত্র সার হয়েছে ঘরে।
এখন যা করি প্রাচীন পসারে,
ঘর ভাড়াতে দফা সারে,
অবশিষ্ট কুলায় না উদরে ॥
ধনমণি কয় ওলো দিদি,
এমত এখন ঘটিল যদি,
শেষকালেতে পড়িলাম বিপাকে।
মান বাঁচান দুষ্কর, ঃদিকের দর বেশী কর,
ধানে চড়লে চেলে চড়ে থাকে ॥
ষাঁড়ের অন্ন মারা গেল,
বড় মানুষ সব দেউলে হলো,
তাতে আবার রাজার টেক্স করা।
করুন কৃপাদৃষ্টিপাত, আর কেন খড়্গের আঘাত
জীয়ন্তে হয়েছি সব মরা ॥

রাগিনী মলতান—তাল কাওয়ালী।
দিদি এবার বিপদে প্রাণ যায় গো।
ছিলাম যোগে যাগে এতদিন বজায় গো,
এ দুখ কি সহা যায় গো,
এখন ধনে প্রাণে ভূপতি মজায় লো।
এ অতি আশ্চর্য্য কথা,
রাড়ের কর কে নিলে কোথা,
রাজ্য করে বিবিধ রাজায় লো ॥
একেত এই দশম দশা,
বাণিজ্যে আর নাই ব্যবসা,
এখন টেক্স দেওয়া হলো বিষম দায় লো।
দেখ রাজার দোষ নাহি অধিক,
বাঙ্গালিতেই শত ধিক,
বাঙ্গালা দেশের বড় মানুষ কয় জনে।
দেখিয়ে আইনের মত, অম্‌নি কর্‌লেন দস্তখত,
বধিতে গরিব প্রজাগণে ॥
তুলে এই টেক্সের সূত্র কেউ হয়েছেন ধর্ম্মপুত্র,
বিশেষ বর্দ্ধমানে বর্দ্ধমান।
তিনি কর্‌লেন আগে সই, তাঁর মত বাঙ্গালায় কৈ
মহারাণীর প্রিয় সুসন্তান ॥
তাঁর আছে বহু বিষয়, দশলাখ গেলে প্রাণে সয়,
কোষ জিনি কুবেরের ভাণ্ডার।
তুলিলে শত লক্ষ ঘড়া, সমুদ্রে কি পড়ে চড়া,
হ্রাস বৃদ্ধি হয় না কভু তার ॥

সরকারে খুব আছে আয়েব,
এক্ষণে কুইনের নায়েব,
বাঙ্গলায় বাঙ্গালীর মধ্যে তিনি।
তরঙ্গে পড়িলে তরি, মাঝির গুণে আমরা তরী,
মাঝখানে ডুবালেন মাঝি যিনি॥
দয়া না করে দীনের প্রতি,
বড়র সঙ্গে রাখিলেন প্রীতি,
তেলা মাথায় তেল ঢেলেছেন ভাল।
রাজার হুকুম ধরে আন, পেয়াদা বেটা বধে প্রাণ
মাতে মার্ত্তে দা জয় করে দিল॥
দাঁড়ালে কোন মামলায়, কষ্ট দেন আমলায়,
হাকিমে কি পক্ষপাত করে।
কর্ত্তার হুকুম নাই আসলে,
খোসামুদেতে খুঁচড়ে তোলে,
জ্বরে কি করে পিলের দফা সারে॥
খোসামুদের জন [illegible] া কিছু,
সর্ব্বদা জল উঁচু [illegible],
বলে বেড়ান কর্ত্তার লেজ ধরে।
বাবু কল্লে বা কর্ম্ম, মোসাহেবেই বুঝেন মর্ম্ম,
আতর গোলাপ জ্ঞান হয় সে তারে॥
বাবু যেন বজ [illegible]রি মুরত তাঁরা দেখেন খাপসুরত,
এমন খোস চেহারা কোথাও নাই।
বাবু একটী গাইলে গান, শর যেন শরসন্ধান,
মোসাহেবের মিষ্ট লাগে তাই॥
বল্লে কথা হয় না শুন্দর, বাবু চেয়ে আমীরি নজর
কালিয়ে পোলাও রোজ দুবেলা খান।
ভাল লাগে না অম্বলা শাক,
পড়ে বাবুর জোড়া পোষাক,
প্রসাদী পায়খানায় বাহ্যে যান॥
যেমন বিধবা বিবাহের নাগর,
দিনকত সেই বিদ্যাসাগর,
সাগর তুল্য তরঙ্গ তাঁর হ'ল।
সাঙ্গ এখন তাঁর নিলে, মাঝে পড়ে মজা নিলে,
শীরিষ জেতে জপ গুলি দিল॥
কিছু থাকে না চিরদিন, যাতে তৃপ্ত থাকে দীন,
তাই করিলেই ধর্ম্ম বলি তারে।
সমুদ্রে ঢালিলে বারি, তারে বলি কি দুখ নিবারী
পিপাসায় জল দিলে উপকার করে॥

চাঁদের কাছে ধর্লে আলো,
তারে বলি কি বিচার ভাল,
অন্ধকারে দীপ দেওয়া সেই ধর্ম্ম।
ছিটে পড়ে না মুগের ডেলে,
পায়সে দিলেন ঘৃত ঢেলে,
তারে বলি কি সুবুদ্ধির কর্ম্ম॥
উদর পরিপূর্ণ যার ভোজনে কেন যত্ন তার,
পূণ্য অন্ন দিলে ক্ষুধিত জনে।
ব্যাধিশূন্য যার দেহ, তারে কেন ঔষধি দেহ,
কর চিকিৎসা চিররোগিগণে॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল একতালা॥

রাজার এ কেমন বিচার,
প্রজার প্রতি কৈ কৃপা করিলেন ভূপ।
একে বিপদ ভারি, আমরা প্রাণে মরি,
তাইতে সহকারী হলেন কিরূপ॥
ছিছি এ সব কি ভদ্রলোকের যোগ্য নয়,
বিপদকালে বরং আশ্রয় দিতে হয়,
তায় মনোযোগ কোথা, করে বিপক্ষতা,
এ কোন ধর্ম্ম তিনি হলেন বিরূপ।
তাঁর কি মানের অভাব আছে গো এ ভবে,
ইথে কি সুখ্যাতি সম্মান বৃদ্ধি হবে,
দেখে কালের গতি, কাল পেয়ে সম্প্রতি,
তিনি হলেন আবার কালের স্বরূপ॥
দেখ ভদ্রলোকের অনুপায়,
যেরূপ দেখি ধনোপায়,
কষ্টে সৃষ্টে দিন কাটান ভার।
অপর লোকের অল্প আয়,
দুই শতের উর্দ্ধে না যায়,
ইনকমটেক্স হবে না ত তার॥
আমীর লোকের অনেক ধন,
ব্যয় করিলে নাই নিধন,
মধ্যবিত্ত লোকের বড় দায়।
মান রাখা কঠিন কল্প, খরচ বেশী আয় অল্প,
কোঁচা করতে কাচা কমে যায়॥
বিশেষ আছে চিরকাল, মেঙ্গো হলেই জঞ্জাল,
ঘটে এসে ছোট বড় যে ভালো।

দেখ হরিশ্চন্দ্র রাজা, মাঝখানে পান হদ্দ সাজা,
স্বর্গ মর্ত্ত্য দু দিক্ ব্যর্থ হ'ল॥
কাঁচা পাকা নয় যে ফল, তায় কি ফল হয় বিফল
মাঝামাঝি তায় টেঁশো মারা বলে।
জননীর তিনটী সন্তান,
ছোট বড়তেই আদর পান,
থাকে না দরদ মেজ পুত্র হলে॥
শূদ্র কি নহে ব্রাহ্মণ, মাঝামাঝি বৈদ্য যেমন,
আশীর্ব্বাদ কি নমস্কার করি।
গাধা কিম্বা ঘোড়া নয়, দেখ দেখি তারে নিশ্চয়,
মাঝামাঝি খচ্চরের মধ্যে ধরি॥
মাঝে থাক্‌লে মুক্ত নাই, বলদ কিম্বা নহে গাই,
মাঝামাঝি দামড়া বলি তারে।
দিবা কিম্ব রাত্র নয়, সন্ধ্যাকালে সমুদয়,
জগতের কার্য্য বন্ধ করে॥
আর দেখুন মহাশয়, নারি কিম্বা পুরুষ নয়,
কি দুর্দ্দশ নপুংসক হলে।
নয় জীয়ন্ত নয় মরা, অতিকষ্টে জীবন ধরা
মাঝামাঝি তায় চিররোগী বলে॥
বিগড়ে গেল দেশের চাল,
দ্বিগুণদরে বিকায় চাল,
কলাই বিনা চলাই হল ভার।
সুতের দর শুনিলে কাণে,
গজ গোণা কোন দোকানে,
মুগ ডাইলে মুগুরের ব্যাপার॥
সুখের আছে কোন্ ব্যবসা,
যে বাবুদের কলম পেশা,
তাঁদের এখন অন্ন মেলা ভার।
বল্‌তে কথা বুক বিদরে, মুহরি বিকায় সস্তা দরে,
ক্যাস জমালে যত মজুরদার॥
তেল কেনা বিষম দায়,
তেল দিতে হয় কলুর পায়,
রাজা কর্‌লেন লবণের দর বেশী।
তরকারিতে লাগলো আগুন,
পটল বেগুন হলেন বিগুণ,
কাঁচকলাটীও দরে কসাকসী॥
হলো কি পথ দুর্গম, মুসরি মটর যব কি গম,
দ্বিগুণ দরে বিকায় দ্রব্য কত।
ধানের আবাদ উঠিয়ে দিলে,
সক। জমাই নীলে দিলে,
কুটী নয় সে মজার কুটী যত॥
আহারে ফেড়েনা শাক,
চলবে কিসে খোস্ পোষাক,
টেক্স হলে আর যে দুর্দ্দশা।
বিনা ভূপতির কৃপা দান, এ বিপদে নাইক ত্রাণ,
এককালে ঘুচিলো প্রাণের আশা।
প্রজাগণে দেখে বিমর্ষ, মহাশোকে ভারতবর্ষ,
তেজে হর্ষ ব্যাকুল জীবন।
বক্ষ ভাসে নয়ন নীরে, বসিয়ে সাগরের তীরে,
উচ্চৈঃস্বরে করেন রোদন॥
হায় বিধি কি বিচার কর, ইনকম টেক্সের কর,
আদায় করিলে প্রজায় মারা যায়।
ঘুচাও মনের সন্দেহ, কুইনকে সুমতি দেহ,
নতুবা নিতান্ত নিরুপায়॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল কাওয়ালী।

এ যাতনা প্রাণে সব কতদিন।
এতদিন গো ছিলাম আমি যার অধীন,
এখন যে তার বিপরীত হলো রীত,
আর কি হিত কান্দে সব প্রজারা
তারা প্রাণে মারা গেল
রাজা এককালে হলেন কঠিন॥
তাদের দেখে রোদন মনে বেদন পাই গো পাই,
ভূপতির দয়া মায়া নাই,
রাজস্বে সর্ব্বস্ব হরে, আবার এখন টেক্স করে,
এ রাজা ভারতে যেন যম রাজার একটীন্॥

সমাপ্ত।

শেষ।

তত্ত্ব কথা শুন বলি, যে কালেতে রাজা বলি,
ত্রিপাদ ভূমি করেছিলেন দান।
সুরারাধ্য শ্রীচরণ, স্বীয় শিরে করে ধারণ,
ভক্তিযোগে বদ্ধ ভগবান্॥
বামন রূপে পীতাম্বর, বলেন বলি লহ বর,
বলী বলে আর বরে কার্য্য নাই।
যদি কৃপা কর কিঞ্চিৎ, তবে এই বর বাঞ্ছিত,
স্বর্গপুরে ইন্দ্রত্ব পাই॥
কৃষ্ণ কন শুন বাপু রে, যাবে যদি স্বর্গপুরে,
সঙ্গে যাবে কতকগুলি মূর্খ।
যদি পাতালে গিয়ে কর বাস,
পাবে পণ্ডিত সহবাস,
যে কর্ম্মটা বোঝ তুমি সূক্ষ্ম॥
শুনে কন দৈত্যরাজন, স্বর্গে নাহি প্রিয় জন,
সুজন সহ পাতালে বাস করি।
মূর্খ সনে যে সব কষ্ট, তাহতে নরক শ্রেষ্ঠ,
সঙ্গদোষে সকলি হয় হরি॥
মূর্খের চরিত্র যত, বর্ণনা করিব কত,
মূর্খ লোকের দুঃখে কাল যায়।
সরস্বতীর সঙ্গে বাদ, দেখতে যেন ফটিকচাঁদ,
রাগটি আছে কথায় কথায়॥
বুঝালে হিত উপদেশ, ভাবে সেটি হিংসা দ্বেষ,
দেশ জ্বালালে যত গণ্ড মূর্খ।
কার সনে নাহি ঐক্য, ফেরে যেন যণ্ডামার্ক,
রসবিহীন ওথাশুস রুক্ষ॥
করিলে কোন বক্তৃতা, মনে ভাবেন এই কথা,
কতই আমি মধুবর্ষণ কচ্ছি।
তাইরে নারে গেয়ে গান,
আপনি করেন অনুমান,
কালোয়াতি ধরণে বড় গাচ্ছি॥
বকৃদিগে সবাই মিলে,
জুত করে দেন জুতা ফেলে,
তাতেই ভাবেন শাল শিরোপা পাচ্ছি।
বাড়মহলে লাগিয়ে জুল,
তুলিয়ে কোঁচা ফুলিয়ে চুল
ভাবেন আমি বাবুর মত যাচ্ছি॥

বুটভিজে ঘরেতে পান না,
বুট ভিন্ন পায়ে দেন না,
চেংটি যেন সংটি থাকেন খাড়া।
বাইরে গেলেই বাহার কত,
চেহারা যেন বেহারার মত,
এ বাবুটী কোন্ বিধাতার গড়া॥
মুখে মারেন রাজা উজি,
পাঁচটী কড়া নাইক পুঁজী,
মেগের কাছে পেকের বড়াই সার।
সম্ভ্রমের সীমা নাই, শুগনচণ্ডী সর্ব্ব ঠাঁই,
মূর্খের ব্যাভার চমৎকার॥

রাগিণী বাহার—তাল কাওয়ালী।

মরি হায়, মর্ত্তলোকের সূক্ষ্ম বোধ নাই।
ঘটিল একি বালাই বালাই॥
ঘরেতে না জোড়ে অন্ন পরণে লম্বা ঢাকাই॥
নয় তারা মানবের বাধ্য,
এক রোকা গোঁয়ারের হদ্দ,
রগটানা বিষম সত্তা খেতে চায় মোণ্ডা মেঠাই,
সুজনের সভায় বসে না,
সৎপথে নাই আনাগোনা,
মুচকে হেসে ফচকে খোনা ঘুরে বেড়ায়
দেখতে পাই॥

দেখ মূর্খের স্বভাব আমি বর্ণিব কি আর
ইতিমধ্যে কিন্তু আছে দুই প্রকার।
যেমন লোচ্চার মধ্যে একপ্রকার
পাতি লোচ্চা আছে।
গাঁজার মধ্যে থাকলে পাতি ফেলে দেয় বেছে॥
পাতি হংস আছে দেখ হংসের মণ্ডলে।
রাজহংস তুল্য নাহি হয় কোনকালে॥
যেমন নেড়ের মধ্যে পাতি নেড়ে কথায়২ রোখে
মূর্খের মধ্যে পাতি মূর্খ এই কটী সম্মুখে॥
বলি রাজা মূর্খ লয়ে স্বর্গে নাহি যান।
কতগুলি মূর্খ আজি হরি দিলেন স্থান॥

পড়িয়ে শুনিয়ে বিদ্যাবাগীশ করে দিবেন বাবু।
জান না কি গাধা পিটলে ঘোড়া হয় কভু॥
নয় সামান্য দুঃখ মূর্খ সহবাস করা।
বাবুজীর হয়েছে যেন সাপে ছুঁচো ধরা।
নিজ নিজ স্বভাবের অভাব হবে কার।
কয়লা হয় কি ময়লাহীন ধুলে শতবার॥
অর্থ কিম্বা খোসামোদে সদা জুগিয়ে মন।
বাবুর ল্যাজ ধরে রয়েছেন ঝুঁলে মূর্খ কয়জন॥
কৃপাদানে আপনি বাবু হয়ে কল্পতরু।
রাখাল হয়ে চরিয়ে বেড়ান গুটিআষ্টেক গরু॥
বাবুজীর কি ব্যুৎপত্তি আহা মরে যাই।
বল্‌লে ছুটো মন্দকথা কোন রাগটী নাই॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল কাওয়ালী।

বাবুজীর মনটী যেন সাদা গঙ্গাজল।
নাহি কোন ছল।
পেটেতে অ ধ বিদ্যা অসামান্য বুদ্ধি বল॥
মেজাজ খুসি দাঁতে মিশি,
চাঁদবদনে মধুর হাসি,
উপরেতে চেকন চোকন তুলনায় মাখালের ফল
নব নব ছোক্‌রা দলে, ব বুকে মুরব্বী বলে,
সেই আমোদে পড়ে বাবু অম্ন ভাবে ঢলাঢল॥

বাঙ্গালা দেশে বাঙ্গলা লোকের বুদ্ধি অতিশয়।
কালের ধর্ম্মে এ কথাটী অসত্য নয়॥
যত ছুটলে দলে লুটলে মজ জুটলে পরস্পরে।
মনে জানে আমিই ধন্য মান্যর মান্য হরে॥
গুণের বিচার উঠলো হ'ল গোঁড়ার বড় জাঁক।
গোঁড়ার কথা ধর্‌তে হ'লে সকলি হয় ফাঁক॥
কাজে যেমন ঢাকের বাম্যা দেখ্‌তে শোভা হয়।
বৈরাগীদের ধামা ধরা কাজের কাজি নয়॥
ময়ূরের ল্যাজ যেমন লাগে বা কোন্ কাজে।
সানায়ের সঙ্গে ভেপু ভালরূপে না বাজে॥
পড়ে আছেন অন্নদাস আগারে সন্তোষ।
কোন কাজে লাগে না কামারের অণ্ডকোষ॥
কাজে কিছু থাক্ না থাক্ বচনে কম নয়।
ঘাটের মরা হেগো রোগী মুখে টক্ক হয়॥

মাজী সক্ত না'হি হলে তরী তরঙ্গে কি তরে।
অন্ধ কি আর অন্ধজনে পথ দেখাতে পারে॥
আপনি এলেন সেজেগুজে জয় হতে রণমুখে।
হাল ছেড়ে দিয়াছেন এখন ঘোর তরঙ্গ দেখে॥
ছিছি বাবুর হ'ল কেবল ন'মলেখান সার।
কোন্ কূলে দাঁড়াবেন এখন চিন্তা করুন তার॥

রাগিণী মূলতান—তাল কাওয়ালি।

এমন ক'র না বাসনা ওরে ভ্রান্ত।
হওরে ক্ষান্ত, অ ন্ত একান্ত,
সাধ ক'রে ডুবালে কেন কলঙ্ক সলিলে নাম,
আপনি মজিলে হে নিতান্ত।
কেমনে জয় হবে রণে, ভয় নাহি জীবনে,
আছে সম্মুখেতে শমন দুরন্ত॥

একদিন স্বর্গালয়ে সঙ্গে সুরবর্গ লয়ে
ইন্দ্র আছেন সভায় উপবিষ্ট।
পেয়ে বসন্ত সময়, আপনি কোকিল গুণময়,
স্বীয় স্বরে ডাকেন অতি মিষ্ট॥
সুকণ্ঠ শুনি তাহার, লয়ে স্বীয় কণ্ঠহার,
সন্তুষ্ট হইয়ে সুরপতি।
সুস্বরে মন গলায়, সেই কোকিলের গলায়,
পুরস্কার দিলেন শীঘ্রগতি॥
পেয়ে মালা ইন্দ্রদত্ত, গৌরবে হইয়ে মত্ত,
মর্ত্যলোকে বিহরে বিহঙ্গ।
সুরদত্ত সুভূষণ, নয়নে করি দরশন,
কাক বাবাজীর জ্বলে যায় অঙ্গ॥
ভাবেন একি অপমান, রূপে যে মম সমান,
তার কিসে সম্মান বাড়ে এত।
আমিও আজি স্বর্গে যাই, সুরে সুরের মন মজাই,
গৌরব পাইব এই মত॥
এ নয় সামান্য সাধ, শুনিয়ে হস্তীর নাদ,
সোজারুর মার্গ ফেটে যায়।
তুল্য হবে কোন কালে, শ্বেতচামর ভেড়ের বালে,
গ্রামসিংহ সিংহ বৃত্তি চায়॥
সর্প-দর্প হরিবারে, ব্যাঙ ব্যাটারা ব্যঙ্গ করে,
রঙ্গ দেখে অঙ্গ অবসন্ন।

মুশা হয়ে কে কোথায়, বিড়ালের বীরত্ব পায়,
মেউ ধরাটী নয় বড় সামান্য ॥
তৎপরে কাক মহাশয়, স্বর্গে গিয়ে হন উদয়,
নিজ বিদ্যা করেন প্রকাশ।
শুনে তার মিষ্ট স্বর, কচিবে ডাকি শচীশ্বর,
বলে কি ঘটিল সর্ব্বনাশ ॥
দেখ দেখ কোন জন, করে স্বর্গ উৎপাটন,
উপসর্গ কোথা হ'তে এল।
যারে যা যত [illegible], পাজি বেটারে হাজির কর,
স্বর এসে গায় শরবৎ [illegible] ॥

রাগিণী বাহার—তাল কাওয়ালি।

এমন মধুর স্বরে কেবা করে গান।
শুনে কণ্ঠাগত প্রাণ প্রাণ ॥
ঘটিল আজ একি রঙ্গ ভেবে অঙ্গ অবসান।
কোন বেটা লক্ষ্মীছাড়া, জুটি না এলো সুরপুরে,
পোড়ান মুখে নাড়ার আগুন
বেচায়ার কি [illegible] মান।
যারে তোরা [illegible] করে, [illegible] করিস্ দুরাচারে,
কার সাধ্য সহ্য করে, ঠিক যেন কুকুরে তান ॥

আজ্ঞে দিলেন সুরপতি, দূত গিয়ে শীঘ্র গতি,
সেই দণ্ডে ক'রল গ্রেপ্তার।
কড়াকড় বেঁধে কশে, হুজুরে হাজির করে,
ইন্দ্র জিজ্ঞাসেন সমাচার ॥
কে তুমি আজ স্বর্গে এসে,
ডকুত্ত ছাড় ভালে বসে,
ডাকে তোমার থাকে না প্রাণ দেহে।
কি জন্যে বা আগমন, অমর্থ কোন ভ্রমণ
শুনে কাক বিনয় ক'রে কহে ॥
প্রতেশী তব গানে, তুষ্ট করি মিষ্ট গানে,
পুরস্কার পাইব বলে আসা।
আমি কাক নাম ধরি, ভূলোকে বসতি করি,
কোকিল সহ এক বনেতে বাসা ॥
ইন্দ্র পেয়ে লাজ ধাম, বলেন ছেড়ে বাবা আত্মারাম
দাঁড়ে বসে রাধাকৃষ্ণ বলো।

কত মধু দান ক'রে, প্রাপ্ত হলে মধুস্বরে,
কিছুকাল বাঁচলে হয় ভাল ॥
একটী কথা আর শুধাই, তব স্বর যেন শুধাই,
এমন আছে আর কটী ভূতলে।
কাক বলে সাতটী আছে,
রেখেছে বিধি বেছে বেছে,
আমি শ্রেষ্ঠ সকলেতেই বলে ॥
গর্দ্দভ শূকর ভেড়া, কালপেঁচা নয় দল ছাড়া,
ব্যাঙ্গ আর মহিষে বড ঐক্য।
সাত জন ডাকি সুস্বরে,
শুনে যোগী যোগ পাসরে,
পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ॥
শুনে কহেন সুরমান্য, পৃথিবীরে ধন্য ধন্য,
এ সকল সহ্য আছে তাঁর।
এক ডাকে প্রাণ মজায়, স্বর্গ রসাতলে যায়,
সাতটী নয় ত সামান্য ব্যাপার ॥
আজি বুঝি সেই সাত জন,
এক যোগে হয়ে মিলন,
জ্বালাতন করিছে অবিশ্রান্ত।
রসাতলে যায় ধরা, কার সাধ্য ধৈর্য্য ধরা,
শ্রোতাগণে অধরা নিতান্ত ॥
প্রকাশ করেন যে পাচালী, তাহাতে আমি পাচালি,
কি চালে বড় বাঁচালে না প্রাণে।
সুর ধ্বনি কি সুমধুর, ও বেহায়া বালাই দুর
মান লয়ে যা স্বস্থানে এক্ষণে।
লাজে মরি ছিছি দূর ক'রে দুরাচার।
রবে না সে আরি জুরি চূর্ণ হবে অহঙ্কার ॥
বামন হয়ে বাহু তুলে কর চন্দ্র ধরিতে,
ক্ষুদ্র তরি পার হ'তে অপার সিন্ধু তরিতে,
হবে না আশা সফল, হদ্দ পেলে প্রতিফল,
পাকের গোদ হল দাদা
মুখ পুড়ে গেছে তোমার ॥

রাগিণী কালাংড়া—তাল একতালা।

ফলের বিষয় ফক্কীকারি।
গুণ থাকে ত গণ্য করি।
ভিতর বোজা নাইক মজা
বারি চটকে আসোর জারী।

গুণের বিচার করতে হলে,
তুমি মাত্র গুণে পালান দিলে,
মুড়িয়ে মাথা ঘোল ঢেলে আজ
দিয়ে তোমার ভাঙ্গিব আরী ॥

কলির কাণ্ড চমৎকার, বর্ণিবারে সাধ্য কার,
নূতন রূপটী ধরেছেন এই ধরা।
দেখলে হঠাৎ জ্ঞান হয়,
সাবেক লোকের বংশ নয়,
অধুনা ধরায় অবতংশ যারা ॥
ব্যবহার সকলি উল্‌টু,
কেউ ত আর বুঝেনা মুলট,
প্রায় কুলট সবারি পরিষ্কার।
নূতন খাওয়া নূতন পরা, নূতন নূতন বিবাহ করা,
উদয় একটী নূতন দেশাচার ॥
নূতন নূতন দেশে বাসা,
শিখছেন সব নূতন ভাষা,
নূতন বাবু সাজেন বাবু সবে।
নূতন নূতন কার্য্য সব, নূতন আমোদ উৎসব,
সঙ্গীত বিদ্যা দাঁড়ায় নূতন ভাবে ॥
সঙ্গীত শাস্ত্রেতে শুনি, ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী,
এক এক রাগের ছয়টী পরিবার।
দাসদাসী তার যে সব আছে,
অনুগত তাদেরি কাছে,
সঙ্গীতসারে বিস্তর বিস্তার ॥
এখন তায় নাই অনুরাগ,
আট ছয় আটচল্লিশ রাগ,
আরো একটা বেশী তার উপরে।
রাগিণী ছিল ছত্রিশে, আরো ছত্রিশ গেল মিশে,
এখনকার রাগিণী বাহাত্তুরে ॥
যদি বল তার কি কি নাম, দুট একটা শুনিলাম,
আজ্ঞা হয় অনায়াসে বলতে পারি।
ঘোড়াই ভেড়াই পেচাই গাধাই,
এই কটা শুনি সর্ব্বদাই,
ছাগলে আর কুকুরে গিটখিরি ॥
রাগিণী ধোরে ঘোর দন্ত,
হাত পা খেঁচে বানুরে লম্ফ,
সঙ্গত যেন জগঝম্প বাজে।
আলগা সুরে গেলাম মলাম,
মিলের মুখটী এমনি খোলাম,
কর্ণে যেন বাজের মত বাজে ॥
আবার একটা দেখ কাচ,
পাঁচালিতে ঘটল নাচ,
এ কাণ্ড ছিল না কোন কালে।
উঠলো যদি নাচের রং,
বাকি কি আর সাজতে সং,
চুণ কালি মাখলেই হয় গালে ॥
তবে একটা সুযোগ বটে, গৃহস্থের সুবিধা ঘটে,
বেওরা কথা বুঝে দেখুন সবে।
এক যাত্রায় পৃথক্ ফল,
আনলে এক পাঁচালির দল,
অনায়াসে খেমটার কাজও হবে ॥
ভেড়ুয়া যত দোহারগুলি, অধিকারী নাচওয়ালি,
দিয়ে তালি ছেনালি চূড়ান্ত
শিয়রে কাল ডঙ্কা বাজে,
ও সব লজ্জা আর কি সাজে,
বৃদ্ধ দশায় কেন এত ভ্রান্ত ॥

রাগিণী মূলতান—তাল কাওয়ালি।

কেমন ঢং 'চ্ছ শেষকালে কি সং সেজেছ।
তোমার গেছে ত দিন কদিন আর ভবে আছ,
ভদ্রকুলে কালি দিয়েছ,
ভোর বেলা কি রঙ্গেতে ভোর হয়েছ ॥
তুমি, চরমকালে বসলে কেঁচে,
লজ্জা খেয়ে বেড়াও নেচে,
সুখ বেড়েছে, বৃন্দাবনের বড়াই মাগী,
ধিক্ তোরে লো বুড় মাগী, খাদিম হয়েছ।
আচ্ছা আচ্ছা ছুকরি তোয়ের করেছ ॥
তোমার ছেলের ছেলে হ'ল নাতি,
তার মুখে মারবে লাথি,
কি অখ্যাতি, শমন এখন বাঁধবে কোষে,
বাড়িয়ে পদ আছ বোস,
তাকি ভুলেছ।
খেমটার মত শেষে ঘোমটা খুলেছ ॥

বাঙ্গালা দেশে কতকগুলি,
ঘোর মূর্খ ধাঙ্গড় কুলি,
পাঁচ মিশালি চেলে ডেলে পোণ কাঠা।
বাপে খেদান মায়ে মারা,
গুলির আড্ডার হেড ম্যান যারা,
কার্য্যে রূপ বাপো ব'রো জেঠা॥
দেখতে ঠিক মাকালের ফল,
অসভ্য রাখালের দল,
দল বেঁধে বিষম দম্ভ করে।
সুরু থেকে দিচ্ছে ক্লেশ,
কথায় কথায় কচ্ছে দ্বেষ,
নিজ নিজ স্বভাবের দোষে মরে॥
রচনা প্রায় অশ্রাব্য, ঈশ্বর বিষয়ে কাব্য,
কৃষ্ণলীলায় খেউড় কারখানা।
উচ্চারণে সর্ব্বনাশ, রাম বলতে বেরোয় বাঁশ,
ক অক্ষর গোমাস গেছে জানা॥
তুল্য ক'রে হংস বকে, কতকগুলা অনর্থ বকে,
বকামী আর বোকামির চূড়ান্ত।
ইতর লোকের ইতর কথায়,
কেন উত্তর দিব বৃথায়,
আপনার মান রেখে হওয়া ক্ষান্ত॥
ভেবে দেখ কি দুষ্কর, মহত ভাস্কর-কর,
অনায়াসে মস্তকে ধরা যায়।
কিন্তু আবার সেই তাপে, বালুকা যদ্যপি তাপে,
তা কখন সহ্য হয় না পায়॥
মুখেরি হয় কথা লম্বা, পেটে বিদ্যা অষ্টরম্ভা,
হতভম্ব সব বেটা সব লোট।
ইষ্টীম নয় মুলুক নয়, দেখে বড় ঘেন্না হয়,
গাধা বোটের পেঁদ আবার স্থাং বোট॥
খাঁদা নাকে নোলক পরা,
আঁবলার আবার আয়না ধরা,
গলুন কটায় রদকলি কাটে।
নেড় মাথায় জড়াও তাজ,
চটের উপর চটকের কাজ,
খোঁড়া আবার খড়ম পায় দিয়ে হাঁটে॥
খাট চুলে খোঁপার জারি,
মামুর চোরের চৌকিদারী,
শুক্‌নো পাছায় চন্দ্রহার ঝুলে।
গরম ঘৃত পান্ত ভাতে,
মিশির রেখা নড়ো দাঁতে,
কাণা পুতকে পদ্মলোচন বলে॥
বাজারে বেশ্যার কেন সরম,
ঢাকের বাজনায় কেন গরম,
ইতু পূজাতে নবৎ একি জ্বালা।
জগার পেত্নী চকাই পরে,
চাদনী আঁটা পচাপুকুরে,
ভাঙ্গা নৌকায় শালের নিশান তোলা।
অবাক্ হয়েছি দেখে কাণ্ড রাগে জ্বলে ব্রহ্মাণ্ড,
থাম্‌লে বাঁচি বুঝি পেঁচোয় পেলে।
বলছে কথা এলোমেলো,
কোথা হ'তে এ আপদ এলো,
চন্দনবিলাস পোঁটাচুন্নীর ছেলে॥

তাল ফেরা।

পড়েছি বিপদে কি আপদে ঘিরেছে।
বুদ্ধিশুদ্ধি উড়ে গেছে,
বুঝেছি আমাকে আজ
চোয়ালে পেঁচায় পেয়েছে॥
আনুলে ওঝা ঝাড়ান মন্ত্রে
যদি ছাড়ে পেঁচো ঝাড়ালে।
তবে হবে ক্ষান্ত, বেহায়া চূড়ান্ত,
কিছু আক্কেল পায় ঝেঁটা লাথি কোস্তা খেলে॥
কে দিলে তোমারে মন্ত্রণা কি সাহসে
চুলকে পাছা বরণ তুলিস রে তুই বেহায়া,
বিদায় করিব পাজির পাজি,
জং ঝেঁটা তোর দিয়ে কাজি,
ছাড় ছাড় চোয়ালে পেঁচো দর হয়ে রে যা।
ভাল চাস্ যদি পালা,
জানিসনে কথা মানিসনে
নৈলে শেষে দিব আছোলা,
জারিজুরি কেন মিছে,
তুই যেমন আদাড়ে কুকুর
তেম্‌নি মুগুর রয়েছে॥

শ্রবণে বড় রহস্য, এ কথা বিখ্যাত বিশ্ব,
কি কৌতুক কৌতুকবিলাসে।

হোৎকারাম প্রকাশিল, একদা কতকগুলি ইন্দুর ছিল,
কোঁৎকা পুরে এক গৃহস্থের বাসে॥
ঘরের মটকায় রাজধানী,
রাজার নাম মুসারাম জানি,
ছুঁচ একটা প্রধান মন্ত্রী তাঁর।
রুই মাকসা তেলাপোকা,
টিকৃটিকি আর চামচিকা,
এই পাঁচজন মোসাহেব রাজার॥
কিছুদিন যায় রাজ্যসুখে,
দৈবাৎ এক বিড়াল ঢুকে,
দুর্জ্জয় দৌরাত্ম্য আরম্ভিল।
ওত মাফিক করে থানা, মাচ্ছে ধাড়ী যত ছানা,
ইন্দুররাজ্যে হাহাকার হলো॥
রাজা বলে কি দায় ঘটলো,
কোথা হতে আপদ জুটলো,
নিষ্কণ্টকে ছিল আমার রাজ্য।
ছুঁচ মন্ত্রী মহাশয়, যাতে বালাই দূর হয়,
শীঘ্র তার মৎলব কর ধার্য্য॥
মন্ত্রী কন কি যন্ত্রণা, এ বড় শক্ত মন্ত্রণা,
কাছে গেলেত কাঁচা মাথা যাবে।
ওহে ধর্ম্ম অবতার, একটা যুক্তি কব তার,
মর্ম্মকথা বুঝে দেখুন তবে॥
দশে মিলে করি কাজ, হারি জিনি নাহি লাজ,
রাজা কন প্রকাশ কর তবে।
মন্ত্রী কন এই বিধান, বিপক্ষের এক একটা স্থান
এক এক জনে কাবু কর্ত্তে হবে॥
কেহ হস্তে কেহ পায়, যেখানে যে কব্জা পায়,
নাককান কেউ গোঁপের রোয়া ধরবে।
কেউ যেন পুচ্ছ পাখড়ায়,
কামড়াবে কেউ ঠিকানায়,
ধোরে গলা কেউ হোলা কাবু করবে॥
তা হলে দূর হবে বালাই,
ডাক ছাড়বে পালাই পালাই,
দশচক্রে সকলি হ'তে পারে।
হয়ে পরাস্ত প্রতি জনে, অভিমন্যুর দেখ রণে,
সপ্তরথী বেড়ে দফা সারে॥
ক্ষুদ্র পপীলিকা দলে, যোগ হলে দশের বলে,
বৃহৎ দ্রব্য অনায়াসে চলে যায়।
দশে যদি দর্প করি, অনায়াসে মার্জ্জারে মারি
এই উপায়ে রাজ্য রক্ষে পায়॥
কিম্বা সবাই বুকের জোরে,
মুলুক ছাড়া করবো ওরে,
গাঁড়মাজাকি যাবে জন্মের মত।
দশে লাগলে বিশেষ জানি,
ভাঙবে গোঁফের রোমখানি,
হোৎকা বেটায় মার কোঁৎকার গুঁত॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল যৎ।
মার ওরে কি উৎপাত কোথা হতে,
এলো ঐ ল্যাজকাটা হুলো।
কি সাহসে পাড়ায় এসে আস্তে আস্তে
নাড়ছে লুলো॥
বাহাদুরি জানায় কাকে,
আপনার বাদ্যে আপনি ঢাকে,
কালামুখো বেড় ঝাকে,
বিদায় কর দিয়ে কুলো॥
ভেবে ও বড় শীকারী, ভাঙবে আজ ফকাঙ্গারি,
হাঁড়ী খাওয়া বুচাব চুরি,
কোথাকার ও কিসের ভুলো॥

এইরূপে মতলব আঁটা,
কেউ বলে কাঁটালের আটা,
তাতে মেখে ওর সকল রোয়া ছিড়বো।
কেউ বলে বেটাকে পেলে,
যোগ যাগে ভাগাড়ে ফেলে,
মনের সাধে শকুনের মত ছড়বো॥
কেউ বলে বেটাকে ধ'রে,
তলপেটটা ফুটো ক'রে
কুরে কুরে নাড়ী ভুড়ী বার করবো
কেউ বলছে মহাসুখে, বাতকর্ম্ম ক'রে চোখে,
দেখিয়ে আঁধার বেটার দফা সারব॥
এইরূপে ইন্দুরের জারি,
চামচিকে কন বিপদ ভারি,
বাঘের সঙ্গে আড়ী বাধলো সেটা।
শক্র বেটায় কাবু করবে, সবাই কেই সকল ধরবে,
বল দেখি মেড ধরবে কেটা॥

হস্ত পদ কর্ণ নাসা, এরা ত সব জীবন নাশা,
সর্ব্বনাশ শক্ত গোটা মেট।
সেইটে আগে ধর্‌তে পার,
বি দ [illegible] পায়,
পাবে নৈলে বাঁচবেনাত কেউ ॥
[illegible] বাপের শ্রাদ্ধ যেমন শুনেছ এক কাণ্ড।
[illegible]রবেশের লো ভাবে সকলি শেষ পণ্ড ॥
উ ধরব র লোক না থাকে এসব কাজে
যেও না
সাধ করে শিমুল গাছে গা ঘসতে যেও না।
পাল নেবার ইচ্ছা তবু আপার ষাঁড় ডেক না
সাধ করে আকন্দের আটা শুকনো
গায়ে মেখো না ॥
কচুপোড়া খাবার মুখে কালিয়ে কাবাব চেক না।
ছেঁড়া কাপড়ের আড়াল দিয়ে প্রবল সূর্য্য
চেক না ॥
জাত পরশ এরা রে ঋষি মুক্ত দেখ না।
মারবো মুগুর মুচীর কুকুর মুচতে আর পেক না
চলে বও অঙ্গ গোজ [illegible] পাশে
পেঁচ না।
কুঞ্জরে চং হবার [illegible] মনে মনে দেখ না।
ভেড়া দেখবার সাধ না [illegible] মূর্ত্তি এঁক না
গ্রামসিংহের বাচ্ছা হয়ে সিংহের গর্ত্তে
থেক না ॥
আষাঢ়ে ব্যাং হয়ে ভুলে ভ্রমরের ডাক ডেক না।
পাইখানা সাফ করে গায়ে আতর গোলাপ
মেখো না ॥
আচ্ছা আচ্ছা বেড়ে বাচ্ছা কুর কুর ময়না।
ও বেঁড়ে ত ল্যাজ ঘুরন্ত ভাত খাবিত আয় না ॥
গরুড়ের গৌরব কভু গোদাচিলে পায় না।
চিস্তে মেদো ফচকে উদো খেয়াল ধ্রুপদ গায় না
মেউ ধর্‌বার সাধ্য নাই বিড়াল ধর্ত্তে চায় রে।
খুঁড়িয়ে চলে খেঁআ কুলে বড় হ'তে যায় রে ॥

রাগিণী টোড়ী—তাল কাওয়ালী।

কি সাহস দেখে হাঁসি পায় গো পায়।
ছুচ আর ইন্দুরে যে মার্জ্জারে মার্ত্তে যায় ॥
বাঁধলে কোমর যত বেটা,
জানেনা মেউ ধর্‌বে কেটা,
বেহায়াদের দেখি বড় তেজ হলো পাছায় ॥
দুখের কথা বলি কারে, শুনে ছিছি ঘেন্না করে,
পেকম ধ'রে নৃত্য করে ছাতারে কোথায়।
কিচির মিচির করে ঝগড়া,
শুখেগো ঐ শুয়ে নেকড়া,
দৌড়ে এসে কাগাতুয়ার দাঁড়ে বসতে চায় ॥

দুখের কথা বলিব কাকে ঈশ্বরের দোহাই।
ব্যাঙ্গে চ'ট মরেছে আজ ঘেন্নায় মরে যাই ॥
আর পাগলে সুখ নাই, এখন ভিক্ষে
মেগে খাই।
পাজী পুজরো যত কুজড়ো জুটেছে একঠাঞি॥
ছোট মুখে বড় কথা বড় যে মগরাই।
এদের আকরের ঠিক নাই ইংরের কাজ
দেখতে পাই ॥
ছি ছি ছি লজ্জায় মরি ঘটলো কি উৎপাত।
চাল জানে না খেলতে এরা জানিয়ে দেয় যে
কাত ॥
ঢোড়া নাই কারু বিষদাঁত এরা বকেয়া বজ্জাত।
দে। দেখ এ বেটাদের কার্য্য কি অদ্ভুত ॥
বেশটী দেখে বুঝি বিষ্ঠার পোকাখেকো ভূত।
আহা এই সকল শ্রীযুত, কেবল প্রসাদে
মজবুত।
শেয়াল খেপে মত্ত হাতীর পা যে টলাচ্চে।
ভেবে ভেবে আমার পেটে জল না তলাচ্ছে ॥
এরা বড় জ্বালাচ্ছে, কেবল কার্য্যে চলাচ্ছে।
ঠাউরে দেখ এ বেটাদের মরি কিবা ঢং ॥
গুলিখোরের পিতামহ ঠিক চুঁচুড়ার সং।
কালি আবলুস কাঠের রং, বোকাকাটা জবড়জং ॥
নাই ফলোদয় মূর্খলোকের সঙ্গে মিত্রতায়।
পণ্ডিত যদি শত্রু হন সুখ আছে যে তায়॥
বানরে মারে এক রাজায়, বিপ্র চোরেতে বাঁচায়
মূর্খ বন্ধু হলেও যদি কষ্ট ঘটে তাতে।
আমি অন্ধ পড়েছি যত খাজা গোঁয়ারের হাতে ॥
এরা না তাতালেও তাতে।
জারি ভাঙ্গবো পদাঘাতে ॥

বল্লে তোদের লজ্জা নাই যত পেটা বোঁচা।
আমি কি ডরাবো তোর দেখে লম্বা কোচা॥
যদি ডাকিস আর কলপেঁচা,
ঝাটায় মুখ যাবে তোর ছেঁচা॥
আর বড় বাড়াবাড়ি চুপ করে থাকরে থাক।
এখন তোয় কচ্ছি রেয়াত কথা রাখরে রাখ॥
নৈলে কেটে দিয়ে কাণ নাক,
জুতোয় করবো বোম্বাচাক॥
বেবসার কুলে কালি দিলি খটালি কি জ্বালা।
সভাস্থ সব ভদ্রলোকে কর্‌লি ঝালাপালা॥
ওরে ভাল চাস ত' পালা,
নৈলে গাব তোর গুষ্ঠীর পীরের গানের পালা॥

তাল—ফেরা।
ছি ছি ধিক্ ধিক্ ধিক্
আর কি অধিক বল'ব রে।
ও তোর জ্বালাতে আমি কত জ্বলব রে॥
দেখ ব্যাভার বোকা পাঁঠা,
খোসামুদে যত বেটা,
জ্বলাতন আজ করে চূড়ান্ত হায়রে,
প্রভাতকালে মুখ দেখলে ওর অন্ন হয় না।
একি হয় গণ্ডগোল,
তাল ভোলে ধাপুড় ধুপুড়
বাজছে কবির ঢোল,
বাকী কিছু রাখলিনে ত যা ছিল সম্বল,
মানে মানে স্বস্থানে যা পাত তাড়ি আজ তোল॥
দূর দূর ছাইগাদার কুকুর,
পড়ে নেঙ্গুড় নাড়িসনে,
ছি ছি কামড়েছিস ত' জায়গা বুঝে মলেও
ছাড়িস্‌নে॥
ছিছি করিস তুই দ্বন্দ্ব বৃথা,
পুঁজি কৈ কুটলে মাথা,
আমি কি কথন আর টলব রে॥

শ্লেষ (২)।

ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ, ইত্যাদি জাতি সমস্ত,
জাতিমালায় বিন্যস্ত তাই ত জানি।
এদের সঙ্গে নাহি মেসে,
সম্প্রতি এই বাঙ্গলা দেশে,
বেলেল্লা এক জাতের আমদানী॥
আদিপুরুষ পাজীরাম, নচ্ছার নগরে ধাম,
কোটনাগিরি ব্যবসা বংশাবলী।
আপন আপন ব্যবসা ছেড়ে,
মাস্ত যত মুখো এঁড়ে,
শিক্ষা করে পাঁচপীড়ে পাঁচালী॥
কথক আপনার কথক নয়,
গোলমালে চণ্ডীপাঠ হয়,
কথক পাঁচালী কথক যাত্রার সুর।
খেমটার ধরণ কতক আছে,
ভেল্কী হয় হাততালি নাচে,
বেহায়ারা রঙ্গে বাহাদুর॥
কৃষ্ণলীলা মাথুরের পালা,
শুনে হয় কান ঝালাপালা,
বৃন্দের ভাক্ত ইংরাজীতে ছড়া।
উড়িয়ে দেওয়া উচিত নয়, বলুন দত্ত মহাশয়,
বৃন্দেদূতীর কোন্ কলেজে পড়া॥
বুঝে দেখন ভদ্রদলে, পচালপাড়া তারেই বলে,
ভাবার্থ যথার্থ হয় না যার।
গাটীর হাটে মেকী চলে না,
খোসামোদে আর কেষ্ট ভোলে না,
কালের গতি এখন চমৎকার॥
মাঝে মাঝে গান ভঙ্গ দিয়ে,
আসরের বাহিরে গিয়ে,
করেন খোসামোদ জনে জনের কাছে।
বায়নার দিন এসে প্রাতে, মস্ত বড় প্রসাদ খেতে
প্রসাদে দল এইটে প্রবাদ আছে॥
গাহক যিনি মোয়াড়াদার,
কাণ জ্বলে তান শুনে তার,
ভঙ্গী দেখে রাগে অঙ্গ রাগে জ্বলে।
কর্ত্তা ভাবেন কালোয়াৎ,
মাঝে মাঝে দিয়ে মাথায় হাত,
জিতারও জিতারও বেটা বলে॥
জানলে নিজে গান বাদ্য,
বলতে তা হ'ত না সাধ্য,
গাঁড়চেরা ওর বিদ্যা তা বুঝেছি।

আমরা যদি ওরে পাই,
সারাৎসার তামাক সাজাই,
কিম্বা ঘরের কড়ি দিয়ে বেচি ॥
মুখে টনক হেগোরুগী, যেতেও শুনেছি ঘুণী,
কিন্তু আবার করে ছুতরের কর্ম্ম।
হাত পা খেচে কেন মরে,
রাগ রাগিণীর কি ধার ধারে,
তাল জানে মুগুর বাড়ুলির মর্ম্ম ॥
কর্ত্তার যেমন কাছা খোলা,
তেম্নি চেলা ভোলা জোলা,
টিক্ খোল তার ছেঁদা মালাই চাই।
ব্যবসার পথে কাঁটা পড়্ল,
বানরের হাতে খোস্তা হ'ল,
এ দুখ রাখিবার যায়গা নাই ॥
বাজিয়ে বেটা বড় জবর,
সব জানি ওর গোড়ার খবর,
হাবড়ার হাটে পটল বিক্রী করে।
খেনো ব্যাপারি যত জুটে, জুটিয়ে যত মজুর মুটে
করলে বড় জ্বালাতন আমারে॥

রাগিণী কালাংড়া,—তাল কাওয়ালি।

যত পাজী লোকে করলে দেখ হাড় কালি।
কি দিব গালাগালি, দেশ থেকে দূর কর
ওদের গালে দিয়ে চুন কালি ॥
গুমরে ল্যাজ ফুলে আছে
ফলের বিষয়ে ফক্কিকার,
বিষ নাইকো ঢোঁড়া সাপের
ফোঁসফোঁসানি কেবল সার,
ঘুচাতে আজ অহঙ্কার,
মুড়িয়ে মাথা ঘোল ঢালি ॥
হিতে করে বিপরীত কেবল বিবাদ চায়,
ভদ্রতা জানে না কিছু খেতে বল্লে মাত্তে ধায়,
শূকরে না সন্দেশ চায়, বিষ্ঠে খুজে খায় খালি ॥

বেলেল্লা জেতের বড় কুস্বভাব,
মুখে ওদের যেরূপ প্রভাব,
দেখতে পাই তেমন নয় ত কাজে।
ইতরে জানে নিশ্চয়, গালি দিলে খুব মন্দ হয়,
ভদ্রের মুখে গালি নাই সহজে ॥
আমরি এই সব শ্রীযুতো,
কথায় কথায় বল্‌ছে জুতো,
পায়ে জুত নাই জুত দেখছি মুখে।
জুতো গড়া ওদেরই কর্ম্ম,
ভাল জানে জুতোর মর্ম্ম,
আচ্ছা জুতো দেই তবে আজ ঠুকে ॥
জুতায় কথায় বিবাদ বাবায়,
লাখ জুতো ওর ঠাকুরদাদায়,
দুলক্ষ ওর বাপের মাথায় মারি।
দুলক্ষ ওর মাতার মাথায়,
দুই চারি লাখ ভগ্নী ভ্রাতায়,
ধুনে দিয়ে এককালে দফা সারি।
নিজে বেটা বড় বেহায়া,
করবো না আর দয়া মায়া,
গুমাখা অসংখ্য জুতা ওর নারী আর ওরে।
নাক কাণ আর মুখে চোকে,
হস্ত পদ কি মস্তকে,
দিব জুতোর দাগরাজি আজ করে ॥
মারি যদি তালতলার চটী, এখনি হবে চটাচটি,
নাগরা মারলে নাগর নন্ সব খুসী।
কটকেগুলো চট্‌কে নয়, জয়নগরে পরাজয়,
অসুখ যদি পীলকুমারে পিষি ॥
মারি যদি চনঠনের পম্প, হবে বেটার পোঁদস্কম্প
টনঠনে ঝনঝনে তলা তার।
হাপচটী কারপেটের ঝায়,
হাফ রকম আপশোষ যায়,
কাজ কি কিমক কাবেলী কামদার ॥
নীচের কাষ্ঠ উপরে চাম,
কাঠের পয়জার তারই নাম,
তা মারিলে কিছু দুঃখ মিটে।
বোম্বেয়ে আর রবারের জুতো,
তার বড় নয় শক্ত গুঁতো,
অসুখী পরাণ গরাণহাটার বুটে ॥
করতে পারি তারে সোজা,
মারি যদি কাপ্তেনি মোজা,
ফুলপুকুরে হরতর ফুলকাটা।

সিলিপাট ক্যামবিশের সাজ,
জরির জুতো জড়াও কাজ,
কত শত হিরে পান্না আঁটা।
চাঁদনি কি বেঁকবিবির বুট,
গুট্‌ কিম্বা লাকৃচাঁদের শুট,
চায়না কম অভাবে লালবন্দী লালবাজারে॥
এ সব যদি মারতে পারি,
তবে গায়ের রাগ গায়ে মারি,
দামী মালের ঘা খেয়ে হয় ও সুখী অন্তরে॥
ওরাই জানে জুতোর মজা,
ওরাই ত খায় জুতো ভাজা,
জুতো ছেচকী জুতোর চড়চড়ী জুতো পোড়া।
জুতোর ঘণ্ট। জুতোর ঝোল,
ডালনা জুতোর গুড়অম্বল,
জুতোর শুকতুনি জুতোর বড়া॥
জুতোর সঙ্গে বড় ভাব, জুতোর কালিয়ে কাবাব,
জুতোর পায়েস খেয়ে ওদের হাডকালি।
জুতোর জামা জুতো পরে,
জুতোর মালা দোছট করে
জুতোর বালিশ জুতোর শয্যা খালি॥
তানকরীকে একশো জুতো
দুই চারিশো জুতোর গুত,
বাজিয়ে বেহালাদারের মুখে।
মন্দিরে যে জনের হাতে,
দুশো জুত ওর বাপের মাথে,
পাতকুড়ুনে ঘা কতক ঐ খানসামা বেটাকে॥
জুতোর কি আর রৈল বাকি,
জুতোবইতে এরাই বাঁকি,
জুতোর কথা তুলিসনে রে আর।
কিসের যোগ্য আমার নস্,
সামূলে সুমূলে কথা কস্,
জুতোর চোটে প্রাণ বাঁচা তোর ভার॥

রাগিণী বাহার বাগেশ্বরী—তাল একতালা॥

কেন সাধে সাধে বিবাদ ঘটাস।
চটবোনা তুই কেন চটাস,
ওরে ছুচ কবিরে বারণ, শোনরে শোন,
মাথায় মারবো জুতো পটাস পটাস॥
যে সব জুতোর দাম জেয়াদা
তাই আমি তোয় মারবো সদা,
মারবো না কম দামী
মানে মানেতে কালকাটাস,
মুখে কেন জুতো জুতো,
ও তোর মার্গে দেবো জুতোর গুত,
জুত খেয়ে জন্মের মত,
দাঁড়িয়ে যাবি তুইরে খটাস॥
অন্তরঙ্গ তোরে ভাবি, অন্তলোমের তুল্য হবি
পর ভেবে আমারে মিছে কলঙ্ক কি রটাস,
ছিড়লে জুত তোর গায়েতে,
আমি দাম চাব না শুধকি তাতে,
জুতোর চোটে হাড়ভেঙ্গে আজ
শব্দ হবে মটাস মটাস॥

দেখ ব্রাহ্মণ বর্ণের গুরু সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
সেই ব্রাহ্মণের দাস দত্ত নাহি হয়॥
বর্ণছাড়া ব্যক্তি ওযে ঠাইরে দেখলাম ঠাম।
চিন্তে পারা ভার ওযে বর্ণচোরা আম॥
ব্যাভারেতে অগাধ বিদ্যা হতেছে প্রকাশ।
ঠাকুরের দাস নয় কিন্তু নমটী ঠাকুরদাস॥
না বিইয়ে কানাইএর মা শুনেছ এক কথা।
মোটে যার মাথা নাই তার কোথা মাথাব্যথা॥
কিসের প্রজা যদ্যপি রাজা না থাকে রাজ্যে।
মোটে যার আহার বন্ধ কি হবে তার বাহ্যে॥
ঢাল হেতের নাই খেলারাম সর্দ্দার কিসে হবে।
মোটে মা রাধে না কোথা পান্ত ভাত পাবে॥
নামের আদ্যক্ষর বদলে ভাল হয় কু দিলে।
ঠাকুরদাস ছেড়ে লোকে কুকুরদাস বলে॥
দাশুরায় মহৎ ব্যক্তি জান না মুখপোড়া।
আমার নাই ত অপমান দিলে তাঁর ছড়া॥
দৈতে পারি কিন্তু আমি এ টী ত জই নাই।
বলে গেলে হবে না চাদ দেখিয়ে দেওয়া চাই॥
পীরের কাছে গাঁড়মজাগী ভাঙ্গবো জারিজুরি।
এই দণ্ডে ধরে দিব তোমার যত চুরী॥
আমি ত সামান্য রায় চাইনে বড় হতে।
রায়কুলেতে অনেক কবি কিন্তু এ ভারতে॥

দণ্ডকুলে কে নৃপালে কে হয়েছে বল কবি।
তোমার ও কবিত্ব নয় চিন্তে মোদের কবি॥
মহাকবি ব'লে আপনি অহঙ্কার কর।
আপনার মুখে আপনার ব্যাখ্যা মর ছুচ মর॥
বুড় গোদার মত আছ একপাশে দাঁড়ায়ে
মরণ ভাল আপনার সুখ্যাতি আপনি শোনা
চেয়ে॥
তুমি হচ্ছ মহাকবি শুনে হাসি পায়।
বড় বড় কবিদের এখন মাথা কাটা যায়॥
শেওড়া হলেন মহাবৃক্ষ নগুন মহাপাখী।
ছুচ হলেন মহাজন্তু মহাযন্ত্র ঢেঁকি॥
ঘাটু মহা দেবতা মহা পর্ব্ব অরন্ধন।
মহাপুষ্প শিমুল ভেরেণ্ডা মহাবন॥
ধানভাননী মহা নৃত্যকী মেথর মহাজাতি।
জেলেকাচা মহা বস্ত্র মহা অস্ত্র জাতি॥
খেঁদী হলেন মহা রূপসী মহা রূপবান্ কানা।
টেমৃটেমির মহাবাদ্য খাদ্য টেপফিরিঙ্গির খানা॥
নেড়ার ওরু মহা গান ভেড়া মহাবলী।
বকুলা প্যারী মহাসতী মহাযুগ এই কলি॥
মহা মৎস্য চ্যোং লেঠা ঘোষপাড়া মহাতীর্থ।
গাধা যেমন মহা গাহক (তেমনি) মহাকবি এই
দণ্ড॥
তুই আমায় সামান্য ভাবিস ক্ষতি কি আমার
তাতে।
মুড় জেলে নদীতে ফেল্লে জল কখন না তাতে

রাগিণী কেদারা—তাল একতালা।

বাঁচিনে লজ্জায়।
ঘটিল একি দায়,
এই কি যোগ্য যজ্ঞের ঘৃত কুকুরে খায়॥
বিক্রমেতে বিষম তাজা,
কেশরী কাননের রাজা,
শুনতে পাওয়া যায়,
সিংহের সিংহাসন আজ ধূর্ত্ত শৃগালে চায়॥
সকলি শেষ ফক্কা হবে,—
হোক্কা হোয়া হোক্কা হোয়া রবে,
কেবল কাণ জ্বালায়,
শিঙ্গায় ভজী দেখলে হবত ওয়াক্কা পায়

দেখ, দণ্ড কায়েত ব্রাহ্মণের মান কে জানে
কোন্খানে।
ঘোষ বোস মিত্র এরাই ব্রাহ্মণের মান জানে॥
ব্রাহ্মণ বলে রেয়াত করে আবার তৎক্ষণাৎ।
টিকি ধ'রে সে ব্রাহ্মণে কচ্ছে পদাঘাত॥
কি হবে আর জুতো মেরে পাদপ জল খেলে।
মুখের আহার কেড়ে খেলে প্রসাদ খাওয়া
কি বলে॥
ইষ্টকে সে তেমনি দেখে যার যেমন মন সাঁচা।
শ্রীক্ষেত্রে কত লোকে দেখছে পুঁয়ের মাচা॥
তুমি বল্লেই ছোট বড় আমি হব কেমনে।
তোমার ও খেয়ালের কথা গুণীতেই গুণ জানে॥
আমার সঙ্গে কি তুলনা কোথায় তুমি আছ।
কেবল ক'রে খোসামোদ সব গোঁড়ার গুণে বাঁচ।
পালের গোদা পাস মেরে বেড়াচ্ছে হেলেদুলে।
সেবকানুসেবক একটা আসরে দিলে তুলে॥
এ বেটা তুষমুন চেহারা কচ্ছে কি কারখানা।
লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ায় যেন নীল বানরের
ছানা॥
ছড়ায় বলে দণ্ড বুড়ার কিছু নাইক মনে।
মরণ জীয়নের কাটী বুঝি উনি ওবে এক্ষণে॥
তা নয় দণ্ড বৃদ্ধ দশায় সইতে নারে ঠেলা।
ছুকৃরিগুলো ভিড়িয়ে দেয় অধিক ঠেলার বেলা।
বৃদ্ধ বেশ্যা তপস্বিনী বসেছেন এখন যোগে।
ছুকৃরির রোজকার খেয়ে দিন কাটুচ্ছে যোগে
যাগে॥
ধরেছে ওরে বাহাতুরে বেঁচে কি সুখ পায়।
সকল জ্বালা জুড়ায় মরনা শীঘ্র যদি যায়॥
আপনি হয়ে মহাকবি কচ্ছিস জাঁক জারি।
অমন কবির মুখে আমি পাতলা বাহ্যে করি॥
আবড় তাবড় কথকগুলো বকে ঘন ঘন।
শেষটা বলেন এত ব'লে কি বল্ছে তাই শোন॥
ষত্বণত্ব বোধ নাই আমার বল্লে অনায়াসে।
ওদের শুন্লে উচ্চারণ অমনি নেকার আসে॥
সভার মাঝে বেহায়ারা যেরূপ বলিস্ ছড়া।
কোন পুরুষে তোদের ত জানেনা লেখাপড়া॥
হাজার তুমি নেচে কুঁদে বল যদি ছড়াটী।
উচ্চারণ না হ'লে মুখে সব হলো যে মাটী॥

তোদের মত অমন ছড়া পীরের গানে বলে।
গাজনেও ঐরূপ ভরজা সন্ন্যাসীর দলে॥
মেয়ে কবির দলেও দেখি অমনি ছড়া আনে।
অমনি ছড়া ব'লে থাকে শাখাপরাণ গানে॥
গান ক'রে শিব নেচেছিলেন তাইতে নাচে দণ্ড।
শিবের সঙ্গে শিবে বাগ্দির তুলনা যথার্থ॥
নাচ দেখে নাচ শিখলি শিবের ওরে আমড়ার টেকি।
শিব করেছেন বিষ জীর্ণ তুমি কর তাই দেখি॥
তেজীয়ান সব কর্ত্তে পারে তুমি কিসে তা হও।
শিব হও না হও শিবের ষাড়ের গোবর নও॥
আমার দলে মোট বয়ে যে দিন গুজরাণ করে।
মুণ্ডে মুণ্ডে তোদের মত ছড়া রচতে পারে॥
লিচু পীচের বাগান তুমি কোনকালে হয়েছ।
কালকাসুন্দে সেই চাকুন্দে চির কালত আছ॥
রাতারাতি তোমার কিবে ধরেছে কপাল।
কেউটে হ'লে কবে হেলে দেখছি চিরকাল॥
আপনি মনে ভেবেছ হয়েছ তুরকি ঘোড়া।
আমরা দেখি সেইত দক্ষিণে দুম্ব মেড়া॥
সকার বকার যেরূপ তোদের মুখে উচ্চারণ।
আমি আজি নমুনা দেখাই দুই চারি চরণ॥

উহাদের গান ছড়ার ভাব, অর্থ, মিল প্রায় এই প্রকার,—

রাবণ মরিল রণে দুর্য্যোধন কাঁদে।
দ্রৌপদী বিধবা হ'ল এ বড় উৎপাত॥
বৃন্দাবনের লীলাখেলা সাঙ্গ হয়ে যায়।
ভেঙ্গে পড়লো জগন্নাথের শ্রীমন্দিরের চুড়া॥
ফরাসী প্রোসিয়ার যুদ্ধ হচ্ছে ভয়ঙ্কর।
সেই ভয়ে সাঁওতালেরা জল পারা মোচ্ছে॥
ন'দের রাজার রাজ্য গেল পাকা ফলার কৈ।
কাপড় চোপড় ময়লা হ'ল ঔষধ দেই কোথা॥
প্রতাপচাঁদ রাজ্য ছেড়ে ধূলায় গড়াগড়ি।
ঘুঁটে কুড়নির বেটা এসে মোড়ল হতে চায়॥

বে-মিল গীত।

লজ্জা নাই তোর দুকাণ কাটা।
গান ছড়ায় মিল করলি ভাল,
ভাব শুনে তার কান্না আসে
উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে॥
মহা কবি আপনি হবে,
যেমন, রাখালের সাধ রাজা হ'তে,
তাইরে নারে তিন্‌তা ধিনা,
ঢাক মুড়েছ সাটিন দিয়ে।
তোমার গানের মিল দেখাতে,
দেখ মিল ছাড়া গান করলেম আমি,
এম্‌নি মিল যে সকল তোমার,
সোনার রাজ্য ভূতে লোটে॥

দেখ, বেহায়াদের বলিব কত,
লজ্জাখেতে হয় পাকত,
সকার বকার সভায় উচ্চারণ।
সম্প্রতি মম প্রার্থনা, করুন সবে দোষ মার্জ্জনা,
ভদ্রের কাছে এই নিবেদন॥
আমি করি ভদ্রতা কাব্য, ওরা বলে অশ্রাব্য,
ভদ্রে সে সব করুন বিবেচনা।
চুপ করে আর থাকি কত,
সেই ঔষধি রোগের মত,
সোজা পথে চলা আর হ'ল না॥
টিকি ধরে টন্‌বে তুমি,
তোমার পক্ষে দেবতা আমি,
দেবতার তুমি টিকি ধরতেও পার।
একবারে খেয়েছ কলা,
বাপকে কোন্ দিন বলিবে শালা,
কোন্ দিন বা ভগ্নীর লজ্জা হর॥
সন্দেহ হতেছে মোর, বদ্ আকরে জন্ম তোর,
গোড়া জানবো ক'রে পাকা পাকি।
ছিলি তুই জাতে বাঝাই, বস্তাখানি যদি পাই,
একবার তাতে বোমা মেরে দেখি।
যার হয়েছ তুমি ফসল,
জমিখানির জান্‌বো আসল,
কড়ুরা কি দোআঁসলা মাটী বেলে।
বিশেষ করে জান্‌বো হাল,
চষে ছিল কে তাতে হাল,
বিদে মই নিড়ানি দিয়ে ঘাস মেরে কে দিলে॥

পরিশিষ্ট—গীতাবলী।

রাগিণী ইমন—তাল কাওয়ালি।

দিনে তার দীনদুখ-বারিণী।
দিনৃত অন্ত সে কৃতান্ত নিকটে এলো
ভয় হর ভয়হারিণী।
কুসঙ্গে কুরঙ্গে হলো মা সুদিন গত,
করেছি পাপ কত, পাই মা তাপ এত,
স্বগুণে মার্জ্জনা কর সুত অপরাধ যত,
ত্রাহি মে ত্রিগুণধারিণী।
মম চিত্ত নিত্য পথ না করে অন্বেষণ
অনর্থ করে সদা কুপন্থে ভ্রমণ,
আভোগ না পারি ফিরাতে মম মদমত্ত করী,
না মানে জ্ঞানাঙ্কুশ উপায় বল কি করি,
এদীন ব্রজমোহনে দুস্তারে শঙ্করি,
তুমি গো নিস্তারকারিণী॥

রাগিণী ভূপালী—তাল একতালা।

ত্যজ মন স্ববাসনা রে।
ত্যজ মন স্ববাসনা ভাব শবাসনা রে
মম রসনা সুরসে রসনা,
সুজনভারতী ভালো কি বাসনা।
পঞ্চাধরে যাঁরে ধরেন সদা পঞ্চানন,
হলো তাঁর পঞ্চত্ব বারণ,
প্রপঞ্চ এ ভবে রবে রে কদিন,
দিন যায় রে যায় দিন থাকিতে কুমতি নাশ না।
কি হবে সে কালে রে, কাল কেশে ধরিলে,
অবশ ইন্দ্রিয় সকলে,
জ্ঞানের অম্বর জড়তা রসনা,
কালী বলিতে আর এ ব্রজমোহনে
কাল পাবে না॥

রাগিণী ভূপালী—তাল একতালা।

সে নয় কভু সামান্যে রমণী।
কি জানি, কালরূপিণী,
এলোকেশে এলো কে সে ধনী
পদভরে যাঁর অধরা ধরণী॥

হাসিছে নাশিছে দানবদৈন্যে,
ত্রাণ হয় নয় মানবকন্যে,
ধন্যা গণ্যা মান্যা, মৃদুহাসিনী ভীমভাষিণী,
অবিনাশিনী হরিবাসিনী।
নাচে সমরে কত রঙ্গে ভঙ্গে,
ভূত পিশাচ যোগিনী সঙ্গে,
দর দর দর রুধির অঙ্গে।
ভ স্করা ভাব অচিন্ত্যো, করিয়ে চিন্তে,
কে পারে চিনিতে, জিনিতে কে পারে প্রাণান্তে,
সুরপালিনী, শিরমালিনী,
করবালিনী শশিভালিনী॥

রাগিণী গৌরী—তাল কাওয়ালি।

দীন দুরিতবারিণী তারিণি তার।
এত কি অলস লইতে পাতকীর ভার।
বেদে শুনি যে জন ভজে মা সদা তারাপদ,
কি চিন্তা তার, তুমি তারা হর তার আপদ,
মা তোর নামের গুণে বিপদে ঘটে সম্পদ,
থাকে না সে জীবের কালাকালে কাল-অধিকার
ভজন যে জানে নাহি মহিমা তারে তারিলে,
তবে সে গৌরব পদ, অকৃতিসন্তানে দিলে,
এ দীন ব্রজমোহনে লয়কালে লয় কালে,
তবে কেন পতিতপাবনী তুমি নাম ধর॥

রাগিণী কেদারা—তাল একতালা।

অপরূপ কি, হেরিলাম আমি নয়নে।
বিজয়ী চারুপদ সুধাংশু রবি তড়িৎ নবঘনে॥
দিগম্বরী অতি কৃশাঙ্গী, প্রমথসঙ্গী
ভীষণ ভঙ্গী, সমররঙ্গিণী, বামা বেরে উলঙ্গিনী,
করে কি রঙ্গ করি তুরঙ্গ গ্রাসে রথাঙ্গ রথী সনে
নীলোৎপল অঞ্জন জিনি, নির্ম্মল নব কাদম্বিনী,
এ কালো বরণী কার ঘরণী রমণী
ধনীর দম্ভে ধরণী কম্পে,
নপুর ঝম্পে শ্রীচরণে॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল কাওয়ালি ।

কত দিন আর এ দীনে দুখ দিবে ।
নিতান্ত জননি কি গো নয়ন মুদিবে,
এলো যে কাল রজনী গেল মা দিবে ।
শৈশবে জ্ঞানবিহীন, ক্রীড়ারসে গেল দিন,
হলোনা তত্ত্ব তোমার যৌবনে মতি মলিন,
কিসে যায় দুর্গতি গতি কি হবে শিবে ।
কাল গত কালে কালে, জড়িত অজ্ঞানজালে,
ভাবিলে মা ব্রজমোহন কি হবে ভাবি দুই কালে,
অনিত্য জীবন তার রবে কি যাবে ॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল কাওয়ালি ।

ভাবনা কি মন দিনে হয় দিনান্ত ।
থাকৃতে দিন দিন তারা ভাবনা ভ্রান্ত,
দিনেশনন্দন হলো নিকট নিতান্ত ।
শুনেছ যার নামটী তারা, তিনি এ ত্রিজগততারা
তারা চিন্তে পারে তারা, যাদের আছে জ্ঞান-তারা
সে তারা সদা বাঞ্ছিত সদা তারাকান্ত ।
সুজনভারতী রাখ, এ নহে তার অতি দেখ,
নিত্য নিত্য বলি তোরে নিত্য পথ ভজনাবো,
বিষয়-বাসনায় ব্রজমোহন হও ক্ষান্ত ॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল কাওয়ালি ।

তারা নাম আর কার বল আছে মা তারা ।
তরে যাবগো ভবদারা তোমারি দ্বারা ।
এ ভবসিন্ধু তরিতে, মা তোমার পদ-তরিতে,
শুনেছি স্থান পেয়েছে যারা ।
অনায়াসে দুখ নাশে, মুক্তি পায় তারা ॥
যদি মুক্তির আকিঞ্চন, কর দান ব্রজমোহন,
দিবানিশি ভাবনা কেন,
তারারূপে সঁপে তারা নয়নের তারা ॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল একতালা ।

মন মজরে তারাপদে ।
যে জন তারা ভজে তারা আছেন তারাপদে,
তার কি চিন্তা মনে, সর্ব্বদা সন্তানে,
মা রাখেন পদে বিপদে ।
শম্ভু ক'রে তারা-নামামৃত পান,
মৃত্যুঞ্জয়ী আর শিবত্ব পদ পান,
ব্রহ্মা ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মময়ী মাকে,
যোগে মন যোগায়ে সাধে ।
একবার যারা মন দিয়েছে তারা-পায়,
মুদলে নয়ন তারা তাহাই তারা পায়,
ব্রজমোহন ভবে ভাবলিনে কি হবে
চরমে পরমাপদে ॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল একতালা ।

কবে হবেরে মন যোগী ।
পরমার্থ ধন সাধনেতে হয়ে মনোযোগী,
কামাদি দুর্জ্জন ছয়জনে দমন,
ক'বে হয়ে উদ্যোগী ।
শোননারে শান্ত যা বলিবে তারা
তুমি সদা বল কালী তারা তারা,
থা ক যেন তোমার জ্ঞাননেত্র-তারা,
তারাচরণে সংযোগী ।
পবিত্র মানস ক্ষেত্র আছে নিজ,
তাতে রোপণ কর গুরুদত্ত বীজ,
অঙ্কুরিত হ'লে মনরে,
অঙ্কুরিত হলে ব্রজমোহন ভবে হয়
যদি তার ফলভাগী ॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল একতালা ।

আমার মানস-মধুকর ।
বিষয়বিপিনে ভ্রমে কেন ভ্রম নিরন্তর,
হরিপদারবিন্দে মকরন্দ পান কর ।
এ কাননে তুমি যে সব পুষ্প দেখ,
সে সব মধুহীন কেতকী চম্পক,
সেই সরোজ-মধুপানে মত্ত থাকো
অনিত্য সুধা নিবার ।
দিবানিশি তোমার গুনগুন নিজরবে
গুণময় হরির গানে মগ্ন রবে,
ব্রজমোহন তোমার দাসত্ব লয়
দেহ তোমায় জানি গুণাকর ॥

রাগিণী ভীমপলশ্রী—তাল কাওয়ালি।

মন শান্ত সুপথে কেন চল না।
ভবে অনর্থ ভ্রমণ ভ্রম কি গেল না,
হলোনা সাধন হলোনা,
ওরে দিনান্তে বদনে কালী বল না।
হলি প্রমত্ত বারণ, তোরে যা করি বারণ,
নহে অকারণ,
এ দিনের দিন গত, দিনমণিসুতাগত,
অসঙ্গত গতজঠরযন্ত্রণা ভুলনা।
কেন যাতায়াত বারম্বার,
দুখ নিবার এবার দুরাচার,
আমি বলি কালী বল,
বঞ্চনা তব কেবল চিরকাল
এ দেখি ব্রজমোহনে ছলনা॥

রাগিণী ভীমপলশ্রী—তাল একতালা।

দুখ দিবে কত দিন
কি দোষে জননী হয়ে জনম্মের প্রতি এমন কঠিন
জন্ম জন্মান্তরে করেছি [illegible]
তার প্রতিফল মা আমারে [illegible],
মম কি দোষ তায়, [illegible] আমায়
করেছ জ্ঞানহীন॥
মা, বিগত জঠরে [illegible]
পেয়ে আমি এবার [illegible]
তারা, এবার কর্মক্ষেত্রে কেবল তোমার
চরণ পূজিতে চলিলাম,
ভূমিষ্ঠ কালে মা তুমি ত ভুলালে,
ভজনবাদি ছয়জন দেহে কেন দিলে,
তারা দুর্নিবার ব্রজমোহনের
করেছে মতি মলিন॥

রাগিণী ভীমপলশ্রী—তাল একতালা।

বড় বিপদ জননি।
তোমাদিগের দুই সতিনে এমন ভাব
আমি ও তার কিছু ভাব না জানি।
তোমরা ঘরে বিবাদ করি পরস্পরে,
একটী থাকো আমার পিতার বক্ষোপরে,
সতিনী হিংসাতে মস্তকেতে ব'সে
আছেন মন্দাকিনী॥
কে সন্তানে স্নেহ করে, কে যন্ত্রণা হরে,
তাই ভাবি গো হরললনা।
হব কার চরণে নত, কার শরণাগত,
তারা, আ[illegible]র উপায় বল না॥
ব্রজমোহন বড় [illegible]ত বিপাকে,
অন্তে যদি তোমায় মা বলিয়ে ডাকে,
সতিনীসন্তান ব'লে পদে স্থান
না দেন সুরধুনী॥

রাগিণী ভীমপলশ্রী—তাল কাওয়ালি।

মরি কি রূপ বিহরে।
যেমন কাঞ্চনে জড়িত হীরকমণি,
তেমনি গৌরী মিলিতাঙ্গ হরে।
বামপদকমলে নূপুর বাজে কি রসাল,
দক্ষিণ চরণে নৃত্য করে ধরে কিবা তাল,
অজিন পট্টাম্বর কটিতে সুন্দর,
তাহে কত শোভা অস্থিহারে।
রত্নকঙ্কণ বলয়া কিবা বামভুজে সাজে,
দক্ষ কর সাজে সে বিশাল ডম্বুরে,
মণিকুণ্ডল সে বাম শ্রবণে ধরে॥
দক্ষিণ শ্রবণপরে কি শোভা ধুতুরার ফুল,
লোহিতবরণে করে দক্ষিণ আঁখি ঢুল ঢুল,
রঙ্গে বাম আঁখি হরেরে নিরখি,
তাহে হরের প্রাণ মন হরে।
আধ ভালেতে সিন্দূরবিন্দু,
আধ ভালে আধ ইন্দু,
কিবা প্রভা ভুবন আলো করে,
হেরে সে শোভা পতিত ইন্দু নখরে।
আধ শিরে জটা ফণী সুরধুনী বিরাজে,
আধ শিরে চাচর কুন্তল বেণী কি সাজে,
কৃতার্থ জীবন রে ব্রজমোহন
কর একবার জ্ঞানচক্ষে হেরে॥

রাগিণী সুরটমল্লার—তাল কাওয়ালী।

হ'ল রে মন কালগত কালী কালী বল।
তুমি ভুল না ভুলনা মন, শিওরে শত্রু শমন,
সন্নিকটে সুপথ এখন কালীপুরে চল।
গেলিনে সুপথে ভবে হলিনে দাস কালিকার
অদ্য যে ভাবনা কর কেন চিন্তা কালিকার,
আজ দিন গেল গৌরবে,
না জান কাল কোথা রবে,
কালি যে বলিবে কালী এ যুক্তি অতি বিফল।
এবার নিতান্ত কুমতিমতি মজালি ব্রজমোহন,
কালবশে কুরসে কাল গেল।
দেহরথে আপনি রথী হয়ে তুমি একবার,
বুদ্ধিরে কর সারথি অশ্ব দশেন্দ্রিয় তার,
কালভয় পরিহরি, ভক্তিরূপ কোদণ্ড ধরি,
ব্রহ্ম-অস্ত্র কালীনাম সন্ধানে রিপুদলে দল॥

রাগিণী সুরটমল্লার—তাল কাওয়ালি।

দিনান্তে কালী নাম জপ না মানসে মন।
কোরনা রে আর অনর্থ ভ্রমণ,
কর করিতে শপথ ভবে মুক্তিপথ অন্বেষণ।
কাল এসে ধরিলে কেশে কালী বলা হবে না,
হ'লে দেহ শব এ উৎসব রবে না,
কালীপদ ভাব না যাবে কালভাবনা,
যতনে জয় কালী ব'লে কররে কালহরণ।
তোরে বলিরে নিতান্ত গেল দিন ত
কেন ভ্রান্ত এত,
দেহ মূঢ়মতি কুমতি বিসর্জ্জন।
ম'জে মায়া সরোবরে বিফলে কাটালে কাল,
ধরিতে জীবন মীন পেতেছে ধীবর জাল,
এখনি বধিবে প্রাণ, কিসে পাবে পরিত্রাণ,
একবার বদনে কালী বলরে ব্রজমোহন॥

রাগিণী টোড়ি—তাল আড়া।

দিবানিশি কর মন শ্যামারে স্মরণ মনে।
কুরস ত্যজিয়ে মজ রসনা সে রস পানে।
বদন ত্যজি বিশ্রাম, বল দেখি দুর্গা নাম,
সতত শ্রবণ তুমি শ্রবণ কর শ্রবণে।
অন্তর নিজ অন্তরে, অন্তর কর না তাঁরে,
নয়ন সে কালীরূপ দেখ রে নয়নে।
কর রে করে শোভ', শ্যামাপদে দিয়ে জবা,
চল পদ কালীরাজ্যে লইয়ে ব্রজমোহনে॥

রাগিণী টোরী—তাল কাওয়ালি।

কেও রণতরঙ্গে তরুণী,
নাহি লাজ, একি সাজ,
রমণী হইয়ে কেন শবাসনী বিবসনী।
রুধিরাক্ত নেত্র তারা, নালাঙ্গে রু'ধরধারা,
পদভরে হইতেছে অধরা ধরণী।
যোগিনী সঙ্গিনী সনে, উন্মত্তা রুধির পানে,
দিতিসুতগণ প্রতি কৃতান্তরূপিণী।
কহিছে ব্রজমোহন, কেন মাগো কি কারণ,
হয়ে রাজরাজেশ্বরী হলে পাগলিনী॥

রাগিণী আলিয়া—তাল কাওয়ালি।

শিবে আর কত দিন দিবে দীনে দুর্গতি।
নাই গতির সঙ্গতি।
দেও যদি মা চরণতরি, এ ভব দুস্তরে তরি,
মাম্প্রতি কটাক্ষ ক'রে সম্প্রতি॥
আসি এ সংসারে আশীলক্ষ বার,
হয়েছে মা কত পুণ্যে মানব জন্ম আমার,
জঠরের প্রতিজ্ঞে ভঙ্গ করি সব,
হলো না এ জন্ম জীবনে গৌরব,
সুপথ ত্যজে অনায়াসে, ভজনবাদি ছজনবশে,
অতীত দিন আছে মা অল্প অতি॥
যাতায়াত করি নানা প্রকারে,
জেনেছি মা বিশেষরূপে, যে সুখ এ সংসারে,
আশা পূর্ণ আসিতে আরতো না চাই,
আসার আশা যায় যাতে মা কর তাই,
অনুকম্পা প্রদান করি, চরমের অনুপায় হরি,
পায় রাখিলে ব্রজমোহন পায় গতি॥

রাগিণী আলিয়া—তাল একতালা।

ওহে নিত্য নিরঞ্জন, সত্য সনাতন,
ধ্যানের ধন পুরুষ তুমি করেছ
এই বিশ্বমাঝে কি খেলা প্রকাশ।

খেলা হে আশ্চর্য্য বড়,
একবার ভাঙ্গ, একবার গড়,
কিন্তু কখন অনন্ত তোমার হয় না খেলার শেষ।
আমি যে পদার্থ প্রতি করি নিরীক্ষণ,
তোমার অনুরূপ করি দরশন।
অসম্ভব শিল্প তব, পান্ না ভেবে বিধি ভব,
জ্ঞানহীন ব্রজমোহন হে
তার জ্ঞানে কি বিশেষ॥

রাগিণী শঙ্করা—তাল ঝাঁপতাল।

দেবেশ দেব দিগম্বর,
ওহে হর পাপ তাপ কৃপা কর।
ভবধব ভবেশ, শিবদাতা সর্ব্বেশ,
প্রভু পিনাক শশধরশেখর।
সুর-নর-কিন্নর-পূজিত ত্রিপুরান্তকারি,
হে ত্রিলোকেশ,
ত্রিলোক বন্দন, যোগে প্রধান যোগী,
শিব শম্ভু সকল শুভকর॥

রাগিণী ভীমপলশ্রী—তাল একতালা।

জাগো গো কুলকুণ্ডলিনি।
মা আমার অন্তরে,
তোমায় অন্তরেতে রাখি, নিয়ত নিরখি,
অন্তর না করি দিবা রজনী॥
ভক্তিপুষ্প করি শ্রদ্ধা সচন্দন,
তদঞ্জলি করি চরণে অর্পণ,
নেত্র মুদে মনসাধে কালীরূপ করি দরশন,
কামাদি ছয় বলি, দিব গো করালি,
বিবেক-অসি করে ধারণ করি,
পরে জ্ঞানাগ্নি জ্বালিব, হিংসাহুতি দিব,
তবে ব্রজের শিব ঘটে শিবানি॥

রাগিণী আলিয়া—তাল একতালা।

যদি স্বগুণে চরণ কর্‌লে বিতরণ
দীনের এই সুদিনে।
যেন ক'রনা ওগো জননি,
পাপাঙ্গে আবার বঞ্চিত চরণে॥
ভবে এসে কুপথগামী, সুপথ চিনিনে আমি,
এ দুর্ম্মতি তম হর তুমি জ্ঞানাক্ষি প্রদানে॥
কর ক্ষমা ক্ষেমঙ্করী অপরাধ আমার,
করেছি মা কত শ্রীঅঙ্গে প্রহার,
কিন্তু এমন অপরাধী, না হই তোমার শত্রু যদি,
তবে সাধে কি স্থান দিবে পদে
এ ব্রজমোহনে॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল একতালা।

হ'ল বিফলে জীবন গত।
কতদিন আর রবে তুমি মন নিদ্রাগত,
চৈতন্য হয়ে হও চৈতন্যরূপিণীর
চরণে শরণাগত॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল কাওয়ালি।

কি কর মম মানস গেল যে দিন।
দিনান্তে ডাক রে সে কৃতান্তবারণ॥
কি হবে দুর্দ্দিনে বল কি সম্বল আছে আর,
দিন পেয়ে এল সে দিনমণিনন্দন।
চরমে পরমাপদ, জেনে কি তা জান না,
থাক্‌তে দিন ভাব দীনবন্ধুচরণ॥

রাগিণী ইমন—তাল একতালা।

হর দিনের দুর্গতি পদসম্পদ দিয়ে।
ধর বাক্য ধর ধরায় ত্বরায় চল,
আর কি জন্যে রও নয়ন মুদিয়ে প্রিয়ে॥
হয় না আমার পূজা তবার্চ্চনা ভিন্ন,
তোমা ভিন্ন অন্ন গ্রহণ হবে কোথা
আর হে আমার,
তোমায় যে জন ভক্তি করে,
সে পায় জেন মোরে,
বিরাজ করি যে তার ভবনে গিয়ে।
ব্রজমোহন বলে ভাসি নয়নজলে,
নামটী তোমার অগ্রে লক্ষ্মী পরে নারায়ণ
এই কারণ,
তোমার কৃপা হবে সত্য, জানলে না হয় মিথ্যা,
মত চরণে থাকি চিত্ত সঁপিয়ে॥

রাগিণী বাহার—তাল যৎ।

ওহে মহারাজ,
আজ একান্ত বুঝি তব জীবনান্ত হ'ল।
তোমার কাল পূর্ণ দেখে ঐ দেখ সম্মুখে,
কালের স্বরূপ কালোরূপ কে এল ॥
আমরা নগরে কি শুনি, অসম্ভব বাণী,
হস্ত দিয়ে সে মস্তক কাটিল।
শিশুর কি শক্তি প্রভাব, সামান্য না ভাব,
শিয়রেতে শত্রু হয় প্রবল।
শিশুর কি রূপমাধুরী, আহা মরি মরি,
হেরে রূপ নয়ন মন ভুলিল।
তব ধন-জনোৎসব, সুখৈশ্বর্য্য সব,
গেল গেল দিন আজ নয় হে ভাল,
যদি বংশ রাখ এবার ভবে
বংশীধারীর চরণতলে শরণ লইগে চল ॥

রাগিণী কালাংড়া—তাল একতালা।

ধিক্ থাকুক তোর দত্তকুলে।
এ কলঙ্ক যায় কি ম'লে ॥
হলে অপদস্থ আর কায়স্থকুলে কালি দিলে।
কুলের মান্য হতে ভবে,
ভেবে, কূল কিনারা পাওনা ভবে,
ডুবাতে কুল অকূল মাঝে,
কুলের প্রদীপ জন্ম নিলে ॥
উঠবো ব'লে উচ্চ পদে,
তুমি দাস হ'লে না দ্বিজের পদে,
যেমন মুখ তোর তেমনি জুতো,
চূণ কালি দিয়েছে গালে ॥

রাগিণী জমৃঝিঝিট—তাল একতালা।

কেন কাঁদো পাষাণি, তোমার ঈশানী এলো।
কেন ধরাতলে আর অধরা রাণি,
হলো পূর্ণ সাধ বাঁধো কবরী এলো।
যাবে সর্ব্ব দুখ দেখলে সে চাঁদমুখ,
চল চল ওগো অচলমহিষি যাই প্রাণ জুড়াই,
দুটী শিশু লয়ে কক্ষে ধারা চক্ষে
এসে হরঅঙ্গনা অঙ্গনে দাঁড়ালো ॥

নাই ত্রিলোকে ত্রিনয়নীর স্বরূপ,
আমরা দেখে এলেম
তোমার মেয়ের সেই যে রূপ, অপরূপ,
কে দেয় তুলনা তায় শশী,
লাজে শশী আসি,
উমাশশীর পদনখে লুকালো ॥

রাগিণী আলিয়া—তাল একতালা।

দীনে রাখলে যদি রাঙ্গা পায়।
আমার পাপে অঙ্গ ভারি, ভার বইতে নারি,
একটী ভার তোমায় দেই হে ভূভারহারী,
ওহে দীনবন্ধু দীনহীনে যেন
সেই দিনেতে দিন পায়।
ভেবে চিরদিন জীবন কম্পিত,
পরম শত্রু আমার দিনমণিসুত,
দিন পেয়ে সে এসে, ধর্‌লে কেশে,
বল কি হবে দীনের উপায় ॥
ভবের হাটে আর ওহে দীননাথ,
কতদিন আমি করিব যাতায়াত,
কর মুক্ত ব্রজমোহনের এবার
জঠরকঠোর দায় ॥

রাগিণী মুলতান—তাল কাওয়ালি।

কুলের গৌরব বাড়ালে ওহে দত্ত।
আছে জগতে বিখ্যাত পুরুষত্ব ॥
দেখতে কেবল বাইরে চটক
ভিতরে ভোজবাজীর খেলা,
পেটে তোমার নাই কিছু পদার্থ।
মরি কিবা গুণগ্রাম, আগু বলদ মন্বুরাম,
অহঙ্কারে হ'য়েছ উন্মত্ত ॥
আপনা হ'তে কুল হারালে
মান পুতেছ মানের তলে,
পিতামাতার বাড়ালে মহত্ত্ব ॥
প'ড়ে আছ ঘোর বিপাকে,
তোমার মূল্য চোদ্দ সিকে,
গুণিপুরুষ জন্মেছ যথার্থ ॥

রাগিণী সিন্ধুভৈরবী—তাল পোস্তা।

বিলাতী আমদানী সব
দেখতে কেবল রঙ্গের চটক।
ভিতরে ভোজবাজীর খেলা
বাইরে থাকে ফাটক আ ক॥
রঙ্গেতে সবাই মজে,
রঙ্ গেলে শেষকালে বোঝে,
যেমন সেই দিল্লীর লাড্ডু
খেলে হয় শোক না খেলে শোক॥
রংটি নয় বস্তু সোজা,
সহজ নয়তো রঙ্গে মজা,
রঙ্গেতে ভুলিয়ে দেখ পাবক হন পতঙ্গনাশক॥

রাগিণী সুরট—তাল কাওয়ালি।

চিন্তরে চিত্ত সদা অন্তরে।
যে পালন লয়, সৃজন করে,
ও সেই পরম পুরুষ ঈশ পরব্রহ্ম পরাৎপরে॥
দেখ নির্ব্বিকার নিরাকার নিখিল মঙ্গল
যে জন বাক্য মন নয়নের অগোচরে,
নিত্য নিধি নিরাধার, আদি অন্ত নাহি যাঁর,
পাওগুণ বেদ বেদান্তসারে॥
সত্য সনাতন, মুক্তি নিকেতন
ও যাঁর অনুমতির অনুবর্ত্তী সুধাকর প্রভাকরে॥
যে জন সর্ব্বত্র পূজিত বিরাজিত যে পদার্থমাত্রে,
স্থল জল অথবা শূন্যপরে॥
পঞ্চরূপে যে জন ভবে, পঞ্চভূতময় জীবে,
স্থাপিত্ব পঞ্চত্ব বিধান করে,
পঞ্চরূপ যেই পঞ্চে এক সেই করে, প্রপঞ্চে
ব্রজমোহন ভেদ সে পঞ্চ প্রকারে॥

রাগিণী বাহার—তাল কাওয়ালি।

দেমা সঙ্কটে শিব শিবরমণি।
কাতরে বিতর কৃপা জগদ্বন্দিনি॥
শমন নিকট হ'ল শিবে,
কি হবে গতি কি হবে,
ভেবে সারাদিন সারা হল দীন,
কেবল ভরসা ভানুজভয়বারিণী তারিণী।
সংসার সাগর ঘোর তরঙ্গে,
ভাসিছে আমার ক্ষুদ্র দেহতরণী।
আকুল ভাবিয়ে কূল আর দেখিনে,
এইবার নিজ সন্তানে ব্রজমোহনে
অভয় চরণে রাখ পতিত
পতিত বলে পতিতপাবনী॥

রাগিণী বিভাস—তাল কাওয়ালি।

শবে কে রমণী সমর-উৎসবে।
হের সবে।
এলো হাসিতে হাসিতে প্রাণ নাশিতে,
অসিতে কাঁপে ধরা ধ্বনিতে,
সাধ্য কার হুহুঙ্কার ওর সবে॥
হেরে অঙ্ঘ্রিযুগল তল রক্তোৎপল
বালার্ক কি গৌরবে রবে॥
দ্বিজরাজ দশ নখরে প্রসবে,
নবঘন স্থিতি তদুপরে হর-উরে,
মন হরে সুমধুর নূপুরের রবে,
বিল্বদল জবা, ওপদ-পল্লবে,
সদা করে দান বাসব কেশবে॥
নারি চিন্তে ও নারী নারি জিনতে
জীবনের আশা কর যদি ভ্রান্ত দানবে,
সবে চরণে শরণ লও তবে,
ব্রজমোহনের বাক্য ধর বামার ধর পদ
ব্রহ্মপদ তুচ্ছ জ্ঞান হবে,
শিবদা'রা দ্বারা শিবত্ব সম্ভবে,
ভুলনারে ভবে অনিত্য বিভবে॥

(৺ব্রজমোহন রায়ের ভ্রাতা গোপীমোহন রায়ের রচিত গীত নিয়ে দেওয়া গেল।)

রাগিণী তোড়ী—তাল কাওয়ালি।

তার গো তারিণি অধমে স্বগুণে।
যদি না তার,
তুমি না তারিলে তারা কে তারিবে সন্তানে॥
আমি অতি বুদ্ধিহীন, ভকতি স্তুতি বিহীন,
বিমুখ হয়োনা মাগো অভয় চরণ দানে।

পদ-মহিমা কে জানে, বিদিত বেদ পুরাণে,
শিব ধরেন পঞ্চাননে, তবু না পান অন্ত।
কাতরে ডাকে কিঙ্কর, দুর্গে যদি কৃপা কর,
ভবাম্বু পার কর, এ দ্বিজ গোপীমোহনে॥

রাগিণী তোড়ী—তাল আড়া।

অভয়ার ও অভয়পদ-মহিমা কে জানে।
যুগে যুগে যোগিগণ সীমা না পান ধ্যানে॥
মহাযোগী ত্রিপুরারী, ও পদ হৃদয়ে ধরি,
পাছে কেহ লয় হরি সদা ভয় মনে।
অনন্ত মহিমা বেদে, অন্ত কেবা জানে,
ত্রিগুণান্বিতা মহামায়া বরদে বরদায়িনী।
দ্বিজ গোপীমোহন বলে, রাঙ্গা চরণ হৃদ্‌কমলে,
দেখ্‌তে পাই চরমকালে বাসনা এই মনে॥

রাগিণী বাঁরোয়া—তাল ঠুংরি।

কেন ভুলে রয়েছ রে মন।
বিষয়-মদে অচেতন॥
মুহূর্ত্তে যাইতে পারে তোমার অনিত্য জীবন।
দিনে দিনে আয়ুশেষ, জান না ভ্রান্ত বিশেষ,
এইবেলা ডাক দীনেশ, ভাব শ্রীনন্দনন্দন॥
নাহি জ্ঞান হিতাহিত, মায়াতে জীব মোহিত,
সংসারের এই রীত, কেবল সব অকারণ।
বৃথা বাসনা উৎসব, এই দেহ হ'লে শব,
কোথায় রবে বৈভব, ডাক নিত্য নারায়ণ।
সময় হইল গত, ক্রমে হ'ল কালাগত,
ক্ষণেক ভাবনা তাতো ভ্রান্ত গোপীমোহন॥

সমাপ্ত।

পুস্তকসমূহের মূল্যের সূচীপত্র।

পুস্তকের নাম	বাঁধা	আবাঁধা	ডাঃমাঃ
১। মূল মহাভারতম্ (নীলকণ্ঠের টীকা সমেত; বঙ্গাক্ষরে)	৬৲	৫৷৷০	৸৵০
২। পঞ্চদশী (মূল টীকা ও অনুবাদ)	১৷০	১৲	৷০
৩। পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ড (মূল ও বঙ্গানুবাদ)	১৷০	১৲	৷৵০
৪। ঊনবিংশ সংহিতা (মূল ও অনুবাদ)	১৲	৸৵০	৷৵০
৫। মনুসংহিতা (মূল ও অনুবাদ)	১	৸৵০	৷০
৬। উদ্বাহতত্ত্বম্ (মূল ও অনুবাদ)	৷৷৵০	৷৷০	৷০
৭। দেবীভাগবতম্ (মূল)	১৸০	১৷০	৷৵০
৮। হরিবংশ (বঙ্গানুবাদ)	১৷০		৷৴০
৯। চৈতন্যচরিতামৃত	৸৵০	৸০	৷০
১০। লিঙ্গপুরাণ (বঙ্গানুবাদ)	৸৵০	৸০	৷০
১১। জগৎমঙ্গল ও চমৎকার চন্দ্রিকা	৷৵০	৷০	৶০
১২। ভক্তিরত্নাবলী	৷৵০	৷০	৶০
১৩। ব্রতমালা-বিধান	৸০	৷৷৵০	৷০
১৪। শ্রীমদ্ভাগবত (বঙ্গানুবাদ)	১৷০	১৲	৷৴০
১৫। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ (বঙ্গানুবাদ)	১৷০	১৲	৷৴০
১৬। চৈতন্যমঙ্গল	৷৷৵০	৷৷০	৷০
১৭। কূর্ম্মপুরাণ (অনুবাদ)	৸০	৷৷৵০	৷০
১৮। তুলসীদাসী রামায়ণ	৸০	৷৷৵০	৷০
১৯। মার্কণ্ডেয় পুরাণ (অনুবাদ)	১৲	৸০	৷০
২০। অদ্ভুত রামায়ণ (মূল ও পদ্য)	৷৷৵০	৷৷০	৶০
২১। দাশরথি রায়ের পাঁচালী (সম্পূর্ণ)	২৷০	২৲	৸০
২২। সঙ্গীত-সার-সংগ্রহ ৩য় খণ্ড	৷৷০	৷৵০	৷০
২৩। সঙ্গীত-তরঙ্গ ৺ রাধা-মোহন সেন প্রণীত	৸০	৷৷৵০	৷৴০
২৪। পুরুষ-পরীক্ষা ৺ মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রণীত	৷০	৶০	৶০
২৫। প্রবোধ-চন্দ্রিকা ৺মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রণীত	৷০	৶০	৶০
২৬। কৌতুক বিলাস	৷০	৶০	৶০
২৭। হরিদাস সাধু শ্রীরঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় প্রণীত	৷৵০	৷০	৶০
২৮। কঙ্কাবতী শ্রীত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত	৷৷০	৷৵০	৶০
২৯। বঙ্গভাষার লেখক	৷৷৵০	৷৷০	৷৵০
৩০। চিনিবাস চরিতামৃত ৺যোগেন্দ্র-চন্দ্র বসু প্রণীত	৷৵০	৷৷০	৷০
৩১। নেড়া হরিদাস ৺যোগেন্দ্র-চন্দ্র বসু প্রণীত	১৲	৸০	৷০
৩২। আলালের ঘরের দুলাল টেকচাঁদ ঠাকুর প্রণীত	৷৷০	৷৵০	৷০
৩৩। শিবায়ন	৷৵০	৷০	৶০
৩৪। কৃষ্ণমঙ্গল	৷৷৵০	৷৷০	৷০
৩৫। স্তবমালা	৷৷০	৷৵০	৷০
৩৬। কুলীনকুলসর্ব্বস্ব নাটক ৺ রাম নারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত	৷৵০	৷০	৶০
৩৭। শ্রীরামরসায়ন ৺রঘুনন্দন গোস্বামী প্রণীত	১৷০	১৲	৶০
৩৮। শ্রীশ্রীভক্তমাল শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস কৃত	৸০	৷৷৵০	৷৴০
৩৯। অদ্ভুত রামায়ণ (পদ্য)	৷৵০	৷৴০	৶০
৪০। পঞ্চতন্ত্র (অনুবাদ)	৸০	৷৷৵০	৷৴০
৪১। কাদম্বরী (অনুবাদ)	৷৷৵০	৷৷০	৷০
৪২। শ্রীশ্রীবিষ্ণুর সহস্র নাম	০	৴০	৴১০
৪৩। ভূত ও মানুষ শ্রীত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত	৷৷০	৷৵০	০।

পুস্তকের নাম	বাঁধা	আবাঁধা	ডাঃমাঃ
৪৪। খিল হরিবংশ (মূল)	১।০	১৲	।৵০
৪৫। দেবীপুরাণ (মূল ও অনুবাদ)	১৲	৸৵০	।৴০
৪৬। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ (মূল)	১॥০	১।০	।৶০
৪৭। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ (বঙ্গানুবাদ)	১৸০	১॥০	॥০
৪৮। রাজাবলী ৺ মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রণীত	৸০	॥৵০	৶০
৪৯। বত্রিশ সিংহাসন ৺ মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রণীত	॥৵০	॥০	৶০
৫০। শ্রীশ্রীরাধালক্ষ্মী ৺যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু প্রণীত	১॥৴০	১৶০	৵০
৫১। ৬১ বৎসরের পুরাতন পঞ্জিকা	২৲	১০	৸৵০
৫২। পুরাতন পঞ্জিকার পরিশিষ্ট	॥০	।৵০	০
৫৩। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণম্ (মূল)	১।০	১৲	।৵০
৫৪। উৎকলখণ্ড (মূল ও বঙ্গানুবাদ)	৸০	(॥৵০)	।০
৫৫। বৈষ্ণবপদলহরী	১।০	১৲	।৴০
৫৬। বাঙ্গালীর গান	১॥০	১।০	॥০
৫৭। ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী	৸০	॥৵০	।০
৫৮। মডেল ভগিনী ৺যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু প্রণীত	১।০	৸০	।০
৫৯। হাতেমতাই	।৵০	।০	৶০
৬০। করোনেশন আলবম্	০	।৵০	৶০
৬১। বাঙ্গালীচরিত ৺যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু প্রণীত	১৲	।০	০
৬২। ধর্ম্মমঙ্গল (ঘনরাম প্রণীত	১৲	৸০	
৬৩। My Diary in India (By William Howard Russel) VOL I	১৲	০	।০
৬৪। Historical Fragments of the Mogul Empire (by Robert Orme)	১॥০	০	।৵০
৬৫। Tavernier's Travels in India	১॥৵০	০	॥০
৬৬। Thirty five years in the East by Honigberger	১।০		।০
৬৭। A Visit to Europe by T. N. Mukherji	৸০	০	।৴০
৬৮। History of the Sikhs by J. D. Cunningham	২৲	০	।৵০
৬৯। Emperor Humayun's life by Major Charles Stewart	১৲		।০
০ 'Ratnavali" by Michael Madhusudan Dutt	॥০	০	।০
৭১ "Sarmistha" by Michael Madhusudan Dutt	॥০	০	।০
৭২। Indian Tracts by Major John Scott and Warren Hastingos	॥০	০	।০
৭৩ Two Months in Arrah in 1857 by John James Halls	॥০	০	।০
৭৪। Coronation Album	।৵০	০	৶০
৭৫। Native Fidelity (Authorship is ascribed to late Babu Krishnadas Pal	১৲	০	৵০
৭৬। Auto-biographical Memoirs of Emperor Jahangir	১৲	০	।৴০
০ Stewarts History of Bengal	১।০	০	৵০
৮। Travels in Hindustan by Bernier	১॥০	০	।৵০

শ্রীবরদাপ্রসাদ বসু।

বঙ্গবাসী কার্য্যাধ্যক্ষ,

৩৮।২ ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফাঁকে-নীল। গায়ে যে লেবেল জড়ান আছে, তাহাও লাল কালিতে মুদ্রিত।

সাবধান! সাবধান!!

বিজয়া বটিকা—জাল হইতেছে।

বিজয়া বটিকার—মূল্যের কম-বেশী নাই।

বিজয়া বটিকা—নির্দ্দিষ্ট মূল্যে চিরদিন বিক্রীত।

বিজয়া বটিকা

জাল করিতেছে।

বিজয়া বটিকার এই অলৌকিক শক্তি আছে বলিয়াই, বিজয়া বটিকার কাটুতি এত অধিক; কিন্তু দুঃখ এই, জুয়াচোরগণ এই বিজয়া বটিকা—

জাল করিতেছে।

কলিকাতায় কতকগুলি জুয়াচোর ব্যক্তি বিজয়া বটিকার অবিকল ট্রেডমার্ক আদি নকল করিয়া, মফঃস্বলের অধিবাসিগণকে পাইকেরি দরে বেচিতেছে। দরও সস্তা দিতেছে। এই জাল বিজয়া বটিকা সেবন করিয়া, অনেক রোগী কুফল প্রাপ্ত হইতেছেন, অনেকের রোগ একেবারে আরাম হইতেছে না। জাল ঔষধে কখনও কি রোগ আরাম হয়?

মূল্যাদি।

বটিকার সংখ্যা	মূল্য	ডাঃমাঃ	প্যাকিং
১নং কৌটা ১৮			৵০
২নং কৌটা ৩৬	১৶০	।০	৶০
৩নং কৌটা ৫৪	১৷৶০	।০	৶০
বিশেষ বৃহৎ গার্হস্থ্য কৌটা অর্থাৎ			
৪নং কৌটা ১৪৪	৪ ০	।০	৶০

বিজয়া বটিকার

পাইকেরী বিক্রয়।

১নং কৌটা এক ডজন (অর্থাৎ বার কৌটা) লইলে কমিশন এক টাকা; অর্থাৎ সাড়ে ছয় টাকাতেই বার কৌটা ১নং বিজয়া বটিকা পাইবেন; ডাকমাশুল ও প্যাকিং আট আনা মাত্র। ভিঃপিঃ কমিশন দুই আনা।

২নং এক ডজন লইলে, কমিশন দেড় টাকা; অর্থাৎ বার টাকা বার আনাতেই ২নং বার কৌটা পাইবেন। ডাকমাশুল ও প্যাকিং বার আনা মাত্র। ভিঃ পিঃ কমিশন ৶০ তিন আনা।

৩নং এক ডজন লইলে, কমিশন দুই টাকা অর্থাৎ সাড়ে সতর টাকাতেই ৩নং বার কৌটা পাইবেন। ইহার প্যাকিং ও ডাঃমাঃ এক টাকা, ভিঃ পিঃ কমিশন চারি আনা।

বার কৌটার কম লইলে, এমন কি এগার কৌটা লইলেও, কেহ কমিশন পাইবেন না।

দেশ-প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের

আশীর্ব্বাদ-পত্র।

“পরম কল্যাণীয় শ্রীমান্ বি, বসু

কল্যাণবরেষু

“গত দুই বৎসর যাবৎ আমাদের প্রাণপুর গ্রামে ঘোরতর ম্যালেরিয়া উপস্থিত হওয়ায়, ভৃত্যামাত্যসহ আমার বাড়ীর সকলেই ক্রমে ক্রমে বিষম জ্বরে সমাক্রান্ত হয়েন। ক্রমে প্লীহা এবং যকৃৎ সকলেরই হইল। এলোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক এবং নানা প্রকার কবিরাজী চিকিৎসা যতদূর সম্ভবে, তাহার ত্রুটি করিলাম না। কিন্তু কিছুতেই বিশেষ কোন ফল কাহার হইল না; কেবল সাময়িক কিছু কিছু উপকার হইত মাত্র। পরে কোন প্রসিদ্ধ ঔষধবিক্রেতার বোতল আনাইয়াছিলাম; তাহাও সেইরূপ ব্যর্থ হইল। তৎ-

পরে ভাগ্যক্রমে সকলকেই একবার বিজয়া বটিকা সেবন করাইয়া দেখিতে ইচ্ছা হইল এবং তাহা আনাইয়া ক্রমে সকলকেই সেবন করাইলাম এখন ৺ভগবৎ-কৃপায় সেই বিজয়া বটিকাই আমার বাড়ীর সকলকেই জীবনদান করিয়াছে। সকলকেই সেই সুদারুণ রোগসঙ্কট হইতে মুক্ত করিয়া প্রকৃতিস্থ করিয়াছে। বিজয়া বটিকাই আমার বাড়ীর সকলের জীবনসহায় হইয়াছে। সুতরাং ইহার উপযুক্ত পুরস্কার দিতে পারি এমত আর অন্য কিছুই নাই; কেবল আন্তরিক-সম্মিলিত-আশীর্ব্বাদ মাত্র। শ্রীশশধর দেবশর্ম্ম (তর্কচূড়ামণি)। প্রাণপুর, সদরপুর ফরিদপুর।"

যাবৎ প্লীহা, যকৃৎ ও জ্বরে শয্যাগত হইয়াছিলেন কুইনাইনে জ্বর বন্ধ হইত না। তোমার বিজয়া বটিকা তিনটী মাত্র সেবন করিয়াই, তাহার জ্বর বন্ধ হইয়াছিল।

বিধবা স্ত্রীলোক, বিশেষ পথ্য যোগে থাকিতে পারেন নাই, তথাপি যে একমাস কাল বিজয়া বটিকা সেবন করিয়া তিনি সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইতে পারিয়াছেন, ইহাতেই আমরা ঔষধের উত্তম ক্ষমতা বুঝিতেছি। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি দীর্ঘজীবী হও। আশা করি, এই ঔষধ দিন দিনে সকলেরই অবিলম্বে শ্রদ্ধেয় হইবে। বিজয়া বটিকা বাত রোগের মহৌষধ।

আশীর্ব্বাদক—শ্রীশিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম। মূলাযোড় সংস্কৃতবিদ্যালয়াধ্যক্ষ, ২৪ পরগণা।"

ইংরেজ-রমণীর পত্র।

নয় মাসের জ্বররোগ হইতে অব্যাহতি লাভ।

পঞ্জাবের লাহোরনিবাসিনী ইংরেজমহিলা শ্রীমতী হ্যারিস রজার্স ইংরেজীতে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহার অনুবাদ এইরূপ—"বিজয়া বটিকা অদ্ভুতশক্তিসম্পন্ন। নয়মাস কাল আমি জ্বরে ভুগিতেছিলাম। কিছুতেই আরাম হই নাই। অবশেষে, আমি আপনার বিজয়া বটিকা সেবন করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছি। আর এক আহ্লাদের কথা এই,—এই অতি স্বল্প মূল্যের বটিকা দ্বারা আমি ডাক্তারি চিকিৎসার প্রভূত অর্থব্যয় হইতে রক্ষা পাইয়াছি।"

সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িকের পত্র।

বিজয়া বটিকা—জ্বর ও বাতের মহৌষধ।

ভট্টপল্লীর সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক, মূলাযোড় সংস্কৃত কলেজের সর্ব্বপ্রধান অধ্যক্ষ, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম—বিজয়া বটিকা সম্বন্ধে কি লিখিয়াছেন দেখুন,—

"আমার ছাত্র এবং পরমাত্মীয় ভট্টপল্লীনিবাসী ৺অমৃতময় বিদ্যারত্নের পত্নী ছয় মাস

এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি ও হাকিমী বিফল।

গোয়ালখণ্ডের অন্তর্গত রামপুর ষ্টেটের হাইস্কুলের প্রিন্সিপাল কি লিখিয়াছেন, দেখুন,—

"যথাক্রমে এলোপ্যাথি হোমিওপ্যাথি এবং হাকিমী মতে দীর্ঘকাল ধরিয়া চিকিৎসা করিয়াও, যে সকল রোগীর আদৌ কোন ফল হয় নাই, ইতিপূর্ব্বে আপনার নিকট হইতে যে এক কৌটা বিজয়া বটিকা আনাইয়াছিলাম তাহা তাহাদিগের পক্ষে যেন মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করিয়াছে। আমার পরিচিত বন্ধু-বান্ধবগণকে আপনার ম্যালেরিয়া ঘটিত কম্পজ্বরের এই ধন্বন্তরিকল্প ঔষধ সাদরে গ্রহণ করিতে আমি ইতিমধ্যেই অনুরোধ করিয়াছি।"

বিজয়া বটিকার প্রাপ্তিস্থান।

বি, বসু এণ্ড কোম্পানী।

৭৯নং হ্যারিসন রোড—কলিকাতা।

২নং এক ডজন সালসা লইলে (বাদ কমিশন) মূল্য ১২৸৹ বার টাকা বার আনা। ইহা ব্যতীত ডাঃমাঃ ৬৲ ছয় টাকা।

১নং এক ডজন সালসা (বাদ কমিশন) মূল্য ৬৷৹ সাড়ে ছয় টাকা, ইহা ব্যতীত ডাঃ মাঃ ৪৲ চারি টাকা। রেল-পার্শেলে লইলে মাশুল কম পড়ে। রেলপ্যাকিং চার্জ্জ স্বতন্ত্র।

১নং (আধপোয়া) এক শিশি সালসা ৪ চারি দিন সেবনীয়, ২নং (একপোয়া) এক শিশি ৮ আটদিন সেবনীয়। ৩নং (দেড়পোয়া) এক শিশি ১২ বার দিন সেবনীয়। ৪ চারি দিন সেবন করিলেই উপকার জানিতে পারিবেন।

সালসার প্রশংসা-পত্র।

১ম পত্র।

হুগলী জেলার অন্তর্গত হাবড়ার মুন্সেফ শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্র বসু এম এ বি এল, মহোদয় বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর সালসা সম্বন্ধে কি লিখিয়াছেন দেখুন,—

"আমার কোন বিশেষ আত্মীয়, প্রসবের পর হইতে এর বৎসরের অধিক কাল, শুক্রনা সুতিকা" পীড়ায় ভুগিতেছিলেন। তাঁহার চিকিৎসা ... ছিল প্রায় তিন মাস যাবৎ কবিরাজী চিকিৎসা করা হয়। তাহাতে বিশেষ উপকার হয় নাই। আপনাদের 'সালসা খাওয়াইতে ... পেটের অসুখ থাকায় মধ্যে মধ্যে উদয়াময়-বটিকাও সেবন করান হইত। প্রায় এক মাস এইরূপ চিকিৎসায় পীড়া একরূপ আরোগ্য হইয়াছে। শরীর পূর্ব্বাপেক্ষা সবল হইয়াছে। ক্ষুধা বৃদ্ধি হইয়াছে বোধ হয়, আর এক শিশি খাওয়াইলে পীড়া নির্দ্দোষরূপে আরোগ্য হইবে। অতএব অনুগ্রহ করিয়া আর এক শিশি সালসা পাঠাইবেন।

২য় পত্র।

বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর হাতীমার্কা সালসা সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক এবং সিপাহীযুদ্ধ প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা ৺রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয় কি লিখিয়াছেন দেখুন,—

আমি শ্রীযুক্ত বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর সালসা সেবন করিয়াছি। এই সালসা সেবনে আমার শরীর পূর্ব্বাপেক্ষা সবল ও শ্রমসহিষ্ণু হইয়াছে এবং সময়ে কোষ্ঠশুদ্ধি হইতেছে। ইহা খাইতে কোনরূপ কষ্ট হয় না। সুস্বাদু দ্রব্যের ন্যায় এই সালসা সেবনেও রুচি জন্মে। যাঁহারা শারীরিক অবসন্নতা হইতে মুক্তিলাভ করিতে চাহেন এবং বুদ্ধিযুক্ত ও শ্রমসাধ্য কার্য্য সম্পাদনে সমর্থ হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা এই সালসা সেবন করিলে উপকার বোধ করিতে পারিবেন।"

৩য় পত্র।

শ্রীযুক্ত ... মিত্র, এলাহাবাদ হাইকোর্ট হইতে বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর সালসা সম্বন্ধে কি লিখিয়াছেন দেখুন,—

"আপনাদের সালসা ব্যবহার করিয়া আমি বিশেষ উপকার পাইয়াছি। আমি একজন Confirmed dyspeptic ছিলাম। অনেক দিন হইতে ... ভোগ করিতেছি। কোষ্ঠ পরিষ্কার ... হইত না। কিন্তু আপনাদের সালসা ব্যবহার ... অবধি কোষ্ঠ পরিষ্কার ... হইতেছে।'

'আপনাদের সালসা ও বেশ প্রশংসার সামগ্রী হইয়াছে। যেমন মনোহর সৌরভ সেইরূপ ...।

বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর

হাতীমার্কা সালসার প্রাপ্তি স্থান।

কলিকাতা বৌবাজার, ৭৯ নং হারিসন রোড 'বঙ্গবাসী ... কার্য্যালয়ে একমাত্র এজেণ্ট বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর নিকট প্রাপ্তব্য।

বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর

ফুলেলা

ভারতবর্ষ ফুলের ভাণ্ডার। ভারত কুসুম অমূল্য রত্ন। এ ফুলের তুলনা নাই। সাতটী সদগন্ধযুক্ত ফুলের সার রস, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে একত্র মিলাইয়া (আয়ুর্ব্বেদোক্ত নানা মসলার সহিত) এই ফুলেলা তৈয়ারি হইয়াছে। আপনি ফুলেলা মাখিতে আরম্ভ করুন —দূরস্থিত পথিক মনে করিবে—এ কি হইল? —হঠাৎ নানা জাতীয় পুষ্পের সৌরভ পাই কেন? নিকটে কি ফুলের উদ্যান আছে? ফুলসমূহ কি এককালেই প্রস্ফুটিত হইয়াছে? এমন মনোহর সৌরভ ত এই মর্ত্ত্যধামের নহে। বুঝি স্বর্গীয় নন্দনকানন হইতে এ সৌরভ আসিতেছে।

ফুলেলায় মনকে প্রফুল্ল রাখে। যে ঘরে ফুলেলা থাকে, সে ঘর সৌরভে সদা আমোদিত হয়। সর্ব্ব দুর্গন্ধ দূর হয়। গৃহস্থের স্বাস্থ্য ভাল থাকে। ফুলেলা দেবী-অঙ্গের ভূষণ

ফুলেলা ব্যবহারে চুলের গোড়া শক্ত হয়, চুল কাল এবং চিক্কণ হয়। ফুলেলায় চুল-উঠা দোষ দূর হইয়া চুল বৃদ্ধি পায়,—চামরের ন্যায় কেশকলাপ হয়। বহুদিন ধরিয়া ফুলেলা মাখিলে টাক রোগ নষ্ট হয়। ফুলেলায় মস্তিষ্ক শীতল হয়, শিরোঘূর্ণন দূর হয়। হাত পা জ্বালা ও গাত্র-জ্বালা দূর হয়। মাথার খুস্কি এবং চুলকানি নষ্ট হয়। পেটে মাখিলে পেট ঠাণ্ডা হয়। হজম শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং দাস্ত খোলসা হয়। প্রমেহাদি রোগও আরোগ্য হয়।

প্রতি তিন আউন্স শিশি মূল্য ১৲ এক টাকা; প্যাকিং ৵০ দুই আনা, ডাঃ মাঃ ৷৷০ আট আনা; ভিঃ পিঃ কমিশন ৴০ এক আনা। যদি কেহ ১২ শিশি ফুলেলা লয়েন, তবে তিনি ২৲ দুই টাকা কমিশন পাইবেন। অর্থাৎ দশ টাকাতেই ১২ শিশি ফুলেলা পাইবেন। ডাঃ মাঃ তিন টাকা, প্যাকিং চার্জ্জ ৵০ দুই আনা। ভিঃ পিঃ কমিশন ৶০ তিন আনা। রেল পার্শেলে এক ডজন ফুলেলা লইলে মাশুল আরও কিছু কম পড়ে। বার শিশি ফুলেলার কম লইলে, এমন কি এগার শিশি লইলেও কোন কমিশন পাইবেন না।

ফুলেলার প্রশংসাপত্র।

১ম পত্র।

শকুন্তলাতত্ত্ব গ্রন্থের প্রণেতা, বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের অনুবাদক স্বনামধন্য পুরুষ শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ বসু এম, এ, বি এল, কলিকাতা প্রতাপ চাটুয্যের গলি হইতে লিখিয়াছেন—"আমার এক পুত্র ফুলেলা ব্যবহার করায় উহার খুব সুখ্যাতি করিল। বলিল, তৈল মাখিবার পর শরীর অনেকক্ষণ বেশ স্নিগ্ধ থাকে। আমি নিজে প্রায় ত্রিশ বৎসর কোন তৈল ব্যবহার করি নাই। সুতরাং সাহস হয় না ফুলেলা ব্যবহার করিতে পারিলাম না। কিন্তু ফুলেলার গন্ধ এত মনোহর যে, উহা ব্যবহার করিতে না পারিয়া অসুখী হইলাম।"

২য় পত্র।

কলিকাতা ষ্টার থিয়েটারের সুপ্রসিদ্ধ ম্যানেজার এবং বিবাহবিভ্রাট, তরুবালা প্রভৃতির গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু লিখিয়াছেন,—"আপনাদের এ কোন্ ফুলের "ফুলেলা"? মন্মথের ফুলধনু হইতে দু'চারিটী পাপড়ি চুরি করিয়া স্নিগ্ধ স্নেহ-রসে মিশাইয়াছেন কি? নচেৎ সুবাসের কোমলতার মধ্যে এমন মধুর মোহিনীশক্তিটুকু আইল কোথা হ'তে? ঘ্রাণে কত হারাণ কথা প্রাণে যেন আবার কুড়াইয়া পায়। গৃহলক্ষ্মীর অলকায় একটু

"ফুলেলা" দিলে, বোধ হয় তাঁহার পায়ে আর বেশী তৈল দিবার প্রয়োজন হয় না।

৩য় পত্র।

আপনার "ফুলেলা" মাখিয়া স্নান করিলে বড়ই আরাম বোধ হয়। ইহার সুমিষ্ট সৌরভ ও স্নিগ্ধকারিতা শক্তি আছে বলিয়াই পুরুষ এবং রমণী সকলেই ফুলেলাকে সমধিক পছন্দ করেন। স্নানের পরেও ইহার মনোহর গন্ধ বহুক্ষণ পর্য্যন্ত থাকে।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী এম এ,
অস্থায়ী প্রিন্সিপাল, হুগলী কলেজ।

৪র্থ পত্র।

যিনি অবকাশরঞ্জিনী, পলাশীর যুদ্ধ, রৈবতক, কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়া বঙ্গের কবিকুলচূড়ামণি হইয়াছেন,- এক্ষণে যিনি চট্টগ্রামের কমিশনরের পার্শনাল আসিষ্টান্টের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত, সেই মহাকবি শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন— ফুলেলা" ব্যবহারে প্রীত হইয়া কি লিখিয়াছেন, দেখুন,—"কি স্নিগ্ধতায় কি সৌরভে, কি বর্ণের গৌরবে,—"ফুলেলা" ব্যবহার করিলে মুগ্ধ হইতে হয়।'

৫ম পত্র।

বঙ্গের প্রসিদ্ধ কবি ওপন্যাসিক রায় সাহেব হারাণচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় কলিকাতা ১৭ নং শিবনারায়ণ দাসের গলি হইতে লিখিয়াছেন,—"ফুল সকলেরই প্রিয়। সেই ফুল হইতেই যখন ফুলেলার উৎপত্তি, তখন ইহার গৌরব সুপ্রতিষ্ঠিত না হইবে কেন? ফলতঃ সখ ও স্বাস্থ্য দুই রক্ষা করিতে এমন উপকারী তৈল আর দেখি নাই। মাখিতে আরম্ভ করিলে, সুগন্ধে চারিদিক্ ভরপুর হইতে থাকে,—স্নানের পরও অনেকক্ষণ গন্ধ থাকে,—তারপর মস্তিষ্ক বিলক্ষণ স্নিগ্ধ হয়—গা হাত পা জ্বালাও দূর হয়। বলিতে কি, "ফুলেলার" কাছে বেলা-চামেলি-হেনাও হার মানে।"

বি, বসু, এণ্ড কোম্পানীর

প্লীহা ও যকৃতের প্রলেপ।

যে সকল রোগীর প্লীহা বা যকৃৎ বড় হইয়াছে, বিজয়া বটিকা সেবনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের প্লীহা বা যকৃতের একটী প্রলেপ প্রত্যহ চারি ঘণ্টা অন্তর দুই তিন বার দিতে হইবে। এ প্রলেপে ফোস্কা হইবে না বা জ্বালা করিবে না। এ প্রলেপের চমৎকার গুণ। প্লীহা এবং যকৃৎ—এ উভয়ই প্রবল হইলে, উভয় স্থানেই ঐ প্রলেপ দিতে হইবে। প্রলেপের মূল্য ১৲ এক টাকা। ডাকমাশুলাদি ॥০ আট আনা।

৭৯নং হারিসন রোড, কলিকাতা।

বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর

কর্পূর রস।

কলেরা, রক্তামাশয় প্রভৃতি উৎকট রোগের মহৌষধ। ওলাউঠার ইহা এক উৎকৃষ্ট ঔষধ। ওলাউঠার প্রথম অবস্থায় হঠাৎ হিমাঙ্গ হইলে এ ঔষধ মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করে। বঙ্গের বহু নগরে এবং বহু গ্রামে এ ঔষধ বৎসর বৎসর প্রেরিত হইয়া থাকে। যাহারা দূরদেশে থাকেন, যেখানে ডাক্তারি চিকিৎসার কোনরূপ সুবিধা নাই—সেই স্থানের অধিবাসিগণ যেন বি, বসু কোম্পানীর এই ঔষধ খরিদ করিয়া আপন গৃহে রাখিয়া দেন। এক্ষণে দুই লক্ষ শিশি ঔষধ বৎসরে বিক্রয় হইয়া থাকে।

	মূল্য	প্যাকিং	ভিঃপিঃ ও ডাঃ মাঃ
ছোট শিশি	।০	৵০	৶০
বড়	॥০	৵০	৶০
ছোট প্রতি ডজনের	২।০	।০	১৶০
বড় প্রতি ডজনের	৪।০	৵০	২৸০

বি, বসু এণ্ড কোম্পানী।
৭৯ নং হারিসন রোড,—কলিকাতা।